পরস্ত্রী

গে ট্যালেসি

ভাষান্তরঃ মোস্তফা মীর

'পরস্ত্রী' (দাই নেইবার'স ওয়াইফ) হচ্ছে আমেরিকার বিবাহিত নারী ও পুরুষের বেডরুমের বন্ধ দরজার পেছন থেকে যৌনতাকে বাইরে নিয়ে এসে তা এক বিকাশমান শিল্পে পরিণত করার কাহিনী। এই কাহিনী রচনা করতে গিয়ে গে ট্যালেসি ম্যাসেজ পার্লার, নীল ছবি ও দলীয় যৌনমিলনের অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে ভ্রমণ করেছেন বিচক্ষণতার সঙ্গে। তার উপন্যাসে তিনি আরো তুলে এনেছেন পুরুষের ফ্যান্টাসির জগতকে প্রলুব্ধ করে 'স্ক্রু' ও 'পেন্টহাউস'সহ হিউ হেফনারের 'প্লেবয়' পত্রিকা ও প্লেবয় সম্রাজ্য গড়ে তোলার চাঞ্চল্যকর উপাখ্যান। পাশাপাশি আরও বর্নিত হয়েছে লেখক ও যৌনতার গুরু অ্যালেক্স কমফোর্টের যৌন পর্যবেক্ষণ এবং জন উইলিয়ামসনের বউ বদলাবদলির অপরাধহীন মানসিকতার সত্য কাহিনী।

এই উপন্যাসে পৃথিবীর বহু বিখ্যাত লেখকের বহু নিষিদ্ধকৃত উপন্যাসের পুনপ্রকাশের ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। আরো বর্ণনা করা হয়েছে পুনপ্রকাশের পরপরই তা আবার বাজেয়াপ্ত করা এবং প্রকাশককে গ্রেফতার, জেল ও জরিমানার ঘটনাসহ আইন সংশোধন করার প্রক্রিয়া। কিন্তু অশ্লীলতার সংজ্ঞা নির্ধারণ করা সম্ভব হয়নি। সেন্সরশীপের হাত থেকে তখন কেউই রেহাই পেত না। তবে পঞ্চাশ বছরেও আমেরিকার বিভিন্ন প্রদেশের আদালত অশ্লীলতার সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে পারেনি। উল্লেখ্য, উনবিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে সারা পৃথিবীজুড়ে অশ্লীলতা একটা বিতর্কিত বিষয় এবং আজও তা অমীমাংসীত।

পরস্ত্রী

পরস্ত্রী

গে ট্যালেসি

ভাষান্তর । মোস্তফা মীর

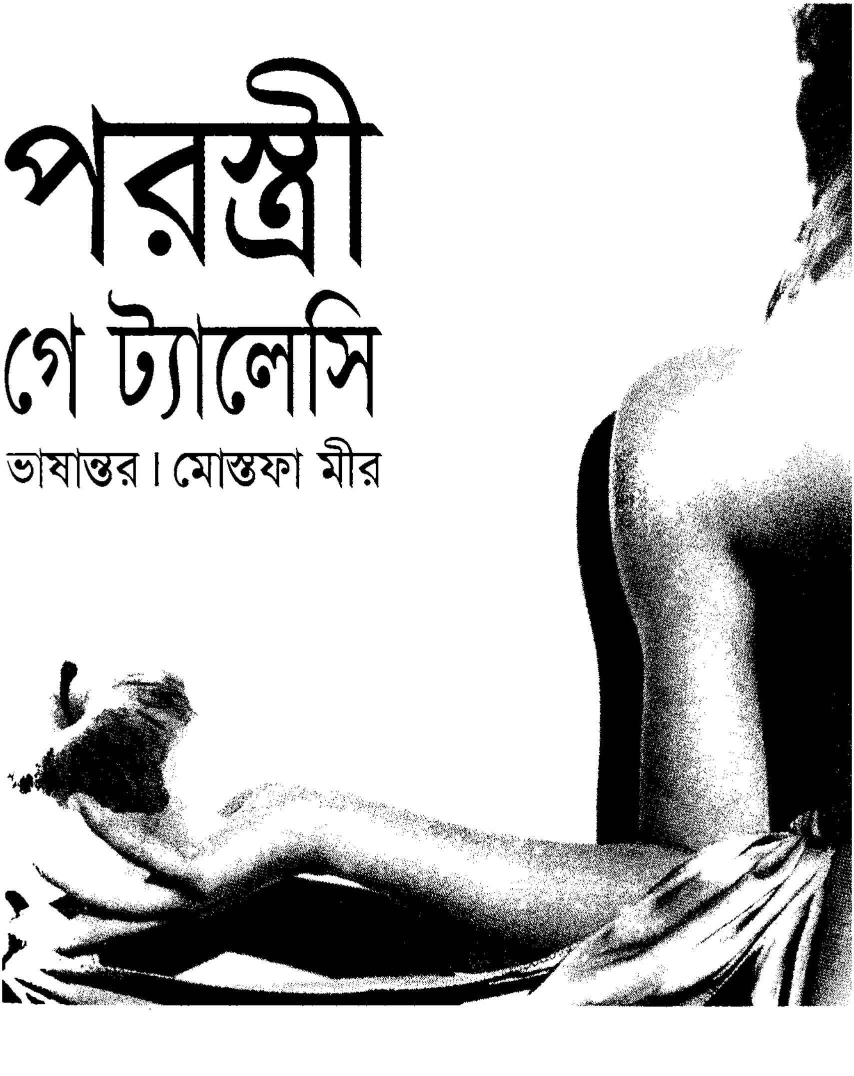

অনিন্দ্য প্রকাশ

প্রথম প্রকাশ
ফাল্গুন ১৪১৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৯

প্রকাশক
আফজাল হোসেন
অনিন্দ্য প্রকাশ
৩১/১ক হেমেন্দ্র দাস রোড, ঢাকা-১১০০
ফোন ৭১২ ৪৪০৩, ০১৭১১ ৬৬৪৯৭০

বিক্রয় কেন্দ্র
৬৮-৬৯ প্যারীদাস রোড
বাংলাবাজার ঢাকা-১১০০
মোবাইল ০১১৯৬ ০৪৭৮৯২

বর্ণবিন্যাস
কলি কম্পিউটার
৪৫ বাংলাবাজার ঢাকা-১১০০
মোবাইল ০১৭১২ ৭৬৬৬৫৩

গ্রন্থস্বত্ব : প্রকাশক

প্রচ্ছদ : ধ্রুব এষ

বানান সমন্বয় সেলিম আলফাজ

মুদ্রণে
অনিন্দ্য প্রিন্টিং প্রেস
৩১/১ক হেমেন্দ্র দাস রোড, ঢাকা-১১০০
ফোন ৭১৭ ২৯৬৬

মূল্য ৪০০ টাকা

PAROSTRI (Thy Neighbour's Wife) : Gay Talese
Translated by Mustafa Mir
Published by Afzal Hossan, Anindya Prokash
31/1 Ka, Hemendra Das Road, Dhaka-1100 Phone 7172966
First Published February 2009

Price : Taka 400
US $ 12

ISBN 984 70082 0177 7

উৎসর্গ

পাপিয়া
বন্ধুবরেষু

পাঠকের প্রতি

এই উপন্যাসের বিভিন্ন চরিত্রের নামগুলি
তাদের প্রকৃত নাম এবং যেসব দৃশ্য ও ঘটনা
এখানে বর্ণনা করা হয়েছে তা সত্যিই ঘটেছিল।

লেখকের বক্তব্য

'পরস্ত্রী' (দাই নেইবারস ওয়াইফ) সম্পন্ন করতে আমার নয় বছর সময় লেগেছে। কয়েক শত লোকের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছি, তার মধ্যে কাউকে কাউকে পঞ্চাশ বারেরও বেশি, কিন্তু তার ফলে গবেষণার কাজটি হয়ে পড়ছে জটিল এবং যারা সাক্ষাৎকার দিয়েছে তাদের বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জনের জন্য সময় ব্যয় হয়েছে প্রচুর। তারা আমাকে অনুমতি দিয়েছে তাদের নাম ব্যবহার করতে সেই অন্তরঙ্গ কাহিনীতে, যা তারা আমাকে বলেছিল।

আমি আমার গত বইটি ১৯৭১ সালে শেষ করার পর পাঁচ বছরের একটা প্রকল্পে কাজ করার সময় আমি আস্থা অর্জন করেছিলাম একটা সংগঠিত অপরাধী পরিবারের এবং সক্ষম হয়েছিলাম মাফিয়ার ভেতরে নির্দিষ্ট কিছু পুরুষ, নারী ও শিশুর পরিবর্তনশীল সামাজিক প্রথাগুলো বর্ণনা করতে। আমি আশা করি আরও বৃহত্তর কাজের ভেতর দিয়ে পুরো জাতির সামাজিক ও যৌনবিষয়ক গতিধারার প্রতিফলন ঘটবে। এই গ্রন্থ, যৌনবিষয়ক আইনের ইতিহাস ও সেন্সরশিপ উভয় বিষয়েই ধারণা প্রদান করবে, একই সঙ্গে বর্ণনা করবে কিছু কিছু মানুষ ও ঘটনা সম্পর্কে, যা সাম্প্রতিক দশকগুলোতে আমেরিকার নৈতিকতার সংজ্ঞাকে প্রভাবিত করেছে অথবা পুনরায় নির্ধারিত সংজ্ঞার প্রতিফলন ঘটিয়েছে।

আমি একটি গ্রন্থে অনেকগুলো মানুষকে একত্রিত করতে চেয়েছি, যেমন, হিউ হেফনার ও স্যামুয়েল রথ, এ্যালেক্স কমফোর্টে ও শ্যালি বিনফোর্ড এবং খুবই সাধারণ মানুষ জুডিথ ও জন বুল্লারো, যারা অস্বাভাবিক অবস্থার দ্বারা তাড়িত। গবেষণা চলাকালীন আমি সারাদেশের যেসব দম্পতির সংস্পর্শে এসেছি তারা প্রত্যেকেই মানুষ হিসেবে চমৎকার। জন উইলিয়ামসন ও জন বুল্লারোসহ আরও অনেকের নাম এই গ্রন্থে ব্যবহার করেছি এবং তাদেরকে বুঝিয়েছি, তাদের কাহিনী যথাযথভাবে উপস্থাপিত করা হবে। কোনো ধরনের রায় প্রদান করা হবে না কারো সম্পর্কেই। কিছু কিছু সাক্ষাৎকার গ্রহণের সময় আমি আমার গবেষণা সহযোগী সিনথিয়া সিয়ারস-এর সঙ্গে ছিলাম। সিনথিয়া ক্যালিফোর্নিয়ার মেয়ে। সে বুল্লারো, উইলিয়ামসন, ডায়ানে ওয়েবার ও আরো কিছু লোকের সঙ্গে কথা বলার সময় টেপ-রেকর্ডার ব্যবহার করেছিল। মিস সিয়ারস যন্ত্রের সঙ্গে এসব কথোপকথনের প্রতিলিপি তৈরি করে, যা আমার আরও একটি লেখ্য প্রমাণ। এছাড়া আমি এই টেপ-রেকর্ডার বাজিয়ে বারবার শুনেছি সেইসব ঘটনা ও ঘটনার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের আবেগ এবং যাচাই করেছি আমার তথ্যের সত্যতা।

আরো ছিল সাক্ষাৎকার গ্রহণের সময় যা যা টুকেছিলাম। এছাড়াও অনেকে নিজের লেখা বক্তব্যও আমাকে সরবরাহ করেছিল ডায়েরি, জার্নাল, প্রকাশিত ব্যক্তিগত আচরণ, যেখানে তারা তুলে ধরেছে তাদের যৌনবিষয়ক চিন্তা-ভাবনা ও কর্মকাণ্ড। এসব ব্যক্তিগত কাগজপত্র পুনরায় সেইসব যৌনদৃশ্য, দৃষ্টিভঙ্গি, অনুভূতি ও কথাবার্তাসিকে সত্য বলে প্রমাণ করে যা এই গ্রন্থে উপস্থাপিত হয়েছে।

গে ট্যালেসি
... জানুয়ারি ১৯৮০

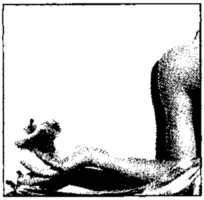

যুবতী মেয়েটি সম্পূর্ণ নগ্ন অবস্থায় মরুভূমির বালির ওপর শুয়েছিল, দুই পা ছড়ানো, দীর্ঘ চুল বাতাসে উড়ছে। মাথাটা পেছনদিকে কাত হয়ে আছে এবং চোখদুটো বন্ধ। মনে হয় সে ব্যক্তিগত চিন্তার ভেতরে হারিয়ে গেছে এবং পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এলিয়ে শুয়ে আছে মেক্সিকান সীমান্তের কাছাকাছি ক্যালিফোর্নিয়ার ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ বালিয়াড়ির ওপর এবং তাকে শ্রীমণ্ডিত করে তুলেছিল তার স্বাভাবিক সৌন্দর্য। সে কোনো অলংকার পরেনি। তার চুলে কোনো ফুলও ছিল না। বালিতে ছিল না কোনো পদচিহ্ন। উৎকর্ষতার দিক থেকে ছবিটা উঁচুমানের। আর এই ছবির দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল সতেরো বছর বয়সী এক স্কুলছাত্র তার বয়ঃসন্ধিকালের যৌনকাঙ্ক্ষা নিয়ে।

ছবিটা ছাপা হয়েছিল আলোকচিত্র বিষয়ক আর্ট ম্যাগাজিনে এবং সে পত্রিকাটা কিনেছিল শিকাগোর শহরতলির চার্মাক রোডের এক কোনায় অবস্থিত পত্রিকার স্ট্যান্ড থেকে। সময়টা ছিল ১৯৫৭ সালের এক গোধূলিবেলা। সন্ধেটা ছিল ঠাণ্ডা এবং ঝড়ো বাতাস বইছিল, কিন্তু হ্যারল্ড রুবিন অনুভব করল এক ধরনের উষ্ণতা তার ভেতরে ক্রমশ বাড়ছে, যখন সে ল্যাম্পপোস্টের আলোয় পত্রিকার স্ট্যান্ডের পেছনে দাঁড়িয়ে ভালো করে ছবিটা লক্ষ্য করছিল। অসচেতনভাবে তার কানে আসছিল ট্রাফিক এবং ঘরে ফেরা মানুষের কোলাহল।

সে দ্রুত পাতা উল্টে অন্য নগ্ন মেয়েদের দিকে তাকায় এবং লক্ষ্য করে কী পরিমাণ সাড়া দিতে পারে সে তাদের ছবির প্রতি। অতীতে একটা সময় ছিল যখন দ্রুত এসব পত্র-পত্রিকা কিনতে হত। এসব পত্রিকা বিক্রি হত কাউন্টারের তলা দিয়ে এবং এ ধরনের যৌনপত্রিকার সংখ্যা পর্যাপ্ত ছিল না। তখন *সানসাইন* ও *হেলথ* পত্রিকায় ভলিবল খেলোয়াড়দের অর্ধনগ্ন ছবি ছাপা হত এবং এটা ছিল একমাত্র পত্রিকা যেখানে ১৯৫০-এর দশকে এইসব অর্ধনগ্ন ছবিতে যৌনতা দেখানো হত। আবার *মডার্ন ম্যান* পত্রিকায় হাসিখুশি তাগড়া সব শো-গার্লের ছবি ছেপে পাঠককে প্রলোভন দেখানো হত কিংবা ক্লাসিক ফটোগ্রাফিক পত্রিকায় ছাপা হত মডেলদের ছবি। এটাই ছিল তখন ক্যামেরার বিষয়বস্তু যা শৈল্পিক অন্ধকারে হারিয়ে যায়।

হ্যারল্ড রুবিন এসব পত্রিকা থেকে এক ধরনের নিঃসঙ্গ পরিতৃপ্তি লাভ করত। তারপর পত্রিকাগুলো চলে যেত আলমারিতে স্তূপ করে রাখা অসংখ্য পত্রিকার ভেতরে। এই স্তূপের একেবারে ওপরে রয়েছে পরীক্ষিত পণ্যগুলো যেখানে নারীদের ভঙ্গি ও ছবিতে প্রকাশিত আবেগ তাকে দ্রুত উত্তেজিত করে তোলে এবং সবচেয়ে

গুরুত্বপূর্ণ হল এসব ছবির কার্যকারিতা স্থায়ী হয় অর্থাৎ উত্তেজনা অনেকক্ষণ টিকে থাকে। এসব ছবি না দেখেও সে কয়েক সপ্তাহ্ বা কয়েক মাস কাটিয়ে দিতে পারে যদি এর মধ্যে কোনো নতুন কিছু আবিষ্কৃত না হয়। কিন্তু সব সময় তা সম্ভব হয় না। অধিকাংশ সময়ই সে ব্যর্থ হয় এবং বাড়ি ফিরে এসে কাগজের হারেমখানা থেকেই তার প্রিয় নারীকে বেছে নিয়ে তার বাসনা পূরণ করে। কিন্তু এটা ছিল যৌনকর্মের চেয়ে নিশ্চিতভাবেই আলাদা; যে অভিজ্ঞতা সে অর্জন করেছিল একটা মেয়ের সঙ্গে যখন সে মর্টন স্কুলের ছাত্র ছিল। মেয়েটির পিতামাতা যখন বাইরে থাকত তখন সে মেয়েটির সঙ্গে মেঝের ওপর যৌনসঙ্গম করত এবং সেসময় সে ঐ মেয়েটির চেয়েও যৌনপত্রিকায় দেখা অধিক পরিপক্ব নারীদের শরীর কল্পনা করত। অন্য সময় যখন সে এসব পত্রিকার সঙ্গে একা হয়, তখন সে তার মেয়েবন্ধুকে স্মরণ করে, স্মৃতিতে ফিরিয়ে আনে পোশাক খুললে তাকে কেমন দেখাচ্ছিল, কী অনুভব করেছিল এবং কী করেছিল তারা একত্রে।

সম্প্রতি তার নিজেকে মনে হচ্ছে ক্লান্তিহীন ও অস্থির এবং সে ভাবছে স্কুল ও মেয়েবন্ধু পরিত্যাগ করে সে এয়ারফোর্সে যোগ দেবে। শিকাগোর সাধারণ জীবন থেকে হ্যারল্ড রুবিন বিচ্ছিন্ন ছিল। সে ছিল অধিক কল্পনাপ্রবণ, বিশেষ করে ছবির মুখোমুখি কোনো বিশেষ নারী সম্পর্কে। তখন সে প্রায় আচ্ছন্ন হয়ে থাকত ঐ নারীর নগ্ন সৌন্দর্যে।

রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে পত্রিকায় এখন যে-নারীকে সে দেখল সে বালির স্তূপের ওপর শুয়ে আছে। এই নারীকে সে কয়েক মাস আগে প্রথম একটা ত্রৈমাসিক পত্রিকায় দেখেছিল। এছাড়াও তার ছবি ছাপা হয়েছে পুরুষদের পত্রিকা, অভিযান সংক্রান্ত পত্রিকা ও নগ্নতাবাদীদের ক্যালেন্ডারে, যা তাকে আকর্ষণ করত তা শুধুমাত্র তার সৌন্দর্য নয়, সেগুলো হচ্ছে তার শরীরের চমৎকার খাঁজ, ভাঁজ, চড়াই, উৎরাই ও অলিগলির আভাস এবং তার লাবণ্যময়ী মুখমণ্ডল, যৌবন ও স্বাস্থ্যে যা পরিপূর্ণ। প্রকৃতির মতোই স্বাধীন মনে হয় তাকে যখন সে সমুদ্রতীরে হেঁটে বেড়ায় অথবা একটা তালগাছের কাছে দাঁড়িয়ে থাকে কিংবা বসে থাকে পাথুরে পাহাড়ের ওপর এবং সমুদ্রের ঢেউ এসে ভিজিয়ে দেয় তার পদযুগল। কোনো কোনো ছবিতে তাকে বিচ্ছিন্ন মনে হয় এবং তখন আরও মনে হয় সে তার নিজের খুব কাছাকাছি। সে তার নামও জানত। একটা ছবির ক্যাপশন থেকে জেনেছিল এবং সে নিশ্চিত যে এটা তার প্রকৃত নাম। সে সেইসব ছদ্মনামধারী ক্ষুদে পরীদের একজন নয়, পিনআপ পত্রিকাগুলো যাদের সত্য পরিচয় গোপন করার জন্য প্রকৃত নাম গোপন করত পুরুষদের কাছ থেকে। এসব নারীর ছবি ছাপা হত পুরুষদেরকে সুড়সুড়ি দেওয়ার জন্য।

তার নাম ছিল ডায়ানে ওয়েবার। বাড়ি মালিবু বিচের কাছাকাছি। সে ছিল ব্যালে নর্তকী। ফলে হ্যারল্ড বুঝতে পারত নিয়মের ভেতর দিয়ে গড়ে তোলা এই শরীরের ওপর তার নিয়ন্ত্রণ ছিল পুরোপুরি। সে ক্যামেরার সামনে বিভিন্ন ভঙ্গিতে দাঁড়াতে পছন্দ করত।

তার হাতে ধরে রাখা পত্রিকার একটা ছবিতে ডায়ানে ওয়েবার এ্যাক্রোব্যাটের ভঙ্গিতে এক পা তুলেছে মাথার ওপর। পায়ের আঙুলগুলো মেঘহীন আকাশের দিকে

তাক করা এবং হাতদুটি সামনে প্রসারিত করে সে রক্ষা করেছে শরীরের ভারসাম্য। উল্টোদিকের পাতায় সে একদিকে কাৎ হয়ে শুয়ে বিশ্রাম নিচ্ছে, পরিপূর্ণ গোলাকার ও মাংসল নিতম্ব, একটা পা সামান্য তোলা, যৌনকেশের আভাস পাওয়া যাচ্ছিল, স্তনদুটি পুরোপুরি খোলা এবং তার বোঁটা গুলি খাড়া হয়ে আছে।

হ্যারল্ড রুবিন দ্রুত পত্রিকাটা বন্ধ করে স্কুলের বইয়ের ভেতরে ঢুকিয়ে বগলদাবা করল। হঠাৎ তার মনে হল সে দেরি করে ফেলেছে। দ্রুত বাড়ি ফেরা দরকার। সে তার চামড়ার কোটের পকেটে হাত ঢুকিয়ে হাঁটতে লাগল। সিদ্ধান্ত নিল বাসে না চড়ে হেঁটেই বাড়ি ফিরবে। কারণ সে এখন মানুষের সংস্পর্শ এড়িয়ে চলতে চায়। চায় না কেউ তার নির্জনতায় হস্তক্ষেপ করুক। সে অপেক্ষা করছে সেই সময়ের, যখন তার পিতামাতা ঘুমাতে যাবেন এবং সে তার শোবার ঘরে পোশাক খুলে ডায়ানে ওয়েবারের সঙ্গে একা হবে।

সে ওক পার্ক এভিনিউ ধরে হাঁটতে লাগল। তারপর একুশতম সড়কের বিশাল বিশাল ইটের বাড়ি অতিক্রম করে যেতে থাকে। এটা একটা আবাসিক এলাকা। শিকাগোর শহরতলি থেকে তিরিশ মিনিটের পথ। এখানকার লোকজন রক্ষণশীল, পরিশ্রমী ও মিতব্যয়ী। এদের বিপুল সংখ্যক মানুষ হচ্ছে সেইসব পিতার সন্তান অথবা পিতামহদের বংশধর যারা উনিশ শতকের গোড়ার দিকে মধ্য-ইউরোপ থেকে এই অঞ্চলে অভিবাসিত হয়েছিল, বিশেষ করে চেকশ্লোভাকিয়ার পশ্চিমাঞ্চল বোহেমিয়া থেকে। তারা এখনও পর্যন্ত নিজেদেরকে বোহেমীয় বলে পরিচয় দিতে অধিক পছন্দ করে আমেরিকান বলার চেয়ে, যদিও বোহেমীয় কথাটি আমেরিকায় এখন অধিক জনপ্রিয়। এইসব বোহেমীয় যুবকরা-যুবতীরা খুব ঢিলেঢালা জীবনযাপন করত এবং পরিধান করত স্যান্ডেল এবং পরত হিপ্পি কবিতা।

হ্যারল্ডের মনে হত পরিবারের ভেতরে দাদিই তার সবচেয়ে কাছের মানুষ এবং সে নিয়মিত তার খোঁজ-খবর নিত। দাদি জন্মেছিল চেকশ্লোভাকিয়ায়, তবে বোহেমিয়া অঞ্চলে নয়। সে এসেছিল দক্ষিণ চেকশ্লোভাকিয়ার একটা ছোট্ট গ্রাম থেকে। এই গ্রামটি ছিল দানিয়ুব এবং ব্রাতিশ্লাভা'র প্রাচীন হাঙ্গেরীয় রাজধানীর কাছাকাছি। দাদি প্রায়ই হ্যারল্ডকে বলত কীভাবে সে চৌদ্দ বছর বয়সে আমেরিকায় এসেছিল গৃহপরিচারিকা হিসেবে একটা বোর্ডিং হাউসে কাজ করতে। লেক মিশিগান এলাকার কাছাকাছি তখন গড়ে উঠেছে শিল্পনগরী যা কয়েক হাজার বলিষ্ঠ স্লাভকে আকর্ষণ করেছিল এসব স্টিল মিল ও তেল-শোধনাগারে কাজ করতে। অন্যান্য কারখানা গড়ে উঠেছিল পূর্ব শিকাগো, গ্যারি এবং হ্যামন্ডে। সেসময় এই এলাকার জীবনযাপন ছিল খুবই কোলাহলপূর্ণ। সর্বত্র মানুষের ভিড়। সে বলত, সেই বোর্ডিং হাউসে সে আটজন লোকের কাজ করত। এদের মধ্যে চারজন দিনে কাজ করত এবং রাতে তারা চারটা বিছানা ভাড়া করত, আর চারজন রাতে কাজ করত এবং দিনে তারা ভাড়া করত সেই একই বিছানাগুলো।

এসব মানুষের সঙ্গে পশুর মতো আচরণ করা হত। তারা বেঁচে থাকত পশুর মতো। দাদি বলত, উচ্চপদস্থ কর্মকর্তার দ্বারা শোষিত হওয়ার আগেই তারা চেষ্টা করে

কয়েকটি কর্মজীবী মেয়ের কাছ থেকে সুযোগ গ্রহণ করতে, ঠিক তার মতো, যারা তখন খুবই দুর্ভাগা ছিল এই শহরগুলোতে বেঁচে থাকার প্রয়োজনে। বোর্ডিং হাউসের লোকেরা সবসময় তাকে জড়িয়ে ধরত। সে বলে, রাতে ঘুমুতে চেষ্টা করলেই ওরা তার দরজায় এসে ধাক্কা দিত।

এসব কথা সে বলে হ্যারল্ড সম্প্রতি তাকে দেখতে গেলে। সে তখন রান্নাঘরে বসে নিজের তৈরি করা স্যান্ডউইচ খাচ্ছিল। হঠাৎ তখন হ্যারল্ডের মনের চোখ দেখতে পেল পঞ্চাশ বছর আগে তার দাদিকে। লাজুক এক পরিচারিকা, যার গায়ের রং চমৎকার এবং চোখ নীল একেবারে হ্যারল্ডের মতো। তার দীর্ঘ চুল খোঁপা-বাঁধা। তার যুবতী শরীর দ্রুত ঘরের মধ্যে ঘোরাফেরা করছে আর সে চেষ্টা করছে এড়িয়ে চলতে ঐসব শ্রমিকদের আঙুলের আঁকড়ে ধরা অথবা শক্তিশালী হাতের টানাটানি।

হ্যারল্ড রুবিন বাড়ির দিকে হাঁটছে। তার স্কুলের বইগুলো কিছুক্ষণ আগে কেনা পত্রিকাসহ শক্ত করে ধরে রেখেছে বগলের নিচে। তার দাদির কথা মনে পড়ে। দাদির জন্য কষ্ট হয় এবং একই সঙ্গে সে উপলব্ধি করে কেন সে তার সঙ্গে খোলাখুলিভাবে কথা বলে। হ্যারল্ডই হল এই পরিবারের একমাত্র লোক যে তার দাদিকে সবচেয়ে বেশি পছন্দ করে। তাকে প্রচুর সময় ধরে সঙ্গ দেয়, কারণ দাদি সবসময় বিশাল বাড়িতে একা থাকে। তার স্বামী জন রুবিন, প্রাক্তন ট্রাকচালক। সে ট্রাকব্যবসা করে নিজের ভাগ্য গড়েছিল। তার গাড়ির বহর নিয়েই তার দিন কেটে যেত গ্যারেজে এবং রাত কাটত একজন সেক্রেটারির সঙ্গে–হ্যারল্ডের দাদি তাকে বলত 'বেশ্যা।' এই অসুখী বিবাহিত জীবনের একমাত্র সন্তান হল হ্যারল্ডের পিতা এবং তার পিতা তাকে খুবই শাসন করত।

হ্যারল্ডের মায়ের সঙ্গে তার দাদির যথেষ্ট অন্তরঙ্গতা না গড়ে ওঠার কারণে নিজের হতাশা ও তিক্ততাকে তার সঙ্গে ভাগাভাগি করতে পারত না। সুতরাং প্রধানত হ্যারল্ড, পাশাপাশি তার ছোটভাই কখনও কখনও তাকে সঙ্গ দিত। যাহোক যত দিন যেতে থাকে, হ্যারল্ড বড় হতে থাকে এবং সব ব্যাপারে উৎসাহী হয়ে ওঠে, পিতামাতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয় এবং গড়ে তোলে বন্ধু-বান্ধবের আলাদা জগৎ এবং একই সঙ্গে সে দিনে দিনে আস্থাশীল হয়ে ওঠে দাদির কাছে–হয়ে ওঠে তার নিঃসঙ্গতার সঙ্গী।

এই দাদির কাছ থেকেই সে তার বাবার শৈশব সম্পর্কে জেনেছে, জেনেছে দাদার অতীত সম্পর্কে এবং আরও জেনেছে কেন সে তার মতো একজন কঠোর মানসিকতার মানুষকে বিয়ে করেছিল। ছেষট্টি বছর আগে জন রুবিন জন্মেছিল রাশিয়ায়। সে ছিল একজন ইহুদি ফেরিআলার সন্তান এবং মাত্র দু'বছর বয়সে পিতামাতার সঙ্গে লেক মিশিগানের কাছাকাছি শহর *সোবিয়েস্কিতে* অভিবাসিত হন। সপ্তদশ শতকের পোলিশ রাজার সম্মানে এই শহরের নামকরণ করা হয়েছে।

স্কুলে সামান্য কিছু লেখাপড়া শেখার পর নিরবচ্ছিন্ন দারিদ্র্যের কারণে রুবিন ও তার সমবয়সীরা অবরোধ কর্মসূচি পালনকালে পুলিশের হাতে ধরা পড়ে এবং অবরোধকালে এক পুলিশকে গুলি করে হত্যা করা হয়। দ্বিতীয়বার আইন লঙ্ঘন না-করার শর্তে রুবিন ছাড়া পায় এবং কয়েক বছর বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন চাকরি করার

পর একদিন সে শিকাগোতে তার বড়বোনের বাড়িতে বেড়াতে যায় এবং এক চেক যুবতীর প্রতি আকর্ষণ অনুভব করে।

ঘন ঘন সেই চেক যুবতীর বাড়িতে যাওয়া-আসার ভেতরেই একদিন রুবিন তাকে বাড়িতে একা পায়। যুবতী তাকে বাধা দেয়ার চেষ্টা করে যেভাবে একসময় সে বোর্ডিং হাউসের পুরুষদেরকে ঠেকাত; কিন্তু রুবিন তাকে জোর করে শোবার ঘরে নিয়ে যায় এবং ধর্ষণ করে। তখন তার বয়স ছিল ষোলো। এটাই ছিল তার প্রথম যৌনঅভিজ্ঞতা এবং সে গর্ভবতী হয়ে পড়ে। কিন্তু তার কোনো অন্তরঙ্গ বন্ধু বা আত্মীয় ছিল না যে তাকে এ ব্যাপারে সাহায্য করতে পারে। তার চাকরিদাতা জন রুবিনের সঙ্গে বিয়ের ব্যবস্থা করার উদ্যোগ নেয়। যদি বিয়ে করতে রুবিন অস্বীকার করে তাহলে তাকে জেলে যেতে হবে তার অপরাধের কারণে। সুতরাং ১৯১২ সালের অক্টোবরে তাদের বিয়ে হয়। ছয় মাস পর জন্ম হয় এক ছেলে সন্তানের, সে-ই হচ্ছে হ্যারল্ডের পিতা।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই ভালোবাসাহীন বৈবাহিক সম্পর্কের কোনো উন্নতি ঘটেনি। হ্যারল্ডের দাদি বলত, তার দাদা তার বাবাকে নিয়মিত পেটাত, এমনকি বাধা দিতে গেলে তাকেও ছাড়ত না এবং সে সবচেয়ে মনোযোগী ছিল তার ট্রাকগুলো রক্ষণাবেক্ষণের প্রতি। তার লোভনীয় ক্যারিয়ারে শুরু হয়েছিল স্পাইজেল ইনকর্পোরেট-এর ডেলিভারিম্যান হিসেবে কিছুদিন চাকরি করার পর। এটা ছিল ডাক ব্যবস্থার মাধ্যমে মাল-সরবরাহকারী শিকাগোর একটা বিশাল প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানের পণ্য পরিবহনের জন্য চার-চাকার ঘোড়ার গাড়ি তাকে দেওয়া হয়েছিল। সে এই প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনাকে রাজি করায় তাকে যথেষ্ট পরিমাণে টাকা ধার দিতে একটা ট্রাক কেনার জন্য, তাহলে সে তার নিজের মোটরচালিত সরবরাহ সেবার ব্যবস্থা চালু করতে পারবে এবং প্রতিষ্ঠানও উপকৃত হবে। একটা ট্রাক কিনে সে ব্যবসা শুরু করে এবং নিজের প্রতিজ্ঞা রক্ষা করে। তারপরই কেনে দ্বিতীয় ট্রাক এবং তারপর তৃতীয়টি। এক দশকের ভেতরে প্রায় এক ডজন ট্রাকের মালিক হয় জন রুবিন এবং স্পাইজেল কোম্পানির স্থানীয় সমস্ত মালামালসহ অন্যান্য কোম্পানির পণ্যও তখন সে বহন করতে শুরু করে।

স্ত্রীর প্রতিবাদ উপেক্ষা করে বয়ঃসন্ধিতেই জন রুবিন তার ছেলেকে গ্যারেজে নিয়ে যায় এবং এক ড্রাইভারের হেলপার হিসেবে কাজে লাগিয়ে দেয়। এসময় সে প্রচুর সম্পদের মালিক হয় এবং স্থানীয় রাজনীতিবিদ ও পুলিশকে ঘুষ দিতে শুরু করে। তখন সে প্রায়ই বলত, 'যদি তুমি পিছলে যেতে চাও তাহলে অবশ্যই তোমার গ্রিজের প্রয়োজন হবে।' পরিবারে টাকা পয়সা দেয়ার ব্যাপারে সে ছিল কৃপণ এবং সে প্রায়ই তার স্ত্রীকে পয়সা চুরির জন্য অভিযুক্ত করত। ইচ্ছে করেই সে বাড়িতে টাকাপয়সা ফেলে যেত। কিছুদিন পর সে বাড়ির যেখানে সেখানে টাকাপয়সা ফেলে রাখতে শুরু করল যা সে মনে রাখতে পারে এবং প্রমাণ করতে পারে যে তার স্ত্রী পয়সা সরিয়েছে কিংবা নাড়াচাড়া করেছে, কিন্তু কখনই তাতে কেউ হাত দেয়নি।

এসব ছাড়াও হ্যারল্ডের দাদির আরও অনেক স্মৃতি ছিল, যার সঙ্গে সে মিল খুঁজে পেয়েছে তার দাদার ঠাণ্ডা উপস্থিতির। তখন তার মনের চোখে দেখতে পেত তার

চুয়াল্লিশ বছর বয়সী বাবাকে। শান্তশিষ্ট মানুষ, রসিকতা করতে জানে না। তার আরও মনে পড়ে তার বাবার একটা ছবির কথা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় তোলা। করপোরালের পোশাক পরা বাবাকে ছবিতে নিরুদ্বিগ্ন ও সুন্দর দেখাচ্ছে।

হ্যারল্ড ইস্ট এভিনিউ-এর কাছে চলে এসেছে। এই রাস্তাতেই সে বসবাস করে। সে উত্তেজনা অনুভব করতে থাকে এবং নিশ্চিত হয় যে দেরি করে ফেরার জন্য বাবা আজ তাকে বকাবকি করবে।

অতীতে হ্যারেল্ডের স্কুলের কাজ সম্পর্কে কেউ কোনো অভিযোগ করেনি এমনকি তার দীর্ঘচুল সম্পর্কেও নয়। তবে একদিন অসতর্কতার কারণে বেডরুমের দরজা খোলা থাকায় একটা যৌনপত্রিকা বিছানার ওপর খোলা অবস্থায় বাবা দেখতে পায় এবং জিজ্ঞাসা করে, 'কী সব আজেবাজে জিনিস।' তার পিতা এমন একটা শব্দ ব্যবহার করেছে যা তার দাদার ব্যবহৃত শব্দের চেয়ে অধিক শোভন। কারণ তার দাদার ব্যবহৃত শব্দগুলো ছিল ঝালযুক্ত, অজ্ঞতায় পরিপূর্ণ এবং অত্যন্ত তৃপ্তির সঙ্গে তিনি প্রতিটি শব্দ উচ্চারণ করতেন। অথচ তার পিতার শব্দ অধিক নিয়ন্ত্রিত এবং আবেগহীন।

'ওগুলো আমার পত্রিকা', হ্যারল্ড উত্তর দেয়।

'এসব থেকে দূরে থাক,' বাবা বলে।

হ্যারোল্ড হঠাৎ চিৎকার করে ওঠে, 'ওগুলো আমার!' বাবা ঔৎসুক্য নিয়ে তার দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল বিরক্তিতে, তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

এই ঘটনার পর প্রায় এক সপ্তাহ পিতা-পুত্র কোনো কথা বলেনি এবং আজ রাতে হ্যারল্ড সেই ঘটনার পুনরাবৃত্তি চায় না। সে দ্রুত শান্তিতে রাতের খাবার সেরে নিতে চায়।

বাড়িতে ঢোকার আগে সে দেখতে পেল গ্যারেজে বাবার গাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে। চকচকে ১৯৫৬ মডেলের লিংকন। গাড়িটা গত বছর বাবা নতুন কিনেছে। হ্যারল্ড পেছনের দরজা দিয়ে বাড়ি ঢুকল। তার মা খুব দয়ালু নারী, সে কথা বলে কম। সে রান্নাঘরে রাতের খাবার তৈরি করছিল। লিভিংরুম থেকে টেলিভিশনের শব্দ ভেসে আসছে এবং সে দেখতে পেল বাবা সেখানে বসে শিকাগো থেকে প্রকাশিত *আমেরিকান* পত্রিকাটি পড়ছে। হ্যারল্ড মায়ের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসল এবং বেশ জোরেই বলল, 'হ্যালো।' তার কণ্ঠস্বর দুজনের কানেই পৌঁছাল কিন্তু কেউ কোনো জবাব দিল না।

হ্যারল্ডের মা জানাল তার ভাইয়ের ঠাণ্ডা লেগে জ্বর এসেছে। সুতরাং সে ডিনারে অংশগ্রহণ করছে না। হ্যারল্ড কোনো কথাই বলে না, নিজের ঘরে চলে যায় এবং দরজা বন্ধ করে। ঘরটা আসবাবপত্র দিয়ে চমৎকার ভাবে সাজানো–একটা খুবই আরামদায়ক চেয়ার, পোলিশ-করা কালো রঙের কাঠের টেবিল এবং ওক কাঠের তৈরি একটা বিশাল খাট। বুকশেলফে বইগুলো সুন্দরভাবে সাজানো এবং দেয়ালে ঝুলছে গৃহযুদ্ধের সময় ব্যবহৃত তরবারি ও বন্দুকের রেপ্লিকা (হবহু নকল)। এগুলোর মালিক হল তার বাবা। এছাড়া একটা কাঁচের ফ্রেমের ভেতরে রয়েছে কিছু পুরস্কার যা হ্যারল্ড জাতীয় পর্যায়ের

প্রতিযোগিতা ও স্কুলের আর্ট ক্লাসে সাফল্যের জন্য পেয়েছিল। জাতীয় পর্যায়ের এই প্রতিযোগিতার ব্যয়ভার বহন করেছিল মোটর কোম্পানি-ফোর্ড। সে ক্লাউনের তৈলচিত্র আঁকার জন্য ওয়েবোল্ডস ডিপার্টমেন্টের পুরস্কারও পায়।

টেবিলের ওপর স্কুলের বইপত্র রেখে সে কোটটা খুলে ফেলে এবং পত্রিকাটা খুলে ডায়ানে ওয়েবার এর নগ্ন ছবির দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকায়। পত্রিকা তার ডানহাতে ধরা, চোখদুটো এখন প্রায় বন্ধ হয়ে এসেছে। সে কোমলভাবে তার বাম হাত বোলাচ্ছে তার ট্রাউজারের সামনের দিকটায় অর্থাৎ সে কোমলভাবে তার যৌনাঙ্গ স্পর্শ করছে। তার লিঙ্গ তাৎক্ষণিকভাবে সাড়া দেয়। সে ভাবে ডিনারের আগে বেশ কিছুক্ষণ সময় আছে। ইচ্ছা করলে পোশাক খুলে নিজের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করে নেয়া যায় অথবা নিচে গিয়ে হলঘরের বাথরুমে ঢুকে দ্রুত হস্তমৈথুন করা যায়। তার হাতে ধরা পত্রিকাটি প্রতিফলিত হচ্ছে পাশের আয়নায়। প্রতিফলিত হচ্ছে ডায়ানে ওয়েবারের নগ্নদেহ। যেন ডায়ানে ওয়েবারের সঙ্গে সে মরুভূমির বালির ওপর সূর্যালোকে স্নান করছে, আর ডায়ানে ওয়েবারের প্রেমময়ী কৃষ্ণকায় চোখদুটো তাকিয়ে আছে তার স্ফীত লিঙ্গের দিকে এবং সে কল্পনা করছে তার সাবান-মাখানো হাত ডায়ানের শরীরের একটি অংশ।

বহুবার সে এমন করেছে, বিশেষ করে বিকেলবেলা শোবার ঘরের দরজা বন্ধ করে। কিন্তু তারপরও তার মনে হত বাথরুমটাই নিরাপদ। কেউ দেখতে পাবে না। জানতেও পারবে না। তবে বাথরুমে একটা অসুবিধা হয়, তা হল পত্রিকাটা সে কোথায় রাখবে যদি সে দুই হাতই ব্যবহার করতে চায়। তাছাড়া বাথরুমটা খুবই ছোট। সে পছন্দ করে তার শোবার ঘরে বিছানায় শুয়ে শুয়ে ছবি দেখতে দেখতে এসব করতে। বাথরুমে করলে সে সবসময়ই সতর্ক থাকে যেন পত্রিকার ছবির ওপর পানি বা সাবানের ফোঁটা না পড়ে এবং সে আরও সতর্ক থাকে যেন পরিবারের অন্যেরা টের পায় সে বাথরুমে আছে। সেজন্য সে ঢুকেই একটি পানির কল আস্তে খুলে রাখে, ফলে বাইরে থেকে বোঝা যায় কেউ বাথরুমে আছে। মাঝে মাঝে পানিতে হাতটা ভিজিয়ে নিতে হয় যদি সাবান শুকিয়ে যায়। তবে পত্রিকা সে সযত্নে রক্ষা করে যেন তা কোনোভাবেই নষ্ট না হয়।

অবশ্য এসব পত্রিকা রক্ষা ও সংরক্ষণ করার একটা বাস্তব কারণ ছিল হ্যারল্ডের। সে গত একবছর যাবৎ পর্ণোগ্রাফির বিরুদ্ধে খবরের কাগজগুলোতে অসংখ্য লেখা পড়েছে। লেখাগুলো পড়ে তার মনে হয়েছে লেখকেরা ঈর্ষাকাতর। সুতরাং সে মোটেই নিশ্চিত নয় এ-ধরনের পত্রিকা আর পাওয়া যাবে কি না। এমনকি *সানশাইন* ও *হেলথ* পত্রিকা, যা গত দুইদশক ধরে জনপ্রিয় এবং পরিবারের সবাই পত্রিকাটি পড়ে, সেই পত্রিকার বিরুদ্ধে ক্যালিফোর্নিয়ার আদালতে অশ্লীলতার অভিযোগ আনা হয়েছে। আলোকচিত্র বিষয়ক বেশ কিছু পত্রিকা রাজনীতিবিদ ও চার্চগ্রুপের সমালোচনার মুখোমুখি হয়। তারা এগুলোকেও অশ্লীল বলে উল্লেখ করে, যদিও এসব পত্রিকা উদ্যোগ নিয়েছিল মেয়েদের নগ্নছবি সম্বলিত পত্রিকাগুলো থেকে তাদেরকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলতে। হ্যারল্ড আরও পড়েছে পোস্টমাস্টার জেনারেল আর্থার সামারফিল্ড যৌনবিষয়ক সাহিত্য ও পত্রপত্রিকা ডাকবিভাগের মাধ্যমে পরিবনের বিরুদ্ধে মতামত

দেয়। নিউইয়র্কের এক প্রকাশক স্যামুয়েল রথকে পাঁচ বছরের কারাদণ্ড এবং ৫০০০ ডলার জরিমানা করা হয়েছে কেন্দ্রীয় ডাক সংক্রান্ত বিধিবদ্ধ আইন অমান্য করার জন্য। রথ আগেও একবার সাজা পেয়েছিল *লেডি চ্যাটালিজ লাভার* এর কপি বিতরণের অপরাধে। তবে রথ প্রথমবার গ্রেফতার হয় ১৯২৮ সালে। পুলিশ তার প্রকাশনা সংস্থায় হানা দিয়ে *ইউলিসিস* ছাপার জন্য প্রস্তুতকৃত প্লেট জব্দ করে, যা প্যারিস থেকে চোরাচালানের মাধ্যমে আনা হয়েছিল।

হ্যারল্ড পড়েছে লস এঞ্জেলেজে ব্রিজিত বার্দোত-এর একটা চলচ্চিত্র নিষিদ্ধ করা হয়েছে। সে আরও অনুমান করতে পারে শিকাগোর মতো শহর যা মূলত শ্রমিকদের কোলাহলে পরিপূর্ণ এবং এখানে রয়েছে ভয়ংকর পুলিশবাহিনী, আর জনগণের ওপরে রয়েছে ক্যাথলিক চার্চের নৈতিক প্রভাব। সুতরাং ক্যাথলিক মেয়র রিচার্ড জে. দালের প্রশাসন যতদিন কর্তৃত্ব করছে ততদিন যৌনবিষয়ক অভিব্যক্তিকে দমিয়ে রাখতে হবে। ইতিমধ্যেই হ্যারল্ড জেনেছে সে ওয়াবাস এভিনিউ-এর প্রকাশনা সংস্থাগুলো বন্ধ হয়ে গেছে। এরকম চলতে থাকলে দেখা যাবে চার্মাক রোডের প্রিয় পত্রিকাস্ট্যান্ডটি গুড *হাউজ কিপিং* এবং *সাটারডে ইভিনিং পোস্ট*-এর মতো পত্রিকা বিক্রিও কমিয়ে দিয়েছে। সে আরও বুঝতে পারে এর বিরুদ্ধে কোনো প্রতিবাদ হবে না।

সারাবছরই সে বাড়িতে কাটায় কিন্তু তার বাবা-মা কখনও কোনো যৌন অভিব্যক্তি প্রকাশ করেনি। সে তাদেরকে কখনও নগ্ন দেখেনি, কখনও শোনেনি তাদের যৌনমিলনের শব্দ কিংবা মিলনকালে খাটের আওয়াজ। তার ধারণা তারা এখনও যৌনকর্ম করে, কিন্তু সে নিশ্চিত নয়। সে আজও জানে না তার দাদা ষাট বছর বয়সে যৌনকর্মে কতটা সক্রিয় তার রক্ষিতার সঙ্গে। অবশ্য তার দাদি সম্প্রতি এক তিক্ত মুহূর্তে তাকে জানায় ১৯৩৬ সালের পর সে আর তার দাদার সঙ্গে শোয়নি। সে ছিল একজন অদক্ষ প্রেমিক।

হ্যারল্ড তার দাদির কথায় বিস্মিত হয় এবং এই প্রথম তার মনে হয় দাদির কোনো গোপন প্রেম আছে। তারপর থেকে সে তার দাদিকে সন্দেহ করতে থাকে কিন্তু কখনও কোনো পুরুষকে দেখা যায়নি যে তাকে দেখতে এসেছে অথবা তাকে বাড়িতে পৌঁছে দিয়েছে। কিন্তু হ্যারল্ড তার দাদির লাইব্রেরিতে একটা রোমান্টিক যৌন উপন্যাসের সন্ধান পায় যা তাকেও অবাক করে দেয়। কোনো ফরাসি প্রকাশনা সংস্থা থেকে প্রকাশিত এই গ্রন্থটি ছিল ব্রাউন কাগজে মোড়া এবং বইটি প্রকাশিত হয়েছে ১৯০৯ সালে। কথা বলতে বলতে যখনই দাদি অল্প ঘুমিয়ে পড়েছে তখন হ্যারল্ড মেঝেতে বসে বইটি পড়েছে–একবার, দুবার, বহুবার–১০৩ পাতার উপন্যাস। কাহিনীটি পড়ে সে মুগ্ধ হয় এবং উপন্যাসে ব্যবহৃত ভাষাও অভিভূত হওয়ার মতো। ইউরোপ এবং প্রাচ্যের কয়েকজন যুবতী নারীর অসুখী যৌনজীবনের বর্ণনা দেয়া হয়েছে উপন্যাসে যারা হতাশার কারণে তাদের ছোট্ট শহর বা গ্রাম পরিত্যাগ করেছিল। তারপর উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরতে ঘুরতে মরোক্কোতে এসে উপস্থিত হয় এবং বন্দি হয় এক পাশার হাতে। সে তাদেরকে হেরেমে নিক্ষেপ করে। একদিন যখন পাশা বাইরে গেছে, তখন এক যুবতী জানালা দিয়ে জাহাজের একজন ক্যাপ্টেনকে নিচে দেখতে

পায়। ক্যাপ্টেন খুবই সুদর্শন। যুবতী তাকে প্রলুব্ধ করে উপরতলায় ডেকে আনে এবং তারা চুমোচুমি ও জড়াজড়ি শুরু করে। তা দেখে অন্যেরাও উত্তেজিত হয়ে ওঠে। যৌনমিলনের মধ্যবর্তী বিরতির সময় তারা ক্যাপ্টেনের কাছে তাদের অতীতের সমস্ত ঘটনা প্রকাশ করে দেয়, যা তাদেরকে এখানে নিয়ে এসেছে। হ্যারল্ড যখনই দাদিকে দেখতে আসত তখনই সে বইখানা পড়ত এবং প্রায়ই সে পড়ত নির্দিষ্ট কিছু পাতা...

...মেয়েটির কোমল দুই হাত উত্তেজনায় আমাকে জড়িয়ে ধরেছিল এবং আমাদের ওষ্ঠের দীর্ঘ চুম্বন ছিল খুবই তৃপ্তিকর। আমার লিঙ্গ বন্দিত্ব থেকে মুক্ত হয়ে খোঁচা মারছিল তার উষ্ণ মসৃণ তলপেটে। তারপর সে তার পায়ের আঙুলের ওপর উঁচু হয়ে দাঁড়াল। ফলে ঘন ও মোটা চুলের স্পর্শ পেল আমার লিঙ্গ যেখানে তলপেট বলে আর কিছু নেই। আমি একহাতে আমার লিঙ্গকে তার যোনিপথে চালিত করলাম এবং অন্যহাতে চেপে ধরলাম তার সুডৌল নিতম্ব...

হ্যারল্ড শুনতে পেল মা রান্নাঘর থেকে ডাকছে। সে জানে খাবার সময় হয়েছে। সে পত্রিকাটা বালিশের নিচে রেখে দেয় ডায়ানে ওয়েবারের ছবিসহ। মায়ের ডাকের উত্তর দেবার পরও সে কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করে লিঙ্গের উত্থান কমে আসার জন্য। তারপর সে দরজা খোলে এবং অলসভাবে হেঁটে রান্নাঘরের দিকে যায়।

তার বাবা ইতিমধ্যেই টেবিলে বসে পড়েছিলেন। এক বাটি স্যুপ সামনে নিয়ে তিনি তাকিয়ে আছেন হাতে ধরা খবরের কাগজের দিকে। তার মা স্টোভের কাছে দাঁড়িয়ে কথা বলে যাচ্ছে, কেউ তার কথার কোনো জবাব দিচ্ছে না। সে বলে যাচ্ছিল আজ বাজারে গিয়ে এক পুরোনো বন্ধুর সাথে তার দেখা হয়েছে। সে ব্রুক কাউন্টিতে ট্যাক্স অ্যাসেসর (কর ধার্যকারী)-এর চাকরি করে, যেখানে সে একসময় চাকরি করত। হ্যারল্ড জানে সতেরো বছর আগে তার জন্মের সময় মাকে চাকরিটা ছাড়তে হয়েছিল। তারপর মা আর কখনও কোনো চাকরি করেনি। মায়ের রান্না থেকে চমৎকার সুগন্ধ আসছে। এসময় তার বাবা খবরের কাগজ থেকে মাথা তুলে সামান্য মাথা ঝাঁকালেন কিন্তু তার মুখে কোনো হাসি ছিল না।

হ্যারল্ড টেবিলে বসে স্যুপের বাটিটা টেনে নিয়ে খেতে শুরু করল। মা তখনও কথা বলে যাচ্ছিল এবং গরুর মাংস কেটে টুকরো টুকরো করে রাখছিল একটা পাত্রের উপরে টেবিলে পরিবেশন করার জন্য। সে পরেছে একটা ঘরের পোশাক, হালকা মেকাপ নিয়েছে এবং ঘন ঘন সিগারেট খাচ্ছে। হ্যারল্ডের পিতামাতা দুজনেই ধূমপায়ী এবং দুজনেই প্রচুর সিগারেট খায়। কিন্তু সে তাদেরকে কখনও হুইস্কি বা বিয়ার খেতে দেখেনি।

মা টেবিলে বসার পরই টেলিফোন বেজে ওঠে। তার বাবা হাত বাড়িয়ে টেলিফোন ধরে, কারণ সে সবসময় টেলিফোন এমন জায়গায় রাখে যেন টেবিলে বসেই তা ধরা যায়। কখনও কখনও গ্যারেজ থেকে ফোন আসে এবং প্রায় প্রতিরাতেই ডিনারের সময় এটা ঘটে এবং বাবার কথা শুনে মনে হয় সবগুলোই তার জন্য খারাপ খবর; যেমন, মাল সরবরাহের আগেই ট্রাক ভেঙে গেছে অথবা টিমস্টার্স ইউনিয়ন ধর্মঘট শুরু করতে যাচ্ছে ইত্যাদি। কিন্তু হ্যারল্ড এই বাড়িতে বসবাস করে এটা জেনেছে যে পিতাকে

যতই কঠিন প্রকৃতির লোক মনে হোক তার টেলিফোনের কথাবার্তায় তা প্রতিফলিত হয় না।

ব্যবসার বিভিন্ন ধরনের অবনতির পরও এর ব্যবস্থাপনার দায়িত্বটি সে নিজেই পালন করে। সে প্রতিদিন সকাল সাড়ে পাঁচটার সময় ঘুম থেকে ওঠে এবং সারাদিন ১৪২টি ট্রাকের তত্ত্বাবধানের কাজ পরিদর্শন করে। প্রায়ই দেখা যায় ট্রাক চুরি হয়ে গেছে। তার জন্য থানা-পুলিশ করতে হয়। জন রুবিনের মতো একটা খিটখিটে মেজাজের লোককে প্রতিদিন এসব সামলাতে হয়। সে নিজেই এসব দেখাশোনা করতে চায়, কিন্তু কর্মক্ষেত্রের পরিধি বিস্তৃত হওয়ায় তা আর সম্ভব হয়ে ওঠে না।

সম্প্রতি হ্যারল্ড শুনেছে রুবিনের কিছু ড্রাইভারকে পুলিশ রাস্তায় থামায় লাইসেন্সপ্লেট না-থাকার কারণে। তার দাদা বৃদ্ধ জন রুবিন অবশ্য এসব শুনলে খুবই ক্ষিপ্ত হয়, যদিও তার কৃপণতার কারণেই এটা ঘটে থাকে। সে সবসময় অর্থ বাঁচাতে চাইত। সে মাত্র ৩২ সেট লাইসেন্সপ্লেট কিনেছিল ১৪২টি গাড়ির জন্য। এক গাড়িতে থেকে খুলে সাধারণত অন্য গাড়িতে লাগানো হত এবং কাজটা সম্পন্ন হত গ্যারেজে। আবার কখনও কখনও প্লেট ছাড়াই মাল ডেলিভারি দিতে চলে যেত ট্রাক। হ্যারল্ড জানত আজ হোক কাল হোক এটা আদালত পর্যন্ত গড়াবে এবং তার দাদা শাস্তি এড়ানোর জন্য ঘুষ দেয়ার চেষ্টা করবেই এবং সৌভাগ্যজনকভাবে যদি তা করতে সক্ষম হয় তাহলে যে-পরিমাণ অর্থ ব্যয় হবে তার থেকেও কম অর্থ ব্যয় হত যদি যথাযথ প্লেটগুলো সে শুরুতেই লাগাত।

হ্যারল্ড প্রতিজ্ঞা করেছে সে কখনও গ্যারেজে সারাদিন কাজ করবে না। গ্রীষ্মের ছুটির দিনগুলোতে সে গ্যারেজে মাঝে মাঝে কাজ করেছে কিন্তু তার দাদার কথাবার্তা তার মোটেও ভালো লাগে না। সে প্রায়ই তাকে বলত 'ছোট্ট পোঁদ।' তার বাবা অবশ্য তাকে একদিন তিক্তকণ্ঠে বলেছিল, 'কখনও তুমি কোনো কাজে আসবে না।' এই ভবিষ্যৎবাণীকে হ্যারল্ড মোটেই পাত্তা দেয়নি, কারণ সে জানত, এসব লোকের মূল্য পরিশোধ করা হল একটা সার্বিক বিজয় এবং সে নিশ্চিত ছিল যে তার বাবার মতো একই ভুল সে করবে না। সে বিনয়ে বিগলিত হবে না তার দাদার প্রতি।

টেলিফোন ছেড়ে দেয়ার পর তার বাবা আবার খেতে শুরু করল। তার সামনে এক কাপ কফি রাখা ছিল। ক্রিম দেয়া কফি খেতে সে খুবই ভালোবাসে। সে কফির দিকে তাকিয়ে একটা সিগারেট ধরাল।

হ্যারল্ডের মা জানাল তাদের রাস্তার উল্টোদিকের প্রতিবেশীকে কয়েকদিন যাবৎ দেখা যাচ্ছে না। হ্যারল্ড জানাল, সম্ভবত তারা ছুটি কাটাতে কোথাও গেছে। সে খাবার টেবিল পরিষ্কার করে ছোটছেলের জ্বর দেখতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। সে এখনও ঘুমুচ্ছে। হ্যারল্ডের বাবা লিভিংরুমে প্রবেশ করে টেলিভিশন খুলে দিল। কিছুক্ষণ পর হ্যারল্ডও বাবার সঙ্গে যোগ দিল এবং বাবার উল্টোদিকে বসল। সে সেখান থেকেও দেখতে পায় মা রান্নাঘরে ডিশগুলো পরিষ্কার করছে, আর তার বাবা অলসের মতো বসে বসে সংবাদপত্রের 'ক্রস ওয়ার্ড', পূরণ করার চেষ্টা করছে। তারপর সে উঠে দাঁড়াল, হাই তুলল এবং বলল সে শুতে যাচ্ছে। তখন প্রায় নয়টা বাজে।

আধাঘণ্টা পর হ্যারল্ডের মা লিভিংরুমে এল শুভরাত্রি জানাতে এবং হ্যারল্ডের বাবা তাড়াতাড়ি টেলিভিশন বন্ধ করে দিল এবং বাড়িটা নিঃশব্দ ও স্থির হয়ে গেল। হ্যারল্ড তার শোবার ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল এবং স্বস্তিবোধ করল। এখন সে সম্পূর্ণ একা।

সে পোশাক বদলে লোশনের ছোট্ট বোতলের কাছে পৌঁছাল। ইতালীয় লোশন যা সে আলমারির ওপরের তাকে যত্ন করে রেখে দিয়েছে। এখন সে বোতলটা বিছানার পাশের টেবিলে রাখল। তার পাশে রাখল একবাক্স টিস্যুপেপার। কম পাওয়ারের বেডসাইড আলোটা জ্বেলে দিল এবং নিভিয়ে দিল মাথার ওপরের বাতিটা। পুরো কক্ষ এখন কোমল উজ্জ্বলতায় স্নান করছে।

শিকাগোর কনকনে শীতরাত্রিতে সে পরিষ্কার শুনতে পেল ঝড়ো বাতাসের চাবুক পড়ছে জানালার শার্সিতে এবং সে শিহরিত হয়ে ঠাণ্ডা কম্বলের নিচে ঢুকে পড়ে। কয়েক মিনিট চিৎ হয়ে শুয়ে থাকে, শরীর গরম করে, তারপর সে বালিশের তলা থেকে বের করে পত্রিকাটা, তারপর পাতা ওল্টাতে থাকে দায়সারাভাবে। সে তার আচ্ছন্নতার ওপর আলো ফেলতে চায় না–তার আচ্ছন্নতা হল ডায়ানো ওয়েবার, যে তাকে অপেক্ষা করিয়ে রেখেছে প্রথম পাতায় বালির স্তূপের ওপরে। বায়ান্ন পাতার এই পত্রিকায় ৩৯টা নগ্ন ছবি রয়েছে ১১ জন বিভিন্ন নারীর। তারা প্রত্যেকেই কালো এবং সোনালি চুলের কামোদ্দীপক সুন্দরী যুবতী। এরা আসল মজা নেয়ার আগে প্রাথমিক উদ্দীপক হিসেবে কাজ করে হ্যারল্ডের কাছে।

পরের পাতায় হেলান দিয়ে বসে থাকা কালো চোখের মেয়েটির প্রতি হ্যারল্ড আকর্ষিত হয়; কিন্তু আলোকচিত্রগ্রাহক মোটেই লক্ষ করেনি যে এরকম অসমতল শাখার ওপরে শুয়ে কিংবা পা ফাঁক করে পোজ দেয়ার ব্যাপারে সে খুবই অপটু এবং হ্যারল্ড তার অস্বস্তিটা অনুভব করল। ছয় পাতার নগ্ন মেয়েটা পাদুটো আড়াআড়িভাবে রেখে বসে আছে স্টুডিওর মেঝেতে একটা ইজেলের কাছে। তার স্তনদুটি খুবই সুন্দর, কিন্তু মুখের অভিব্যক্তিতে কোনো বিশিষ্টতা নেই। হ্যারল্ড একইভাবে শুয়ে থেকে কম্বলের নিচে তার হাঁটুদুটো সামান্য ফাঁক করে এবং ক্রমাগত পাতা উল্টে যায়। দেখতে থাকে বিভিন্ন আকারের পা এবং স্তন, শ্রোণীদেশ এবং নিতম্ব এবং সেইসঙ্গে যৌনকেশের আভাস, নারীর হাতের আঙুল, নগ্ন বাহু। সবকিছুই তার নাগালের মধ্যে, প্রত্যেকের চোখ তাকিয়ে আছে তার দিকে এবং যখন সে দেখা বাদ দিয়ে নিজের লিঙ্গে বাম হাত মৃদুভাবে ঘষতে থাকে তখন এসব মেয়েরা তার স্ফীত লিঙ্গের দিকেও তাকায়।

পত্রিকার পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে সে ডায়ানে ওয়েবারের একটা অপরূপ সুন্দর ছবি দেখতে পায়, কিন্তু সে না-থেমে দ্রুত পাতা ওল্টায়, কারণ এখনই সে নিজেকে তৃপ্ত করতে চায় না। সে সাতাশ পাতায় একটা মেক্সিকান মেয়ের ছবির ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে যার নগ্ন উরুর ওপর আড়াতাড়িভাবে পড়ে আছে মাছধরার জাল। তারপর মনোযোগ দিয়ে দেখতে থাকে, বিশাল স্তনওয়ালী এক স্বর্ণকেশী একটা মার্বেল পাথরের ভাস্কর্যের কাছে মেঝেতে চিৎ হয়ে শুয়ে আছে। ভাস্কর্যের নাম 'ভেনাস দ্য মিলো'। অন্য পাতায় শূন্য থিয়েটার মঞ্চের ওপর দাঁড়িয়ে আছে এক স্বর্ণকেশী। সে তার হাতদুটি

আড়াআড়িভাবে রেখেছে তার থুতনির নিচে ঠিক উর্ধ্বমুখী স্তনদুটির ওপরে, যা মার্জিতভাবেই নিজেকে প্রকাশ করেছে এবং মঞ্চের অতিসূক্ষ্ম আলোয়, হ্যারল্ড নিশ্চিত যে এই মেয়েটির যৌনকেশও দেখতে পাবে এবং সে ঠিক তখনই কামোত্তেজনা অনুভব করল।

সে জানে ডায়ানে ওয়েবারের প্রতি ততোটা অনুরক্ত না হয়েও সে অন্যান্য নারীদের দ্বারা নিজেকে একাধিকবার তৃপ্ত করতে পারে, যা ছিল তার কাছে উত্তেজক ছবির প্রকৃত স্বাদ। তার আলমারির পত্রিকার স্তূপের ভেতরে অন্তত কয়েক ডজন নগ্ন মেয়ের ছবি আছে, যারা অতীতে তাকে চরম উত্তেজনায় পৌঁছে দিয়েছিল। কিছু কিছু ছবি দেখে সে তিন অথবা চারবার হস্তমৈথুন করেছিল এবং কিছু কিছু আছে যা ভবিষ্যতে তাকে কখনও হয়ত উত্তেজিত করে তুলবে দীর্ঘদিন সেগুলো না-দেখার কারণে।

ডায়ানে ওয়েবারের কিছু দুর্লভ ছবিও সেখানে রয়েছে যার সাহায্যে সে বারবার তৃপ্ত হতে পারে। সে হিসাব করল যে তার সংগ্রহে ডায়ানে ওয়েবারের পঞ্চাশটা ছবি রয়েছে এবং দুশো পত্রিকার ভেতর থেকে মুহূর্তের মধ্যে সে সেইসব ছবির কথা মনে করতে পারে কোন্ পত্রিকার কোন্ পাতায় সেগুলো রয়েছে। সে পত্রিকার প্রচ্ছদ এক ঝলক দেখেই বুঝতে পারে ভেতরের কোথায় তার ছবি আছে, কীভাবে সে সেখানে দাঁড়িয়ে আছে, তার পটভূমিতে কী এবং তার উত্তেজক ভঙ্গি। সে স্মরণ করতে পারে এসব ছবি প্রথম দেখার অনুভূতি। সব ছবিকেই তার জীবন্ত মনে হয়। সে বিশ্বাস করে ডায়ানেকে সে ব্যক্তিগতভাবে চেনে। ডায়ানে তার শরীরের অংশ এবং বিভিন্নভাবে সে তাকে উপভোগ করতে ভালোবাসে।

হ্যারল্ড পাতা উল্টে যায়। থামে সেই ছবিটার ওপর যেখানে বালির স্তূপের ওপর শুয়ে আছে ডায়ানে ওয়েবার। সে ডায়ানের দিকে তাকাল। ডায়ানে উপুড় হয়ে শুয়ে আছে, মাথাটা পেছনদিকে কাত করা, চোখদুটো বন্ধ, তার স্তনের বোঁটা খাড়া হয়ে আছে, পাদুটো বিস্তৃত এবং শেষ অপরাহ্ণের সূর্যালোক তার বাঁকসমৃদ্ধ শরীরের ছায়া জড়ো করেছে বালির ওপর। তার ছবির পটভূমিতে রয়েছে শূন্য মরুভূমি–তাকে নিঃসঙ্গ মনে হচ্ছে কিন্তু খুবই কাছাকাছি এবং সহজলভ্য। হ্যারল্ড শুধু তাকেই চায় এবং সে মনে করে ডায়ানে শুধুই তার।

সে কম্বলটা গায়ের ওপর থেকে ফেলে দেয়। তার শরীর উত্তেজনায় গরম হয়ে ওঠে। সে তার খাটের তলা থেকে একটা স্ট্যান্ড বের করে আনে, যা সে স্কুলের আর্ট ক্লাসে তৈরি করেছিল। আজ রাতে সেই স্ট্যান্ডের ব্যবহার দেখলে আর্টের শিক্ষক নিশ্চিতভাবেই অবাক হতেন। সে স্ট্যান্ডের ওপর পত্রিকাটা রাখল তার মুখোমুখি ছড়িয়ে রাখা দুই পায়ের মাঝখানে। মাথার নিচে দুটি বালিশ দিয়ে মাথাটা উঁচু করে নিল। তারপর হাতে তুলে নিল ইটালিয়ান লোশনের বোতল। হাতের তালুতে লোশন ঢেলে ভালো করে পুরো হাত পিচ্ছিল করে নিল। তারপর সে কোমলভাবে স্পর্শ করল তার লিঙ্গ এবং অঙ্গকোষ। অনুভব করল দ্রুত উত্থিত হওয়া লিঙ্গে স্পর্শের আনন্দ। আধাখোলা দুই চোখে সে বিছানায় শুয়ে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে তার যৌনাঙ্গের

দিকে যা ছবির সামনে টাওয়ারের মতো খাড়া হয়ে আছে। ছায়া ফেলেছে মরুভূমির বালিতে।

সে তার লিঙ্গে হাত বোলাতে থাকে। ওপর-নিচ করতে থাকে। হাতটা সামনে-পিছনে দোলায়। সে তীক্ষ্ণচোখে চেয়ে থাকে ডায়ানের বাঁকানো পিঠের দিকে, তার উঁচু হয়ে থাকা পাছার দিকে–পরিপূর্ণ গোলাকার পাছা। তাকিয়ে থাকে তার সেই উষ্ণ ও ভেজা জায়গাটার দিকে যা তার দুপায়ের মাঝখানে রয়েছে এবং সে নিজেকে কল্পনা করে তার কাছাকাছি; নিজেকে বাঁকা করে চড়িয়ে দিচ্ছে তার ওপর এবং নিশ্চিন্তে বিদ্ধ করছে তাকে পেছনদিক থেকে কোনো প্রতিবাদ ছাড়াই। সে তার মুঠোর ভেতরে লিঙ্গটা উপরের দিকে ঠেলে ঠেলে দিতে থাকে। দ্রুত, খুব দ্রুত। ওপরের দিকে এবং দ্রুত; এবং হঠাৎ সে অনুভব করে ডায়ানের পাছাও। হ্যারল্ড শুনতে পায় তার আনন্দদায়ক দীর্ঘশ্বাস। লিঙ্গ ঠেলতে থাকে উপরের দিকে, দ্রুত এবং কিছুক্ষণের ভেতরে ডায়ানের কান্নামিশ্রিত শীৎকারের সঙ্গে সঙ্গে সে দ্রুত লিঙ্গ উপরের দিকে ঠেলতে ঠেলতে থুতু ছিটানোর মতো লিঙ্গের মাথা দিয়ে ঝলকে ঝলকে বীর্য ছিটাতে থাকে ঘরের ছাদের দিকে। কয়েক মুহূর্ত শরীর শিথিল করে সে শুয়ে থাকে। তারপর সে চোখ খোলে এবং ডায়ানেকে নিজের সামনে দেখতে পায়, উপভোগ্য ও কাঙ্ক্ষিত চিরদিনের জন্য।

অবশেষে সে উঠে বসে। টিস্যুপেপার দিয়ে বীর্য ও লোশনের মিশ্রণ মুছে পরিষ্কার করে এবং তা বাস্কেটে ফেলে দেয় এবং ভুলে যায় যে মা সকালে এটা পরিষ্কার করবে। বাড়িতে তার দিন ফুরিয়ে এসেছে। আর মাত্র কয়েক সপ্তাহের ব্যাপার। সে এয়ারফোর্সে চলে যাবে এবং এছাড়া তার আর কোনো পরিকল্পনা নেই।

হ্যারল্ড পত্রিকাটা আলমারির ভেতরে পত্রিকার স্তূপের ওপরে রেখে দেয়। কাঠের স্ট্যান্ডটা রেখে দেয় খাটের নিচে। তারপর সে বিছানায় শুয়ে পড়ে। ক্লান্ত ও পরিতৃপ্ত। আলো নেভায়। তারপর মনে মনে ভাবে, যদি সে ভাগ্যবান হয় তাহলে তাকে হয়ত দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ার কোনো আর্মি বেস-এ পাঠানো হবে। যা হোক সেখান থেকেই তাকে সে খুঁজে নেবে।

ডায়ানে ওয়েবারের মা ১৯২৮ সালে দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ায় অনুষ্ঠিত এক সুন্দরী প্রতিযোগিতায় জয়ী হয়েছিল। এই অনুষ্ঠানের অর্থ সাহায্য করেছিল গ্রাহাম-পেইজি অটোমোবাইল। এই প্রতিযোগিতার কারণে নির্বাক ছবির এক পরিচালক সিমিল বি.ডি. মাইল তার ছবির একটা ছোট্ট চরিত্রে অভিনয়ের জন্য তাকে নির্বাচিত করে। চরিত্রটি ছিল সুন্দরী লাজুক এক টিনএজ তরুণীর এবং বাস্তব জীবনেও সে ঠিক একই রকম।

সে মন্টানা থেকে ক্যালিফোর্নিয়ায় এসেছিল তার পিতার সঙ্গে। বহু তিক্ততার পর বিয়ে ভেঙে গেলে তার পিতা বিলিং ইলেকট্রিক কোম্পানির চাকরি পরিত্যাগ করে এবং লস এঞ্জেলেস'র ওয়ার্নার ব্রাদার্স স্টুডিওতে কাজ খুঁজতে থাকে। সে তার মায়ের চেয়েও পিতার অধিক ঘনিষ্ঠ ছিল। সে সবসময় চাইত উত্তর-পশ্চিম গ্রামীণ এলাকার কর্কশ পরিবেশ থেকে মুক্তি পেতে, যেখানে তার পিতা বসবাস করত এবং প্রায়ই ঝগড়া হত তার মায়ের সঙ্গে। তার দাদি পাঁচটা বিয়ে করেছিল এবং তার দাদির মা একদিন নদীতে সাঁতার কাটার সময় এক ইন্ডিয়ান তার পিঠে তীর মেরে হত্যা করে। সে ক্যালিফোর্নিয়ায় এসেছিল এ আশা করে যে বিশাল আকাশের সীমাবদ্ধ দিগন্তের চেয়ে এখানে সে অধিক পরিপূর্ণতা পাবে।

এটা ঘটেছিল বিভিন্নভাবে, যদিও ১৯২০ দশকের শেষে এবং ১৯৩০ দশকের শুরুতে সে যেসব ছবিতে অভিনয় করেছিল তা তাকে তারকাখ্যাতি এনে দেয়নি। বরং তার পরিতৃপ্তি এসেছিল প্রশান্তির চেতনা থেকে যা সে লস এঞ্জেলেসে অনুভব করেছিল–অনুভব করেছিল মন্টানায় তার যে ভয়াবহ শৈশবকে সে চিনত তা থেকে সে মুক্তি পেয়েছে। লস এঞ্জেলেসে সে অনুভব করল তার খেয়াল চরিতার্থ করা, ধর্মের প্রতি মনোযোগ ফিরিয়ে আনা ও ব্রা ছাড়া রাস্তায় হাঁটার ব্যাপারে সে স্বাধীন। এমনকি তার চেয়ে তিরিশ বছর বেশি বয়সী পুরুষকে বিয়ে করার ব্যাপারেও কেউ তাকে বাধা দেয়নি এবং সাত বছর পর সে তার চেয়ে পাঁচ বছরের ছোট এক ব্যক্তিকে দ্বিতীয় স্বামী হিসেবে গ্রহণ করলেও কেউ কোনো মন্তব্য করে না।

দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ার মানুষেরা প্রচলিত মূল্যবোধকে পাত্তা দিত না। এরা সবাই ছিল শিকড়হীন সমাজের মানুষ। এর সচলতার মধ্যে কোনো ধারাবাহিকতা ছিল না। ফলে ডায়ানের মা নতুন মূল্যবোধগুলোকে তার প্রজন্মের কয়েক হাজার মানুষের মধ্যে ভাগাভাগি করতে পারে এবং তারা হল সবাই তার মতো সুন্দরী যুবতী, যারা তাদের চাকচিক্যহীন শহর ছেড়ে আমেরিকার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ক্যালিফোর্নিয়ায় অভিবাসিত হয়েছিল একটা অজানা লক্ষ্যের সন্ধানে। এদের ভেতর থেকে কয়েকজন নারী

অভিনেত্রী অথবা মডেল হিসেবে সফলতা অর্জন করে কিংবা সলফতা পায় নর্তকী হিসেবে; অনেকে আবার তার শ্রেষ্ঠ বছরগুলো কাটায় ওয়েট্রেস অথবা রিসেপশনিস্ট হিসেবে কাজ করে কিংবা সেলস ক্লার্ক অথবা সান ফান্দার্ন্দো ভ্যালির অসুখী বিবাহিত নারী হিসেবে। তাদের প্রায় সবাই ক্যালিফোর্নিয়াতে বসবাস করে। এদের সন্তান ছিল, যারা বেড়ে ওঠে ক্যালিফোর্নিয়ার বিশাল সমৃদ্ধির সময়, যা শুরু হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কালে এবং ১৯৫০-এর দশকে। ক্যালিফোর্নিয়ায় এক নতুন প্রজন্মের উদ্ভব ঘটে যারা স্টাইলে, পোশাকে ও দৃষ্টিভঙ্গিতে আলাদা ছিল। এই প্রজন্ম স্বাস্থ্যের প্রতি গুরুত্ব দিলেও তা ছিল ঢিলেঢালা গোছের। সমস্ত জাতির মধ্যে এবং শহরের বাইরেও একটা অদ্ভুত আমেরিকান দৃষ্টিভঙ্গি চালু ছিল, তা হল ক্যালিফোর্নিয়ার দৃষ্টিভঙ্গি এবং তাদের ভেতরে যারা এই দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করে তাদের ভেতরে ডায়ানে ওয়েবারের মাও ছিল একজন।

ডায়ানের সঙ্গে সমস্যা শুরু হয় তার পিতার বিবাহ বিচ্ছেদের পর। তার পিতা ছিল তার মায়ের চেয়ে সাতাশ বছরের বড়। সে ছিল উটাহ–এর অগডেন থেকে আসা একজন লেখক। তার ছদ্মনাম ছিল–গাই এমপি। সে ছিল বেঁটে, গাট্টাগোট্টা, কর্তৃত্বপরায়ণ ও অভিযানপ্রিয় একজন মানুষ, যে ১৯১১ সালে ইউনাইটেড স্টেট ক্যাভালারিতে যোগ দেয় এবং তার দেশ দেরিতে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে অংশগ্রহণ করায় সে বৃটিশ সেনাবাহিনীর হয়ে যুদ্ধ করে। ইউরোপে সে সম্মুখযুদ্ধে অংশ নেয় এবং ১৯১৭ সালে সে একটা গ্রন্থ রচনা করে যা সর্বাধিক বিক্রির তালিকায় স্থান পায়। *ওভার দ্য টপ* নামের এই গ্রন্থটির এক মিলিয়নেরও বেশি কপি তখন বিক্রি হয়। এই কাহিনী নিয়ে একটা চলচ্চিত্রও নির্মিত হয়েছিল, যা সে নিজেই পরিচালনা করে এবং নিজে অভিনয় করে প্রধান চরিত্রে।

পরবর্তী দশকে গাই এমপি আরও একটা গ্রন্থ রচনা করে। তবে এটা প্রথমটার মতো এত জনপ্রিয়তা পায় না এবং ১৯৩০-এর দিকে সে লেখা কমিয়ে আনে এবং সস্তা উপন্যাস লিখতে শুরু করে। এটা ছিল সেই সময় যখন হলিউডে এক সমাবেশে ছোট্ট চটপটে বিশ বছর বয়সী এক অভিনেত্রীর সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয়। অভিনেত্রী মন্টানা থেকে এসেছে। তার চুল ছোট এবং কালো, দীর্ঘ বাদামি চোখ এবং সংক্রমিত হাসি দেখে সে মুগ্ধ হয়। সে তাড়াতাড়ি তাকে ফুলের তোড়া উপহার দেয়, ক্যাডিলাক গাড়িতে করে বেড়াতে নিয়ে যায় এবং অল্প কিছুদিনের ভেতরে বিয়ের প্রস্তাব দেয় এবং ক্লারা এই প্রস্তাব গ্রহণ করে যদিও গাই এমপি ছিল বয়সে তার বাবার চেয়েও বড়।

বিচক্ষণতার অভাবের কারণে সে তার স্ত্রীকে বাড়িতে নিয়ে আসে এবং মা ও স্ত্রীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়, যাদেরকে সে তার *ওভার দ্য টপ* উপন্যাসটি উৎসর্গ করে। তার মা ও বোন দুজনেই সংস্কৃতিমনা ও পরিশীলিত নারী। তারা এসেছে নিউইয়র্ক থেকে। তার মায়ের চাচা রিচার্ড হেনরি ডানা *টু ইয়ার্স বিফোর দ্য মাস্ট* নামে একটা গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। তার বিধবা বোনের বিয়ে হয়েছিল এক প্রতিষ্ঠানের সর্বোচ্চ কর্মকর্তার সঙ্গে। সে প্রতি সপ্তাহে নিয়মিত *নিউইয়র্কার* পড়ে এবং তার লস এঞ্জেলেসের বাড়ি চমৎকার আসবাবপত্র দিয়ে সাজায় এবং একটা গ্রন্থাগার আছে যা সে

সঙ্গে নিয়ে সারাদেশ ঘুরে বেড়ায়। এই দুই নারী এবং বিশেষ করে গাই এমপি'র প্রবল ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন মাতার মনে মন্টানার এই অভিনেত্রী কোনো প্রভাবই বিস্তার করতে পারল না। গাই এমপি সক্ষম অথবা ইচ্ছুক ছিলেন না ক্রমবর্ধমান বৈবাহিক বিরোধের বিষয়টি নিষ্পত্তি করতে। এ অবস্থায় ১৯৩২ সালের গ্রীষ্মকালে ক্লারা বো এক কন্যাসন্তানের জন্ম দেয়। সে সময়ের একটা জনপ্রিয় গান অনুসারে তার নাম রাখা হয়– ডায়ানে।

ডায়ানের বয়স যখন দুই বছর তখন তার মা তার বাবার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয় এবং অবশেষে তা বিবাহবিচ্ছেদে গিয়ে শেষ হয়। আর ডায়ানে তার আসন্ন বছরগুলো ভাগাভাগি করে কাটাতে থাকে দুটি পরিবারে। মাঝে মাঝে সপ্তাহব্যাপী সে বসবাস করত তার মায়ের সঙ্গে। তার মা ১৯৩৯ সালে চব্বিশ বছর বয়সী একজন হ্যান্ডসাম পুরুষকে বিয়ে করে, সে চিত্রগ্রাহক হিসেবে কাজ করত এবং কাউবয় পোশাক পরে চেস্টারফিল্ড সিগারেটের বিলবোর্ডে মডেল হয়েছিল। বিয়ের সময় তার সানসেট বুলেভারড-এ ছিল একটা রেস্তোরাঁ এবং ডায়ানের ২৯ বছর বয়সী মা তার নতুন স্বামীর রেস্তোরাঁতে ওয়েট্রেস হিসেবে কাজ করত, যদিও অভিনেত্রী হওয়ার লক্ষ্য তার তখনও ছিল।

সপ্তাহ শেষে সে ট্রলিতে চড়ে হলিউড হিল থেকে ইকোপার্কে যেত। সেখানে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করত তার দাদি এবং কখনও কখনও সে তাকে নিয়ে যেত তার পিতার বাড়িতে। হ্যান্ডেলের কোমল সংগীত বাজতে থাকত ফানোগ্রামে এবং সে তার চাচা ও দাদির বুদ্ধিবৃত্তিক উপস্থিতির ভেতরে তখন বসবাস করত, যারা তাকে ভালোভাবে লেখাপড়া করার পয়সা দিত, ভালো ছবি দেখতে নিয়ে যেত এবং তাদের ব্যবহৃত শব্দাবলির অর্থ তাকে খুঁজতে হত অভিধানে। যেভাবে নারীরা প্রতিদিন দুপুরে ঘুমায় এবং তার পিতা টাইপরাইটারে বসে কাজ করে, ঠিক একইভাবে সে তার নিজের ঘরে বসে এ্যন্থনি এ্যাডভার্স থেকে শুরু করে শেক্সপিয়রের নাটক, *এ্যারাবিয়ান নাইটস* থেকে শুরু করে গ্রে'র *অ্যানাটমি* পর্যন্ত পড়ে ফেলে। একই সঙ্গে পড়ে ফেলে স্থূল কথাবার্তায় ভর্তি কিছু গ্রন্থ যা তার কল্পনাজগৎকে আরও তীব্র করে তোলে।

তার কল্পনা অধিক স্বচ্ছভাবে আকার নিয়েছিল এক বিকেলে ব্যালে নাচ *দ্য নাট ক্র্যাকার* এ অংশগ্রহণের পর। তারপর থেকে সে তার স্বপ্নে নিজেকে দেখতে পায় একজন গ্ল্যামারাস নারী হিসেবে, যে শরীরের সঙ্গে সেঁটে থাকা পোশাক পরছে এবং তার শরীর নাচের তালে তালে দর্শকদের সামনে মার্জিত ভঙ্গিতে পাক খাচ্ছে। সে তখন স্কুল ছুটির পর সপ্তাহে একদিন ব্যালে নাচের অনুশীলন করতে থাকে। একাজে তার মায়ের অনুমোদন ছিল তার ব্যক্তিগত আচরণকে মূল্য দেয়ার ক্ষেত্রে এবং সেসময় সে বাড়িতে একা একা বিভিন্ন কোরাস গাইতে ও নেচে নেচে শারীরিক কসরৎ দেখাতে পারত। সে তার সৎপিতার সঙ্গ পছন্দ করত না। সে কাছাকাছি থাকলে ডায়ানে অস্বস্তি বোধ করত। বাড়িতে ব্যালে অনুশীলনের সময় সে তাকে সবসময় তাকিয়ে তাকিয়ে দেখত। মাঝে মধ্যে রসিকতা করত যখন সে লিভিংরুমে অনুশীলন করছে অথবা একটা পা উঁচু করে রেখেছে আকাশের দিকে। এসব দৃশ্য তার মা মোটেও ভালো

চোখে দেখত না। সে ইতিমধ্যেই তার যুবক স্বামীর কর্মকাণ্ডের প্রতিবাদ করেছে, বিশেষ করে সে যখন হলরুমে বসে পিন-আপ পত্রিকা পড়ে। সে মোটেই চায় না তার বারো বছর বয়সী বাড়ন্ত কন্যার দিকে কেউ মনোযোগ দিক। এক বিকেলে সে লক্ষ্য করে ডায়ানে তার মতোই সুন্দর।

দ্রুত বাড়ির পরিবেশ ডায়ানের জন্য অধিকতর খারাপ হয়ে উঠল যখন তার মা একটা পুত্রসন্তান এবং দুই বছর পর আরও একটা কন্যাসন্তানের জন্ম দেয়। ইতিমধ্যে ডায়ানের বয়স বেড়েছে, বেড়েছে ছেলেদের প্রতি ঔৎসুক্য এবং সে ডেটিং করতে শুরু করে। এসময় সে শিশুদের যত্ন ও সেবাকেন্দ্রে কাজ করে অর্থও উপার্জন করে। হাইস্কুল থেকে গ্রাজুয়েশন সম্পন্ন করা পর্যন্ত তার এই রুটিন চলতে থাকে। ফলে সে বাড়ি ছেড়ে তার মায়ের বোনের বাড়িতে থাকে এবং সেবাকেন্দ্রে কাজের পাশাপাশি উইলশেয়ার বুলেভার্ডে এক ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে উপহারসামগ্রী মোড়ানোর কাজ নেয়।

কয়েক মাস পর, সে তার খালার বাড়ি ছেড়ে হলিউড স্টুডিও ক্লাবে চলে যায়, যেখানে তার মা একসময় বসবাস করত, চলচ্চিত্র শিল্পের ভেতরে নারীর বসবাসের স্থান। ডায়ানে তার খালার ব্যক্তিগত বিষয়ে কখনও কোনো হস্তক্ষেপ করেনি যদিও সে জানত তার মাতৃস্থানীয় খালা একজন বিবাহিত লোকের সঙ্গে প্রেম করছে এবং প্রায়ই তার কাছে গিয়ে দীর্ঘ সময় কাটিয়ে আসে। লোকটা বেভারলি হিলস হোটেলের অফিসে কাজ করে। এখানেই ডায়ানে দলীয় নৃত্যের অডিশনের ব্যাপারে শিক্ষাগ্রহণ করে। এখান থেকেই নর্তকীরা সানফ্রান্সিসকোর নাইট ক্লাবে যায় কাজ করতে।

ব্যালে-নর্তকী হওয়ার যখন এমন অভূতপূর্ব সুযোগ, তখন হঠাৎই তার মনে হল তার বয়স আঠারো বছর, এ কাজের জন্য সে বুড়ি হয়ে গেছে, তার ওপর তার কোনো প্রশিক্ষণ নেই। যেটুকু সে করে থাকে সেটা তার কল্পনা থেকে। সুতরাং সে ভয়ে ভয়ে অডিশন দেয় এবং পাস করে যায়। সে মায়ের কাছে এসে তার মতামত চাইলে মা বলে, 'আমাকে জিজ্ঞাসা কোরো না। তোমার সিদ্ধান্ত তুমি নাও।' ডায়ানে সানফ্রান্সিসকো যাত্রা করল একথা না-বুঝেই যে, তার মা তার এই স্বাধীনতাকে মেনে নিয়েছে অথবা সে তার থেকে বিচ্ছিন্ন হতে চায় তা-ই তাকে বোঝাতে চেয়েছে।

একরাতে তিনটা শো করে ডায়ানে এক সপ্তাহে রোজগার করে আশি ডলার। এক সপ্তাহে ছয় রাত। সে পরিধান করত মার্জিত পোশাক, যা শুধুমাত্র তার তলপেটকে দর্শকের সামনে উন্মোচিত করত, কিন্তু যখন পেছনের মঞ্চ পরিবর্তিত হত তখন সে দলীয় নাচের ভেতরে নগ্ন হত দলের অন্যান্য মেয়েদের সঙ্গে। সে দেখত তার শরীর তুলনামূলকভাবে অন্য মেয়েদের তুলনায় সুন্দর। ভালো করে পরীক্ষা করার পর সে মনে মনে তুষ্ট হয়। এসময় তার এক নাচুনি বন্ধু ডায়ানেকে পরামর্শ দেয়, সে ইচ্ছা করলে মডেল হিসেবে অতিরিক্ত অর্থও আয় করতে পারে। সে তাকে বার্কলের চিত্রকলা বিষয়ক অধ্যাপকের নাম ও ঠিকানা দেয়, যে অন্যান্য নর্তকীদেরকে বিভিন্ন উত্তেজক ভঙ্গিতে এক সেশন নগ্নছবি তোলার জন্য বিশ ডলার করে দিয়ে থাকে।

খুবই লাজুক ভঙ্গিতে ডায়ানে সেই অধ্যাপকের বাসায় গিয়ে উপস্থিত হয়। তার

যথাযথ ভদ্রোচিত আচরণে সে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে এবং তার পোশাক খুলে ফেলে নগ্ন হয়ে অধ্যাপকের সামনে দাঁড়ায়। সে দেখতে পায় লোকটা পেছনের দিকে সরে যাচ্ছে, এবং শুনতে পায় ক্যামেরার ক্লিক ক্লিক শব্দ। সে বারবার এই শব্দ শুনতে পায় এবং কোনো ধরনের নির্দেশনা ছাড়াই সে ব্যালে-নর্তকীর মতোই চলাফেরা করতে থাকে। তার হাত আস্তে আস্তে নড়ছে। জেগে উঠছে তার শরীর, পায়ের আঙুলের ওপর ভর করে সে তার শরীরটাকে ঘোরাচ্ছে, মোচড়াচ্ছে এবং সে অধ্যাপকের উপস্থিতি সম্পর্কে মোটেও সচেতন নয়। সে কেবলই সচেতন তার শরীর সম্পর্কে, যাকে সে উদ্দীপ্ত হওয়ার একটা যন্ত্র মনে করে, যা সে শৈল্পিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে এবং এই শরীরের সঙ্গেই সে উঠে যেতে পারে তার সীমাবদ্ধতার ওপরে। যদিও উলঙ্গ হয়ে সে নিজে একবারও অনুভব করেনি যে তার গায়ে কোনো পোশাক নেই। নাচতে নাচতে ডায়ানে মনে মনে অনুভব করে সে এখানে ব্যক্তিগতভাবে একাকী, গভীরভাবে আবেগের সঙ্গে যুক্ত, যা তার চলাফেরা ও অভিব্যক্তিতে বাইরে প্রদর্শিত হয়েছে, কিন্তু সে জানে না ক্যামেরার পেছনের ঐ অধ্যাপকের প্রতিক্রিয়া কী। সে শুধুমাত্র দূরে তার অস্পষ্ট অস্তিত্বকে অনুভব করতে পারছে।

নাইটক্লাবের চুক্তি শেষে লস এঞ্জেলেসে ফিরে আসার পর ডায়ানে উদ্যোগী হয়ে বিভিন্ন ফ্যাশন ফটোগ্রাফারকে টেলিফোন করে এবং তাদের সঙ্গে দেখা করার সময় চায়। সে টেলিফোন করে *ডেভিড বালাকার, কেইথ বার্নার্ড, পিটার গোল্যান্ড, আন্দ্রে ডি ডারেনিজ, উইলিয়াম গ্রাহাম* এবং *এড*-এর মতো বিখ্যাত লোকদেরকে। তারা ডায়ানের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করে এবং মুগ্ধ হয় এ-কারণে যে তার মতো একটা স্বাস্থ্যবতী, সজীব ও উত্তেজক যুবতী মেয়ে নিজের ইচ্ছায় পুরোপুরি নগ্ন হয়ে ছবি তোলার জন্য পোজ দিতে চায়। ডায়ানে তার সময়ের চেয়ে দশ বছর এগিয়ে ছিল।

১৯৫৪ সালে তার বয়স একুশ বছর। তার ফটোগ্রাফারেরা দেখতে শুরু করে যে সারা দেশজুড়ে বিভিন্ন পত্রিকায় তার ছবি ছাপা হয় এবং ১৯৫৫ সালে সে প্লেবয় পত্রিকায় একগুচ্ছ ছবি পাঠায়। প্লেবয়ের যুবক প্রকাশক হিউ হেফনার তার অফিসে বসে ছবিগুলো পরীক্ষা করে এবং তাৎক্ষণিকভাবে ছবিগুলো তার মনে দাগ কাটে।

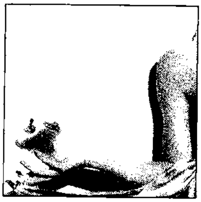

হেফনার যখন প্রথম ডায়ানে ওয়েবারের ছবি দেখে তখন তার বয়স আটাশ বছর। তার পত্রিকা প্রকাশের তখন দ্বিতীয় বছর চলছে। সে প্লেবয় প্রথম সংখ্যা সম্পাদনা করেছিল এমন একটা অ্যাপার্টমেন্ট-এর রান্নাঘরের টেবিলের ওপর যেখানে সে, তার স্ত্রী ও একটা এতিম কন্যা বসবাস করত। এখন তার কর্মচারীর সংখ্যা তিরিশ জন। শিকাগোর শহরতলিতে চারতলা একটা বিল্ডিং ভাড়া করা হয়েছে। সেই বিল্ডিঙের সবচেয়ে ওপরের তলার বিশাল অফিসরুমে তার আধুনিক এল্ আকৃতির ডেস্কের পেছনে সে বসে ছিল এবং তার সামনে ছিল ডায়ানে ওয়েবারের ছবিগুলো।

খাপছাড়াভাবে ছবিগুলো পরীক্ষা করার সময় হেফনারের কোনো প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা গেল না। অথচ একসময় নগ্নতা দেখে সে কী পরিমাণ লজ্জা পেত অথবা যৌনমিলন সংক্রান্ত স্বপ্ন দেখে কী পরিমাণ অপ্রতিভ হয়ে পড়ত সেই বয়ঃসন্ধিকালে তার পিতার রক্ষণশীল গৃহের নির্জন শয়নকক্ষে। বর্তমানে যৌনপত্রিকার প্রকাশক হিসেবে সে বেশ সমৃদ্ধশালী, স্ত্রীর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন, দুটো যুবতী মেয়ের সঙ্গে ঘুমায় এবং তারা তার কর্মচারী। হেফনার কল্পনা করত যৌনাকাঙ্ক্ষার ভেতর দিয়ে বাস্তবতাকে উপলব্ধি করা সম্ভব। যে পত্রিকা সে সৃষ্টি করেছিল, সেই পত্রিকাই আবার তাকে নতুন করে সৃষ্টি করে।

প্রকৃতঅর্থে সে বসবাস করত পত্রিকায় উজ্জ্বল পৃষ্ঠার ভেতরে। ঘুমাত অফিসের পেছনে অবস্থিত একটা ছোট্ট বেডরুমে এবং প্রায় তার প্রতিটি ঘণ্টা কাটত প্লেবয়ের রঙ, অর্ধনগ্ন কার্টুন, ক্যাপশন, কাহিনী ও উপন্যাসিকার প্রতিটি বাক্য সতর্কতার সঙ্গে পরীক্ষা করে–এখন যেমন সে পরীক্ষা করছে ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে ডায়ানে ওয়েবারের ছবি।

প্রথম ছবিতে একটা ব্যালে স্টুডিওতে ডায়ানে নাচছে। তার স্তন দুটি নগ্ন, নিম্নাঙ্গে কালো টাইট পোশাক যা তার ঊরুর শক্তি ও সাবলীলতাকে প্রকাশ করছে। সেইসঙ্গে ফুলেফেঁপে ওঠা তার গোলাকার পাছা উত্তেজনা ছড়াচ্ছে। তার তলপেট চ্যাপ্টা ও মসৃণ এবং নাচার সময় তার ত্বক ঘামে চিকচিক করছে। এটাই হেফনারের মনে দাগ কাটে। হেফনার যৌবনের শুরুতে খুবই ঘামত, বিশেষ করে স্কুলে পড়ার সময়। তখন কোনো মেয়ের কোমর স্পর্শ করলেই সে ঘামতে শুরু করত।

ধীরে ধীরে সে ডায়ানে ওয়েবারের স্তনের দিকে তাকাল, যা বড়সড় আকারের এবং দৃঢ়। বোঁটগুলো খাড়াখাড়া এবং তার রঙ বাদামি। যথাযথ আকার দেখে হেফনার অত্যন্ত বিস্মিত হয়–একেবারে নিখুঁত আকৃতির এবং সে কল্পনা করে তার হাতের

ভেতরে স্তনদুটি টিপলে কেমন আনন্দ হবে। সে জানে এরকম একটা চিন্তা থেকে এই ছবিটা অসংখ্য পুরুষের কাছে আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে। তারা পছন্দ করতে শুরু করবে এই ছবিকে। একসময় তা প্রিয় হয়ে উঠবে এসব নিঃসঙ্গ পুরুষদের। সুতরাং এটা প্রকাশিত হলে পত্রিকার সার্কুলেশন বাড়বে।

হেফনার নিজেকে শনাক্ত করত সেইসব পাঠকদের সঙ্গে যারা তার পত্রিকা কিনত। প্লেবয়ের বিক্রির ঊর্ধ্বগতি ও পাঠকদের কাছে থেকে পাওয়া চিঠি থেকে সে জানত, তার কাছে ও পাঠকদের কাছে এই পত্রিকার আবেদন কতখানি এবং একই সঙ্গে অনুভব করে, সে একজন *ফ্যান্টাসির* যোগানদার এবং তার নারী ও পুরুষ পাঠকের ভেতরে সে-ই হচ্ছে এ-সংক্রান্ত মানসিক ঘটনার ঘটক, যারা সৌন্দর্য, নগ্নতা ও উত্তেজনার স্বাদ নেয় এসব পত্রিকার পৃষ্ঠা থেকে। প্রতি মাসে নতুন সংখ্যা তার ব্যক্তিগত নির্দেশনায় প্রকাশিত হওয়ার পর সে গভীরভাবে চিন্তা করে সারা আমেরিকা জুড়ে সেইসব নিঃসঙ্গ মানুষের কথা, যারা তার পত্রিকার মাধ্যমে যৌনাকাঙ্ক্ষা মেটায়। মোটেলের নিঃসঙ্গ বাসিন্দা, অস্থায়ী সামরিক শিবিরের সৈনিক, ডরমেটরিতে বসবাসরত কলেজ ছাত্র, আকাশে উড়ে বেড়ানো বিমানের নিঃসঙ্গ কর্মকর্তা। প্রত্যেকের সঙ্গে এসব পত্রিকা সবসময় ভ্রমণ করে সঙ্গিনীর মতো; যাকে লুকিয়ে রাখা হয়েছে। এরা হল অতৃপ্ত বিবাহিত পুরুষ, যারা যৌনমিলনের অভাবে বিরক্ত হয়ে উঠেছে অথবা যারা চাকরির প্রতি উৎসাহ হারিয়েছে এবং সাময়িকভাবে যারা একাধিক নারীর সঙ্গে যৌন অভিযানের মাধ্যমে যৌন কষ্ট থেকে মুক্তি পেতে চায় অথবা যাদের সেরকম সামর্থ্য, সময় অথবা নারী জোগাড়ের যোগ্যতা নেই।

হেফনার মানুষের এই অনুভূতিকে উপলব্ধি করতে পারত। সে তার বিবাহিত জীবনের শুরুতে এই অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিল। ঘুমন্ত স্ত্রীকে বিছানায় রেখে একরাতে সে শহরে হাঁটতে বেরিয়েছিল। লেকের কাছাকাছি একটা বিলাসবহুল অ্যাপার্টমেন্টের বহু জানালায় নারীরা দাঁড়িয়ে আছে। তাদের প্রত্যেককে দেখে তার মনে হয়েছিল এরা তার মতোই অসুখী। তার খুব ইচ্ছে হয়েছিল সে রাতে তাদের সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে কথা বলতে। দিনের বেলায় সে মনে মনে রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাওয়া নারীদের পোশাক খুলে ফেলত। কখনও কখনও সে এভাবে নারীদের পোশাক খুলত পার্কে বসে কিংবা হেঁটে যেতে যেতে অথবা মেয়েরা যখন গাড়িতে চড়ছে ঠিক তখন। তবে এভাবে মেয়েদের কাপড় খুললেও তারা প্রতিবাদ করে না, কটাক্ষ করে না, কিছু বলেও না। ফলে হেফনার ভীষণ উল্লসিত হয়। এমনকি এসব নারীকে কয়েক সপ্তাহ পরও সে তার স্মৃতিতে হুবহু ফিরিয়ে আনতে পারে চলচ্চিত্রের মতো, পরিষ্কার দেখতে পায় তাদের শরীরের উঁচু-নিচু খাঁজ-ভাঁজ, অলিগলি, এখন যেভাবে দেখছে তার টেবিলের ওপর রাখা নগ্ন নর্তকীর ছবিগুলো।

ডায়ানে ওয়েবারের ঊর্ধ্বমুখী চিবুকের ওপর ম্যাগনিফাইয়িং গ্লাস রেখে যত্নের সঙ্গে তা পরীক্ষা করে হেফনার। তার কামুকী ঠোঁট ও বড় বড় লালচে বাদামি চোখের ভঙ্গির কারণে মনে হয় সে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে, আবার পরমুহূর্তেই মনে হয় সে অনেক দূরের। এই অনুভূতিটাই হেফনারকে উদ্দীপিত করে, তার দিকে ডায়ানের তাকানোর সরাসরি

ভঙ্গিটাই বলে দেয় যতখানি উৎসাহ সে দেখিয়েছে তার চেয়ে অনেক দূরে তার অবস্থান। তার ছবি দেখে মনে হচ্ছিল সে এই প্রথমবার নগ্ন হয়েছে এবং পুরুষের ব্যাপারে উদাসীন–এটাই হল যথাযথ দৃষ্টিভঙ্গি যা হেফনার নগ্ন নারীদের ছবি ছেপে তার পত্রিকার মাধ্যমে পাঠকের কাছে পৌঁছে দিতে চায়। মেরেলিন মনরোর ছবি দিয়ে প্রথম সংখ্যা প্লেবয় প্রকাশিত হয় ১৯৫৩ সালের ডিসেম্বরে। প্লেবয়ের প্রতি সংখ্যায় মাঝখানের ভাঁজের পাতাটিতে পেশাদার মডেলদের ছবি ছাপা হত। তাদের দৃষ্টিতে ছিল আত্মবিশ্বাস এবং অভিজ্ঞতা। তারা ছিল সেইসব নারী যারা চারপাশেই ছিল। তারপরও তারা নতুন পাঠকদেরকে প্রলুব্ধ করত এতটাই যে হেফনার বিস্মিত হত এবং এটা ছিল প্লেবয়ের প্রথমদিকের সাফল্য। তবে প্লেবয় তখনও হেফনার মনের মতো পত্রিকা হয়ে ওঠেনি।

প্লেবয় পত্রিকা প্রকাশের আগে আমেরিকার সামান্য কয়েকজন লোক ছাড়া কেউই নারীর রঙিন নগ্ন ছবি দেখেনি। নিউজস্ট্যান্ড থেকে মানুষ প্লেবয় পত্রিকা কিনছে এবং কাভারটা ভাঁজ করে হেঁটে যাচ্ছে। মানুষ তার ভয়াবহ চাহিদাকে খোলাখুলিই স্বীকার করছে, দীর্ঘকাল ধরে অবদমিত যে চাহিদা এবং মেনে নিচ্ছে প্রকৃত জিনিস অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে নিজেদের ব্যর্থতাকে। কিনযের প্রতিবেদনে প্রকাশিত হয়েছে যে, প্রায় সব মানুষই হস্তমৈথুন করে, পঞ্চাশ দশকের শুরুতেও এটা ছিল এমন একটা কর্মকাণ্ড যা সম্পর্কে মানুষের কোনো স্বচ্ছ ধারণা ছিল না এবং ছবির সঙ্গে এর সম্পৃক্ততার কোন প্রশ্ন আসে না; কিন্তু বর্তমানে *প্লেবয়* পত্রিকার সাফল্য হল, পত্রিকা প্রকাশের দুই বছরের ভেতরে তা সার্কুলেশনের শীর্ষে পৌঁছে যায়–মাসে ষাট হাজার কপি। এই পত্রিকা এত বিক্রি হওয়ার পেছনে কারণ ছিল বিভিন্ন প্রবন্ধ যা খুবই আলাদা ধরনের, বিভিন্ন কার্টুন, বিশেষ করে যৌনবিষয়ক রেখাচিত্র, বিভিন্ন রসিকতা ও কিছু কাহিনীর পুনর্মুদ্রণ, যেমন এ্যামব্রোশ বায়ারসি অথবা স্যার আর্থার কোনান ডোয়েল এর রচনা। এছাড়াও হেফনার দেখতে পায় যে প্লেবয় হচ্ছে এমন একটা পত্রিকা যা প্রতিমাসে একটি নগ্ন মেয়ের ছবি ছাপছে, যে আবির্ভূত হচ্ছে যৌনাকাঙ্ক্ষা মেটানোর জন্য, ইচ্ছামতো যাকে কাছে পাওয়া যায় এবং প্রত্যেকেই তাকে ব্যক্তিগতভাবে নিজের বলে দাবি করতে পারে।

এসব নারী হচ্ছে নিঃসঙ্গ অথবা নারীসঙ্গ বঞ্চিত পুরুষের মানসিক হৃদয়েশ্বরী (রক্ষিতা)। সে নির্জনে তাদেরকে উত্তেজিত করে তোলে এবং অনেকে এসব নারীর নগ্ন ছবি দেখে স্ত্রীর সঙ্গে যৌনমিলনকালে। সে (নারী) হল এক বিশেষ প্রজাতি যে তার দর্শকের চোখ ও মনের ভেতরে থাকে এবং সে পুরুষের কল্পনাযোগ্য সবকিছুই পুরুষের কাছে সঁপে দেয়। সবসময় তাকে বিছানার পাশেই পাওয়া যায়। সে পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণযোগ্য, সে জানে সবচেয়ে ব্যক্তিগত অঙ্গের স্পর্শকাতরতা এবং কখনও এমন কিছু করে না বা বলে না যা পরমানন্দে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে।

প্রতিমুহূর্তেই এসব নারী একজন নতুন মানুষ, বৈচিত্র্যের জন্য তৃপ্ত করছে পুরুষের চাহিদা, সৃষ্টি করছে বিচিত্র খেয়াল চরিতার্থ করার আকাঙ্ক্ষা, কিন্তু বিনিময়ে সে কিছুই চাচ্ছে না। সে এমন আচরণ করে যা প্রকৃত নারীরা করে না, সেটাই হল ফ্যান্টাসির

নির্যাস এবং এটাই ছিল হিউ হেফনারের বিশিষ্টতা। সে-ই হল প্রথম ব্যক্তি যে খোলামেলাভাবে হস্তমৈথুন বিষয়ক ভালোবাসা ব্যাপকভাবে বাজারজাত করে ধনবান হয়েছে সেইসব সহজলভ্য মোহিনী নারীর জাদুকরী মোহের মাধ্যমে। এটা ছিল একটা সুবিধাজনক পদ্ধতি একটা সম্পর্ককে টিকিয়ে রাখার। কারণ সামান্য অর্থের বিনিময়ে হেফনার হাজার পুরুষকে দিয়েছে এক দঙ্গল নগ্ননারীকে নিয়ে যা ইচ্ছে করার সুবিধা। বাস্তবজীবনে তাদের সঙ্গে এসব নারীদের হয়ত কোনোদিন পরিচয় হত না। সে বৃদ্ধলোকদেরকে দেয় যুবতী নারী, কুৎসিত লোককে দেয় তার কাঙ্ক্ষিত নারী, কালো পুরুষকে দেয় সাদা রমণী, লাজুক পুরুষকে উপহার দেয় অস্বাভাবিক যৌনাকাঙ্ক্ষা উদ্রেককারী নারী। সে ছিল বিয়ে-বহির্ভূত কাল্পনিক যৌনসম্পর্ক গড়ে তোলার সরবরাহকারী একজন সহযোগী সেইসব পুরুষদের কাছে, যারা এক বিয়ের পক্ষে অর্থাৎ একগামী। সে সরবরাহ করত যৌন-উদ্দীপক হিসেবে নগ্ননারীকে যা পুরুষের ঘুমন্ত যৌনক্ষুধাকে জাগিয়ে তুলত। এসব কারণেই দেশজুড়ে প্লেবয়ের জনপ্রিয়তা ক্রমশই বাড়তে থাকে।

কিন্তু হেফনারের পরিকল্পনা ছিল আরও বড় আকারের। সে শুধুই এসব নারীর নগ্নছবি পত্রিকায় ছেপে তৃপ্ত হত না, সে এসব নারীকে পেতেও চাইত। তার যৌনক্ষুধা, দীর্ঘকালীন হতাশার জন্ম দিয়েছিল এবং তখনও তা ছিল অতৃপ্ত। সে কারণে সে শুধুই ফ্যান্টাসি উপস্থাপন করে ক্ষান্ত হতে চাইত না, সে চাইত এসব ফ্যান্টাসিকে বাস্তবে উপভোগ করতে অর্থাৎ সে ফ্যান্টাসির বাস্তব অভিজ্ঞতা লাভ করতে চাইত। পরীক্ষা করে দেখতে চাইত তার সমৃদ্ধ যৌনজ্ঞান এবং শারীরিক উদ্যোগ এবং সে চাইত এমন একটা যৌনমিলনের দৃশ্য তৈরি করতে যা দেখা ও অনুভব করা যায়।

তার এই দ্বৈত মনোভঙ্গি চরিতার্থ করা তার জন্য খুব একটা কঠিন কিছু ছিল না। সে সবসময় তার চারপাশের দৃশ্য সম্পর্কে খুবই সচেতন থাকত, এমনকি সে নিজে কী করছে সে সম্পর্কেও। সে ছিল এমন একজন মানুষ যে নিজে লুকিয়ে নিজের যৌনকর্ম দেখতে চায়। একবার এক সমকামী তাকে এক বারে নিয়ে যায়, কিন্তু পুরুষের সঙ্গে যৌনকর্ম করা ছাড়া সে সবই করেছিল। হেফনারের বিয়ে বহির্ভূত প্রথম যৌন সম্পর্কের সময় সে তার মেয়েবান্ধবীর সঙ্গে ১৩ মিলিমিটারের একটা 'হোম ভিডিও' তৈরি করে যেখানে যৌনমিলনের দৃশ্য ছাড়াও যৌনবিষয়ক কার্টুন, ব্যক্তিগত ডকুমেন্ট, ফটো অ্যালবাম এবং নোটবুক চিত্রিত হয়েছে–যা তার পুরো ব্যক্তিগত জীবনকে তুলে ধরে।

ছেলেবেলার প্রথমদিকে হেফনার তত আকর্ষণীয় ছিল না। কিন্তু সে লাজুক ছিল। কিন্তু সে নিজের সম্পর্কে উঁচু ধারণা পোষণ করত। বিশ্বাস করত সে বিশেষ কিছু এবং সে নিজের অস্তিত্বকে মূল্যবান বলে বিবেচনা করত। সে তার শৈশবের আঁকা ছবিগুলো যত্ন করে রেখেছে। গ্রেড স্কুলে পড়ার সময় তোলা ছবি, কলেজজীবন ও বিয়ের সময়ের ছবিগুলোও সে মূল্যবান সম্পদ বলে মনে করে। যতদিন যাচ্ছে ততই এসব সংরক্ষণের বাতিক বাড়ছে হেফনারের।

যেসব দৃশ্য বা ঘটনা হেফনার চিত্রায়িত করেনি সে সম্পর্কে কোনো লেখাও সে লেখেনি কিন্তু সেগুলো সে এখনও পর্যন্ত স্মরণ করতে পারে এবং নিজেকে দেখতে পায়

সেই পরিবেষ্টনের কেন্দ্রে। যখন তার বয়স তেরো, তখন এক সন্ধ্যায় সে বয়স্কাউটের এক সভায় যোগ দেয় এবং পাশের বাড়ির জানালার আধাখোলা পাল্লার ভেতর দিয়ে সে দেখতে পায় এক যুবতী মেয়ে পোশাক খুলছে। এটাই হল তার জীবনে প্রথম একজন নারীকে নগ্ন দেখা এবং সে তাকে দেখে সম্মোহিত হয়ে পড়েছিল। বহু দশক পরে সে যথাযথভাবে সেই দৃশ্যটি দেখতে পায়, স্মৃতিতে ফিরিয়ে আনতে পারে সে কেমন অনুভব করেছিল সেই সময় এবং আরও মনে করতে পারে সে ঐ নগ্ন নারীর কী কী সে দেখেছিল।

হেফনার তার নিজের বাড়িতে কখনও কোনো নগ্নতা দেখেনি। তার মা সবসময়ই বাড়িতে লম্বা ঝুলওয়ালা পোশাক পরত। নিজের পোশাক বদলাত বন্ধ দরজার পেছনে। গ্রীষ্মকালে তার পিতা তাকে ও তার ছোটভাইকে সাঁতার শেখার জন্য সুইমিং পুলে নিয়ে যেত এবং সুইমিং স্যুট পরার সময় তার পিতা তার পশ্চাৎদেশ অন্যদের সামনে উন্মুক্ত করে দিত পুরুষদের লকাররুমের ভেতরে। হেফনারের তখন খুব লজ্জা করত। সুইমিং পুলে এরকম বহু ধরনের লজ্জা পেয়েছে সে তার পিতার কারণে। তাছাড়া সুইমিং পুল হচ্ছে এমন একটা জায়গা যেখানে প্রচুর মাংসের প্রদর্শনকে প্রচলিত শালীনতাবোধের প্রকাশ্য অবমাননা বলে তার মনে হত।

কয়েকদিন সুইমিং পুলে এসে হেফনার বুঝতে পারল সে কখনও সাঁতার শিখতে পারবে না। সে সবসময় আতঙ্কে থাকত সে ডুবে যাবে। কারণ একবার তার চেয়ে বড় এক ছেলে তাকে প্ররোচিত করেছিল পানির অনেক গভীরে লাফিয়ে পড়ার জন্য এবং সে তাতে রাজি হয়েছিল। কিন্তু লাফিয়ে পড়ার পর মনে হয়েছিল সে আর ওপরে উঠতে পারবে না। যদিও তার বাবা ছিল একজন দক্ষ সাঁতারু, সে চেষ্টা করেছিল হেফনারের ভয় দূর করে দিতে, কিন্তু কিশোর হেফনার তাতে রাজি হয়নি। ফলে একদিন তার পিতা হতাশ হয় এবং ক্রুদ্ধ হয়ে তাকে মারধোর করে।

তার পিতা কদাচিৎ এ-ধরনের আবেগ প্রদর্শন করত। সে ছিল নিঃসঙ্গ ও অবদমিত মানুষ এবং কখনও কখনও সে পরিবারের প্রতি তার অনুভূতি প্রকাশ করতে দ্বিধা করত না। সে তার অধিকাংশ সময় কাটাত শিকাগোর একটা বড় ফার্মে অ্যাকাউন্টেটের-এর চাকরি করে। সপ্তাহে কাজের দিন ছিল ছয়দিন, কখনও কখনও সাতদিন। সে নিজেকে ভাগ্যবান মনে করত সেই দুর্দিনে অ্যাকাউন্টেটের হিসেবে চাকরি পাওয়ার জন্য। হেফনারের ভাই ও বোন ছিল তার চেয়ে তিন বছরের ছোট। তারা লালিতপালিত হয়েছে তাদের মায়ের তত্ত্বাবধানে। তার মায়ের নাম ছিল গ্রেস হেফনার। সে ছিল প্রশংসনীয় গুণের অধিকারী, ছিমছাম, মৃদুভাষী কিন্তু অনমনীয়। তার স্বামীর মতোই তার জন্ম নেব্রাস্কার এক খামারে এবং সে বেড়ে ওঠে ধর্মীয় পরিবেশে যা সে বিংশ শতাব্দীর শিকাগোতেও রক্ষা করতে চাইত।

তার বাড়িতে ধূমপান ও মদ্যপান করা হত না, এমনকি তাস খেলাও ছিল নিষিদ্ধ। সে মাঝেমধ্যে তার ছেলে হেফনারকে নিয়ে সিনেমা দেখতে যেত শনিবারে, কিন্তু রবিবার ছিল হেফনার পরিবারের প্রার্থনার দিন। সেদিন রেডিও শোনাও বন্ধ থাকত। ঘরের ভেতরে থেকে শিশুরা যদি বিরক্ত হয়ে ওঠে তাহলে তাদেরকে বসিয়ে দেয়া হয়

বাড়ির পেছন দিকের 'ওয়ার্কবেঞ্চে'। সেখানে তার ছবি আঁকতে পারে কিংবা তৈরি করতে পারে বিভিন্ন প্রতিমূর্তি রঙিন মাটি দিয়ে, যা সে সরবরাহ করত।

হেফনার সহজেই ছবি আঁকতে বা ভাস্কর্য তৈরি করতে পারত। এসব কাজের প্রতি তার আগ্রহও ছিল প্রচুর। সে চেষ্টা করত তাদের প্রতিমূর্তি তৈরি করতে যাদের সঙ্গে তার বিশেষ অন্তরঙ্গতা ছিল এবং এরকম কাজ করার সময় তারা তাকে ডাকাডাকি করলে সে কোনো উত্তরই দিত না।

স্কুলে সে দিবাস্বপ্ন দেখে এবং খাতায় অন্যমনস্কভাবে হিজিবিজি একে সময় কাটায়। ক্লাসের পড়ার প্রতি কোনো মনোযোগ দেয় না। ফলে স্কুলের শিক্ষকরা বাড়িতে অভিযোগ পাঠায় এবং তার মা খুবই আহত হয়। বিয়ের আগে তার মা নেব্রাস্কায় শিক্ষকতা করত। সে জানে বুদ্ধিবৃত্তির দিক থেকে হেফনার খুবই যোগ্য ছেলে। লেখাপড়ার ব্যাপারে অনীহা লক্ষ্য করে হেফনারের মা খুবই হতোদ্যম হয়ে পড়ে। সে তাকে চারপাশের সবকিছু থেকে সরিয়ে এনে লেখাপড়ার প্রতি মনোযোগী করে তোলার চেষ্টা করে। ফলে তার লেখাপড়ার উন্নতি হতে থাকে।

পরবর্তীকালে সে আবার মনোযোগী হয়ে ওঠে তার ড্রয়িং-এর প্রতি। সে তখন আঁকত বিশাল আকৃতির প্রাণী, পাগল বৈজ্ঞানিক এবং স্পেসম্যান। যখন টেলিফোন বাজত তখন সে ইচ্ছা করেই টেলিফোন ধরত না। পরিবারিক গাড়িতে চড়লে সে অসুস্থ বোধ করত এবং হাতের নখ কামড়াতে থাকত। মাঝেমধ্যে সে তোতলাতো। সুইমিং পুলে ডুবে যাওয়ার ঘটনায় তার মনে হত সে নিজের অনেক ভেতরে ঢুকে পড়েছিল।

যা হোক, অবশেষে তার মা তাকে শিশু মনোচিকিৎসক দিয়ে পরীক্ষা করানোর জন্য তাকে ইলিনয়েস ইন্সটিটিউট ফর জুভেনাইল রিসার্চ নামক প্রতিষ্ঠানে নিয়ে যায়। বেশকিছু পরীক্ষা-নীরিক্ষার পর চিকিৎসকরা সিদ্ধান্তে আসে যে তার সমস্যাটা একটা বিশেষ সমস্যা। হিউ হেফনার ছিল প্রতিভাবান। তার আইকিউ ছিল ১৫২। কিন্তু চিকিৎসক আরও জানাল, আবেগ প্রকাশের ক্ষেত্রে সে ছিল অপরিনতমনস্ক এক ব্যক্তি। সামাজিকভাবেও সে বিকশিত হয়নি। সুতরাং তারা পরামর্শ দেয় যে, যদি তার প্রতি বাড়িতে স্নেহময় ও সহানুভূতিশীল আচরণ করা যায় তাহলে তার অবস্থার পরিবর্তন হতে পারে।

গ্রেস হেফনার যৌনতার ব্যাপারে এতটাই রক্ষণশীল ছিল যে সে তার ছেলের মুখেও কখনও চুমু খেত না– পরবর্তীতে সে এর ব্যাখ্যা দিয়েছিল চুমুর মাধ্যমে রোগজীবাণু ছড়াতে পারে। কিন্তু সে হেফনারের বৃদ্ধিবৃত্তিক কর্মকাণ্ডকে উৎসাহ দিত। সে ছিল একজন বিবেকবান মা। বাড়িতে সবসময় সে ছিল সহযোগিতার মনোভাবসম্পন্ন এক নারী, যে সবকিছু উপলব্ধি করতে পারে এবং সে কখনও স্বপ্ন দেখত না তার এই বোঝাবুঝি হেফনারের ব্যাপারে দীর্ঘায়িত হোক এবং সে আরও ধৈর্যের সঙ্গে দেখতে থাকুক হেফনারের বেডরুমের দেয়াল নগ্ননারীর ছবিতে ভরে গেছে।

এসব পিনআপ (পিনবদ্ধ অবস্থা) পত্রিকায় ছাপা হত আলবার্তো ভার্গাস ও জর্জ পেটি-এর আঁকা খুবই উঁচুমানের ড্রইং। প্রথম ছাপা হয় ১৯৪০ সালে 'স্কয়ার' পত্রিকায়। প্রকাশিত হয় শিকাগো থেকে এবং এটা ছিল তখন আমেরিকার সবচেয়ে

অশ্লীল পত্রিকা এবং তা পুরুষদের জন্য। হেফনার 'স্কয়ার' পত্রিকা দেখে এলিমেন্টারি স্কুলে পড়ার সময় এক সহপাঠীর বাড়িতে বেড়াতে গিয়ে, যার পিতা হচ্ছে একজন কমার্শিয়াল আর্টিস্ট এবং এই পত্রিকার গ্রাহক। 'স্কয়ারে' প্রকাশিত সবকিছুই হেফনারকে উত্তেজিত করে তুলত–কিজ গারেল্ড ও হেমিংওয়ের লেখা রোমান্টিক ও অভিযান কাহিনী, নতুন গাড়ির ছবি, উঁচুমানের কার্টুন, ভ্রমণবিষয়ক প্রবন্ধ মনোরম কোনো জায়গা সম্পর্কে এবং প্রতি সংখ্যায় একজন সুন্দরী নারীর রঙিন ড্রইং।

হেফনার তার বেডরুমের দেয়াল কিছু ইন্দ্রিয়পরায়ণ নারীর ছবি দিয়ে সজ্জিত করে, যদিও তার মায়ের তাতে মৌন সম্মতি ছিল, কারণ তার স্কুলের ফলাফলের উন্নতি ঘটেছে। অন্যদিকে তার আঁকা কার্টুন এখন প্রকাশিত হচ্ছে গ্রামার স্কুলের সংবাদপত্রে, যা সে-ই সম্পাদনা করছে। সে সংরক্ষণ করছে অলংকৃত একটা বড় ব্যক্তিগত ডায়েরি। তাতে বিভিন্ন ঘটনার দিনক্ষণ পরিষ্কার করে সে লিখে রাখছে। উদ্দেশ্য নিজের ও স্কুলের বন্ধুদের সম্পর্কে পর্যবেক্ষণজাত অভিজ্ঞতাকে ধরে রাখা। খেলাধুলার ব্যাপারে হেফনারের কোনো আগ্রহ ছিল না। এমনকি তখনও পর্যন্ত মেয়েদের ব্যাপারে সে ছিল লাজুক।

হাইস্কুলে এরকম নিষ্ক্রিয়ভাবে সে আরও দু'বছর কাটায় এবং এভাবেই তার উন্নতি ঘটে। এরপর থেকে সে নিজের ব্যক্তিত্ব গঠনের চেষ্টা করে এব অল্পদিনেই সফল হয়। সে স্টুডেন্ট কাউন্সিলের সভাপতি নির্বাচিত হয়। সহ-সভাপতি নির্বাচিত হয় সাহিত্য ক্লাবের। শিক্ষাবোর্ডের রেডিও-ঘোষকের কাজও করে এবং চিন্তা করতে থাকে কোনো টেলিভিশন নেটওয়ার্কের ঘোষক অথবা চিত্রতারকা হওয়ার। সে ভালো নাচতে শিখেছিল এবং স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করত মেয়েদের সঙ্গে। সম্প্রতি যে মেয়ের সঙ্গে সে একান্তে সময় কাটিয়েছে সেই মেয়েটির ছবি ছাপা হয়েছে স্কুলের সংবাদপত্রে। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের আগে হেফনারের কাছে তার তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য আবেদন ছিল না, কিন্তু প্রতিযোগিতায় জেতার পরই হেফনার তার প্রতি আকর্ষণ অনুভব করতে থাকে, এমনকি সে তাকে প্রলোভিতও করে। এই মেয়ে তখন সমস্ত ছাত্রের আকাঙ্ক্ষার বস্তু, প্রেমের বস্তু এবং হেফনার প্রলুব্ধ হয় তার খ্যাতির প্রতি। সে প্রায়ই তার সঙ্গে তখন সময় কাটায় এক রাতে সিনেমা হলের অন্ধকারে সে মেয়েটিকে স্পর্শ করতে শুরু করে এবং তার হাত তার স্কার্টের তলায় পৌঁছায় এবং তারপর তা পৌঁছায় তার দুই উরুর মাঝখানে। এটাই ছিল তার স্কুলজীবনের সবচেয়ে আগ্রাসী যৌন-আচরণ যা সে প্রায়ই মনে করে, যদিও এরকম কাজ সে আর কখনও করেনি।

হেফনার ১৯৪৪ সালে স্টেইনমেজ হাইস্কুল থেকে গ্রাজুয়েশন সম্পন্ন করে। কলেজে পড়ার পরিকল্পনা পরিত্যাগ করতে হয়, কারণ শিগ্গিই তাকে সেনাবাহিনীতে ডাকা হবে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হতে তখনও প্রায় এক বছরের বেশি সময় বাকি। তার মা বাড়িতে তার নিরাপত্তার ব্যাপারে সচেতন থাকত, বিশেষ করে যখন সে নিষ্ক্রিয় সময় কাটাত। হাইস্কুল ছাড়ার পর সে শিকাগোর একটা বড় কোম্পানির গবেষণাগারে চাকরি নেয়। এ সময় হেফনার সেনাবাহিনীর ব্যাপারে উৎকণ্ঠায় ভুগতে থাকে। কিন্তু দুই সপ্তাহ আগে এক পার্টিতে তার এক মেয়ের সঙ্গে পরিচয় হয়, সে হঠাৎ করেই তার

এত কাছাকাছি চলে আসে যে, তার মনে হয়, সিভিলিয়ান হিসেবে কাটানোর মতো অনেক সময় তার আছে।

মেয়েটি সুন্দরী। তার চোখদুটি ছিল বড় বড় এবং শরীর ছিল হালকা পাতলা এবং মাধুর্যময়। তার দীর্ঘ চুলের সামনেরগুলো ছিল সুন্দর করে কাটা। তার বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণে হেফনার খুবই স্বস্তিবোধ করে। তার নাম ছিল মিলড্রেড উইলিয়ামস। স্টেইনমেজ স্কুল থেকে দু'জনেই এক সঙ্গে গ্রাজুয়েশন করেছে কিন্তু কখনোই তার দেখা হয়নি, যা হেফনারের কাছে খুবই বিস্ময়ের মনে হয়। তার তাকানোর ভঙ্গি ছিল খুবই মনোরম এবং আকর্ষণীয়। পার্টিতে অধিকাংশ সময় হেফনার তার সঙ্গে নাচত। একসময় তাকে বাড়িতেও নিয়ে যায় এবং তার সঙ্গে একান্তে সময় কাটায়।

১৯৪৪ সালের গ্রীষ্মকালে হেফনার তাকে প্রায়ই চিঠি লিখত টেক্সাসের ফোর্ট লুড থেকে, যেখানে সে সেনাবাহিনীর মৌখিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে এবং একই সঙ্গে সে বিরক্ত এবং মর্মাহত তার এই সৈনিক জীবনের জন্য। আঠারো বছরের আদর্শবাদী যুবক হেফনার তখনও মদ্যপান করে না, সিগারেট খায় না, আবার কখনও খাব না বলে প্রতিজ্ঞাও করে না, যার সীমাবদ্ধ যৌন অভিজ্ঞতা ছিল অবদমিত, এমনকি হস্তমৈথুনও। হেফনার অল্প কিছুদিনের মধ্যেই দেখতে পেল মিলিটারি ক্যাম্পে তার চারপাশে অশ্লীলতা এবং নৈরাশ্য। সে এই পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিলেও কখনও তাদের সঙ্গে নিজের আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করেনি। সে ক্লাবে নাচতে যেত, কিন্তু কখনও সামরিক ঘাঁটির চারপাশের কোনো নারীর পেছনে সে ছোটেনি। সে তার অবসর কাটাত সিনেমা দেখে, কার্টুন অথবা স্কেচ এঁকে অথবা সে অবসরে দীর্ঘ সময় নিয়ে লিখত মিলড্রেড এর কাছে আবেগপূর্ণ চিঠি, যদিও সে তাকে ভালো করেই চিনত এবং জানত। ফলে সে তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবেই মিলিত হত তার ফ্যান্টাসি ও ভবিষ্যৎ প্রত্যাশার ভেতর।

হেফনার ছুটিতে বাড়িতে আসত তার সঙ্গে দেখা করতে এবং সে এসময় তাকে মোটেও বিমুখ করত না। মিলড্রেড এর যৌন-আচরণের শুদ্ধতার মানসম্পন্নতা হেফনারকে তার কাছ থেকে দূরে রেখেছে। এটা একই সঙ্গে হেফনারের জন্য চ্যালেঞ্জ এবং রহস্য। অনুশীলনরত ক্যাথলিক হিসেবে সে বিবাহপূর্ব যৌনমিলনে বিশ্বাস করে না এবং বাস্তবক্ষেত্রে একজন যুবতী নারী হিসেবে কলেজে সে সবসময় সতর্ক থাকত সেইসব ব্যাপারে যা তার লেখাপড়ার ক্ষতি করতে পারে। তারপরও সমস্ত আমেরিকান মেয়েদের মতো ভাবনাহীন দৃষ্টিভঙ্গি তার।

মিলড্রেড লালিতপালিত হয়েছিল কোলাহলমুখর এক অসুখী গৃহে এক স্বেচ্ছাচারী পিতার সঙ্গে। শিকাগোর বাস ডাইভার হিসেবে তার বেতন যথেষ্ট ছিল না তার পাঁচ সন্তানের পরিবারের যাবতীয় প্রয়োজন মেটাত, আর তার ধার্মিক মা এই বিশ্বাসের ওপর টিকে ছিল যে, যে-কোনোভাবেই হোক জীবনের উন্নতি ঘটবে। কিন্তু প্রকৃতঅর্থে তা ঘটেনি। মিলড্রেড অল্পবয়সেই আত্মনির্ভরশীলতা অর্জন করেছিল। একই সঙ্গে সে তার জীবনে সাফল্য পেয়েছিল নিজের উদ্যোগে। সে কখনও অলস ছিল না। লেখাপড়ার ব্যাপারে কঠোর পরিশ্রম এবং বিকেলবেলা সে কাজ করত এবং সাপ্তাহিক

ছুটির দিনে সে অর্থ উপার্জন করত কলেজের জন্য। ইলিনয়েস বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় সে কাজ করত লাইব্রেরিতে সন্ধেবেলায়, মনে-মনে পরিকল্পনা করত শিক্ষক হওয়ার। সে ছাত্রীদের সমিতিতেও যোগ দেয়নি। তার ডেটিং করারও সময় ছিল না। পুরো গ্রীষ্মকাল জুড়ে সে কাজ করত কোনো ছুটি ছাড়াই। এমনকি হেফনারের ছুটির সময় যখন সে শহরে আছে তখনও সে কাজ থেকে ছুটি নিতে চায় না। হেফনার তার এই পরিশ্রমের প্রশংসা করত। এটা ছিল তার নিজের মায়ের সঙ্গে তুলনাযোগ্য একটি বিষয়। কারণ বহুবছর আগে নেব্রাস্কায় থাকাকালীন সে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করেছিল তার গ্রামে বসবাসকারী পিতামাতার সাহায্য ও উৎসাহ ছাড়াই।

নিজের সম্পর্কে হেফনারের কোনো উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল না এবং ১৯৪৬ সালে সেনাবাহিনী থেকে অব্যাহতি পাওয়ার পর সে ইলিনয়েস বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয় এবং প্রত্যেক কোর্সে সর্বোচ্চ নম্বর পাওয়ার পরিকল্পনা করে গ্রীষ্মকালীন কোর্সসহ। ফলে সে চার বছরের পাঠ্য কার্যক্রম আড়াই বছরে সম্পন্ন করে। সে মনে করে সেনাবাহিনীতে তার নিষ্ফলা দুটো বছর কেটেছে। সেই সময়ের শূন্যতাকে সে পূরণ করতে চায়। সে অবশ্য চিন্তিত ছিল তার গতিশীলতা সে আবার ফিরে পাবে কিনা, যার মাধ্যমে সে তার জীবনের লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যকে ব্যাখ্যা করতে পারবে এবং একই সঙ্গে সিদ্ধান্ত নিতে পারবে মিলড্রেড উইলিয়ামকে বিয়ে করতে।

মিলড্রেডকে খুব ভালোভাবেই জানত হেফনার। সেনাবাহিনীতে থাকার সময় ছুটিতে এসে বাড়ি এলে এবং বিভিন্ন সময়ে মিলড্রেডের লেখা চিঠি থেকে সে তার সম্পর্কে আরও গভীরভাবে উপলব্ধি করেছে। ব্যারাক জীবনের নিঃসঙ্গতা কাটানোর জন্য তখন মিলড্রেড এর চিঠিই ছিল একমাত্র সঙ্গী এবং হেফনার একমত হয়েছিল যে বাস্তুতপক্ষে সেই ছিল তার রোমান্টিক প্রতিমূর্তির মূর্ত প্রকাশ যা সে তৈরি করেছিল।

১৯৪৬ সালে হেফনারের সঙ্গে ইলিনয়েস বিশ্ববিদ্যালয়ে আবার তার দেখা হয় এবং সে তার সঙ্গে ডেটিং করতে শুরু করে সাপ্তাহিক ছুটির দিনে, প্রতিরাতে সাক্ষাৎ করে লাইব্রেরির সিঁড়ির ওপর, হাত ধরাধরি করে হেঁটে বেড়ায় তারা জীবনের পুরো শরৎকাল জুড়ে। সে মিলড্রেড-এর আচরণে উল্লসিত হত এবং পরমানন্দ লাভ করত এবং উত্তেজনা অনুভব করত তার চারপাশের পরিবেশের কারণে–কলেজ জীবনে স্বাধীনতা, যুদ্ধফেরত ছাত্র হিসেবে তার প্রতি অন্য ছাত্রদের বিশেষ ধরনের আচরণ, শত্রুকে পরাজিত করার দৃঢ়তা অন্যান্য আমেরিকানের মতোই হেফনারকেও উদ্বুদ্ধ করেছিল সেই সময়–যুদ্ধজয়ের একবছর পর।

বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের কাছাকাছি একটা বিমানবন্দরে হেফনার বিমান চালায়, আনন্দ সৃষ্টির জন্য। এক বছরের ভেতরে সে বিমান চালানোর লাইসেন্স পায়। সে ফ্রাঙ্কি সিনাত্রার স্টাইলে একজন ছাত্রের সঙ্গে গান গেয়েছিল অর্কেস্ট্রার তালে তালে। সে হাস্যরস বিষয়ক একটা পত্রিকা প্রকাশ করে। ক্লাসের পরীক্ষায় চমৎকার নম্বর পায়, বিশেষ করে মনোবিজ্ঞানে এবং এ সময় সে প্রথম অনুভব করে যে শারীরিকভাবে সে আকর্ষণীয়। তখন তার কার্টুন এবং প্রবন্ধ নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে *'ডেইলি ইলিনি* পত্রিকায় এবং বুদ্ধিবৃত্তির অনুশীলনের এ পর্যায়ে সে একটা নাটক রচনা করে যার

বিষয়বস্তু হল একটা বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার যা প্রমাণ্য করে ঈশ্বরের কোনো অস্তিত্ব নেই। কিন্তু সরকারের সতর্কতার কারণে দ্রুত এ নাটক বন্ধ হয়ে যায়।

হেফনার যখন এই নাটক লেখে তখন সে ছিল অজ্ঞেয়বাদী। মৌলবাদী তাত্ত্বিক পটভূমির সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক ছিল না। কিন্তু সে বিশ্বাস করত যে তার পারিবারিক প্রথা প্রত্যাখ্যান করা একটা বিশাল সামাজিক বিপ্লবের শামিল যা সে তার চারপাশে বেড়ে উঠতে দেখছে। সে খবরের কাগজে পড়েছে শিল্পপতি ও চলচ্চিত্রনির্মাতা হাওয়ার্ড হিউজেস হলিউডের নৈতিকতা-সংক্রান্ত আইনকে চ্যালেঞ্জ করে তার 'আউট ল' ছবিটি মুক্তি দিয়ে। এই ছবিতে জেন রাসেল নামে এক কামুকী অভিনেত্রী অর্ধনগ্ন হয়ে এক পুরুষের সঙ্গে বিছানায় যায়। হেফনারের প্রিয় পত্রিকা 'স্কয়ার', যা পোস্টঅফিস নিষিদ্ধ করতে চায় অশ্লীল বলে এবং ডাক হিসেবে তা আর বহন না-করার জন্য আদালতে আবেদন জানায় এবং আদালত তার আবেদন মঞ্জুর করে। যৌনব্যাধির নিরাময় হিসেবে সম্প্রতি পেনিসিলিনের আবিষ্কার মানুষের ভীতিকে দূর করে, যা কয়েক শতাব্দী ধরে লাম্পট্যের সঙ্গে যুক্ত। পুরুষের ওপর প্রকাশিত কিনযের প্রতিবেদনের ভিত্তি হল সেইসব তথ্য, যা ১২ হাজারেরও অধিক মানুষের সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে গৃহীত হয়েছে। পাশাপাশি এ তথ্যও প্রকাশিত হয়েছে যে আমেরিকায় রক্ষণশীলতার চর্চা হওয়ার পরও এর অধিবাসীরা গোপনে খুবই ইন্দ্রিয়পরায়ণ। শতকরা প্রায় ৫০ ভাগ বিবাহিত পুরুষ স্ত্রী ছাড়াও অন্য নারীর সঙ্গে ঘুমায়। কিনযে জানান, আমেরিকার মোট জনসংখ্যার শতকরা পঁচাশিভাগ বিয়ের আগেই যৌনমিলন উপভোগ করে থাকে। দশজন পুরুষের ভেতরে নয়জন হস্তমৈথুন করে। একটা পরিসংখ্যান পাঠককে আতঙ্কিত করে তোলে এবং তা হল পুরুষদের ভেতরে শতকরা ৩৭ ভাগ সমকামী সম্পর্কের মাধ্যমে অন্তত একবার হলেও বীর্যস্খলনের অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে।

কিনযের এই প্রতিবেদন যাজক, রাজনীতিবিদ এবং সম্পাদকীয় লেখকদের নিন্দার শিকার হল, কিন্তু হেফনার তার গ্রন্থ খুবই পছন্দ করে এবং *সাস্ট* পত্রিকায় গ্রন্থের রিভিউ লেখে। এই পত্রিকা সে কলেজে ছাত্র অবস্থায় প্রকাশ করতে শুরু করেছিল। রিভিউতে সে লেখে 'এই গবেষণা থেকে সুস্পষ্টই বোঝা যায় যে উপলব্ধি ও বাস্তব চিন্তা-ভাবনার অভাবই যৌনতার মানসম্পন্নতা ও যৌনতা সম্পর্কিত আইন গঠন করেছে। আমাদের নৈতিকতা সম্পর্কিত ভালো ও যৌনতা বিষয়ক ভণ্ডামি আমাদেরকে নেতৃত্ব দিয়েছে অপরিমেয় হতাশা, অপকর্ম ও অসুখী কর্মকাণ্ডের প্রতি।'

শেষের বক্তব্যটি হেফনারের ক্ষেত্রে অনায়াসে প্রয়োগ করা যায়। কারণ প্রথম দুই বছর ক্যাম্পাসের বিভিন্ন ঘটনায় যৌনতার দিক থেকে সে ছিল হতাশ। বাইশ বছর বয়সে সে তখনও যৌনমিলনের অভিজ্ঞতা অর্জন করেনি। সে কয়েক বার মিলড্রেডকে প্ররোচিত করার চেষ্টা করেছে, কিন্তু প্রতিবারই সে নিজের পক্ষে ওকালতি করেছে, কখনও কখনও অশ্রুসজল চোখে। ফলে তারা বিয়ের অপেক্ষা করছে। এটা কেবলই তার ধর্মীয় সংস্কার কিংবা গর্ভধারণের ভীতি নয়, এটা প্রভাবিত হয়েছিল তার চিন্তার দ্বারা এবং তার আরও ইচ্ছা ছিল তার প্রথম যৌনমিলন হবে একটা জমকালো ঘটনা–একটা রোমান্টিক পরিবেশের ব্যক্তিগত উদ্‌যাপন। সে চায় না অন্যান্য

ছাত্রছাত্রীর মতো ধার-করা গাড়ির মধ্যে দ্রুততার সঙ্গে যৌনকর্ম সেরে নিতে।

হেফনার প্রথম তার কথায় রাজি হয় এবং তার দৃষ্টিভঙ্গির প্রশংসা করে। ঠিক তার মায়ের মতো আদর্শবাদী, যা সাধারণত দেখা যায় না। একজন সক্রিয়, শক্তিশালী ও বিশ্বাসযোগ্য একজন যুবতী নারী যে তার বিয়ের পর কেবলই তার স্বামীর অধিকারে থাকবে। কিন্তু কয়েক মাস পার হওয়ার পর হেফনার নিজের যৌন উদ্যোগ এবং ঔৎসুক্য মেটানোর আকাঙ্ক্ষাকে নিবৃত্ত করতে পারে না এবং এক সাপ্তাহিক ছুটির দিনে শিকাগোতে হেফনার তাকে তার পিতার বাড়িতে নিয়ে যায় এবং আদর-সোহাগের সঙ্গে প্রচুর চটকাচটকি হয়। তারপর পারস্পরিক হস্তমৈথুন এবং সবশেষে মুখমৈথুনের মাধ্যমে তার সমাপ্তি ঘটে। রোববার রাতে গ্রেহাউন্ড বাসে চড়ে ক্যাম্পাসে যাবার সময় বাসের অন্ধকার কোনায় চুমু খাওয়ার পর চাপাচাপি হয় এবং হেফনার তাকে পীড়াপীড়ি করে সিটে বসেই কম্বলের তলায় ঢুকে তার লিঙ্গ চুষে দিতে। তার অনুরোধে মিলড্রেড বিস্মিত হয় যে তার শরীরে উত্তেজনা জেগেছে। তারও ইচ্ছে করছে এবং সে কোনো প্রতিবাদ ছাড়াই সেই মুহূর্তে তাকে তৃপ্ত করতে রাজি হয়। মিলড্রেড সবচেয়ে পেছনের সিটে আধাশোয়া হয়ে হেফনারের কোলের ওপর রাখা কম্বলের তলায় ঢুকে পড়ে। তারপর অন্ধকারেই সে মুখ নামিয়ে এনে হেফনারের লিঙ্গ মুখে পুরে নেয় এবং তা হেফনারের প্রতি শুধুমাত্র ভালোবাসাই নয়, সে তার স্বাধীনতার একটা নাটকীয় জাগরণও অনুভব করে।

মিলড্রেড নিয়মিত হেফনারের কাছে যেত না। সে হেফনারের সঙ্গে তার যৌনমিলনকে নৈতিকতার অবক্ষয় বলেও ব্যাখ্যা করত না, বরং সে মনে করত সে তার আগ্রহ ও অঙ্গীকারের মূল্য দিচ্ছে সেই লোকটির আকাঙ্ক্ষাকে চরিতার্থ করতে, যাকে সে একদিন বিয়ে করবে এবং এখন তার কাছ থেকেই সে দক্ষতার সঙ্গে শিখছে যৌনসুখ দেওয়া ও নেয়ার শিল্পকলা। সে চমৎকৃত হয় যে হেফনার যৌনতার ব্যাপারে অনেক জানে এবং যত্নশীল। হেফনার তখন ক্লান্তিহীনভাবে পড়ছে বিয়ে-সংক্রান্ত ম্যানুয়াল, উত্তেজক উপন্যাস, নগ্ন পত্রিকা এবং যৌনতা সম্পর্কিত আইন এবং সেন্সরশিপ সংক্রান্ত গ্রন্থ। হেফনারের কাছ থেকেই সে প্রথম শুনেছে যে এগুলো হল শরীরের কামোত্তেজক অঙ্গ এবং তার কাছেই সে প্রথম রাগমোচনের অভিজ্ঞতা লাভ করে মুখমৈথুনের মাধ্যমে।

শিকাগোতে এক অপরাহ্নে যখন তার পিতা বাড়িতে ছিল না তখন সে মিলড্রেডকে দোতলায় তার বেডরুমে নিয়ে যায়। তারপর আলমারি থেকে বের করে লাইট এবং ক্যামেরা এবং অল্প কিছুক্ষণ চুমোচুমি ও শরীর হাতড়ানোর পর, মিলড্রেড তার পোশাক খুলে ফেলে এবং পুরোপুরি নগ্ন হয়ে তার সামনে দাঁড়ায়। হেফনার উত্তেজিতভাবে ছবি তুলতে শুরু করে, বিছানায় শুইয়ে বিভিন্ন ভঙ্গিতে–চিৎ হয়ে, কাৎ হয়ে, উপুড় হয়ে নানাভাবে। আবার দেয়ালের সঙ্গে ঠেস দিয়ে দাঁড় করিয়েও কয়েকটা ছবি তুলল, সেই দেয়ালের সঙ্গে যেখানে অসংখ্য নারীর নগ্ন ছবি সাঁটা আছে। বাসে যেমন মিলড্রেড সাড়া দিয়েছিল একইভবে এখানে সে সপ্রতিভ আচরণ করল। নিজেই বিভিন্ন ভঙ্গিতে পোজ দিল। তার মার্জিত শরীরের প্রশংসা করল হেফনার যতটা তার পক্ষে সম্ভব।

মিলড্রেড কখনও মেয়েদের নগ্ন ছবি দেখত না। তার কোনো ধারণা ছিল না যে হেফনার এসব ছবি দিয়ে কী করত। হেফনারের সঙ্গে সে তার যৌন কর্মকাণ্ডকে খুবই আনন্দদায়ক অভিজ্ঞতা বলে মনে করত। এসময় কলেজের সে সিনিয়র ছাত্রী। সে বিশ্বাস করত এসব অভিজ্ঞতা লাভের জন্য সে তৈরি হয়েই আছে। ফাইনাল পরীক্ষার পর ১৯৪৮ সালের বসন্তকালে ইলিনয়েসের ডানভিলে এক হোটেলকক্ষে সে হেফনারের সঙ্গে সারারাত সঙ্গম করে কাটায়।

হেফনার ১৯৪৮ সালের গ্রীষ্মকালে ইলিনয়েস ক্যাম্পাসে ফিরে আসে, আর মিলড্রেড রাজ্যের উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত একটা ছোট্ট স্কুলে শিক্ষকতার চাকরি নেয়। তাদের দুজনের কারোরই গাড়ি ছিল না এবং তারা দুজনেই কাজে এত ব্যস্ত থাকত যে সাপ্তাহিক ছুটির দিনেও তাদের দেখা হত না। সাধারণত শিকাগোতেই তাদের দেখা হত, যেখানে তাদের সম্পর্ক গড়ে ওঠে এবং তারা এই শহরেই বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নেয় যা তাদের পিতামাতা মেনে নিয়েছিল। এসময় হেফনার তার ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে অল্পকিছু ছাড় দেয়। মিলড্রেড তাকে অনুরোধ করে একজন যাজকের কাছ থেকে ধর্মীয় নির্দেশ গ্রহণ করতে এবং আরও অনুরোধ করে নিজের সন্তানদেরকে চার্চের নিয়মে বেড়ে ওঠার ব্যাপারে সে যেন ভবিষ্যতে অনুমতি দেয়। হেফনারের মনে হত এটা মিলড্রেড নয়, এই হচ্ছে তার মা যে কঠোরভাবে তার প্রতি এসব প্রয়োগ করতে চাইত। হেফনার প্রথমেই এটা অস্বীকার করেছিল, কারণ সে ক্যাথলিকবাদকে যৌনস্বাধীনতা ও ব্যক্তিগত গোপনীয়তার অধিকারের বিরুদ্ধে একটা নির্মম শক্তি হিসেবে মনে করত। সে প্রায়ই চিঠিতে মিলড্রেডকে এসব ব্যাখ্যা করে বোঝাত। সে আরও বোঝাত জন্মনিয়ন্ত্রণ ও গর্ভপাত বিষয়ে চার্চের নীতিমালা এবং একই সঙ্গে নিন্দা করত সেন্সরশিপ সম্পর্কে চার্চের ইতিহাস সেই মধ্যযুগ থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত। এসবের মধ্যে রয়েছে উত্তেজক গ্রন্থ, নগ্ন ছবি, উত্তেজক চলচ্চিত্র এবং অন্যান্য। কিন্তু ক্যাথলিকবাদ সম্পর্কে হেফনারের অনুভূতি অপরিবর্তনীয় ছিল। এমনকি বিয়ের সময়ও। এসময় সে কলেজের লেখাপড়া নিয়ে খুবই ব্যস্ত ছিল এবং সে আরও জানত মিলড্রেডের ধর্ম যা নির্দেশ দেয় সে এখন গোপনে তা থেকে বিচ্ছিন্ন। হেফনার আগে থেকেই বুঝতে পারল বিয়ের পর এসব নিয়ে তার সঙ্গে কোনো সমস্যা তৈরি হবে না।

১৯৪৯ সালের ফেব্রুয়ারিতে হেফনার কলেজের লেখাপড়া সম্পন্ন করে এবং একই বছর জুনে মিলড্রেড-এর সঙ্গে তার বিয়ে হয় এবং হেফনার দ্রুত নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে সফল কার্টুনিস্ট, লেখক ও সম্পাদক হিসেবে। কলেজে পড়ার সময় সে এসব মেধা প্রদর্শন করেছিল। এসব কাজ করে তার আত্মবিশ্বাস বাড়ে এবং সেইসঙ্গে এই সচেতনতাও বাড়ে যে যুবতীরা তার প্রতি আকর্ষণ অনুভব করতে শুরু করেছে। কিন্তু সে এই বিষয়ে কোনো সুযোগ গ্রহণ করে নাই। সে মিলড্রেড-এর প্রতি বিশ্বস্ত থেকেছে ক্যাম্পাস ছেড়ে যাওয়ার পরও। ১৯৪৮ সালের ক্রিস্টমাসের ছুটির সময় আনুষ্ঠানিকভাবে তাদের বিয়ের চুক্তি হয়।

হেফনার জানত না কেন এটা হচ্ছে—বিশেষ করে তারা যখন সাপ্তাহিক ছুটির দিনে একত্রিত হত। মিলড্রেড-এর মনে হত একটা চাপা উত্তেজনা তার মধ্যে কাজ করছে।

সে প্রবল উৎসাহ ছাড়াই হেফনারের সঙ্গে তখন যৌনমিলন সম্পন্ন করে। তার আবার মনে হয় অতিরিক্ত কাজের কারণেই তার এরকম হয়েছে। যখন দুজনে তারা একা থাকত তখন হেফনার প্রায়ই তাকে উৎসাহিত করত দীর্ঘক্ষণ কথা বলার জন্য এবং এই কথা বলতে বলতেই মিলড্রেড তার অসুখী হওয়ার উৎসের সন্ধান পেয়েছিল।

শিকাগোতে এক সাপ্তাহিক ছুটির দিন। খুবই ঠাণ্ডা পড়েছে তখন। হেফনার তার পিতার গাড়ি ধার করে মিলড্রেডকে নিয়ে শহরতলিতে একটা সিনেমা দেখতে যায়। ছবির নাম 'দ্য এ্যাকিউজড'। নায়িকার চরিত্রে অভিনয় করেছে লোরেটা ইয়ং। ছবিতে লোরেটা চিত্রায়িত করেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন বাধাগ্রস্ত শিক্ষকের চরিত্র, যার এক পুরুষ ছাত্র তার কাছে এসে বলে যে তাঁর পরামর্শ ও নির্দেশনা তার দারুণভাবে প্রয়োজন, সুতরাং শিক্ষক তার সাথে বাইরে ডিনার খেতে যেতে রাজি হয়। পরবর্তীকালে এক সন্ধ্যায় সেই ছাত্র তাকে গাড়িতে করে এক নির্জন স্থানে নিয়ে যায় এবং তাকে যৌনমিলনে রাজি করতে ব্যর্থ হয়ে তাকে ধর্ষণ করে। একটা স্টিলের রড নিয়ে সেই শিক্ষক তখন আত্মরক্ষার চেষ্টা করে এবং এ পর্যায়ে ছেলেটা মারা যায়। ভয়ে সে দৌড়ে রাস্তায় একটা ট্রাক থামিয়ে তাতে উঠে শহরে চলে আসে। পরিদিন যথারীতি সে ক্লাস নেয়। কিন্তু ঐ ছাত্রকে হত্যার বিষয়টি একেবারে চেপে যায়। সে তখন অধিক জাঁকজমকপূর্ণ পোশাক পরতে শুরু করে এবং চুলের স্টাইল পরিবর্তন করে ফেলে এবং অল্পদিনের ভেতরেই সে অনুভব করতে থাকে যে সে অধিক গ্লামারাস ও আকাঙ্ক্ষার বস্তুতে পরিণত হয়েছে আগের চেয়ে। মামলার তদন্ত শুরু হল। এমনকি সেই ট্রাক ড্রাইভার যে তাকে ট্রাকে তুলে নিয়েছিল সে তাকে মোটেও চিনতে পারল না এবং দুজন পুলিশ কর্মকর্তা এবং একজন সরকারি উকিল লোরেটাকে দেখে আরও মুগ্ধ হল।

কিন্তু সত্যি বলতে কি তার নিজের অপরাধবোধ তাকে প্ররোচিত করে সত্য প্রমাণ করে দিতে এবং ছবির এ অবস্থায় মিলড্রেড অশ্রুসজল চোখে ছবি দেখছিল। তারপর সে ফোঁপাতে থাকে এবং হেফনারকে অনুরোধ করে তাকে বাড়ি নিয়ে যাওয়ার জন্য। যখন তারা যাবার জন্য গাড়িতে এসে বসল তখন মিলড্রেড নিয়ন্ত্রণহীনভাবে কাঁদতে শুরু করে। হেফনার তার কাঁধে হাত রেখে সহানুভূতির সঙ্গে অনুসন্ধান করতে থাকে একটা ব্যাখ্যা।

অবশেষে মিলড্রেড নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং সামনের সিটে এসে বসে। গাড়ির ভেতরে অনুজ্জ্বল আলোতে তার চোখের জল প্রতিফলিত হচ্ছিল এবং সে স্বীকার করে শহরে যেখানে সে তখন বসবাস করে সেখানে একজনের সঙ্গে তার প্রেমের সম্পর্ক গড়ে উঠেছে।

অবিশ্বাসের সঙ্গে হেফনার এসব শোনে। এটা ছিল তার জন্য একটা স্তম্ভিত মুহূর্ত এবং গ্রহণ করার ব্যাপারে খুবই অবাস্তব, যা ছিল ঐ সিনেমার অংশ এবং যা ইতিমধ্যেই দেখানো হয়েছে। হেফনার বসেছিল পার্ক করা গাড়ির চালকের সিটে। মনে হচ্ছে তার বোধশক্তি লোপ পেয়েছে। নিজেকে তার মনে হচ্ছে প্রতারিত এবং নিঃসঙ্গ। মিলড্রেড হঠাৎ করেই অন্তরঙ্গ এক আগন্তুকে পরিণত হয়, যাকে হেফনার চিনত না। শিহরিত

কণ্ঠস্বরে সে ব্যাখ্যা করতে থাকে কীভাবে এটা ঘটেছে। মিলড্রেড বলে যে, প্রথম লোকটার সঙ্গে পরিচয় হয় তার গাড়িতে চড়ে শিকাগো যাওয়ার উদ্দেশ্যে। রেলস্টেশনে যাওয়ার পথে তারা পরস্পরের কথা উপভোগ করেছে এবং শিকাগোতে সাপ্তাহিক ছুটি কাটিয়ে আসার পর এক সাপ্তাহিক ছুটির রাতে তারা ব্রিজ খেলতে শুরু করে। মিলড্রেড-এর স্কুলের অন্যান্য শিক্ষকরাও তখন উপস্থিত ছিল। অন্য একদিন গাড়ির ভেতরে সে মিলড্রেডকে চুমু খায় এবং সঙ্গে সঙ্গে মিলড্রেড সাড়া দেয় এবং যতক্ষণ যৌনমিলনের সুখ পেয়ে সে শান্ত না হয় ততক্ষণ লোকটা চুমু খাওয়া থামায় না।

তারপর তারা একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটায়। বর্তমানে সে নিজেকে অবিশ্বাসী ভাবছে এবং তাকে বিয়ে করার ব্যাপারে হেফনারের কোনো নৈতিক বাধ্যবাধকতা নেই। এসব মনে করলেই সে অপ্রতিভ এবং অনুতপ্ত হয়। তবে হেফনারের কাছে একথা প্রকাশ করে সে অসম্ভব স্বস্তি পেয়েছে, কিন্তু সে লক্ষ্য করে হেফনার কাঁদতে শুরু করেছে। সে তার কাছে গিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে এবং সে বারবার বলে সে তাকে ভালোবাসে। কিন্তু সে পুনরাবৃত্তি করল যে স্ত্রী হিসেবে তার অন্য মেয়েকে পছন্দ করা উচিত।

হেফনার মাথা ঝাঁকায়। সে বলে, না, সে শুধুই তাকে চায়। যদিও সে তা আগে স্বীকার করে নাই। এখন সে তাকে এত বেশি চায় যা সে আগে কখনও চায়নি। সে আরও সতর্ক হয় অন্য লোকের উপস্থিতিতে। সে বারবার অনুরোধ করে অন্য কারো সঙ্গে খোলামেলা সম্পর্ক তৈরি না-করার জন্য এবং বিভ্রান্তি ও অপরাধবোধে পরিপূর্ণ মিলড্রেড তাতে রাজি হয়। সে বিশ্বাস করতে চায় যে তার এই সংক্ষিপ্ত প্রেম ছিল তার প্রকৃত স্বভাবের পরিপন্থী এবং সে হেফনারের প্রতি কৃতজ্ঞ ছিল তাদের বিয়ের পরিকল্পনার অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা করার জন্য।

তারা ১৯৪৯ সালের জুন মাসে বিয়ে করে। বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হয় শিকাগোর সেই জন রেকটরিতে। মিলড্রেড পরেছিল একটা সাদা গাউন। বিয়ের পর হেফনার ও তার পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে ছবি তোলার সময় সে পোজ দেয় এবং হাসে। তাদের চুল ধূসর হয়ে যাওয়া মায়েরা পরেছিল রঙিন পোশাক, পিতারা পরেছিল কালো রঙের স্যুট, দাঁড়িয়েছিল একত্রে চার্চের বাইরে, তির্যক দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল সূর্যের দিকে এবং তাদের প্রতিক্রিয়ায় মনে হচ্ছিল যে তারা বাধ্য হয়ে এই ঘনিষ্ঠতা প্রদর্শন করছে।

বিয়ের অনুষ্ঠান সম্পন্ন হওয়ার পর হেফনার তার পিতার গাড়িতে করে মিলড্রেডকে উইসকনসিনের হ্যাজেল হার্স্ট-এর স্টিজাসের ব্রিখহুড লজে নিয়ে যায় এক সংক্ষিপ্ত হানিমুনের জন্য। তারপর তারা একত্রে শিকাগোতে ফিরে আসে। এসময় তাদেরকে খুবই রোমান্টিক মনে হচ্ছিল যা আগে কখনও দেখা যায়নি।

তাদের সমস্যার ভেতরে হেফনারের ব্যর্থতা ছিল অন্যতম। বিশেষ করে গ্রাজুয়েশন করার পর একটা চাকরির সন্ধান করা যা সে পছন্দ করত। সংবাদপত্রগুলো তার অসংখ্য কার্টুন বাতিল করেছিল এবং শুধুমাত্র একটা চাকরিই সে খুঁজে পেয়েছিল একটা বিশাল কোম্পানির এমপ্লয়মেন্ট অফিসে। যখন সে বুঝতে পারল যে এই সংস্থা

কালোদেরকে চাকরি দেবে না, তখন সে প্রতিবাদ করে এই সংস্থা পরিত্যাগ করে। যুদ্ধফেরত যারা তাদের কোলাহলে চাকরির বাজার মুখরিত, পাশাপাশি হেফনার বাড়িতে বসে নতুন কার্টুনের ওপর কাজ করছে, পছন্দ নয় এরকম চাকরি গ্রহণ করার চেয়ে। তারা তখন জীবনযাপন করছে বিভিন্ন চাকরি থেকে মিলড্রেডের আয়কৃত অর্থ দিয়ে। তখন মিলড্রেড শিকাগো গ্রেড স্কুলে চাকরি করে, যেখানে হেফনার একসময় চাকরি করেছে।

খুব অল্প অর্থের বিনিময়ে হেফনার তখন তার পিতার বাড়িতে থাকে মিলড্রেডকে নিয়ে, যতদিন তার কার্টুনগুলো বিক্রি শুরু না হচ্ছে অথবা কোনো উপযুক্ত পেশায় নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে না পারছে। কিন্তু দুই বছরেরও বেশি সময় পার হয়ে যাওয়ার পরও তারা সেখানেই ছিল, হেফনারের বাবার রুমের পাশের একটা বেডরুম দখল করে। তিনতলা ইটের বাড়িতে হেফনার থাকত দুইতলায়। তবে বাড়িটি ছিল উত্তর-পশ্চিম শিকাগোর একেবারে শেষপ্রান্তে এবং তাদের বাড়ির সামনের সড়কটি ছিল খুবই নির্জন। ১৯৩০ সালে ১৩,০০০ ডলার খরচ হয়েছিল বাড়িটি নির্মাণ করতে যখন হেফনারের বয়স মাত্র চার বছর এবং এটা ছিল সেই বাড়ি যা সে কখনও চিনত না, যদিও এখন সে তা দখল করে আছে। সে স্মরণ করে তার যৌবনের মহামূল্যবান স্বপ্ন যা হারিয়ে গেছে এবং আরও হারিয়েছে স্ত্রীর প্রতি যৌনাকাঙ্ক্ষা।

কিন্তু মিলড্রেড নিজেকেই এজন্য দায়ী করে। যৌনমিলনের ইচ্ছা তার খুব কমই হত। কারণ তাদের সঙ্গমকালীন শব্দ হেফনারের পিতামাতা সহজেই শুনতে পাবে পাশের রুম থেকে। এছাড়া মিলড্রেড আরও বিশ্বাস করত, অন্য পুরুষের সঙ্গে তার যৌনমিলনের কারণেই হেফনারের রোমান্টিকতা উবে গেছে এবং একই সঙ্গে মিলড্রেডের শৈশবের ক্যাথলিক ধ্যান-ধারণা তার ভেতরে যৌনবিষয়ক অপরাধবোধের জন্ম দিয়েছে। সে ঐ লোকটির সঙ্গে পাপপূর্ণ যৌনমিলনে অংশ নিয়েছিল এবং সে-কারণেই তার এখন শাস্তি হচ্ছে। তার অনুশোচনার কারণ ছিল একটা আবদ্ধ বাড়িতে আবেগহীন বিবাহিত জীবনযাপন, যে গৃহটা হচ্ছে তার শ্বশুরের এবং যেখানে তার স্বামী ঘরে বসে সারাদিন কার্টুন আঁকে। মাঝে মাঝে মিলড্রেডের মনে হয় হেফনার একটা বালক। বর্তমানে তার কার্টুন একটা অধঃপতিত ধারাকে অনুসরণ করছে। সে তার নিজের বিনোদনের জন্য নগ্ন কার্টুন আঁকছে। যৌনপত্রিকা সে বাড়িতেও নিয়ে আসত এবং তা মিলড্রেডের কাছ থেকে লুকাত না, যা একসময় সে তার মায়ের কাছ থেকে লুকিয়ে ফেলত, এমনকি এখনও পর্যন্ত।

হেফনারের মা ছিল খুবই নম্র ও বিনয়ী, কিন্তু তার নম্রতা ও বিনয় মিলড্রেডকে সুখী করেনি সেইসব বছরগুলোতে, এমনকি মিলড্রেড তার বৈবাহিক সমস্যা নিয়েও শ্বশুর কিংবা শাশুড়ির সঙ্গে আলোচনা করতে পারেনি। তারা একত্রে বসবাস করলেও আবেগের দিক থেকে তারা প্রত্যেকেই ছিল প্রত্যেকের কাছে একজন দূরবর্তী মানুষ। হেফনারের পিতা প্রতিদিন ভোরবেলায় নীরবে কাজে বেরিয়ে যেত এবং সন্ধ্যায় ফিরে আসত। তারপর ব্যবহার করত রান্নাঘর যখন হেফনার বা মিলড্রেড তা ব্যবহার করছে না। এটা ছিল এমন একটা গৃহ যেখানে সবকিছুই রুটিনমাফিক চলে এবং সর্বত্রই

পরিচ্ছন্নতার ছাপ লক্ষ্য করা যায়। হেফনারের পিতামাতাকে মিলড্রেড কখনও নিয়ন্ত্রণ হারাতে দেখেনি। সে কখনও তাদেরকে হা-হুতাশ করতে কিংবা কাঁদতে শোনেনি। শোনেনি বাদানুবাদ করতে অথবা মেঝেতে শব্দ করে হাঁটতে। তাদের ভালোবাসার একটা চিহ্নই সে শুধু দেখতে পেয়েছিল, তা হল হালকা চুম্বন অথবা কোমল স্পর্শ কিংবা ভালোবাসাপূর্ণ কিছু শব্দাবলি। মিলড্রেড মনে করত না যে পরিচর্যা বা যত্নের অভাবে এমন হয়েছে, কিন্তু মূলত তা ছিল একটা অনমনীয় প্রতিরোধ। খোলামেলা ও ঘনঘন বাকযুদ্ধে নেমে পড়া পিতামাতার তুলনায় হেফনার পরিবার ছিল নিয়ন্ত্রণ ও অবদমনের অসাধারণ এক উদাহরণ।

মিলড্রেড-এর অবশ্য কোনো ধারণা ছিল তা যে এ-ধরনের আচরণ হেফনার পরিবারের দ্বিতীয় পুত্র কেইথ-এর উপর কতখানি প্রভাব বিস্তার করেছিল। কেইথ কলেজ থেকে লেখাপড়া সম্পন্ন করেছে। তবে সে বেশ ভালোভাবেই বুঝতে পারত তার স্বামীর ওপর তার শ্বশুর ও শাশুড়ির প্রভাব সবচেয়ে বেশি। পিতার মতোই হেফনারও তার পুরো পরিবেশকে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে চাইত।

তার ধার্মিক সুইডিশ মায়ের কাছ থেকে সে উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছিল আদর্শ ও মানসম্পন্নতা এবং তার মন হিসাবরক্ষক পিতার কাছে অর্জন করেছিল যথার্থতা এবং ব্যবহারমূলক আচরণ। কিন্তু মাঝে মাঝে হেফনারের কাছে মিলড্রেড তার আবেগ প্রকাশ করত। মিলড্রেড বুঝতে পারত হেফনারের ক্রোধ এবং মাঝেমধ্যে তাকে কাঁদতেও দেখেছে। সে তার যৌনবিষয়ক কার্টুন এবং পত্রিকাকে শনাক্ত করত ছেলেবেলার শিক্ষাদীক্ষার বিরুদ্ধে একটা বিদ্রোহ হিসেবে এবং একই সঙ্গে বিয়ের পর সে যে হতাশায় আক্রান্ত হয়েছিল তা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য। তখন মিলড্রেড তাকে পরামর্শ দেয় বাড়ি পরিত্যাগ করতে কিছুদিনের জন্য, কিছুদিনের জন্য পেশা নিয়ে কোনো চিন্তাভাবনা না করতে এবং ফিরে আসতে সেখানে, যেখানে সে সর্বশেষ সুখী অবস্থায় জীবনযাপন করেছিল অর্থাৎ সেই কলেজ ক্যাম্পাসে এবং চেষ্টা করতে মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জনের।

অবশেষে ১৯৫০ সালে মিলড্রেড-এর পরামর্শ অনুযায়ী হেফনার মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জনের জন্য সমাজবিজ্ঞানে ভর্তি হয়। কিন্তু তার একমাত্র সাফল্য ছিল আমেরিকার যৌনসংক্রান্ত আইনের ওপর একটা দীর্ঘ টার্মপেপার তৈরি করা, যার অধিকাংশই বিলোপ করা উচিত বলে তার মনে হয়। কারণ এগুলো ছিল খুবই ব্যক্তিগত বিষয়, বিশেষ করে সরকারি হস্তক্ষেপের দিক থেকে। মোটকথা, যে আইনটি এখনও টিকে আছে বহু দেশে, তা হল স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে মুখমৈথুন নিষিদ্ধ। হেফনার তার এই বিস্ত ত গবেষণার জন্য খুবই ভালো নম্বর পেয়েছিল এবং এক সেমিস্টার পরই সে ক্লান্তি হীনতায় আক্রান্ত হয়। ফলে সে ক্যাম্পাস পরিত্যাগ করে বাইরের জগতের প্রতি মনোযোগ দিতে শুরু করে।

সে শিকাগোর ডিপার্টমেন্টাল স্টোর্সে বিজ্ঞাপনের কপি-লেখকের চাকরি নেয়। তারপর চাকরি নেয় একটা ছোট বিজ্ঞাপনী সংস্থায়। প্রথম চাকরিটা সে নিজেই ছেড়ে দেয় এবং পরবর্তী চাকরি থেকে তাকে বরখাস্ত করা হয়। তারপর তার চাকরি হয়

স্কয়ার পত্রিকায়। এটা ছিল পুরুষদের ফ্যাশন পত্রিকা। তবে আরো একটা পকেট সাইজের পত্রিকা তারা প্রকাশ করত। তার নাম ছিল *করোনেট*। হেফনার দ্রুত নিজের ইমেজকে প্রতিষ্ঠিত করে ফেলল সৃষ্টিশীল এই কাজের পরিবেশে। সে পরিবেষ্টিত থাকত সবসময় একজন মার্জিত সম্পাদক ও কিছু যুবতী মেয়ে দ্বারা। কিন্তু এখানে কাজ শুরু করার কিছুদিন পর সে লক্ষ্য করল, নারী কর্মচারীরা অপরিপাটি এবং পুরুষ কর্মচারীরা নির্লিপ্ত। এক অপরাহ্নে যখন হেফনার তার পকেট থেকে অভিনেত্রী কারমান মিরান্ডার একটা ছবি বের করে। সে মেঝের উপর দাঁড়িয়ে তার শরীরকে পাক খাওয়াচ্ছিল। তার স্কার্ট উপরে উঠে গেছে এবং সে কোনো প্যান্টি পরেনি। হেফনার সম্পাদককে ছবিটা দেখায়, তারপর তা দেখায় অন্যদেরকে। কিন্তু তার মনে হল ছবি দেখে কেউই খুব একটা মজা পায়নি।

এই কোম্পানি ১৯৫০ সালে শিকাগো থেকে তাদের অফিস নিউইয়র্কে স্থানান্তর করে। হেফনার পাঁচ ডলার বেতন বাড়ানোর দাবি তুলে প্রত্যাখ্যাত হয় এবং চাকরি ছেড়ে দেয়, তবে সে শিকাগোতেই থাকে। সে শিকাগো পছন্দ করত এবং বিয়ের পর এই শহরে থাকতে সে অধিক স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করত। এই শহরেই সে একজন স্বাধীন প্রকাশকের সাক্ষাৎ পায় যে তার ড্রইং ও কার্টুনের পাঁচ হাজার কপি বই ছাপে। এইসব কার্টুন ও ছবির সাহায্যে হেফনার শিকাগো শহরকে বিশিষ্টতা দান করেছিল। যদিও এই গ্রন্থ কোনো লাভজনক ব্যবসা ছিল না। গ্রন্থ আলোচনার মাধ্যমে স্থানীয়দের মনোযোগ আকর্ষিত হয় এবং সে মনের চোখে দেখতে পায় সেই দিনকে যখন সে একটা চমৎকার পত্রিকা বের করতে সক্ষম হবে, যার বিষয়বস্তু হবে শিকাগোর নগরজীবন।

এই অন্তর্বর্তীকালে হেফনার সপ্তাহে আশি ডলার বেতনের একটা চাকরি পেয়ে যায়, যা স্কয়ার-করোনেট কোম্পানির বেতনের চেয়ে বিশ ডলার বেশি ছিল। প্রমোশন ম্যানেজার হিসেবে সে চাকরি নেয়। তার কাজ ছিল পত্রিকার বিক্রি বাড়ানো। আর এই পত্রিকার মালিক ছিল শিকাগোর পত্রিকার বড় ব্যবসায়ী জর্জ ভন রোজেন। সে ছিল একজন বিচক্ষণ ও ভবিষ্যৎদর্শী, সে ক্রিশ্চিয়ান সাইন্স মনিটর নামক প্রতিষ্ঠানে চাকরি পেতে ব্যর্থ হয়েছিল এবং পরবর্তীকালে বহু সংগীত বিষয়ক পত্রিকায় সে সার্কুলেশন ম্যানেজারের চাকরি করে। এসব পত্রিকা প্রোটেস্টান্ট মন্ত্রীদের মনোরঞ্জন করত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সে সিদ্ধান্ত নেয় নিজে একটা পত্রিকা প্রকাশ করবে এবং এই ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তার বাজারে মেয়েদের নগ্ন ছবি সম্বলিত পত্রিকা তার কাছে বেশ জমজমা মনে হয়।

রবার্ট হ্যারিসনের মতো নিউইয়র্কের কিছু কিছু প্রকাশকের ভাগ্য খুলেছিল যুদ্ধ চলার সময়। হ্যারিসনের অনেকগুলো পত্রিকা ছিল। তারমধ্যে *ফ্ল্যার্ট* (ফষ্টিনষ্টি), *টিটার* (ফিক করে হাসা), *উইঙ্ক* (চোখের ইশারা) এবং *আইফুল* (নয়নভরে দেখা) ছিল উল্লেখযোগ্য। এসব পত্রিকার বিশাল আবেদন ছিল নিঃসঙ্গ মানুষদের কাছে। দেশে এবং দেশের বাইরে। কিন্তু হ্যারিসন নগ্নতা সংক্রান্ত আইন লঙ্ঘন করে এবং ১৯৫২ সালে তার নতুন পত্রিকা *কনফিডেন্সিয়াল*-এর মাধ্যমে প্রচার করতে থাকে বিভিন্ন কেলেঙ্কারির ঘটনা। পাশাপাশি সীমাবদ্ধ করে আনে তার যৌনপত্রিকার বিষয় ও ছবি।

কারণ এসব পত্রিকায় সে আগে যুবতী মেয়েদের সাদা-কালো ছবি ছাপত। এইসব ছবির মেয়েরা পরত স্নানের পোশাক, ঢিলেঢালা ঘরের পোশাক এবং অন্তর্বাস। তার এসব ছবির সঙ্গে *নিউইয়র্ক টাইমসে* প্রকাশিত অন্তর্বাস-পরা ছবিগুলোর কিছু পার্থক্য ছিল। কারণ এসব পত্রিকায় প্রকাশিত মেয়েদের অন্তর্বাসগুলোর উপস্থাপন ছিল অবশ্যই কিছুটা অশালীন।

জর্জ ভন রোজনের আগে হস্তমৈথুনে উৎসাহপ্রদানকারী সেসব পত্রিকা বাজারে প্রবেশ করেছিল তার মধ্যে অধিকাংশই ছিল সিনেমা পত্রিকা। এসব পত্রিকায় বিকিনি-পরা সেইসব মেয়েদের ছবি ছাপা হত যারা সিনেমায় ছোটখাটো চরিত্রে অভিনয় করে এবং স্বপ্ন দেখে বিখ্যাত হওয়ার। অভিযান বিষয়ক পত্রিকাগুলোয় মাঝে মাঝে চিত্রিত করা হত অপর্যাপ্ত সৌন্দর্যকে। নগ্নতাবাদীদের পারিবারিক পত্রিকা ছিল *সানসাইন এন্ড হেলথ* এবং আরো ছিল বহু প্রচারিত পত্রিকা *লাইফ* এবং *লুক*। এসব পত্রিকায়ও এক ধরনের ছলনাপূর্ণ পদ্ধতিতে যুবতী মেয়েদের ছবি ছাপা হত যা অন্যান্য পত্রিকায় ছাপা উত্তেজক ছবির চেয়েও ছিল অধিক উত্তেজক।

ফটো-সাংবাদিকতার দোহাই দিয়ে ১৯৩০ সালের শেষদিকে *লাইফ* এবং *লুক* নিজেদের ন্যায্যতা তুলে ধরার চেষ্টা করে। তারা সেই বিতর্কিত ছবিটি ছাপে অভিনেত্রী হেডি কেইসলারের যেখানে সে উলঙ্গ হয়ে সাঁতার কাটছে এবং তার নগ্ন স্তনের বোঁটা স্তন্যবলয়সহ দৃশ্যমান–ছবিটি চেকোস্লোভাকিয়ার *পরমানন্দ* ছবির একটি দৃশ্য। এই ছবির প্রতিক্রিয়া ছিল খুবই চাঞ্চল্যকর। ফলে তা নিষিদ্ধ করা হয়। কোনো কোনো প্রদর্শক ঐ দৃশ্য কেটে দিয়ে ছবিটি প্রদর্শন করেছে। এর পরপরই হেডি কেইসলার অন্য এক ছবিতে কাজ করার জন্য হলিউডে চলে আসে এবং নিজের নাম পরিবর্তন করে হেডি ল্যামার নাম গ্রহণ করে।

সম্ভবত ১৯৪১ সালে যুদ্ধের সময় *লাইফ* পত্রিকা সবচেয়ে বিখ্যাত পিন-আপ ছবি প্রকাশ করেছিল। ছবিগুলো ছিল রিটা হাওয়ার্থ-এর। সে যেন পিছলে পড়ে গেছে এমনভাবে বিছানার ওপর হাঁটু ভাঁজ করে বসেছে–তার এই অশালীন উত্তেজক ভঙ্গি সেসময় অতুলনীয় জনপ্রিয়তা অর্জন করে। এছাড়া বেটি গ্রাবলেরও একটা বিরল ছবি ছাপা হয়। সে পরেছিল আঁটোসাটো স্নানের পোশাক। জানা যায়, তার ছবিটি যখন প্রকাশিত হয় তার কাছাকাছি সময়ে হিরোসিমায় অ্যাটোম বোমা নিক্ষেপ করা হয়েছিল। *লাইফ* পত্রিকা ১৯৪৩ সালে হাস্যরত এক স্বর্ণকেশী মডেলের ছবি ছাপে। তার নাম চিলি উইলিয়ামস, যার বড় বড় ফোটার ফুটকিওয়ালা স্নানের পোশাকটা তার উঁচু হয়ে ওঠা যোনিবেদির কাছে সামান্য ভেতরের দিকে গোঁজা। এই ছবির জন্য প্রায় ১০,০০০ উত্তেজনাপূর্ণ চিঠি আসে পত্রিকার অফিসে। এই ছবি ছাপা হওয়ার পর চিলি উইলিয়ামস-এর স্ক্রিন টেস্ট করা হয় এবং হলিউডের একটা ছবিতে ছোট্ট একটি ভূমিকায় সে অভিনয়ের সুযোগ পায়।

কিছু কিছু প্রকাশক ভাবে যে এই 'পিনআপ' ছবি সম্পর্কিত উন্মাদনা কমে আসবে সেনাবাহিনী ঘরে ফিরে আসলেই। জর্জ ভন রোজেন বিশ্বাস করত যে ফ্যান্টাসির এসব সূত্র স্থায়ী প্রভাব ফেলবে প্রত্যাবর্তনকারী সৈন্যদের যৌনকামনা উদ্রেককারী সচেতনতার

ওপর এবং যুদ্ধ শেষ হয়ে যাওয়া বছরগুলোতে সে হরেক রকম পত্রিকা প্রকাশ করেছিল। এসব পত্রিকায় গুরুত্ব পেত তিনটি অপরিহার্য উপাদান–বন্দুক, মুখরোচক কাহিনী এবং যুবতী নারী। এসময় মেয়েদের নগ্ন ছবি ছাপা সম্পর্কে আইন স্পষ্টভাবে কিছুই সংজ্ঞায়িত করেনি, বিভিন্ন মামলাও স্থগিত রয়েছে। এমনকি *সানসাইন* ও *হেলথ* পত্রিকার বিরুদ্ধে তখনও মামলা চলছে, যা ডাকযোগে পৌঁছে যেত পাঠকের হাতে হাতে– মেয়েদের নগ্ন ছবি, তখনও কেউ তা স্পর্শ করেনি। পোস্টঅফিস দাবি করে, সম্পূর্ণ নগ্নতা হচ্ছে লাম্পট্য, কিন্তু ন্যুডিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যরা সমর্থন করে *সানসাইন এন্ড হেলথ* পত্রিকাকে এবং নিজেদেরকে মনে করে তারা একটা নির্দিষ্ট গোত্রের মানুষ, তারা অশ্লীলতার উৎপাদক বা বিক্রেতা নয়। তারা আরও বিশ্বাস করত যে, প্রথম সংশোধনীর মাধ্যমে তাদের অধিকার যথাযথভাবে রক্ষিত হবে। তারা চালিয়ে যেতে পারবে তাদের আনুষ্ঠানিক পত্রিকায় নগ্নতাবাদী আন্দোলন যৌনকেশ প্রদর্শনসহ।

অনানুষ্ঠানিক পত্রিকাগুলোও একই অধিকার দাবি করে। তার মধ্যে একটি হচ্ছে, *মডার্ন সানবাদিং* এবং *হাইজিন*। পত্রিকা দুটির প্রকাশক হচ্ছে জর্জ ভন রোজেন। সে ডাকবিভাগের নীতিমালা মেনে যৌনকেশসহ মেয়েদের ছবি এখন আর ছাপে না। সে ছাপে বিশিষ্ট সুন্দরী স্বাস্থ্যবর্তী ও নধরকান্তি যুবতীদের পরিপূর্ণ স্তন বোঁটাসহ। এসব নারীর কেউ কেউ ঘরের ভেতরে ছবি তুলে তাদের নগ্নতাবাদী প্রথাকে লঙ্ঘন করেছে। তবে এরকম কথাও শোনা গেছে যে, আকর্ষণীয় নগ্নতাবাদীদেরকে জোগাড় করা সম্ভব না হলে সে স্ট্রিপার (নিজের পোশাক উন্মোচনকারী)-দের ছবি ছাপতেও অনীহা প্রকাশ করে না।

যেসব নারী সহজেই স্ট্রিপার হওয়ার পরীক্ষায় পাস করে যায়, নিয়মিত তাদের ছবি ছাপা হয় ভন রোজনের *আর্ট ফটোগ্রাফি* পত্রিকায়। কিন্তু সেন্সরের মহান উদ্দেশ্য নিশ্চিত করতে এসব নারীকে মনে হয় খোঁদাই করা মূর্তির মতোই, যেভাবে ক্লাসিক ভাস্কর্যের তরুণীরা দাঁড়িয়ে থাকে অভিব্যক্তিহীন এবং ক্ষতিকর নয় এরকম দৃষ্টি নিয়ে, অস্বীকার করে ক্যামেরার সঙ্গে তাদের সরাসরি যোগাযোগ।

এসব নগ্ন-পত্রিকা নিয়ে ভন রোজেন কোনোকিছু আশা করত না, এমনকি তার কোনো উচ্চাকাঙ্ক্ষাও ছিল না, কারণ এসব মডেল যে পোশাক পরত তাতে মোটেও তাদের কোনো আবেদন সৃষ্টি হত না। সে অনুভব করত তাদের অভিব্যক্তি প্রকাশের জন্য আরও কিছু স্বাধীনতা প্রয়োজন, যেমন ক্যামেরার দিকে চেয়ে চোখের ইশারা করা, কামোত্তেজনা প্রকাশ করার জন্য লালসাপূর্ণ চাহনি, নিতম্ব দোলানো এবং প্রাণ খুলে হাসা।

সবচেয়ে সফল নগ্ন-পত্রিকা প্রকাশিত হতে শুরু হয় ১৯৫১ সালে এবং কর্মচারী হিসেবে হেফনার তাতে যোগ দেওয়ার খুব বেশিদিন আগে নয়। এটা ছিল *মডার্ন ম্যান* এবং এর প্রথম সংখ্যায় প্রচ্ছদকন্যা ছিল অভিনেত্রী জেন রাসেল। সে বসে আছে একটা সীমানাপ্রাচীরের ওপর। তার পরনে ক্ষয়ে যাওয়া শর্টস এবং আঁটোসাঁটো গেঞ্জি। পায়ে চামড়ার বুট। *মডার্ন ম্যানের* ছবিগুলো এমনভাবে উপস্থাপন করা হত যেন লুকিয়ে কোনো যৌনসামগ্রী দেখা হচ্ছে। ভন রোজেন নিজেকে কখনও রুচিহীন মানুষ মনে

করত না। সে নিজেকে ভাবত ব্যবসায়ী হিসেবে, যে বাজারে নিয়ে এসেছে ভাস্কর্যের মতো খোদাই-করা নারীশরীরের সুদৃশ্য আবেদন। এই মনোভঙ্গিই তার পেশাকে একটা বৈশিষ্ট্য দান করে। সে তখন পিয়ানো প্রশিক্ষণ নিতে আসা ছাত্রদের কাছে *ইটুড* ও *এক্সপোজিটর* এবং ধর্মপ্রচারকদের কাছে *হোমিলেটিক রিভিউ* বিক্রি করতে থাকে। প্রাথমিক অবস্থায় তার *মডার্ন ম্যানের* সম্পাদকীয়তে সে ঠিক নিশ্চিত করতে পারে না যে কারা এটা দেখতে চায়, পড়ার চেয়েও। একই সঙ্গে সে সেন্সরবোর্ডের উত্তেজনাকে প্রশমিত করার জন্য সামাজিক মূল্যবোধ পুনরুদ্ধারের উদ্দেশ্যে নতুন করে সম্পাদকীয় লেখে সেইসব স্তন ও নিতম্বের সঙ্গে ভারসাম্য রক্ষা করার জন্য যা তার পত্রিকার পৃষ্ঠাগুলোকে ন্যাক্কারজনকভাবে পূর্ণ করে রাখে।

কোনো অশ্লীল শব্দ বা ধারণা কিংবা বিতর্কিত রাজনৈতিক আলোচনা প্রকাশ করা থেকে বিরত থাকার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। *মডার্ন ম্যানের* সম্পাদকীয় পুরুষদের পত্রিকা *টু* ও *আর গোমি*-এর মতো গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে। *মডার্ন ম্যানের* প্রথম সংখ্যায় একটা প্রবন্ধ ছাপা হয় পাহাড়ে চড়ার ওপর। সাক্ষাৎকার ছাপা হয় অভিনেতা ডানা অ্যানড্রিউ-এর। সে নৌকা চালানোর বিভিন্ন দিক সম্পর্কে পরামর্শ দেয়। প্রকাশিত হয় একটা ফিচার ১৯১৩ মডেলের জাগুয়ার গাড়ির ওপর। বন্দুক সংগ্রহকারীদের জন্য ছাপা হয় একটা শপিং গাইড। পাঠকেরা এই শেষের বিষয়টিতে যথেষ্ট সাড়া দেয় এবং একই সঙ্গে সাড়া দেয় বন্দুক সংগ্রহ ও শিকার বিষয়ক প্রবন্ধ সম্পর্কে। সম্ভবত ভন রোজেন-এর একই পত্রিকায় অর্ধনগ্ন ছবি ও মডেলদের গাম্ভীর্যপূর্ণ পুরো নগ্নছবি ছাপার এই সমন্বিত ধারণা পরবর্তীকালে হেফনার তার 'প্লেবয়' পত্রিকায় অনুসরণ করেছিল।

আর্ট ন্যুড ফটোগ্রাফি'র সম্মানজনক উদাহরণ উপস্থাপন করতে গিয়ে ভন রোজেন মডার্ন ম্যানের প্রথম বছরেই কয়েক হাজার ডলার খরচ করে ফেলে হাঙ্গেরিয়ান চিত্রগ্রাহক আন্দ্রে ডি ডিয়েনিস-এর কাজের পেছনে। এই চিত্রগ্রাহক ১৯৩০ সালে ইউরোপীয় চিত্রকলার ওপর বিশেষ শিক্ষা গ্রহণ করে এবং বিশেষজ্ঞে পরিণত হয়। তুলারিজ গার্ডেন, ল্যুভর এবং অন্যান্য বড় বড় জাদুঘরে তার ছবির প্রদর্শনী হয়েছে। ডিয়েনিসের অধিকাংশ ছবিই ছিল ক্লাসিক ন্যুড ভাস্কর্যের এবং তা প্রকাশিত হয়েছিল যুদ্ধের আগে *স্কয়ার* পত্রিকায়। কিন্তু ভন রোজেন যখন *মডার্ন ম্যান* বের করতে শুরু করে তখন *স্কয়ারের* সম্পাদক পুনরায় সুড়সুড়ি দেয়ার ক্ষেত্রে গুরুত্ব দেয়। ফলে আবার *স্কয়ারে* পুরো নগ্নছবি ছাপা হতে থাকে। ফলে বড় ধরনের অশ্লীলতার দায়ে একজন বিশিষ্ট ক্যাথলিক এবং ডেমোক্রেটিক ন্যাশনাল কমিটির চেয়ারম্যান ও পোস্টমাস্টার জেনারেল ফ্রাঙ্ক ওয়াকার এই পত্রিকার বিরুদ্ধে মামলা করে। এই মামলার পেছনে অনেক অর্থ ব্যয় হওয়ার পাশাপাশি অনেক সময়ও অতিক্রান্ত হয়। এই মামলা ১৯৪২–১৯৪৬ সাল পর্যন্ত চলে।

এসব ঘটনার আগে *স্কয়ার* পত্রিকার ব্যবস্থাপনাকে চার্চের সদস্যরা ভয়-ভীতি প্রদর্শন করে। স্কয়ারের সম্পুরক একটি পত্রিকায় প্রকাশিত একটা প্রবন্ধে ক্যাথলিকদেরকে তোষামোদের পরিবর্তে মৃদু সমালোচনা করায় তারা ক্রুদ্ধ হয়। পত্রিকার নাম *কেন*। ফলশ্রুতিতে বিচার প্রার্থনার সময় ক্যাথলিকরা *স্কয়ার* পত্রিকাকে অভিযুক্ত করে এবং

একই সঙ্গে তারা পত্রিকাও বর্জন করে। নিউজস্ট্যান্ড থেকে তখন কেউ আর *স্কয়ার* বা *করোনেট* পত্রিকা কেনে না, বিশেষ করে *কেন্।* পরবর্তীতে এই পত্রিকা কম দামে বিক্রি করা হয়। ১৯৫১ সালে আন্দ্রে ডি ডিয়েনিস-এর ছবি *স্কয়ারে* আবির্ভূত হয় না, কিন্তু *মডার্ন ম্যানে* তা প্রকাশিত হয়। সেসময় আমেরিকার সবচেয়ে সাহসী প্রকাশক হল জর্জ ভন রোজেন। তার এই অবস্থান টিকে ছিল ১৯৫৩ সালে হেফনারের *প্লেবয়* পত্রিকা প্রকাশের আগে পর্যন্ত।

কিছুদূর পর্যন্ত হেফনার ও ভন রোজেনের পথ ছিল একই। উভয়েই লালিত পালিত হয়েছে রক্ষণশীল পরিবারে। উভয়ের পিতার পেশা ছিল হিসাবরক্ষকের। উভয়েই ছিল উচ্চাকাঙ্ক্ষী এবং আত্মমর্যাদাসম্পন্ন। ভন রোজেন ছিল হেফনারের চেয়ে এগারো বছরের বড়। সে দেখতে ছিল রোগা, প্রাণবন্ত এবং নীল চোখের ছিমছাম এক নেভির কমান্ডার এবং সে তার পত্রিকাকে নিয়ন্ত্রণ করত একটা যুদ্ধজাহাজের মতো। সে তার অধীনস্থদের কাছে দাবি করত কঠোর সময়ানুবর্তিতা, পরিচ্ছন্নতা এবং তার সঙ্গে কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্রে অনুষ্ঠানিকতা। তার অফিসের পরিবেশ ছিল নিষ্ফলা শস্যক্ষেতের মতো। তার নারী ও পুরুষ কর্মচারীরা ছিল এসব নগ্নছবি থেকে বিচ্ছিন্ন, যদিও তারা এসব ছবি নাড়াচড়া করত, কিন্তু তারা দাবি করত এসব ছবি তাদের ওপর কোনো প্রভাবই ফেলত না। এমনকি ভন রোজেন নিজে পর্যন্ত একই মত পোষণ করেছে। কিন্তু হেফনার ছিল এক্ষেত্রে অন্যরকম। ভন রোজেনের কাছে পত্রিকা ছিল একটা লাভজনক ব্যবসা আর হেফনারের কাছে পত্রিকা ছিল একটা ব্যক্তিগত আবেগ।

হেফনারের সঙ্গে ভন রোজেনের পার্থক্য খুব একটা স্পষ্ট ছিল না। তা ছাড়া হেফনার সম্পর্কে সে খুব ভালো জানতও না। সে হেফনারের কার্টুনকে মাঝারি মানের বলে বিবেচনা করত, এমনকি সে তার পত্রিকায় তা ছাপতেও অস্বীকার করে এবং সে হেফনারের আচরণে মৃদু আহত হয় যখন সে অফিসে একটা পর্ণোছবি নিয়ে আসে। সে সমস্ত কর্মচারীকে ছবিটা দেখাতে চায় এবং ভন রোজেন তাতে আপত্তি জানায়। এমনকি সে বিরক্তও হয় অফিসের সময় পর্ণোছবি দেখার প্রস্তাব দেওয়ায়। হেফনার মূলত কাজ করত বিপণন বিভাগে। যাহোক, সে কোনোভাবে এই তথ্য প্রচার করেছিল যে, সে বাইরের কিছু কাজে নিয়োজিত সুতরাং একজন চাকরিদাতা তার ভাগ্যকে নির্ধারণ করতে পারে না। এই দৃষ্টিভঙ্গি ভন রোজেনকে মোটেও খুশি করে না।

এসময় মিলড্রেড হেফনার ছিল অন্তঃসত্ত্বা এবং তারা শেষপর্যন্ত তার পিতার বাড়ি ছেড়ে শিকাগোর হাইড পার্ক সেকশনে একটা চমৎকার অ্যাপার্টমেন্টে গিয়ে ওঠে। কিন্তু হেফনার তখনও তার বিয়ে নিয়ে অসুখী এবং সে একজন নার্সের সঙ্গে ইতিমধ্যেই প্রেমের সম্পর্ক গড়ে তুলেছে। এমনকি তার ইচ্ছা আছে এই নার্সের সঙ্গে সে একটা পর্ণোছবি তৈরি করবে। এই ছবির চিত্রগ্রহণ করা হবে হেফনার এক পুরুষবন্ধুর অ্যাপার্টমেন্টে, যে ছিল এই ছবি তৈরির সহযোগী। কিন্তু পাকাপোক্তভাবে সে ছবির নির্মাতা হতে চায় না। তারা মূলত মজা করা ও অভিজ্ঞতা লাভের জন্য এই ছবি তৈরি করতে চায়।

হেফনার বুঝতে পারে যে তার ভবিষ্যৎ পেশা যৌনতার সঙ্গে সম্পৃক্ত, কারণ এই বিষয়টি তার চিন্তাকে সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত করেছে। সে তার ঔৎসুক্যকে আরও বাড়িয়ে তোলে এবং নিজের যৌনকর্মের মতো অন্যের যৌনকর্মও তাকে উদ্দীপিত করে তুলত এবং সে আনন্দ অনুভব করত। সে যৌনবিষয়ক আইন ও সেন্সর সম্পর্কে নিয়মিত লেখাপড়া চালিয়ে যেতে থাকে। এছাড়া সে আরো লেখাপড়া করে সামাজিক রীতিনীতি, প্রাচীনকালের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানাদি, রাজা ও পোপের উদ্যোগ এবং কলভিনের মতো তাত্ত্বিকের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে সে জনগণকে নিয়ন্ত্রণ করতে চায় নিশ্চিত কিছু ব্যক্তিগত কর্মকাণ্ড থেকে যা যৌনতার সঙ্গে সম্পর্কিত এবং তা শাস্তিযোগ্য। সে বোকাচ্চিওর মতো লেখকের অকথ্য বিদ্রূপাত্মক রচনা পড়ে। আরও পড়ে হেনরি মিলারের নিষিদ্ধ গ্রন্থগুলো, যা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ইউরোপে পাওয়া যেতে থাকে এবং পরে চোরাচালানের মাধ্যমে আমেরিকায় আসে।

হেফনার বিভিন্ন আর্টবুকে নমস্য শিল্পীদের আঁকা নগ্ন ছবির রিপ্রোডাকশন পরীক্ষা করে দেখে। এসব শিল্পীদের ভেতরে লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি, রাফায়েল, টাইটান, ইনগ্রেস, রোনায়া, রুবেন্স, মানেত, কৌরবেট এবং আরও অনেক অখ্যাত শিল্পী, যারা প্রায়ই অনাবৃত যৌনাঙ্গসহ শরীরের ছবি এঁকেছে। এদের ছবিতে সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য পেয়েছে স্তন, আর চোখগুলো সরাসরি দর্শকদের দিকে, বিশেষ করে ভন রোজেনের আর্ট পত্রিকায় যেসব ছবি ছাপা হত অন্তত তার চেয়ে। ১৮৬৫ সালে আঁকা মানেত-এর একটা ছবিতে এক নগ্ননারীর কামলালসাপূর্ণ চাহনি খুবই উত্তেজক অথবা কৌরবেট-এর আঁকা নধরকান্তি উত্তেজক দুই নারী পরস্পরকে আলিঙ্গন করছে বিছানায় কিংবা রুবেন্সের আঁকা নগ্ন নারী হেলান দিয়ে আছে বালিশে, হাতদুটো মাথার পেছনে, স্তনের বোঁটা ঊর্ধ্বমুখী, সে স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে আছে দর্শকের দিকে এবং তার কালো কুচকুচে যৌনকেশ দেখা যাচ্ছে।

এইসব চিত্রকলা এবং বাজারে প্রকাশিত পুরুষদের পত্রিকার মধ্যে পার্থক্য তৈরি করা হয় একটিমাত্র শব্দ দিয়ে এবং তা হচ্ছে 'আর্ট' অর্থাৎ শিল্প, যদিও এটা কারো কাছেই পরিষ্কার ছিল না যে কোন্‌টা শিল্প হিসেবে প্রশংসিত এবং কোন্‌টা পর্ণোগ্রাফি হিসেবে নিন্দিত। মূলত এই ধারণা প্রজন্মের পর প্রজন্মে বদলে যাচ্ছে দর্শক ও পাঠকের রুচির ওপর নির্ভর করে, কারণ প্রত্যেক কাজেরই একটা উদ্দেশ্য থাকে। জাদুঘরে অসংখ্য নগ্নছবি টাঙানো আছে উঁচুশ্রেণীর মানুষের জন্য। আবার এসব ছবিই পত্রিকায় ছাপা হয় সাধারণ মানুষের জন্য যাদের মিউজিয়াম হচ্ছে রাস্তার কোনার নিউজস্ট্যান্ড এবং এরা হল সেই দলের মানুষ যাদেরকে অশালীনতা থেকে সেন্সর রক্ষা করতে চায় এবং নিয়ন্ত্রণ করতে চায় যতটা সম্ভব। ১৮৯৬ সালে ইউনাইটেড স্টেটস সুপ্রিম কোর্ট লিউ রোজেন নামে এক প্রকাশককে দোষী সাব্যস্ত করে। তার পত্রিকার নাম ছিল *ব্রডওয়ে* এবং এই পত্রিকায় নারীদেরকে কামুকী হিসেবে উপস্থাপন করা হয়। কমস্টক অ্যাক্ট-এর আওতায় এটাই কেন্দ্রীয় সরকারের প্রথম অভিযোগ অশ্লীলতার বিরুদ্ধে। আমেরিকার সেন্সরের ইতিহাসে সবচেয়ে ত্রাসোদ্দীপক এই আইন 'কমস্টক আইন' নামকরণ করে সম্মান জানানো হয়েছে অ্যান্থেনি কমস্টককে।

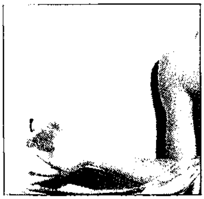

অ্যান্থোনি কমস্টক ছিল একজন প্রতিহিংসাপরায়ণ মানুষ। সে জন্মেছিল ১৮৪৪ সালে কানেকটিকাটের নিউ ক্যানন এলাকার একটা খামারে। তার মায়ের যখন মৃত্যু হয় তখন তার বয়স দশ বছর। সারাজীবনই সে তার মাকে আরাধ্য বস্তু হিসেবে জেনেছে এবং তার পরবর্তী জীবনের শুদ্ধি অভিযানকে সে উৎসর্গ করেছে তার মায়ের স্মৃতির উদ্দেশে।

বয়োসন্ধিকালে সে প্রচুর হস্তমৈথুন করেছে এবং সে তার ডায়েরিতে স্বীকার করেছে যে, হস্তমৈথুন তাকে আত্মহত্যার দিকে নিয়ে যেতে পারে বলে তার মাঝে মাঝে মনে হত। কমস্টক বিশ্বাস করত যৌনবিষয়ক ছবি দেখা, এ সংক্রান্ত সাহিত্য পড়া ভয়ানক ক্ষতিকর এবং সে এ ব্যাপারে সচেতন ছিল যে যথাযথ কর্তৃপক্ষ এই সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে শিথিলতা প্রদর্শন করে থাকে, যদিও ১৮৪২ সালে ফ্রেঞ্চ পোস্টকার্ড আমদানি নিষিদ্ধ করে কেন্দ্রীয় আইন পাস হয়। কমস্টক এসব উত্তেজক ছবি সেনাবাহিনীর সদস্যদের ভেতরে বিলি করতে দেখেছে, যখন সে কানেকটিকাটে গৃহযুদ্ধের সময় সেনাবাহিনীতে ছিল। একই সঙ্গে যুদ্ধের পর সে মর্মাহত হয় নিউইয়র্কের ব্রডওয়েতে পতিতাদের ব্যাপকতা দেখে এবং আরও মর্মাহত হয় রাস্তার পাশের পত্রিকার স্টলগুলোতে অশ্লীল পত্রিকা ও বই বিক্রি হতে দেখে।

এসময় অশ্লীল প্রকাশনার বিরুদ্ধে কোনো কেন্দ্রীয় আইন ছিল না, যদিও ১৬০০ সালের শুরুর দিকে ম্যাসাচুসেটস রাজ্যে অশ্লীলতাবিরোধী আইন চালু ছিল। যৌনতার বিশ্লেষণে এই অশ্লীলতাকে সংজ্ঞায়িত করা হত না। ধর্মের বিরুদ্ধে কেউ কোনো কথা বললে বা লিখলে তখনই সে এই আইনের আওয়ায় আসবে–উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, ১৬৯৭ পর্যন্ত ম্যাসাচুসেটসের রক্ষণশীল কলোনি। ঈশ্বরনিন্দার কারণে এখানে বহু মানুষকে দণ্ড ভোগ করতে হয়েছে। এই আইন ধর্মীয় প্রকাশনা প্রচারেও বাধা দেয় এবং ১৭১১ সালে বিদ্রূপাত্মক গান গাইলেও এই আইনের আওতায় শাস্তি পেতে হয়েছে।

পেনসিলভানিয়াতে ১৮১৫ সালে এক লোককে অশ্লীলতার অভিযোগে আদালতে তলব করা হয়। এক দম্পতির অশ্লীল ছবি বিক্রির জন্য প্রদর্শনের অভিযোগ আনা হয় তার বিরুদ্ধে, কিন্তু সে আমেরিকার কোনো আইন ভঙ্গ করেনি। ১৬৬৩ সালের প্রচলিত এক ইংলিশ আইন সহযোগিতা করেছিল রেক্স ভি. সেললি-কে গ্রেফতার করতে। এই মামলায় সে কারাগারে নিক্ষিপ্ত হয়েছিল। তার অপরাধ ছিল সে একটা সরাইখানার ব্যালকনি থেকে উলঙ্গ অবস্থায় মাতালের মতো চিৎকার এবং বিশ্রী অঙ্গভঙ্গি করছিল। একসময় সে বোতল থেকে তার প্রস্রাব ঢেলে দেয় অন্য খদ্দেরদের মাথার ওপর। যখন

সে অশালীন ও নির্লজ্জ ভঙ্গিতে অন্যের মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা করেছিল, তখন তার এই আচরণ আমেরিকার আইনের চোখে একটা যৌনদৃশ্যকে তুলে ধরে। পেনসিলভানিয়ার আইন তাকে কারাগারে নিক্ষেপ করে।

প্রথম যে উত্তেজক গ্রন্থটি আমেরিকায় নিষিদ্ধ করা হয় সেটা হচ্ছে একটা ইংরেজি উপন্যাস। লেখক জন ক্লিল্যান্ড। গ্রন্থের নাম *মেমোরিজ অফ আ ওম্যান অব প্লেজার*, কখনও কখনও বলা হয় *ফ্যানি হিল*। এই গ্রন্থ ১৭৪৯ সালে লন্ডনে প্রকাশিত হয়। ম্যাসাচুসেটস-এ এই গ্রন্থের বিরুদ্ধে মামলা হয় ১৮২১ সালে। এই গ্রন্থে এক যুবতী পতিতার সামাজিক ও যৌনজীবন বর্ণনা করা হয়েছে এবং তখন আমেরিকানদের ভেতরে একটি মাত্র কপি যার কাছে ছিল তিনি হলেন—বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন।

উল্লেখ্য, ওভিদ, চসার ও ফিল্ডিং-এর মতো লেখকদেরকে ঔপনিবেশিক আমেরিকানরা অশালীন বলেছিল। কিন্তু সে সময়ে গ্রন্থপাঠও সীমাবদ্ধ ছিল সীমিত সংখ্যক শিক্ষিত মানুষের ভেতরে, সুতরাং সাহিত্য নিষিদ্ধ করা গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হত না, ক্রমান্বয়ে শিক্ষিত মানুষের হার বাড়তে থাকল, ছাপাখানার সমূহ উন্নতি ঘটল এবং জাতিগত বিস্তৃতির ফলে ধর্ম প্রাত্যহিক জীবনের ওপর কর্তৃত্ব করা থেকে বিরত হল, বিশেষ করে প্রাথমিককালে যারা আমেরিকাতে বসতি স্থাপন করেছিল। স্কুলের সংখ্যা বাড়তে থাকল। প্রথম পাবলিক স্কুল প্রতিষ্ঠিত হল ১৮২০ সালে। ছাত্রছাত্রীদের জন্য প্রয়োজনীয় গ্রন্থের সংখ্যা বেড়ে গেল এবং তা সহজলভ্য হতে শুরু করল। একই সঙ্গে বিভিন্ন অশালীন পুস্তক ও নগ্নছবি প্রকাশের হারও বেড়ে গেল। তখন প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল এর থেকে যুবকদেরকে রক্ষা করা। নিউইয়র্কে সেন্সরবিষয়ক প্রচারণায় সময় ১৮৬০-এর দশকে অ্যান্থোনি কমস্টক এসব অসুস্থ প্রভাবের কথা উল্লেখ করে।

এসময় অর্থাৎ গৃহযুদ্ধের পর কমস্টক নিউইয়র্কের এক মুদির দোকানে কেরানির চাকরি করত এবং পরবর্তীতে কাজ করত শুকনো খাবারের বিক্রেতা হিসেবে, কিন্তু সে ছিল ওয়াইএমসিএ (ইয়াং মেনস ক্রিশ্চান অ্যাসোসিয়েশন)-এর একজন সদস্য। সে কঠোরভাবে বিশ্বাস করত উত্তেজক বই অথবা ছবি হচ্ছে যুবকদের কাছে নৈতিক অধঃপতনের উৎস এবং প্রাপ্তবয়স্কদেরকে হস্তমৈথুন, ব্যভিচার, গর্ভপাত ও যৌনরোগ বহনের মাধ্যমে নিম্নস্তরে নেমে যাওয়া ধর্মভ্রষ্ট মানুষে পরিণত করে।

কমস্টকের এই বক্তব্যের সাথে অনেক রাজনীতিবিদই একমত পোষণ করেন, আবার কিছু কিছু মানুষ মনক্ষুণ্ন হয় এবং তাকে সমর্থন করে তার শুদ্ধিমূলক পদ্ধতির জন্য, যার মধ্যে রয়েছে গুপ্তচর ও গোয়েন্দা নিয়োগ, সেইসঙ্গে ডাকবিভাগের মাধ্যমে পাওয়া পত্রিকাগুলো ধ্বংস করে ফেলা। আমেরিকার সাংবিধানিক স্বাধীনতার ক্ষেত্রে এটা হুমকিস্বরূপ। এছাড়া নৈতিকতাকে টিকিয়ে রাখার জন্য ইংল্যান্ডেও দমনমূলক অনুশীলনের অস্তিত্ব এখনও বিদ্যমান। ইংলিশ সরকার ১৮৬৪ সালে যৌনব্যাধি দূর করার এক উদ্যোগ নেয় এবং আইন পাস করে যে, রোগ ছড়াচ্ছে এরকম কোনো নারীকে সন্দেহ হলেই বলপ্রয়োগ করে হলেও তাকে ডাক্তারি পরীক্ষায় পাঠাতে হবে এবং সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত তাকে হলুদ পোশাক পরতে হবে।

হাসপাতালে এসব রোগীকে অন্যান্যদের থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় এবং একটা বিশেষ বিভাগে রাখা হয়। একে বলা হয় ক্যানারি ওয়ার্ড। এই অনুশীলন প্রায় বিশ বছরের বেশি চলেছিল, নারীবাদীদের প্রতিবাদ আইন সংশোধনে নেতৃত্ব না দেয়া পর্যন্ত।

এ সময় ইংল্যান্ডে হস্তমৈথুনের অভ্যাস প্রতিরোধে কিছু ধৃষ্টতা দেখানো হয়ে থাকে, যেমন 'কৌমার্য রক্ষার্থে বেল্ট'-এর ব্যবহার। পিতামাতা এটা আটকে দিতে পারত প্রতিরাতে ঘুমাতে যাবার আগে। এসব যন্ত্রের বাইরের দিকটা সজ্জিত থাকে সুচের মতো অসংখ্য তীক্ষ্ণ কাঁটায় অথবা এর সঙ্গে এমনভাবে জুড়ে দেয়া থাকে ঘণ্টা, যা লিঙ্গ স্পর্শ করলে বা লিঙ্গ খাড়া হলেই সঙ্গে সঙ্গে বেজে ওঠে।

ইংল্যান্ডের সমাজ শুধু পতিতাদের উপরই ক্ষিপ্ত হয় না তারা ব্যাভিচারীদেরকেও উচ্ছেদ করতে চায়। একই সঙ্গে তারা উচ্ছেদ করতে চায় পর্ণোগ্রাফির উৎপাদক ও বিক্রেতাদের শুধুমাত্র সেক্স ম্যানুয়াল ছাড়া, যার মধ্যে বিভিন্ন নির্দেশনা রয়েছে। এসব দল প্রকৃতপক্ষে টিকে ছিল ষাট দশক পর্যন্ত এবং এরা ছিল অশ্লীলতার বিরুদ্ধে হুমকিস্বরূপ। এসময় রক্ষণশীলদের উদ্যোগে দমনমূলক কিছু আইন পাস করা হয়।

কোন দোকানে অশ্লীল পত্রিকা বিক্রি হয় কিনা তা অনুসন্ধান করার জন্য সেসময় আইন ছিল এবং ১৮৬৮ সালে ইংল্যান্ডের প্রধান বিচারপতি অশ্লীলতাকে এভাবে ব্যাখ্যা করেন যে, শিশুদের জন্য যথাযথ নয় এরকম যে-কোনো কিছুই অশ্লীল। তাঁর মত অনুসারে, এসব নগ্ন পত্র-পত্রিকা অনৈতিক প্রভাব ফেলে সেইসব মানুষের ওপর যাদের প্রভাবিত হওয়ার জন্য মন উন্মুক্ত রয়েছে। এই আইন আদালতকে অনুমতি দেয় পুরো গ্রন্থকেই অশ্লীল বলে ঘোষণা করার যদি তা পুরো বইতেই থাকে, অন্যথায় দু'এক প্যারাগ্রাফের মধ্যে যদি সামান্য অশ্লীল শব্দ থাকে তবে তা অপ্রাসঙ্গিক বলে বিবেচিত হবে।

উল্লেখ্য, ১৮৬৮ সালে ভিক্টোরীয় আইনে অশ্লীলতার জন্য শাস্তি প্রদান করা হয় এবং আমেরিকাতেও ১৯৫০ সাল পর্যন্ত এ ধরনের আইন চালু ছিল।

কমস্টকের বিরুদ্ধে গেলেই তখন তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হত। গৃহযুদ্ধের সময় শহরের রাস্তায় সংঘটিত অপরাধ, দারিদ্র্য, ছিনতাইসহ বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড বেড়ে যায়। তখন কেন্দ্রীয় সরকার তা নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন অনুভব করে। এমনকি ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিরা বিশ্বাস করতে শুরু করে যে, যৌন-সংক্রান্ত বিষয়ে মানুষকে অধিক স্বাধীনতা দিলে তাদের কাজ করার ক্ষমতা অন্যদিকে পরিচালিত হয়। সাধারণ নৈতিকতার ওপর কঠোর নিয়ন্ত্রণের পক্ষে সবাই কথা বলে। চার্চগ্রুপের সদস্যরাও রাস্তায় বেশ্যা ও বিতর্কিত গ্রন্থের হকারদের সম্পর্কেও সচেতন হয়ে ওঠে। তারা মনে করে এসব বইয়ের লেখক বিধর্মী হয়ে উঠেছে। এমনকি কবি ওয়াল্ট হুইটম্যানও একটা অশোভন বই লিখে সরকারি চাকরি হারান। গ্রন্থটির নাম *লিভস অব গ্রাস*।

কমস্টক দাবি করে কোনো ধরনের শাস্তি না দেয়ায় এ ধরনের প্রকাশনা আরো বেড়ে চলেছে। সে কংগ্রেসের কয়েকজন সদস্যের সামনে কয়েক কার্টুন ম্যারেজ ম্যানুয়াল প্রদর্শন করে প্রমাণ হিসেবে, সেইসঙ্গে প্রদর্শন করে উত্তেজক লিফলেট, নগ্ন

ছবি এবং সে বলে, 'এগুলো হচ্ছে নৈতিকতার শকুন, যা নীরবে আমাদের যৌবনের ওপরে বসে নখরযুক্ত পা দিয়ে কুরে কুরে খাচ্ছে আমাদের প্রাণ।' তখন প্রভাবশালী নাগরিকদের ভেতর থেকে সাবান প্রস্তুতকারী ম্যানুয়েল কলগেট এবং ব্যাংকার জে.পি. মরগান (যার নিজেরই পর্ণোগ্রাফির সংগ্রহ ছিল)-এর সহযোগিতায় সে যুক্তিতর্কের মাধ্যমে কংগ্রেস সদস্যদের বোঝাতে সক্ষম হয় ১৮৭৩ সালে একটা কেন্দ্রীয় বিল পাস করার জন্য যেন ডাকবিভাগের মাধ্যমে প্রতিটি অশ্লীল, লালসাপূর্ণ, কামোত্তেজক অথবা নোংরা বই, লিফলেট, ছবি, কাগজ, চিঠি ও লেখা অথবা অশালীন চরিত্র সম্বলিত যাবতীয় বস্তু বহন নিষিদ্ধ হয়। এই বিলে স্বাক্ষর করেন প্রেসিডেন্ট ইউলিসিস এস. গ্রান্ট। কমস্টককে ডাকবিভাগে অশ্লীলতাবিরোধী বিশেষ এজেন্ট হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়। দুইমাস পর কমস্টক প্রতিষ্ঠিত সংস্থা 'নিউইয়র্ক ব্যাভিচার দমনমূলক সোসাইটি'কে রাষ্ট্রীয় আইন প্রণয়নকারী সংস্থার দ্বারা পুলিশের সহযোগিতা প্রদান করা হয় এবং কমস্টক অনুমতি পায় বন্দুক বহন করার।

কয়েক বছর ধরে কমস্টক এবং তার সংস্থা প্রকাশকদের ভীত-সন্ত্রস্ত করে তোলে, আপত্তিকর গ্রন্থসহ একশতেরও বেশি নাগরিক গ্রেফতার হয় এবং ১৫ জন নারীকে গ্রেফতার করা হয় জনগণের সামনে বিচার এড়ানোর জন্য আত্মহত্যা করার উদ্যোগ নেয়ার অপরাধে। বেশ্যাদেরকেও বিভিন্ন অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়–যেমন বেশ্যাবৃত্তি, গর্ভপাত, জন্মনিয়ন্ত্রণ সামগ্রী বিক্রি করা প্রভৃতি। আইজ ক্র্যাডক নামে এক লেখক *দ্য ওয়েডিং নাইট* নামে একটা ম্যারেজ ম্যানুয়াল লিখে অভিযুক্ত হয়েছিল।

চার্লস ম্যাককে নামে নিউইয়র্কের এক প্রকাশককে গ্রেফতার করে জেলে পাঠানো হয় এবং জরিমানা করা হয় পাঁচশত ডলার। তার অপরাধ তার কাছে ওভিদের *আর্ট অব লাভের* চেয়েও অধিক উত্তেজক গ্রন্থের মজুদ ছিল।

একই ধরনের সাজা ভোগ করে ক্যানাল স্ট্রিটের এক বইয়ের দোকানের মালিক। সে বিক্রি করছিল ড. অ্যাসটন-এর *বুক অব নেচার অ্যান্ড ম্যারেজ গাইড*-এর একটা কপি, যা নিউইয়র্কের বিভিন্ন বইয়ের দোকানে গত বিশ বছর যাবৎ বিক্রি হচ্ছে। চেম্বার স্ট্রিটের এক তরুণ হকার অতিরিক্ত অর্থের লোভে এক পাঠকের কাছে নগ্নছবি বিক্রি করতে রাজি হয় এবং ছবিটি বিক্রি করার পর সে বুঝতে পারে ছবিটি কিনেছে কমস্টকের এক গুপ্তচর। ফলশ্রুতিতে তার এক বছরের জেল হয়।

কমস্টক যাদেরকে অভিযুক্ত করে তাদের প্রত্যেককেই হয় গুপ্তচর দ্বারা প্রলোভিত করে অথবা বেনামে চিঠি ও টাকা পাঠিয়ে পত্রিকা সংগ্রহ করে। তারপর আদালতে তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনে। সেসময় জন্মনিয়ন্ত্রণের তথ্য প্রচারও আইনত নিষিদ্ধ ছিল। বহু ফার্মাসিস্টকে তখন জেলে পাঠানো হয় কনডোম ও রবারের সিরিঞ্জ বিক্রির অভিযোগে। এই সিরিঞ্জ নারীরা স্বাস্থ্যগত কারণে ব্যবহার করে থাকে।

ছবি তোলার স্টুডিওগুলোতে প্রায়ই পুলিশের অভিযান চলতে থাকে। তারা উত্তেজক ছবি অনুসন্ধান করে এবং প্রদর্শক ও বিক্রেতাদের জিজ্ঞাসাবাদ করে এবং তারপর তাদেরকে গ্রেফতার করা হয়। ১৮৭৮ সালের এক রাতে কমস্টক ও তার পাঁচজন পুরুষ সহযোগী ২২৪ গ্রিন স্ট্রিটের পতিতালয়ে যায় এবং চৌদ্দ ডলারের

বিনিময়ে তিনজন পতিতাকে উলঙ্গ হতে প্রলোভিত করে এবং তারা উলঙ্গ হলে তাদেরকে গ্রেফতার করা হয়। অভিযোগ তারা অশালীনভাবে শরীর প্রদর্শন করেছে।

কমস্টকের এই কৌশলের মৃদু প্রতিবাদ শুরু হয় প্রধান প্রধান সংবাদপত্রগুলোতে। অধিকাংশ প্রশাসক অনুভব করে, এমনকি রাজনীতিবিদরাও মনে করে যে কমস্টকের বিরোধিতা করার অর্থই হল অপরাধকে মেনে নেয়া। পাশাপাশি তাদের ব্যক্তিগত জীবনও কমস্টকের নিরাপত্তায় নিরাপদেই আছে। কিছু ছোট ছোট প্রকাশনা, বিশেষ করে গোপনে কিছু পত্রিকা প্রকাশিত হয়, যেগুলোতে কমস্টকের প্রচুর সমালোচনা ছাপা হয়। তার মধ্যে *ট্রুথ সিকার* ছিল অন্যতম। এই পত্রিকার মালিক এবং সম্পাদক ছিল ডি.এম. বেন্নেট। তার সম্পাদকীয় নীতিমালা জন্মনিয়ন্ত্রণের অনুকূলে ছিল। সে-ই প্রথম চার্চের সম্পদের কর প্রদানের কথা বলে এবং কমস্টক যে স্বাধীনতাকে অস্বীকার করছে তাকে সম্মান করে।

ডি.এম. বেন্নেট তার লেখায় কমস্টককে পনরো শতকের তদন্তকারী স্প্যানিশ জেনারেল ট্রকুমাডা এবং সতরো শতকের সম্মোহনকারী ম্যাথু হপকিনের সঙ্গে তুলনা করেছে। বেন্নেট লেখে, 'হপকিনস ছিল ইংল্যান্ডের কিছু কাউন্টিতে যথাযথ কর্তৃপক্ষের দ্বারা পরিবেষ্টিত, যারা সবসময় অপরাধীর পেছনে ঘুরঘুর করত, একইভাবে কমস্টকও যথাযথ কর্তৃপক্ষ দ্বারা বেষ্টিত, যারা আমেরিকার এই রাজ্যগুলোতে সারাক্ষণ অপরাধী শিকারের জন্য ঘুরঘুর করে এবং যাদের দুর্ভাগ্য তারা ফেঁসে যায়।'

আমেরিকায় যৌনসংক্রান্ত অশ্লীলতা তখন কেন্দ্রীয় আইনে অপরাধ হিসেবে গণ্য হয়। এর জন্য সর্বোচ্চ জরিমানা নির্ধারিত হয় ৫,০০০ ডলার এবং সর্বোচ্চ শাস্তি দশ বছরের জেল। বেন্নেটের দাবি, এটা পরিষ্কারভাবে সংজ্ঞায়িত হওয়া উচিত যে, প্রত্যেক নাগরিক যেন অপরাধের অর্থ বুঝতে পারে– কোন্‌টা খুন, কোন্‌টা ধর্ষণ, কোন্‌টা ইচ্ছাকৃত দুষ্কর্ম, কোন্‌টা চুরি এবং কোন্‌টা জালিয়াতি। কিন্তু যে-কোনো কারণেই হোক অশ্লীলতা সম্পর্কিত ব্যাখ্যাটি যথাযথ নয়।

যুবকদের নৈতিকতা রক্ষার প্রয়োজনে উচিত প্রাথমিক অবস্থায় ডাকবিভাগের মাধ্যমে তা বহন নিষিদ্ধ করা। এটা কমস্টকের দাবি। বেন্নেট পরামর্শ দেয়, তার কোনো প্রয়োজন নেই, কারণ চিঠিপত্র বিলি করার আগেই পিতামাতা, শিক্ষক বা অভিভাবকরা তা পরীক্ষা করে থাকে। বেন্নেট বিশ্বাস করত তার সময়ের উল্লেখযোগ্য সংশয়বাদীদের মতোই যে, ধর্ম হচ্ছে একটা সংঘবদ্ধ প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠান বুদ্ধিবৃত্তির বিরুদ্ধাচারণ করে থাকে এবং বিভিন্ন কৌশল বের করে মানুষকে নিয়ন্ত্রণ ও ধোকা দিতে, সেই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করতে তাদের জন্য, যারা এই মতবাদ মান্য করে এবং তাদের জন্য হুমকি হয়ে ওঠে যারা তা মান্য করে না এবং পুরোনো কাহিনীর ওপর নির্ভরকৃত যে গণপ্রার্থনার রীতি, সরকার তা চ্যালেঞ্জ করে না, কারণ এটা বিশাল জনগণকে শান্ত করে, যারা রাস্তায় নেমে বিদ্রোহ করতে পারে পৃথিবীর ওপর জীবনের এই অন্যায্যতার বিরুদ্ধে।

বেন্নেট দেখতে পায় অধিকাংশ চার্চগুলো এবং তার সহযোগী হিসেবে সরকার জনগণের অভিযোগ নিয়ে তত মাথা ঘামায় না। চার্চগুলো বিশেষ বিশেষ অধিকার

ভোগ করে থাকে। তারা কর প্রদান করে না। ফলে চার্চের নামে অনেক সম্পদ একত্রিত হয়েছে। এরা যুদ্ধের সময় সরকারের বিরোধিতা করেছে তার বর্বর আচরণের জন্য এবং এই সরকারই আবার চার্চকে পুলিশ দিয়ে সহযোগিতা করে যখন বাইরের লোকেরা হামলা চালায়। ধর্ম মনে করে যে তার সেই অধিকার আছে যার সাহায্যে সে মানুষের সেই কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রণ করবে যা সে বিছানায় তার শরীরের সঙ্গে করে থাকে। এমনকি, মানুষ কথা ও ছবি দিয়ে যৌনতাকে যেভাবে তুলে ধরে তাও নিয়ন্ত্রণ করার অধিকার রয়েছে ধর্মের। এছাড়া সেন্সরের মাধ্যমে পবিত্র মনের ভেতরে যে পাপপূর্ণ চিন্তার অপচ্ছায়া খেলা করে তাও প্রতিরোধ করা উচিত। ক্ষমতা তখন মানুষের চিন্তাকেও নিয়ন্ত্রণ করতে চেয়েছে।

বিষয়টির ওপর ক্লান্তিহীনভাবে গালিগালাজ করা এবং ছাপার অক্ষরে প্রকাশ করার ক্ষেত্রে হঠকারিতা প্রদর্শন করায় আইনের সঙ্গে বেন্নেটের বিরোধ অনিবার্য হয়ে ওঠে এবং ফলশ্রুতিতে ১৮৭৭ সালের এক শীতার্ত দিনে, কমস্টক এক ডেপুটি মার্শালকে সঙ্গে নিয়ে বেন্নেটের অফিসে হাজির হয় ওয়ারেন্টসহ। বেন্নেটের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয় সে ডাক বিভাগের মাধ্যমে দুটো অশ্লীল প্রবন্ধ দেশের বিভিন্ন স্থানে পাঠিয়েছে এবং এই প্রবন্ধের দুটোই ছাপা হয়েছিল *ট্রুথ সিকার* পত্রিকায়। একটা প্রবন্ধের শিরোনাম ছিল, *কীভাবে থলেতে বাচ্চা বহনকারী প্রাণী বিস্তার করে তাদের দয়াপরায়ণতা* এবং অন্য প্রবন্ধের শিরোনাম ছিল *যিশুখ্রিস্টের কাছে খোলা চিঠি*।

কমস্টককে তার সামনে দেখেই বেন্নেট দ্রুত তার অধিকারের সমর্থনে যোগ করে অশ্লীল বলে কিছু নেই। থলেতে বাচ্চাবহনকারী প্রাণী সম্পর্কে লিখেছে একজন প্রদায়ক। এটা ছিল একটা বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ। আর যিশুকে লেখা চিঠিটা হচ্ছে বেন্নেটের। চিঠিতে প্রশ্ন করা হয়েছে মেরির কুমারিত্বের সত্যতা সম্পর্কে। কিন্তু বেন্নেট বিশ্বাস করত যে সে বিধিসম্মতভাবে এই অলৌকিকত্বকে বিবেচনা করেছে।

কমস্টক অশ্লীলতা খুঁজে বেড়াচ্ছে, আর বেন্নেট বলছে বাইবেলেই প্রচুর অশ্লীলতা রয়েছে। সে জানায়, আব্রাহাম ও তাঁর উপপত্নীর কাহিনী, তামারা-কে ধর্ষণ, আবসালম-এর ব্যভিচার ও সলোমনের লালসাপূর্ণ শোষণ। কমস্টক অধৈর্য হয়ে পড়ে এবং তাকে গ্রেফতার করে নিয়ে যাওয়া হয় ব্রডওয়ের পোস্টঅফিস ভবনে, স্টেট কমিশনারের অফিসে। পনরোশো ডলারের বিনিময়ে তার জামিন হয় এবং পরের সপ্তাহেই তার সম্পন্ন হয় বিচারপূর্ব শুনানি। কমস্টক আশা করে যে বেন্নেটই হবে কেন্দ্রীয় আইনের প্রথম শিকার সে জামিন পাওয়ার পর আত্মরক্ষার জন্য তাৎক্ষণিকভাবে ডাকবিভাগের প্রচারণা চালাতে শুরু করে। সে প্রকাশ করে কমস্টক ও আইনের বিরুদ্ধে নতুন আক্রমণ।

অনেক লোকই বেন্নেটকে সমর্থন দিতে উদ্বুদ্ধ হয়, বিশেষ করে তার অন্তরঙ্গ বন্ধু ও অজ্ঞেয়বাদী সহযোগীরা। এদের মধ্যে ছিল আইনজীবী রবার্ট জি ইনগারসোল। সে বেন্নেটকে পছন্দ করত। ইনগারসোল লালিতপালিত হয়েছে ইলিনয়েসে। ইউনিয়ন ক্যাভালরিতে কর্নেল হিসেবে চাকরি করেছেন, তবে দেশপ্রেম বা মানবতায় উদ্বুদ্ধ হয়ে নয়, দাসত্বের প্রতিবাদ হিসেবে। তার পিতামাতা উভয়েই যুদ্ধের প্রায় বিশ বছর আগে

উদাত্ত কণ্ঠে দাসপ্রথা উচ্ছেদের কথা বলেছে। তার কারণেই যাজকমণ্ডলী পরিচালিত গির্জার সদস্য এক মন্ত্রী তার এক সমাবেশ এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় স্থানান্তর করে। দীর্ঘ সময় সে কাটিয়েছে চার্চগামীদের সঙ্গে বিতর্ক করে। এরকম একটি অবস্থা যুবক ইনগারসোলকে খ্রিস্টানধর্ম সম্পর্কে একধরনের মনোভাব তৈরি করতে সাহায্য করে–যাকে সংশয়বাদ বলা যেতে পারে।

যুদ্ধের পর রবার্ট ইনগারসোল আইন ব্যবসা শুরু করে এবং ঘন ঘন প্রতিদিনের অসংখ্য মৌলিক সমস্যার মুখোমুখি হয়। সেন্সর সম্পর্কে তার ঘৃণা তাকে কমস্টকের স্বাভাবিক শত্রুতে পরিণত করেছে। সরকার যদি কমস্টককে সমর্থন করতে চায়, *ট্রুথ সিকার*-এ প্রকাশিত এসব প্রবন্ধ সেন্সর করে, তাহলে ইনগারসোল সুপ্রিমকোর্ট পর্যন্ত বেন্নেটকে রক্ষা করার ব্যাপারে যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল সে ব্যাপারে চিন্তিত হয়ে পড়ে এবং সে ওয়াশিংটনে পোস্টমাস্টার জেনারেলকেও বিষয়টা জানায়।

বেন্নেট-এর বিরুদ্ধে যে অভিযোগ ছিল তা লালসা সৃষ্টির জন্য নয়, নয় কামোত্তেজনা তৈরি করা। বরং প্রথম সংশোধনী তাকে রক্ষা করেছিল এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। এটা এমন কোনো মামলা ছিল না যে উচ্চতর আইনের সাহায্য নিয়ে সে মামলায় জিতে যাবে এবং দেরিতে হলেও এটা ছিল একধরনের স্বীকৃতি। এই ঘটনার সূত্র ধরে ইনগারসোল অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে অনুরোধ করায় বেন্নেটের বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলাটা তুলে নেয়া হয়।

এ অবস্থায় অধিকাংশ নাগরিক সরকার ও কমস্টক সম্পর্কে আস্থা হারায়। তারা আশা করে সেন্সর এ ব্যাপারে উদ্যোগ নেবে। এসময় ডি.এম. বেন্নেট তার বিজয় উদ্‌যাপন করে। ফলে কমস্টকের বিরুদ্ধে তার সমালোচনা আরও তীব্র ও দীর্ঘায়িত হয়। সে এই সমালোচনার ভেতরে সুপারিশ করে ডাক বিভাগের সেন্সরশিপ তুলে নিতে এবং আহ্বান জানায় জন্মনিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত নির্দেশনা প্রচার বৈধ করতে। সে আরও লেখে খ্রিস্টধর্মের ওপর নিন্দামূলক এক দীর্ঘ রচনা, তাতে বর্ণনা করে পবিত্র ধ্বংসযজ্ঞের এক ইতিহাস, যিশুখ্রিস্টের নামে এক রক্তক্ষয়ী বিজয়, যখন যাজকেরা তাদের কামনা চরিতার্থ করেছে লাম্পট্য, অনাচার এবং মানবহত্যায়।

বেন্নেট যিশুখ্রিস্টের শিষ্য পলকে চিত্রায়িত করে একজন ধর্মান্তরিত অধার্মিক ও প্রতারক হিসেবে এবং সে নারীদেরকে ঘৃণা করত এবং সে-ই রোমান চার্চে নারীদের সমান অধিকারের আন্দোলনকে বিরোধিতা করার প্রথা চালু করেছিল। বেন্নেট বর্ণনা করে, দ্বিতীয় পল ছিল কুৎসিত, ব্যর্থ এবং নিষ্ঠুর একজন মানুষ এবং সে ছিল একজন লম্পট যাজক, যার প্রধান উল্লাসের বিষয় ছিল নব্যতান্ত্রিকদের নির্যাতন করা। বেন্নেট আরও দেখতে পায় খ্রিস্টান ধর্মসঙ্ঘের সদস্যরা গোপন ভৌতিক কর্মকাণ্ডের সমর্থক এবং সে মার্টিন লুথার কিং-কে বলে হিংস্র এক উন্মাদ, জন কেলভিন হচ্ছে একজন অন্ধ বিশ্বাসী, ষষ্ঠ পিয়ুস একজন সমকামী, লম্পট, অনাচারী ও খুনি, চতুর্থ পিয়ুস-এর প্রাসাদ পূর্ণ থাকত বারবনিতায় এবং সমকামের আনন্দ পাওয়ার জন্য সে সুন্দর ছেলেদেরও জোগাড় করত, পঞ্চম সিক্সটাস তার রাজ্যাভিষেকের সময় ষাটজন নব্যতান্ত্রিককে ফাঁসি দেয়।' একই ধরনের বর্ণনা দেয়া হয়েছে আরো প্রায় কয়েক ডজন

পোপ, সাধু, সংস্কারক, ধর্ম প্রচারক এবং রক্ষণশীলদের সম্পর্কে। বেন্নেট এই বলে উপসংহার টানে যে, এ্যান্থনি কমস্টক নিজেকে তার যে কোনো খ্রিস্টান পূর্বসূরীর সমকক্ষ বলে প্রমাণ করেছে গ্রেফতার, দুঃখ যন্ত্রণা দেয়া এবং মামলা দায়ের করার ক্ষেত্রে।

বেন্নেট তার এই লেখা প্রকাশ করে ১৮৭৮ সালে। এই একই বছর তাকে আবার গ্রেফতার করা হয়। এসময় একটা লিফলেট প্রকাশিত হয়, তার শিরোনাম ছিল *কিউপিডস ইয়কস*। এই লিফলেটে খোলামেলা ভালোবাসার পক্ষে ওকালতি করা হয়। বিয়েকে বলা হয় নারীর জন্য অবমাননাকর একটি প্রথা এবং এতে তার মর্যাদা ক্ষুণ্ন হয়। আরও বলা হয়েছে মানুষ কামোত্তেজক এক জনগোষ্ঠী হিসেবে একত্রে বসবাস করতে ভালোবাসে, যেখানে সে নিবিড়ভাবে যৌনসুখ ও ভালোবাসা ভাগাভাগি করতে পারে কোনো ধরনের বাধা ছাড়াই এবং এই লিফলেটে দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করা হয় যাজক এবং ম্যাজিস্ট্রেটদের কেন উচিত নাগরিকদের যৌন অঙ্গ পরিদর্শন করা; মস্তিষ্ক বা পাকস্থলী পরিদর্শন না করে?

অবশ্য বেন্নেট উপরোক্ত লিফলেটের লেখাগুলো লেখেওনি, প্রকাশও করেনি। এটা ছিল ম্যাসাচুসেটস কারাগারে বন্দি এক মুক্তচিন্তাবিদের কাজ। তার নাম ই.এইচ. হেউড। বেন্নেট অন্যান্য বিতর্কিত পুস্তকাদির সঙ্গে এই লিফলেটও বিক্রি করে নিউ ইয়র্কের ইথাকার কাছে এক সম্মেলনে এবং কমস্টক নিশ্চিত ছিল যে দায়িত্ববান জনগণ এবার তাকে খোলাখুলিভাবে সমর্থন করতে তত উৎসাহ বোধ করবে না। বিশেষ করে একবার যখন সে গ্রেফতার হয়েছে।

কিন্তু কমস্টকের বিরুদ্ধে জনগণ ক্রমশই ক্ষিপ্ত হয়ে উঠছিল এবং বেন্নেট এবারও তার সংবাদপত্রের মাধ্যমে জনগণের সমর্থন আদায় এবং আর্থিক সাহায্য পেতে সক্ষম হল। এই মামলার বিচার শুরু হয়। বিচারক তার বক্তব্যের ভূমিকায় আমেরিকার মানবিক আইনের বিজ্ঞান ও দর্শনকে পরিচয় করিয়ে দেন ১৮৬৮ সালের অনমনীয় ইংলিশ আইনের সাথে। সেখানে ঘোষণা করা হয়েছে যে কোনো সাহিত্য গ্রন্থে বর্ণিত কোনো অংশ অশ্লীল হলেই পুরো গ্রন্থ অশ্লীল বলে বিবেচিত হবে এবং যুবক-যুবতীদের জন্য তা পাঠ করা যথাযথ নয়। বেন্নেটের বিরুদ্ধে লিফলেট বিক্রির অভিযোগ প্রমাণিত হয়। বিচারক তেরো মাসের সশ্রম কারাদণ্ডে তাকে দণ্ডিত করেন এবং তাকে আলবেনী'র মারাত্মক অপরাধীদের কারাগারে পাঠানো হয়।

বেন্নেটের পক্ষে ক্ষমা প্রার্থনা করে কয়েক হাজার নাগরিক প্রেসিডেন্ট রাদারফোর্ড বি. হাইস-এর কাছে আবেদন করে। কিন্তু তা ভেস্তে যায়, কারণ কমস্টক ইতিমধ্যেই আবিষ্কার করে এক যুবতীকে লেখা ৬০ বছর বয়সী বেন্নেটের এক প্রেমপত্র। জনসমক্ষে তাকে লম্পট বলে নিন্দা করা হয়। মিসেস বেন্নেট এবং মিসেস হাইস খুবই ক্ষুব্ধ হন, এমনকি মিসেস হাইস তার স্বামীকেও বেন্নেটের আবেদন উপেক্ষা করতে বলেন।

বেন্নেট সবসময়ই কঠিন পরিশ্রম করত এবং নিজেকে পরিচালিত করত অভিজ্ঞতা দিয়ে। জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর সে পুরো ইউরোপ ভ্রমণ করে। নিজের পত্রিকা

সম্পাদনার দায়িত্ব এক সহকারীর ওপর ছেড়ে দিয়েছিল জেলে থাকার সময়। ১৮৮১ সালে বেন্নেট একটা গ্রন্থ রচনা করে। নাম, *অ্যান ইনফিডেল এ্যাব্রড*। বিভিন্ন ধরনের প্রবন্ধের সংকলন ও মন্তব্য, যা তাকে আমেরিকার উনিশ শতকের মুক্তচিন্তার আন্দোলনে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। এই আন্দোলনের সাফল্য একজন নতুন প্রকাশককে উদ্বুদ্ধ করে এবং ১৯২০ সালে এমানুয়েল জুলিয়াস নামে এক প্রকাশক তার বিতর্কিত এক গ্রন্থ প্রকাশ করে। এটা ছিল পেপারব্যাক সংস্করণ এবং এরপর দেশের বিশাল বাজারে পেপারব্যাকের ব্যাপক প্রচলন শুরু হয়। স্যামুয়েল রথ ১৯৩০ থেকে ১৯৫০-এর মধ্যে প্রায়ই জেলে থেকেছে নিষিদ্ধ বই প্রকাশের অভিযোগে। এই কারণে বারনি রসেট এক মামলা করে ডাকবিভাগের সেন্সরকে বাধাগ্রস্ত করেছিল।

এ্যান ইনফিডেল এ্যাব্রড প্রকাশের এক বছর পরই বেন্নেট মারা যায়। ১৯১৫ সালে কমস্টকের মৃত্যুর আগে সে বহু লোককে জেলে পাঠায়, বিশেষ করে ১৮৯৬ সালে ইউনাইটেড স্টেটস সুপ্রিম কোর্টে লিউ রোজেন-এর বিরুদ্ধে সে মামলা করে। তার পত্রিকা *ব্রডওয়ে* ডাক বিভাগের মাধ্যমে সারাদেশে উত্তেজক কিছু নারীর নগ্নছবি প্রচার করেছিল। এসব ছবি সে ঢেকে দিয়েছিল ভুসা কালি দিয়ে যা ঘষলেই উঠে যায়। তারপরও রোজেনের আইনজীবী নিম্ন আদালতে জোরালো যুক্তিসহ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। তিনি আদালতে এই প্রমাণও উপস্থাপন করেন যে সরকারি এক চিঠির পরিপ্রেক্ষিতে ডাক বিভাগের মাধ্যমে তা পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট কমস্টককেই সমর্থন করে এবং রোজেনকে তেরো মাসের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়।

কমস্টকের মৃত্যুতে পর্ণোগ্রাফির বিরুদ্ধে মামলা করার বিষয়টি বন্ধ হয়ে যায় না। ডাক বিভাগের সেন্সর এবং চার্চগ্রুপের লোকেরা তা অব্যাহত রাখে। এদের মধ্যে সবচেয়ে সক্রিয় ছিল নিউইয়র্কের ব্যাভিচারবিরোধী সোসাইটি, বোস্টনের ওয়াচ অ্যান্ড ওয়ার্ড সোসাইটি এবং শিকাগো ল অ্যান্ড অর্ডার লীগ।

শিকাগো লীগ-এর পরিচালক আর্থার বি ফারওয়েল ছিল নিউ ইংল্যান্ডে বসবাসকারী রক্ষণশীলদের বংশধর। তার পিতা ছিল রাজনৈতিক নেতা। কিন্তু তার দুর্নীতি ও লাম্পট্য বিষয়ক খবর সেসময় সংবাদপত্রে প্রকাশিত হলে বালক ফারওয়েল সামাজিকভাবে খুবই অপমানিত বোধ করে। তার পিতা তখন শিকাগোর নির্দিষ্ট কিছু প্রতারক, দুর্বৃত্ত এবং উল্লেখযোগ্য একজন বেশ্যার সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তুলেছিল। সেই সময় থেকেই যুবক ফারওয়েল পিতার কাছ থেকে দূরে সরে যায় এবং সেইসব নাগরিককে মোটেই সহ্য করতে পারে না যারা রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড থেকে সুবিধা ভোগ করে, জুয়া খেলে এবং অনৈতিক যৌন কর্মকাণ্ড থেকে সন্ধান করে আনন্দ।

ফেয়ারওয়েল লীগের ক্রমাগত আবেদনের ফলে ১৯১২ সালে শিকাগোর অধিকাংশ পতিতালয় সাময়িকভাবে বন্ধ করে দেয়া হয়। এই উদ্যোগ পুরোপুরিভাবে সফল হয় ১৯১৫ সালে।

প্রকৃতঅর্থে ১৯২০ সালে হিউ হেফনার-এর পিতামাতা নেব্রাস্কা থেকে শিকাগো এসে বসতি স্থাপন করে। আইরিশরা তখন এই শহরে আরোপ করে যৌন-সংক্রান্ত

নৈতিকতা। ১৮০০ সালের মাঝামাঝি সময়ে বিপুল পরিমাণ আইরিশ শিকাগোতে অভিবাসিত হয়। একই সঙ্গে তারা আমদানি করে কঠোর ক্যাথলিকবাদ। চালু করে যৌনতা সম্পর্কিত গোঁড়ামি ও নিয়ন্ত্রণ এবং শহরের মানুষ এসব মূল্যবোধ প্রতিফলিত করতে থাকে রাজনৈতিক ও সামাজিকভাবে। গোঁড়ামিপূর্ণ চিন্তা ও আচরণের ক্ষেত্রে তারা ছিল খুব অসহিষ্ণু। আইরিশরা মেয়রের অফিস নিয়ন্ত্রণ করত না–যদিও ১৯২০ সাল পর্যন্ত তারা নিয়মিত তা ঘেরাও করত। মূলত এইসব গোঁড়া ক্যাথলিকদের যৌন সেন্সরশীপ সংক্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গিকে অধিকতর শক্তিশালী করে তুলেছিল প্রভাববিস্তারকারী কিছু আইরিশ-আমেরিকান আইন প্রণয়নকারী সংস্থার সদস্য, পৌর পরিষদের উর্ধ্বতন সদস্য, ওয়ার্ডের নেতা, রাষ্ট্রীয় উকিল, পুলিশ কর্মকর্তা এবং সেইসব যাজক, যাদের রাজনৈতিক যোগাযোগ রয়েছে। অন্যান্য অভিবাসীদের তুলনায় আইরিশরা দ্রুত বিভিন্ন সফলতা অর্জন করেছিল। কারণ তারা এই নতুন ভূমিতে নিয়ে এসেছিল মানুষের সঙ্গে যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে ভাষা ব্যবহারের সক্ষমতা। তারা একত্রিত হয়েছিল তাদের ধর্মীয় বিশ্বাসের ভেতরে এবং রাজনৈতিকভাবে তারা ছিল কঠোর এবং সংগঠিত, যেমন ছিল ইংরেজদের বিরুদ্ধেও সেই পেছনের দিনগুলোতে। তারা যেমন-তেমনভাবে চালাঘর এবং বাংলো তৈরি করে বসতি গড়ে তুলেছিল। কিন্তু কালোদেরকে তারা সেখানে বসতি করতে দেয়নি এবং তাদের ভেতর থেকেই শুধু রিচার্ড ডেলেহ মেয়র হয়নি। আইরিশ ক্যাথলিক এড কেলি ও মার্টিন কেন্নেলি মেয়র পদে নির্বাচিত হয়েছে।

ডেলেহ-এর প্রতিবেশী মেয়েরা অন্যান্য এলাকার মেয়েদের চেয়ে খুব একটা আলাদা ছিল না–বিশেষ করে পোলিশ, চেক, ইতালীয় অথবা রাশানরা। প্রত্যেকেই সংরক্ষণশীল শিকাগোতে কঠোর সামাজিকতার ভেতর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এদের পরিবার ও ট্রেড ইউনিয়নের মাধ্যমে। শিকাগো ছিল খুবই ঝামেলামুক্ত শহর। ছিল না কোন রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা কিংবা ভয়াবহ বর্ণবাদ। শিকাগো ছিল সংগঠিত শহর। তবে শিকাগো শহরের সিনেমা হলগুলোতে নিয়মিত ছবি দেখানো হত।

হেফনার কাজ করত ভন রোজেনের বিপণন বিভাগে। পত্র-পত্রিকা বিষয়ক শিকাগোর প্রধান বিপণনকারী রোজেনের পত্রিকা বিপণনের জন্য নিতে চাইত না। কারণ তার মধ্যে এমন সব বিষয় থাকত যা মানুষকে কামোত্তেজিত করে তোলে। পত্রিকার স্ট্যান্ডগুলোতে ভন রোজেনের পত্রিকা সরবরাহ করত ছোট ছোট কাজের জন্য যেসব ট্রাক ছিল তার ড্রাইভারেরা। এরা হল প্রাথমিক বিপণনকারী এবং সারা দেশে বিপণনের যে ব্যবস্থা ছিল তাকে বলা হত মাধ্যমিক বিপণনকারী ব্যাবস্থা।

আমেরিকার প্রত্যেক বড় শহরে প্রাথমিক বিপণনকারী ছিল, যা সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্য বহুল প্রচারিত পত্রিকা *রিডার'স ডাইজেস্ট* ও *লেডিজ হোম জার্নাল* বিপণন করত এবং মাধ্যমিক বিপণনকারীরা সেইগুলো বিপণন করত যা প্রাথমিক বিপণনকারীরা স্পর্শ করত না। শিকাগোতে মাধ্যমিক বিপণনকারী ছিল ক্যাপিটল নিউজ এজেন্সি এবং অন্যান্য শহরে এ-ধরনের সংস্থাগুলোর নিজস্ব অয়ারহাউস ছিল। অয়ারহাউসগুলো অবস্থিত ছিল দূরবর্তী নির্জন এলাকায়। ট্রাকগুলো নতুন পত্র-পত্রিকা

নিয়ে অয়ারহাউসে আসত প্রিন্টিং প্রেস থেকে। পত্রিকার কার্টনগুলো ইনভয়েস দেখে পরীক্ষা করা হত। তারপর এদের ভেতর থেকে কিছু কার্টন লস এঞ্জেলেস ও নিউইয়র্কে পাঠানো হত, মাধ্যমিক রুটের মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন স্থানে পাঠানোর জন্য। বড় বড় ট্রাকগুলো শিকাগোর অয়ারহাউসে মাল ফেলে যাওয়ার পর ক্যাপিটল এজেন্সির ছোট ছোট ট্রাকগুলো তা শহরের বিভিন্ন স্থানে সরবরাহ করে নির্দিষ্ট গ্রাহকের কাছে। তারপর তা বিক্রি হয় পত্রিকার স্ট্যান্ডে কাউন্টারের তলা দিয়ে অথবা ব্রাউন কাগজে মুড়ে।

ক্যাপিটল কিছু পাঠ্যপুস্তক ও সাহিত্য পত্রিকাও বিপণন করত, যেমন *পার্টিজান রিভিউ*। শিকাগোতে অবশ্য এই পত্রিকা তেমন বিক্রি হত না। ক্যাপিটলের অয়ার হাউসে রাজনৈতিক পত্র-পত্রিকাও ছিল যা আপত্তিকর বলে বিবেচিত হত পৌরসভা কর্তৃপক্ষ এবং ধর্মীয় নেতাদের কাছে; যেমন, কমিউনিস্টদের পত্রিকা ছিল *ডেইলি ওয়ার্কার*। ক্যাপিটল এজেন্সি সমস্ত কালো প্রকাশনাগুলোর বিপণন করত–*দ্য নিগ্রো ডাইজেস্ট, ট্যান* এবং শিকাগোর সংবাদপত্র *শিকাগো ডেইলি ডিফেন্ডার*।

১৯৩০ দশকের মাঝামাঝি সময় ক্যাপিটল নিউজ এজেন্সি প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠাতার নাম হেনরি স্টেইনবর্ন। সে কিছু অশ্লীল পত্রিকা সরবরাহের কাজ করত–*সানসাইন অ্যান্ড হেলথ, দ্য পুলিশ গেজেট* ও *হোবো নিউজ*। এছাড়া আরও সরবরাহ করত কিছু সিনেমা ও নারীদের স্বীকারোক্তিমূলক পত্রিকা। স্বীকারোক্তিমূলক পত্রিকায় অবশ্য উত্তেজক ছবি ছাপা হত না এবং শিকাগোসহ সারাদেশের যাজকেরা মনে করত, যাদের মন পাপগ্রস্ত এসব ছবি তাদেরকেই যৌনাকাঙ্ক্ষা মেটানোর জন্য উন্মত্ত করে তোলে এবং যারা পূত পবিত্র মনের অধিকারী তারা এসব পত্রিকা এড়িয়ে যায়। (মজার বিষয় হল, ইংল্যান্ডে ১৮৬৮ সালে অশ্লীলতা প্রথম ব্যাখ্যা করা হয়–এটা আইনজীবীদের কাছে *হিকলিন*-এর সিদ্ধান্ত বলে পরিচিত। এসময় একটা লিফলেটে একথা প্রচার করা হয়েছিল যে, যখন তারা নারীদের হস্তমৈথুন ও যৌনমিলন সম্পর্কিত স্বীকারোক্তি পড়ত তখন তারা খুবই যৌন উত্তেজনা অনুভব করত।)

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় নারীবিষয়ক পত্রিকার জনপ্রিয়তার কারণে ক্যাপিটল এজেন্সির ব্যবসাও ফুলেফেঁপে ওঠে। শিকাগো শহরের ভেতরে ক্যাপিটল রবার্ট হ্যারিসন-এর প্রকাশনা (*উইঙ্ক, ফ্লার্ট, হুইসপার, আইফুল*) এবং নিউইয়র্কের প্রকাশক এ্যাড্রিয়ান লোপেজ-এর কিছু পত্রিকা (*কিউট, গিগলস, স্যার, হিট*) সরবরাহ করত। যুদ্ধের পর কাগজের ওপর থেকে রেশনিং প্রথা উঠে গেলে *নাইট এন্ড ডে, গালা* ও *ফোকাস*-এর মতো নতুন কিছু পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এসব পত্রিকায় নগ্নছবি ছাপা হয় ক্যালিফোর্নিয়ার দীর্ঘদেহী স্বর্ণকেশী আকর্ষণীয় নারী আইরিশ ম্যাককাল্লা এবং নিষ্ঠুর প্রকৃতির কর্তৃত্বপরায়ণ ফ্লোরিডার শ্যামাঙ্গিনী বেত্তি পেজ। অন্যান্য মডেলের চেয়ে এই দুই নারী ছিল যুদ্ধোত্তর সময়ে কয়েক হাজার পুরুষের হস্তমৈথুনের খোরাক এবং ডায়ানে ওয়েবারের আবির্ভাবের পূর্বপর্যন্ত প্রায় পঞ্চাশের দশক জুড়ে তারা পুরুষকে উত্তেজিত করেছে। আর ডায়ানে ওয়েবার *সানসাইন অ্যান্ড হেলথ* এবং ভন রোজেনের পত্রিকায় নগ্ন হতে থাকে। যত দিন যায় তত তার পোশাক ছোট হতে থাকে। ফলে তার গোপনাঙ্গগুলো ক্রমান্বয়ে পুরুষের যৌনমিলনের লোভ বাড়িয়ে তোলে।

এসময় ভন রোজেনের পত্রিকাগুলো আরও দুঃসাহসী হয়ে ওঠে, শুধুমাত্র যৌনকেশ ছাড়া তারা সবকিছুই উলঙ্গ করে দেখাতে থাকে এবং ক্যাপিটল নিউজের হেনরি স্টেইনবর্ন সে সময় তার অয়ারহাউজে পুলিশি হামলার আশঙ্কা করে। সে তার অয়ারহাউজের স্থান পরিবর্তন করে। জায়গাটা আরও বড়, কিন্তু সাইনবোর্ড লাগায় খুবই ছোট করে। স্টেইনবর্ন জীবনে প্রথম অর্থ উপার্জন করেছিলেন, কারণ শহরে তখন তার দশটা ট্রাক মাল সরবরাহ করে বেড়ায় এবং অনেক বেশি সংখ্যক পত্রিকার স্ট্যান্ড তখন এসব নগ্ন-পত্রিকা কিনতে এবং বিক্রি করতে আগ্রহী। কারণ এসব পত্রিকা বিক্রি করে ভালো কমিশন পাওয়া যায়।

শিকাগোতে তখন মাসে প্রায় কয়েক হাজার পত্রিকা বিক্রি হয় এবং বহু প্রকাশক তখন পত্রিকার উপদেষ্টা হিসেবে ভাড়া করে আইনজীবীদের, কারণ তারা জানে ছবিতে নারীশরীর কতটুকু দেখালে তা অশ্লীল বলে বিবেচিত হবে না। বিভিন্ন আইনজীবী বিভিন্ন মত প্রকাশ করে। কেউ কেউ কাঁধ ঝাঁকায় এবং বলে অশ্লীলতার সংজ্ঞা নির্ভর করে কোন্ বিচারপতি তা সংজ্ঞায়িত করছে। সুতরাং স্টেইনবর্নের ট্রাকগুলো সাহসের সঙ্গে শহরের নিউজস্ট্যান্ডে পত্রিকা সরবরাহ করতে থাকে, বিশেষ করে ডিয়ারবর্ন স্ট্রিট ও ভ্যান বুরেন স্ট্রিটের ছোট ছোট বইয়ের দোকানগুলোতে।

সব দোকানের সামনে শোকেসে হার্ডকভার ও পেপারব্যাকে প্রকাশিত বইগুলো সাজানো রয়েছে এবং এগুলো অধিকাংশই পাঠ্যপুস্তক ও ভ্রমণ বিষয়ক বই- যে কোনো সাধারণ দোকানে যা পাওয়া যায়। কিন্তু দোকানের পেছনে এবং কাউন্টারের তলা দিয়ে বিক্রি হয় নগ্ন-পত্রিকাগুলো।

কালক্রমে মানুষ দেখতে পায় বিভিন্নরকম নগ্ন-পত্রিকা এখন পাওয়া যাচ্ছে। ফলে তাদের পছন্দের সুযোগও বেড়েছে। সে কারণে পাঠক এখন কেনার আগে পরীক্ষা করে দেখার অনুমতি চায়। কিন্তু অধিকাংশ পাঠক অন্তত একটা পত্রিকা কেনে। আবার কেউ কেউ সবগুলো পত্রিকার একটি করে কপি কেনে। এইসব পাঠকের মধ্যে একজন হল হিউ হেফনার এবং অন্যজন হল যুবক হ্যারোল্ড রুবিন।

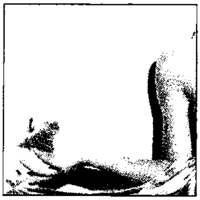

১৯৫৫ সালের শীতকাল। এক সকালে হিউ হেফনার প্লেবয় কার্যালয়ে তার নিজের টেবিলে বসে আছে। সে পরীক্ষা করছে ডায়ানে ওয়েবারের নগ্ন ছবি, যা মে সংখ্যার একেবারে মধ্যবর্তী পাতায় ছাপা হবে। সে রাস্তার উল্টোদিকের চার্চের ঘণ্টা শুনতে পায়। তখন সন্ধ্যা ছয়টা। কুমারী মেরির স্তবপাঠের আহ্বান জানিয়ে দিনে তিনবার এই ঘণ্টা বাজে, আহ্বান জানায় বিশ্বস্তদেরকে দেবদূত জিবরাইল, যদিও মেরি মসিহের মাতা হয়েছিলেন কোনো ধরনের যৌনকর্ম ছাড়াই এবং সেটা ছিল একটা অলৌকিকত্ব।

সে কারণেই ক্যাথলিকরা যৌনমিলনকে অসম্মানের চোখে দেখে। এমনকি তারা মনে করে এই শুদ্ধ মানুষের জন্য তা অপরিহার্য নয়। এই অস্বীকৃতি কয়েক শতাব্দী ধরে ধারাবাহিকভাবে চলে আসায় যাজকেরা মানুষকে নিয়ন্ত্রণের স্বাধীনতা অর্জন করে, তারা দাবি করে শুধু নারীর সতীত্ব নয়, পুরুষের কৌমার্য রক্ষা করাও নৈতিক দায়িত্ব। তারা মনে করে বংশবিস্তারের প্রয়োজনেই কেবল যৌনমিলন সম্পন্ন হতে পারে। সেন্ট এগনিস নারী হয়েও ধর্মীয় অধিকারবলে ঘোষণা করে, পুরুষের যৌনাকাঙ্ক্ষার শিকার হওয়ার চেয়ে কুমারী আত্মোৎসর্গকারী হিসেবে মারা যাওয়া উচিত।

হেফনার তখন *প্লেবয়* নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করতে শুরু করে এবং অল্প কিছুদিনের ভেতরেই তার অফিস স্থানান্তরিত করে ১১ ইস্ট সুপিরিয়র স্ট্রিটের এক চারতলা বাড়িতে। সম্ভবত অধিকাংশ অনুতাপহীন পাপীদের মতোই হেফনার বিশ্বাস করত যে ইতিমধ্যেই সে নিঃসঙ্গ মানুষকে শিল্পপরায়ণ করে তুলেছে তার *প্লেবয়* পত্রিকার মাধ্যমে। গত দুমাস আগের সংখ্যায় সে বোকাচ্চিত্তর একটা গল্প পুনর্মুদ্রণ করেছে। গল্পটি মধ্যযুগের এবং *দ্য ক্যামেরুন* নামের এই গল্পে বর্ণনা করা হয়েছে কনভেন্টে কর্মরত এক মালির যৌনজীবন, যাকে ক্রমাগত যৌনমিলনের প্রলোভন দেখায় যৌনক্ষুধায় উন্মত্ত নানগুলো।

১৫০০ দশকের মাঝারি সময়ে চার্চ এই কাহিনীর নিন্দা করে, কিন্তু ১৯৫৪ সালে যখন *প্লেবয়* পত্রিকায় তা আবার ছাপা হয় তখন কোনো সমালোচনার ঝড় ওঠেনি। কিন্তু প্রধান বিচারপতি টেলিফোনে অভিযোগ করায় হেফনার ক্যাপিটল এজেন্সিকে বলে শিকাগোর সবগুলো পত্রিকার স্ট্যান্ড থেকে প্লেবয়ের কপিগুলো তুলে নিতে, যদিও অন্যান্য শহরগুলোতে এসব পত্রিকা পুনরায় বিতরণ করা হয়।

হেফনার তার প্রকাশনা ব্যবসার শুরুতে ধর্মের প্রতি অনুরাগী মানুষকে বিরোধীপক্ষ হিসেবে দাঁড় করাতে চায় না। একই সঙ্গে উত্তেজিত করে তুলতে চায় না চার্চের সদস্যদের। এদিকে শিকাগোর ডাকপিয়নরা প্লেবয় বিল্ডিংে ডাক সরবরাহের ক্ষেত্রে

কয়েকদিন বিলম্ব করে এবং ওয়াশিংটনের পোস্টমাস্টার জেনারেল দ্বিতীয় শ্রেণীর ডাক হিসেবে তা বিবেচনা করে এবং সরবরাহ করতে আপত্তি জানায়, কারণ সে মনে করে এটা অশ্লীল। একটা গাড়িকে তখন প্রায়ই প্লেবয় পত্রিকার সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। প্লেবয়ের এক কর্মচারী নাম এ্যানসন মাউন্ট, এ ব্যাপারে পুলিশের মনোযোগ আকর্ষণ করলে তারা দেখতে পায় রাস্তার উল্টোদিকে অবৈধভাবে যে লিমোজিন গাড়িটা দাঁড়িয়ে থাকে তা শিকাগোর আর্চ বিশপ স্যামুয়েল স্ট্রিচের।

বিরোধিতা সত্ত্বেও *প্লেবয়* পত্রিকার উত্তোরোত্তর উন্নতি হতে থাকে। পত্রিকায় হেফনার পুরুষের কোনো সমস্যা বা দুশ্চিন্তাকে গুরুত্ব দেয়নি, যেমন টাক পড়া, শরীর ভঙ্গুরতা এবং অতিরিক্ত মোটা হয়ে যাওয়া। বরং অধিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে আনন্দের ওপর, যা আসে নগ্ন নারী থেকে, উত্তেজিত করে তোলে পুরুষকে।

হেফনার ১৯৫৩ সালে নিজের ৬০০ ডলার খরচ করে এই পত্রিকা শুরু করে। অর্থ এসেছিল ব্যাংকঋণ থেকে আর ব্যাংকে বন্ধক রাখতে হয়েছিল তার হাইড পার্কের অ্যাপার্টমেন্টের আসবাবপত্র। সেসময় তার বয়স সাতাশ বছর। বসবাস করছে এমন একজন স্ত্রীর সঙ্গে যে যৌনমিলনকালে সাড়া দেয় না। একটি শিশুকন্যা রয়েছে, কিন্তু তার মস্তিষ্ক তখন সোনালি ফ্যান্টাসিতে পরিপূর্ণ।

ভন রোজেনের সংস্থা থেকে সপ্তাহে ৮০ ডলারের চাকরিটা হেফনার ছেড়ে দেয় এবং কাজ নেয় একটা শিশুদের পত্রিকায়। এ সময় তার প্রচুর সময় ছিল নিজের পত্রিকা সম্পর্কে পরিকল্পনা করার। উল্লেখ্য, হেফনার বহু বছর ধরে এইসব পিনআপ পত্রিকা থেকে শুরু করে সবচেয়ে মর্যাদাসম্পন্ন পত্রিকাও পড়েছে। সুতরাং সে মনে-মনে বিশ্বাস করত যে তার পত্রিকা বাজারে যত পত্রিকা আছে তা থেকে একেবারে আলাদা হবে। এমনকি ভন রোজেনও যেসব নগ্নপত্রিকা বাজারে সরবরাহ করে থাকে সেগুলোর চেয়েও।

ভন রোজেনের *মডার্ন ম্যান* পত্রিকায় যেসব প্রসঙ্গ ছাপা হয় তা প্রায় পুরুষদের প্রকাশনা *ট্রু* এবং *আরগোছি*'র মতো। এগুলোর বিষয়বস্তু হল   শিকার, মাছধরা, বন্দুক সংগ্রহ এবং গভীর সমুদ্রে ডাইভিং, পাহাড়ে চড়া, অন্যান্য অভিযান ও কর্মকাণ্ড। এসব পত্রিকা হেফনারের মতো পাঠকদের আগ্রহকে উপেক্ষা করে, যারা মাছধরা ও শিকার করতে পছন্দ করে না এবং স্বপ্ন দেখে একদিন তারা আধুনিক ব্যাচেলর অ্যাপার্টমেন্টে বসবাস করবে এবং তাদের অধিকারে থাকবে নতুন গাড়ি ও নতুন মেয়েমানুষ। হেফনারের রোমান্টিক অভিযান সম্পর্কিত হয়েছিল অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির সঙ্গে। সে বিশ্বাস করত   যে লোক বিছানায় সফল সে ব্যবসায়ও সফল। সে তার এই বিশ্বাসকে তার পত্রিকার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে চায়।

অন্যান্য পত্রিকায় যৌনতাকে উপস্থাপন করা হয় অস্বাস্থ্যকরভাবে, যেন এটা কোনো পাপ অথবা কোনো কুৎসা। পুরুষদের পত্রিকা *মেল* প্রতি মাসে একটা প্রবন্ধ ছাপত, যার শিরোনাম ছিল 'পাপ নগরী'। এই প্রবন্ধে বর্ণনা করা হত আমেরিকার বিভিন্ন শহরের নাইটক্লাব ও পতিতালয় সম্পর্কে। নগ্নপত্রিকাগুলোর কোনোটাই লেখার সঙ্গে নর্তকী অথবা স্ট্রিপারদের ছবি ছাপতে ভুল করত না।

রবার্ট হারিসনের নগ্নপত্রিকায় যৌনতাকে উদ্ভটভাবে চিত্রায়িত করা হত। তার পত্রিকায় আবির্ভূত হাইহিল-পরা গায়িকারা হল শ্রেষ্ঠ বিশুদ্ধ প্রথার উদাহরণ। এ সময়ে নারীবিষয়ক পত্রিকাগুলো যৌনতাকে সমস্যা হিসেবে তুলে ধরে। পাশাপাশি চিকিৎসক ও পারিবারিক কাউন্সেলরের পরামর্শ প্রদানও চলতে থাকে।

হেফনারের কাছে যে-পত্রিকাটি সবচেয়ে বেশি আবেদন সৃষ্টি করে সেটা হল *স্কয়ার*। বর্তমানে এই পত্রিকায় যৌনতাকে উপেক্ষা করা হচ্ছে এবং যে পত্রিকাগুলো যৌনতায় উত্তমরূপে সিক্ত, সেগুলো হচ্ছে *ইনকয়ারার*-এর মতো ট্যাবলয়েড–সবসময়ই বিভীষিকাময় বিভিন্ন হেডলাইন ছেপেও যাচ্ছে; যেমন 'ছোট ছোট শহরের মেয়েগুলো কী পরিমাণ বন্য' অথবা 'অসম্মানজনক গর্ভপাত ব্যবসা'।

হেফনার পরিকল্পনা করত, তার পত্রিকার হেডলাইন সাম্প্রতিক সময়ের যৌনতাকে অধিক প্রকাশ করবে। এই পত্রিকায় ছাপা হত সাম্প্রতিক সময়ের যৌনতা পরিবর্তন সংক্রান্ত অপারেশনের খবর, ক্যাফে সোসাইটির পতিতাচক্রের খবর এবং আমেরিকার নারীদের ওপর ১৯৫৩ সালে প্রকাশিত কিনযের প্রতিবেদন। কিনযের পরিসংখ্যান জানায়, সমস্ত নারীদের ভেতরে শতকরা ৫০ ভাগ এবং কলেজ ছাত্রীদের ভেতরে শতকরা ৬০ ভাগ বিয়ের আগেই যৌনমিলনের অভিজ্ঞতা লাভ করে এবং সমস্ত বিবাহিত নারীর ভেতরে শতকরা ২৫ ভাগ স্বামী ছাড়া অন্য পুরুষের সঙ্গে যৌনবাসনা চরিতার্থ করে। মোট নারী জনসংখ্যার অর্ধেকেরও বেশি নারী হস্তমৈথুন করে, শতকরা ৪৩ ভাগ মুখমৈথুনে অভিজ্ঞতা অর্জন করে এবং মোট নারী জনসংখ্যার শতকরা ১৩ ভাগ কমপক্ষে একবার হলেও অন্য পুরুষের সঙ্গে যৌনমিলনের অভিজ্ঞতা লাভ করেছে, যার ফলাফল ছিল রাগমোচন।

যখন জাতীয় সংবাদমাধ্যমে কিনযের অনুসন্ধানপ্রাপ্ত তথ্যকে বিস্তারিতভাবে তুলে ধরা হয় তখন কিছু কিছু সম্পাদকীয় লেখক তাকে পর্ণোগ্রাফির লেখক বলে উল্লেখ করে এবং শিকাগোর রক্ষণশীল পত্রিকা *ট্রিবিউন* কিনযেকে সমাজের জন্য হুমকি হিসেবে মনে করে। মাত্র কয়েকটি সংবাদপত্র তাদের প্রকাশিত প্রতিবেদনে কিছু কিছু অংশ সেন্সর করে। এদের মধ্যে *ফিলডেলফিয়া বুলেটিন* বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বিতর্ক সত্ত্বেও কিনযের গবেষণা বিজ্ঞানী ও বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিদ্বান জনগোষ্ঠীর কাছে গ্রহণযোগ্যতা পায় এবং এই প্রতিবেদন ধাত্রীবিদ্যাবিশারদ উইলিয়াম মাস্টারসকে গবেষণায় উদ্বুদ্ধ করে। সে গবেষণা শুরু করে মানুষের যৌনবিষয়ে সাড়া দেয়া সম্পর্কে।

কিনযের এই প্রতিবেদন নিশ্চিত করে যা সে দীর্ঘদিন ধরে সন্দেহ করত–নারীরা ক্রমাগত যৌনকাতর হয়ে পড়ছে এবং যুদ্ধ-পরবর্তী প্রজন্ম ছিল এদের একটা বিশাল অংশ। কিন্তু হেফনার লক্ষ্য করেছে তার পিতামাতা পছন্দ করত ভিক্টোরিয়ান যুগের স্মৃতিচিহ্ন। আচরণের দিক থেকে তারা ছিল একগামী। উল্লেখ্য, তার মা ছিল তার সময়ের সর্বশেষ কুমারী পাখিদের ভেতরে একজন। হেফনারের স্ত্রীর এই সদ্‌গুণ ছিল না তার মায়ের মতো। হেফনার চাইত নারীর সঙ্গে যৌন-অভিযানে মত্ত করে উঠতে। যেভাবে সে অভ্যর্থনা জানাত সেই একই পদ্ধতিতে সে আহ্বান জানিয়েছিল মিলড্রেডকে তাদের প্রেমের প্রথমদিকে। কিন্তু বিভিন্ন কারণে তা একঘেয়ে হয়ে ওঠার

পাশাপাশি তাদের বিবাহবিচ্ছেদও অপরিহার্য হয়ে উঠে।

বিয়ে সম্পর্কে উভয়েরই মোহমুক্তি ঘটেছে। মিলড্রেডও তার দৃষ্টিভঙ্গিকে গ্রহণ করেছে। এছাড়া তারা দেখতে পায় কলেজ ক্যাম্পাসে যারা প্রেম করে বিয়ে করেছিল তাদের অধিকাংশই বর্তমানে আলাদা থাকে অথবা তাদের বিবাহবিচ্ছেদ ঘটেছে। সুতরাং হেফনারের প্রজন্মের প্রায় সকলেই ক্লান্তিহীন এবং বিরক্ত, অসুখী তাদের পরিপার্শ্ব এবং শহরতলির বাসস্থান নিয়ে এবং তারা ইচ্ছা করলেই নিশ্চিত সুখী জীবন যাপন করতে পারে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় যেসব যুবক টিকে গেছে তারাই পরবর্তীতে রোমান্টিকতার শিকার হয় এবং ধ্বংস হয়ে যায়। কারণ যুদ্ধ যেমন একটা অভিযান ছিল তেমনি তা ছিল একটা কঠোর পরিশ্রমের কর্মকাণ্ড, পাড়া-প্রতিবেশীদের কাছ থেকে পালিয়ে গিয়ে আন্তর্জাতিক কর্মকাণ্ডে যোগ দেয়া; প্রাণ বাজি রেখে অস্ত্রের মুখোমুখি দাঁড়ানো। কিন্তু চাকরির বিরক্তিকর পরিবেশের কারণে তারা যুদ্ধ থেকে সাধারণ জীবনে ফিরে আসে। তারা নারী দেখলে আগ্রহ অনুভব করে না, তারপরও ছুটিতে আসা সেনাবাহিনীর সদস্যরা বিয়ে করে দ্রুত কাজে ফিরে যেত এবং চিঠিপত্রের মাধ্যমে ব্যারাক জীবনের নিঃসঙ্গতা দূর করার পাশাপাশি তারা তৈরি করত ভ্রান্ত পারিবারিক পরিবেশ; যা সত্য নয়, কৃত্রিম।

কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় নারীদের অধিকাংশই ছিল দেশপ্রেমবর্জিত। তারা এ ব্যাপারে পুরুষদেরকে উৎসাহিত করত না, বরং তারা পরামর্শ দিত ঘরের ভেতরে যৌনকর্মে মেতে থাকতে। যুদ্ধ নারীদেরকে যৌনতার ব্যাপারে স্বাধীন করে তুলেছে; বিশেষ করে তাদেরকে, যারা আমেরিকার বিস্তৃত চাকরির বাজারে প্রবেশের জন্য বিভিন্ন ঝুঁকিপূর্ণ উদ্যোগ নেয় কারখানা ও বিভিন্ন অফিস আদালতে (সংস্থায়), যা তাদের পিতামাতার নিরাপত্তামূলক গৃহ, আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী ও চার্চের প্রভাব থেকে বহুদূরে অবস্থিত। এরাই হল প্রথম নারী যারা ন্যায্য বেতন পায় এবং তা দিয়ে তারা অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া করে, বিভিন্ন লোকের সঙ্গে ডেটিং করে এবং অনেককিছু শেখে নিজের সম্পর্কে যা শুনলে বা দেখলে তাদের মায়েরা বিস্মিত হত। তারা তাদের ভালোবাসার মানুষের কাছে চিঠি লিখতে পছন্দ করত এবং এমনকি তারা অনায়াসে তাদের ছেলেবন্ধুর সঙ্গে শুত।

যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর যুবকেরা একটু বয়স্ক ছাত্র হিসেবে ক্লাসে যোগদান করে, আবার কেউ কেউ দাবি করে চাকরি।

এসব মানুষের জন্য এটা ছিল এমন একটা সময় যখন তাদেরকে চাপ দেয়া হচ্ছে থিতু হওয়ার জন্য দেয়া হচ্ছে ঋণ, যেন তারা একটা পরিবার গড়ে তুলতে পারে। বহু মানুষ এই সুযোগ গ্রহণ করে এবং তারা লাভবান হয়। এই উদ্যোগী কর্মকাণ্ড যুদ্ধপূর্ব অর্থনীতিতে সামান্য হলেও কিছু অবদান রাখে। কিন্তু হেফনারের মতো মানুষেরা আরও বেশি চায়। অবশ্য হেফনার গণমানুষের সঙ্গে সামনে এগুতে চায় না এবং সে এমন একটা জীবনযাপন আবার শুরু করে যা তার নিজের কাছেই অদ্ভুত মনে হয়।

সে দেখতে পায় তার জীবনটাই একটা মূর্তিমান ভুল। সে খেলা করেছে তার আইন নিয়ে এবং সবকিছু হারিয়েছে। তার মনোজগৎ গঠিত হয়েছে একটা রক্ষণশীল গৃহে। তারপর সে স্কুলে যায় এবং কাঠমিস্ত্রিতে পরিণত হয়। সেনাবাহিনী থেকে ফিরে আসার পর সে সফলতার সঙ্গে কলেজ জীবনের আড়াই বছর শেষ করে, বিয়ে করে তার সহপাঠী এক নারীকে এবং একটা কন্যা সন্তানেরও জন্ম হয়। কার্টুনিস্ট হিসেবে সে সফল হতে পারেনি, যদিও সে কিছু কার্টুনবিষয়ক পত্রিকায় চাকরি করেছে। এছাড়া আরও চাকরি করেছে বিজ্ঞাপনী সংস্থা, ডিপার্টমেন্টাল স্টোর এবং তিনটি পত্রিকা প্রকাশনা সংস্থায় এবং এখন ১৯৫৩ সালে সাতাশ বছর বয়সে তার বিয়েটা ব্যর্থ হয়ে যায়।

হেফনার তখন তার সমসাময়িকদের মতোই সবকিছুর ওপর বিরক্ত। সে আবার তার প্রিয় লেখক এফ স্কট ফিজগারেল্ড'র লেখা পড়তে শুরু করে এবং মনে মনে চিন্তা করে জীবনের প্রাচুর্য এবং উজ্জ্বলতা এবং একই সঙ্গে সে কাতর হয়ে ওঠে বিভিন্ন নারীর সঙ্গে নতুন করে ভালোবাসার সম্পর্ক ভাগাভাগি করার জন্য। সে চায় সম্পদ, ক্ষমতা ও খ্যাতি এবং এটাই ছিল তার লক্ষ্য। সে উপলব্ধি করে ব্যবসা ও রোমান্টিকতার ভেতরে রয়েছে সীমাহীন অভিযান এবং সে শহরের রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে দেখতে পায় শিকাগোর লেকের পাশে উঁচু উঁচু বিলাসবহুল অ্যাপার্টমেন্ট এবং আবার দেখতে পায় তার সেই নারীদের বিভিন্ন জানালায়।

রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে সেই বিস্ময়কর মুহূর্ত তাকে পরামর্শ দেয় *প্লেবয়* পত্রিকা প্রকাশের জন্য এবং হেফনার ১৯৫৩ সালের গ্রীষ্মকালে *প্লেবয়ের* লেআউট পরিকল্পনা করে, কিন্তু তার ধারণাই ছিল না যে তার প্রজন্মের বহু মানুষ তার স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষাকে ভাগাভাগি করবে। প্রাথমিকভাবে সে দেখল *প্লেবয়ের* পাঠকের সংখ্যা প্রায় তিরিশ হাজার, যে সংখ্যাতে মেরেলিন মনরোর নগ্নছবি ছাপা হয়েছিল।

কয়েকটি পিন-আপ ছবির মধ্যে এটি ছিল একটি এবং অন্য তিনটি নগ্ন ছবির জন্য সে পোজ দিয়েছিল ১৯৪৯ সালে যখন সে হলিউডে নায়িকা। পত্রিকায় বিজ্ঞাপন পড়ে হেফনার জানতে পারে, শিকাগোর এক ক্যালেন্ডার প্রস্তুতকারী এই ছবির মালিক এবং আগে থেকে যোগাযোগ না করেই সে সেখানে গিয়ে উপস্থিত হয় এবং প্রোপাইটারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে সবচেয়ে উত্তেজক ছবিটি ৫০০ ডলারের বিনিময়ে কেনে। এই ছবিতে মনরো তার দুহাত দুদিকে বাড়িয়ে রেখেছে, হাস্যরত মুখমণ্ডল, খোলা স্তনদুটি লাল বোঁটাসহ ঊর্ধ্বমুখী, যৌনকেশ অল্প অল্প দেখা যাচ্ছে। সেইসঙ্গে দেখা যাচ্ছে নধর নিতম্বের আংশিক।

মনরোর ছবি কেনার পর হেফনার দ্বিধায় পড়ে যায়। এরকম পুরো পাতার নগ্ন রঙিন ছবি ছাপা মোটেও ঝুঁকিহীন নয়। কারণ এই ছবির মধ্যে অসম্ভব উত্তেজনা রয়েছে, বিশেষ করে আর্ট ফটোগ্রাফির পত্রিকাগুলোতে যেসব মডেলের ছবি ছাপা হয় তাদের চেয়ে তো বটেই। কিন্তু তারপরও হেফনার তা প্লেবয় পত্রিকায় ছাপে।

প্লেবয় পত্রিকায় প্রথম অর্থ বিনিয়োগ করে এয়ারফোর্সের একজন প্রাক্তন পাইলট ও অন্তরঙ্গ বন্ধু এলডন শিলার্স, যে হেফনারের সঙ্গে যৌনবিষয়ক ছবি তৈরিতে

একসময় সাহায্য করেছিল। সেই ছবি তৈরির সময় শিলার্স'র স্ত্রী তার কাছ থেকে চলে গিয়ে আলাদা বসবাস করতে শুরু করে। স্ত্রীর সঙ্গে আলাদা হয়ে যাওয়ার পর কিছুদিন সে ডান ও ব্রাড স্ট্রিটে কিছু তদন্ত বিষয়ক কাজ করে। কিন্তু কিছুদিন পর সে হেফনারের ব্যবসায়িক ম্যানেজারে পরিণত হয় এবং শিলার্স হল সেই ব্যক্তি যে পত্রিকার নাম *প্লেবয়* রাখার পরামর্শ দেয়। সে তার স্মৃতির ভেতরে তাকিয়ে দেখতে পায় বহু বছর আগে তার মা যে গাড়িটা চালাত তার নাম ছিল প্লেবয়। অবশ্য ইতিমধ্যেই সে পত্রিকার নাম ঠিক করে ফেলেছিল *স্ট্যাগ পার্টি*, কিন্তু শিলার্স-এর দেয়া নামটা সে সঙ্গে সঙ্গে লুফে নেয়।

প্রাথমিক অবস্থায় আরও একজন বিনিয়োগকারী ছিল। সে হচ্ছে, হেফনারের ছোট ভাই কেইথ। সে দিয়েছিল ৫০০ ডলার। কেইথও নগ্নপত্রিকা মনোযোগ সহকারে পাঠ করত। তাদের মা খুবই আতঙ্কিত ছিল তার বড়ছেলে এই পেশা গ্রহণ করায়। তারপরও সে তাকে এক হাজার ডলার ধার দেয় এবং তার পিতা একসময় এই পত্রিকার হিসাবরক্ষক হিসেবে কাজ করে।

প্লেবয় পত্রিকা প্রকাশের আগে হেফনার সর্বমোট ১০ হাজার ডলার জোগাড় করতে সক্ষম হয়। কিছু লেখক ও আর্টিস্ট সামান্য অর্থের বিনিময়ে লেখা দেয় এবং এর অঙ্গসজ্জার কাজ করে। মনরোর ছবি সম্পর্কে হেফনারের বর্ণনা পড়ে সারা দেশের পাইকারি বিক্রেতারা, যারা তাকে ভন রোজেনের পত্রিকায় কাজ করার সময় চিনত, তারাও এই পত্রিকার প্রথম সংখ্যা তাদেরকে সরবরাহ করার অর্ডার দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। ১৯৫৩ সালের গ্রীষ্মকালেই *প্লেবয়ের* সার্কুলেশন ৩০,০০০ ছাড়িয়ে যায়, যা হেফনার আশা করেছিল। পরবর্তী মাসেই সার্কুলেশন ৭০ হাজারে গিয়ে দাঁড়ায়। উল্লেখযোগ্য সংখ্যক পত্রিকার আগাম অর্ডার আসতে থাকে এবং এটাই তার পত্রিকার ভবিষ্যৎ সফলতার নির্দেশক। প্রকাশনা থেকে হেফনার প্রচুর পরিমাণ অর্থ আয় করতে থাকে, ফলে সে প্লেবয়কে শিকাগোর আশি মাইল উত্তর-পশ্চিমে একটা প্লান্ট হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়।

আটচল্লিশ পাতার এই পত্রিকার প্রচ্ছদে মেরেলিন মনরোর ছবি ছাপা হয়েছিল যা অবিবাহিত প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের কাছে ছিল স্বর্গসুখ। প্রচ্ছদ কাহিনীর শিরোনাম ছিল 'মিস গোল্ডডিগার অব ১৯৫৩' (১৯৫৩ সালের মিস সোনা খননকারী)। বোকাচ্চিও'র একটা গল্পও পুনর্মুদ্রণ করা হয়, নারীদের ওপরে কিনযের প্রতিবেদনে উদ্বুদ্ধ হয়ে হেফনারের আঁকা অশ্লীল ইলাসট্রেশেন এবং একটা ফটো ফিচার ছাপা হয়। সেখানে দেখানো হয়েছে 'স্ট্রিপ কুইজ' নামে এক ধরনের খেলায় যুবক-দম্পতি লিভিংরুমে নগ্ন হচ্ছে। এই ছবির ক্যাপশনও লেখে হেফনার। এ ধরনের খেলা মানুষ খেলে থাকে যখন সে খুবই বিরক্ত এবং সবকিছুর ওপর বীতশ্রদ্ধ। হেফনার নিজে তার অ্যাপার্টমেন্টে মিলড্রেড ও অন্যান্য দম্পতির সঙ্গে বহুবার খেলেছে, কিন্তু কখনও সে এই খেলার প্রস্তাব দেয়নি কারণ, এই খেলায় সে যথেষ্ট উত্তেজনা অনুভব করে না।

মেরেলিন মনরোর একটা রঙিন নগ্নছবি ছাপা হয় একেবারে মাঝখানের পাতায়। এছাড়া আরও ছাপা হয় হেফনারের কার্টুন, এক পাতায় পার্টি জোকস,

ক্যালিফোর্নিয়ার বিচে সূর্যস্নান করতে থাকা এক নগ্ন নারীর সাদাকালো ছবি এবং ফুটবল সম্পর্কে একটা প্রবন্ধ। অন্য একটা প্রবন্ধ ছাপা হয় *ডরসি ব্রাদার্স*, মিউজিক্যাল ব্যান্ড সম্পর্কে, যারা খ্যাতি অর্জন করেছিল হেফনারের স্কুলজীবনে। এই সংখ্যার সবচেয়ে পেশাদার রচনা ছিল স্যার আর্থার কোনান ডোয়েল ও অ্যামব্রোস বায়ারসি-এর গল্প।

শুধুমাত্র বাজেট স্বল্পতার কারণেই বিখ্যাত লেখকদের পুরোনো লেখা প্রকাশ করা হয়েছে, বিষয়টা এরকম নয়। সাম্প্রতিককালের লেখকরা তার পত্রিকায় লেখা দিতে অস্বীকার করেছে। যাহোক প্রথম সংখ্যা প্রকাশের আগেই প্রতিষ্ঠিত প্রকাশকদের সঙ্গে তার পত্রিকা সম্পর্কে আলোচনা করে, বিশেষ করে আইন ও জনগণের প্রতিক্রিয়া কী হতে পারে সে সম্পর্কে। এছাড়া পত্রিকায় সম্পাদক হিসেবে সে তার নাম ব্যবহার না করার সিদ্ধান্ত নেয়, এমনকি কভারে মাসের নামও। যদি পত্রিকা এক মাসের মধ্যে বিক্রি না হয় তাহলে দ্বিতীয় মাসেও তা নিউজস্ট্যান্ডে বিক্রি হবে।

১৯৫৩ সালের অক্টোবর মাসে *প্লেবয়* প্রেসে দেয়ার জন্য প্রস্তুত করা হয়। এমনকি শেষ মুহূর্তের শুদ্ধিকরণ প্রক্রিয়াও সতর্কতার সঙ্গে পর্যবেক্ষণ করা হয়। *প্লেবয়* অক্টোবর সংখ্যা ছাপা হয় ৭০,০০০ কপি।

হেফনার সেসময় কিছুটা বিমর্ষ ও চিন্তিত। *প্লেবয়* তখন একেবারেই তার নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে। বিতরণের দায়িত্ব যে পালন করে, সে একসময় ভন রোজনের কর্মচারী ছিল– নাম জেরি রোজেনফিল্ড। সে পত্রিকার জন্য আগাম অর্থও হেফনারকে দিয়েছে এবং ব্যাখ্যা করেছে যে, বিক্রেতারা আশা করছে পত্রিকা দ্রুত বিক্রি হয়ে যাবে। কিন্তু হেফনারের চেয়ে সে এ সম্পর্কে বেশি জানত না। জানত না হেফনারের আকাঙ্ক্ষা কী। হয়তো দেখা গেল ১০ থেকে ১৫ হাজার কপি বিক্রি হয়েছে, কিন্তু তিন ভাগের দুইভাগ পত্রিকা ফেরত এসেছে। এতে হেফনার ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তাকে আবার চাকরি খুঁজতে হবে। প্রায় একবছর লেগে যাবে তার ঋণ পরিশোধ করতে। তখন হেফনার এসব নিয়ে আর মোটেও চিন্তা-ভাবনা করতে চায় না।

হেফনার তার দ্বিতীয় সংখ্যা প্লেবয়ের পরিকল্পনা শুরু করে নিজের অ্যাপার্টমেন্টে বসে। সে ইতিমধ্যেই একজন আকর্ষণীয় মডেলের রঙিন নগ্নছবি জোগাড় করেছে। এই ছবি সে একেবারে ভেতরের পাতায় ছাপার সিদ্ধান্ত নেয়। সে আন্দ্রে ডি ডায়েনিজ-এর সাদাকালো কিছু নগ্নছবিও সংগ্রহ করেছে। কিছু উপন্যাসোপম কাহিনী ও তার কার্টুন দিয়ে বাকি পৃষ্ঠাগুলো সে ভর্তি করার পরিকল্পনা করে।

সেসময় মিলড্রেড তাকে খুবই উৎসাহ দেয়, এমনকি তার সহিষ্ণুতাও আগের চেয়ে বেড়েছে। সে আর কোনো অভিযোগ করত না। তার শোবার ঘরের মেঝেয় যত্রতত্র তখন নগ্ন মেয়েদের ছবি পড়ে থাকত এবং তার স্বামীর সহকর্মীরা আসছে যাচ্ছে এবং রান্নাঘরে ঢুকছে যৌনমিলন ও নারীশরীর সম্পর্কে আলোচনা করতে করতে। আর মিলড্রেড তখন যত্ন নিচ্ছে তার শিশুকন্যার।

প্রথম সংখ্যা *প্লেবয়* বাজারে আসার পর হেফনার সারা শহর ঘুরে নিউজস্ট্যান্ডগুলো পর্যবেক্ষণ করতে থাকে। গাড়ি থেকে নেমে সে এক স্ট্যান্ড থেকে

অন্য স্ট্যান্ডে যায় এবং দূর থেকে লক্ষ্য করে পত্রিকা বিক্রি হতে শুরু করেছে। *নিউ ইয়র্কার,* ও *স্কয়ার* পত্রিকার পাশাপাশি এখন স্থান পাচ্ছে *প্লেবয়*। সে লক্ষ্য করল এক লোক একটা কপি নিয়ে ভেতরের পাতাগুলো দ্রুত দেখল এবং দাম মিটিয়ে দ্রুত প্রস্থান করল এবং এই দৃশ্য দেখে হেফনার একটা নীরব উত্তেজনা অনুভব করল।

এক সপ্তাহ পর হেফনার লক্ষ্য করে অধিকাংশ পত্রিকার স্ট্যান্ডে পত্রিকা নেই–বিক্রি হয়ে গেছে। দুই সপ্তাহ পর সে একটা টেলিফোন পেল জেরি রোজেনফিল্ড-এর কাছ থেকে। সে জানায় *প্লেবয়ের* প্রথম সংখ্যা সারাদেশ জুড়েই দ্রুত বিক্রি হয়ে গেছে, এখন তার উচিত দ্বিতীয় সংখ্যা দ্রুত বাজারে নিয়ে আসা। *টাইমস* এবং *নিউজ উইক* প্রথম সংখ্যার অনুকূলেই মন্তব্য করেছে এবং *সাটার ডে রিভিউ* বর্ণনা করেছে এই নতুন পত্রিকা *স্কয়ার*-এর পুনর্মুদ্রিত সংস্করণ। মাসের শেষে দেখা গেল পঞ্চাশ হাজারেরও বেশি কপি বিক্রি হয়েছে। হেফনার হঠাৎই অনুভব করল যে সে ধনী এবং সেই মাসেই সে নতুন একটা চকচকে স্টুডবেকার কেনে। দ্বিতীয় সংখ্যায় হেফনার প্রিন্টিং লাইনে নিজের নাম এবং প্রচ্ছদের ওপর ছাপে তারিখ–জানুয়ারি ১৯৫৪। সে ছিল প্লেবয়ের সম্পাদক ও প্রকাশক এবং এসময় থেকে সে চাইত সবাই প্লেবয় সম্পর্কে জানুক।

পত্রিকার সমৃদ্ধি হেফনারকে তার বিবাহিত জীবন থেকে অনেক দূরে নিয়ে যায়। মিলড্রেডের সঙ্গে তখন তার প্রায় দেখাই হয় না। চতুর্থ সংখ্যা প্রকাশিত হওয়ার পর সে প্লেবয়ের কার্যালয় তার সাতজন সহকর্মীসহ অন্যত্র সরিয়ে নেয়। সে তখন তার পত্রিকা দ্বারা আচ্ছন্ন, দিনরাত পত্রিকার জন্য কাজ করছে এবং অসময়ে ঘুমায় অফিসের পেছনের বেডরুমে। এসময় একদিন মিলড্রেড জানায় সে আবার গর্ভবতী হয়েছে। সে তখন লেকের কাছাকাছি একটা নতুন অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া করে। কিন্তু সে মিলড্রেড-এর কাছে যায় না।

রাতের বেলা শহরে ঘুরে বেড়ানোর অভ্যাস হেফনার পরিত্যাগ করেছে। সে এখন প্লেবয় ভবনের ভেতরেই থাকে সারাদিন, পুরো সপ্তাহ। সে তার কাপড়চোপড় সেখানেই রাখে, সরবরাহকৃত খাবার খায় এবং অফিসের বেডরুমেই মেয়েদের সঙ্গে যৌনমিলন সম্পন্ন করে এবং তারপর নিজের টেবিলে বসে লেখার পাণ্ডুলিপি পড়ে, ছবির ক্যাপশন লেখে, হেডলাইন ঠিক করে এবং পরীক্ষা করে কাঙ্ক্ষিত প্লেমেট (যৌনখেলার সঙ্গী)-এর রঙিন ট্রান্সপারেন্সি।

নিজের টেবিলে বসে ছবি পরীক্ষানিরীক্ষার সময় এক চিত্রগ্রাহক তার একটা ছবি তোলে। এই ছবিতে হেফনারকে বিষণ্ন, পরিচর্যাহীন ও রুগ্ন মনে হয়। তার চোখের নিচে কালি পড়ে আছে। পোশাকগুলো গায়ে তার ঢিলা মনে হয়। যখন এই ছবি তাকে এরকম একটি পত্রিকার গরিব প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থাপন করে তখন প্লেবয়ের প্রথম বর্ষপূর্তি সংখ্যা বেরিয়েছে–১৯৫৪ সালের ডিসেম্বর সংখ্যা। এই সংখ্যা ছাপা হয়েছিল এক লক্ষ পঁচাত্তর হাজার কপি।

হেফনার এসময় ইচ্ছা প্রকাশ করে প্লেবয়ের পাতায় নিজেকে তুলে ধরতে। তবে তা শুধুমাত্র একটা ছবি ছেপে নয়। সে প্লেবয়ে একটা কলাম লিখতে শুরু

করে। পরবর্তীতে তার উপস্থিতি পত্রিকার সার্কুলেশন এবং সম্পদকে দ্বিগুণ করে তোলে, কারণ পাঠক দেখতে পায় এইসব নারীর নগ্নছবির পেছনে রয়েছে যে লোকটির অস্তিত্ব, সে হচ্ছে হিউ হেফনার। একটা ছবিতে দেখা যাচ্ছে এক যুবতী স্নান করছে। বাথরুমের বেসিনের ওপর হেফনারের দাড়ি কামানোর ব্রাশ এবং চিরুনি। তার টাই আয়নার কাছাকাছি ঝুলছে। যদিও এখানে হেফনার উপস্থাপন করছে শুধুমাত্র তার নিজের মোহাচ্ছন্নতাকে ছবিতে উপস্থিত নারীর প্রেমিক হিসেবে। হেফনার সেইদিনের স্বপ্ন দেখেছিল যেদিন সে প্রকৃতঅর্থেই এসব নারীকে দখলে রাখতে পারবে শারীরিকভাবে এবং মানসিকভাবে। সে উপলব্ধি করে তার পাঠকদের স্বপ্ন এবং একই সঙ্গে নিজের–ছবি স্পর্শ করা, তার সঙ্গে সঙ্গম করতে চাওয়া এবং সেই মাসের কাঙ্ক্ষিত যৌনখেলার সঙ্গীকে সর্বশেষে কল্পনার ভেতরে প্রবলভাবে গেঁথে ফেলা।

কিন্তু হেফনার প্রথমে চায় তাদেরকে নিজের কাছে অধিক কাঙ্ক্ষিত করে তুলতে যেন সে তাদেরকে পত্রিকার একেবারে ভেতরের পাতায় ছাপতে পারে এবং তাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে সেই কুমারীর আবেদন ফুটিয়ে তুলতে পারে যা হেফনারের বিশেষ আদর-সোহাগ লাভে সমর্থ হবে। কারণ এটাকে সে ঐসব মানুষের সঙ্গে সম্পর্কিত করতে চায় যারা তাকে অনুমোদন করেনি। এ ধরনের বৈপরীত্য ও জটিলতা তাকে আলাদা করে ফেলে যখন সে যৌন-স্বাধীনতার দর্শনকে সমর্থন করছে। তার মধ্যে মেরিকে নিয়েও কিছু জটিলতা ছিল এবং এই বোধের ভেতরে তার সময়ের বহু মানুষের মধ্যে সে ছিল আদর্শস্বরূপ।

হেফনার চায় সেইসব নারী যারা কুমারী, বাধ্য এবং সবসময়ের জন্য বিশ্বাসী। সে লক্ষ করত সি-বিচে প্রায়-নগ্ন নারী, পার্কে ও রাস্তায় আঁটোসাঁটো পোশাক-পরা নারী এবং সে তাদেরকে মনে মনে চটকাত, চুমু খেত অথবা জানালা দিয়ে উঁকি মেরে দেখত এবং অতিরিক্ত তৃপ্তি পাওয়ার জন্য ফ্যান্টাসির ভেতরে সে চষে ফেলত তাদের শরীর। হেফনার বেড়ে উঠেছিল সেই আমেরিকায় যা যুবতী মেয়েদেরকে দুই ভাগে বিভক্ত করেছে–১. 'ভালো মেয়ে' যারা যৌনকর্ম করতে চায় না এবং ২. 'খারাপ মেয়ে' যারা যৌনকর্ম করতে খুবই ভালোবাসে। সে যখন লক্ষ্য করল যে খারাপ মেয়েরাই তার কাঙ্ক্ষিত তখন মনেমনে সে তাদের সঙ্গেই নিজের সংশ্লিষ্টতা অনুভব করল। কিন্তু কলেজ ক্যাম্পাসে মিলড্রেড এবং কোর্টশিপের পর সে পুনরায় আধুনিক নারীর যৌনপ্রকৃতিকে সংজ্ঞায়িত করে। সে জানে মিলড্রেড মার্জিত ও সহশিক্ষার মাধ্যমে বেড়ে উঠেছে–নগ্ন হয়ে সে পোজ দিতে পারে, বাসের মধ্যে লুকিয়ে তার লিঙ্গ চুষে দিতে পারে এবং হেফনারের সঙ্গে বিয়ের কথাবার্তা পাকা হওয়ার পরও অন্য পুরুষের সঙ্গে গোপন যৌনমিলনে অংশ নেয়।

এই ছিল ১৯৫০ দশকের নারী, চেহারা নধরকান্তি কিন্তু যৌনতার ব্যাপারে এমন আচরণ করে যে তার সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা খুবই কষ্টকর। হেফনার চায় এদেরকে ছবির মাধ্যমে প্রকাশ করতে যেভাবে কিনযে প্রকাশ করেছে পরিসংখ্যানের মাধ্যমে। সে আরও চায় প্লেবয়ে এইসব ভালো মেয়েদের পোশাক উন্মোচন করতে এবং তা

বিতরণ করতে চায় তারকার মর্যাদা প্রত্যাশী তরুণী অভিনেত্রী ও পেশাদার মডেলদের কাছে।

সফলতা সত্ত্বেও মনরোর ছবি সম্পর্কে অনেকেই মন্তব্য করে, তবে প্লেবয়ের অধিকাংশ সমালোচক বলেছে যে এটা মনরোর একটা বেপরোয়া কর্মকাণ্ড। এরপর পরবর্তী পনেরো সংখ্যায় কদাচিৎ নগ্ন মডেলের নাম ব্যবহার করেছে, যদিও সে জানত প্রকৃতপক্ষে তারা কারা। এদের একজন ছিল জেনী ম্যানসফিল্ড, রজতশুভ্র কেশবিশিষ্ট এক ইন্দ্রিয়পরায়ণ নারী, যে পাল্লা দিচ্ছে পরবর্তী মনরোতে পরিণত হতে। অন্য একজন ছিল বেত্তি পেইজ, যার কালো চুল ছোট করে ছাঁটা মিলড্রেডের মতো, কিন্তু সে হেফনারের মনে অধিক দাগ কেটেছে। চোরাগোপ্তা পথে সংগ্রহ করা তার ছবি যা সে একবার দেখেছিল এবং নির্জনে সে তার শরীর কল্পনা করে হস্তমৈথুন করেছিল।

কিন্তু সে বর্তমানে সেইসব প্লেমেটদের চায় যারা তার সামাজিক জীবনের অংশ হবে। ফলে একই সঙ্গে সে তাদেরকে সামাজিকভাবে ও শারীরিকভাবে উপভোগ করতে পারবে। কিন্তু একমাত্র সমস্যা হল সেই মেয়েগুলোকে খুঁজে বের করা, যারা *প্লেবয়* পত্রিকার জন্য নিজের পোশাক খুলবে এবং উত্তেজক ভঙ্গিতে পোজ দেবে। এ পর্যন্ত সে যত মেয়ের নগ্নছবি দেখেছে তার মধ্যে ডায়ানে ওয়েবার শ্রেষ্ঠ। যে সংখ্যার কেন্দ্রের ভাঁজে তার ছবি ছাপা হবে, সেইসঙ্গে নাম ও জীবনপঞ্জি। কিন্তু হেফনার জানত, ডায়ানে ইতিমধ্যেই অন্য পত্রিকায় তার ছবি ছেপেছে। ক্যামেরার ব্যাপারে সে মোটেই নতুন নয়, যা হেফনার চায়।

হেফনার চায় নতুন কিছু আবিষ্কার করতে। সেজন্য বিশ্বাস অর্জনের পর সে তাদেরকে তার ইচ্ছেমতো পোজ দেয়ার জন্য রাজি করায় যা তার রুচিকে তৃপ্ত করে। ১৮৯০ দশকের গিবসন গার্ল, ১৯৩০ দশকের গোল্ডউইন গার্ল এবং ১৯৪০ দশকের পাওয়ার মডেলদের মতো হেফনারও তৈরি করতে চায় হেফনারগার্ল। এসব মেয়েরা হবে বিনয়ী, স্বাস্থ্যবতী এবং কোনো ভয়-ভীতি থাকবে না তাদের ভেতরে। তারা হবে স্বাভাবিক সুন্দরী ও যুবতী, যেরকম মেয়েদেরকে প্রতিদিন মানুষ ছোট ও বড় শহরগুলোতে দেখে থাকে–সদা হাস্যরত সেক্রেটারি, বিমানের স্টুয়ার্ডস, ব্যাংকে কর্মরত নারী, কলেজের উল্লাসদলের নেত্রী, পাশের বাড়রি মেয়েটি এবং সে অনুভব করতে চায় ঐ মেয়েটির ওপর তার অধিকার রয়েছে।

প্লেবয় পত্রিকায় নগ্ন মডেল হিসেবে প্রথম আত্মপ্রকাশের পর হেফনার চায় না সেই নারী অন্য কোনো প্রকাশনার জন্য পোজ দিক। সে চায় যুবতী এই পত্রিকার সঙ্গেই থাকুক কারণ নগ্নছবি তোলার জন্য সে ভালো অর্থ প্রদান করে। কিন্তু নিশ্চয়তার প্রয়োজনেই হেফনার প্রায় দুবছর চেকের মাধ্যমে প্রতি প্লেমেটকে প্রতিমাসে অর্থ প্রদান করে। এ সময় তারা প্লেবয়ের সঙ্গে যুক্ত থাকে, তবে বিজ্ঞাপনে কাজ করে মাঝে মাঝে কেউ কেউ বাড়তি অর্থ জোগাড় করে থাকে। এভাবেই হেফনার তৈরি করে তার হেফনারগার্ল।

প্রথম সে এক প্লেমেটকে পছন্দ করে। সে ছিল হেফনারের নতুন এক কর্মচারী। সে কাজ করত প্লেবয় ভবনের তৃতীয় তলায় সার্কুলেশন বিভাগে। বিশ বছর বয়সী

এই স্বর্ণকেশীর চোখদুটো ছিল নীল এবং তার গায়ের রঙ ছিল মাখনের মতো। সে ছিল সদা হাসিখুশি এবং সতর্ক এবং সে সবসময় মার্জিত পোশাক পরত। প্রথম দেখাতেই হেফনার তার শরীরের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করে। তার নাম চার্লিন কারালাস। সে মাসের শুরুতেই চাকরিতে যোগ দেয়। হেফনার তার সঙ্গে নিজের আগ্রহেই যোগাযোগ করে। তাকে ডিনারের নিমন্ত্রণ জানায় এবং দামি ক্যাডিলাকে চড়িয়ে রেস্টুরেন্টে নিয়ে যায়।

তারা পরস্পরের সঙ্গ উপভোগ করতে থাকে এবং নিয়মিত নির্জনে সময় কাটায় এবং হেফনারের অফিসের বেডরুমে চলে যৌনমিলন। চার্লিন সবরকমভাবে এই পত্রিকাকে সাহায্য করতে চায় এবং নির্দিষ্টভাবে খুশি করতে চায় হিউ হেফনারকে, তোষামোদ করতে চায় তার মনোযোগ আকর্ষণ করতে, ভীত হয় হেফনারের সাফল্যে এবং তাকে যখন হেফনার প্রস্তাব দেয় প্লেবয় জুলাই সংখ্যায় প্লেমেট হওয়ার জন্য, তখন সে তাকে নিরাশ করে না।

হেফনার নিজে উপস্থিত থেকে চার্লিনের ফটোসেশন তত্ত্বাবধান করে এবং চার্লিনও তার মাকে অনুমতি দেয় ছবি প্রকাশের আগে তা দেখার জন্য। সে তার মাকেও তার প্রতিষ্ঠানে একটা চাকরি দেয় এবং প্রতিশ্রুতি দেয় ছবির ক্যাপশনে চার্লিনের নাম ব্যবহার করা হবে না। সে ক্যাপশনে লেখে 'জানেট পিলগ্রিম'–যাজকদের প্রতি এটা একটা মৃদু ধাক্কা।

জুলাই সংখ্যায় প্রকাশিত চার্লিনের ছবির ভূমিকায় হেফনার লেখে 'এটা চিন্তা করা খুবই স্বাভাবিক যে দৈহিক সৌন্দর্যবিশিষ্ট প্লেমেট পৃথিবীর সর্বত্র রয়েছে। প্রকৃতঅর্থে সম্ভাবনাময়ী প্লেমেটরা রয়েছে আপনার চারপাশে, আপনার অফিসের নতুন সেক্রেটারি কালো চোখের এক উত্তেজক সুন্দরী গতকাল দুপুরে আপনার খাবার টেবিলের উল্টোদিকে বসেছিল কিংবা আপনার পছন্দের দোকানে যে মেয়েটি আপনার শার্ট ও টাই বিক্রি করে। আমরা মিস জুলাইকে আমাদের সার্কুলেশন বিভাগে খুঁজে পেয়েছি। তার নাম জ্যানেট পিলগ্রিম। সে দেখতে সুন্দর এবং কাজেও দক্ষ। জ্যানেট কখনও মডেলিং করেনি, কিন্তু আমাদের ধারণা সে যৌনখেলার সঙ্গী হিসেবে আপনাদেরকে স্বর্গসুখ দান করবে।'

প্লেবয়ের কেন্দ্রীয় ভাঁজের ভেতরে যে ছবিটি ছাপা হয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে সে বেডরুমে একটা টেবিলের ওপর বসেছে। তার বুক খোলা, সুতরাং লাল ঠোঁটসহ বিশাল স্তন দৃশ্যমান। ছবির পটভূমিতে দেখা যাচ্ছে একটা লোক জ্যাকেট পরিহিত ক্যামেরার দিকে পেছন ফিরে আছে, হাতে ধরা একটা টুপি। এটা হচ্ছে হিউ হেফনার।

জ্যানেটের ছবি ছাপা হওয়ার পর কয়েকশত চিঠি আসে এবং সবগুলো প্রশংসায় ভরপুর এবং হেফনার তাকে তাড়া দেয় ক্রিস্টমাস সংখ্যার জন্য আরবা পোজ দিতে। এসময় তাকে কিছুটা দ্বিধাগ্রস্ত মনে হয়, কারণ তার আত্মীয়-স্বজনেরা এই ছবি দেখে খুবই অপ্রতিভ হয়ে পড়েছে, যদিও অসংখ্য আগন্তুকের পাঠানো চিঠিগুলো পড়ে সে

শিহরিত। কিন্তু হেফনারের কথার অবাধ্য হওয়া তার পক্ষে সম্ভব ছিল না, ফলে আরও একবারের জন্য প্লেবয়ের পাতায় সে আবির্ভূত হয়।

এসময় হেফনার তাকে একটা ক্রিস্টমাস ট্রি'র নিচে পোজ দিতে বলে। সে তার নগ্ন শরীর গহনা দিয়ে সাজিয়ে দেয় এবং সবচেয়ে উজ্জ্বলতর করে তোলে তার বিশাল স্তনদুটো। চার্লিনের অ্যাপার্টমেন্টের দেয়ালে হেফনার অসংখ্য সাদাকালো নগ্নছবি সেঁটে দিয়েছে। যখন সে একা থাকে তখন সে শোনে ফ্রাঙ্ক সিনাত্রা, পড়ে *মারজোরি মর্নিংস্টার*, বিছানায় যাবার জন্য ন্যাংটো হয় এবং হেফনার ক্যাপশনে পাঠকদের জানিয়েছে জ্যানেট পুরুষদের ঢিলে পোশাক পরতে পছন্দ করে–কিন্তু তা কেবলই ঊর্ধাঙ্গে এবং তার নিম্নাঙ্গের পোশাক তখন সে ছুঁড়ে ফেলে দেয়।

এই তথ্য প্রকাশিত হওয়ার পর পুরুষ পাঠকরা তাদের ঊর্ধ্বাঙ্গের ঢিলে পোশাক নিয়ে পত্রিকা অফিসে আসে জ্যানেটের নিম্নাঙ্গের পোশাকের সঙ্গে বিনিময় করতে। জ্যানেটকে মডেলিং ও টেলিভিশনে কাজ করার প্রস্তাব দেয়া হয়, এমনকি ব্রডওয়েতে কাজ করারও সুযোগ পায় সে। সেটা হচ্ছে ১৯৫৭ সাল। কিন্তু সে প্লেবয়ের সঙ্গে থাকার সিদ্ধান্ত নেয়। এসময়ে তার বিপনন কর্মকাণ্ড বৃদ্ধি পায় এবং পত্রিকার বিক্রি মাসে ৬ লাখ থেকে নয় লাখে গিয়ে দাঁড়ায়।

পত্রিকার সার্কুলেশন আরও বাড়াবার জন্য জ্যানেট ব্যক্তিগতভাবে টেলিফোনে যোগাযোগ করে বিভিন্ন ব্যক্তির সঙ্গে এবং তাদেরকে ১৫০ ডলারের বিনিময়ে সারা জীবনের জন্য গ্রাহক হওয়ার প্রস্তাব দেয়। পাশাপাশি সে পত্রিকার প্রতিনিধি হিসেবে সারাদেশে ব্যবসায়ীদের সম্মেলন, বিভিন্ন মেলা, স্পোর্টস কার প্রতিযোগিতা ও বিভিন্ন কলেজের বিশেষ অনুষ্ঠানে ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে অংশগ্রহণ করে। এসময় সে একটা ছুটির দিন কাটায় ডার্টমাউথ কলেজে সম্মানিত অতিথি হিসেবে, যেখানে সে ছাত্রছাত্রীদের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যোগ দেয় এবং তার প্লেমেটদের ছবিতে অটোগ্রাফ দেয়। ব্যবসায়ীদের এক সম্মেলনে একদল বয়স্ক লোকের মাঝখানে উপস্থিত হয়ে সে এত আনন্দ পেয়েছিল, যা সে আগে কখনও অনুভব করেনি। এসব বয়স্ক লোকেরা তাকে দেখে উৎফুল্ল হয়, কারণ হল *প্লেবয়ে* প্রকাশিত তার নগ্নছবি, যা প্রমাণ করে সে সহজলভ্য। তারা তাকে হোটেলের লবি ও করিডোরের ভেতর দিয়ে অনুসরণ করে তাকে যৌনমিলনের প্রস্তাব দেবার জন্য। নাচের প্রস্তাবে রাজি হলে তারা তার শরীরের সঙ্গে নিজের শরীর জোরে চেপে ধরে। ছবির জন্য পোজ দিলে তারা পাশে এসে জড়িয়ে ধরে ছবি তুলতে চায়। চুমু খেতে রাজি হলে কখনও কখনও তারা চেষ্টা করে জোর করে মুখের ভেতরে জিভ ঢুকিয়ে দিতে।

এসময়ে তার একমাত্র নিরানন্দ ছিল, যখন সে ভ্রমণে ব্যস্ত তখন হেফনার শিকাগোতে এবং সেখানে তার অনুপস্থিতিতে কোনো নতুন মেয়েকে সে অফিসের বেডরুমে ভোগ করছে কিনা এই চিন্তা। সে ভ্রমণ থেকে ফিরে এসে অফিসের এক বন্ধুর কাছে শুনে ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে ওঠে। তার ধারণাই ঠিক। তার ভেতরে অসংখ্য ভাঙচুর হতে থাকে এবং নিজেকে তার হঠাৎ করেই একা মনে হয়, কারণ সে লালিতপালিত হয়েছিল একটা বিচ্ছিন্ন পরিবারে, মায়ের সঙ্গে একটা অসুখী গৃহে।

আঠারো বছর বয়সে একটা দুর্ভাগ্যজনক সংক্ষিপ্ত বৈবাহিক জীবন থেকে সে মুক্তি পায়। তারপর হেফনারের সঙ্গে তার এই সম্পর্ক তাকে নিরাপত্তা দিয়েছিল এবং সে ভেবেছিল সে এখানে থিতু হবে। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে সে ভুল করেছে। নিজেকে তার অসহায় মনে হতে লাগল।

জ্যানেট তখন হেফনারের সঙ্গে নিস্পৃহ আচরণ করে। তার টেলিফোনের কোনো জবাব দেয় না। একরাতে তার অ্যাপার্টমেন্টের দরজার বাইরে তার চেঁচামেচি শুনে তাকে ভেতরে প্রবেশ করতে দেয়। হেফনার আসলে নিশ্চিত হতে চেয়েছিল সে অন্য প্রেমিকের সঙ্গে ঘুমাচ্ছে কিনা।

এক সন্ধ্যায় জ্যানেট অফিসের কাছাকাছি দোকানে বসে এক যুবকের সঙ্গে কোল্ড ড্রিঙ্ক পান করছিল। হেফনার হঠাৎ করেই সেখানে এল এবং তার হাত ধরে টেনে নিয়ে গেল বাইরে। হেফনারের দেয়া নাম সে পছন্দ করেছিল, সে তার তৈরি করা একটা পণ্য এবং সে মনে করত তার ওপর তার অধিকার আছে এবং যখন ইচ্ছা তখন সেই অধিকার সে খাটাতে পারে।

দুইবার জ্যানেট চাকরি ছেড়ে চলে যায়, কিন্তু প্রতিবারই সে প্রলুব্ধ হয়ে ফিরে আসে হেফনারের অনড় অবস্থানের কারণে। সে আবার প্লেবয়ের ভেতরের পাতার জন্য পোজ দেয়। স্টুডিওতে সে তার সঙ্গে নির্বিকার আচরণ করে। হেফনার ছিল স্বার্থপর ও বিরক্তিকর যদিও সে নিষ্পাপ কিশোর, বাস্তবতার এক হতবিহ্বল জ্ঞানের ওপর যে গড়ে তুলেছে এক সাম্রাজ্য। যখন সে জ্যানেটের কাছে মিথ্যাকথা বলত না, তখন জ্যানেট দ্বিধান্বিত হত হেফনারের জীবনযাপন পদ্ধতির কারণে।

হেফনার জ্যানেটকে বলেছে যে তার স্ত্রীর সঙ্গে তার বিয়ে ভেঙে গেছে। তারা আলাদা বসবাস করে। সে শুনেছে যে সম্প্রতি তার স্ত্রী একটা পুত্রসন্তান প্রসব করেছে। একটা সংবাদপত্রের কলামে সে পড়েছে, যে রাতে সে হেফনারকে অবহেলা করে তার আগের রাতে সে এক স্বর্ণকেশীর সঙ্গে রাত কাটিয়েছে যার চেহারা হুবহু জ্যানেটের মতো এবং এই মেয়েটিই আবির্ভূত হয়েছে প্লেবয়ের প্রচ্ছদে, কলেজছাত্রীর মতো পোশাক পরে।

এই ঘটনার কিছুদিন পর জ্যানেট পিলগ্রিম, যে মূলত দুইবছর ধরে হেফনারের স্থূল পৃথিবীতে বসবাস করছে, সে দৃঢ়তার সঙ্গে সিদ্ধান্ত নেয় সে আর কারো দ্বারা পরিচালিত হবে না। সে ভাবে সে একজন সফল ব্যবসায়ীর দেখা পেয়েছে যার মূল্যবোধ তার মূল্যবোধের চেয়ে অধিক সুসংগত এবং তার বিবাহ-বিচ্ছেদের পর সে তাকে বিয়ে করবে এবং চলে যাবে নিউইয়র্ক এবং অভিজাত শহরে সে বড় করে তুলবে তার সন্তানদের।

হেফনারের বয়স এখন একত্রিশ বছর। সে একের পর এক মেয়ে বদলাচ্ছে। এদের প্রায় প্রত্যেকেই প্লেবয়ের প্রচ্ছদকন্যা অথবা অফিসের কর্মচারী এবং অফিসের এইসব যৌনকর্মকাণ্ড তাকে তার কাজ থেকে মাঝে মাঝে ভিন্নমুখী করে তোলে, সে প্রতিবার নবযৌবন লাভ করে, উৎসাহিত করে তার উন্নাসিকতাকে, উদ্বুদ্ধ করে নিজেকে ব্যবসায়ে আরও বড় ধরনের ঝুঁকি নিতে, যা তার ভবিষ্যৎকে প্রসারিত করবে এবং সে

পরিণত হবে জনপ্রতিনিধিতে। তার সংস্থার উন্নয়ন বিষয়ক পরিচালকের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে প্রথম যে নারী তার এই স্থূল জগতে প্রবেশ করে তার নাম ভিক্টর লোনেস। ঊনত্রিশ বছর বয়সী এই সদাপ্রফুল্ল নারীর সঙ্গে যখন তার পরিচয় হয় তখন তার বিবাহবিচ্ছেদ ঘটেছে। সে প্লেবয়ের জন্য নগ্ন হয়েছিল।

জাতীয় সংবাদপত্রগুলো হেফনারের সাক্ষাৎকার ছাপে এবং টেলিভিশন অনুষ্ঠানেও তাকে দেখা যায় সংস্কারবাদীদের বিরুদ্ধে কথা বলতে। যখন সে ভ্রমণ করে তখন দেখতে পায় *প্লেবয়* পত্রিকা এখন আর কাউন্টারের তলা দিয়ে বিক্রি হয় না এবং লোকজন এখন এটা বহন করার ব্যাপারে আগের মতো সচেতন নয়। তারা এখন আর *প্লেবয়* পাওয়া মাত্রই ভাঁজ করে না কিংবা অন্যান্য কাগজপত্রের ভেতরে লুকিয়ে ফেলে না। বর্তমানে প্রায় এক মিলিয়ন মানুষ প্রতিমাসে *প্লেবয়* পত্রিকা কেনে।

ফ্রয়েডের এই যুগে আমেরিকানরা মুক্তমনের অধিকারী হতে শুরু করে, স্বীকার করতে থাকে তাদের চাহিদাগুলো, কারণ কাজের সময় কম থাকায় তারা আনন্দ অনুসন্ধানের কথা গভীরভাবে চিন্তা করে। জন্মনিয়ন্ত্রণের বড়ির উন্নয়ন ঘটায়, নারীরা তা ব্যবহার করতে উৎসাহিত বোধ করে। বিকিনি ও স্নানের পোশাক আমদানি হতে থাকে ফ্রান্স থেকে এবং আমেরিকার বিভিন্ন বিচে এসব পোশাক পরা নারীদের চলাফেরা শুরু হয়। সংবাদপত্রে শহরতলির কিছু জনগোষ্ঠীর ভেতরে যৌনসঙ্গী ভাগাভাগির ক্লাব গড়ে ওঠার খবর ছাপা হয়। তখন এলভিস প্রিসলি খুবই জনপ্রিয় গায়ক। গানের সঙ্গে সঙ্গে তার কোমর দোলানো তখন খুবই জনপ্রিয়তা পায় এবং নাইট ক্লাবগুলোতে আরও একজন লোককে ঘিরে দর্শক-শ্রোতা উন্মত্ত হয়ে ওঠে, সে হল কৌতুক অভিনেতা লেনি ব্রুস।

ব্রুসের চমৎকারিত্ব ছিল তার ব্যক্তিগত কর্মকাণ্ড ও দৃষ্টিভঙ্গি বর্ণনার ক্ষেত্রে, যা শুনে মানুষ লজ্জায় আরক্তিম হয়ে উঠত, কারণ এসব দৃষ্টিভঙ্গি তাদেরও রয়েছে। হেফনার এবং ব্রুস তখন একই পথে এবং একই ধরনের উদ্যোগের ভেতর দিয়ে যাচ্ছে, প্রসারিত করছে যৌন অভিব্যক্তির সীমারেখা, যেখানে বিপুল সংখ্যক মানুষ পৌঁছাতে সক্ষম হবে না এবং আইনও নমনীয় হবে না। সেটা ছিল ১৯৫০-এর দশক। কিন্তু যে ব্যক্তি এই পরিবর্তনের জন্য সবচেয়ে কার্যকর ভূমিকা পালন করেছে এবং যার বিদ্রোহ ছিল ১৯৬০ এর দশকে আমেরিকার যৌনবিপ্লবের পূর্বসূচক, যা আমেরিকার মানুষ জানে না। জানে আমেরিকার বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ, যারা তাকে জেলে পাঠিয়েছে এবং তাদের ধারণা সে এমন একজন অপরাধী যার সংশোধন সম্ভব নয়।

তার নাম হচ্ছে স্যামুয়েল রথ।

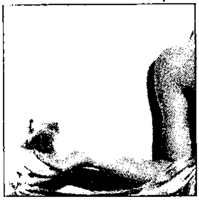

স্যামুয়েল রথ অস্ট্রিয়ার এক পাহাড়ি গ্রামে জন্মগ্রহণ করে। এই গ্রামের গোঁড়া ইহুদি কৃষকরা ছাপার অক্ষর দেখলে শ্রদ্ধার অনুভূতি নিয়ে তাকিয়ে থাকত। এক বিশ্রাম দিবসের বিকেলে তার মা তাকে পড়ে শোনায় ইহুদি যাজকদের বিভিন্ন অলৌকিক কাহিনী যেন তা তাকে ধর্মীয় জীবনের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে। কিন্তু এসব তার মনে কোনো প্রভাব বিস্তার করে না। ১৯০৪ সালের বসন্তকালে প্রায় দুইশত অভিবাসী নারী ও পুরুষের সাথে তার পরিবারও নিউ ইয়র্কগামী এক জাহাজে চড়ে বসে।

স্যামুয়েল রথের বয়স তখন নয় বছর। জাহাজে তাকে এক আগন্তুক ইদ্দিস* ভাষায় প্রকাশিত একটা লিফলেট দিয়েছিল। তাতে এক ইহুদি নারীর বর্ণনা রয়েছে, যে সমস্ত যাজকদের চেয়ে অধিক মেধাসম্পন্ন, যদিও তাকে পরবর্তীতে ক্রুশবিদ্ধ করে হত্যা করা হয়েছিল। সে আবার উদ্ভূত হয়েছিল তার মৃত্যুর ভেতর থেকে তার আধ্যাত্মিক মিশন সফল করার জন্য। বাইবেলের নতুন নিয়মের এই অংশ যুবক রথকে মুগ্ধ করে। জাহাজে বসে সে সেই লিফলেট পাশের লোককে পড়ে শোনায়। ফলশ্রুতিতে শুরু হয় তর্ক-বিতর্ক এবং তা ডেকের ওপরের লোকও শুনতে পায়।

হঠাৎ করেই সেখানে লাল দাড়িওয়ালা এক দীর্ঘদেহী যাজকের আবির্ভাব ঘটে এবং সে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে জানতে চায় কে এই ঘৃণিত বক্তব্য পাঠ করেছে। ছেলেটিকে চিহ্নিত করা হয়। যাজক ছেলেটির কাছে আসে, দ্রুত লিফলেটটা তার হাত থেকে ছিনিয়ে নেয় এবং টুকরো টুকরো করে তা সমুদ্রে ফেলে দেয়। রথ লক্ষ্য করে, শিহরিত হয় এবং অপমানিত বোধ করে। যাজক তার নিজের কেবিনে ফিরে গেলে রথ সমস্ত পবিত্র মানুষদের জন্য তার ভেতরে ঘৃণা অনুভব করে। সেই দিনের পর থেকে রথের ভেতরে ধর্মানুভূতি বলতে কিছুই আর অবশিষ্ট থাকে না।

রথ ছিল লোয়ার ইস্টের পাবলিক স্কুলের অকালপক্ব এক ছাত্র। তার শিক্ষকেরা কদাচিৎ তার ব্যাপারে সন্তুষ্ট হত। কারণ সে শিক্ষকদের সঙ্গে মতবিরোধে জড়িয়ে পড়ত। বই না নিয়েই সে ক্লাসে আসত। ফলে তাকে স্কুল থেকে বের করে দেয়া হয়। তার পিতা এতে ক্রুদ্ধ হয়। তার পিতা ছিল একজন দর্জি। স্কুল থেকে বের করে দিলেও ছেলের প্রতি তার এক ধরনের সহানুভূতি ছিল কারণ, তার ছেলে কর্তৃপক্ষকে চ্যালেঞ্জ করতে পারে।

রথ নিজেকে স্বীকৃতি দিত বিদ্রোহী হিসেবে। বিশেষ করে যখন এমা গোল্ডম্যান ও আলেকজান্ডার বার্কম্যান এর অনুসারী হয়, যাদের প্রগতিশীল বক্তব্য শুনতে সে নিয়মিত ব্রডওয়ের মিলনায়তনে উপস্থিত হত। সে তখন পড়ত নৈরাজ্যবাদী পত্রিকা

মাদার আর্থ এবং বহু যুবককে তখন সে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেছে যারা একদিন ক্ষমতা অর্জন করবে ইউনিয়নের মাধ্যমে এবং খ্যাতি অর্জন করবে ধর্মঘটের সাহায্যে। কিন্তু রথ ছিল ব্যক্তিতান্ত্রিক, যতই সে কোনো দলের সঙ্গেই মিশুক না কেন– এমনকি পরিবারের প্রতিও তার দৃষ্টিভঙ্গি ছিল সেরকমই। কারণ ১৫ বছর বয়সে তার বাবা তাকে বাড়ি থেকে বের করে দেয়। ফলে স্কুলের লেখাপড়া শেষ করতে সে ব্যর্থ হয় যেখানে সে প্রতিদিন ক্লাসে উপস্থিত থাকত। পরবর্তীকালে সে তার পত্রিকায় লিখেছে, 'আমি বই খুবই ভালোবাসতাম একজন ভালো ছাত্র হওয়ার জন্য।'

বহু ধরনের বাধা-বিপত্তির ভেতর দিয়ে অল্প সময়ের ভেতরেই সে অনেকগুলো চাকরি করে। সে পত্রিকার হকার হিসেবে কিছুদিন জীবন কাটায়, ছোট রেস্টুরেন্টে ওয়েটারের কাজ করে এবং ওষুধের দোকানের কেরানি হিসেবে সে ওষুধ দিয়ে বোতল ভর্তি করে, লেবেল টাইপ করে এবং মাঝে মাঝে কনডোম বিক্রি করে লাল দাড়িওয়ালা যাজকদের কাছে। রাতে কখনও সে তার কোনো বন্ধুর অ্যাপার্টমেন্টের শোফা ব্যবহার করে ঘুমানোর জন্য অথবা কোনো ভবনের বারান্দায় শুয়ে রাত কাটায়, আর বালিশ হিসেবে ব্যবহার করে পুরোনো খবরের কাগজ। সে গোসল করে পার্ক অথবা কোনো বাস-টার্মিনালের গণ-শৌচাগারে। কেবলমাত্র গ্রন্থাগারে গেলেই সে মনে করত সে বাড়িতে আছে, বিশেষ করে পূর্ব ব্রডওয়ের গ্রন্থাগারে। এই গ্রন্থাগারেই সে শেলি, কীটস, সুইনবার্ন, স্পেনসার এবং ডারউইনের রচনা পাঠ করে। রথ কবিতা ও প্রবন্ধও লিখত এবং মাঝে মাঝে তা বিক্রি করত অ্যাংলো-ইহুদি পত্রিকাগুলোতে।

রথের এক বন্ধু তার প্রকাশিত লেখা কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রভাবশালী ইংরেজির অধ্যাপককে দেখানোর পর ১৯১৬ সালে তার একটা স্কলারশিপ জুটে যায়। কিন্তু অতীতে সে ছিল একজন ব্যর্থ ছাত্র, ক্লাসের প্রতি অসম্ভব অমনোযোগী। তারপরও সে স্কুলের কবিতা পত্রিকা সম্পাদনা করত এবং অংশগ্রহণ করত ছাত্রদের সঙ্গে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে আমেরিকার জড়িত হওয়ার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী আন্দোলনে।

চোখের সমস্যার কারণে হাতের লেখা পড়তে রথের খুবই অসুবিধা হত, কিন্তু কলেজের ক্লাসে সে নিয়মিত উপস্থিত থেকেছে এক বছরেরও বেশি সময়। ১৯১৮ সালে এক যুবতীকে বিয়ে করার পর সে ৪৯ ওয়েস্ট এইটথ স্ট্রিটে একটা ছোট্ট বইয়ের দোকান খোলে এবং দ্রুত জনপ্রিয়তা পায়, কারণ সে দোকানের পেছনের রুমে অবৈধ চোলাই মদের কারখানা স্থাপন করে। তার দোকানের দেয়ালগুলোতে সে গ্রামীণ দৃশ্যাবলি সেঁটে দেয়। প্রাধান্য দেয় স্থানীয় লেখক ও শিল্পীদের। তারপর সে কিছু ঋণ নিয়ে অবিক্রিত পাণ্ডুলিপি ও পোর্ট্রেট কেনে। আরও কেনে পুরোনো বই, যা বিরল নয় এবং তার ধারণা বিরলগ্রন্থ কেউই চায় না।

বইয়ের ব্যবসায় সে খুশি কিন্তু তার বিক্রি হয় খুবই অল্প। রথ দোকান বন্ধ করে দেয় ১৯২০ সালের ক্রিস্টমাসের পরপরই। তারপর সে নিউ ইয়র্কের *হেরাল্ড* পত্রিকার সম্পাদকের পরামর্শে লন্ডনের খ্যাতিমান সাহিত্যিকদের সাক্ষাৎকার নিতে শুরু করে। কিন্তু এই সুযোগও হাতছাড়া হয়ে যায়। অবশেষে ১৯২৫ সালে সে এবং তার স্ত্রী মিলে প্রকাশ করে সাহিত্য পত্রিকা এবং পাশাপাশি শুরু করে ডাক মারফত অর্ডারকৃত বই

সরবরাহের ব্যবসা। এর মধ্যে রয়েছে উনিশ শতকের কামলালসাপূর্ণ উপন্যাস এবং এগুলোর লেখক হচ্ছে জোলা, বালজাক, মোপাসা এবং ফ্লাবেয়ার।

রথের সাহিত্য পত্রিকার নাম ছিল *টু ওয়ার্ল্ডস মান্থলি*। প্রথম দিকের এক সংখ্যায় ছাপা হয় নিন্দাভারাক্রান্ত *ইউলিসিস*-এর কিছু অংশ। আমেরিকায় শুধু বইটিই নিষিদ্ধ নয়, প্যারিসে বসবাসরত বইয়ের লেখক জেমস জয়েসও আমেরিকায় নিষিদ্ধ।

রথ বক্তব্য দেয় যে এজরা পাউন্ড তাকে অনুমতি দিয়েছে এই বই ছাপার। সে-ই জয়েসের এজেন্ট হিসেবে প্রতিনিধিত্ব করছে। এই বক্তব্য পাউন্ড ও জয়েসের মধ্যে বিতর্কের জন্ম দেয়। রথ ইতিমধ্যেই তার সাহিত্য পত্রিকায় ইউলিসিস ধারাবাহিকভাবে ছাপতে শুরু করে দেয়। আদালত রথকে নোটিশ দেয় এই লেখা না-ছাপার জন্য। অবশ্য পাঠকও বিরক্ত হয়।

সারাজীবন রথ এই গর্ব অনুভব করেছে যে সেই হল প্রথম আমেরিকান প্রকাশক যে *ইউলিসিস* পুনর্মুদ্রণের জন্য সেন্সরকে চ্যালেঞ্জ করেছে এবং ছয় দিন কারাবাস করেছে। সে তার পত্রিকায় লেখে, 'ধনী প্রকাশকেরা গরিব প্রকাশকদের উপস্থাপন করে নৈতিকতার মানসম্পন্ন দৃষ্টান্ত হিসেবে।'

রথ কিছুদিনের জন্য দারিদ্র্যের ভেতরে বসবাস করতে বাধ্য হয়। তার স্ত্রীর সমস্ত সঞ্চয় আবার পুনরুদ্ধারের সংকল্প করে। এবার সে অভিযান চালায় নিষিদ্ধ গ্রন্থ সংগ্রহের এবং পরিকল্পনা করে এসব বই সে পুনর্মুদ্রণ করে বাজারে প্রকাশ করবে এবং ডাক বিভাগের মাধ্যমে বিভিন্ন স্থানে পাঠাবে। সে প্রথমে সংগ্রহ করে চৌদ্দ শতকের গ্রন্থ *দ্য পারফিউমড গার্ডেন*। এই গ্রন্থে অসংখ্য নগ্ন রেখাচিত্রসহ ২৩৭টি সম্ভাব্য যৌনমিলনের আসনের বর্ণনা রয়েছে। এসময় রথের সঙ্গে অন্য এক নিষিদ্ধ প্রকাশকের সাক্ষাৎ হয়, সে সম্প্রতি *মেমোরিজ অব আ ওম্যান অব প্লেজার* গ্রন্থ প্রকাশ ও বিতরণের অভিযোগে গ্রেফতার হয়েছিল। সুতরাং হেফনার বিষয়টি সম্পর্কে সতর্ক হয় এবং তিনশো কপি *পারফিউমড গার্ডেন* ফোর্থ স্ট্রিটের অয়ারহাউজে লুকিয়ে রাখে। এই বইটি ছাপা হয় প্যারিসে। প্রতি কপির মূল্য ৩৫ ডলার, কিন্তু বেপরোয়া এক বিক্রেতা বলে যে, রথ প্রতি কপি বিক্রি করেছিল মাত্র ৩ ডলারে। অর্থাৎ এভাবে সে মাত্র ১০,০০০ ডলার আয় করেছিল।

ডাক বিভাগের মাধ্যমে পাঠানো গ্রন্থগুলো নিউইয়র্ক সোসাইটির গোয়েন্দারা পরীক্ষা করে দেখে। তারা শুধু *পারফিউমড গার্ডেনের* কপিগুলো নিষিদ্ধ করেই ক্ষান্ত হয় না, তারা ইস্ট টুয়েলভথ স্ট্রিটের একটা স্টোরেও হামলা চালায়, যেখানে বই ও ছবি বিক্রি করা হত। রথ এবং তার স্ত্রী এটা ভাড়া নিয়েছিল। সেখানে নিউ ইয়র্ক সোসাইটির নেতা জন সামনারের ছবি পাওয়া যায়। কমস্টকের সাফল্যের পেছনে তার ভূমিকা ছিল সবচেয়ে কার্যকর। এই ছবি অশ্লীল বিবেচনা করে তাকে আটক করা হয় এবং নিউইয়র্কের ওয়েলফেয়ার দ্বীপের কারাগারে তিন মাস সে সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করে।

ছাড়া পাবার পর রথ সিদ্ধান্ত নেয় সে প্রকাশনার ব্যবসাই করবে। কারণ প্রায়ই ইউরোপের চোরাচালানিরা তাকে পর্ণোগ্রাফি বিক্রি করার জন্য পীড়াপীড়ি করেছে,

বিশেষ করে উত্তেজক উপন্যাস ও ক্লাসিক। নগ্নছবি অবশ্য যোগাড় করা খুবই সহজ, রথ জানে। আর লেখা পাওয়াও খুব একটা কষ্টকর নয়।

রথ ছাপার জন্য একটা পাণ্ডুলিপি যোগাড় করল, যার লেখক হচ্ছেন একজন ইংরেজ, নাম জন হ্যামিল। এটা ছিল প্রেসিডেন্ট হার্বাট হুভারের জীবনী, সংবাদপত্রগুলো যার আলোচনা ও বিজ্ঞাপন ছাপতে অস্বীকৃতি জানায়। তারপরও রথ ২০০,০০০ কপি বিক্রি করে এবং ওয়াশিংটন, বস্টন ও সেন্ট লুইসে এটা সর্বোচ্চ বিক্রিত গ্রন্থে পরিণত হয়। ক্লিমেন্ট উড-এর লেখা একটি বইও রথ প্রকাশ করে। বইটির নাম *দ্য ওম্যান হু ওয়াজ পোপ*। এই গ্রন্থ নিষিদ্ধ ছিল ৮৫৩ থেকে ৮৫৫ পর্যন্ত। এটা ছিল চতুর্থ লিও এবং তৃতীয় বেনেডিক্ট-এর শাসনামলের মাঝখানের সময়। তখন প্রধান যাজক ছিল এক নারী। সেসময় এ গ্রন্থ অবশ্য তত জনপ্রিয়তা পায়নি। রথ তা প্রকাশের পর নিউইয়র্কের প্রধান যাজক এবং স্থানীয় পুলিশ বিভাগের নজরে আসে।

ইতিমধ্যে রথ *লেডি চ্যাটালিজ লাভার*-এর একটা নিষিদ্ধ সংস্করণ প্রকাশ করেছে, পাশাপাশি প্রকাশ করেছে যৌনবিষয়ক প্রাচীন হিন্দু ম্যানুয়াল যা *কামসূত্র* নামে পরিচিত। এছাড়া আরও ছেপেছে *সেল্ফ্ এ্যামিউজমেন্ট* নামে আরও একটি গ্রন্থ। রথ নিজের লেখা কিছু বইও প্রকাশ করে। তার মধ্যে রয়েছে বিতর্কিত লেখক ফ্রাঙ্ক হ্যারিস-এর জীবনী, যা তার কামুকতার জন্য অধিক পরিচিত। গ্রন্থের নাম *মাই লাইফ অ্যান্ড লাভস*। চোরাচালানিরা মানুষকে সুড়সুড়ি দেয়ার জন্য এই গ্রন্থ বিক্রি করতে শুরু করে। মিসেস হ্যারিস ছাড়া তার পাঠকরা বিশ্বাস করে হ্যারিস তার যৌন অভিযানকে অতিরঞ্জিত করেছে। ১৯৩১ সালে হ্যারিসের মৃত্যুর পর তার স্ত্রী বলে ফ্রাঙ্ক যদি বলত সে এটা করবে তাহলে সে তা করত। সে তার গাড়ির ভেতরেও এসব করেছিল যখন আমরা একত্রে ফ্রান্স ভ্রমণ করেছিলাম।

যখন বহু আমেরিকান ১৯৩০-এর দশকের প্রথমদিকে বিশ্বাস করতে থাকে যে আমেরিকায় সেন্সরশিপের তীব্রতা কমে এসেছে, বিশেষ করে বিচারপতি উলসে *ইউলিসিস*-এর ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়ার পর। কিন্তু রথ তা বিশ্বাস করত না, কারণ সে নিশ্চিত ছিল যে তার অফিসের উল্টোদিকের হোটেল থেকে কোনো এক লোক টেলিস্কোপের মাধ্যমে সারাক্ষণ তার অফিসের ওপর নজর রাখছে। এছাড়া রথ পোস্ট অফিসের এক কর্মচারীর মাধ্যমে জানতে পারে যে তার অফিসে যে চিঠিপত্র আসে এবং তার অফিস থেকে ডাকবিভাগের মাধ্যমে যা পাঠানো হয় প্রতিদিনই তা পরীক্ষা করা হয়। রথ পোস্টমাস্টার জেনারেলের কাছে একটা চিঠি লেখে, কিন্তু তার কোনো উত্তর আসে না, বরং তার বিরুদ্ধে অভিযোগ আসে সে ডাকবিভাগের মারফত অশ্লীল বই পাঠিয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে *লেডি চ্যাটারলিজ লাভারস* এবং *দ্য পারফিউমড গার্ডেন*।

বিচারে রথের সাজা হয় এবং ১৯৩৬ সালে তিন বছরের জন্য তাকে পেনসিলভানিয়ার লিউসবার্গ কারাগারে পাঠানো হয়, যে কারাগারে সাধারণত মারাত্মক অপরাধীরা থাকে। জেলে থাকা অবস্থায় রথ একটা আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ রচনা করে। আইনজীবীদের উদ্দেশে রথের বক্তব্য হল, বিশেষ করে তার সর্বশেষ সাজা ভোগের পর, 'একজন আইনজীবীর পরিবর্তে অন্য আইনজীবী নিয়োগ করা চিকিৎসক বা

অলঙ্কার-নির্মাতা পরিবর্তনের মতো বিষয় নয়। কারণ সবাই সব কাজের উপযুক্ত নয়। যে আইনজীবী ভূমি-সংক্রান্ত আইনের ভেতরে ডুবে আছে, খুন সম্পর্কিত আইনের ব্যাপারে সে এত অভিজ্ঞ নাও হতে পারে। প্রকৃতঅর্থে সে অপরাধ করেছে কিনা সে ব্যাপারে অধিক সচেতন হওয়া প্রয়োজন।'

লিউসবার্গ থেকে ফিরে এসে সে জানতে পারে তার অফিসের নতুন ঠিকানা, ৬৯৩ ব্রডওয়ে। সে তখন নিয়মিত অফিস করতে থাকে তার স্ত্রী ও কিছু কল্পনাপ্রবণ কর্মচারী নিয়ে। সেইসঙ্গে তার কন্যা ও পুত্রও রয়েছে। তারা প্রায়ই আইন-সংক্রান্ত বিষয়ে তার গ্রেফতারের কারণে সামাজিকভাবে বিব্রতকর অবস্থায় পড়ে। তার টিনএজ মেধাবী কন্যা ইতিমধ্যেই ফরাসি ভাষায় লেখা একটা গ্রন্থ অনুবাদ করেছে–ক্লদ টিলারের উপন্যাস *'মাই আঙ্কেল বেঞ্জামিন'*। এটা তার প্রথম অনুবাদ গ্রন্থ। রথ জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পরই তার গ্রন্থটি প্রকাশ করে। তার ছেলে সেনাবাহিনীতে যাওয়ার অপেক্ষায় আছে; যে-কোনো সময় তাকে ডাকা হবে। বর্তমানে সে রথের বিপণন বিভাগে খণ্ডকালীন কর্মচারী হিসেবে কাজ করছে।

ডাকবিভাগের পরীক্ষকদেরকে বিভ্রান্ত করার জন্য এবং নিজের পাঠানো বইগুলো সেন্সরের হাত থেকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে রথ প্রতিটি বইয়ের প্যাকেটের গায়ে বিভিন্ন নাম ও ঠিকানা ব্যবহার করে এবং এসব নামের কোনো লোক কোথাও নেই এবং এই নামে কোনো সংস্থাও নেই। যেমন–কভেন্ট্রি হাউজ, এ্যারোহেড পাবলিশার্স, অ্যাভলন প্রেস, বোয়ারস হেড পাবলিশার্স, বাল্টিমোর পাবলিশিং কোম্পানি প্রভৃতি। রথ প্রায়ই নিউইয়র্কের বাস-টার্মিনাল অথবা রেল স্টেশনের লকারে বিশেষ খদ্দেরের জন্য তার পছন্দের বইটি রেখে দিত। এসব বইয়ের মধ্যে ছিল হেনরি মিলার, ফ্রাঙ্ক হ্যারিস এবং ভিক্টোরীয় যুগের নামহীন এক লেখকের বই *মাই সেক্রেট লাইফ*। এসব বই চোরাচালানের মাধ্যমে আসত ফ্রান্স থেকে।

যুদ্ধের পর যেসব উপন্যাসের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপিত হয় সেগুলো হচ্ছে লিলিয়ান স্মিথ-এর *স্ট্রেঞ্জ ফ্রুট*, ইরাসকিন কাল্ডওয়েলের *গডস লিটিল একর* এবং এডমন্ড উইলসনের *মেমোরিজ অব হিকেট কাউন্টি*। উইলসনের বইয়ের বিরুদ্ধে নিউ ইয়র্কে প্রচারণায় নেতৃত্ব দেয় ব্যভিচার দমন সোসাইটি। নিউ ইয়র্ক স্টেট কোর্ট এই গ্রন্থকে অশ্লীল বলে আখ্যায়িত করে। উইলসনের প্রকাশক ডাবলডে অ্যান্ড কোম্পানি সুপ্রিমকোর্টে আপিল করে। এই মামলার বিচারক ফেলিক্স ফ্রাঙ্কফুর্টার লেখকের একজন বন্ধু হওয়ার পরও আগের রায়ই বহাল রাখেন।

১৯৪৮ সালে পর্ণোগ্রাফির বিরুদ্ধে হামলা পরিচালনার সময় ফিলাডেলফিয়ার পুলিশ যেসব বই জব্দ করেছিল তার মধ্যে ছিল উইলিয়াম ফকনার-এর *স্যাংচুয়ারি* এবং জেমস টি. ফারেল-এর ট্রিলজি–*স্টাড লোনিগান*। বহু বছর ধরে এসব উপন্যাস নিষিদ্ধ অবস্থায় পড়ে আছে। পেনসিলভানিয়ার বিচারপতি কার্টিস বক এসব বইয়ের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেন।

পুলিশি হামলার নিন্দা করে বিচারপতি বক ঘোষণা করেন এসব বইকে তখনই অশ্লীল বলা যাবে যদি এটা পড়ে পাঠক অপরাধীর মতো আচরণ করে। কিন্তু তার

সন্দেহ, এটা প্রমাণিত হবে যে এসব বইয়ের নিজস্ব একটা নেতিবাচক ক্ষমতা রয়েছে, কারণ পাঠকও প্রভাবান্বিত হয় বইয়ের পাতায় যে ঘটনা বর্ণিত হয়েছে তার দ্বারা নয়। 'গড়পড়তা মানুষ যদি এমন বই পড়ে, যাদের ইন্দ্রিয়পরায়ণতা তত তীব্র নয় তারা পড়ার পর হাই তুলবে'। বিচারপতি বক লেখেন, 'যদি কারও ইন্দ্রিয়পরায়ণতা তীব্র হয় তাহলে সে এবং বইয়ের পাতার মাঝখানে যা দাঁড়িয়ে থাকবে সেখানে তার কোনো ভূমিকা নেই।'

পর্ণোগ্রাফি সম্পর্কে এরকম সহৃদয় মূল্যায়ন কিছু বিচারপতির সঙ্গে ভাগাভাগি করা হয় ১৯৪৮ সালে। অধিকাংশই মতামত দেন যে সেই গ্রন্থকে অশ্লীল বলা যাবে যার মধ্যে অপরাধের অস্তিত্ব রয়েছে। যদি তা সরাসরি কোনো পাঠককে অপরাধের দিকে চালিত না করে তাহলে তাকে অশ্লীল বলা যাবে না। এ ধরনের চিন্তা-ভাবনা সাফল্যের সঙ্গে লড়াই করে টিকে থাকে ১৯৪০ থেকে ১৯৫০-এর মাঝামাঝি সময়ে। কিন্তু স্যামুয়েল রথ প্রতিটি সম্ভাব্য অপরাধের জন্য অভিযুক্ত হয়।

অশ্লীল বলে অভিযুক্ত *ওয়াগ্লিশ টেল অব চেকস* গ্রন্থটি বিক্রির দায়ে ডাক বিভাগ তার বিরুদ্ধে আবার অভিযোগ আনে এবং আরও দুটো গ্রন্থের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হয়। তার একটি হল *সেল্‌ফ্ ডিফেন্স ফর ওমেন*। এমনভাবে এই বইয়ের বিজ্ঞাপন দেয়া হয় যেন তা খুবই অশ্লীল এবং পুরুষকে তা উদ্দীপিত করে। অন্য বিজ্ঞাপনটি ছিল তুলনামূলকভাবে রোমান্টিক। কিন্তু এটা ছিল আবেগহীন একটা উপন্যাস, নাম *বামারাপ* যা জেলে থাকার সময় রথ লেখে। এই বিজ্ঞাপনের জন্য রথ অভিযুক্ত হয় প্রতারণার অভিযোগে।

উচ্চ আদালতে যখন এর বিচার হচ্ছে তখন এফবিআই এজেন্টরা তার কার্যালয় পরিদর্শন করে। তারা অভিযোগ করে, আলগের হিস নামে এক ব্যক্তির সঙ্গে তার যোগাযোগ রয়েছে যে পর্ণোগ্রাফির রাজা বলে পরিচিত। কিন্তু তারা বিষয়টি প্রমাণ করতে পারে না। পরবর্তীতে হিস ধরা পড়ে এবং সে নিজের অপরাধ স্বীকার করে।

রথ এবং তার স্ত্রী শহরতলিতে অবস্থিত ম্যানহাটন জেলা অ্যাটর্নি ফ্রাঙ্ক হোগান'র অফিসে যখন উপস্থিত হল তখন তার কিছু কর্মচারী সেখানে অপেক্ষা করছিল। তাদের কাছে জানতে পারে তার প্রকাশনার অফিসে পুলিশ হামলা করেছে। ডেস্ক, চেয়ার, টেবিল, ফাইল ক্যাবিনেট, বই, চিঠিপত্র সব পুলিশ গাড়িতে করে নিয়ে গেছে। তাদের টেলিফোনে এখন কথা বলছে পুলিশের লোকেরা। এই হামলা পরিচালিত হয়েছে হগানের সহকারী মওরিশ নাদজারি-এর তত্ত্বাবধানে। রথের এক কর্মচারী তাকে জিজ্ঞাসা করেছে এই সংস্থার ভবিষ্যৎ কী। সে উত্তরে বলেছে, 'আমার ধারণা তোমার বস এখন এই ব্যবসা পরিত্যাগ করবে।'

নাদজারি আদালতে রথ ও তার স্ত্রীর জামিন বাবদ ১০ হাজার ডলার দাবি করে। সে আরও বলে তেরোটি ভ্যানে করে পনেরো হাজারেরও বেশি অশ্লীল বই বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। পরবর্তী কয়েক দিন এই পুলিশি হামলা ছিল শহরের প্রধান খবর। কিন্তু কয়েক মাস পর উচ্চ আদালত যখন রথের অবৈধভাবে আয়কৃত সম্পদ বাজেয়াপ্ত করে, আবার সে প্রধান খবরে পরিণত হয়। জেলা অ্যাটর্নির অফিস মামলা খারিজ করে দিতে

চায় যদি রথ প্রতিজ্ঞা করে সে আর অশ্লীল গ্রন্থ প্রকাশ করবে না। রথ রাজি হয় এবং তার মামলা তুলে নেয়া হয়।

সিনেটর কেফাউভার ছিল ডেমোক্রেটিক দলের প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী। ১৯৫১ সালে টেলিভিশনে মাফিয়া-নেতাদের সাক্ষাৎকার গ্রহণের ভেতর দিয়ে সে জাতীয় স্বীকৃতি অর্জন করেছিল অপরাধের বিরুদ্ধে সংগ্রামকারী হিসেবে। কিন্তু কিছু কিছু সাংবাদিক জানত যে, সে একজন বিখ্যাত মেয়েখোর। একবার তার এসব কথা জানাজানি হয়ে যায়। তখন শিকাগোতে মাস্তানির বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলার জন্য এক সভায় তার বক্তৃতা করার কথা ছিল, কিন্তু তার আগের রাতে হোটেলে যখন সে নারী-উপভোগে ব্যস্ত ছিল তখন গোপনে তার ছবি তোলা হয়। এই নারীর যোগাযোগ ছিল নিষিদ্ধ জগতের সাথে। *নিউ ইয়র্ক টাইমস*-এ এই খবর প্রকাশের পর সে বিষয়টি বুঝতে পারে এবং শিকাগোর সভা বাতিল করে দেয়।

কিন্তু পর্ণোগ্রাফি বিষয়ক তদন্তে কেফাউভার রথকে অভিযুক্ত করে। শুরু হয় মামলা। এসময়ে তার স্ত্রী ও পরিবারের লোকেরা তাকে নীরবতা অবলম্বন করার পরামর্শ দেয়। রথ তখন আলফ্রেড কিনযে-কে টেলিফোন করে এবং বলে সে তাকে রক্ষা করার জন্য সাক্ষ্য দেবে কিনা। কিন্তু কিনযে অস্বীকার করে এবং জানায় সে অশ্লীলতাকে সমর্থন করে না। রথ জুরির সামনে নিজের অধিকার রক্ষার চেষ্টা করে সাহিত্যের মূল্যায়নকারী হিসেবে, কিন্তু আদালত তাকে চিত্রায়িত করে ঈশ্বর-অবমাননাকারী ও কামোত্তেজনার ফেরিওয়ালা হিসেবে।

যাহোক, উচ্চ আদালতে রথের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ প্রমাণিত হয়, যদিও ফেডারেল বিচারপতি জেরেমি ফ্রাঙ্ক সুপারিশ করেন মামলাটি পুনর্মূল্যায়ন এবং অশ্লীলতার আইনসম্মত অর্থকে আধুনিকায়ন করতে। ১৯৫৭ সালে এই আইনের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়, যে আইনের ওপর ১৮৬৮ সালের ইংলিশ আইনের প্রভাব রয়েছে। এই আইনে বলা হয় অশ্লীলতা হচ্ছে সেইসব বিষয়ের প্রবণতা যা অশ্লীল হিসেবে মানুষের মনকে কলুষিত করে, যা অনৈতিক প্রভাবের জন্য সারাক্ষণই উন্মুক্ত।

তারপরও ফ্রাঙ্কের অনিশ্চয়তা থেকেই যায়। তার মনে হয় একটা প্রকাশনা যে কোনো লোককে বিকৃত ও দুর্নীতিগ্রস্ত করে তুলতে পারে–হোক সে যুবক অথবা বৃদ্ধ এবং এই মতামত প্রকাশের আগে তিনি বিস্তৃত গবেষণা করেন, কিন্তু তার যুক্তির পক্ষে কোনো প্রমাণ খুঁজে পাননি। তিনি স্বীকার করেন যৌনসাহিত্য প্রায় সময়ই উত্তেজক, কিন্তু একই কথা বলা হয়ে থাকে পারফিউম ও কয়েক ডজন অন্যান্য বাণিজ্যিক পণ্য সম্পর্কে এবং সেসব ডাক বিভাগের মাধ্যমে সরবরাহ করা হয় এবং প্রদর্শন করা হয় দোকানের শোকেসে। নগ্ন নারীর ছবি নিঃসন্দেহে পুরুষকে উত্তেজিত করে, একইভাবে সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিজ্ঞাপনে স্নানের পোশাক বা অন্তর্বাস-পরা নারীর ছবি দেখেও সহজে মানুষ উত্তেজিত হয়ে থাকে। বস্তুতপক্ষে রুচিসম্মত পোশাক পরেও বহু নারী প্রতিদিন মানুষকে জনসমক্ষে উত্তেজিত করে তুলছে। বিচারপতি ফ্রাঙ্ক আরও যোগ করেন একজন মনোবিজ্ঞানীর উদ্ধৃতি দিয়ে, সিল্কের মোজায় ঢাকা একটা পা একখানা নগ্ন পায়ের চেয়ে অধিক আকর্ষণীয়।

বিচারপতি ফ্রাঙ্ক আরও জানান 'একদিন যাকে অশ্লীল বলা হচ্ছে, অন্যদিন তাকেই বলা হচ্ছে মেধাবী মানুষের কাজ। মৌলিকত্ব কখনও পর্যাপ্ত কোনো কিছু নয়, তবু তাকে উৎসাহ দেয়া উচিত দমননীতি প্রয়োগ করার চেয়ে। লেখকের চিন্তা-ভাবনা সংকীর্ণ হতে বাধ্য, যদি লেখার সময় তার একটা চোখ থাকে আইনের দিকে। লেখক ভাববে প্রকাশকের কথা। প্রকাশক আইন ও সেন্সর নিয়ে ভাববে এবং সে-ই কেবলমাত্র গ্রহণ করতে পারে কোনো পাণ্ডুলিপি অথবা প্রত্যাখ্যান করতে পারে। আমরা যদি লেখকদেরকে জেলে পুরে দিই তাহলে সমাজের তেমন কোনো ক্ষতি হবে না। কিন্তু লেখকরা ভীত হয়ে উঠবে যারা খুবই সংবেদনশীল এবং প্রতিবাদ করার ব্যাপারে তত উদ্যোগী নয়। ফলশ্রুতিতে তার সাহিত্য তেমন উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে পারবে না।'

১৯৫৭ সালের এপ্রিল মাসে *'স্যামুয়েল রথ বনাম ইউনাইটেড স্টেট অব আমেরিকা'* এই শিরোনামের মামলাটি কোর্টে উত্থাপন করা হয়। রথের উকিলের জন্য এটা ছিল একটা বিশাল পরিতৃপ্তির বিষয় যখন আদালত ঘোষণা করে যে, ১৮৭৩ সালের কমস্টক আইন ছিল অসংবিধানিক এবং রথ যে বিতর্কিত সাহিত্যকর্ম সরবরাহ করেছে তা প্রথম সংশোধনীর আওতায় অনুমতিযোগ্য–অর্থাৎ বেআইনি নয়। সরকারি উকিল ঘোষণা করে যে, বক্তব্যের চূড়ান্ত স্বাধীনতা এমন কিছু নয়, যা জনগণের নৈতিক স্বার্থকে ঝুঁকির মুখোমুখি এনে দাঁড় করিয়ে দেয়। এছাড়া সমাজ চায় তার অনুমোদন, বিশেষ করে ব্যক্তির বক্তব্য ও সংবাদপত্রের। নয়জন বিচারপতি উভয় পক্ষের বক্তব্য শোনার পর নিজেদের ভেতরে বিষয়টি নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করেন এবং দুইমাস পর তাদের প্রকাশিত মতামত থেকে জানা যায়, স্যামুয়েল রথের ব্যাপারে তাদের মিশ্র অনুভূতির কথা।

বিচারপতি উইলিয়াম ও ডগলাস উপলব্ধি করেন যে, রথকে ছেড়ে দেয়া উচিত। যদি রথ কোনো অপরাধ করে থাকে তাহলে সে পাঠকদের চিন্তাকে 'প্ররোচিত করেছে' কিন্তু আইন অমান্য করেনি অথবা সমাজবিরোধী কোনো কাজ করেনি। ডগলাস আরও যোগ করেন 'আমাদের জনগণের ওপর আমার আস্থা আছে। তারা ক্ষতিকর সাহিত্য প্রত্যাখ্যান করতে সক্ষম। এমনকি ধর্মতত্ত্ব, অর্থনীতি, রাজনীতি অথবা অন্যান্য বিষয়ের মিথ্যা থেকে সত্যকে খুঁজে বের করার যোগ্যতাও তাদের রয়েছে। বিচারপতি হুগো এল ব্লাক, ডগলাসের সঙ্গে একমত হন। তিনি জানান, পর্ণোগ্রাফি প্রথম সংশোধনীর মাধ্যমেই সুরক্ষিত করা হয়েছে এবং বিচারপতি ডগলাস তা সমর্থন করেছেন। তবে সতর্কতা হল, যদি আজ দমননীতির সাহায্যে সাধারণ পুস্তককে নিষিদ্ধ করা হয় তাহলে দেখা যাবে ভবিষ্যতেও দমননীতির কারণে সাহিত্যের অমূল্য রত্নও অন্ধকারে চাপা পড়ে থাকবে। বিচারপতি জন এম হারলানও একইভাবে ডগলাস ও ব্লাককে সমর্থন করেন।

কিন্তু প্রধান বিচারপতি আর্ল ওয়ারেন রথের বইয়ের বিজ্ঞাপনের ব্যাপারে আপত্তি তোলেন, যদিও বিষয়গুলো অশ্লীল নয়। তিনি চান রথের সাজা হওয়া উচিত। অন্য পাঁচজন বিচারপতি–ইউলিয়াম জে ব্রেনান, ফেলিক্স ফ্রাঙ্ক ফুটার, হ্যারোল্ড এইচ বার্টন, টম সি ক্লার্ক ও চালস ই হোয়াইটটেকার–প্রত্যেকেই দৃঢ়তার সাথে ঘোষণা করে রথ

অপরাধী। তারা বিশ্বাস করে রথ যা করেছে তা অশ্লীলতা। বিচারপতি ব্রেনান জানান, সামাজিক গুরুত্ব বিবেচনা করলে এটা অশ্লীলতার পর্যায়ে পড়ে এবং এসব নগ্নছবি বিকৃত যৌনকামনাকেই জাগিয়ে তোলে।

নয়জন বিচারপতির ভেতরে ছয়জনই রথকে শাস্তি দেয়ার কোনো কারণ খুঁজে পায় না। তারপরও তার পাঁচ বছরের সাজা হয়। এই খবরে সারাদেশের ধর্ম সংক্রান্ত দলগুলো খুবই আনন্দ প্রকাশ করে।

শুদ্ধ সাহিত্যের জাতীয় কার্যালয় থেকে একটা বক্তব্য দেয়া হয়, 'শ্লীলতার কারণগুলোকে আরও শক্তিশালী করা হয়েছে এবং পোস্টমাস্টার জেনারেল খুবই খুশি যে আদালত কমস্টকের আইন লঙ্ঘন করেনি।' ঘোষণা দেয়া হয় ডাক বিভাগ অশ্লীল বই ও পত্র-পত্রিকা বহন না-করার উদ্যোগ হিসেবে সুপ্রিম কোর্টের পদক্ষেপের এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানাচ্ছে।

বহু অ্যাটর্নি যত্নসহকারে বিচারপতি ব্রেনান-এর মতামত পাঠ করে এবং এই ঘোষণার মধ্যে তারা যৌন-অভিব্যক্তির প্রতি বৈধ দৃষ্টিভঙ্গির এক ঐতিহাসিক পরিবর্তন লক্ষ করে। তারা আরও বুঝতে পারে যে বহু বই নিষিদ্ধ অবস্থায় পড়ে আছে। এই প্রথমবার অশ্লীলতা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সুপ্রিম কোর্ট অবশেষে সমস্ত অনুদার ইংলিশ আইনের সংজ্ঞাগুলোর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে, ১৯৬৮ সালে *হিকলিন* মামলায় যা ব্যাখ্যা করা হয়েছিল।

হিকলিনের মামলায় ইংলিশ আদালত ঘোষণা দেয় বইয়ের একটি প্যারাগ্রাফ অশ্লীল বলে বিবেচিত হলে পুরো গ্রন্থই অশ্লীল ধরে নেয়া হবে। বিচারপতি ব্রেনান-এর ভাষায়, গ্রন্থের প্রভাব বিস্তারকারী ভাব, যদি অশ্লীল হয় তাহলে তা নিষিদ্ধ করতে হবে। *হিকলিন* মামলায় দেখা যায়, একটি যৌনগ্রন্থ–যেখানে সামাজিক গুরুত্ব বিবেচনা করা ছাড়াই অশ্লীলতা উপস্থাপন করা হয়েছে। ব্রেনান বলতে চান, যেখানে নূনতম হলেও সামাজিক গুরুত্ব স্থান পেয়েছে সেন্সরের উচিত তা এড়িয়ে যাওয়া। যাহোক অ্যাটর্নিরা অপেক্ষা করতে থাকেন বড় ধরনের কোনো অশ্লীলতার মামলা সুপ্রিম কোর্টে যদি আসে তাহলে বিচার-সংক্রান্ত মতামতের ভেতরে এর কারণ অনুসন্ধান করতে হবে। এ ধরনের একটি মামলা ১৯৫৭ সালের শেষদিকে হাইকোর্টে উপস্থাপিত হয়।

এটা ছিল আমদানি করা একটা ফরাসি ফিল্ম। নাম *দ্য গেম অব লাভ* যা শিকাগোতে নিষিদ্ধ করা হয়। কারণ, এই ছবিতে দেখানো হয়েছে একটা বিচ, যেখানে মূলত স্নান করা হয় এবং সেই বিচে একটা নৌকা দুর্ঘটনার পর এক নগ্ন যুবককে দেখা যায়। তারপর দেখা যায় অনেকগুলি যুবতী মেয়ে তার দিকে তাকিয়ে আছে। তারপর এক বয়স্ক ও আকর্ষণীয় নারীর সাথে তার দেখা হয়। সে তাকে যৌনমিলনের প্রলোভন দেখায় এবং তাকে শিক্ষা দেয় কীভাবে যৌনমিলন সম্পন্ন করতে হয়, যে অভিজ্ঞতা যুবক বয়সী এক নারীর কাছ থেকে কিছুদিনের মধ্যেই অর্জন করে। যখন দেখা গেল নগ্নতা ছাড়া কোনো যৌনদৃশ্য নেই এবং শুধু যৌনমিলনের ইঙ্গিত আছে মাত্র। ফেডারেল কোর্ট এই মামলা স্থগিত করে রাখে। যখন সুপ্রিম কোর্ট এই মামলা সম্পর্কে শোনে এবং ছবিটা দেখে তখন সামাজিক

গুরুত্বের উপস্থিতি লক্ষ্য করে রথের নতুন সংজ্ঞার আওতায় এবং ঘোষনা দেয় ছবিটা অশ্লীল নয়।

সুপ্রিম কোর্ট একটি সমকামী পত্রিকার ওপর অশ্লীলতার অভিযোগ আনে। পত্রিকার নাম *ওয়ান*। তাছাড়াও অভিযোগ আনা হয় নগ্নতাবাদীদের পত্রিকা *সানসাইন অ্যান্ড হেলথ*-এর ওপরও। সমকামিতার ওপর প্রকাশিত পত্রিকাটি লস এঞ্জেলস-এর পোস্টমাস্টার ডাক বিভাগের মাধ্যমে বহন না করার জন্য তা আলাদা করে ফেলে। এখানেও রথের সংজ্ঞা অনুযায়ী সুপ্রিম কোর্ট বলে, *ওয়ান* এক ধরনের দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিনিধিত্ব করে, যা এক ধরনের জীবনযাপন পদ্ধতি এবং সংবিধানেও স্বীকৃত 'ফ্রি স্পিচ অ্যামেন্ডমেন্ট'-এর আওতায়। আর হাইকোর্ট *সানসাইন অ্যান্ড হেলথ*-এর বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ সম্পর্কে জানায় এবং একই লক্ষ্যে প্রথমবারের মতো তা প্রতিষ্ঠিত হয় যে, যৌনকেশ ও যৌনাঙ্গ হল একটা 'ধারণা', নগতাবাদীদের আন্দোলনের জন্য তা অপরিহার্য এবং আইন অনুসারে তা ডাক বিভাগের মাধ্যমে বহনযোগ্য। পোস্টমাস্টার জেনারেল সামারফিল্ডের ক্রুদ্ধতার কারণে, হল *সানসাইন অ্যান্ড হেলথ*-এর এক সংখ্যায় তিনি ডাক বিভাগের এক কর্মচারীকে ছবিতে সূর্যস্নান করতে দেখেন ফ্লোরিডার এক ন্যুডিস্ট ক্যাম্পে। তিনি তাকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করেন।

ক্রমশ একটা অশ্লীলতার মামলার পরই অন্য একটা অশ্লীলতার মামলা যখন পরস্পরবিরোধী দৃষ্টান্ত নিয়ে উপস্থাপিত হতে শুরু করে তখনই সুপ্রিম কোর্ট উত্তেজক বলে বিবেচিত বিভিন্ন উপন্যাস ও ফিল্মকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করার বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করতে থাকে রথের নতুন সংজ্ঞা অনুযায়ী, যে তখনও লিউসবার্গের কারাগারে বন্দিজীবন যাপন করছে। রথ জেলে বসে ডাক বিভাগের মাধ্যমে সব বইই পেত, যেখানে তার অবদান রয়েছে।

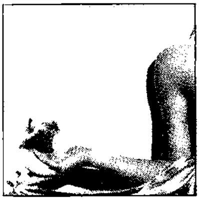

পুরুষটা মেয়েটির দিকে পেছন ফেরা অবস্থায়ই বিছানা থেকে নেমে গেল– নগ্ন, শুভ্র এবং ছিমছাম তার শরীর এবং সে হেঁটে গেল জানালার দিকে। একটু থামল, জানালার পর্দা তুলল এবং এক মুহূর্ত বাইরের দিকে তাকাল। পুরুষটির পেছন দিকটা ছিল সাদা এবং সুন্দর। তার ছোটখাট পেলব পুরুষালি পাছা অপরূপ। পেছন থেকে দেখেও তাকে বেশ শক্তিশালী মনে হচ্ছে।

পুরুষটা নারীর দিকে ফিরতে লজ্জা পাচ্ছিল, কারণ সে নগ্ন হলেও তার লিঙ্গ উত্তেজিত। সে তার শার্টটা মেঝে থেকে কুড়িয়ে নিয়ে লিঙ্গ ঢাকে এবং মেয়েটার দিকে এগিয়ে আসে।

'না' মেয়েটা বলে এবং তার দুলতে থাকা নগ্ন স্তনদুটি তার হালকা-পাতলা হাতদুটো দিয়ে ঢাকতে চেষ্টা করে, 'দাঁড়াও, আমাকে দেখতে দাও আমি তোমাকে দেখব।'

পুরুষটা তার শার্ট ফেলে দিয়ে খাড়া লিঙ্গ নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল এবং দেখতে লাগল মেয়েটিকে। নিচু জানালা দিয়ে সূর্যালোক এসে আলোকিত করেছে তার উরু এবং পেট, লালচে সোনালি রঙের যৌনকেশের হালকা মেঘের ভেতর থেকে কালচে খাড়া লিঙ্গটা মাথা উঁচু করে তার দিকে চেয়ে আছে। দেখেই তার মনে হচ্ছে ওটা বেশ গরম। সে একই সঙ্গে উত্তেজিত ও ভীত হয়।

'কী অদ্ভুত।' মেয়েটা ধীরে ধীরে বলে, 'সে কী অদ্ভুতভাবে ওখানে দাঁড়িয়ে আছে। কতো বড়! কালো কুচকুচে এবং অতিরিক্ত আস্থাভাজন। তাই নয় কি?'

পুরুষটা মাথা নিচু করে নিজের শরীরের দিকে তাকিয়ে হাসল। তার বুকের লোমগুলিও কালো। কিন্তু তার তলপেটের নিচে অর্থাৎ লিঙ্গের ওপর ঘন কুঞ্চিত লালচে সোনালি চুল যেন একটা ছোট্ট মেঘ।

মেয়েটি জড়ানো গলায় বিড়বিড় করে বলে, 'তোমার ওটা খুবই গর্বিত এবং রাজকীয় ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে। এখন আমি বুঝতে পারলাম কেন পুরুষরা অন্যকে বশীভূত করে! কিন্তু এই জিনিসটা খুবই চমৎকার, সত্যিই। আলাদা একটা অস্তিত্বের মতো! যদিও সামান্য ভয় পাইয়ে দেয়, তারপরও অপরূপ এবং সে আমার দিকে এগিয়ে আসছে।' মেয়েটা ভয়ে এবং উত্তেজনায় দাঁত দিয়ে তার নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরে...

'নাও এবার শুয়ে পড়ো।' পুরুষটি বলল, 'শুয়ে পড়ো এবং আমাকে করতে দাও।' পুরুষটা তখন খুবই ব্যস্ত।

তারা কিছুক্ষণ পর যখন শান্ত হয় তখন নারী আবার পুরুষটিকে নগ্ন করে তারা লিঙ্গের রহস্য আবিষ্কার করতে চায়।

মেয়েটি বলে, 'এখন সে ছোট এবং নরম, যেন জীবনের একটি মুকুল।' সে নরম লিঙ্গটি হাতের মুঠোয় নেয় এবং আবার বলে, 'তোমার এখানকার চুলগুলি কী সুন্দর!

তোমার অন্যান্য চুলের থেকে আলাদা, একেবারে আলাদা!'

'এটা হচ্ছে জন টমাসের যৌনকেশ, আমার নয়।' পুরুষটি বলল। 'জন টমাস, জন টমাস' বলতে বলতে নারী পুরুষটির লিঙ্গে চুমু খেল যা আবার শক্ত হতে শুরু করেছে।

পুরুষটি বলল, 'হ্যাঁ সে তার শিকড় প্রবেশ করিয়েছে আমার আত্মায় এবং সে একজন ভদ্রলোক। কখনও কখনও আমি বুঝতেই পারি না তার সঙ্গে কীরকম আচরণ করা উচিত। হ্যাঁ, অবশ্যই তার নিজের ইচ্ছা রয়েছে এবং এই ইচ্ছা তাকে উত্তেজিত করে তোলে এবং তাকে সন্তুষ্ট করে। যদিও আমি তার ইচ্ছাকে হত্যা করতে পারি না।'

'এতে বিস্ময়ের কিছু নেই যে মানুষ তার ব্যাপারে বরাবরই ভীত। সে সত্যিই খুব ভয়াবহ।' মেয়েটি বলল।

পুরুষটির সমস্ত শরীরে একটা আনন্দের শিহরণ বয়ে গেল। তার চেতনা পরিবর্তিত হতে লাগল এবং সে নিজের দুই উরুর মাঝখানে তাকাল। সে অসহায়ের মতো দেখতে লাগল তার নরম লিঙ্গ ধীরে ধীরে জেগে উঠছে, শক্ত হচ্ছে এবং একসময় তা প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাস নিয়ে দাঁড়িয়ে গেল, যেন একটা টাওয়ার। নারী এবার উত্তেজিত লিঙ্গ দেখে উত্তেজনায় শিউরে ওঠে।

'তোমার ওখানে এটাকে নাও। সে খুব বেশি মোটা নয়।' পুরুষ বলল। একটা অব্যক্ত আনন্দ তখন নারীর শরীরের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হয় যখন সে তার ভেতরে প্রবেশ করে এবং দুটি শরীরের ভেতরে যেন আনন্দ গলে গলে পড়তে থাকে যতক্ষণ নারীর কণ্ঠ থেকে শীৎকারমিশ্রিত কান্না বেরিয়ে না আসে।

এই দৃশ্য এবং কিছু অন্তরঙ্গ বর্ণনা সম্বলিত প্যারাগ্রাফের কারণে লেডি চ্যাটার্লিজ লাভার তিরিশ বছর আমেরিকায় নিষিদ্ধ হয়ে আছে। ১৯৫৯ সালে এক বিচারপতি অশ্লীলতার নতুন সংজ্ঞার আওতায় এই নিষেধাজ্ঞা তুলে দেন এবং ডি এইচ লরেন্সকে মেধাবী মানুষ বলে স্বীকৃতি দান করেন।

লরেন্স বেঁচে থাকলে খুবই খুশি হতেন। ১৯২৮ সালে তিনি এই উপন্যাস লেখেন। দুই বছর আগে তিনি মারা গেছেন। তিনি অভ্যস্ত ছিলেন শুনতে যে তিনি একজন পর্ণোলেখক এবং কামাসক্ত। এক ইংরেজ সমালোচক বলেছিলেন, সে হচ্ছে এমন একজন দানব যে আমাদের সাহিত্যকে কলুষিত করছে।

লেডি চ্যাটার্লিজ লাভার হচ্ছে লরেন্সের দশম এবং শেষ উপন্যাস এবং এখানে বর্ণিত হয়েছে হতাশাগ্রস্ত এক স্ত্রীর কাহিনী, যার স্বামী একজন অক্ষম অভিজাত ধনী পুরুষ এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় সে আহত হয়। এই নারীর গোপন প্রেম হচ্ছে তার বাড়ির পশুপাখি রক্ষণাবেক্ষণকারীর সঙ্গে এবং তার দ্বারাই সে গর্ভবতী হয়ে পড়ে এবং এই লোকের জন্যই সে তার স্বামীকে পরিত্যাগ করে, এমনকি তার সামাজিক অবস্থানও। ব্যভিচার সত্ত্বেও লরেন্স মনে করে তিনি দৈহিক ভালোবাসার ওপর একটা ইতিবাচক গ্রন্থ রচনা করেছেন এজন্য যে, গোঁড়ামিতে পরিপূর্ণ মানুষ তার শরীরের সন্ত্রাস থেকে মুক্ত হতে পারবে। তিনি আরও বিশ্বাস করতেন যৌনতার প্রতি যথাযথ শ্রদ্ধাবোধ এবং শারীরিক অভিজ্ঞতার প্রতি যদি কোনো সম্ভ্রম না থাকে তাহলে যৌনতা মোটেই স্বাস্থ্যকর কোনো আচরণ নয় এবং সে কারণেই তিনি যৌনতার ভেতর দিয়ে জেগে ওঠা এক নায়িকা সৃষ্টি করেন, যে তার প্রেমিকের পশ্চাৎদেশ থেকে ডুমুরপাতা সরিয়ে ফেলে এবং পরীক্ষা করে তার পৌরুষের রহস্য।

লরেন্সের আগে চিত্রশিল্পী ও পর্ণো-লেখকদের পক্ষে সম্ভব হয়নি নারীশরীরকে এত খোলামেলা করে প্রদর্শন করা, এমনকি লিঙ্গ এত প্রকটভাবে প্রকাশিত হয়নি বিশেষ করে উত্থিত অবস্থায়, কিন্তু এটা ছিল লরেন্সের একটা সংকল্প–একটা *লৈঙ্গিক উপন্যাস* লেখা। এই উপন্যাসে লেডি চ্যাটার্লির দৃষ্টি সারাক্ষণ তার প্রেমিকের লিঙ্গের ওপর নিবদ্ধ। সে আঙুল দিয়ে তাতে টোকা দেয়, নিজের স্তন তাতে ঘষে ঘষে আদর করে, স্পর্শ করে তার ঠোঁট দিয়ে। সে হাত দিয়ে ধরে দেখে তার হাতের ভেতরেই এটা খাড়া হয়ে উঠেছে। সে তার প্রেমিকের শরীরের নিচেও উল্টো হয়ে পৌঁছে যায় অণ্ডকোষ আদর করার জন্য। সে অনুভব করে তার বিস্ময়কর কোমলত্ব এবং ওজন এবং তার হাজারো বিস্ময়ের বর্ণনা লরেন্স যেভাবে দিয়েছেন তাতে অসংখ্য পাঠক উত্তেজনা অনুভব করবে এবং তারা কল্পনা করবে তাদের লিঙ্গে লেডি চ্যাটার্লির হাত, ঠোঁট, ও স্তনের স্পর্শ এবং হস্তমৈথুনের ভেতর দিয়ে কল্পনায় শিহরণ অনুভব করবে তার প্রেমিক হওয়ার জন্য।

কামোত্তেজক কাহিনী মানুষকে হস্তমৈথুনে নেতৃত্ব দেয়। সে কারণেই এই গ্রন্থ নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। কিন্তু পশুপাখি রক্ষণাবেক্ষণকারীর চরিত্রের ভেতর দিয়ে যে সংবেদনশলীলতা ও মনস্তাত্ত্বিক বিচ্ছিন্নতা তুলে ধরা হয়েছে তাতে দেখা যায়, মানুষ তার লিঙ্গ সম্পর্কে প্রায়ই চিন্তা করে-ফলে মনে হবে এটা তার নিজের একটি ইচ্ছা, একটি অহংবোধ, যা এর আকৃতিরও ওপরে বসবাস করে এবং এর চাহিদার কারণে সে ঘনঘন লজ্জিত হয় যেন এটা একটা মোহগ্রস্ততা এবং আগাম কিছু বলা যায় না এরকম একটি প্রকৃতি। মানুষ মাঝে মাঝে অনুভব করে যে লিঙ্গ তাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করে। এই লিঙ্গই রাত্রিবেলায় নারীর কাছে আনুগত্য ভিক্ষা করে, ভোরবেলা যার নাম পুরুষ ভুলে যেতে চায়। তার এই চাহিদা সবসময়ই প্রমাণ করে যে, সে সক্ষম। একই সঙ্গে বাড়িয়ে তোলে বিভিন্ন জটিলতা এবং প্রত্যাখ্যান। আবার সামান্য প্রলোভন দেখালেই তা দিন ও রাত্রিতে সহজলভ্য, সে তার ভূমিকা পালন করে যায় উদ্দেশ্যমূলকভাবে এবং ক্লান্তিহীনভাবে। সে সংবেদনশীল, বর্ধিত হয়, সে ভেদ করে, সে অনুসন্ধানী, স্পন্দময়, সে আবার নেতিয়ে পড়ে এবং কিছুক্ষণ পর আবার চায়। এমনকি লিঙ্গ তার বিকৃত বাসনাও গোপন করে না। এটাই হল পুরুষের সবচেয়ে সৎ একটি অঙ্গ।

লিঙ্গ পৌরুষেরও প্রতীক। এটা ভারসাম্যহীন, ঝুলন্ত এবং প্রায় সময়ই দেখতে কুৎসিত। জনসমক্ষে এটা প্রদর্শন করা খুবই অশোভন। পাথরের তৈরি লিঙ্গও অসহায় এবং পৃথিবীর সব জাদুঘরই অসংখ্য পুরুষের ভাস্কর্যে সমৃদ্ধ, যেখানে অসংখ্য বিভিন্ন আকারের লিঙ্গ দেখা যায়। ধর্মীয় চিত্রকলায় প্রায়ই লিঙ্গের প্রতিনিধিত্ব করে সাপ। দেখা যায় আশীর্বাদকৃত কুমারীর পায়ের তলায় চূর্ণবিচূর্ণ হচ্ছে সাপ।

হস্তমৈথুনকে চার্চ সবসময়ই পাপকর্ম হিসেবে বিবেচনা করেছে। ধর্মের নৈতিক শক্তির প্রথা এবং আইন লিঙ্গকে পরিশুদ্ধ করে তুলতে চায়, সংরক্ষণ করতে চায় এর বীজ কিন্তু লিঙ্গ প্রকৃতিগতভাবে একগামী অঙ্গ নয়। নৈতিকতা সম্পর্কে সে কিছুই জানে না। প্রাকৃতিক রীতিতে সে তৈরি হয়েছে অপচয় হওয়ার জন্য। তার বহু ধরনের আকাঙ্ক্ষা–পতিতা, অবিবাহিত নারী, বিবাহিত নারী, হোক তা ব্যভিচার বা লাম্পট্য কোনো কিছুতেই তার আপত্তি নেই।

পর্ণোগ্রাফি সেইসব পুরুষের লিঙ্গকে উত্তেজিত করে তোলে যারা পতিতা বা উপপত্নী যোগাড় করতে পারে না অথবা লাজুক, কিংবা নিজে কুৎসিত অথবা যারা অল্পকালের জন্য নারীর কাছ থেকে আলাদা থাকে (বিশেষ করে জেল বা হাসপাতালে থাকার সময়) অথবা স্ত্রী বা প্রেমিকার প্রতি বিশ্বস্ত থাকতে চায় এবং অন্য কারো সঙ্গে যৌনকর্ম করতে চায় না, তারাই এসব নগ্নপত্রিকা দেখে কিংবা উত্তেজক কাহিনী পড়ে কল্পনায় যৌনতৃপ্তি লাভ করে থাকে। কেউ কেউ স্ত্রীর সঙ্গে যৌনমিলনকালে এসব দেখে বা পড়ে। তারা নিজের স্ত্রীকে অন্য মেয়েমানুষ কল্পনা করে সুখ পায়। একে বলা হয় 'সুপারইমপোজিশন' অর্থাৎ একজনের ওপর অন্যজনকে চাপিয়ে দেওয়া। এটা পুরুষের খুবই সাধারণ এবং গোপন আচরণ। এই কাজের জন্য উত্তেজিত হতে পর্ণোগ্রাফির প্রয়োজন পড়ে না। মানুষের কল্পনাপ্রবণতাই এই তৃপ্তির জন্য যথেষ্ট।

প্রতিদিনই লিঙ্গ প্রার্থনা করে যেন সে যৌনদৃশ্য দেখতে পারে রাস্তায়, স্টোরে, অফিসে, বিলবোর্ডের বিজ্ঞাপনে, টেলিভিশনের বিজ্ঞাপনে। হয়তো দেখা গেল লালসাপূর্ণ দৃষ্টিতে এক স্বর্ণকেশী মডেল টিউব থেকে টিপে ক্রিম বের করছে এবং হাসছে। ট্রাভেল এজেন্সিতে রিসিপশনিস্ট বসে আছে যার ব্লাউজ ফুটো করে বেরিয়ে আসতে চাচ্ছে তার বিশাল স্তনের বড় বড় বোঁটাগুলো। ডিপার্টমেন্টাল স্টোরের চলমান সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে আছে টাইট জিন্স পরা একঝাঁক ঢাউস পাছাওয়ালা নারী। কসমেটিকসে দোকানে পারফিউমের গন্ধ সঙ্গে নিয়ে এল লোকাট ব্লাউজ পরে অর্ধেক স্ত ন বের করা কোনো যুবতী।

নগর এখন উপহার দেয় বিভিন্ন গোত্রীয় উর্বরতার নৃত্যকলা, তুলে ধরে যৌনশিকারের জন্য নির্দিষ্ট ক্ষেত্রগুলি এবং বহু পুরুষ বারবার একটা চাপ অনুভব করে শিকারি হিসেবে নিজের জন্মগত প্রবৃত্তিকে পরীক্ষা করে দেখার। লিঙ্গ প্রায়ই বিবেচিত হয় একটা অস্ত্র হিসেবে। পুরুষের কাছে এটা একটা বোঝা, কখনও কখনও অভিশাপ। তাই লিঙ্গই তাকে ক্লান্তিহীন লম্পটে পরিণত করে, সে লুকিয়ে অন্যের যৌনক্রিয়া দেখে আনন্দ পায়, এই লিঙ্গই তাকে জনসমক্ষে হস্তমৈথুন করতে বাধ্য করে, এই লিঙ্গই তাকে পরিণত করে ধর্ষকে। এই লিঙ্গটি এক সৈনিককে কর্তব্যে অবহেলা করতে নেতৃত্ব দেয়, এই লিঙ্গের কারণেই বিবাহ-বিচ্ছেদ, সন্তানদের আলাদা হয়ে যাওয়া এবং নিঃসঙ্গতার জন্ম। কখনও কখনও এই লিঙ্গই রাজনৈতিক নেতার জন্য কেলেঙ্কারির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

সামান্য কিছু মানুষ লিঙ্গ নিয়ে অসুখী। তারা যৌনকর্ম থেকে অব্যাহতি পেতে চায়। কিন্তু সেই পশুপাখি রক্ষণাবেক্ষণকারীর মতো অধিকাংশ মানুষই স্বীকার করে যে তারা এই প্রকৃতিকে হত্যা করতে চায় না। লরেন্স একে বলেছেন শরীরের সন্ত্রাসী। তা সত্ত্বেও যৌনতার শিকড় হল মানুষের আত্মায় এবং এই যৌনতার তৃপ্তি ছাড়া সে কোনোভাবেই সুখী জীবনযাপন করতে পারে না। যৌনতা হারিয়ে লর্ড চ্যাটার্লি তার লেডিকেও হারিয়েছেন।

প্রকৃত অর্থে লর্ড চ্যাটার্লি যুদ্ধের শিকার। যুদ্ধক্ষেত্রে আহত হয়ে তিনি পরবর্তীতে পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হন। ফলে তার স্ত্রী তাকে পরিত্যাগ করে তার বাড়ির পশুপাখি

রক্ষণাবেক্ষণকারীর সঙ্গে চলে যায়। এই কাহিনী ইংরেজদের কাছে একই সঙ্গে করুণ এবং অশ্লীল। ১৯২৮ সালে লরেন্স এই উপন্যাস লেখা শেষ করেন। কিন্তু তার প্রকাশক এবং এজেন্ট দুজনেই এই বইয়ের সঙ্গে যুক্ত থাকতে অস্বীকৃতি জানায়।

অন্যান্য প্রকাশকরাও যখন তার এই গ্রন্থ প্রত্যাখ্যান করে লরেন্স তখন পাণ্ডুলিপি নিয়ে ফ্লোরেন্সে যান এবং একজন ইতালীয় মুদ্রকের সহায়তায় বইটি প্রকাশ করার উদ্যোগ নেন। উল্লেখ্য, এই ইতালীয় ছাপাখানার মালিক মোটেও ইংরেজি জানত না। সে লরেন্সের মুখে মুখে অশ্লীল দৃশ্যের যেটুকু ভাষান্তর শোনে তাতেই সে খুশি হয় এবং বলে যে, 'আমরা তো এসব প্রতিদিনই করি।' সে এক হাজার কপি বই ছাপে। হাতে তৈরি ইটালিয়ান কাগজে ছাপা হয় *লেডি চ্যাটার্লিজ লাভার*। চমৎকার শক্ত কভারে বাঁধাই হয়ে তার স্বাক্ষরসহ তা বাজারে ছাড়া হয়। দাম দশ ডলার। বইটি চোরাচালানের মাধ্যমে ইংল্যান্ডে গিয়ে পৌঁছায় এবং লরেন্সের অনেক বন্ধুর মাধ্যমে তা বহু পাঠকের হাতে হাতে ঘুরতে থাকে। পাঠক গ্রন্থটির প্রতি উৎসুক হয়ে ওঠে, কারণ সমালোচকরা বলেছে এই হল অশ্লীলতার নরক এবং ইংরেজি সাহিত্যের সবচেয়ে অশ্লীল গ্রন্থ।

প্রথম সংস্করণ দ্রুত শেষ হয়ে যায় এবং দ্বিতীয় সংস্করণটিও প্রকাশিত হয়। হঠাৎ করেই বইটি ইংল্যান্ডে দুষ্প্রাপ্য হয়ে ওঠে। লরেন্সের বন্ধুদের বাড়িতে তখন হামলা চালানো হয় একখানা বই যোগাড়ের জন্য। উদ্দেশ্য একটাই–বইটি বাজেয়াপ্ত করা। আমেরিকায় সেন্সর তখন খুবই সতর্ক। নিউ ইয়র্কের কাস্টমস অফিসার বেশ কয়েকটি চালান পাকড়াও করে এবং লরেন্সের বক্তব্য অনুসারে, চোরাচালানের মাধ্যমে কয়েক হাজার কপি ইটালিয়ান সংস্করণ তখন বিক্রি হয়ে যায়। চোরাচালানিরা কেউ কেউ সাধারণভাবে বাঁধাই করে বিক্রি করে, আবার অনেকে শক্ত কভার দিয়ে বাঁধাই করায় তা বাইবেল মনে হয়।

চোরাচালানিদের দৌরাত্ম্যের কারণে লরেন্স রয়্যালটি থেকে বঞ্চিত হন। কিন্তু পাঠক খুশি, কারণ চোরাচালানিরাই বইটি তাদের কাছে সহজলভ্য করে তুলেছে, যা তার ইতালীয় প্রকাশক করতে পারেনি। স্যামুয়েল রথের মতো বহুলোক গোপনে বইটি পুনর্মুদ্রণ করে প্রচুর অর্থ আয় করে। দুবার এই উপন্যাস প্রকাশ ও বিক্রির দায়ে রথ কারাভোগ করে এবং প্রত্যেকেরই পাঁচ বছর করে সাজা হয়। যেমন রথ এই সাজা ভোগ করেছে ১৯৫৬ সাল থেকে। লেডি চ্যাটার্লিজ লাভার আমেরিকায় বৈধ ঘোষণা করা হয় ১৯৫৯ সালের গ্রীষ্মকালে।

লেডি চ্যাটার্লিজ লাভার-এর ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার পর আমেরিকার পোস্টঅফিস অপর একটা মামলা দায়ের করে বারনি রসেট-এর নামে। তার প্রকাশনা সংস্থার নাম গ্রোভ প্রেস। রসেট অনেকগুলি উত্তেজক বই প্রকাশ করেছিল। সে রথকে চিনত। এসব বই যখন সে প্রকাশ করে তখন জাতি যৌনসাহিত্যের ব্যাপারে বেশ নমনীয় মনোভাব পোষণ করতে শুরু করেছে। তবুও রসেট হেনরি মিলারের *ট্রপিক অব ক্যান্সার* ছাপার জন্য অভিযুক্ত হয়।

প্রাইভেট স্কুলে পড়ার সময় সে যৌথভাবে একটা পত্রিকা সম্পাদনা করত। পত্রিকার নাম ছিল *অ্যান্টি এভরিথিং*। একবার এক থিয়েটার হলের সামনে সে

পিকেটিংয়ে অংশ নেয়। ছবিটার নাম ছিল *গন উইথ দ্য উইন্ড* এবং এই ছবিতে কালোদের মর্যাদাহানি করা হয়েছিল। এক স্কুলের ফুটবল দলে সে ছিল একজন তারকা খেলোয়াড়। তখন সে ডেটিং করত ক্লাসের সবচেয়ে সুন্দরী মেয়েটির সঙ্গে। তার এলাকায় তার বয়সী ছেলেদের মধ্যে সেই প্রথম গাড়ি চালায় এবং *ট্রপিক অব ক্যান্সার*-এর নিষিদ্ধ কপি সেই প্রথম কেনে।

১৯৪০ সালে সোয়ার্থমোর কলেজে পড়ার সময় সে একটা ইংরেজি কাগজে হেনরি মিলারের ওপর একটা প্রবন্ধ লেখে। ফলে ক্লাসের পরীক্ষায় তাকে বি-মাইনাস দেওয়া হয়। তারপর সে শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে আসে। তিন মাস থাকার পর তার ভেতরে অসন্তুষ্টি দানা বাঁধতে থাকে এবং সে লস এঞ্জেলেসে চলে আসে। ১৯৪৪ সালের অক্টোবরে সে সামরিক বাহিনীতে তালিকাভুক্ত হয়।

যুদ্ধশেষে রসেট তার বাড়ি ফিরে আসে। শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দর্শনশাস্ত্রে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করে। এ সময় এক স্বর্ণকেশীর সঙ্গে তার প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। শৌখিন প্রকৃতির এই মেয়েটি একজন চিত্রকর হতে চায়। এই মেয়েটির সঙ্গে রসেট বিয়ে ছাড়াই বসবাস করতে থাকে। ফলে অপবাদ ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে। প্রথমে তারা নিউইয়র্কে থাকত, তারপর ফ্রান্সে এবং অবশেষে ১৯৪৯ সালে তারা বিয়ে করে, কিন্তু রোমান্স ততদিনে শেষ হয়ে গেছে।

নিউইয়র্কে আসার পরে মেয়েটি রসেটকে পরিত্যাগ করে একজন ইহুদি আমেরিকান বিমূর্ত চিত্রকরকে বিয়ে করে এবং রসেট বিয়ে করেন বইয়ের দোকানের এক যুবতী কর্মচারীকে, যার পিতা ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় একজন জার্মান ইনটেলিজেন্স অফিসার। ১৯৩৩ সালে রসেট যখন পুনরায় বিয়ে করে তখন তার বয়স তিরিশ বছর। এর একবছর পর সে গ্রোভ প্রেসের মালিক হয় এবং প্রতিভাবান লেখকদের বই প্রকাশ করতে শুরু করে– যা বাণিজ্যিক নয়, নয় প্রথাগত উপন্যাস। কিন্তু রসেটের নিজস্ব রুচি ছিল এবং সে ঝুঁকি নিতে রাজি।

যেসব লেখকদের সঙ্গে তার সেসময় চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় তারা হচ্ছে জাঁ জেনে, স্যামুয়েল বেকেট, ইউজিন আয়োনেস্কো, এ্যালেইন রবি-গিলবার্ট, সিমন দ্য বুভেয়ার এবং অন্যান্য ইউরোপীয় লেখক, যারা তখন প্যারিসে বসবাস করছে। প্যারিস তখন পাশ্চাত্য সংস্কৃতির রাজধানী। রসেট তখন শুধুই প্রকাশক ও ফরাসি এজেন্টদের সঙ্গেই সারাক্ষণ দর কষাকষি করছে না, একই সঙ্গে সে খুঁজে বের করছে সেইসব যুবক আমেরিকানদের যারা প্যারিসে সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশ করছে অথবা লিখছে প্রথম উপন্যাস। প্যারিসে শিল্প সাহিত্যের স্বাধীনতা ছিল এবং সে সময়ের বিখ্যাত প্রকাশক হচ্ছে মওরিস গিরেডিয়াস।

মওরিস গিরোডিয়াস ছিল রসেটের মতোই ইহুদি পিতা ও ক্যাথলিক মায়ের সন্তান। রসেটের সঙ্গে প্যারিসে দেখা হওয়ার পর দুজনের একটা পেশাগত সম্পর্ক গড়ে ওঠে। তার প্রকাশনার নাম অলিম্পিয়া প্রেস। প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৫৩ সালে। তার প্রথম প্রকাশনা হচ্ছে ভ্লাদিমির নবোকভের *লোলিতা'র* ইংরেজি অনুবাদ। তারপর প্রকাশ করে জে.পি. ডনলেভির *দ্য জিনজার ম্যান*, পাউলিন রেগির *স্টোরি অব ও*

উইলিয়াম বাররোজ এর *ন্যাকেড লাঞ্চ* এবং টেরি সাউদান ও ম্যাসন হাফেনবার্গ এর যৌথভাবে লেখা উপন্যাস *ক্যান্ডি*। রসেটের মতো গিরোডিয়াসও ছিল সাহসী ও বেপরোয়া। সে সাধারণত প্রকাশ করত রাজনৈতিক প্রবন্ধ এবং ফরাসি ভাষায় রাশিয়ান ক্লাসিকস। উত্তেজক গ্রন্থের মধ্যে তার প্রকাশিত গ্রন্থগুলি হল, *দ্য ওপেন মাউথ, দ্য চ্যারিওট অব ফ্লেশ* এবং *হোয়াইট থাই*।

শেষোক্ত উপন্যাসটি লেখা হয় ছদ্মনামে–ফ্রান্সিস লেনজেল। এটা ছিল সে সময়ের মেধাবী স্কটিশ লেখক আলেকজান্ডার ট্রোক্কি'র রচনা। সে ছিল প্যারিসভিত্তিক সাহিত্য-পাক্ষিক *মার্লিন*-এর সম্পাদক। গিরোডিয়াস একটি থ্রিলারও প্রকাশ করে। তার নাম ছিল *লাস্ট*। গ্রন্থের লেখক বৃটিশ কবি খ্রিস্টোফার লজ। উল্লেখ্য, বহু লেখক তখন নিজের নাম গোপন করতে চাইতেন সেন্সরকে এড়ানোর জন্য। তবে গিরোডিয়াসের জন্য ছদ্মনামে লিখত এরকম কিছু ছদ্মনাম ধারী লেখক হচ্ছে মার্কাস ভ্যান হেলার, মাইলস আন্ডারউড এবং কারমেনসিটা ডি লাস লুনাস। গিরোডিয়াসের যখন অর্থের সমস্যা দেখা দিত তখন সে পাঠকের কাছে চিঠি পাঠাত এই বলে যে, নতুন একটি যৌন উপন্যাস প্রকাশিত হতে যাচ্ছে এবং প্রত্যেকেরই তা কেনা উচিত। পাঠকের কাছ থেকে উত্তর আসতে থাকে যে বইটা তারা কিনতে চায় এবং চিঠির সঙ্গে তারা আগাম অর্থও পাঠায়। তারপর গিরোডিয়াস কোনো একজন লেখক ধরে একটি উপন্যাস লেখায় এবং প্রকাশিত হওয়ার পর তা সে পাঠকের ঠিকানায় পাঠিয়ে দেয়।

গিরোডিয়ার-এর পিতা কাহেন ছিল একজন বিশেষজ্ঞ লেখক এবং প্রকাশক। প্যারিস থেকে প্রকাশিত তার কিছু কিছু ইংরেজি বই প্রায়ই অশ্লীল বলে বিবেচিত হত। জ্যাক কাহেন জন্মেছিল ম্যাঞ্চেস্টারে এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় সে ছিল তরুণ বৃটিশ সৈনক। বক্ষব্যাধিতে ভুগে সে মারা যায় ১৯৩৯ সালে। কাহেন ইংল্যান্ড ছেড়ে তার সেক্সি ফরাসি স্ত্রীকে নিয়ে প্যারিসে চলে আসে। সেখানে সে প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে। হেনরি মিলারের সঙ্গে তার বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে এবং *ট্রপিক অব ক্যান্সার*-এর সেই হল প্রথম প্রকাশক।

তার নিজেরও কিছু উত্তেজক উপন্যাস ছিল এবং সেগুলিসহ সে আরও প্রকাশ করে সিরিল কন্নোলি ও এ্যানিস নিন-এর রচনা। একই সঙ্গে ছাপে ফ্রাঙ্ক হ্যারিসের *মাই লাইফ অ্যান্ড লাভ*, জেমস জয়েসের কবিতা এবং লরেন্স ডারেলের প্রথম উপন্যাস *দ্য ব্লাক বুক*।

গিরোডিয়াস একটা বই প্রকাশ করে ব্যবসায়ী নেতা ও জনগণের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করে এবং ফরাসি আদালতে যখন তার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয় তখন সে খুবই অসহায় হয়ে পড়ে এবং তার বিরুদ্ধে অশ্লীলতার অভিযোগও পরীক্ষা করে দেখা হতে থাকে। তাকে প্রথমেই জিজ্ঞাসা করা হয় কেন সে মিলারের উপন্যাস ছেপেছে যা বহুদিন ধরে নিষিদ্ধ এবং তারপর নবোকভের ললিতা যা ছাপার পর অশ্লীল বলে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। পরবর্তী আপত্তি হল জাঁ জেনের *আওয়ার লেডি অব দ্য ফ্লাওয়ারস* ও ভিক্টোরীয়া যুগের গল্প *আন্ডার দ্য হিল* সে প্রকাশ করেছে। এসব বইয়ের ভেতরে অলংকরণ করেছে আয়ুব্রে বেয়ার্ডসলে।

হঠাৎ করেই গিরোডিয়াসের মনে হল ফ্রান্সের নমনীয় প্রথা প্রতিক্রিয়াশীল সব শক্তির কারণে পরিবর্তিত হতে শুরু করেছে। তারা সরকারকে বোঝাতে শুরু করেছে যে অতিরিক্ত নমনীয়তা জাতির সম্ভাবনাকে ধ্বংস করে দেবে। সুতরাং আইন-কানুন শক্ত হওয়া দরকার। দরকার আনুগত্য এবং পুরোনো ধাঁচের নৈতিকতা।

পর্ণোগ্রাফি না-থাকার অর্থই হচ্ছে সমাজে ন্যায়নিষ্ঠতা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং শাসনব্যবস্থা নমনীয় নয়। হিটলার ১৯৩০ দশকের শুরুর দিকে ন্যুডিস্ট ক্যাম্পগুলি নিষিদ্ধ ঘোষণা করে এবং একই সঙ্গে নিষিদ্ধ করে একটা নির্দেশনামূলক গ্রন্থ *আইডিয়াল ম্যারেজ*। সুতরাং ১৯৫০ সালে গিরোডিয়াসও অভিযুক্ত হয়। সে সময় ক্যাথলিক চার্চ এবং সেনাবাহিনীর মর্যাদা ও প্রভাব বৃদ্ধি পায়। গিরোডিয়াস তাকে বলে চরমপন্থী বুর্জোয়াদের সদ্‌গুণ কিন্তু তা দাম্ভিকতায় পরিপূর্ণ। ফ্রান্স সম্পর্কে সে তার স্মৃতিকথায় লেখে 'সমস্ত কৌতুক ও উল্লাস এই জাতিকে পরিত্যাগ করেছে, আলজিরিয়ার যুদ্ধ প্যারিস থেকে যুবক শিল্পী ও অলসদেরকে বিতাড়িত করেছে, সরকারের অধ্যাদেশ অনুযায়ী সবকিছু হোয়াইট ওয়াশ করা হয়েছে। সমস্ত উদ্যম এখন মারা গেছে, সমাপ্ত হয়েছে নিরপেক্ষ ভোজ-উৎসব'।

গিরোডিয়াস প্যারিসের অফিস বন্ধ করে দিয়ে অধিক সময় আমেরিকায় কাটাতে শুরু করে যেখানে অশ্লীলতার নতুন সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে। বড় বড় শহরগুলিতে কফি হাউসের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। কবি ও লেখকরা হয়ে উঠছে সমৃদ্ধশালী এবং প্রকাশিত হতে শুরু করেছে পেপারব্যাক গ্রন্থ। জ্যাঁ জেনে ও বেকেট-এর বই বিক্রি হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ের বইয়ের দোকানে, *ললিতা* তখনও প্যারিসে নিষিদ্ধ, কিন্তু আমেরিকায় তা তখন বৈধ। বিখ্যাত প্রকাশনা সংস্থা জিপি পুটনাম ১৯৫৮ সালে *ললিতা* প্রকাশ করে। তারও এক বছর আগে বারনি রসেট প্রকাশ করে *লেডি চ্যাটারলিজ লাভার*।

১৯৫৯ সালে রুস মেয়ার নামে একজন চলচ্চিত্র নির্মাতা, যে একসময় পুরুষদের পত্রিকায় ফটোগ্রাফার ছিল, সে একটা ছবি নির্মাণ করে। ছবির নাম *দ্য ইমমরাল মিস্টার টিজ*। এই ছবিতে হলিউডের তারকা মর্যাদা প্রত্যাশী আকর্ষণীয় এক তরুণী অভিনেত্রীর নগ্ন স্তন ও পাছা দেখানো হয়েছে। অশ্লীলতা সম্পর্কিত নতুন আইনের সুযোগ নিয়েছে মেয়ার। সে কয়েকটি আর্ট থিয়েটার হলে ছবিটি দেখায়। বহুলোক এই ছবি দেখে। বিশেষ করে অন্যান্য ছবির দর্শকের চেয়েও অধিক সংখ্যক দর্শক এই ছবি উপভোগ করে। এই ছবি তৈরির জন্য খরচ হয় মোট ২৪,০০০ ডলার। কিন্তু মেয়ার আয় করে প্রায় এক মিলিয়ন ডলার। ফলে অল্প সময়ের ভেতরে ডজনখানেক ছবি তৈরি হয় যেখানে নগ্নতাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। আয়ের মাত্রাও বাড়তে থাকে। অবশ্য লেনি ব্রুসের নাইটক্লাবে নিয়মিত পুলিশ হামলা চালাতে থাকে। কারণ নগ্নতার নামে তার ক্লাবে অশ্লীলতা প্রদর্শিত হত।

নারীর নগ্নছবি তখন একচেটিয়াভাবে পুরুষদের পত্রিকায় ছাপা হতে থাকে। ১৯৬০ সালে *হারপার বাজার* এক উন্মুক্ত বক্ষা নারীর ছবি ছাপে, নাম ক্রিস্টিনা পাওলোজ্জি। তার সামাজিক সুনাম কিছুটা ক্ষুণ্ন হলেও সে সংবাদমাধ্যমে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়।

গড়পড়তা দেশের মধ্যবিত্ত নাগরিকদের সিনেমা ও পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত নগ্নতা সম্পর্কে খুঁতখুঁতানি কমে গেছে এবং তখন তারা সি-বিচে বিকিনি পরতে অধিক আগ্রহী। সন্দেহ নেই এটা *প্লেবয়* পত্রিকায় প্রত্যক্ষ প্রভাব। বর্তমানে *প্লেবয়* পত্রিকার সাত বছর চলছে এবং এই সাত বছর ধরে এই পত্রিকা যৌনস্বাধীনতা সম্পর্কে ওকালতি (এ্যাডভোকেসি) করেছে। বর্তমানে এই পত্রিকার কপি বাজারে এলোমেলোভাবেই বিক্রি হচ্ছে এবং তা শুধু শহরের নিউজ স্ট্যান্ডেই নয়, ছোট ছোট শহরের ড্রাগ স্টোরেও এখন এই পত্রিকা বিক্রি হয়। বিজ্ঞাপনদাতারাও এখন বিজ্ঞাপন দিতে আগ্রহী, কারণ অধিকাংশ পত্রিকা বিক্রির জন্য তখন সারা দেশজুড়ে গড়ে উঠেছে যুবকদের এক বিশাল বাজার। প্রকাশিত পত্রিকার শতকরা ২৫ ভাগ বিক্রি হয় তখন কলেজের ক্যাম্পাসগুলোতে। আমেরিকার বহু বয়স্ক মানুষ এখনও *প্লেবয়* পত্রিকা পছন্দ করেন না কিন্তু এর বাণিজ্যিক সাফল্যে তারা খুশি।

১৯৫৯ সালে নগ্ন পত্রিকা বিক্রির অভিযোগে ৫৫ জন হকারকে গ্রেফতার করে শিকাগোর পুলিশ। সাতজন পুরুষ ও পাঁচজন নারী সম্বলিত জুরি বোর্ড কোর্টরুমে বসেন এবং নীরবে মন্ত্র উচ্চারণ করে প্রার্থনা করতে থাকেন। তারপর ভোট দেন অভিযুক্তকে নির্দোষ প্রমাণিত করতে। ভোটের ফলাফল ঘোষণা করা হলে বিচারপতি মূর্ছিত হয়ে নিজের আসন থেকে নিচে পড়ে যান। সবাই তাকে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যায়। তার হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

যাহোক, হিউ হেফনার ১৯৬০ সালে লেক শোর ড্রাইভে তিন লাখ সত্তর হাজার ডলারের বিনিময়ে ৪৮টি কক্ষ সম্বলিত ভিক্টোরীয় যুগের স্থাপত্য রীতিতে তৈরি একটা ম্যানসন কেনে এবং আরও আড়াই লাখ ডলার খরচ করে এর উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে ও আসবাবপত্র কেনার জন্য। একই বছর সে শিকাগোতে প্লেবয় ক্লাবের উদ্বোধন করে। কৃষ্ণকায় এক কৌতুক-অভিনেতা ডিক গ্রেগরি এর দায়িত্ব নেয়। ক্লাবের দেয়ালগুলি সব সাজানো হয় জ্যানেট পিলগ্রিম ও ডায়ানে ওয়েবারের নগ্নছবি দিয়ে। আর এই ক্লাবে প্রথম ২০ বছর বয়সী যে যুবক এসে ঢুকল তার নাম হ্যারোল্ড রুবিন।

আমেরিকাতে তখন নতুন প্রজন্মকে স্বীকৃতি দেওয়া শুরু হয়েছে। ১৯৬০ সালের নভেম্বর মাসে আমেরিকার ইতিহাসে প্রথম একজন তেতাল্লিশ বছর বয়সী সুদর্শন সিনেটর প্রেসিডেন্স নির্বাচিত হন এবং তিনি হলেন জন এফ. কেনেডি।

তাঁর প্রথম বক্তৃতায় কেনেডি কিউবায় ব্যর্থ আক্রমণের ব্যাপারে কথা বলেন। আরও বক্তব্য দেন কঙ্গো, বার্লিন এবং দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে। একই সঙ্গে মিসিসিপি ও আলাবামার সমস্যাও তুলে ধরেন। এসব বক্তব্যের পাশাপাশি তিনি উদ্বোধন করেন 'পিস করপস্' নিউপোর্টে নৌকা চালানো উপভোগ করেন, ক্যালিফোর্নিয়ার বিচে উপস্থিত হন স্নানের পোশাক পরে এবং নারীরা তাকে ঘিরে ফেলে এবং তার প্রশংসা করতে থাকে। মোট কথা তিনি সুদর্শন, মিশুক এবং গ্ল্যামারাস। তার পছন্দের বই হল আয়ান ফ্লেমিং-এর গোয়েন্দা উপন্যাস।

তার ফ্যাশনপ্রিয় যুবতী স্ত্রী জ্যাকুলিন তার ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তাকে আরও

বাড়িয়ে দিয়েছে। এখন পর্যন্ত তারই সবচেয়ে বেশি ছবি ছাপা হয়েছে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের পত্র-পত্রিকায় এবং সে হল একটি হস্তমৈথুনের বিষয়, পুরুষের জন্য প্রকাশিত পত্রিকার অসংখ্য পাঠকের কাছে। আমেরিকার ইতিহাসে এরকম আর কখনও দেখা যায়নি যে গোপনে সারা দেশের অসংখ্য মানুষ তাদের প্রেসিডেন্টের স্ত্রীর নগ্ন শরীর উপভোগ করছে। ছবিতে তিনি যেভাবে উপস্থিত হতেন তাতে পুরুষরা প্রলোভিত হত। তার স্বামীর অন্য নারীর প্রতি আগ্রহ ছিল। কেনেডি ক্যাথলিক ছিলেন কিন্তু তিনি মোটেও একগামী ছিলেন না।

কেনেডির ধর্মের প্রতি অনুরাগহীনতা সংবাদপত্রে প্রকাশিত না হলেও তার সম্পর্কে প্রায়ই গুজব শোনা যেত এবং বহু সাংবাদিক ধারণা করত হলিউডের দুজন অভিনেত্রী, বস্টনের এক সুন্দরী যুবতী, হোয়াইট হাউসের এক আকর্ষণীয়া সেক্রেটারি, তার যোগাযোগ নির্বাহীর মার্জিত ও শিক্ষিতা শ্যালিকা এবং লস এঞ্জেলেসের তালাকপ্রাপ্ত এক সুন্দরী যুবতী ছিল কেনেডির প্রেমিকা। তবে তার কোনো উপপত্নী ছিল না। ১৯৬০ সাল পর্যন্ত তেমন কোনো তথ্য জানা যায়নি। উপপত্নীর আকাঙ্ক্ষা তার ছিল না তবে তিনি বৈচিত্র্য পছন্দ করতেন। একজন সংবাদদাতা জানায়, সে তাকে খুব ভালোভাবে চিনত, কেনেডি কখনও কখনও সাঁতার কাটার সময় সুইমিংপুলেই যৌনমিলন সেরে নিতেন। যারা তার সঙ্গে বিছানায় যেত তারা এতে কোনো অপমান বোধ করত না। তিনি মনে করতেন যৌনমিলন তার জন্য কোনো জটিল কর্মকাণ্ড নয়। এটা হল পরিশুদ্ধ আনন্দের পরিতৃপ্তি, একটা স্বাস্থ্যকর অভ্যাস, যা মানুষকে চাপমুক্ত করে এবং বেঁচে থাকাকে আনন্দময় করে তোলে। কেনেডি অনেকটা ডিএইচ লরেন্সের মতো–একজন লিঙ্গবাদী প্রেসিডেন্ট।

এক সুন্দরী নারী, যে ১৯৬০ সালে প্রচারাভিযান কর্মী হিসেবে কাজ করেছে, তার হঠাৎ মনে হয়, হোয়াইট হাউসে চাকরি করার যোগ্যতা তার আছে। কারণ তার আদর্শ ও তার বুদ্ধিমত্তা যে কোনো লোকেরই প্রশংসা অর্জন করে থাকে। কিন্তু সে হতাশ হয়ে পড়ে যখন সে আবিষ্কার করে যে কেনেডি এবং তার পরিচিত কিছু পুরুষ তাকে খুবই পছন্দ করে কেবলমাত্র তার শরীরের জন্য। হোয়াইট হাউসের অন্য এক সেক্রেটারি, যে অধিকাংশ সময় কেনেডির সাথে ভ্রমণ করেছে এবং বহু ব্যক্তিগত সময় কাটিয়েছে তার সঙ্গে যখন জ্যাকুলিন অন্য কোনো কাজে ব্যস্ত। ফলে দিনে দিনে তার দুশ্চিন্তা বাড়তে থাকে কখন সাংবাদিকরা এসব ফাঁস করে দেয়। সে কারণে ডাল্লাসে কেনেডির মারা যাওয়ার ঘটনায় সে সবচেয়ে বেশি স্বস্তিবোধ করে।

টাইমস পত্রিকার ওয়াশিংটন সংবাদদাতা হিউ শীডে হোয়াইট হাউসের কামচর্চা সম্পর্কে লিখেছেন কেনেডির মৃত্যুর আগে। তিনি লেখেন, কেনেডি যে চিন্তাকে স্মৃতিতে জাগিয়ে রাখত তা হল আনন্দই জীবনের একমাত্র কাম্য এবং প্রাচীনকালে রোমানরাও এভাবে চিন্তা করত। সপ্তাহ শেষের এক ছুটির দিনে পাম বিচে কেনেডি এবং তার এক কর্মচারী তার সঙ্গে ছিল। প্রেসিডেন্টের বয়সী মা রোজ কেনেডিও তার পরিবারের অংশ ছিলেন। পার্টিতে যখন তিনি যেতেন তখন তার সঙ্গে বেতনভুক পুরুষসঙ্গী থাকত। সীডে তার সঙ্গে জড়াজড়ি করতে দেখেছে রোজ কেনেডিকে।

তাছাড়া রবার্ট কেনেডির অফিসে গিয়ে সীডে বিস্মিত হন। রবার্ট কেনেডি বলছে, 'আমরা তোমার বিরুদ্ধে মামলা করব'। সে ভেবেছিল রোজ কেনেডি সম্পর্কে যে খবর ছাপা হয়েছে তার জন্য সে ক্ষমা চাইবে। কিন্তু সে হঠাৎ করে রেগে যায় এবং বলে, 'তোমাদের এখানে যা ঘটছে, এ অবস্থায় একটা সরকার চলতে পারে না অথবা চলতে পারে না সেইসব যা তোমরা উৎসাহিত করছ।'

কেনেডির জীবনযাপন ও দৃষ্টিভঙ্গির কারণে আমেরিকার তরুণ সমাজ ও সিনেমার তারকারা তার দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়। হার্ভাডের অধ্যাপক ও নমনীয় ধনী ব্যক্তিরা সমাজের প্রত্যেক ক্ষেত্রেই নিজের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে চায়। যুবকদের মানসিকতাকে গুরুত্ব দেয়ায় অনেক আমেরিকানই নিজেকে তিরিশেই বৃদ্ধ ভাবতে শুরু করে। কারণ যুবকেরা তখন বিভিন্ন করপোরেশনে গুরুত্বপূর্ণ পদে কাজ করতে শুরু করেছে, গড়ে তুলছে নিজের ব্যক্তিত্ব। ১৯৫০ দশকের তুলনায় ১৯৬০-এর দশকে ছাত্ররা নতুন স্বাধীনতার স্বাদ পেতে শুরু করে। যুবতীরা জন্মনিয়ন্ত্রেণের পিল খায় কোনো রকম বাধা ছাড়াই, সহপাঠীকে বিয়ে করতে শুরু করে এবং যুবকদের সঙ্গে একত্রে বসবাসও চালু হয় এসময়।

বয়স্করা অবশ্য এই দৃষ্টিভঙ্গিকে পছন্দ করে না। তারা যুবকদেরকে হিংসা করতে থাকে নতুন স্বাধীনতার ভেতরে বসবাস করার জন্য। কারণ তাদের সময় এত স্বাধীনতা ছিল না। তারা বহুকিছু উপভোগ করতে পারেনি।

জন বুল্লারো একজন শক্তসামর্থ মানুষ। উচ্চতা ছয় ফুটের একটু কম। তীক্ষ্ণ চোখ। সে প্রতিদিন সকালে লস এঞ্জেলেসের শহরতলিতে ইন্সুরেন্স কোম্পানিতে যায়। তখন সে পরিধান করে স্যুট এবং টাই। তার চুলের রঙ হালকা বাদামি এবং তা ছোট করে ছাঁটা। এক সময় সে শিকাগোর হার্স্ট ভবনে ছয়-চেয়ারবিশিষ্ট একটা সেলুন চালিয়েছে।

বুল্লারো ভোট দিয়েছিল কেনেডিকে এবং তার মৃত্যুতে সে শোকও পালন করেছে। সে সচেতন ছিল যে কেনেডির প্রভাবেই পিতার সঙ্গে তার বিচ্ছিন্নতা আরও বিস্তৃত হয়েছে। তৈরি হয়েছে এমন একটা পরিবেশ যা প্রজন্মের ব্যবধানেও এখন স্পষ্ট। বুল্লারো ১৯৬৪ সালে বার্কলে ক্যাম্পাস দাঙ্গার পর অপমানিত হয়েছিল। এক ছাত্র একটা পোস্টারে লিখেছিল   যাদের বয়স তিরিশের বেশি তাদেরকে বিশ্বাস করা যায় না। বুল্লারোর বয়স তখন তেত্রিশ এবং সে যে কোনো সৎ নাগরিকের মতোই বিশ্বাসী ও আদর্শবান ছিল।

নিউ ইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৫৬ সালে শিক্ষা-সংক্রান্ত প্রশাসনিক বিষয়ের ওপর স্নাতকসহ মাস্টার্স ডিগ্রি লাভ করে। তারপর বুল্লারো কয়েক বছর কাজ করে লস এঞ্জেলেসে হলিউড বয়েজ ক্লাবের পরিচালক হিসেবে। ১৯৬০ সালে বিয়ে করে জুডিথ পালমার নামে এক স্বর্ণকেশীকে যে বেভারলি হিলস ক্লিনিকে নার্সিঙের প্রশিক্ষণ নিচ্ছে। সে বিয়ের পর ইন্সুরেন্স কোম্পানিতে মোটা অঙ্কের বেতনের চাকরি নেয়। কিন্তু সমাজ সেবার প্রতি বুল্লারোর ঝোঁক ছিল খুবই বেশি। এছাড়া জাতীয় কল্যাণমূলক বিভিন্ন কাজেও সে অংশগ্রহণ করত।

বুল্লারো বিশ্বাস করত আমেরিকা অতীত শতাব্দীগুলিতে অর্থনৈতিক সাফল্য অর্জন করতে পারেনি ইন্সুরেন্স কোম্পানির মাধ্যমে এবং বর্তমানে একজন তরুণ এজেন্ট হিসেবে সে নিউইয়র্ক ইন্সুরেন্স কোম্পানির গৌরবের ইতিহাস পড়তে শুরু করে যা ১৮৪৫ সাল থেকেই তার সফলতাকে তুলে ধরেছে। এই ইন্সুরেন্স কোম্পানি অর্থ বিনিয়োগ করেছে শিল্পবিপ্লবের ক্ষেত্রে। জন এফ কেনেডি অবশ্য এই কোম্পানির কোনো পলিসি গ্রহণ করেনি তবে নয়জন প্রেসিডেন্টের জীবন বীমা করেছিল এই কোম্পানি। বুল্লারো যে ইন্সুরেন্স কোম্পানিতে যোগ দিয়েছে তা দেশের প্রতিষ্ঠিত বৃহৎ পাঁচটি কোম্পানির ভেতরে একটি। সারাদেশ জুড়ে ৩৬০টি অফিস ও সাংগঠনিক কর্মকর্তা দশ হাজার এবং একই সংখ্যক স্বাধীন এজেন্ট কমিশনের বিনিময়ে এই কোম্পানির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। তা সত্ত্বেও বুল্লারো এই সংস্থার

সঙ্গে নিজের জড়িত থাকার বিষয়টিকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করে, এমনকি এই সংস্থার লক্ষ্য নিয়েও সে মাথা ঘামায় এবং খুব তাড়াতাড়ি তার পদোন্নতি হবে সে জানে। ১৯৬২ সালে কোম্পানির পলিসি বিক্রির সর্বোচ্চ টার্গেট পূরণ করতে পারায় তার পদোন্নতি হয়। সে পরিণত হয় কোম্পানির সহকারী ম্যানেজারে। ১৯৬৪ সালে তাকে নিয়োগ দেওয়া হয় রিজিওনাল ম্যানেজার হিসেবে। তার বেতনও বাড়ে এবং সে লস এঞ্জেলেস ভ্যালির শহরতলি উডল্যান্ড হিলে বিশাল একটি বাড়ি কেনে। সে স্থানীয় রোটারি ক্লাব ও জুনিয়র চেম্বার অব কমার্স–এর সদস্য, ইউনাইটেড ওয়ে'র তহবিল সংগ্রাহক এবং হলিউড বয়েজ ক্লাবের উপদেষ্টা, যেখানে একসময় সে কাজ করত। সে ভ্যালি ওকস চার্চের ধর্মীয় বিজ্ঞান বোর্ডেরও সদস্য। ইতালীয় পিতার খাপছাড়া ক্যাথলিকবাদ সে আগেই পরিত্যাগ করেছে। বরং তার জীবনযাপনে ইহুদি মাতার প্রথাগুলি এখনও শক্তিশালী।

কিশোর বয়সে শিকাগোতে বসবাসের সময় সে তার নিম্নমধ্যবিত্ত প্রতিবেশীদের কাছে কখনও প্রকাশ করত না যে তার মা রুশ-ইহুদি বংশোদ্ভূত পরিবার থেকে এসেছে। সামাজিক বিচ্ছিন্নতা তৈরি হতে পারে এই কথা চিন্তা করে সে সংখ্যাগরিষ্ঠ ক্রিশ্চানদের ধর্মীয় বিশ্বাসের সঙ্গে তার মায়ের প্রচলিত প্রথাগুলির মিশ্রণ ঘটানোর চেষ্টা করত একথা চিন্তা করেই সে এপিসকোপাল চার্চের অধিভুক্ত প্রতিবেশীদের প্রতিষ্ঠান যুবসংঘের সদস্য হয়। কিন্তু ১৯৫১ সালে তার পরিবার তার মায়ের জোরাজুরিতে লস এঞ্জেলেসে চলে এল। কারণ শীতকালে শিকাগোতে খুবই ঠাণ্ডা পড়ত এবং তাদের এলাকার কোলাহল তার মায়ের একেবারে পছন্দ হত না।

দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ার খোলামেলা পরিবেশে এসে বুল্লারো খুবই আনন্দ অনুভব করল। এখানে কোনো সংকীর্ণমনা ও কর্তৃত্বপরায়ণ আইরিশ অথবা ইটালিয়ান নেই। নেই কোনো স্লোভাক অথবা জর্মন। তাদের ঝগড়া-বিবাদ যা কিছু সবই কালো অথবা ইহুদিদের সঙ্গে। লস এঞ্জেলেস হচ্ছে তুলনামূলকভাবে একটা নতুন এবং শিকড়হীন শহর, পুরোনো শহরের নিয়ম ও প্রথার কোনো বালাই নেই এখানে। এখানে যারা বসতি স্থাপন করেছে তারা ইউরোপ থেকে আসেনি তারা এসেছে আমেরিকার অন্যান্য শহর থেকে–এরা সবাই এই মাটির মানুষ, তাদের জাতীয় পরিচয় নিশ্চিত, তারা কারো কাছে আশ্রয় বা নিরাপত্তা অনুসন্ধান করে না। তাদের আস্থা হচ্ছে মোটর গাড়ির ওপর যা তাদেরকে একটা সচল সমাজ হিসেবে তৈরি করেছে।

পশ্চিম অভিমুখী হাজারো মানুষ এসে ক্যালিফোর্নিয়াকে প্রতিষ্ঠিত করেছে দ্রুত উন্নয়নগামী একটি প্রদেশ হিসেবে। বুল্লারো দেখল ক্যালিফোর্নিয়াতে চলে আসাটা তার ও তার পরিবারের জন্য একটা বন্ধনমুক্তির বিষয় এবং একই সঙ্গে তা প্রায় নতুন যৌবন লাভের মতো। তার পিতা এমজিএম স্টুডিওতে কাজ জুটিয়ে নেয় এবং ক্লার্ক গ্যাবল, ফ্রেড এ্যাসটেয়ার এবং মারিও লানজা'র মতো অভিনেতাদের চুল কাটে তখন। তার মা আঠারো বছর পর একটা সন্তানের জন্ম দেয়। বুল্লরোর পিতামাতা ছেলের ব্যক্তিগত ব্যাপারে কোনো ধরনের হস্তক্ষেপ করত না। তবে ১৯৫৫ সালে লস এঞ্জেলেস ছেড়ে নিউ ইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ে যাওয়ার বিষয়ে তারা তাকে নিরুৎসাহিত

করেছিল। এমনকি জুডিথের সঙ্গে কোর্টশিপের ব্যাপারেও তারা কোনো আপত্তি করেনি। ১৯৫৮ সালে বুল্লারোর বিয়ের অনুষ্ঠানেও তারা যোগ দিয়েছিল।

জুডিথের পিতা ছিল লস এঞ্জেলেসের এ্যারোনটিকস্ ফার্মের একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা। ইনডাস্ট্রিয়াল মিলিটারি কমপ্লেক্স এর সঙ্গে তার ব্যক্তিগত যোগাযোগ ছিল যা ক্যালিফোর্নিয়ার অর্থনীতিতে কয়েক বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করেছিল। বুল্লারো তার সঙ্গে নিজের কর্মকাণ্ডের একটা সাদৃশ্য খুঁজে পেল যা তাকে উদ্বুদ্ধ করেছিল। বুল্লারো জুডিথের প্রতি আকর্ষিত হয়েছিল তার সুন্দর চেহারার কারণে। তার গায়ের রংও ছিল সুন্দর, তার ছোট করে ছাঁটা চুল দেখলেই বুল্লারোর মনে পড়ে যেত অভিনেত্রী কিম নোভাকোর কথা। পর্টিতে যখন জুডিথ অন্য নারীদের চেয়ে বেশি মদ্যপান করত, তখন সে পরিষ্কার বুঝতে পারত এটা সে অর্জন করেছে তার অতীতের স্বাধীন জীবন থেকে, যার ওপর সবচেয়ে বেশি প্রভাব ছিল তার পিতার, যে মদ্যপান করতে খুবই পছন্দ করত এবং এ কারণে জুডিথও খুবই ভালোবাসত তার পিতাকে–এসব কথা সে জুডিথের মুখেই শুনেছিল। কিন্তু এই মদ্যপান জুডিথের যৌনজীবনের ওপর দারুণ প্রভাব ফেলেছিল। যেদিন যে পার্টিতে অতিরিক্ত মদ্যপান করত সেদিন সে বিছানায় উন্মত্ত নারীর মতো সাড়া দিত, এমনকি এসব রাতে সে বুল্লারোর লিঙ্গ চুষে দিত যা সে অন্যসময় করতে রাজি হত না। তাছাড়া জুডিথ ছিল যৌনমিলনের ব্যাপারে নিষ্ক্রিয় এবং দিনে দিনে তা বাড়তে থাকল। যখন তারা বিয়ে করেনি তখন যৌনমিলন ছিল তাদের কাছে বিয়ে-বহির্ভূত নিষিদ্ধ আনন্দের মতো এবং তখন তারা যৌনমিলন খুবই উপভোগ করেছে। সেই অবস্থা ফিরিয়ে আনতে হলে তাদের এখন প্রয়োজন নতুন ধরনের উত্তেজনা যোগ করা। তারপরও তাদের সন্তান আছে–একটা ছেলে এবং একটা মেয়ে। জুডিথ প্রতি সন্ধ্যায় প্রায়ই ক্লান্ত থাকে, এটা অবশ্য বুল্লারো খুবই পছন্দ করে, কারণ সবাই ঘুমিয়ে গেলে সে অনেক রাত পর্যন্ত তখন কাজ করতে পারে।

বুল্লারো উডল্যান্ড হিলের বাড়িতে বসবাস করাটা খুবই উপভোগ করত। এটা ছিল খামার ধরনের একটা বিশাল বাড়ি, বিভিন্ন ধরনের গাছপালায় ঘেরা। প্রশস্ত রাস্তা, বিশাল লন। গ্যারেজে দুটি গাড়ি। একটা নতুন ওল্ডসমোবাইল এবং অন্যটা পুরোনো থান্ডারবার্ড, যা জুডিথের বাবা উপহার হিসেবে দিয়েছিল। বাড়ির ভেতরের অঙ্গসজ্জায় স্প্যানিশ প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। তাছাড়া রয়েছে ইটের তৈরি একটা ফায়ারপ্লেস এবং একটা ডিমাকৃতির টেবিল এবং তার ওপরে কয়েকটা মদের বোতল।

সপ্তাহ শেষে কখনও কখনও বুল্লারো এবং তার সহকর্মীরা স্ত্রীসহ নিউইয়র্কের বাইরে চলে যেত এবং ফিরে আসত ডিনার শেষ করে। এক সন্ধ্যায় জন ব্রিচ সোসাইটির এক লোকের সঙ্গে তাদের সাক্ষাৎ ঘটে, যে একটা রাজনৈতিক ছবি দেখার আয়োজন করে 'কনজারভেটিব পার্টি'র ওপর এবং সে প্রস্তাব দেয় বুল্লারোকে উডল্যান্ড হিলে একটা ব্রিচ সোসাইটি গঠন করতে।

যদিও কেনেডির মৃত্যুর পর বুল্লারো রাজনৈতিকভাবে আরও রক্ষণশীল হয়ে ওঠে, সেজন্য সক্রিয় ব্রিচকর্মী সে হতে চায়নি। তাছাড়া লস এঞ্জেলেসের ওয়াট সেকশনে

বর্ণবাদ সংক্রান্ত দাঙ্গার কারণে সে চিন্তিত ও সতর্ক ছিল। সে মুগ্ধ হয়েছিল তাদের খোলামেলা মানসিকতা এবং সংখ্যালগিষ্ঠদের মতামতকে গুরুত্বসহকারে তুলে ধরার ব্যাপারে। আর একটা বিষয়কে তারা সহজভাবে গ্রহণ করেছিল এবং তা হল যৌনতৃপ্তির স্বাধীনতা।

বুল্লারো এক রবিবার সকালে জুডিথকে বলল, সে একটা সাইকেল প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে যাচ্ছে। সে প্রায়ই সাইকেল নিয়ে পনরো মাইল দূরে ভেনিস বিচে চলে যেত। সাইকেল চালানোর অভ্যাস তার দীর্ঘদিনের। ভেনিস বিচে সে দেখতে পেত ছাত্র, হিপ্পি ও শিল্পীরা কফিহাউসে আড্ডা দিচ্ছে, পড়ছে সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অগ্রদূতের ভূমিকা পালনকারীদের পেপারব্যাকে ছাপা জীবনী। বসে বসে গল্প করছে সূর্যালোকে। এক দম্পতি পরস্পরের কোমর জড়িয়ে ধরে সি বিচে ইতস্তত হেঁটে বেড়েছে। সমুদ্রতীরে অবস্থিত এ্যাপার্টমেন্টগুলির পাশ দিয়ে যেতে যেতে খোলা জানালা দিয়ে বুল্লারো মুহূর্তের জন্য নগ্ননারী ও পুরুষকে অলসভাবে হেঁটে বেড়াতে দেখে। বুল্লারো প্রায়ই গাঁজার গন্ধ পায় বাতাসে। শুনতে পায় ক্যাফেগুলিতে গিটারের আওয়াজ। সেইসঙ্গে বাতাসে ভেসে আসে জনপ্রিয় লোকসংগীতের সুর। সে সাইকেলে থেকে নেমে এইসব আগন্তুকদের ভেতরে প্রবেশ করে এবং বিনয়ের সঙ্গে একটা টেবিলের কাছাকাছি এগিয়ে যায় এবং তাদেরকে বোঝাতে সক্ষম হয় সেও তাদের একজন। বুল্লারো তার বর্তমান সাফল্যে তৃপ্ত নয়। একটা অতৃপ্তি সারাক্ষণ তাকে অজানা এক কষ্ট দেয়। তিরিশ বছর বয়সেই নিজেকে তার বৃদ্ধ ও নিঃসঙ্গ মনে হয়।

১৯৬৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসের এক সকালে বুল্লারো পাম স্প্রিং-এ ইন্সুরেন্স কোম্পানির এক সম্মেলনে যোগ দেয়। আমন্ত্রিতদের মধ্যে কয়েক ডজন নতুন এজেন্ট রয়েছে। প্রত্যেকেরই থাকার ব্যবস্থা হয়েছে মরুভূমির ভেতরে অবস্থিত এক আধুনিক হোটেলে। প্রত্যেকেই উদ্যমী এবং তারা সিনিয়র নির্বাহীদের বক্তৃতা মনোযোগ দিয়ে শোনে এবং কোম্পানির ভবিষ্যৎ লক্ষ্য সম্পর্কে নিশ্চিত হয়।

বুল্লারো লক্ষ্য করে সত্তর জন এজেন্টের ভেতরে মাত্র চারজন মহিলা। তাদের ভেতরে একজন বিক্রির ক্ষেত্রে সব পুরুষ এজেন্টকে ছাড়িয়ে গেছে এবং ইতিমধ্যে সে তা শুনেছে তার সঙ্গে সন্ধ্যায় ককটেল পার্টিতে দেখা হওয়ার আগেই।

বুল্লারো আরো তিনজন নির্বাহীর সঙ্গে বসেছিল যখন সে একা সেই কোলাহলমুখর ঘরে প্রবেশ করে। তিনজনের একজন তাকে চিনত এবং সে তাকে তাদের সঙ্গে বসতে বললে সে আনন্দের সঙ্গে আসন গ্রহণ করল। তার নাম বারবারা ক্র্যামার। অনেকক্ষণ গল্প গুজবের পর একে একে সবাই চলে গেলেও বারবারার ওঠার কোনো লক্ষণই দেখা গেল না বরং সে বলল তার সামান্য মাথাব্যথা করছে। বুল্লারো তার জন্য অ্যাসপিরিন আনতে তিনতলায় তার রুমে গেল। সে যখন ওষুধ খুঁজছে তখন পেছনে সে তার রুমের দরজা বন্ধ করার শব্দ শুনল। ঘুরেই দেখতে পেল বারবারা ক্র্যামার তার বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে আছে এবং হাসছে।

হাসতে হাসতেই সে বলল, 'আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি এই খেলাটা তোমার সাথে খেলব। সম্ভবত অ্যাসপিরিনের চেয়েও খেলাটা আমার বেশি প্রয়োজন। আমার দরকার কিছুক্ষণ চমৎকার মৈথুন।' বুল্লারো জানে সে ভুল শোনেনি কিন্তু তার এরকম সরাসরি প্রস্তাবে সে বিস্মিত হয়। তার মনে পড়ে পাশের রুমেই আছে রিজিওনাল ম্যানেজার। সামনের রুমেই হল অন্য এক নির্বাহী; কিন্তু বুল্লারো কিছু বলার আগেই সে তার জ্যাকেট ও জুতো খুলে ফেলল এবং তারপর খুলতে লাগল ব্লাউজের বোতাম।

বারবারা জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি নিশ্চয়ই আমার সঙ্গে খেলতে চাও?' বুল্লারো উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল এবং দ্বিধান্বিত হয়ে পড়েছিল ঘটনার আকস্মিকতায়। বারবারা জিজ্ঞাসুদৃষ্টিতে তার দিকে তাকায়। তার আঙুল ব্লাউজের বোতামের ওপর।

অবশেষে বুল্লারো বলল, 'আমার মনে হয় আমরা কী করছি তা আমার জানি। সে অ্যাসপিরিন আলমারিতে রেখে দিল এবং বারবারার দিকে তাকিয়ে থেকেই সে তার টাই এবং জুতা খুলল। বারবারা আবার কাপড় খুলতে শুরু করল। সে ব্লাউজ সযত্নে চেয়ারের ওপর রাখল। গহনাগুলো রাখল টেবিলের ওপর এবং তারপর স্কার্ট খুলল। ব্রেসিয়ার খোলার পর বুল্লারো তার বিশাল স্তনদুটো দেখতে পেল, তারপর দেখতে পেল গোলগাল সুঠাম ঊরু এবং ঘুরে দাঁড়াতেই চোখ আটকে গেল চওড়া ভরাট পাছায়। সে একেবারে ন্যাংটা এবং এগিয়ে যাচ্ছে বিছানার দিকে। সে বিছানায় উঠে বেড কভারের নিচে ঢুকে পড়ল, অপেক্ষা করতে থাকল বুল্লারো কখন তার শর্টস খুলবে। বুল্লারোর লিঙ্গও খাড়া হয়ে গেছে পুরোপুরি এবং সে ঘরের ভেতরে ন্যাংটা হয়েই এটাওটা করতে লাগল। বারবারা দেখছে তার উত্তেজিত লিঙ্গের নড়াচড়া।

বুল্লারো বিছানায় এল, কিন্তু কেউ কোনো কথা বলল না। বারবারার হাত সে অনুভব করল বুকের ওপর, তারপর পেটের উপর এবং তারপর তার লিঙ্গে। বুল্লারো চিৎ হয়ে শুয়ে থাকে কিন্তু কিছুই করে না। বারবারা তার লিঙ্গ ধরে মুঠো করে, হাত বোলায় এবং তারপর সে বুল্লারোর ওপরে চড়ে। তাকে মনে হয় যৌন আগ্রাসী এক নারী, যে নিপুণভাবে তার কোমর নাচাতে পারে লিঙ্গের ওপর এবং বুল্লারো উপভোগ করছে তার শরীরের কর্তৃত্বপরায়ণরতা। অন্য নারী ও তার স্ত্রীর চেয়ে বারবারাকে একেবারে আলাদা মনে হয়–সে কোনো কথা বলছে না, তাকে জড়িয়ে ধরছে না, চুমু খাচ্ছে না, তাকেও চুমু খেতে বলছে না। এর অর্থ হচ্ছে শুধুই শারীরিকভাবে সে বুল্লারোকে চায়। মুক্ত থাকতে চায় যেকোন ধরনের মানসিক আবেগ থেকে। তারপর হঠাৎ করেই সে তার দুই পা ফাঁক করে বুল্লারোর লিঙ্গ নিজের যোনিতে পুরে নেয় এবং পাছা নাচাতে থাকে উপরে-নিচে। দুই চোখ বন্ধ। দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে ঠোঁট। দুই হাতে খামছে ধরে বুল্লারোর পাছা। তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে এবং থামে।

'চমৎকার। খুবই চমৎকার।' বলে বারবারা।

'এ্যাসপিরিনের চেয়ে অবশ্যই ভালো' বলে বুল্লারো। তারপর সে বুকের ওপর

থেকে নেমে চিৎ হয়ে শোয় অর্থাৎ বোঝাতে চায় সে তখন বুল্লারোকে তৃপ্তি দিতে প্রস্তুত। বুল্লারো তার বুকে চড়ে এবং কিছুক্ষণের ভেতরে খেলা শেষ করে।

দশ মিনিট তারা একসঙ্গে বিছানায় শুয়ে থাকে। তারপর বারবারা কাপড় পরতে শুরু করে। বারবারার শরীর উত্তেজক এবং পরিপক্ব। কিন্তু তার মুখখানা ছেলেদের মতো, এমনকি তার চুলের স্টাইলও। যৌনমিলনের ক্ষেত্রেও তার আচরণ পুরুষের মতো। এরকম নারীর সঙ্গে এর আগে আর বুল্লারোর দেখা হয়নি।

কাপড় পরা শেষ করে বারবারা তার দিকে পেছন ফিরে আয়নার সামনে দাঁড়ায়। আয়নার দিকে তাকিয়ে সে নিজেকে দেখতে দেখতে বলে, 'আগামীকাল রাতে তুমি আমার রুমে আসতে পারো'।

বারবারা তার দিকে ফিরল। বুল্লারো বিছানায় শুয়েই হাত নাড়ল। বারবার দরজা খুলে দেখে নিল করিডোরে কেউ আছে কিনা। তারপর দরজাটা টেনে দিয়ে বেরিয়ে গেল।

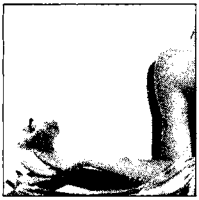

বারবারা ক্র্যামার এর জন্ম মিসৌরিরি এক খামারে। বয়ঃসন্ধিকালে তার মনে হয় সে তার বাবা-মার আনাকাঙ্ক্ষিত শিশু। উনচল্লিশ বছর বয়সে তার মা তাকে জন্ম দেয় এবং দুই দশক আগে তার আরো দুটি কন্যাসন্তানের জন্ম হয়। বারবারা জন্মায় ১৯৩৯ সালে।

বারবারা যে পরিবেশে বেড়ে ওঠে যেখানে নারীর প্রভাব ছিল খুবই কম। শৈশবে সে তার পিতাকে খামারের কাজে সাহায্য করত, খামারে নিড়ানি দিত, মোরগ-মুরগিকে খাওয়াত এবং মাঝে মাঝে দেখা যেত সে গম ও ভুট্টা ক্ষেতেও ট্রাক্টর চালাচ্ছে।

নিকটবর্তী শহর ক্যামোয়েস থেকে প্রায় সাত মাইল দূরে ছিল এই খামার এবং খামার এলাকায় কয়েকজন বন্ধু-বান্ধবের ভেতরেই তার জীবন সীমাবদ্ধ ছিল। কিশোরী বয়সে সে ছেলেদের সঙ্গে খেলাধুলা করেছে সবচেয়ে বেশি এবং তাদের কাছে সে যৌনতা সম্পর্কে জেনেছে খুবই স্বাভাবিক ও খোলামেলা পদ্ধতিতে। তার বয়স যখন দশ বছর তখন একদিন সে দেখতে পায় দুটো ছেলে গোলাঘরের ভেতরে দাঁড়িয়ে দুই হাত সামনে ও পেছনে নাড়ছে। এদের একজন তাকে কাছে আসার আহ্বান জানায়। সে কাছে নিয়ে দেখে দুজনেই তাদের লিঙ্গ হাত দিয়ে নাড়াচ্ছে।

যদিও সে তার পিতাকে গোসল করার সময় উলঙ্গ দেখেছে কিন্তু উত্তেজিত লিঙ্গ সে আগে কখনও দেখেনি। ফলে তার ঔৎসুক্য বাড়ে। যখন বড় ছেলেটি, যার বয়স তেরো, তাকে জিজ্ঞাসা করে সে তার লিঙ্গটা ধরে দেখতে চায় কিনা, তখন সে মাথা নেড়ে সায় দেয়। তারপর সে তার লিঙ্গ বের করে তাকে দেখায় এবং বলে এটা ম্যাসেজ করলে তার খুব ভালো লাগে। সে তাই করে এবং বিস্মিত হয় যখন অনুভব করে লিঙ্গের স্পন্দময় কম্পন এবং দেখতে পায় লিঙ্গের মুখ দিয়ে আঠালো তরল পদার্থ চুঁইয়ে পড়ছে।

ছোট ছেলেটা হস্তমৈথুন করে নিজে নিজে এবং বড় ছেলেটা বারবারাকে চুমু খায়। বারবারার খুব ভালো লাগে। মনে হয় ছেলেটা তাকে আরও চুমু খাবে। তারপর থেকে প্রায়ই সে এবং বড় ছেলেটা দু'জন দুজনকে হস্তমৈথুন করে দিয়েছে খড়ের গাদার ভেতরে বসে। কিন্তু কখনও তারা এসব নিয়ে কোনো আলোচনা করেনি। তারা ভেবেছে এর চেয়ে বেশি কিছু করতে পেলে বিপদ হতে পারে, তাই তারা আর অগ্রসর হয়নি।

বারবারার বাড়িতেও যৌনতা নিয়ে কখনও কোনো আলোচনা হত না। যখন তার ঋতুস্রাব শুরু হয় তখন তার মা তাকে শিখিয়ে দেয় কীভাবে টুকরো কাপড়গুলি প্যান্টির ভেতরে ঢুকিয়ে নিয়ে তারপর তা পরতে হয়। কারণ গ্রাম এলাকার নারীরা আজকালকার মেয়েদের মতো স্যানিটারি ন্যাপকিন ব্যবহার করত না।

বারবারা লক্ষ্য করেছে গ্রামের মেয়েরা বলতে গেলে প্রায় সবাই আকর্ষণহীন। এই ধারণা তার মনে বদ্ধমূল হয়েছিল হাইস্কুলে ভর্তি হয়ে ফ্রান্সিস নামে একটা মেয়ের সঙ্গে তার বন্ধুত্ব গড়ে না ওঠা পর্যন্ত। ফ্রান্সিসের শরীরের একটা আবেদন ছিল যা ভালো লাগত বারবারার। ফ্রান্সিসের চুল ছিল কালো এবং সে ছিল লম্বা। দুটি যুবতী মেয়ের দ্রুত বন্ধুত্ব হল, কারণ তারা একে অন্যের প্রশংসা করত ফ্রান্সিস ছিল মাধুর্যময় এবং আত্মনিষ্ঠ আর বারবারা ছিল উদ্যমী ও দুর্বিনীত। বারবারা ছেলেদেরকে ভয় পেত না। ছেলেরা কোনো নোংরা মন্তব্য করলে সঙ্গে সঙ্গে সে প্রতিবাদ করত। সুযোগ পেলেই হুইস্কির বোতলে চুমুক দিত। এই দুই যুবতীকে আলাদা করা যেত না একমাত্র গ্রীষ্মকাল না এলে। গ্রীষ্মকালে বারবারা পুরো সময় কাজ করত লেখাপড়া চালিয়ে যাওয়ার জন্য।

এক গ্রীষ্মে সে কাজ নেয় এমন একটা স্টোরে যার সামনে ছিল গ্যাস-স্টেশন এবং পেছনে নাচের ব্যবস্থা। তাছাড়া গৃহস্থালির জিসিনপত্রও সে বিক্রি করত। পেছনের নাচঘরে সে কৃষক ও স্থানীয় ছেলেদের জন্য বিয়ার পরিবেশন করত।

পরের গ্রীষ্মে সে পঞ্চাশ মাইল দূরে জেফারসন সিটিতে যায় এবং এক সহপাঠীর খালার বাড়িতে থাকে। কাজ করে সোডা প্রস্তুতকারী এক কারখানায়। অলসভাবে কাটায় বহু অপরাহ্ণ এলভিস প্রিসলির গান শুনে। পরবর্তীতে সে বেশি বেতনের একটা চাকরি নেয় এক প্যান্ট-প্রস্তুতকারী কারখানায় এবং সেখানে সে সারাদিন কাটায় প্যান্টের দুই পায়ের সংযোগস্থলে আঙুল বুলিয়ে, জিপারের চেইন ওঠানো নামানো করে এবং প্রায়ই যৌনমিলন সম্পর্কে চিন্তা করে।

বারবারার বয়স যখন ষোলো বছর তখন সে এক যুবকের কাছে তার কুমারিত্ব হারায় যাকে সে ভালোবাসত বলে তার মনে হত। সে ছিল খুবই বুদ্ধিমান এবং সব সময়ই যৌনমিলনকালে কনডোম ব্যবহারের ব্যাপারে সতর্ক থাকত। যুবকটি প্রায়ই বলত সে বাণিজ্যিক এয়ারলাইনসের পাইলট হতে চায়। যদিও বারবারা বিমানবালা হওয়ার জন্য নিজেকে কখনো সুন্দরী বা উপযোগী মনে করেনি, তারপরও সে বিভিন্ন এয়ারলাইনসে চাকরির আবেদন করে। কিন্তু কোথাও তার চাকরি না হওয়ায় সে বিস্মিতও হয় না, এমনকি হতাশও নয়।

বারবারা জানত না সে তার জীবন নিয়ে কী করতে চায়, তবে সে নিশ্চিতভাবেই প্রতিদিনের একঘেয়ে রুটিন, দারিদ্র্য ও ঘনঘন সন্তান জন্ম দেওয়ার ঘটনা থেকে দূরে থাকতে চায়, যা সে বয়ঃসন্ধিকালে তার চারপাশে দেখেছে। গ্রাজুয়েশন সম্পন্ন করার পর সে জেফারসন সিটিতে ফিরে আসে। তারপর সেন্টলুইসে ফ্রান্সিসের সঙ্গে একটা অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া নেয়। ফ্রান্সিস ইন্সুরেন্স অফিসে একটা কেরানির চাকরি খুঁজে নেয়, আর বারবারা কাজ নেয় কার্ডবোর্ড প্রস্তুতকারী কোম্পানির বিল বিভাগে। এখানে নারী কর্মচারীরা পুরুষ কর্মচারীদের থেকে বিচ্ছিন্ন। বারবারা যে বিভাগে কাজ করে সেখানে আরও পনর জন বেদনা ভারাক্রান্ত নারী সহকর্মী আছে যারা জীবনের যাবতীয় উদ্যম ও রসবোধ হারিয়ে ফেলেছে।

তারপরও বারবারা একজন নারীর সাক্ষাৎ পায় যে তার এই চাকরি নিয়ে সুখী। সে বলে, বহু বইপত্র সে পড়েছে, কিন্তু কখনও এ রকম কোন গল্প পড়েনি যে, একজন নারী ব্যবসায়ী অথবা পেশাজীবী হিসেবে সফল, যে সমাজে সম্মানিতা, সমৃদ্ধশালী এবং স্বাধীনভাবে যৌনজীবন যাপন করে, পুরুষের ওপর নির্ভরশীল নয়। এরকম একজন নারীতে পরিণত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা বারবারার, তবে মিসৌরিতে নয়, অন্য কোথাও। এসময় এক রাতে ফ্রান্সিস পরামর্শ দেয় লস এঞ্জেলেসে গিয়ে তার খালার সাথে থাকার জন্য। বারবারাও থাকার জন্য প্রস্তুত হয়েই ছিল। কারণ এখানকার এই চাকরিটা সে পছন্দ করত না। তাছাড়া এসময় তার বাবা-মার বিচ্ছেদ ঘটেছিল, তার ছেলেবন্ধু টেক্সাসে চলে গিয়েছিল বিমান প্রশিক্ষণ নেয়ার জন্য। সুতরাং সে পেছনে কিছুই ফেলে যায়নি।

লস এঞ্জেলেসে এসে তার খুব ভালো লাগল। এখানকার চমৎকার আবহাওয়া, পাম বৃক্ষ ও নতুন পরিচয় হওয়া মানুষের অন্তরঙ্গতা তাকে মুগ্ধ করে। এখানে চমৎকার কাজের পরিবেশ আছে যা তাকে আনন্দ দেয়। সে স্বাস্থ্যের গুরুত্ব দিতে শুরু করে। খেলাধুলায় অংশ নেয় এবং নিজের ভেতরে তার আস্থা ফিরে আসে এবং তার মনে হয় এরকম জায়গাতেই যেন সে থাকতে চেয়েছে।

ফ্রান্সিসের খালার সঙ্গে কয়েক সপ্তাহ থাকার পর এই দুই যুবতী হলিউডে নিজেদের জন্য একটা অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া নেয়। বারবারা একটা অফিসে সেক্রেটারির চাকরি নেয় এবং মনে মনে ভাবে চাকরিটা সে সামান্য কিছুদিন করবে। তারা সপ্তাহ শেষের ছুটির দিনগুলোতে নিজেদের দখলে আসা একটা ব্যবহৃত নতুন গাড়িতে চড়ে শহরটাকে আবিষ্কার করতে থাকে। আমেরিকান এনসাইক্লোপেডিয়ার টাইপিস্ট হিসেবে কয়েক মাস চাকরি করার পর বারবারা এক বিশাল অটোমোবাইল ডিলারের চুক্তি বিভাগে একটা চাকরি পায় এবং এখানেই প্রথম তার একজন বিবাহিত লোকের সঙ্গে যৌনসম্পর্ক গড়ে ওঠে এবং লোকটা হচ্ছে তার বসের জামাতা।

বারবারা লোকটাকে সময় দিত মোটেলের নির্জনতায় লাঞ্চের সময় এবং কখনও কখনও সন্ধ্যায়। সে যৌনমিলন পছন্দ করত কিন্তু বিয়েতে তার কোনো আগ্রহ ছিল না। এটা হচ্ছে এমন একটা অবস্থা যেখানে কেউ কারো সঙ্গে কোনো আবেগের সম্পর্কে জড়াবে না। কেউ কারো ওপর কোনো অধিকারও খাটাবে না। এরকম একটি অলিখিত চুক্তির ভেতরে স্বাধীনভাবে যৌনসুখ উপভোগ করার জন্য একমত হওয়া। এক বিকেলে যৌনমিলন সম্পন্ন করার পর লোকটা নিজের হৃদয়কে উন্মোচিত করে এবং তার স্ত্রীর সম্পর্কে তার হতাশার কথা বলতে বলতে সে কেঁদে ফেলে। সে আরো বলে তার স্ত্রীর ও তার শ্বশুরের প্রভাবের কথা, যা সে একদমই সহ্য করতে পারে না। বারবারার তখনই মনে হয় তাদের সম্পর্ক জটিল হয়ে ওঠার আগেই শেষ হয়ে যাওয়া প্রয়োজন।

সে এই চাকরিটা ছেড়ে অন্য একটা গাড়ি কোম্পানির বীমা বিভাগে চাকরি নেয় এবং সেখানে সে একজন দীর্ঘ, স্বাস্থ্যবান ও পেশিবহুল লোকের সাক্ষাৎ পায়, যে

জাতীয় বাস্কেটবল দলের খেলোয়াড়। বারবারা তার আগ্রহ দেখালে লোকটা দ্রুত তার প্রতি আকর্ষিত হয়। কিন্তু বিছানায় গিয়ে বারবারা দেখল সে হচ্ছে প্রেমিকার প্রতি উদাসীন এক প্রেমিক। সে বিশাল ও আগ্রাসী এক ইন্দ্রিয়পরায়ণ ষাঁড়, যে দ্রুত বীর্যপাত করে এবং তারপর ঘুমাতে চায়। তবুও তার ব্যায়ামপুষ্ট শরীরের প্রতি বারবারার একটা আকর্ষণ ছিল এবং সে তার সেইসব আচরণও সহ্য করে যা সে কখনও অন্য কাউকে করতে দেবে না। এর একটা কারণ ছিল, সে মোটামুটি বিখ্যাত লোক, তাকে লোকে চেনে আর এটাকে সে ব্যবহার করত। ফলে তার ভক্তদের ভেতরেই সে বেশি গাড়ি বিক্রি করত। বারবারা এসময় তার চাকরিতে উন্নতি করে, প্রদর্শন করে বিশেষ ধরনের দক্ষতা, ফলে সহকর্মীদের দ্বারা প্রশংসিত হতে থাকে এবং সেইসঙ্গে তার বেতন ও দায়িত্বও বেড়ে যায়। ছুটির দিনগুলোতে সে পানি অথবা বরফের ওপর স্কি করে সময় কাটায় কিংবা বই পড়ে। এসময় একটা ঘটনা ঘটে তা হল, ফ্রান্সিস একটা ছেলেকে বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, যার সঙ্গে সে পুরো একবছর লেপ্টালেপ্টি করেছে। বারবারা মনে খুবই কষ্ট পায় যখন সে সত্যি সত্যিই অ্যাপার্টমেন্ট ছেড়ে চলে যায়। নিজেকে তখন তার নিঃসঙ্গ ও প্রতারিত মনে হয়, যদিও ফ্রান্সিসের প্রতি তার যৌন আকর্ষণকে বারবারা কখনও প্রকাশ করেনি। কিন্তু ফ্রান্সিসের প্রতি তার লোভ ছিল।

বারবারা সৌভাগ্যবতী এ কারণে যে এ সময়ে এমন একজন আকর্ষণীয় মানুষ তার দিকে বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দেয়, যে সত্তর বছর বয়সেও বলিষ্ঠ ও সদাপ্রফুল্ল। সে হল শহরের গাড়ি ব্যবসার রাজা, প্রত্যেক সপ্তাহে অসংখ্য গাড়ি সে বিক্রি করে এবং সে বারবরাকে ভাড়া করে তার কোম্পানির বীমা বিভাগ ব্যবস্থাপনার জন্য। ব্যবসায়িক লেনদেনের ক্ষেত্রে তীক্ষ্ণ বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন ও কঠোর হলেও বারবারার ব্যাপারে সে ছিল সব সময়ই খুব নমনীয় এবং সে লোকটার ভেতরে একজন পিতাকে দেখতে পায় যা সে আগে কোনো পুরুষের ভেতরেই লক্ষ্য করেনি। লোকটা তাকে রেস্তোরাঁয় নিয়ে যায়, তাকে বোঝাতে সক্ষম হয় যে নারী হিসেবে সে বিশেষ কিছু এবং তাকে উৎসাহিত করে তার লক্ষ্য পূরণ করতে।

এই সংস্থায় এক বছর কাজ করার পর সে আরও স্বাধীন একটা কাজ জোগাড়ের চেষ্টা করে এবং নিউইয়র্ক লাইফ ইন্সুরেন্সের এজেন্ট নিযুক্ত হয়। খুচরা বিক্রেতাদের দোকান থেকে তাদের বাঁধা খরিদ্দারের তালিকা কেনার পর গাড়ি ব্যবসায় থাকার সময় যাদের সঙ্গে তার পরিচয় ঘটেছিল সেই তালিকাসহ সে সকল খরিদ্দারের কাছে ব্যক্তিগতভাবে টেলিফোন করে একটা সময় চায় এবং নিজে উপস্থিত হয়ে তাদের সঙ্গে কথা বলে, তাদেরকে বোঝাতে শুরু করে বীমার উপকারিতা এবং এভাবে তার প্রচুর পলিসি বিক্রি হয়। এছাড়াও সে শহরের বিভিন্ন এলাকায় ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত হয়ে ছোট ছোট সমাবেশে বীমার সুবিধাগুলো ব্যাখ্যা করত। দেখা যেত অনেক জায়গায় সে যাওয়ার আগেই অন্য এজেন্ট এসেছিল, আবার অন্য এজেন্ট যেখানে ব্যর্থ হয়েছে

সেখানে সে সফল হয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যেত যাদেরকে উপেক্ষা করা হয়েছে সেক্ষেত্রেই সে সফল হয়েছে বেশি।

দুই বছর নিউ ইয়র্কে বসবাসকালে অধিকাংশ সময় সে ইন্সুরেন্সের কাজে ব্যস্ত থাকে এবং প্রতি বছর সে আয় করে তিরিশ হাজার ডলার। তখন পুরুষের ব্যাপারে তার কোনো আগ্রহ ছিল না এবং পামস্প্রিং সম্মেলনের প্রথম রাতে হঠাৎ করেই সে যৌনমিলনের প্রচণ্ড আগ্রহ অনুভব করে।

জন বুল্লারোর সঙ্গে পরিচয়ের পর তাকে তার আকর্ষণীয় মনে হয় এবং তার শক্তপোক্ত শরীরও তার ভালো লাগে। কিন্তু এক ঘন্টারও বেশি সময় সে তার পাশে বসে থেকে অনুভব করল যৌনমিলনের ব্যাপারে তেমন উদ্যোগী লোক সে নয় এবং সে কারণেই যখন সে নিজে থেকে তার অ্যাসপিরিন আনতে উঠে যায় তখন সে তাকে অনুসরণ করার সিদ্ধান্ত নেয়।

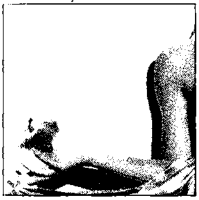

জন বুল্লারোর সঙ্গে বারবারার সম্পর্কটা ১৯৬৬ সালের বসন্ত পর্যন্ত গড়ায়। এ সময়ে অফিসের কাছাকাছি একটা মোটেলে সে দ্রুত মধ্যদিনের যৌনমিলন সেরে নিত। তারপর যেত ব্যবসায়িক কাজে এবং কাজ সেরে দুপুরে খাবার সময় সে একা একা মনে মনে চিন্তা করত যৌনানন্দ সম্পর্কে। তবে সামান্য অপরাধবোধ ও দুশ্চিন্তা মাঝে মাঝে তার মধ্যে কাজ করত।

বুল্লারো ভয় পেত যে তাড়াতাড়ি কিংবা দেরিতে হোক বারবারার সঙ্গে তার এই অবৈধ যৌনসম্পর্কের কথা সবাই জেনে ফেলবে এবং ধ্বংস হয়ে যাবে তার পেশাগত মর্যাদা, অবস্থান এবং বিয়ে। অবশ্য তার এই উত্তেজিত মনোভাব প্রমাণ করার মতো তেমন কোনো ঘটনাই ঘটেনি। বিপরীত দিকে, বারবারা ক্র্যামারের সঙ্গে দেখা হওয়ার পর থেকে তার জীবনের উন্নতি ঘটেছে। বারবারা তার ভেতরে যে পরিমাণ উত্তেজনা সৃষ্টি করে তা তার বিবাহিত জীবনেও ইতিবাচক প্রভাব ফেলে। জুডিথের প্রতি সে তার সুপ্ত আগ্রহটা ফিরিয়ে আনে এবং তার বিনিময়ও সে পায়। তার পেশায় উন্নতি হতে থাকে নিরুদ্বিগ্নভাবে এবং সম্প্রতি সে জানতে পারে খুব দ্রুত তাকে শীর্ষ নির্বাহীর প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য নিউ ইয়র্ক পাঠানো হবে।

বারবারা আনন্দিত ছিল তার এই যৌনসম্পর্কের ভেতর দিয়ে সে পেশাগতভাবে উৎসাহিত হয়েছে। তাছাড়া বুল্লারোও খুশি এ কারণে যে প্রেম অথবা বিয়েতে জড়িয়ে পড়ার চেয়ে যৌনমিলনের ব্যাপারেই বারবারা ছিল সবচেয়ে বেশি আগ্রহী। সে কখনও বুল্লারো-কে টেলিফোন করত না অথবা ছুটির রাতে তাকে না পাওয়া গেলেও কোনো অভিযোগ করত না, কোনো আগ্রহ প্রকাশ করত না তার স্ত্রীর ব্যাপারে। এ ব্যাপারে শুধু কথা হয়েছিল যে জুডিথ নার্সের প্রশিক্ষণ নিয়েছিল।

অফিসে বুল্লারোর সঙ্গে তার সম্পর্ক ছিল খুবই নিয়মতান্ত্রিক। এমনকি যেদিন তারা একটু আগেই মোটেলে সময় কাটাতে যায় সেদিনও। তারা একসঙ্গে ডিনার খেত খুবই কম। বাইরে যখন তারা একসঙ্গে খেত তখন মাঝে মাঝে বিল পরিশোধ করত বারবারা, এমনকি মাঝে মাঝে সে মোটেলের খরচও মেটাত। একদিন তারা একটা নির্দিষ্ট মোটেলে মিলিত হওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়, কারণ মোটেলটা ছিল তার বাসার কাছাকাছি। কিন্তু বুল্লারো এসে দেখে সে তখনও আসেনি। কিছুক্ষণ পর বারবারা এল এবং মোটেলের চাবি ছিল তার কাছে। কারণ সে দুপুরেই মোটেলে বুকিং দিয়ে চাবি নিয়ে গিয়েছিল।

বারবারা ছিল সবচেয়ে স্বাধীন ও আত্মনির্ভরশীল নারী, অন্তত তার জানামতে এবং যখন সে বুল্লারোকে উদ্দীপিত করতে চাইত না তখন সে তাকে আঘাত করার জন্য বিছানায় তার সঙ্গে ঠাণ্ডা আচরণ করত। মাঝে মাঝে হঠাৎ করেই সে রোমান্টিক হয়ে উঠত। আবার মাঝে মাঝে তাকে বিষণ্ন দেখাত এবং এটাই ছিল তাদের সম্পর্কের স্টাইল। ফলে বিবাহ-বহির্ভূত এক ধরনের চমৎকার যৌনসম্পর্ক তারা উপভোগ করত। কিন্তু তাদের জীবিকা ও বিয়ের ক্ষেত্রে কোনো সমস্যা দেখা দেয়নি এবং কয়েক বছরে তারা এ ব্যাপারে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে, এমনকি মাঝে মাঝে মনে হয় তারা এই সম্পর্কের ওপর নির্ভরশীল।

বুল্লারো তখন নিউ ইয়র্কে নির্বাহী প্রশিক্ষণ নিতে যাওয়ার বিষয়ে চিন্তিত। তার চলে যাওয়ার দুমাস আগেই বারবারার সঙ্গে তার সম্পর্ক শেষ হয়ে যাওয়ার আভাস পায় বুল্লারো।

কয়েক সপ্তাহ বারবারার সঙ্গে দেখা না হওয়ার পর সে জানায় যে কাজ নিয়ে সে খুবই ব্যস্ত আছে। কয়েকদিন পর বারবারা টেলিফোন করে এক বিকেলে জানায়, সম্প্রতি এক লোকের সঙ্গে তার দেখা হয়েছে যে তাকে খুবই পছন্দ করেছে। বুল্লারোর গলার স্বর কথা বলতে বলতে বিষণ্ন শোনায়। বারবারা বলে, তার মনে হয় সে লোকটার প্রেমে পড়েছে। লোকটা একজন মেধাবী প্রকৌশলী। বুল্লারোর এক ধরনের অস্বস্তিকর অনুভূতি হতে থাকে শরীরের ভেতরে। তারপরও সে বারবারার পছন্দকে অভিনন্দন জানায়।

বুল্লারো তারপর বারবারাকে প্ররোচিত করে রাতে তার সঙ্গে বাইরে দেখা করার জন্য, কিন্তু সে তাকে বিনয়ের সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করে। এক সপ্তাহ পর সে তাকে আবার আহ্বান জানায়, কিন্তু সে জানায়, সে এখন সেই প্রকৌশলীর সঙ্গে সময় কাটাচ্ছে এবং তারা বিয়ে করার কথা ভাবছে। বুল্লারো তখন বুঝতে পারল তাদের সম্পর্ক শেষ হয়ে গেছে এবং এটা অনুভব করে সে খুবই বিষণ্ন হয়ে পড়ে।

পুরো গ্রীষ্মকাল বুল্লারো অফিসের কাজে ডুবে থাকে। তারপর একটা লম্বা ছুটি নিয়ে জুডিথ ও বাচ্চাদের নিয়ে বেড়াতে যায় এবং ভাবতে থাকে নিউ ইয়র্কের দিনগুলি কেমন কাটাবে। শীতের প্রায় অধিকাংশ সময়টা সে নিউ ইয়র্কে কাটাবে এবং সপ্তাহ শেষে লস এঞ্জেলেসে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করবে। যাবার দিন জুডিথ তাকে এয়ারপোর্টে পৌঁছে দিল এবং বলল তার জন্য তার খুব কষ্ট হবে, কিন্তু তারপরও তার আনন্দ হল সে তার সংস্থায় উচ্চতর ব্যবস্থাপনার মাঝে প্রতিষ্ঠিত হবে। জুডিথকে তাই খুব হাসিখুশি দেখাচ্ছিল এবং বিদায় জানানোর সময় সে আবেগাপ্লুত হয়ে কেঁদে ফেলে।

নিউ ইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হিসেবে প্রায় একদশক আগে বুল্লারো নিউ ইয়র্কে বসবাস করেছে এবং মেডিসন এভিনিউ ও টুয়েন্টি সেভেন্থ স্ট্রিটে অবস্থিত ইন্সুরেন্স অফিস তার গ্রিনউইচ ভিলেজের পুরোনো অ্যাপার্টমেন্ট থেকে হাঁটাপথ। সে নিউ ইয়র্কে আসার পর প্রথম রবিবার বিকেলে ওয়াশিংটন স্কোয়ারে যত্রতত্র ঘুরে বেড়াল, শুনল কলেজের ছাত্ররা ঝরনার পাশে লোকসংগীত গাইছে এবং প্রশংসা

করছে সেইসব যুবতী মেয়েদের যারা মিনিস্কার্ট পরে বড়সড় পাছায় ঢেউ তুলে হাঁটছে এবং যাদের বৃহদাকার স্তনের বোঁটা দুটো তাদের টিশার্ট ফুঁড়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে। বুল্লারো লক্ষ্য করল ক্যালিফোর্নিয়া বিচে সে তরুণদেরকে এরকম মজা করতে দেখেছে।

যাহোক, বুল্লারো তখন কোম্পানির প্রতি খুবই প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং কোম্পানির জেনারেল ম্যানেজার হওয়ার জন্য সে নিউ ইয়র্কে প্রশিক্ষণ নিতে এসেছে। প্রশিক্ষণ শেষ হওয়ার পর বুল্লারো এবং আরও দশজন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সহকর্মী নিজ নিজ এলাকায় ফিরে যাবে এবং সহকারী কর্মীসহ এজেন্টদেরকে বীমা সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য ও পরামর্শ দেবে। বুল্লারোর মনে হল সে এবং বাকি দশ সহকর্মী খুবই সম্পদশালী ও মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি এবং সংস্থার সর্বোচ্চ পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার সুযোগের খুবই কাছাকাছি।

মেডিসন এভিনিউ-এর ফরটি সিক্স স্ট্রিটের রুজভেল্ট হোটেলে বুল্লারো এবং তার সহকর্মীরা অবস্থান করছে। বুল্লারো সকালে তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে উঠে জগিং করে। তারপর ছুটে যায় প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে এবং অধিকাংশ দিন সে হেঁটেই যায়। অফিসের কাছাকাছি পৌঁছে বুল্লারো হাঁটার গতি কমিয়ে দেয়। চুয়াল্লিশ তলা অফিস ভবনটির রঙ ধূসর। ভেতরের আসবাবপত্র খুবই জাঁকজমকপূর্ণ। সে লিফটে চড়ে এবং লিফট ধীরগতিতে চলতে থাকে। লিফটের দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গে ভেসে আসে মানুষের কোলাহল এবং টাইপরাইটারের শব্দ। বুল্লারো প্রশিক্ষণ গ্রহণকালে তার সংস্থার সঙ্গে আরও বেশি ঘনিষ্ঠ হয় এবং বীমার ইতিহাস সম্পর্কে বিস্তারিত জ্ঞানলাভ করে।

বুল্লারো নিউ ইয়র্ক ইন্সুরেন্সের আর্কাইভ পরিদর্শনকালে দেখতে পায় কাঁচের কেসের ভেতরে পলিসির গ্রাহক বিখ্যাত সব লোকের স্বাক্ষর, যেমন জেনারেল কস্টার, রজার হর্নর্সবি, ফ্রাঙ্কলিন ডি রুজভেল্ট। অন্য এক জায়গায় প্রদর্শিত হচ্ছে একটা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ছবি কোম্পানি যার ক্ষতিপূরণ দিয়েছিল—*দ্য ইরোকুইস থিয়েটার* আগুনে ১৯০৩ সালে নয়জন বীমাগ্রাহক আগুনে পুড়ে মারা গিয়েছিল। ১৯১২ সালে ডুবে যাওয়া *টাইটানিক*-এর ছবিও আছে এখানে, যার এগারো জন পলিসি গ্রাহক তখন বিদেশে বসবাস করে।

ফ্রান্সসহ পৃথিবীর বহু দেশে আঠারো শতক পর্যন্ত বীমা নিষিদ্ধ ছিল, কিন্তু ইংল্যান্ডে ঝড় ও দস্যুবৃত্তির হাত থেকে জাহাজ এবং কার্গোর ক্ষতিপূরণ পাওয়ার উদ্দেশ্যে বীমাপ্রথা চালু করা হয়। বুল্লারো পড়ালেখা করে জেনেছে ইংরেজরাই আমেরিকাতে পলিসি বিক্রির মাধ্যমে মানুষকে বীমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়। পুরো আঠারো শতাব্দী জুড়ে বীমাব্যবসা একঘেয়েভাবে দ্রুত চলতে থাকে। আগ্রাসী অর্থনৈতিক প্রক্রিয়ার ভেতরে বসবাসকারী সংখ্যাগরিষ্ঠ নাগরিক অতিরিক্ত তহবিল জোগাড় করতে ব্যর্থ হয় অথবা অগ্রিম হিসেবে অর্থ জমা করে কাল্পনিক অপরিহার্য প্রয়োজনের জন্য। শিল্প বিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে আমেরিকার বীমা কোম্পানিগুলি বস্তুবাদের অভিভাবক হিসেবে সাফল্য অর্জন করে। সম্প্রতি একটি লিফলেট থেকে

সে জেনেছে ১৯৬০ দশকের মাঝামাঝি সময়ে বর্তমানে নেতৃত্বদানকারী বীমা প্রতিষ্ঠানগুলো প্রতিষ্ঠিত হয় এই ভূমির সম্পদশালী অসংখ্য ব্যক্তিগত ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ভেতরে এবং তা প্রতিনিধিত্বকারী তেল-কোম্পানিগুলোকেও অতিক্রম করে যায় সম্পদের দিক থেকে।

প্রডেন্সিয়াল লাইফ ইন্সুরেন্সের সম্পদের পরিমাণ তখন ৩৫ মিলিয়ন ডলার, যা ইক্সোন লাইল ইন্সুরেন্স এর সম্পদের চেয়ে ১০ বিলিয়ন বেশি। ইন্সুরেন্স কোম্পানির ভেতরে সম্পদের দিক থেকে দ্বিতীয় অবস্থানে ছিল মোট্রেপলিটন লাইফ ইন্সুরেন্স কোম্পানি যাদের সম্পদের পরিমাণ ছিল সাত বিলিয়ন ডলার। বুল্লারোর প্রতিষ্ঠান ছিল চৌদ্দ বিলিয়ন ডলার সম্পদের মালিক এবং তাদের অবস্থান ছিল চতুর্থ। তখন তিরিশটারও অধিক বিভিন্ন আমেরিকান ইন্সুরেন্স কোম্পানির সম্পদের পরিমাণ ছিল কমপক্ষে প্রত্যেকের ১ বিলিয়ন ডলার।

বুল্লারো প্রশিক্ষণকালে প্রায় সব সময়ই বীমা পলিসি ও বীমার বিভিন্ন তত্ত্বের ভেতরে মনোনিবেশ করার চেষ্টা করে যথাযথ পদ্ধতিতে। সে ছিল অন্যান্য যুবক সহকর্মীর আদর্শ, যারা জীবনে উন্নতি করতে চায়। বুল্লারো কাজ শেষে তখন প্রায়ই জুডিথের কথা ভাবে, ভাবে জুডিথের সঙ্গে তার বিবাহিত জীবনের অনেকগুলি বছর কাটানোর কথা। সে সিদ্ধান্ত নেয় এই সপ্তাহে ছুটির দিনে সে জুডিথ ও বাচ্চাদের দেখতে যাবে।

কিছুদিন আলাদা থাকা বুল্লারোর কাছে একেবারে খারাপ লাগে না এবং প্রতিবার জুডিথের সঙ্গে দীর্ঘদিন পর যখন দেখা হয় তখন মনে হয় সে তার হানিমুনের দিনগুলিকেই আবার নতুন করে উপভোগ করছে। জুডিথ এয়ারপোর্টে বুল্লারোকে খুবই আন্তরিকতার সঙ্গে অভ্যর্থনা জানায়। হেসে তাকে জড়িয়ে ধরে বুকের সাথে অনেকক্ষণ সেটে থাকে এবং গাড়িতে তার গা ঘেঁষে বসে থাকে সারাক্ষণ। তারপর বাসায় এসে বাচ্চাদের সঙ্গে কিছুক্ষণ সময় কাটাবার পর তারা যৌনমিলন উপভোগ করে এবং দুজনেই দারুণ তৃপ্তি পায়।

প্রশিক্ষণ শেষে সে লস এঞ্জেলেসে ফিরে আসে এবং উডল্যান্ড হিলের অফিসে জেনারেল ম্যানেজার পদে অধিষ্ঠিত হয় এবং প্রথমদিনই নয়জন বীমাচুক্তির দায় গ্রহণকারীসহ নিজের অফিসের কর্মকর্তাদের নিয়ে সভা করে। জুডিথের সঙ্গে দিনে দিনে তার সম্পর্কের উন্নতি হতে থাকে। সে আবার আগের রুটিনে ফিরে আসে। বাচ্চারা ঘুমিয়ে গেলে কোনো কোনোদিন জুডিথ তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়ে। তখন সে বেশ সময় নিয়ে তার অফিসের জমে থাকা কাজগুলো করে যায়।

বারবারা ক্র্যামারের সাথে গত একমাস টেলিফোনে কথা না বললেও সে শুনেছিল জন উইলিয়ামসন নামে একজন প্রকৌশলীকে সে বিয়ে করেছে। এজেন্ট হিসেবে চাকরিটা এখন চালিয়ে যাচ্ছে এবং সে তার পলিসি বিক্রির মানসম্পন্নতা পুরোপুরি বজায় রেখেছে। বুল্লারো ভেবেছিল সে তাকে একটা নোট লিখে পাঠাবে অথবা টেলিফোনে হ্যালো বলবে, কিন্তু তার আগেই মূল অফিসের লিফটের ভেতরেই তার সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। বারবারাকে আগের চেয়েও আন্তরিক মনে হয়। সে

যেভাবে কথা বলছে তাতে মনেই হয় না যে তার বিয়ে হয়েছে। বুল্লারো ভাবে একদিন তাকে লাঞ্চের নিমন্ত্রণ জানালে হয়তো আবার আগের মতো সম্পর্কটা যৌনমিলনের ভেতর দিয়ে জোড়া লাগতে পারে।

কয়েকদিন পরই লাঞ্চের সময় বারবারা তার চিরাচরিত অন্তরঙ্গ ভঙ্গিতে তাকে প্রস্তাব দেয় মোটেল ভাড়া করে যৌনমিলন উপভোগ করার। বুল্লারো ভাবে সে রসিকতা করছে, কিন্তু যখন বারবারা আবার একই কথা পুনরাবৃত্তি করে তখন বুল্লারো রেস্টুরেন্টের বিল মিটিয়ে তাকে নিয়ে বেরোয়। বারবারার আবেগের তাড়না ও দৃঢ়তা বুল্লারোকে উত্তেজিত করে তোলে। সে বুঝতে পারে এটা হল যৌনমিলনের পূর্বাভাস। দুজনে মোটেলে পৌঁছানোর পর বারবার গিয়ে নাম রেজিস্ট্রেশন করে। বুল্লারো গাড়িতে বসে থাকে। বারবারা চাবি নিয়ে ফিরে আসে কিন্তু দুজনের কেউই তার বিয়ে সম্পর্কে একটা কথাও উচ্চারণ করেনি।

রুমে ঢুকেই বারবারা দ্রুত পোশাক খুলে ফেলে এবং বুল্লারো আবার তার মনে রাখার মতো উত্তেজক শরীরটা দেখতে পায় এবং ন্যাংটা অবস্থায় বিছানায় শুয়েই দ্রুত সে বারবারার শরীরের আগ্রাসী স্পর্শ অনুভব করে এবং সে বুল্লারোর ওপরে চড়ে। যৌনমিলনকালে বারবারা এভাবেই সবচেয়ে বেশি তৃপ্তি পেয়ে থাকে। আবার ক্ষিপ্রগতিতে নিজের শরীরকে তার শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন না করে বারবারা পাক খেয়ে উল্টে যায় এবং বুল্লারো এবার চড়ে বারবারার বুকের ওপর। বুল্লারো যৌনমিলন চালিয়ে যেতে যেতেই বুঝতে পারে বারবারার আচরণই নিশ্চিত করছে যে বিয়ে তার এই খেলোয়াড়ি স্বভাবের কোনো পরিবর্তন করতে পারবে না। একই সঙ্গে পারবে না অন্য পুরুষের সঙ্গে যৌনমিলনের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে।

যৌনমিলন সম্পন্ন হওয়ার পর তারা জড়াজড়ি করে বিছানায় শুয়েছিল। বুল্লারো জানতে চাইল তার বিয়ে সুখের হয়েছে কিনা। উত্তরে বারবারা বলে, এ পর্যন্ত যত লোকের সঙ্গে তার পরিচয় হয়েছে তার মধ্যে তার স্বামীই সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য মানুষ তার কাছে। সে সংবেদনশীল এবং আত্মবিশ্বাসে ভরপুর একজন মানুষ এবং সে তার ব্যক্তিত্বের ওপর কখনও হস্তক্ষেপ করে না। সত্যি কথা বলতে কি, আগে সে যতটা স্বাধীন ছিল তার চেয়েও বেশি স্বাধীন হওয়ার জন্য তার স্বামী তাকে উৎসাহিত করে। আশা করে বারবারা যৌনমিলনের চূড়ান্ত তৃপ্তি লাভ করতে পারবে সেই বিয়ের মাধ্যমে যা তার স্বাধীনতায় কোনো হস্তক্ষেপ করবে না। বিয়ের মাধ্যমে উচিত মানুষের ব্যক্তিগত মানসিক বিকাশকে পরিপূর্ণতা দান করা, সীমাবদ্ধতা সৃষ্টি ও নিয়ন্ত্রণের পরিবর্তে। বুল্লারো কিছুটা বিস্মিত হয়, কারণ সে আগে কখনও বারবারাকে এভাবে কথা বলতে শোনেনি এবং একইসঙ্গে ভাবে বিছানায় এভাবে যদি তার স্বামী তাদেরকে দেখে তাহলে সে কী করবে কিন্তু তারপরও চুপ করে থাকে, আর ব্যাখ্যা করতে থাকে এরকম যৌনজীবন যাপন করলে বুল্লারোর সুবিধা কী, বারবারার নিজের সুবিধা ও ভালোলাগাগুলি কী কী, যা সে এই বিয়ের মধ্যে আবিষ্কার করেছে।

বারবারা বলে যেতে থাকে: প্রতিটি বিবাহিত মানুষের রয়েছে মালিকানার সমস্যা। তারা পরস্পরের ওপর পুরোপুরি অধিকার খাটানোর চেষ্টা করে। তারা চায়

একগামী পুরুষ অথবা নারী। যদি এই নিয়ম কেউ ভঙ্গ করে তাহলে তা বিয়ে ভেঙে যাওয়ার চিহ্ন হিসেবে ধরে নেওয়া হয়। কিন্তু এটা অবাস্তব বিষয়। বারবারা বলে একজন স্বামী অথবা একজন স্ত্রীর উচিত অন্যের সঙ্গে যৌনমিলন উপভোগ করতে সক্ষম হওয়া এবং তা বিয়ের জন্য মোটেও কোনো হুমকি নয়। মানুষ আশা করতে পারে না যে তার সব চাহিদাই তার স্বামী অথবা স্ত্রী পূরণ করতে সক্ষম হবে এবং বারবারা বলে, জন উইলিয়ামসনের সঙ্গে তার সম্পর্কই গড়ে উঠেছে পারস্পরিক স্বাধীনতার প্রতি জেগে ওঠা শ্রদ্ধাবোধের ওপর এবং তারা তাদের প্রেমের ভেতরে যথেষ্ট নিরাপত্তা অনুভব করে এবং তারা প্রকাশ্যে স্বীকার করে যে, অন্য লোকের সঙ্গে তারা যৌনমিলন উপভোগ করে থাকে।

এসব শুনে বুল্লারো বিচলিত বোধ করে। দ্রুত সে বারবারাকে থামিয়ে দিয়ে জানতে চায় মোটেলে তাদের যৌনমিলনের কথা সে তার স্বামীকে জানানোর কোনো পরিকল্পনা করেছে কিনা। বারবারা হাসল এবং অলস ভঙ্গিতে জবাব দিল যে, একথা যদি সে জানেও তাহলে সে ন্যূনতম বিচলিত হবে না। কারণ সে ওরকম হিংসুটে মানুষ নয়। হঠাৎ করেই বুল্লারো আতঙ্ক অনুভব করতে থাকে এবং এক ধরনের ক্ষোভ জেগে ওঠে তার ভেতরে এবং সে লাফিয়ে বিছানা থেকে নামে। কিন্তু বারবারা তার হাত চেপে ধরে এবং তাকে আশ্বস্ত করে যে দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই। সে তার স্বামীকে কিছুই বলবে না। তাতেও বুল্লারোর দুশ্চিন্তা যায় না। সে বারবার তার প্রতিজ্ঞার কথা বলে কিন্তু বারবারার কথা তার বিশ্বাস হয় না।

বুল্লারো মোটেল ছেড়ে যাবার পর সিদ্ধান্ত নেয় সে আর বারবারার সাথে বিছানায় যাবে না। নতুন স্বামীর সাথে তার স্বাধীন যৌনজীবন এবং যৌনলীলার সততা সম্পর্কে তার নতুন দর্শন ছিল একটা নিশ্চিত বুমেরাং। কোথাও-না-কোথাও এক সময় তার স্বামী দেখে ফেলবে অথবা জেনে ফেলবে। সে সংবাদপত্রে প্রচুর এরকম ঘটনা পড়েছে যে, বিবাহ-বহির্ভূত যৌনমিলনের ফলে বহু স্বামী তার স্ত্রী অথবা যৌনসঙ্গীকে খুন করেছে। বুল্লারো ভাবে, বারবারার ব্যাপারে তার সতর্ক হওয়া উচিত। বারবারা এমনিতেই যৌনমিলনের ব্যাপারে বেপরোয়া, তার ওপর বর্তমানে সে তার নতুন দর্শনকে নিজের সঙ্গে পরীক্ষানিরীক্ষা করতে ব্যস্ত, সুতরাং সে এখন আরও বেপরোয়া। এ অবস্থায় যদি তার নামে দুর্নাম ছড়িয়ে পড়ে তাহলে তার বিয়ে এবং পেশা দুটোই ধ্বংস হয়ে যাবে।

দুদিন পর বুল্লারো অফিসে বসে আছে। এমন সময় তার সেক্রেটারি বলল মিসেস উইলিয়ামসন টেলিফোন লাইনে আছেন। সে তাকে বলার জন্য প্রস্তুত ছিল যে এখন থেকে তাকে আর লাঞ্চের সময় পাওয়া যাবে না, তা সে যাই মনে করুক না কেন, কিন্তু সে টেলিফোনে ধরতেই বারবারা তাকে শুভেচ্ছা জানায় এবং বলে সে ব্যবসায়িক আলোচনা করতে চায়। তারপর সে জানাল, আরলিন গফ নামে তার পরিচিত এক নারী নিউ ইয়র্ক লাইফ ইন্সুরেন্স কোম্পানিতে এজেন্ট হিসেবে কাজ করার জন্য আবেদন করতে চায়। সে বুদ্ধিমতী এবং চৌকশ। বারবারার অনুরোধ বুল্লারো যেন তার ইন্টারভিউ নেয় এবং খরিদ্দারের মূল্যায়নপত্র পরীক্ষার জন্য

উপস্থাপন করা হয়। সংস্থায় লোক নিয়োগের দায়িত্ব বুল্লারোর, সুতরাং সেদিন বিকেলেই ইন্টারভিউয়ের সময় নির্ধারণ করা হয়। বারবারা তাকে ধন্যবাদ জানায়।

ইন্টারভিউয়ের জন্য বারবারা আবেদনকারিনীকে সঙ্গে নিয়েই তার রুমে প্রবেশ করল। চব্বিশ/পঁচিশ বছরী নমনীয়, সুন্দর ও চটপটে এক নারী, দীর্ঘ কালো চুল মাথাভর্তি, টানটান শরীর। আকর্ষণীয় দুটো চোখ ইন্টারভিউ নেওয়ার সময় সারাক্ষণই থাকে বুল্লারোর মুখের ওপর। মেয়েটির নাম আরলিন গফ। স্পোকানিতে তার জন্ম, এখন স্বামীর সাথে লস এঞ্জেলসে বসবাস করে। স্বামী একজন প্রকৌশলী। আরলিন জানায় অভ্যন্তরীণ অঙ্গসজ্জার কাজ সে আগে বহুবার করেছে এবং হিউজেস এয়ারক্র্যাপ্ট কোম্পানিতে সেক্রেটারি হিসেবেও কাছ করেছে কিছুদিন। কিন্তু সে ইন্সুরেন্স-এর পলিসি বিক্রি করতে পরবে এরকম আত্মবিশ্বাস তার আছে বলে সে জানায়। বুল্লারো লক্ষ্য করে আরলিন ধূসর রঙের চমৎকার স্যুট পরেছে। সে মুগ্ধ হয় আরলিনের স্পষ্টবাদিতা ও কথার ভারসাম্য রক্ষার দক্ষতায়। তার শরীর দেখেই বোঝা যায় এই নারী বেশ ইন্দ্রিয়পরায়না।

সেক্রেটারি যখন এসে বলল যে পরীক্ষার প্রশ্নপত্র তৈরি হয়ে গেছে তখন বারবারা বিদায় নিল এবং আরলিনকে দেখিয়ে দেওয়া হল কনফারেন্স রুম। তখন বিকেল হয়ে গেছে এবং মিসেস গফ যখন তার পরীক্ষা শেষ করল তখন অধিকাংশ কর্মকর্তা অফিস থেকে চলে গেছে। অফিস এখনই বন্ধ হয়ে যাবে। আরলিন প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে আবার বুল্লারোর রুমে প্রবেশ করল এবং জানতে চাইল পরীক্ষার ফলাফল কখন জানা যাবে। বুল্লারো জানায়, কয়েক দিন সময় লাগবে এবং সে-ই তাকে জানাবে। তারপর আরলিন জিজ্ঞাসা করল, যদি সে তার কাজ শেষ হওয়া পর্যন্ত এখানে অপেক্ষা করে তাহলে কি সে কিছু মনে বলবে? বুল্লারো মাথা নাড়ে। সে তখন আবার বুল্লারোকে অনুরোধ করে তাকে বাসায় পৌঁছে দিতে কারণ, তার স্বামী ব্যবসায়িক প্রয়োজনে বাইরে আছে এবং বারবারার কাজ থাকায় সে চলে গেছে। সে বুল্লারোর খুব কাছেই থাকে। বুল্লারো বলল সে তাকে পৌছে দিতে খুবই আনন্দ অনুভব করবে।

গাড়িতে আরলিন তার খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে বসেছিল, একেবারে গাঁ ঘেঁষে, উল্লসিত এবং মনোযোগী। বাড়িতে পৌছে আরলিন তাকে ভেতরে আহ্বান জানায় এবং এক পেগ মদ খেতে অনুরোধ করে। বাড়িটা ছিল একেবারে নির্জন। আরলিন রান্নাঘর থেকে মদের বোতল ও বরফ নিয়ে এসে তার খুব কাছে দাঁড়াল এবং এমনভাবে তার দিকে তাকাল যে বুল্লারোর মনে হল, মেয়েটা চাচ্ছে যেন পুরুষটা তাকে চুমু খায় এবং যখন বুল্লারো সত্যি সত্যিই চুমু খেল তখন তাৎক্ষণিকভাবে সাড়া দিল আরলিন তার পুরো শরীরটা বুল্লারোর শরীরের সাথে প্রবলভাবে চেপে ধরে। বুল্লারো অনুভব করে আরলিনের হাত তার গলা জড়িয়ে ধরল, তারপর তার হাত পিঠ বেয়ে নামতে লাগল তার পাছাতে, ঊরুতে এবং হাত দিয়ে চেপে ধরল তার উত্তেজিত লিঙ্গ এবং এক সময় আরলিন বলল, 'চলো আমার শোবার ঘরের বিছানায় গিয়ে জমিয়ে খেলি।'

বুল্লারো সব সময়ই সতর্ক চরিত্রের মানুষ হলেও এ মুহূর্তে লিঙ্গের ক্ষুধার কাছে

তার সেই সতর্কতা পরাজিত হল এবং সে নির্দ্বিধায় তাকে অনুসরণ করল। বেডরুমে ঢুকেই আরলিন কাপড়চোপড় খুলে ফেলল এবং দ্রুত চোখের সামনে সে দেখল আরলিনের অপূর্ব মাধুর্যময় এবং নর্তকীদের মতো তাজা নগ্ন শরীর এবং কিছুক্ষণ পর তার ভেতরে ঢুকে গিয়ে বুল্লারো অনুভব করল তার লম্বা পা দুখানা তার কোমর জড়িয়ে ধরেছে এবং তলপেট ঠেলে ঠেলে ঘষছে তার তলপেটের সাথে। বুল্লারো পরমানন্দের ভেতরে উত্তেজিত হতে হতে বীর্যপাতের সময় আরলিনের চিৎকার মেশানো দীর্ঘশ্বাস শুনতে পায় এবং অনুভব করে নারীশরীরের অস্থির তোলপাড়। বুল্লারো বুঝতে পারে আরলিন যৌনমিলনের ক্ষেত্রে বারবারার মতোই অত্যন্ত কামুকী এবং সে আরও অনুভব করল তাদের এই যৌন আচরণ সত্যিই উদ্ভট অথবা তাদের বিয়ের ভেতরে কোনো সমস্যা তৈরি হয়েছে।

যথাসময়ে আরলিনের স্বামী বাসায় ফিরে এল এবং বুল্লারো সন্ধ্যা সাতটার পর উডল্যান্ড হিলের বাড়িতে ফিরে এল। জুডিথকে দেখতে পেল লনে এবং দেরি হওয়ার জন্য ক্ষমা চাইল এবং কিছুক্ষণ পরই আবার বিরক্ত বোধ করল টেলিভিশনের শব্দ ও বাচ্চাদের চিৎকারে।

পরদিন বারবারা তাকে অফিসে ফোন করল এবং জানতে চাইল আরলিনকে তার কতখানি পছন্দ হয়েছে। বুল্লারো ভাবে কাল সে আরলিনের সাথে বিছানায় গিয়েছিল, তা কি বারবারা জানে–সে কি তাই জানতে চায়? কিন্তু বুল্লারো জানায়, পরীক্ষার ফলাফল জানা পর্যন্ত অপেক্ষা করা যাক । বুল্লারো তাড়াতাড়ি ফোনটা রেখে দিতে চাচ্ছিল কিন্তু বারবারা যখন পরের সপ্তাহেই লাঞ্চের কথা বলল, তখন সে সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে গেল।

এক ঘণ্টা পর আরলিন গফ টেলিফোন করে বলে গতরাতে সে তার সঙ্গে যৌনমিলনটা খুবই উপভোগ করেছে এবং আগামী সপ্তাহে তার স্বামীর ব্যবসায়িক কর্মসূচিটা দেখে নিয়ে সে আবার তাকে আহ্বান জানাবে তার বিছানায় অথবা অন্য কোথাও, কোনো হোটেল অথবা মোটেলের বিছানায়। তারপর সে দ্রুত যোগ করে বুল্লারো যেন তার পরীক্ষার ফলাফলের ব্যাপারে কঠোর না হয়, কারণ যদি সে নির্বাচিত না হয় তাহলে তা হবে তার জন্য একটা ভয়ানক বিভ্রান্তির বিষয়।

গত দুমাস অফিস থেকে বাড়ি ফেরার পথে বহুবার বুল্লারো আরলিনের বাড়িতে গেছে এবং তার ওপরে চড়েছে। সে আবার বারবারার সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করতে শুরু করে। সে দেখতে পায় বারবারাকে তার অবস্থান থেকে সরানো খুবই কঠিন, তার ওপর তার সঙ্গে যৌনমিলন খুবই উত্তেজক ও উপভোগ্য। তাকে প্রত্যাখ্যান করা ঠিক হবে না। বিশেষ করে বুল্লারো যখন তার বান্ধবী আরলিনের শরীরের খোঁজ-খবর নিয়মিত নিচ্ছে। এই দুই বান্ধবীর কেউই তার কাছে পরস্পর সম্পর্কে কোনো আগ্রহ প্রকাশ করে না। জানতে চায় না কার সঙ্গে কী সম্পর্ক, এমনকি জানতে চায় না কারো সঙ্গে বিছানায় গেছে কিনা অথবা যেতে ইচ্ছে করে কিনা। কিন্তু একটা বিষয় সে মোটেই পাত্তা দেয় না, তা হল ওদের স্বামীরা এসব জানে কিংবা জানেনা–সে বিশ্বাস করে এদের স্বামীরা তাদেরকে সন্দেহ করে না।

বারবারা সবসময় বলে থাকে 'কম দুশ্চিন্তা করো এবং বেশি বেশি যৌনমিলন উপভোগ করো। কারণ তোমার যৌনমিলন উপভোগ করার ভেতর দিয়ে কারো কোন ক্ষতি হয় না।' আরলিন এবং বারবারা দুজনের সঙ্গেই বুল্লারো তার গোপন যৌনমিলনের সম্পর্ক টিকিয়ে রাখতে চায়, কারণ এই দুজনের সঙ্গে নিয়মিত যৌনকর্ম করায় তার স্ত্রীর শরীর ভোগ করার আকাঙ্ক্ষা তার আরও বেড়ে গেছে। বুল্লারো এই আনন্দদায়ক ও সুখী যৌনমিলনের পরিবেশকে জীবন থেকে নির্বাসন দেওয়ার কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ খুঁজে পায় না।

১৯৬৭ সালের শীতের শুরুতে বৃষ্টিভেজা এক সকালে বুল্লারো অফিসে পৌঁছে সেক্রেটারির কাছে শুনতে পায় এক লোক তাকে টেলিফোনে কয়েকবার খুঁজেছে, তার নাম হচ্ছে জন উইলিয়ামসন। বুল্লারো পেটের ভেতরে একটা সুড়সুড়ি অনুভব করল। সেক্রেটারি অবশ্য বুঝতে পারেনি যে এটা বারবারার স্বামী। সে আবার জানায়, ভদ্রলোক কোনো মেসেজ দেননি। বলেছেন আবার ফোন করবেন।

বুল্লারো তার রুমে ঢুকল এবং দরজা বন্ধ করল। আস্তে আস্তে চেয়ারে বসল। হাত দিয়ে কপালটা ঘষল এবং চেষ্টা করল শান্ত থাকার। তার সামনেই টেবিলের ওপর জুডিথ এবং বাচ্চাদের ছবি, দেয়ালে ঝুলছে কোম্পানির একটা পুরস্কার বিতরণের ছবি, তার পাশে ঝুলছে নিউ ইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্টিফিকেট, তারপাশে তার হলিউড ক্লাবের একটা ছবি। পুরো জীবনটাই যেন তার সামনে এসে খানখান করে ভেঙে যেতে লাগল এবং কোম্পানির জন্য নিজের প্রতি তার ঘৃণা হল। সে অভিযুক্ত করল বারবারাকে, সে তাকে ভুলপথে পরিচালিত করেছে। নিজের ধারণা অনুসারে চললে তাকে আজ এ অবস্থায় পড়তে হত না। যদিও এখন তার আর কিছু করার নেই তিক্ত বাদানুবাদের জন্য প্রস্তত হওয়া ছাড়া। এ অবস্থায় সবচেয়ে খারাপ পরিণতি হচ্ছে শারীরিকভাবে হুমকির মুখোমুখি হওয়া অথবা বহুল প্রচারিত দুর্নামসহ কোর্টে মামলা, যা জুডিথ এবং তার কোম্পানিকে বিপর্যস্ত করে তুলবে। এছাড়া বারবারার কাছে উইলিয়ামসনের সম্পর্কে যা শুনেছে তাতে সে আর্থিক ক্ষতিপূরণ চাইতে পারে, প্রতারণার আশ্রয় নিতে পারে অথবা ঋণ চাইতে পারে কিংবা ব্যবসায়ে বিভিন্নরকম সুবিধা চাইতে পারে। আবার এমন কোনো অনুরোধও করতে পারে যা অস্বাভাবিক ও বিশেষ ধরনের।

বুল্লারো ফোন বাজার শব্দ শুনল। তার সেক্রেটারি বলল জনাব উইলিয়ামসন ফোন করেছেন। বুল্লারো টেলিফোনে ধরে বলল, 'হ্যালো।' অন্যপ্রান্ত থেকে অত্যন্ত ক্ষীণ একটা কোমল স্বর ভেসে এল যা বহুকষ্টে শুনতে পেল বুল্লারো। 'আমি জন উইলিয়ামসন, বারবারার স্বামী', সে কথা বলতে শুরু করল, 'আমি খুবই আনন্দিত হব যদি তুমি আমার সঙ্গে একত্রে লাঞ্চ খেতে রাজি হও।'

বুল্লারো দ্রুত জবাব দিল, 'অবশ্যই। আজকের দিনটা মন্দ নয়। কি বলো', যদিও বুল্লারোর একটা জরুরি কাজ ছিল ঠিক লাঞ্চের সময়ই। সে সিদ্ধান্ত নিল কাজটা বাতিল করে দেবে। দুশ্চিন্তা ও সংশয়কে সে দীর্ঘায়িত হতে দিতে চায় না।

উইলিয়ামসন বলল, 'চমৎকার। আমি কি তোমাকে তোমার অফিস থেকে সাড়ে বারোটার পর তুলে নিতে পারি?'

বুল্লারো রাজি হল এবং উইলিয়ামসন তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে ফোন ছেড়ে দিল।

বাকি সকালটা বুল্লারো ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন বিষয় খুঁটিয়ে দেখল, টেবিলের ওপর জমে থাকা ফাইলগুলো নাড়াচাড়া করল এবং বারবার ঘড়ি দেখল। সে বারাবারাকে ফোন করল কয়েকবার কিন্তু ফোন কেউ ধরছে না। তার বাড়ির ফোনে সে চেষ্টা করতে চাইল না, যদি ফোন তার স্বামীর হাতে পড়ে এই আশঙ্কায়।

যথাসময়ে অর্থাৎ সাড়ে বারোটার সময় তার সেক্রেটারি জানাল জনাব উইলিয়ামসন রিসিপশন রুমে তার জন্য অপেক্ষা করছেন। বুল্লারো তক্ষুণি অফিস থেকে বেরুল। বসার ঘরে ঢুকে সে তার হাত বাড়িয়ে এগিয়ে গেল সেই লোকটার দিকে, যার বিশাল চওড়া কাঁধ ও সুঠাম স্বাস্থ্য এবং সে পরেছে কালো স্যুট, সাদা শার্ট এবং টাই। মধ্য তিরিশের এই লোকের চোখদুটো নীল। জোর করে একটু হেসে উইলিয়ামসন তার দিকে হাত বাড়িয়ে দিল এবং কোমল কণ্ঠে বলল, 'অল্প সময়ের ভেতরে তোমাকে পাওয়ার জন্য সত্যিই ধন্যবাদ।'

বাইরে তখন বৃষ্টি নেই। উইলিয়ামসন পরামর্শ দেয় তার জাগুয়ার এক্সকেই গাড়িটা ব্যবহার করার জন্য। বুল্লারো গাড়িতে উঠে বসলে উইলিয়ামসন জানায়, এখনো গাড়িতে এয়ারকন্ডিশন ফিট করা হয়নি। মাত্র কয়েকদিন হল কেনা হয়েছে। সে আরও জানায়, যন্ত্রপাতি বিষয়ক নিজের যাবতীয় কাজ সে নিজেই করে থাকে।

উইলিয়ামসন গাড়ি চালাতে থাকে। বুল্লারো লক্ষ্য করে, স্যুট পরা অবস্থায় তাকে খুবই ভালো দেখাচ্ছে এবং তার স্বাস্থ্যও চমৎকার। উইলিয়ামসন অবশ্য তার দিকে একবারও তাকায়নি, সে রাস্তার দিকে তাকিয়ে আছে। বুল্লারো বিচলিত বোধ করতে থাকে ভেতরে ভেতরে, কিন্তু সে কোনো কথা খুঁজে পায় না।

কিছুক্ষণ পর উইলিয়ামসন জানায় তার জন্ম আলাবামায়। হাইস্কুলের লেখাপড়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত সে সেখানেই ছিল। বুল্লারো মনে মনে চাইছে, সে কথা চালিয়ে যাক। কিন্তু আবার নীরবতা নেমে আসে। কিছুক্ষণ পর বুল্লারো জানতে চায় সে কোন্ কলেজে লেখাপড়া করেছে। উইলিয়ামসন জানায়, সে কোনো কলেজে লেখাপড়া করেনি। তারপর আরো নীরবতা নেমে এল। বুল্লারো আর কোনো প্রশ্ন করল না।

গাড়ি চলতে লাগল। নীরবতা ক্রমশ বাড়ছে। বুল্লারো চুপচাপ জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকে। তারা উপত্যকার কানোগা পার্কের ভেতর দিয়ে যে রাস্তায় পৌঁছাল তা বুল্লারোর খুবই চেনা। এ অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর কাছে সে বীমার পলিসি বিক্রি করেছে। উইলিয়ামসন গাড়ি ঘুরিয়ে প্রধান সড়কে উঠে যেতে লাগল রেড রুস্টার রেস্টুরেন্টের দিকে। বুল্লারোর দুশ্চিন্তা বাড়তে থাকে, কারণ সে এই রেস্টুরেন্টে প্রায়ই বারবারাকে নিয়ে এসেছে। এখানে কোনো বড় ধরনের বিপদ তার জন্য অপেক্ষা করছে কিনা কে জানে।

কোনো কথা না বলেই উইলিয়ামসন গাড়ি থেকে নামল। বুল্লারো তাকে অনুসরণ করল এবং রেস্তোরাঁর প্রধান রুমের পেছন দিকে বসার জায়গা পেল। রেস্তোরাঁয়

প্রচুর লোক এবং তাদের কোলাহলে ঘরটা পরিপুর্ণ হয়ে আছে। উইলিয়ামসন টেবিলের ওপর হাতদুটো ভাঁজ করে রেখেছে। তাকে দ্বিধান্বিত মনে হচ্ছে। বুল্লারো চেয়ারে সোজা হয়ে বলল। অবশেষে উইলিয়ামসন শান্তস্বরে বলল, 'বারবারা এবং তোমার মধ্যে শারীরিক সম্পর্কের বিষয়টি আমি জানি।'

বুল্লারো টেবিলের নিচের দিকে তাকিয়ে থাকে। কোনো কথা বলে না। তার মনে হয় সে একটা ফাঁদে পড়েছে এবং সে তখন বারবারাকে ঘৃণা করতে থাকে। সে ভাবে বারবারা তার সাথে প্রতারণা করেছে। 'আমি জানি তোমাদের সম্পর্কের কথা।' উইলিয়ামসন বলে যেতে থাকে, 'এবং আমার মনে হয় এটা একটা চমৎকার সম্পর্ক।'

বুল্লারো বিস্ময়ের দৃষ্টিতে তার দিকে তাকায়। তার বিশ্বাস হতে চায় না। সে ভাবে, ভুল শোনেনি তো। সে প্রায় চেঁচিয়ে বলে, 'তোমার সত্যিই মনে হয় এটা একটা চমৎকার সম্পর্ক?'

উইলিয়ামসন বলে, 'অবশ্যই। তুমি বারবারার জন্য একজন চমৎকার পুরুষ। তুমি তার জীবনের কিছু নির্দিষ্ট চাহিদা পূরণ করে থাকো। সে তোমার সম্পর্কে প্রচুর ভাবে। আমি মনে করি এটা বিস্ময়কর একটা আনন্দ।' একটু থেমে সে আবার কোমল স্বরে এবং সুস্পষ্টভাবে বলে, 'তোমরা এই সম্পর্কটা টিকিয়ে রাখো। আমার খুব ভালো লাগবে।'

বুল্লারো এবার দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়ল। সে ভাবছে উইলিয়ামসন তার সঙ্গে রসিকতা করছে। কিন্তু তার চোখের দিকে তাকিয়ে তার আন্তরিকতা অনুভব করে বুল্লারো, যদিও সে বুঝতে পারে না তার এখন কী ধরনের আচরণ করা উচিত। কীভাবে ব্যক্ত করা উচিত তার প্রতিক্রিয়া অথবা তার ও বারবারার সম্পর্ক টিকিয়ে রাখার পেছনে উইলিয়ামসনে উদ্দেশ্যই বা কী?

ওয়েটার মদ নিয়ে এল। বুল্লারো কয়েক সেকেন্ড ব্যস্ত হয়ে পড়ল। সে এখন উল্টোপাল্টা কোনকিছুই বলতে চায় না। সে এখানে ঢোকার আগের মুহূর্তে ভেবেছে এখানে এনে তাকে হুমকি দেওয়া হবে অথবা সে কোনো ধরনের ব্লাকমেইলের শিকার হবে, যদিও এখন উইলিয়ামসন নিজেই তার প্রশংসা করছে এবং উৎসাহিত করছে তাকে নিজের বৌয়ের সঙ্গে নিয়মিত যৌনমিলনের অভ্যাস চালু রাখতে। এরকম উদ্ভট পরিবেশের মধ্যে এখন বুল্লারো আসলে তা চালু রাখতে চায় কিনা সে-সম্পর্কে সে নিশ্চিত নয়। এরকম অদ্ভুত মানুষ সে জীবনে কখনও দেখেনি।

ওয়েটার চলে যাবার পর বুল্লারো সিদ্ধান্ত নেয় সে উইলিয়ামসনের সঙ্গে কোনো বিতর্কে জড়াবে না। বুল্লারোর বার বার মনে পড়ছিল তার পেশা ও পরিবারের কথা, যা এসব কর্মকাণ্ডের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে যদি জানাজানি হয়ে যায়। সে সম্ভাবনা অবশ্য এখন নেই। সে উইলিয়ামসনের প্রশংসা করে তার এই বন্ধনহীন বিয়ের জন্য। বুল্লারো বলে, 'এটা সত্যিই চমৎকার হয়েছে যে, তুমি এবং বারবারা সেখানে পৌঁছাতে সক্ষম হয়েছ, যেখানে তোমরা পৌছাতে চেয়েছিলে।' 'হ্যাঁ' উইলিয়ামসন স্বীকার করে, 'কিন্তু এখন আমরা চেষ্টা করছি অন্য একটা জায়গায় পৌঁছাতে।'

বুল্লারো মাথা নাড়ে এবং স্বীকার করে যে ইতিমধ্যেই বারবারার কাছে শুনেছে

যে, উইলিয়ামসন মনে করে, বিয়ে নামক বন্ধনের অনুভূতিকে উৎসাহিত করা উচিত নয়, যে অনুভূতি অন্যের ওপর অবিচার খাটায়। আর সেইসব দম্পতির আদর্শগতভাবে অন্যের সঙ্গে যৌনসম্পর্ক গড়ে তোলা সম্ভব যারা অপরাধবোধে ভোগে না অথবা হিংসার শিকার হয় না।

বুল্লারোর এই সার সংক্ষেপ উইলিয়ামসন মেনে নেয়, কিন্তু বলে, সে যেটুকু জানে এটা তার চেয়েও জটিল বিষয় এবং তার উচ্চাকাঙ্ক্ষা সীমাহীন। উইলিয়ামসন আরও জানায়, তার বাড়িতে একদল নারীপুরুষ নিয়মিত একত্রিত হয় এবং তারা বিয়ের ভেতরে বিশাল পরিপূর্ণতা অর্জনের পথ উদ্ভাবন করে। আমেরিকানদের বৈবাহিক জীবন এখন সমস্যার মধ্যে রয়েছে। যৌনমিলনের প্রাচীন প্রথা এখন নতুন সংজ্ঞা দাবি করছে। থেরাপিস্ট ও মনোবিজ্ঞানীরাও সমস্যাটি সমাধানের ক্ষেত্রে তাদের পেশা সম্পর্কে উদাসীন এবং দায়িত্বের ব্যাপারে তাদের কোনো প্রস্তুতি নেই।

তবে উইলিয়ামসনের লোকেরা উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি লক্ষ্য করেছে। কারণ এই দলের সদস্যরা নিজেদেরকে ব্যবহার করছে অন্যের সঙ্গে যৌনস্বাদ পরিবর্তনের যন্ত্র হিসেবে। এই দলের সদস্যরা অধিকাংশই মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে এসেছে এবং প্রত্যেকেই সমাজে দায়িত্বপূর্ণ পেশায় নিয়োজিত। সামাজিক রীতিনীতির সঙ্গে সম্পর্কিত কিন্তু তারা তাদের নির্বাচিত কিছু সীমাবদ্ধতা ও ত্রুটি লক্ষ্য করেছে তাদের দলের ভেতরে এবং তারা সেই ত্রুটিগুলো সমাধানের জন্য উপায় অনুসন্ধান করছে। উইলিয়ামসন আরও জানায়, তার দলে সম্প্রতি এক নারী যোগ দিয়েছে যার প্রতি বুল্লারোর আগ্রহ আছে। তার নাম আরলিন গফ।

'হ্যাঁ'। বুল্লারো জানায়, 'কিন্তু বিষয়টি খুবই জটিল হয়ে যাচ্ছে এবং তারপরও আমিই এটার সমাধান করব।'

উইলিয়ামসন বলল, 'তাহলেই বিষয়টি সহজ হবে।'

উইলিয়ামসনের আস্থা দেখে বুল্লারো মুগ্ধ হয় এবং তার মনে হয় উইলিয়ামসনই বারবারার সঙ্গে আরলিন-কে ইন্সুরেন্স কোম্পানিতে পাঠিয়েছিল। পুরো ব্যবস্থাপনাই পরিকল্পিত, যেন একটা যৌন স্কিম, যা বুল্লারোকে বিরক্ত করছে। কিন্তু তারপরও তার মনে পড়ে যায় উইলিয়ামসনের লাঞ্চের সময়কার বর্ণনা–মজদার সব নারী ও পুরুষ এক বাড়িতে মিলিত হয়, যেখানে তারা মাঝেমধ্যে উলঙ্গ হয়ে সভা করে। বুল্লারোর প্রচণ্ড আগ্রহ জাগে তাদেরকে দেখার, ইচ্ছাশক্তি পরাজিত হয় প্রলোভনের কাছে।

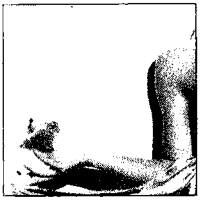

মানুষের উদ্ভাবিত ইতিহাস মানুষকেই তার অতীতের কাছে নিয়ে যায়। বিবর্তন কোনো উদ্ভাবন নয়, এটা হল প্রকৃত ঘটনা এবং নিয়ন্ত্রণকারী, মানুষ যখন তা পুরোপুরি উপলব্ধি করতে পারবে নিজের অস্তিত্বের প্রশ্নে তখন সে তাকাবে ভবিষ্যতের দিকে এবং শেষ পর্যন্ত উপলব্ধি করবে অতীতকে।

জন উইলিয়ামসন

জন উইলিয়ামসনের অতীত শুরু হয়েছিল মোবিল-এর দক্ষিণে অবস্থিত আলাবামার এক জলাভূমিতে। পেনি উড ও সাইপ্রেস গাছে পরিবেষ্টিত এক নামহীন বিষণ্ন বনভূমি। এখানে সবাই বসবাস করে গোত্রবদ্ধ হয়ে কাঠের ছাদ ও দেয়ালবিশিষ্ট কেবিনে। পাখি, কাঠবিড়ালী এবং খরগোশ প্রতি সকালে এসব কেবিনের আশপাশে ধীর পায়ে হেঁটে বেড়ায়। এদেরকে পছন্দ করে এ অঞ্চলের শিকারিরা।

এ এলাকার মানুষ শিকার করত পাথর ছুড়ে আর নারীরা রান্না করত লোহার স্টোভে কাঠ জ্বালিয়ে, যা কেবিনের ভেতরটাকে গরম রাখার জন্য ছিল সবচেয়ে কার্যকর। শীতকালে প্রায়ই বৃষ্টি হত এবং পুরো কেবিন তখন বরফে ছেয়ে যেত। কেবিনের পেছনের বনভূমি গ্রীষ্মকালে ছিল উষ্ণ এবং স্যাঁতসেঁতে। মাঝে মাঝে মৃদুমন্দ বাতাস বয়ে যায় কিন্তু গাছের পাতায় খসখস শব্দও ওঠে না। পাখিরা গাছের ওপর বসে থাকে কিন্তু ডাকাডাকি করে না। শুধুমাত্র বদ্ধ পানির ওপর মাঝেমধ্যে বুদবুদ ওঠার শব্দ শোনা যায়, যেন কোনো অদৃশ্য প্রাণী তলার মাটি ঠোকরাচ্ছে।

রাত্রিবেলা এই জলাভূমি ঝিঁঝির ডাকে মুখর হয়ে ওঠে এবং পঙ্গপাল ও সাপ হামাগুড়ি দিয়ে এগোয়, কিন্তু তারপরও দু'ডজন মানুষ দখল করে রেখেছে ছয়টা কেবিন। এরকম একটি পরিবারের সন্তান জন উইলিয়ামসন। নির্ভয়ে হেঁটে বেড়ায় পরিচিত পথ ধরে এই অনিশ্চিত স্বর্গের ভেতরে এবং চিন্তা করে বাইরের অন্য সভ্যতার সঙ্গে যে পার্থক্য রয়েছে তার ভেতরে অনিশ্চয়তা কতটুকু। এসব পরিবারের কেউ খামার কিংবা কোনো কারখানায় কাজ পেলে সে কেবিন ছেড়ে যায় বনভূমির এমন জায়গায় বসবাস করতে, যেখান থেকে সে নীরবতার ধ্বনি ও প্রতিধ্বনি উপলব্ধি করতে পারে এবং শিখতে পারে কীভাবে জেলে ও শিকারি হিসেবে জীবনযাপন করতে হয় এবং প্রস্তুত করে মদ, যা তারা চোরাকারবারিদের কাছে বিক্রি করে দিত এবং তা বিক্রি হত সেইসব ছোট ছোট গ্রাম ও শহরে যেখানে মদ বিক্রি ছিল নিষিদ্ধ।

উইলিয়ামসনের পিতা ক্লদ উইলিয়ামসনের শরীর ছিল পাকানো তারের মতো, চুল ছিল কালো। সে ছিল নরম প্রকৃতির মানুষ। যৌবনে তার বাম হাতটা চলন্ত ট্রেনের

আঘাতে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যায়। তার অক্ষম হাতটা সে শারীরিকভাবে মানিয়ে নিলেও মানসিকভাবে তা মেনে নেয়া কষ্টকর হয় এবং আহত হওয়ার দীর্ঘদিন পর তার আহত আঙুলগুলিতে ব্যাথা হতে থাকে এবং কখনও কখনও সে স্বপ্ন দেখে যে তার হারিয়ে যাওয়া আঙুলগুলি পোকার দখলে গেছে এবং তা সমাহিত হয়েছে কোনো কফিন ছাড়াই, আর সে কারণেই মাঝেমধ্যে তার কষ্ট হয়। অবশেষে সে তার অঙ্গটি পেয়ে যায় এবং তার ধারণাই সত্যি হয়। সে বুঝতে পারে এ কারণে তার শরীরে ব্যথা হয়।

জন উইলিয়ামসনের. মা কনস্ট্যান্স জন্মগ্রহণ করে দেশের মধ্য-পশ্চিম অঞ্চলে। পরবর্তীতে সে বসতি স্থাপন করে ক্লদ-এর সঙ্গে আলাবামার বনভূমিতে। এটা ছিল তার মায়ের বিরুদ্ধে একটা বিদ্রোহ। তার মা ছিল নধরকান্তি এক ভ্রাম্যমাণ নর্তকী। সে কনস্ট্যান্স-এর পিতাকে পরিত্যাগ করে একজন জুয়াড়ির সঙ্গে চলে গিয়েছিল এবং তারপর রোমান্স শেষ হয়ে গেলে আরও অনেক লোকের সঙ্গে তার প্রেম ও শারীরিক সম্পর্ক তৈরি হয় যখন কনস্ট্যান্স একটা শিশু। সেসময় রাতে সে প্রায়ই বাইরে থাকত। কখনও এক সপ্তাহ এবং কখনও এক মাস। তখন রীতিমতো সে প্রেমলীলা চালাত চেনা ও অচেনা মানুষের সঙ্গে।

কনস্ট্যান্স খুবই নিঃসঙ্গ অবস্থায় বেড়ে উঠতে থাকে, কিন্তু তা ছিল মানিয়ে নেওয়ার মতো। সে ছিল স্বাধীনতাকামী এবং লেখাপড়ায় অত্যন্ত মনোযোগী। সে পরত মার্জিত পোশাক। তার মায়ের মতো জাঁকজমকপূর্ণ পোশাক সে পরত না। তার মা পুরুষদেরকে আকর্ষণ করার জন্য পরতো উত্তেজক পোশাক। সে ছিল সাধারণ। তার মুখমণ্ডল ছিল গোলাকার। চুলের রঙ সোনালি এবং চোখ ছিল নীল কিন্তু তা ছিল প্রতিক্রিয়াহীন এবং সারাজীবনই তার ওজন ছিল বেশি।

উইলিয়ামসনের মা মোবিল-এ থিতু হয় তার নতুন স্বামীর সাথে, যে একজন গাড়ির ডিলার। কনস্ট্যান্স এর বয়স তখন পনেরো, যখন তার মা দেখতে পায় একদল মানুষের সাথে কনস্ট্যান্স বনভূমিতে বসবাস করছে, গর্ভবতী এবং সে বিয়ে করেছে ১৯ বছর বয়সী ক্লদ উইলিয়ামসনকে, তখন সে এবং তার স্বামী তাকে ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য যাবতীয় উদ্যোগ গ্রহণ করে, কিন্তু কন্সট্যান্স তাতে বাধা দেয়। সে উইলিয়ামসনের সঙ্গে সেই বনভূমিতেই থেকে যায় এবং সেখানে ১৯২৪ সালে তার প্রথম কন্যাসন্তান জন্মগ্রহণ করে এবং তারপর সে দুবার তার স্বামীকে ছেড়ে চলে যায়, অতিরিক্ত মদ্যপানের কারণে আবার ফিরেও আসে। ১৯৩২ সালে কনস্ট্যান্স এক পুত্রসন্তানের জন্ম দেয়। এই পুত্রই হচ্ছে জন উইলিয়ামসন।

ক্লদ উইলিয়ামসনের সঙ্গে এই আদিম জীবনযাপন অসহ্য হয়ে উঠলেও কনস্ট্যান্স এই জনগোষ্ঠীর অন্তরঙ্গতায় স্বস্তিবোধ করে–কদর্য আগন্তুকদের ভেতরে গড়ে ওঠা পরিবারের ধারণা। এই এলাকার মাটিতে প্রচুর সবজি উৎপন্ন হত। প্রায় প্রত্যেকেই জলাভূমিতে মাছ ধরত। এই মাছ বিলি করা হত দলগুলির মধ্যে। এছাড়াও যে কোনো ধরনের সম্পদ ও সহযোগিতা এসব দলের মধ্যে ভাগাভাগি করার মানসিকতা থাকায় তারা পারস্পরিক সহযোগিতাকে খুবই মূল্যবান মনে করত নিজেদের জন্য। পুরুষরা একে অন্যকে সাহায্য করত গৃহনির্মাণ, গৃহ সম্প্রসারণ, গোলাঘর নির্মাণ প্রভৃতি কাজে,

আর নারীরা প্রসবকালে অন্য নারীদের সেবা করত। প্রত্যেক পরিবারের শিশুই স্বাধীনভাবে খেলাধুলা ও চলাফেরা করত। কোনো শিশু আহত হলে বা ভয় পেলে পিতামাতা সেখানে পৌছানোর আগেই সে সাহায্য পেত যে কোনো বয়স্ক প্রতিবেশীর। স্কুলে যাওয়ার উপযোগী শিশুরা একত্রে দল বেঁধে খালি পায়ে প্রায় এক মাইল ধুলোভর্তি পথ অতিক্রম করে বাস স্টপেজে পৌছায় এবং সেখান থেকে একটা স্কুলবাস আরও দশ মাইল পথ পেরিয়ে একটা গ্রামের স্কুলে নিয়ে যায় তাদেরকে। সন্ধ্যার আগে তারা পিতামাতা-কে সাহায্য করে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও খাবার তৈরি করতে। কখনও কখনও তারা জ্বালানিও সংগ্রহ করে থাকে। আর অবসরগুলিতে একান্তে কোন ঝোপঝাড় বা গাছের ছায়ায় যুবক-যুবতীরা মেতে থাকে যৌন অভিযানে এবং বিচ্ছিন্ন দ্বীপবাসী মানুষের মতোই জ্ঞাতি সম্পর্কের ভাইবোনের মধ্যে যৌনসম্পর্ক ছিল সবচেয়ে সহজ ও সাধারণ বিষয়। জন উইলিয়ামসন ১২ বছর বয়সে প্রথম যৌনমিলন উপভোগ করে তার থেকে সামান্য বড় এক জ্ঞাতি বোনের সঙ্গে। মোট কথা অজাচার এসব পরিবারে ছিল খুবই সাধারণ ঘটনা।

এখানে যারা বসতি স্থাপন করে তাদের মধ্যে কিছু ছিল ফরাসি এবং তারা ক্যাথলিকবাদ গ্রহণ করেছিল এবং প্রতি রোববার বিশ্বাসীরা রাস্তার ধারে অবস্থিত চার্চে যেত এবং অংশ নিত প্রার্থনাসংগীতে। কনস্ট্যান্স উইলিয়ামসন একজন ধর্মান্তরিত ক্যাথলিক। সে অর্গান বাজিয়ে গান গাইতে পারত। তার পরিবারের আর কেউই ধর্মের প্রতি অনুরক্ত ছিল না একমাত্র তার উত্তেজক কন্যা ম্যারিয়ন ছাড়া। ম্যারিয়নের চোখের রঙ ছিল কালো, চুল সোনালি এবং তার শরীরের গঠন ছিল এমনই যে, দেখামাত্র পুরুষ যৌন আকর্ষণ অনুভব করবে। এলাকার বিচক্ষণ নারীরা মনে করত শয়তান তার ওপর ভর করছে, কারণ এছাড়া ম্যারিওনের বন্য ও অনিয়ন্ত্রিত আচরণের আর কোনো ব্যাখ্যা তাদের কাছে ছিল না।

ম্যারিওন উইলিয়ামসন অত্যন্ত টাইট পোশাক পরত এবং তার বয়স যখন ১৪ বছর তখন বনভূমিতে এমন একজন পুরুষও খুঁজে পাওয়া যাবে না, ম্যারিওনের যোনি উপভোগ করার আকাঙ্ক্ষা যার ছিল না এবং এটা সে জানত। এতে তার ফষ্টিনষ্টি বেড়ে যায়। সে একনাগাড়ে দীর্ঘসময় ধরে ফষ্টিনষ্টি করতে পারত যা পুরুষকে উত্তেজিত করে তুলত। তার জীবনের শুরুতেই সে বুঝে ফেলে যে তার রূপ ও যৌবনে মুগ্ধ হওয়ার মতো যোগ্য কোনো পুরুষ এখানে নেই, কারণ সে যা চায় তা দেবার মতো সাধ্যও এখানে কারো নেই। এই অবরুদ্ধ জীবন, এইসব কেবিনের গুমোট অন্ধকার এবং তার সবজি খেকো মায়ের কাছ থেকে সে পালাতে চায়।

ম্যারিওন তার মাকে তত পছন্দ করত না, যতটা পছন্দ করত তার দাদিকে। তার দাদি ছিল সুগন্ধিযুক্ত আকর্ষণীয়া নারী যার চুলগুলো কালো রঙ করা এবং তার বিশাল বিশাল স্তনদুটো তার গাউনের ওপর দিয়ে উঁচু হয়ে থাকত। সে এমন একটা বাড়িতে বসবাস করত যা চমৎকার সব আসবাবপত্র দিয়ে সাজানো। তার নিজের একটা গাড়ি আছে যা তাকে উপহার দিয়েছে তার জর্মন স্বামী–তার দ্বিতীয় স্বামী। তবে এটাই যে তার শেষ স্বামী হবে এমন বলা যায় না। সে পান করত মার্টিনি এবং একটার পর

একটা খেত চেস্টারফিল্ড সিগারেট। তার রসবোধ ছিল। প্রচুর রসিকতা করত সে। ম্যারিওন তার মায়ের সঙ্গে এই নারীর তুলনা করে দেখতে পায় বিবর্তনটা। দেখতে পায়, তবে তা একেবারে উল্টো। কারণ তার মা হচ্ছে বিষণ্ন এক জবুথবু নারী এবং কোনো সন্দেহ নেই ম্যারিওনের মতো একজন যুবতীর কাছে সে মোটেও বুদ্ধিমতী কোনো নারী নয়।

এই পরিবেশ থেকে মুক্তি পাওয়ার আরও একটি কারণ ছিল। পুরো মোবিল এলাকায় তখন অসংখ্য পাইলট ও নেভির কর্মকর্তা এসে ভিড় করেছে। এটা ছিল ১৯৪০ সাল। রেডিও প্রচার করছে জর্মন ও জাপানিদের আগ্রাসনের খবর। এছাড়া প্রতিদিন তখন মোবিল জলাভূমির কাছাকাছি ব্রুকলি এয়ারবেজ অথবা পেনসাকোলা নেভাল ট্রেনিং স্টেশন থেকে সামরিক বাহিনীর প্লেন উড়ত আকাশে। সেসময় সামরিক বাহিনী কাজের জন্য মোবিল এলাকা থেকে শ্রমিক সংগ্রহ করতে থাকে এবং এসব ভাড়া করা লোকদের ভেতরে ম্যারিওনের পিতাও ছিল।

এক ছুটির দিনে ফ্লোরিডার উপকূলবর্তী শহরগুলির রাস্তা পাইলট ও নেভির কর্মকর্তাদের কোলাহলে মুখর হয়ে ওঠে। তারা প্রমোদ ভ্রমণের জন্য সন্ধান করছে নারীর এবং তাদের একজন দ্রুত দেখতে পেল বয়সের চেয়েও অধিক বাড়ন্ত এক নারী হাসিমুখে বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসছে। এই নারীই হল ম্যারিওন উইলিয়ামসন। সে মনে মনে ভাবে তার পিতামাতা জেনে ফেলার আগেই সে কোনো পাইলট অথবা নেভি কর্মকর্তাকে বিয়ে করবে–পনেরো বছর বয়সেই সে বউ হতে চায়।

কিন্তু বিয়ে তার ক্লান্তিহীনতাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না এবং কয়েক মাসের ভেতরেই সেনাবাহিনীর সহযোগিতায় তার বিয়ে ভেঙে দেওয়া হয়। ষোলো বছর বয়সে সে আবার বিয়ে করে। এবার সে বিয়ে করে একজন নেভির পাইলটকে যে তার থেকে বয়সে দশ বছরের বড়। তার নাম ছিল জন উইলি ব্রুক। ব্রুক তাকে পেনসাকোলা থেকে নরফক-এ নিয়ে যায় এবং ১৯৪১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ম্যারিওন একটা পুত্র সন্তানের জন্ম দেয়।

ব্রুক-কে যখন পার্ল হারবারের দায়িত্ব পালনের জন্য নির্দেশ দেওয়া হয় তখন ম্যারিওন তার পুত্র সন্তানকে নিয়ে ব্রুকের পিতামাতার সঙ্গে মন্টেগোমারিতে চলে যায়, কিন্তু ১৯৪১ সালের ডিসেম্বর মাসে পার্ল হারবারে হামলা চালানোর পর ম্যারিয়ন পুত্রকে সঙ্গে নিয়ে ক্যালিফোর্নিয়ায় চলে আসে। ব্রুক এই হামলায় বেঁচে গিয়েছিল। ম্যারিওন তার আত্মীয়-স্বজনের কাছে বলে, সে তার স্বামীর কাছাকাছি থাকতে চায় এবং সে তার জন্য অপেক্ষা করছে। কিন্তু ক্যালিফোর্নিয়ায় অন্য এক লোকের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ ঘটে এবং শুরু হয় নতুন প্রেম। সে তার পুত্রকে একটা চিলড্রেনস হোমস-এ রেখে দেয় এবং এসময়ে ব্রুকের কাছ থেকে একটা ক্রুদ্ধ বার্তা পায়। তাতে সে জানায়, সে ম্যারিওনের উশৃঙ্খল জীবনযাপনের খবর পেয়েছে। সে তার সন্তানকে মন্টেগোমারিতে রেখে আসার নির্দেশ দেয়। বীমা কোম্পানিগুলোকে নির্দেশ দেয় তার স্ত্রীকে কোন অর্থ না দেয়ার জন্য এবং তার সন্তানের নামে প্রতিষ্ঠা করে একটা ট্রাস্ট ফান্ড। তবে তার কিছুদিন পরই জাপানীদের বোমায় তার প্লেন ধ্বংস হয়ে যায় এবং সে মারা যায়।

ম্যারিওন ১৯৪৩ সালে একজন নেভী অফিসারকে বিয়ে করে। নাম রিচার্ড ম্যাকেল্লিগট। এর সঙ্গে থাকাকালীন অবস্থায় দুইপুত্র ও এক কন্যার জন্ম হয়, কিন্তু এই সম্পর্কও টেকে না, একই সঙ্গে অন্য পুরুষ জোগাড়ের অভিযানের ক্ষেত্রে ম্যারিওনের উদ্যোগেও কোন ভাটা পড়ে না। এ সময়ে সে ম্যাকেল্লিগট-কে ছেড়ে কলম্বিয়া পিকচার্স-এর এক গণসংযোগ অফিসারকে বিয়ে করে এবং একটি কন্যা সন্তানের জন্ম দেয়। এর কিছুদিন পর সে একজন খামার মালিকের সঙ্গে ভেগে যায় তার স্বামীকে ছেড়ে।

বনভূমি থেকে চলে গিয়ে ম্যারিওনের ক্লান্তিহীন এই যৌন অভিযান যেন একটা গন্তব্যহীন যাযাবর পাখির যত্রতত্র ইচ্ছে মতো উড়ে বেড়ানো নিজের যৌবনের পাখার ওপর ভর করে। সে আমেরিকা, ইউরোপ ও দক্ষিণ আমেরিকার প্রায় ডজন খানেক শহরে বসবাস করেছে এবং গ্রহণ করেছে বিভিন্ন ধরনের পেশা। রিও ডি জেনিরোতে সে ট্যুরিস্টদের গাইড হিসেবে কাজ করে এবং এই কাজ করতে গিয়ে সে অনেক ট্যুরিস্টের সঙ্গে রাতে বিছানায় যেত। কারও কারও সঙ্গে দিনেও। যতদিন সেই ট্যুরিস্ট কোন শহরে থাকত ততদিন এক রাতেও সে লোকটার সঙ্গে যৌনমিলন সম্পন্ন না করে ঘুমাতো না। ফলে ট্যুরিস্টরা তাকে পছন্দ করত। এভাবে সে প্রায় ডজন তিনেক ট্যুরিস্টের সঙ্গে শুয়েছে গাইড হিসেবে কাজ করার সময়। এ সময় সে মাঝে মধ্যে বাসায় আসত, কিন্তু রাতে থাকত না। তখন কখনও কখনও ম্যাকেল্লিগট তাকে দুপুর বেলায় উপভোগ করত। রিও ডি জেনিরোতে যৌন সুখের পাশাপাশি ম্যারিওন অর্থও প্রচুর আয় করত।

তারামোলিনাস-এ বারে মদ পরিবেশন কারিনীর কাজ করার সময় সে টাইট পোশাক পরত। ফলে খদ্দেরদের আকর্ষণ করতে তাকে খুব বেশি বেগ পেতে হত না। শুধু সে রাজি হলেই হত এবং সে রাজিও হত। প্রতি রাতে অচেনা পুরুষের সঙ্গে যৌনসুখ উপভোগ করে সে বাড়ি ফিরত। তারপর সে আরও একবার যৌনসুখ দিত তার স্বামীকে। বেভারলি হিলসের হাইওয়ান রেস্টুরেন্ট লুয়াও-তে ক্যাশিয়ার হিসেবে কাজ করার সময় এক কালো লোকের সঙ্গে তার পরিচয় হয় এবং পরিচয়ের দ্বিতীয় রাতে সে লোকটার ফ্ল্যাটে গিয়ে সাররাত ফুর্তি করে শেষরাতে বাড়ি ফিরে আসে। এ সময় সে তার দাদিকে মাঝে মাঝে দেখতে যেত। দাদি মারা যাওয়ার আগে সে শেষবারের মতো তার সঙ্গে বেশ আনন্দের সময় কাটিয়েছিল। তারা আলাস্কা ও মিসিসিপি রাজ্যের সীমান্তবর্তী শহরগুলিতে ঘুরে বেরিয়েছিল একত্রে গাড়িতে চড়ে। এ সময় সঙ্গে ছিল ম্যারিওনের গাঁজাখোর কন্যা। সেই সন্ধ্যায় তারা প্রাণভরে নেচেছিল এবং স্লট মেশিন নিয়ে সময় কাটিয়েছিল অনেকক্ষণ।

ম্যারিওনকে সবচেয়ে ভালো বুঝতে পারত তার ছোট ভাই জন উইলিয়ামসন, বিশেষ করে তার যাযাবর প্রকৃতি সম্পর্কে। নিজের এই বোন সম্পর্কে জন বহুবার চিন্তা করেছে। অজাচার হলেও বয়ঃসন্ধিকালে এই বোনই তাকে ঝোপঝাড় ও বনভূমির ছায়ায় বহুদিন শরীরের সুখ দিয়েছে। যখন তার বয়স আঠারো বছর তখন সে তার বোনের সঙ্গে থাকার আমন্ত্রণ পায়। ম্যারিওন তখন আর তৃতীয় স্বামীর সঙ্গে বসবাস করছে।

সময়টা ১৯৪৩ সাল। ম্যারিওনের স্বামীর বস্টনে পোস্টিং হয়। সে বস্টনে চলে যায়। উইলিয়ামসন তখন বস্টন পাবলিক স্কুলে লেখাপড়া করছে। তখন সতেরো বছর বয়সী উইলিয়ামসন কেমব্রিজে ম্যারিওনদের অ্যাপার্টমেন্টে থাকে। এ সময় প্রতিদিন স্কুল থেকে আসার পর দুপুরবেলা ম্যারিওন তার নগ্নশরীর জনকে উপভোগ করতে দিত। এক দুপুরে জন তার নগ্নছবি তুলতে চাইলে সে সানন্দে রাজি হয় এবং সেইদিন যৌনমিলনের পর সে বিভিন্ন উত্তেজক ভঙ্গিতে পোজ দেয়। জন ছবি তুলতে তুলতে আবার উত্তেজিত হলে ম্যারিওন অনেকক্ষণ ধরে জনের লিঙ্গ চুষেছিল। এই ছবিগুলো আজও জনের কাছে আছে। সে প্রায়ই রাত্রিবেলায় ওগুলো বিছানায় বিছিয়ে তারপর নগ্ন হয় এবং ছবিগুলি দেখে ভয়ানক উত্তেজনায় সে অন্তত দুবার হস্তমৈথুন করে। জনের মনে হয় ম্যারিওন একটা খাসা জিনিস।

১৯৪৭ সালে উইলিয়ামসন গ্রীষ্মকাল কাটায় ম্যাকেল্লিগটের সাথে ক্যালিফোর্নিয়ার আলহামব্রাতে। সেখানে একদল যুবক ড্রাইভারের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ ঘটে চমৎকার রেসিং কারসহ। উইলিয়ামসন তাদেরকে ইঞ্জিনের রক্ষণাবেক্ষণ সম্পর্কে মূল্যবান পরামর্শ দেয়। উল্লেখ্য, এই বয়স থেকেই উইলিয়ামসন একজন দক্ষ মেকানিক।

আলাবামায় থাকতে স্কুল ছুটির পর জন রাস্তার পাশের গ্যারেজে শিক্ষানবিশ মেকানিক হিসেবে বেশ কয়েক ঘণ্টা কাজ করত। যন্ত্রপাতির বিষয়গুলি সে ভালোভাবেই বুঝত। বারো বছর বয়সেই সে তার ভেঙে যাওয়া রেডিও দক্ষতার সঙ্গে মেরামত করেছিল।

গ্রামের স্কুলে সে ছিল অঙ্ক ও বিজ্ঞানের চমৎকার ছাত্র। কিন্তু ইতিহাসে ছিল খুবই কাঁচা। ক্লাসে ছাত্র ছিল মাত্র আঠারো জন কিন্তু কারো সঙ্গেই জনের বিশেষ কোনো বন্ধুত্ব গড়ে উঠেনি। পিতা বাড়িতে থাকলে সে তার কোনো বন্ধুকে বাড়িতে আনত না। অধিকাংশ সময় সে একা থাকতে পছন্দ করত। বই পড়ত এবং যন্ত্রপাতি নিয়ে কাজ করত অথবা তার রেডিওসেটের মাধ্যমে দূরবর্তী আগন্তুকদের কণ্ঠস্বরের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করত।

এ সময় সে কাছাকাছি খামার এলাকার কিছু মেয়ের সঙ্গেও যৌনমিলন উপভোগ করে কিন্তু তা ম্যারিওনকে জানায় না। এসব মেয়ের একজন নেংটা হয়ে ছবি তোলার জন্য পোজ দিয়েছিল। ম্যারিওনের ছবির মতোই জন ছবিগুলো আজও মাঝে মাঝে বের করে দেখে, উত্তেজিত হয় এবং কাম লালসায় উন্মত্ত হয়ে হস্তমৈথুন করে থাকে। জনের হস্তমৈথুনের খোরাক জোগাত সেই এলাকার তাগড়া মেয়েগুলো যাদের মধ্যে এক সময় ম্যারিওনও ছিল।

হাইস্কুলের পড়ালেখা শেষ করে সে ১৯৪৯ সালে। তখন তার বোন তাকে জানায়, সে জনের জন্য একটা সাক্ষাতের ব্যবস্থা করে রেখেছে নৌবাহিনীর এক কর্মকর্তার সঙ্গে। সেনাবাহিনীতে চাকরির সম্ভাবনা রয়েছে। যথাসময়ে জনের চাকরি হয়ে যায়। সানডিয়াগো এবং উত্তর ক্যালিফোর্নিয়া নৌবাহিনীর স্কুলে ইলেকট্রনিক্সের ওপর প্রশিক্ষণ নেওয়ার পর কর্তৃপক্ষ উইলিয়ামসনকে পশ্চিমে কয়েক হাজার মাইল দূরে আমেরিকান অকুপেশনাল ফোর্সের সঙ্গে দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে ক্ষুদ্র

ক্ষুদ্র আদিম দ্বীপগুলিতে পাঠায়, যে দ্বীপগুলো পরবর্তী চার বছরে তার গৃহে পরিণত হয়েছিল।

এই সময়ের মধ্যে সে নৌবাহিনীর সবচেয়ে দক্ষ বৈদ্যুতিক কারিগর হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে। সব ধরনের যন্ত্রপাতি থেকে শুরু করে টাইপরাইটার, রাডার এবং সোনার (প্রতিফলিত শব্দতরঙ্গের সাহায্যে পানিতে নিমজ্জিত বস্তুর সন্ধান ও তার অবস্থান নির্ণয় করার যন্ত্র)–এর তত্ত্বাবধান ও মেরামতের কাজ করত। প্রথম দায়িত্ব দেওয়া হয় মার্শাল আইল্যান্ডের। প্রায় বৃক্ষহীন এই দ্বীপকে বলা হত কাওয়াজালেইন। এই দ্বীপে কয়েক হাজার নাবিক ও সেনাবাহিনীর লোক বসবাস করত। তত্ত্বাবধায়ন সংক্রান্ত বিশেষজ্ঞ হিসেবে সে নৌবাহিনীর উড়োজাহাজে চড়ে অন্যান্য দ্বীপে ভ্রমণ করত। সেখানে সে কেবলই সামরিক বাহিনীর বিভিন্ন লোক, বেসামরিক কর্মকর্তা ও অসংখ্য নারীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে, কিন্তু এই মাটির মানুষ যারা, তাদেরকেই তার ভালো লাগে সবচেয়ে বেশি এবং তাদের প্রতি সে আগ্রহ অনুভব করে।

ক্যারোলিন দ্বীপপুঞ্জের পোনাপি ছিল জনের খুবই প্রিয় স্থান। আগ্নেয়াগিরির লাভা জমে আছে বিস্তৃত ভূমিতে, সেই সঙ্গে চমৎকার বনভূমি, জঙ্গল, ঝোপঝাড়, জলপ্রপাত এবং কিছু বন্ধুসুলভ আদিবাসী, যারা নিজের ভাষায় কথা বলে, যাদের নিজস্ব সংস্কৃতি, প্রথা ও আচার-অনুষ্ঠান রয়েছে। উইলিয়ামসন তাদের ভাষা শিখেছিল, আমন্ত্রিত হয়েছিল তাদের গৃহে। পরিচিত হয়েছিল তাদের প্রস্তুতকৃত বিভিন্ন নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য ও হাতিয়ারের সঙ্গে এবং তাদের বিভিন্ন উৎসবে সে অংশ নেয়। সে তাদের 'কাভা' মদও পান করে, মূলত যা পিপার গাছের শিকড় থেকে তৈরি। দূরবর্তী এই দ্বীপ উইলিয়ামসনকে মনে করিয়ে দেয় শৈশবের কথা, যা সে পেছনে ফেলে এসেছে।

সেনাবাহিনী ১৯৫০ দশকের শুরুর দিকে বেশ কয়েকদিন দ্বীপ ছেড়ে চলে যায় ইউনাইটেড স্টেট ইনটেরিয়র ডিপার্টমেন্টের ট্রাস্টি বোর্ডের কাছে দায়িত্ব দিয়ে। জন উইলিয়ামসনকে নৌবাহিনী থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয় সরকারি কর্মচারী হতে রাজি হওয়ার জন্য। তাকে দায়িত্ব দেওয়া হয় নৌ-চলাচল ও যোগাযোগ সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি তত্ত্বাবধায়ন ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের সঙ্গে আমেরিকার পর্যবেক্ষণ বিষয়ক ধারাবাহিকতা রক্ষা করার।

মার্কিনী ও স্থানীয় আদিবাসী টেকনিসিয়ানদের সহযোগিতায় উইলিয়ামসন ট্রাক দ্বীপে একটা কার্যালয় গড়ে তোলে। কিন্তু প্রতি সপ্তাহেই কয়েক হাজার মাইল সে ভ্রমণ করত অন্যান্য স্থানের সুবিধাগুলি পরীক্ষা করতে। একদিন পশ্চিম ক্যারোলিনার ইয়াপ দ্বীপে আকর্ষণীয় এক স্বর্ণকেশী জর্মন নারীর সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয়। সে তার থেকে কয়েক বছরের বড়। সে একটা বড় ধরনের কুঁড়েঘরে বসবাস করে। তার নাম ছিল লিলো গোয়েটজ। সে একজন নৃতাত্ত্বিক হওয়ার জন্য অনুপ্রাণিত হয়েছে। লিলো দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের আদিবাসীদের সংস্কৃতি সম্পর্কে একজন বিশেষজ্ঞ। স্কুলে পড়ার সময়ই সে প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের ওপর অসংখ্য লেখা পড়েছে। ১৯৫০ সালে বার্লিনে পিতামাতাকে রেখে সে হনুলুলু যাত্রা করে এবং পরবর্তী দুই বছর

হাওয়াই বিশ্ববিদ্যালয়ে কাটায়। ইয়াপে বসবাসের আগে সে প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের বিভিন্ন দ্বীপে বসবাস করেছে এবং সে বুঝতে পারে ধীরে ধীরে সে তার নতুন পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নিচ্ছে সফলভাবে এবং এটা আরও পরিষ্কার হল যখন সে একজন ইয়াপি পুরুষের সঙ্গে বসা অবস্থায় এবং উবু হয়ে পেছনদিক থেকে যৌনমিলন সম্পন্ন করে খুবই আয়েশ পায়। উল্লেখ্য, এই দ্বীপবাসীরা যৌনমিলনের এই আসন দুটি খুবই পছন্দ করে। এ ধরনের আসনে প্রচণ্ড ভারসাম্যের প্রয়োজন হয় এবং পায়ে বেশ শক্তির প্রয়োজন হয় যা লিলো অর্জন করেছিল বহুবছর ধরে শরীরচর্চার মাধ্যমে এবং নাচের প্রতি একটা গভীর ভালোবাসা থাকার কারণে। তার চমৎকার শারীরিক সৌন্দর্যে উইলিয়ামসন আকর্ষিত হয় যখন তার হাসপাতালের এক সহকর্মীর দেয়া পার্টিতে প্রথম তার সঙ্গে দেখা হয় ১৯৫৩ সালে।

পরিচয়ের পর উইলিয়ামসন তার সঙ্গে প্রচুর কথা বলে এবং জানতে চায় আগামী সপ্তাহে যখন সে ইয়াপে ফিরে আসবে তখন এক রাতে তার সঙ্গে সে ডিনার খেতে রাজি আছে কিনা। লিলো আনন্দের সঙ্গে রাজি হয়, যদিও সে ডিনারের সময় সম্পর্কে কিছুই বলেনি। ইতিমধ্যেই সে উইলিয়ামসনের বেশ ঘনিষ্ট হয়ে উঠেছে। সম্প্রতি একদিন লিলো তার অফিসের জানালা দিয়ে উঁকি মেরে তাকে ঝড় সম্পর্কে সচেতন করে দেয়। কিছুক্ষণের ভেতরে ঝড়ো হাওয়া বইতে থাকে। সেইসঙ্গে বৃষ্টি। উইলিয়ামসন আবহাওয়ার ছবি তোলে আর সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাকে পর্যবেক্ষণ করে। যা হোক, ডিনারের রাতে লিলো আবিষ্কার করে তার নিজের আশঙ্কা ও পরিতৃপ্তির বিষয়টি। সে দেখতে পায় উইলিয়ামসন একজন মনোযোগী শ্রোতা এবং তার ভালো লেখাপড়া আছে এবং এখানেই তার যৌনমিলনের আকাঙ্ক্ষা কেন্দ্রীভূত হয়। উইলিয়ামসন হতাশ হয় যখন লিলো তার সঙ্গে এক বিছানায় ঘুমাতে চায় না। সে লিলোকে নিয়মিত ফোন করতে থাকে। ট্রাক দ্বীপ থেকে প্রতিবার ফিরে আসার পর সে সাক্ষাতের ব্যবস্থা করে। এটা হল তাকে বোঝানো যে উইলিয়ামসনের কী পরিমাণ আকাঙ্ক্ষা তাকে কাছে পাওয়ার।

উইলিয়ামসনই একমাত্র প্রেমিক ছিল না লিলোর। তারপরও সে লিলোকে তার সঙ্গে ট্রাক দ্বীপে আহ্বান জানায়। ট্রাক দ্বীপ ইয়াপ থেকে আটশত মাইল দূরে অবস্থিত। সে লিলোকে রাজি করায় দ্রুত এখান থেকে চলে যেতে, কারণ ইয়াপের আদিবাসীরা পশ্চিমবাসীদের উপস্থিতিতে বিরক্ত এবং তাদের এই বিরক্তি বাড়ছে। লিলো তার সঙ্গে একমত হয়, কারণ সে প্রায়ই সন্ধ্যার সময় দুজন ইয়াপিকে গম্ভীর হয়ে তার বাসার আশপাশে ঘোরাফেরা করতে দেখেছে। তারা লিলোকে দেখে না-দেখার ভান করে এবং তাদের হাতে ছিল চকচকে দা। উইলিয়ামসনের সঙ্গে ট্রাক দ্বীপে বসবাস করে লিলো নিরাপদ বোধ করল এবং তৃপ্ত হল। ১৯৫৪ সালের মার্চ মাসে ঐ দ্বীপেই তারা বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হয় এবং সেখানেই তারা মধুচন্দ্রিমা উদ্‌যাপন করে এবং লিলোর মত অনুসারে এই সময়টাই লিলোর জীবনের সবচেয়ে রোমান্টিক সময়।

নভেম্বর মাসে যখন লিলো ছয় মাসের গর্ভবতী তখন সে অ্যানিমিয়ায় আক্রান্ত হয় এবং উইলিয়ামসন চিন্তা করে তাদের উচিত প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল ছেড়ে

আমেরিকার মূল ভূখণ্ডে গিয়ে বসবাস করা; তবে তা কেবল লিলোর সুবিধার জন্য নয় এতে তার নিজেরও অনেক সুবিধা হয়। কাজ কখনও তাকে চ্যালেঞ্জ করতে পারেনি বরং সে কাজকে চ্যালেঞ্জ করেছে। সে এক দ্বীপ থেকে অন্য দ্বীপে ক্রমাগত ভেসে অথবা উড়ে বেড়িয়েছে। সামান্য ক্লান্তি যে আসেনি তা নয়। সে শুনেছিল যে ফ্লোরিডার পূর্ব উপকূল ও কেপ ক্যানাভেরাল-এ প্রকৌশলী ও টেকনিশিয়ানদের কিছু সুবিধার উন্নয়ন ঘটেছে। সেখানে সরকার মিসাইল পরীক্ষার এক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। একদিন হয়তো কৃত্রিম উপগ্রহ স্থাপন করা হবে মহাশূন্যে। প্রধান প্রধান কিছু করপোরেশন মহাশূন্য গবেষণা ও তার উন্নয়নের জন্য প্রচুর অর্থ খরচ করার অঙ্গীকারও করেছে। মার্কিনী বিজ্ঞানীরা এসময় ওয়ার্নার ভন ব্রাউন ও অন্যান্য জর্মন মিসাইল-বিশেষজ্ঞকে একত্রিত করে। আমেরিকার সেনাবাহিনী তাদেরকে চাকরি দেয় ভি-২ রকেটের চেয়েও অধিকতর বড় ও বেশি ক্ষমতাসম্পন্ন একটা রকেটের নকশা তৈরি করতে যে রকেট দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় নাজিরা ব্যবহার করেছিল।

লিলো একা আমেরিকায় বসবাস করতে চায় না। ফলে তারা দুজনেই দ্রুত আমেরিকায় ফিরে আসে ১৯৫৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে, ফ্লোরিডায় আসার একমাস পর। লিলো একটা পুত্র সন্তানের জন্ম দেয় এবং তার নাম রাখে রল্‌ফ। সন্তান জন্মের পর কেপ ক্যানাভারল আর্মিবেজ থেকে কয়েক মাইল দূরে একটা ছোট ও স্যাঁতসেঁতে মোটেলে তারা বসবাস করতে থাকে। এটা ফ্লোরিডার কোনো জায়গা নয়। লিলো ট্রাভেল ম্যাগাজিনে পড়ে জেনেছিল এর আশপাশে ছিল বালিয়াড়ি, লিকলিকে পামগাছ, জলাভূমি, মূলত মশার আবাসস্থল। ডেটোনা সমুদ্রসৈকত থেকে এক হাজার মাইলেরও নিচে অবস্থিত। সবচেয়ে কাছাকাছি মুদির দোকানটা কোকোয়া বিচ থেকে প্রায় তিন মাইল দূরে। কাছাকাছি সিনেমা হলের দূরত্ব প্রায় পনেরো মাইল। যে হাসপাতালে রল্‌ফ জন্মেছে সেটা প্রায় কুড়ি মাইল দূরে অবস্থিত এবং ভালো রেস্তোরাঁ অথবা সামান্য পরিমাণ নৈশ জীবনযাপন করতে হলে ষাট মাইল গাড়ি চালিয়ে যেতে হবে অরল্যান্ডোর মূলভূমির ভেতরে।

লিলো একটা ব্যাপারে অত্যন্ত সচেতন ছিল যে তার স্বামী তার কাজ নিয়ে সুখী, যদিও সেনাবাহিনীর নিয়মানুযায়ী তার সঙ্গে এসব ব্যাপারে কোনো আলোচনা সে করে না। প্রতিদিন ভোরবেলা সে তাদের ফোর্ড গাড়িটা নিয়ে এয়ারবেজে যায় এবং অংশগ্রহণ করে প্রকৌশলী ও টেকনিশিয়ানদের সঙ্গে বিভিন্ন কাজে, যেখানে তার অফিস এবং গবেষণাগার। সন্ধ্যায় সে মোটেলে ফিরে আসে। দুই রুমের অ্যাপার্টমেন্টে তারা রাতের খাবার খায়। যেসব লোক এই মোটেলের কাছাকাছি বসবাস করে, বিশেষ করে যারা বড় রাস্তা পর্যন্ত ছোট ছোট ঘরগুলি দখল করে রেখেছে, তারা কোনো না কোনোভাবে এই আর্মি মিশনের সঙ্গে সম্পর্কিত।

কিন্তু ১৯৫৬ সালের দিকে বাড়ি ও মোটেলগুলো নতুন করে নির্মাণ করা শুরু হয়। বিমানঘাঁটিতেও তৈরি হয় দীর্ঘ টাওয়ার, নতুন লঞ্চিং প্যাড এবং হ্যাঙ্গার। সেইসঙ্গে বেড়ে যায় মিসাইল সংক্রান্ত কর্মচারী। লিলো এবং জন উইলিয়ামসনও কোকোয়া বিচ সংলগ্ন লেগুনের পাশে দুই একর জমির ওপর নির্মাণ করে একটা ছোট বাড়ি। খরচ হয়

দশ হাজার ডলার। জন একটা ভালো চাকরি পেয়ে লকহিড-এ চলে যায় এবং মিসাইল তৈরির কাজে অন্যান্য প্রকৌশলীদেরকে সাহায্য করতে থাকে। মাঝে মাঝে তাকে শহরের বাইরে অপ্রত্যাশিত কিছু ভ্রমণে অংশ নিতে হয়। কেপ ক্যানাভারলে থাকার সময় সে কখনও কখনও দিনরাত কাজ করত এবং প্রাথমিককালে রকেট নির্মাণ করতে গিয়ে ব্যর্থতার কারণে সে ও তার সহকর্মীরা হতাশায় ভুগত। তবে এই ব্যর্থতার কথা বাইরে প্রকাশ করা হত না।

বাড়িতে লিলো ও তার পুত্রকে নিয়ে জন উদ্বিগ্ন ও নিঃসঙ্গ বোধ করত। সে নিয়মিত ঘুমাত না এবং মধ্যরাত পর্যন্ত বহু ঘণ্টা কাটাত কারিগরি বিষয় সংক্রান্ত ম্যানুয়াল পড়ে। কখনও কখনও সে পড়ত সাইন্স ফিকশন অথবা নিজেকে ব্যস্ত রাখত নকশা আঁকার কাজে। ছেলের প্রতি জনের আগ্রহ খুব একটা ছিল না, যার বয়স তখন তিন বছর। ১৯৫৮ সালের এক রোববার সকালে যখন জন উইলিয়ামসন বাড়ির সামনের লনে কাজ করছিল তখন দেয়ালের পাশ থেকে রলফ লেগুনে পড়ে যায়। কিন্তু জন শব্দ শুনতে পায় না এবং ছেলেটা পানিতে ডুবে যায়।

লিলো তখন রান্নাঘরে ছিল। ছেলের খোঁজে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে আসে কিন্তু কোথাও তাকে দেখতে পায় না। সে বিচের দিকে দৌড়াতে থাকে। জন খোঁজ করতে থাকে লেগুনের আশপাশে। তারপর পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে কিন্তু ছেলেকে খুঁজে পায় না। খবর পেয়ে পুলিশ আসে এবং মৃত ছেলেটাকে তারা খুঁজে পায়। লিলো এই ঘটনায় অসম্ভব ভেঙে পড়ে এবং পরবর্তী দুই মাস তাকে সিডেটিভ (স্নায়বিক উত্তেজনা ও মানসিক অস্থিরতা প্রশমিত করে এমন ওষুধ) দিতে হয়। জন অপরাধবোধে ভুগতে থাকে তার অবহেলার কারণে এবং অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া শেষ হয়ে গেলে তারা জার্মানীর উদ্দেশে ফ্লোরিডা ত্যাগ করে, যেখানে তারা লিলোর বোন ও তার স্বামীর সঙ্গে কিছুদিন একত্রে ছিল।

ছয় সপ্তাহ পর ১৯৫৮ সালের অক্টোবরে তারা বাড়ি ফিরে আসে। জন এক বছরের জন্য লকহিড-এর কাজ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকে যেন সে প্রথমে ক্যালিফোর্নিয়া ও পরে ডেটোনার রাইট এয়ারবেজে সেনাবাহিনীর পরামর্শক হিসেবে কাজ করতে পারে। এ সময় লিলো প্রায় সময়ই তাকে সঙ্গ দেয়। আসবাবপত্র সজ্জিত অ্যাপার্টমেন্ট ও মোটেলে তারা বসবাস করে। নিজেকে ব্যস্ত রাখে বাইরের কাজে এবং ১৯৫৯ সালের শেষদিকে লিলো আবার গর্ভবতী হয়।

ফ্লোরিডায় ফিরে আসার পর লিলো প্রায়ই একা থাকত, বিশেষ করে জন যখন সারারাত ক্যারিবীয় দ্বীপের মিসাইল অ্যাটাকিং স্টেশনে ব্যস্ত। এক সন্ধ্যায় সে লিলোকে অনুরোধ করে জার্মানিতে গিয়ে তার বোনকে আবার দেখে আসার জন্য—সে বলে, সে কিছু গুরুত্বপূর্ণ গোপন মিশনের সঙ্গে যুক্ত। খুব তাড়াতাড়ি সে ইউরোপে তার সাথে দেখা করবে। তারপর সম্ভবত তারা পাকিস্তানে যাবে। তাকে বেশ উত্তেজিত মনে হয় লিলোর। সে এই জায়গাটা চিরদিনের জন্য ছেড়ে যেতে চায়, যে জায়গাটা তার কাছে নিঃসঙ্গ মনে হয় এবং যেখানে সে প্রায়ই হতাশায় ভোগে।

কিন্তু জার্মানীতে থাকা অবস্থায়ই সে জনের কাছ থেকে খবর পায় তার পূর্ব পরিকল্পনা পুরোপুরি পরিবর্তন হয়ে গেছে। তারা পাকিস্তান যাচ্ছে না। লিলো ফ্লোরিডায়

ফিরে এসেছিল। কোকোয়া বিচে যখন স্বামীর সঙ্গে সে মিলিত হয় তখন জনকে খুবই চিন্তাগ্রস্ত মনে হয়েছে তার। তারপরও সে জনের কাছে পাকিস্তান না-যাওয়ার কোনো ব্যাখ্যা দাবি করেনি। তার চোখের নিচে কালি পড়েছে। ওজন কমে গেছে। চেইনস্মোকারদের মতো অনবরত সিগারেট খাচ্ছে, মদ্যপানও করছে একইভাবে। তাকে দেখে মনে হয় সে একজন ড্রাগস সেবনকারী। একমাস অতিক্রান্ত হওয়ার আগেই সে অনুমান করতে পারল যে, কেন জন পাকিস্তান যাওয়ার আগে তার সঙ্গে ইউরোপে দেখা করে নাই।

সামান্য যেটুকু জন প্রকাশ করেছিল এবং গুজব থেকে যতটুকু লিলো জেনেছে তাতে সে বেশ অনুভব করতে পারে যে তার স্বামী ইউ-২ স্পাই প্লেনের প্রকৌশলী হিসেবে কাজ করে-যার একটা ১৯৬০ সালে রাশিয়ান আর্টিলারি গুলি করে মাটিতে নামায়। ফলে পাইলট ধরা পড়ে। তার নাম গ্যারি পাওয়ার, যে আমেরিকার গোপন মিশনগুলো সম্পর্কে তথ্য ফাঁস করে দেয়। রাশানরা আরও ঘোষণা করে যে ইউ-২ বিমানগুলি তৈরি হয়েছে পাকিস্তানের সামরিক ঘাঁটিতে।

পৃথিবীব্যাপী কয়েক সপ্তাহ ধরে পত্রিকায় এই খবর ছাপা হতে থাকে এবং সবচেয়ে বেশি লজ্জিত হন প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার ও আমেরিকান সেনাবাহিনীর নেতারা। বাতিল কারা হয় ইউ-২ প্রকল্প–রাজনৈতিক চেঁচামেচি অবশ্য দিনে দিনে হ্রাস পায়, কিন্তু তার স্বামী সারাক্ষণই তখন গোমড়া হয়ে থাকে এবং বদমেজাজির মতো আচরণ করে। শুধুমাত্র লিলোই বুঝতে পারে যে জন ইউ-২ সংক্রান্ত গোপন সমস্যাগুলির সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে। যাহোক, রাশানরা আরও প্রমাণ করল তাদের কারিগরি দক্ষতা। যদি তার স্বামী এখান থেকে সরে আসে তাহলে ভয়ানক দুর্গতি দেখা দেবে আমেরিকার গোয়েন্দা পাইলট ও তাদের সহযোগিতা প্রদানকারী সাধারণ নাগরিকদের গোপন পদবি নিয়ে।

জন উইলিয়ামসন প্রতিদিন ভোরে লকহিড-এর অফিসে যায় কিন্তু লিলোর সন্দেহ হয় প্রকৌশলী হিসেবে সে তার সমস্যাগুলোর সমাধান করতে পারবে কিনা। এক সে একজন মনোচিকিৎসকের সঙ্গে দেখা করার কথা বলায় জন এক ধরনের ঠাণ্ডা প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। শুধুমাত্র সে সামান্য আনন্দিত হয় তখনই, যখন বলে বিমানের গতি অথবা তার কারিগরি বিষয় সম্পর্কে। এসময় অর্থাৎ ১৯৬২ সালে নভোচারী জন গ্লেন সফলভাবে আকাশে ওড়ে এবং সফলভাবে ভূমিতে নেমে আসে। বিচে দাঁড়িয়ে কয়েক হাজার দর্শক এবং এর কয়েকশত কারিগর ও কর্মকর্তা এই দৃশ্য দেখে। সফলভাবে নেমে আসা উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে জন তার স্ত্রীকে নিয়ে উপস্থিত হয়। এই অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত হয়েছিল অন্যান্য প্রকৌশলী, রাজনৈতিক নেতা এবং নভোচারীরা। কিন্তু এই অনুষ্ঠানে সে ভালোভাবে সময় কাটাতে পারেনি। সে অল্পসময়ের মধ্যেই প্রচুর মদ্যপান করে এবং কথা বলে কম। লিলো লক্ষ্য করে এই সেই মানুষটি যাকে এক রাতে ঝড়ের ভেতরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তার অসম্ভব ভালো লেগেছিল, সে এখন একেবারেই বদলে গেছে। তার ধারণা সে অন্য কোনো নারীর প্রেমে পড়েছে, কারণ কেপ-এর কাছাকাছি তখন বেশকিছু আকর্ষণীয় নারী বসবাস করছে, যেমন মহাশূন্য প্রশাসনের অফিসে কর্মরত নারীরা, কোকো বিচের

স্টোরগুলোতে কাজ করে তখন বেশকিছু নারী আবার নতুন মোটেলগুলির বার ও রেস্টুরেন্টে বেশকিছু সুন্দরী মেয়ে খাবার ও মদ পরিবেশন করে। এদের কারো-না-করো সঙ্গে জনের সম্পর্ক রয়েছে বলে বিশ্বাস করে লিলো। কারণ সে তখন লিলোর সঙ্গে কোনো ধরনের যৌনকর্মই করত না।

সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে জন মদ্যপান করত, বসবাস করত নিজের ভেতরে, বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকত তার পরিবেশ থেকে। শিশুকন্যার প্রতি জনের কোনো আগ্রহ ছিল না যেমন ছিল না তার ছেলের প্রতি। রাতে খাবার পর গভীর রাত পর্যন্ত সে পড়ত দর্শন, ধর্মতত্ত্ব, মনোবিজ্ঞান এবং সাইন্স ফিকশন।

১৯৬২ সালের ক্রিস্টমাসের সামান্য কিছু আগে উইলিয়ামসন হঠাৎ করেই একটা দীর্ঘ উপন্যাস পড়তে শুরু করে এবং মনে হয় সে তার হারিয়ে যাওয়া উদ্যম ফিরে পেতে শুরু করেছে। উপন্যাসটি হল আয়ান র‍্যান্ড-এর 'এটলাস শ্রাগড' এবং এটা শেষ করলে লিলো বইটির প্রতি উৎসুক হয়ে উঠে। সে তখন বইয়ের কিছু কিছু তার সঙ্গে আলোচনা করে। এই উপন্যাসের প্রধান চরিত্রগুলো হচ্ছে প্রবল ইচ্ছাশক্তির অধিকারী আমেরিকান শিল্পপতি ও আদর্শবাদীরা, যারা ওয়াশিংটনের রাজনীতিবিদ ও আমলা দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হয় এবং সরকারে অনুমোদিত মানসম্পন্নতা বজায় রাখার ব্যাপারে চিন্তিত হয়ে পড়ে। এই চাপের মুখে কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তিই শুধু বিদ্রোহী হয়ে ওঠে না, সবশেষে নিজেদেরকে সরিয়ে নেয় এবং একই সঙ্গে তাদের বিবেচনাযোগ্য মেধাকেও, জাতি ও আদর্শবান জনগোষ্ঠীর কাছে থেকে, যাকে তারা স্বীকৃতি দিতে পারে। এই উপন্যাসের নায়ক একজন অদ্ভুত মানুষ, বিস্মৃতিপ্রবণ কিন্তু মেধাবী, নাম জন গাল্ট এবং নায়িকা ড্যাগনি ট্যাগার্ট একজন গতিশীল নারী এবং এই গ্রন্থের নৈরাশ্যবাদী দৃশ্য হল কেন্দ্রীয় আমলাতন্ত্র, যার সঙ্গে জনের চিন্তার যথেষ্ট মিল খুঁজে পাওয়া যায়, যা সে গত দুবছর ধরে অনুভব করছে।

এই উপন্যাসের নায়কের মতোই জন অনুভব করে সমাজ পরিবর্তনের একটা পথই রয়েছে এবং তা হল এই তথাকথিত সমাজ থেকে সাময়িকভাবে বিচ্ছিন্ন হওয়া এবং কোনো নির্জন স্থানে যত্নসহকারে অধিক আদর্শবাদী একটা সমাজ গড়ে তোলা এবং ক্রমশ সেই সমাজের এলাকা ও উদ্দেশ্যকে বিস্তৃত করা নির্দিষ্ট কিছু মানুষের ভেতরে, যারা পরিবর্তনের ইচ্ছা পোষণ করে না কিন্তু পরিবর্তন তাদের প্রাপ্য। উইলিয়ামসন বহুদিন ধরে এই পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে আসছে কিন্তু নিজেকে তার ইদানীং মনে হচ্ছে, ভুল নির্দেশ পাওয়া একজন অভিবাসিত পুরুষ, যে আলাবামার বনভূমি থেকে প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল এবং সেখান থেকে কেপ ক্যানাভারাল-এর বিভিন্ন গোত্রসমূহের ভেতরে জীবন কাটানোর সময় সে কেবলই অনুসন্ধান করেছে একটা উপযুক্ত জায়গা। সম্ভবত সে কোনো এক সময় তা আবিষ্কার করবে, যেভাবে এই উপন্যাসের নায়ক করেছে। যা হোক জায়গাটা এখনও পাওয়া যায়নি এবং একসময় তা তৈরি করে নিতে হবে। জন জানে না কীভাবে সে এ-কাজ শুরু করবে, তবে সে সিদ্ধান্ত নেয় সরকারের জন্য সে আর কোনো কাজ করবে না।

কেপ ক্যানাভারাল-এ থাকতেই সে চাকরি ছেড়ে দেয় এবং পরিকল্পনা করে এক সপ্তাহের ভেতরেই লস এঞ্জেলেসে ফিরে সেখানে সে স্বল্প সময়ের জন্য মোটা বেতনের একটা চাকরিতে যোগ দেবে। ইতিমধ্যেই প্রকৌশলী হিসেবে তাকে চাকরির প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে এবং প্রস্তাব দিয়েছে রেকর্ডিং-এর যন্ত্রপাতি প্রস্তুতকারী একটি প্রতিষ্ঠান। সে লিলোকে বলে এক মাসের মধ্যে তার উচিত ক্যালিফোর্নিয়া পর্যন্ত তাকে অনুসরণ করা। সেখানে একটা চমৎকার বাড়ি তার আগমনের অপেক্ষা করছে। লিলো বিস্মিত হয়, কীভাবে কী তার করা উচিত। বিয়ে টিকবে কি-না সে ব্যাপারে সে সন্দিহান কিন্তু ফ্লোরিডায় থাকার কোনো কারণ সে খুঁজে পায় না। অন্য কোথাও যাওয়ার ইচ্ছাও তার হয় না, ফলে সে রাজি হয় লস এঞ্জেলেসে যেতে।

লিলো ১৯৬৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে তার দুবছরের কন্যাসন্তানকে নিয়ে লস এঞ্জেলেসে আসে এবং উইলিয়ামসনের সঙ্গে লস এঞ্জেলেসের শহরতলিতে নিষ্ক্রিয় একটা বছর কাটায় এবং আশ্বস্ত বোধ করে যখন সে বিবাহ-বিচ্ছেদের ব্যাপারে তার সিদ্ধান্ত জানায়। তাদের ভেতরে কোনো আবেগও ছিল না কোনো শত্রুতাও ছিল না। লিলো শান্তভাবে বিবাহ-বিচ্ছেদের ব্যাপারে সম্মতি জানায় এবং বিচ্ছেদের শর্তাবলি নিয়ে সে জনের সঙ্গে কোনো বিবাদ করতে চায় না। লস এঞ্জেলেসের এই বাড়িতে সে বর্তমানে থাকতে চায় এবং ফ্লোরিডায় সেসব সম্পত্তি ভাড়া দেয়া আছে সেগুলো থেকে প্রাপ্ত অর্থও সে নেবে বলে জানায়। এছাড়া শিশুর ভরণপোষণের জন্য সে প্রতিমাসে পাবে ৬৫০ ডলার। উইলিয়ামসন তাকে একটা বীমা কোম্পানির পলিসি গ্রহণের পরামর্শও দেয় এবং বিবাহ-বিচ্ছেদ সম্পন্ন হওয়ার আগে সে বীমা কোম্পানির এক এজেন্টকে বাড়িতে নিয়ে আসে বীমার শর্তাবলি ব্যাখ্যা করার জন্য। এই এজেন্টই হল বারবারা ক্র্যামার।

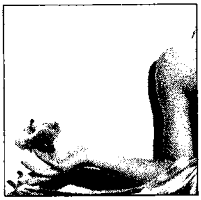

বারবারা ক্র্যামারের সঙ্গে জন উইলিয়ামসনের প্রথম সাক্ষাৎ হয় লস এঞ্জেলেসে ইলেকট্রিক কোম্পানিতে একটা গ্রুপ ইন্সুরেন্সে পলিসি বিক্রির উদ্যোগ নেওয়ার সময়। জন ঐ সংস্থায় জেনারেল ম্যানেজার হিসেবে কাজ করত। প্রথম সাক্ষাতে সে বারবারার সঙ্গে রূঢ় আচরণ করেছিল। প্রথমত, সে তার এ্যাপয়েন্টমেন্টের কথা ভুলে গিয়েছিল এবং বিরক্ত হয়েছিল তার ওপর পরদিন একটা সময় বের না করার জন্য। দ্বিতীয়ত, তাকে অভ্যর্থনাকক্ষে অপেক্ষা করিয়ে রেখেছিল অনেকক্ষণ, তার রুমে ঢোকার অনুমতি দেওয়ার আগে। জনের অফিস চমৎকার আসবাবপত্রে সজ্জিত। স্টিলের একটা ধূসর টেবিলের পেছনে বসে আছে জন, একটার-পর-একটা সিগারেট খাচ্ছে এবং পলিসির বিভিন্ন খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে যখন প্রশ্ন করে তখন বারবরা বুঝতে পারে সে অসম্ভব মনোযোগী একজন মানুষ। কিন্তু চেহারা দেখে মনে হবে সে সব ব্যাপারেই উদাসীন।

তখন ছিল বিকেলবেলা। জনের উদাসীনতা সত্ত্বেও বারবারা ছিল নিরুদ্বিগ্ন এবং আস্থাশীল। বুল্লারোর সঙ্গে মোটেলে চুটিয়ে যৌনমিলন সম্পন্ন করে তারপর বারবারা এখানে এসেছে। উপত্যকার ভেতর দিয়ে গাড়ি চালানোটা সে সবসময় খুবই উপভোগ করে। গাড়িতে রেডিও বাজিয়েছে অনেকক্ষণ। যৌনকর্মের পর গোসল সেরে নেওয়ায় তার শরীরও এখন একেবারে তরতাজা। সে ভেবেছিল জনের অফিসে কোন অনাকাঙ্ক্ষিত পরিবেশের মুখোমুখি সে হবে না।

বারবারার মৃদু কৌতূহল জাগল লোকটি সম্পর্কে। সে রূঢ় আচরণ করে এমন একটা ধারণা দিতে চাইল নিজের সম্পর্কে যে কেউ তাকে এরকম ভাবলে তাতে তার কিছু যায় বা আসে না। তার অফিসের আসবাবপত্রে যত্নের ছাপ লক্ষ্য করা যায়। টেবিলে দুটি এ্যাশট্রে এবং দুটোই আধাখাওয়া সিগারেটের টুকরোয় ভর্তি হয়ে আছে। মেঝেতে কোনো গালিচা নেই। চেয়ারগুলিও আরামদায়ক নয়। ডেস্কের পেছনে দেয়ালে একটাই মাত্র ছবি, তাতে দেখা যাচ্ছে দুটি রাস্তা একটা মরুভূমির ভেতর দিয়ে কেবলই বিস্তৃত হচ্ছে এবং দূরে একটি বিন্দুতে মিলিত হচ্ছে, কিন্তু কোথাও যাচ্ছে না। জন অধিকাংশ প্রশ্নের জবাব দেয় এক-অক্ষরের শব্দে, তার মন্তব্য সবসময়ই সংক্ষিপ্ত এবং দৃষ্টিভঙ্গি অপরিবর্তিত। বারবারা বুঝতে পারে তার দুই চোখের ভেতরে একটা বেপরোয়া আকাঙ্ক্ষা রয়েছে। সে হচ্ছে সম্ভবত এমন একজন মানুষ যে একটা দেয়াল তৈরি করেছে এবং আশা করছে কেউ এই দেয়ালের ওপর চড়বে।

বীমা পলিসির শর্ত ব্যাখ্যা করার পর জন তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়াল অর্থাৎ সে বোঝাতে চাইল যে তাদের সাক্ষাতের সময় শেষ হয়ে গেছে। সে বারবারাকে কাগজপত্র রেখে যেতে বলে। ওগুলি পরীক্ষা করে এই সপ্তাহেই সে টেলিফোনে তার

প্রতিক্রিয়া জানাবে। এক সপ্তাহ পার হয়ে যায় কিন্তু জন কোনো ফোন করে না। ফলে বারবারা তাকে ফোনে নিমন্ত্রণ জানায়। জন জানায়, লাঞ্চের সময় সে ব্যস্ত। সে বারবারাকে ডিনারের আমন্ত্রণ জানালে বারবারা রাজি হয় এবং সে একটা আনন্দঘন সন্ধ্যা উপভোগ করে।

তারা হলিউড হিলের প্রাচ্যদেশীয় রেস্তোরাঁগুলো এড়িয়ে যায় এবং বেছে নেয় একটা নাইটক্লাব। তারা মদ্যপান করে, ব্যবসায়িক কথা বলে, সহজ ও খোলামেলাভাবে আলোচনা করে জীবনের ব্যক্তিগত যাবতীয় বিষয় এবং বারবারা বিশ্বাস করে না যে এই কোমল স্বভাবের মজার মানুষটাই সেই মানুষ যার সঙ্গে অফিসে তার দেখা হয়েছিল। সম্ভবত সে তার ভেতরে দ্বৈত ব্যক্তিত্বকে লালন করে। বারবারা বুঝতে পরে জন এখন তার সঙ্গে খুবই স্বস্তিবোধ করছে তারা দুজনেই গ্রাম থেকে আসা মানুষ, বসবাস করছে এই বিশাল শহরে। দারিদ্র্যকে নির্বাসন দেয়ার জন্য তারা বিভিন্ন সুযোগসুবিধা ও যোগাযোগকে কাজে লাগাচ্ছে, যদিও উইলিয়ামসন আজ সন্ধ্যায়ই জানিয়েছে যে সে তার চাকরিটা ছেড়ে দিয়ে নিজে একটা ছোটখাটো ব্যবসা করতে শুরু করবে। সুতরাং বারবারা দেখল এখানে তার পলিসি না বিক্রি করলেও চলবে। জনের প্রতি এখন আগ্রহটা তার ব্যক্তিগত এবং যখন তারা নাইটক্লাব পরিত্যাগ করে হাত ধরাধরি করে তখন জন আবেগতাড়িত হয়ে পরামর্শ দেয় সপ্তাহ শেষের ছুটিটা অন্য কোথাও গিয়ে কাটানোর জন্য।

বারবারা রাজি হয় এবং তিন ঘণ্টা পর দেখা যায় তারা সানফ্রান্সিসকোর একটা হোটেলের বুকিং ডেস্কের সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

উইলিয়ামসন বুকিং ক্লার্ককে বলে, 'দুটো রুম।' ক্লার্ক দম্পতির দিকে তাকায় এবং জিজ্ঞাসা করে, 'দুই রুম কেন?'

'কারণ আমরা দুজন মানুষ।' উইলিয়ামসন জানায়। প্রথম রাতে আলাদা ঘুমানোর সিদ্ধান্তটা বারবারার কাছে খুবই রোমান্টিক মনে হয় এবং কিছু ছোটখাটো ও আনন্দদায়ক বিস্ময়ের ভেতরে এটা ছিল একটা ঘটনা যা জন উইলিয়ামসনকে তার প্রতি অধিক আগ্রহী করে তোলে তাকে কাছে পাওয়ার জন্য। তারা দ্বিতীয় রাতেও যৌনমিলন থেকে বিচ্ছিন্ন থাকে এবং সবশেষে তারা যৌনমিলন সম্পন্ন করে লস এঞ্জেলেসে ফিরে এসে পরদিন সন্ধ্যায় বারবারার অ্যাপার্টমেন্টে। এটা ছিল উত্তেজনার শীর্ষবিন্দুতে পৌঁছে যৌনমিলনের তীব্র আকাঙ্ক্ষাকে চরিতার্থ করা।

বারবারার ওপর জনের প্রভাব ছিল তাৎক্ষণিক এবং তা তাকে হতভম্ব করে তোলে। জনের সঙ্গে বিছানায় শুয়ে সে এক ধরনের লজ্জা অনুভব করে যা তার স্বভাবের সঙ্গে মেলে না, তার আগ্রাসী আচরণ যেন সে ভুলে যায়। নিজেকে তার অধিক নারীসুলভ এবং আরও বেশি স্বাধীন মনে হয়। সে নিজেই মনে মনে নিজের উদ্যোগ ও স্টাইলের প্রশংসা করে এবং আরও বেশি সচেতন হয়ে ওঠে নিজের সেইসব গুণগুলির প্রতি যার কারণে উইলিয়ামসন তাকে কাছে পেতে চায়। নির্ভরশীল নারীরা হল পোষা প্রাণীর মতো এবং এ ধরনের নারীরা জনের কাছে আবেদনহীন। প্রথম সাক্ষাতেই জন বলে, যৌনসম্পর্কের মাঝখানে কোনো অসমনীতির অস্তিত্ব থাকতে

পারে না; পারে না থাকতে সেই প্রচলিত ভূমিকা যা সমস্ত বিয়ের ক্ষেত্রেই প্রভুত্ব করে থাকে, যেমন তার নিজের ব্যর্থ বিয়ের ঘটনাটিও। সে বারবারাকে আরও জানায় যদি সে আবার বিয়ে করে তাহলে এমন স্ত্রী চায় না যে দাসীর মতো আচরণ করবে। সে চায় তার স্ত্রী হবে মানসিকভাবে শক্তিশালী এক স্ত্রী যে নিজেকে তার সমতুল্য মনে করবে এবং একই সঙ্গে সে হবে স্বাধীন। আর তাহলেই সম্পর্কের অগ্রগতি ঘটবে এবং তা হবে অভিযানের মতো রোমাঞ্চকর।

বারবারা লস এঞ্জেলেসে জনের সঙ্গে অধিক সময় কাটায়। প্রতিদিন সন্ধ্যায় সে বারবারার কাছে আসে এবং মাঝে মাঝে বারবারা ভ্যান নুইজ-এ অবস্থিত জনের ব্যাচেলর অ্যাপার্টমেন্টেরও যায়। ধীরে ধীরে সে দেখতে পায় জন উইলিয়ামসনের সংগ্রহে রাখা অধিকাংশ গ্রন্থই হচ্ছে মনোবিজ্ঞান, নৃতত্ত্ব এবং যৌনতা সম্পর্কিত। এসব বিষয় সম্পর্কে তার অর্জিত জ্ঞান যে সত্যিই গভীর তা উপলব্ধি করে বারবারার ঔৎসুক্য আরও বেড়ে যায়।

ম্যাকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার জন উইলিয়ামসনের জীবনের লক্ষ্য পরিবর্তিত হতে শুরু করে। মনে হচ্ছে সে এখন ইন্দ্রিয়বিষয়ক প্রকৌশলীতে পরিণত হতে চায়। তার ইলেকট্রনিক্সের বিস্ময় ধাবিত হতে চায় যৌনতার গতিশীলতার দিকে, যদিও সমকালীন সমাজই হল তার বিষয়। তার জ্ঞান প্রসারিত হয় পেছনের দিকে। একেবারে আদিম সময় ও প্রাথমিককালের ধর্মবিশ্বাসের প্রতি, এদের মধ্যে রয়েছে মধ্যযুগের নবী ও নব্যতান্ত্রিকেরা, বিজ্ঞানী ও ভিন্নমত পোষণকারীরা। একই সঙ্গে রয়েছে শিল্পযুগের মুক্তচিন্তাবিদ এবং গ্রামীণ স্বর্গরাজ্যের প্রতিষ্ঠাতারা। বিতর্কিত অস্ট্রীয় মনোবিজ্ঞানী উইলহেম রেইচ-এর রচনাবলির প্রতি জনের ছিল প্রচণ্ড আকর্ষণ, যিনি নারী ও পুরুষের ভেতরে অসম নীতির অস্তিত্বকে অস্বীকার করেছেন যদিও সমাজে তা স্বীকৃত। এই দমননীতিই পরিবারকে সংরক্ষণ করে যখন তা একটা শক্তিশালী সরকারের তত্ত্বাবধানের জন্য অপরিহার্য হিসেবে বিবেচিত হয়। রেইচ বলেন, পুরুষশাসিত পৃথিবীতে নারীর ধারাবাহিক ভূমিকা একটা অর্থনৈতিক সুবিধা যোগ করে, যেমন তারা রাষ্ট্রের জন্য উৎপন্ন করে সন্তান, পাশাপাশি তারা কোনো পারিশ্রমিক ছাড়াই ঘরের যাবতীয় কাজে করে থাকে দিনের-পর-দিন, বছরের-পর-বছর। তাহলে দেখা যাচ্ছে, 'পুরুষের ওপর নির্ভরশীল হওয়ার কারণে এই প্রক্রিয়ার ভেতরে নারীর বাসনা পূরণ হয় খুবই কম।' রেইচ লক্ষ করেছেন, 'বিয়ে নারীর জন্য একটা নিরাপত্তামূলক প্রতিষ্ঠান কিন্তু একইভাবে সে এই প্রক্রিয়ার ভেতরে প্রতারিত হয়।'

গড়পড়তা নারীর প্রাথমিক সামাজিক অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে রেইচ দু-ধরনের অবস্থার কথা উল্লেখ করেছেন। 'যৌনমিলন অস্বীকার করা' অথবা 'যৌন নিপীড়ন সহ্য করা।' কিন্তু রক্ষণশীল নৈতিকতার পক্ষে ওকালতি করে সরকার এবং ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলি। এই যৌন নিষ্ক্রিয়তাই নারীকে অধিক বিশ্বস্ত স্ত্রীতে পরিণত করে। পুরুষ ইতিমধ্যে তার অপূর্ণ যৌনাকাঙ্ক্ষা পূরণ করে নেয়, রেইচ যাকে বলেছেন 'ভাড়াটে যৌনতা' এবং এটা পুরুষ করে থাকে পতিতা, মিসট্রেস অথবা অন্যান্য নারীদের সঙ্গে যা এই সম্মানিত সমাজ অপরাধ বলে গণ্য করে না। বিশেষ করে নিচুশ্রেণীর মানুষের

মধ্যে প্রচুর সংখ্যক নারী এই প্রক্রিয়ার ভেতরে যৌনদাসীতে পরিণত হয়েছে, যা তাদেরকেই ঘৃণা করে এবং তারাই এই প্রক্রিয়ার ভেতরে শাস্তি পায়, কিন্তু তাদেরকে কেউ বর্জন করে না। কারণ, রেইচ লেখেন 'অন্য নারীর সঙ্গে যৌনসম্পর্ক গড়ে তোলা এবং বেশ্যাবৃত্তি, দুটোই যৌন নৈতিকতা বিষয়ক দ্বৈততার অংশ এবং মোড়ক, যা মানুষের ব্যাভিচার অনুমোদন করে–যেমন বিয়ের আগে তেমনি বিয়ের পরেও। অর্থনৈতিকভাবে স্বাধীন না-হওয়ার কারণে নারীরা স্বামী ছাড়া অন্য কোনো পুরুষকে উপভোগ করতে পারে না।'

রেইচ নিজেও ব্যক্তিগতভাবে বেশ্যাবৃত্তি পছন্দ করেন না। তিনি চানও না বয়স্কদের ভেতরে আইন যৌনআচরণ নিষিদ্ধ করুক। সমকামী আচরণও নিষিদ্ধ করার পক্ষপাতী তিনি নন, এমনকি বয়োঃসন্ধিকালে কিশোর-কিশোরী যে যৌন ভালোবাসা প্রকাশ করে থাকে তিনি তারও অনুমোদন প্রত্যাশা করেন। তিনি লিখেছেন এই বক্তব্য থেকে বোঝা যায় সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সাফল্য অর্জনের জন্য কিশোর-কিশোরীদের সংযম অভ্যাস করা প্রয়োজন। এই বক্তব্যের ভিত্তি হল ফ্রয়েডের তত্ত্ব। সেখানে বলা হয়েছে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সাফল্যের জন্য মানুষ কর্মশক্তি অর্জন করে যৌন উদ্দীপনা থেকে, যা তাদের মূল উদ্দেশ্যকে আরও উচ্চতর লক্ষ্যে পৌঁছানোর প্রেরণা যোগায়। এই তত্ত্ব পরিচিত হয়ে অবচৈত্তিক (যে সম্পর্কে বিষয়ীর সচেতন জ্ঞান থাকে না) যৌনতা হিসেবে। এই তত্ত্ব সম্পর্কে অনেকেই ভিন্নমত পোষণ করেন। তারা বলে থাকেন, যৌনমিলন যুবকদের সাফল্য অর্জনের হার দ্রুত কমিয়ে দেয়। কিন্তু প্রকৃত ঘটনা এবং প্রায় প্রত্যেক আধুনিক যৌনবিদ একমত হয়েছেন যে, প্রত্যেক কিশোর-কিশোরীই হস্তমৈথুন করেন। এই মত গৃহীত হয় না। কিন্তু এ প্রশ্নেরও জবাব কেউ দিতে পারে না যে, যে-সমাজে যৌনমিলন সামাজিক অগ্রগতিকে বাধাগ্রস্ত করে সেখানে কি কেউ হস্তমৈথুনও করে না?

উইলহেলম রেইচ-এর পেশাগত জীবন শুরু হয়েছিল ভিয়েনায় ১৯২০ সালে ফ্রয়েডের ক্লিনিক্যাল অ্যাসিসট্যান্ট হিসেবে এবং যৌন আনন্দের পক্ষে দুঃসাহসী বক্তব্য দেওয়ার কারণে তাকে অনেক দুর্ভোগ পোহাতে হয়, এমনকি শেষপর্যন্ত আমেরিকার কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন এবং সেখানেই তিনি ১৯৫৭ সালে মারা যান। ফ্রয়েডের সাধারণ বিশ্লেষণকে পরিহার করে তিনি অধ্যয়ন করেন মানুষের শরীর ও মন নিয়ে এবং কয়েক বছর পর্যবেক্ষণ ও সামাজিক কর্মকাণ্ডের ভেতর দিয়ে তিনি কিছু বিশৃঙ্খল আচরণের লক্ষণ খুঁজে পান যা মানুষের মাংসপেশি, মনোভঙ্গি, মুখ ও চোয়ালের আকৃতি, হাড়ের অনমনীয়তা এবং সেইসঙ্গে শরীরের অন্যান্য চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ নিরাপত্তামূলক অথবা সংযত প্রকৃতি উভয়ের ভেতরেই তা শনাক্ত করা সম্ভব হয়। রেইচ শরীরের এই অনমনীয়তাকে একটা 'বর্ম' হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, সমস্ত মানুষই বর্মের পেছনে অবস্থিত বিচিত্র ধরনের স্তরের ভেতরে অবস্থান করে অনেকটা মাটির ভেতরে প্রত্নতাত্ত্বিকের স্তরের মতো, প্রতিফলিত করে ঐতিহাসিক ঘটনা ও জীবনের উদ্দামতা। কোনো একজন নির্দিষ্ট ব্যক্তির এই বর্মের উন্নয়ন ঘটে যন্ত্রণা প্রতিরোধ করতে এবং প্রত্যাখ্যান আনন্দ ও সাফল্য অর্জনের ক্ষমতাকে রুদ্ধ করে দিতে

পারে। একই সঙ্গে যে অনুভূতিগুলো গভীরভাবে প্রতারিত হতে পারে তা আবার আত্মধ্বংসী কর্মকাণ্ড দ্বারা প্রকাশিত হয়, যা অন্যদের জন্য ক্ষতির কারণ। রেইচ মনে করতেন যৌনবঞ্চনা ও হতাশার কারণেই পৃথিবীতে এত বিশৃঙ্খলা ও যুদ্ধ-বিগ্রহ লেগে আছে। ১৯৬০-এর দশকে ভিয়েতনামী যুদ্ধবিরোধীদের স্লোগান ছিল 'যুদ্ধ নয় ভালোবাসা।' রেইচ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও স্কুলগুলোর যৌন নৈতিকতাকে নিন্দা করতেন, একই সঙ্গে সরকারের নীতিমালাকে তিনি বলতেন 'প্রতিক্রিয়াশীল আদর্শ।'

রেইচ আরও বিশ্বাস করতেন, যে ব্যক্তি তার জীবনে যৌনতৃপ্তি পায় না সমাজে তার যৌনবিষয়ক ব্যাখ্যাগুলোও অস্পষ্ট ও নিম্নমানের। যে ব্যক্তি শরীরকে অস্বীকার করে, সে অধিক দ্রুত 'যথার্থতা' ও 'শুদ্ধতা'র ধারণা উন্নয়নে সক্ষম হয়। রেইচ সিদ্ধান্তে পৌঁছান যে, মরমী অনুভূতির শক্তিই হচ্ছে যৌন উত্তেজনা, যা তাদের বিষয় ও লক্ষকে পরিবর্তন করে। যৌনতার ভেতরে যে পরমসুখ লাভ করে সে ঈশ্বর-নির্ধারিত বিধিনিষেধ মানতে চায় না।

যৌনমিলনে তৃপ্ত ব্যক্তিদের অধিকার-সংক্রান্ত বোধকে রেইচ বলেছেন, 'যৌনাঙ্গসর্বস্ব চরিত্র।' রেইচ-এর মত অনুসারে নির্দিষ্ট ব্যক্তির যদি এ-ধরনের চরিত্র থাকে, তাহলে তা পুরোপুরি তার সঙ্গে সম্পর্কিত। সে উন্মত্ত যৌনক্ষমতার অধিকারী। কোনোরকম দমন ছাড়াই, যৌনশক্তির প্রবাহকে রাগমোচনের ভেতর দিয়ে সম্পূর্ণ করার সামর্থ্য তার রয়েছে এবং এটা তখনই সম্ভব যখন সে যে-কোনো ধরনের মানসিক চাপ বা দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত এবং তাকে সঙ্গ দিচ্ছে তার ফ্যান্টাসি (কল্পনা)। যৌনাঙ্গের চরিত্র সবসময় তৃপ্তির নিশ্চয়তা নাও দিতে পারে, তবে সে-কারণে ব্যক্তির বাসনা রুদ্ধ হবে না। পরিবর্তিতও হবে না কোনো ধ্বংসের মাধ্যমে, কিন্তু আবেগ চাপা পড়ে যেতে পারে।

যা হোক, তার কথাবার্তা, ধারণা ও লেখালেখি প্রত্যেক দেশেই বিতর্কের জন্ম দেয়, বিশেষ করে তিনি যেখানে বসবাস করতেন এবং যেখানে কাজ করতেন। অনুমতিদায়ক যৌনমিলনের ওপর লেখার কারণে জার্মানির কমিউনিস্ট পার্টি থেকে তাকে বহিষ্কার করা হয় এবং তার চিন্তাকে আখ্যায়িত করা হয় প্রতিবিপ্লবী বলে। এসময় নাজিরা তাকে 'ইহুদি পর্ণোগ্রাফার' বলে নিন্দা করেছে। ডেনমার্কে গোঁড়া মনোবিজ্ঞানীদের আক্রমণের মুখোমুখি হন এবং দ্রুত সুইডেনে চলে যান, কিন্তু যে অলিখিত শত্রুতা তার তৈরি হয়েছে তা তাকে নেতৃত্ব দেয় ১৯৩৪ সালে নরওয়ে চলে যেতে। দুবছর নরওয়ের সংবাদমাধ্যমে বিপুল প্রচারণার পর ১৯৩৯ সালে তিনি আমেরিকায় চলে যান এবং নিউইয়র্কে মনোবিজ্ঞানী হিসাবে মানুষকে পরামর্শ দিতে শুরু করেন। এসময় তিনি অন্যান্য মনোবিজ্ঞানীদের প্রশিক্ষণ দিতে থাকেন এবং মাঝে মাঝে 'নিউ স্কুল অব সোসাল রিসার্চ' নামক প্রতিষ্ঠানে বক্তৃতা দেন। ১৯৪১ সালে পার্ল হারবারে যুদ্ধাভিযান চালানোর দু' সপ্তাহ পর এফবিআই-এর এজেন্টরা তাকে গ্রেফতার করে এলিস দ্বীপে নিয়ে তিন সপ্তাহ আটকে রাখে।

যুদ্ধের পর বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা ও প্রকাশনায় প্রকাশিত হয় যে রেইচ এক ধরনের 'অরগোন বক্স' আবিষ্কার করেছেন–একটা মৌলিক শক্তি, প্রাণীসত্তার ভেতরে যার উপস্থিতি লক্ষ করা যায় এবং একটি বিশেষ পরিবেশে কোনো রোগীর ভেতর থেকে তা

শুষে নেয়া যায় এই বাক্সের সাহায্যে। রেইচ আরও জানান, এই চিকিৎসাপদ্ধতি এখনও পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর্যায়ে রয়েছে এবং সুস্থতার কোন নিশ্চয়তা দেয়া এখনও সম্ভব হচ্ছে না। রেইচ আমেরিকার খাদ্য ও ওষুধ প্রশাসনের তদন্তের আওতায় চলে আসেন, যদিও তিনি দাবি করেছেন এই মৌলিক শক্তি সবকিছুই সারিয়ে তুলতে পারে, এমনকি ক্যান্সারের কারণে যদি কেউ নির্জীব হয়ে পড়ে সেও সুস্থ হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু খাদ্য ও ওষুধ প্রশাসন রেইচ-এর অরগোন বক্স-কে জালিয়াতি বলে উল্লেখ করে এবং তা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। পাশাপাশি রেইচ-এর সমস্ত গ্রন্থও নিষিদ্ধ করা হয়, যেখানে স্বাস্থ্য ও যৌনতা সম্পর্কে সামাজিক ও রাজনৈতিক তত্ত্বগুলো তিনি তুলে ধরেছেন।

১৯৫০ দশকের শুরুর দিকে কিছু মানুষ রেইচ-এর নাগরিক স্বাধীনতা সম্পর্কিত তত্ত্বকে সমর্থন করতে শুরু করে। কিন্ত তারপর আইন এ ব্যাপারে মোটেও নমনীয়তা প্রদর্শন করে না। ১৯৫৬ সালে তার দু'বছরের জেল হয়ে যায়। তাকে পাঠানো হয় পেনসিলভানিয়ার লিউসবার্গ কারাগারে (যেখানে খুব তাড়াতাড়ি অশ্লীলতার দায়ে অভিযুক্ত হয়ে সাজা ভোগ করতে যায় স্যামুয়েল রথ), কিন্তু আট মাস পর তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত হন।

উইলহেলম রেইচ ১৯৫৭ সালের নভেম্বর মাসে মারা যান, কিন্তু খবরের কাগজে তা প্রধান খবর হিসেবে বিবেচিত হয় না। তার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সংক্ষিপ্ত খবর ছাপা হয় ৫ নভেম্বর *নিউ ইয়র্ক টাইমস*-এর ৩১ পাতার একেবারে নিচের দিকে।

মৃত্যুর পর রেইচ-এর নিষিদ্ধ গ্রন্থগুলোর প্রতি বেশকিছু মানুষ আগ্রহী হয়ে ওঠে যদিও খাদ্য ও ওষুধ প্রশাসন অনেক বই পুড়িয়ে ফেলেছে।

১৯৬০ দশকের মাঝামাঝি সময়ে এই সমস্ত কিছুরই পরিবর্তন ঘটে। রেইচ এর জীবনী এবং তার সম্পর্কে প্রবন্ধ প্রকাশিত হতে থাকে। তার পুরোনো সহকর্মী ও বন্ধুরা লিখতে থাকে এসব লেখা। এমনকি তার গ্রন্থগুলোও তখন বৈধ ঘোষণা করা হয়–এর মধ্যে রয়েছে *দ্য মাস সাইকোলজি অব ফ্যাসিজম*, *ক্যারেকটার অ্যানালাইসিস* এবং *দ্য সেক্সুয়াল রেভুলশন।* এসব গ্রন্থের প্রতি তখন আগ্রহ দেখাতে শুরু করে প্রথম কলেজের ছাত্ররা এবং রেইচের মাধ্যমেই অধিক স্বচ্ছভাবে তারা বুঝতে পারে যৌনতা ও রাজনীতির ভেতরের যোগাযোগ।

রেইচ মৃত্যুর বহু আগে ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন, 'সমাজ হাজার বছরের ঘুমন্ত অবস্থা থেকে জেগে উঠতে শুরু করেছে এবং একসময় তারা এই জাগরণ উদযাপন করবে কোনোরকম কুচকাওয়াজ, ইনিফর্ম, ড্রাম অথবা কামানের স্যালুট ছাড়াই, যা জ্ঞান ও উপলব্ধির জগতে একটা বিপ্লব ছাড়া আর কিছুই নয়। সরকার এবং চার্চগুলো ক্রমশ নিয়ন্ত্রণ হারাতে শুরু করে মানুষের শরীর ও মনের ওপর থেকে। রেইচ বলেছেন এই পরিবর্তিত প্রক্রিয়া প্রাথমিক অবস্থায় বিবাদ, হানাহানি ও উদ্ভট বিশৃঙ্খল আচরণের জন্ম দেবে। তবে তিনি বিশ্বাস করতেন, সর্বশেষ ফলাফল হবে স্বাস্থ্যকর, যৌনতার প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি হবে অধিক ইতিবাচক এবং সমাজ হবে খোলামেলা।

১৯৬৫ সালে শুরু হয় মুক্তচিন্তার আন্দোলন। মানুষ নাগরিক অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠতে থাকে এবং এই অধিকার আদায়ের জন্য আমেরিকার দক্ষিণাঞ্চল

ও ওয়াশিংটনে যুদ্ধবিরোধী বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়। সব জায়গায়ই নতুন প্রজন্ম প্রাধান্য বিস্তার করতে থাকে, তবে তার মধ্যে যৌনতা কম প্রাধান্য পায়। তাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হতে থাকে রাজনৈতিক বিষয়, সামাজিক নিয়মকানুন, বৈষম্য এবং যাজকদের তৈরি করা শ্রেণীবিভেদ। রেইচ যাকে 'যৌনাঙ্গসর্বস্ব চরিত্র' বলেছিলেন এটা তার চেয়েও অধিক প্রভাব বিস্তারকারী একটি শক্তি। ফ্রয়েডের অন্য এক অনুসারী গেজা রোহেম একে বলেন 'সংকুচিত নৈতিকতা'।

যখন ঈশ্বরনিন্দা বাড়তে লাগল, বাড়তে লাগল নগ্নবক্ষা নারীদের ক্লাব ও বার, তখন অর্থাৎ ষাটের দশকে প্রচার মাধ্যমে তা গুরুত্ব পেতে থাকে এবং বিপুল সংখ্যক বিবাহিত মধ্যবিত্ত মুক্ত মানসিকতা প্রদর্শনের জন্য তৈরি হয় এবং তাদের নিজের ওপরে রয়েছে অধিক নিয়ন্ত্রণ। ভিয়েতনামের সেসব নারী নিয়মিত চার্চে যাওয়া-আসা করে তারাও ধর্মের নিষেধ অমান্য করে জন্মনিয়ন্ত্রণের পিল ব্যবহার করে অথবা অনাকাঙ্ক্ষিত সন্তানের দায় এড়াতে থাকে গর্ভপাতের মাধ্যমে। ১৯৬৭ সালে প্রকাশিত এক প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে, ছয় মিলিয়ন নারী এবং তার ভেতরে অধিকাংশই ক্যাথলিক, নিয়মিত জন্মনিয়ন্ত্রণের পিল ব্যবহার করে এবং এসময় নগ্নবক্ষা নারীদের বার, মিনি স্কার্ট পরা, ব্যবসায়ী ও আইনজীবীদের দীর্ঘচুল রাখা প্রভৃতি থেকে মনে হয় মানুষের পোশাক-পরিচ্ছদ ও চুলের ওপর সরকারি সংস্থাগুলোর নিয়ন্ত্রণ হ্রাস পেয়েছে। মাইকেলেঞ্জেলো তার 'ব্লো-আপ' ছবিতে যৌনকেশ দেখিয়েছে, প্লাস্টিক দিয়ে তৈরি পুরুষের লিঙ্গের মতো ভাইব্রেটর বহু শহরের ওষুধের দোকানের জানালায় প্রদর্শন করা হচ্ছে নারীদের কাছে বিক্রির জন্য, যদিও নিউ ইয়র্ক টাইমস-এর বিজ্ঞাপনের কলামে ওগুলো সম্পর্কে কোনো তথ্য ছাপা নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

শারীরিকভাবে যৌনতৃপ্তি একটি আনন্দ, প্রজনন নয়– মধ্যবিত্তের ভেতরে এখন প্রায় সবাই স্বীকার করে এটা হল যৌনমিলনের প্রাথমিক উদ্দেশ্য এবং এই আনন্দকে পুরোপুরি উপলব্ধি করার ক্ষেত্রে একটি উদ্যোগ এবং যারা আনন্দ অনুসন্ধান করছে তারা যেন যৌনমিলনের সময় শারীরিক প্রতিক্রিয়া ও ব্যক্তিগত অনুভূতি প্রকাশ করতে লজ্জা না পায়। সেন্ট লুইসের যৌনবিষয়ক গবেষক মাস্টারস অ্যান্ড জনসন সর্বপ্রথম প্লাস্টিকের তৈরি উত্তেজিত লিঙ্গসদৃশ আট ইঞ্চি লম্বা একটা যৌনমিলনের মেশিন উদ্ভাবন করেন। বেশ কয়েকজন পতিতাকে নিয়োগ করা হয় এই মেশিন পরীক্ষা করার জন্য, তারপর তা ব্যবহার করতে দেয়া হয় কয়েকজন ধার্মিক স্ত্রীকে তাদের যৌনসঙ্গী হিসেবে।

এইসব স্ত্রীদের একজনের স্বামী মাস্টারস অ্যান্ড জনসন সেন্টারের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে। এই মেশিনের কার্যকারিতা সম্পর্কে সংবাদপত্রে অবজ্ঞাসূচক ধারণা তুলে ধরা হয়। কেউ কেউ আবার পরামর্শ দেয় এর যাবতীয় উপাত্ত নষ্ট করে দিতে, যদিও এইসব ধার্মিক স্ত্রীরা অন্য ক্লিনিকে গিয়ে ঠিকই সেক্সথেরাপি গ্রহণ করবে, যা পরোক্ষভাবে মাস্টারস অ্যান্ড জনসনের সাফল্য ও খ্যাতির ফলাফল। এসব ক্লিনিকের কোনো কোনোটিতে দম্পতি শারীরিকভাবে নির্যাতিত হয় উত্তেজক ম্যাসেজ দেয়ার শিল্পের ছদ্মবেশে এবং আরো দেখানো হয় লিঙ্গচোষণ যোনিচোষণ এবং পারস্পরিক হস্ত মৈথুন সম্পর্কে নির্দেশনামূলক চলচ্চিত্র, যা পুরোপুরি উত্তেজক।

আমেরিকায় যারা স্বামী বা স্ত্রী বা যৌনসঙ্গী বদলাবদলি করে তাদের অধিকাংশই মধ্যবিত্ত বিবাহিত। বর্তমানে এ-ধরনের দম্পতির সংখ্যা এক মিলিয়নেরও বেশি। আমেরিকান সাইকোলজিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন-এর সভায় ডা. এলবার্ট এলিস (মনোবিজ্ঞানী ও লেখক) তার বক্তব্যে বলেন স্বাস্থ্যবান ব্যাভিচার কখনও কখনও বিয়ের সম্পর্ক আরও আনন্দদায়ক করে তোলে। একদল পুরুষ ও নারী নগ্নঅবস্থায় থেকে ব্যক্তিগত আয়েশ পেতে পারেন। মনোবিজ্ঞানী আব্রাহাম এম মাসলো-এর মত অনুসারে, নগ্নতাবাদীদের জন্য ক্যাম্প অথবা পার্ক হচ্ছে এমন একটা জায়গা যেখানে মানুষ পোশাকের লুকানো গোপনীয়তা থেকে বেরিয়ে আসতে পারে এবং ভেঙে ফেলতে পারে তাদের লজ্জার বর্ম। এখানে তারা হতে পারে আত্মসচেতন, প্রকাশ করতে পারে সেইসব যা সে অন্য জায়গায় পারে না এবং সততা প্রকাশিত হয় তার যাবতীয় আচরণে।

নারী ও পুরুষ একত্রে নগ্ন হয়ে স্নান এবং ম্যাসেজ করাটা জনপ্রিয় হয়ে ওঠে ষাটের দশকে। যেমন উত্তর ক্যালিফোর্নিয়ার ইসালেন ইনস্টিটিউট। প্রায় দুর্গম পাহাড়ি অঞ্চলের ভেতরে গড়ে ওঠা এই প্রতিষ্ঠানে রেইচ-এর ধারণা জীবন্ত হয়ে আছে। অসংখ্য নারী ও পুরুষ এই প্রতিষ্ঠান প্রতিদিন পরিদর্শন করে, অংশগ্রহণ করে সেইসব সেমিনারে যা ইন্দ্রিয়কে সুখ দেয় এবং কয়েক হাজার মধ্যবিত্ত দম্পতি ইসালেনকে কয়েক মিলিয়ন ডলারের একটা লাভজনক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলে। এখানে যেসব থেরাপি দেয়া হত তার আংশিক গ্রহণ করা হয়েছে রেইচ-এর রচনা থেকে। আত্ম উদ্যম জাগিয়ে তোলা, অপ্রত্যাশিতভাবে অন্যের মোকাবেলা করা, ইন্দ্রিয়পরায়ণ হয়ে ওঠার প্রশিক্ষণ, ম্যাসেজ প্রভৃতি থেরাপি ইসালেন-এ সহজলভ্য। এখানে সবচেয়ে জনপ্রিয় ও খ্যাতিমান থেরাপিস্ট হল ডাঃ ফ্রেডরিক এস পার্ল। তিনি একজন জর্মন রিফিউজি। যুদ্ধের আগে ইউরোপে রেইচ-এর কাছে চিকিৎসা নিতে এসেছিলেন।

রেইচ-এর মতো পার্লও ফ্রয়েডের, 'কথা বলার মাধ্যমে চিকিৎসা' পদ্ধতিতে অতৃপ্ত ছিলেন। ফ্রয়েডের তত্ত্ব অনুসারী অনমনীয় চিকিৎসকরা পার্লের দৃষ্টিতে ছিল 'নিষিদ্ধ পশু'। এটা ছিল ভিয়েনার ক্যাথলিকদের ভণ্ডামি যারা হস্তক্ষেপ করেছিল ইহুদিদের বিজ্ঞানের ওপর। পার্লের থেরাপি গুরুত্ব দিত যৌনমিলনের সময় শরীর-সঞ্চালনের নতুন পদ্ধতি, অধিক সচেতনতা, পরিপূর্ণ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করা এবং যৌনমিলনের জীবন্ত-অনুভূতিগুলোর। অধিকাংশ মানুষই তার শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন দুঃশ্চিন্তা বা মানসিক চাপের কারণে। সে কারণে পার্ল আরও জানান আমরা আমাদের মনকে হারিয়ে ফেলেছি এবং তারপর আবার সচেতন হয়েছি নিজের অনুভূতি সম্পর্কে।

ইসালেন-এ অনুশীলনকৃত অনেক কিছু জন উইলিয়ামসনের দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে মিলে যায়। সে যৌন পরীক্ষা-নিরীক্ষার ভেতর দিয়ে রেইচ-এর চেয়ে আরও একধাপ এগিয়ে যেতে চায়। সে চায় এভাবে সে প্রচলিত সামাজিক ও রাজনৈতিক পদ্ধতিগুলো বদলে দিতে। তার আকাঙ্ক্ষা সে দ্রুত একটা আদর্শ সমাজ প্রতিষ্ঠা করবে সেইসব দম্পতির জন্য যারা যৌনমিলনের ক্ষেত্রে অসম নীতির অবসান চায়, স্বাধীনতা এনে দেবে সেইসব নারীকে দাসীর মতো যারা স্বামীর আনুগত্য স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে এবং

তৈরি করবে স্বাধীন যৌনমিলন ও বিশ্বাসের পরিবেশ; যার ভেতরে কেউ কারো ওপর অধিকার খাটাবে না, কেউ কাউকে হিংসা করবে না, সম্পর্কের ভেতরে থাকবে না কোনো অপরাধবোধ এবং কেউ কারো কাছে মিথ্যাকথা বলবে না। জনের মনে হয় এরকম একটা উদ্যোগ গ্রহণের জন্য এটাই হল যথাযথ সময়। সমাজ এখন বিশৃঙ্খল হয়ে আছে, মানুষ এখন নতুন নতুন ধারণা ও চিন্তার প্রতি সাড়া দিতে শুরু করেছে, বিশেষ করে ক্যালিফোর্নিয়াতে, যেখানে এখন বহু ধরনের জাতীয় প্রবণতা ও স্টাইল চালু হয়েছে।

যদি সে সফল হতে পারে তাহলে অর্থনৈতিক দিক থেকেও এটা একটা লাভবান প্রকল্প হবে কিনযে ইনসস্টিটিউট অথবা মাস্টারস অ্যান্ড জনসন ক্লিনিকের মতো, যা এই সুবিধাবাদী সমাজকে অধিক স্বাস্থ্যকর শক্তি প্রদান করবে। কিন্তু তাকে প্রথমেই খুঁজে বের করতে হবে সেই পথিকৃৎ দলকে যাদের দ্বিধাহীন ঘনিষ্ঠতা সাহায্য করবে তাকে এই প্রক্রিয়া চালু করতে এবং অন্যদের কাছে তা বিবেচিত হবে পরিবর্তনের যন্ত্র হিসেবে। সে অবশ্য কয়েকজনকে মনে মনে এই কাজের জন্য নির্বাচন করে রেখেছে। তার মনে পড়ে যায় তিন বছর আগে সে বেশকিছু মানুষের সঙ্গে ক্যালিফোর্নিয়ায় এসেছিল। তাদের অধিকাংশেরই বয়স ছিল তখন ২৭/২৮ অথবা ৩০/৩১। বিভিন্ন সংস্থায় তারা ভালো ভালো চাকরি পেয়েছিল। তাদের কারো কারো বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটেছে, অনেকেই অসুখী বিবাহিত জীবনযাপন করছেন। প্রত্যেকেই অবসাদগ্রস্ত এবং অনুসন্ধান করছে বৈচিত্র্য। এদের কেউ কেউ ইঞ্জিনিয়ার, রক্ষণশীল, কিন্তু তারপরও তারা স্বীকার করে বিরক্তিতে ভরে গেছে তাদের জীবন, কর্মক্ষেত্র এবং বসবাসের গৃহ। তারা এই অবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য প্রস্তুত।

যেসব নারীর কথা জন উইলিয়ামসন ভেবেছে তার মধ্যে একজন হচ্ছে আরলিন গফ। হিউজেস এয়ারক্র্যাফটে তার সঙ্গে দেখা হওয়ার পর থেকে একটা চমৎকার সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। একটা সংক্ষিপ্ত যৌনমিলনও জন উপভোগ করেছে তার সাথে। সে এখনও পর্যন্ত খুবই বন্ধুসুলভ। আরও দুজন নারীর সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে, যার একজন কাজ করে তার ইলেকট্রিক ফার্মে। অন্যজন হচ্ছে বিমানবালা এবং খুবই আকর্ষণীয়া। কিন্তু সে মনে করে এই কর্মসূচির জন্য বারবারা ক্র্যামার হল অপরিহার্য যাকে জন বলেছে 'প্রকল্পের সাফল্য'—বারবারা ক্র্যামার।

সানফ্রান্সিসকো ভ্রমণের পর থেকে বারবারার সঙ্গে বেশ কয়েক মাস একসঙ্গে কাটিয়ে জন অনুভব করেছে যে, তার বহু ধরনের গুণ রয়েছে এবং তা নিঃসন্দেহে এই প্রকল্পের নারীদের লক্ষ্য হতে পারে। সে আত্মবিশ্বাসী, পেশায় সফল, স্বাধীন, যৌনতার ব্যাপারে খোলামেলা, কখনও কখনও আগ্রাসী, বিশেষ করে যখন তা প্রয়োজন হয় এবং সে কখনও তাদের সঙ্গে অন্তরঙ্গ হয় না যাদের কাছ থেকে প্রত্যাখ্যাত হওয়ার সম্ভাবনা আছে বলে সে মনে করে। জনের মনে পড়ে যায় 'এটলাস শ্রাগড' উপন্যাসের নায়িকা ড্যাগনি ট্যাগার্ট-এর কথা।

যা হোক বারবারা ক্র্যামার অভিজাত শ্রেণীর কোনো নারী না-হওয়ায় তাকে ধন্যবাদ। জন ভাবে, সে মধ্যবিত্ত যুবতী নারীদের প্রতিনিধিত্ব করতে পারবে, যা এই

প্রকল্পের সাফল্যকে তুলে ধরবে। সে দেখতে পায় এই প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত মধ্যবিত্ত নারী যারা পরিবর্তিত হয়ে নতুন নারীতে পরিণত হচ্ছে, সেই নতুন নারীদের আদি রূপ বা আদি প্রতিমা হচ্ছে বারবারা। এই প্রকল্পের সাফল্যের শক্তি হিসেবে আদর্শগতভাবে জন তার ওপর সন্তুষ্ট, কারণ বারবারার সম্পদ তার ঘাটতিকে পূরণ করে দেয়। বারবারা মতামত দিতে পছন্দ করে এবং কাজে-কর্মে সক্রিয়, বিশেষ করে যখন সে তত্ত্ব সম্পর্কে কথা বলে এবং নিজের চিন্তা ও অনুভূতি পরীক্ষা করে দেখতে চায়। আচরণের ক্ষেত্রে সে অধিক সরাসরি এবং দক্ষ, যদিও কল্পনাপ্রবণ বিশেষ করে যৌনতার ক্ষেত্রে। তার এই কল্পনাপ্রবণতা তাকে অধিক আনন্দদায়ক অনুভূতি দান করে। সে কখনও ভান করে না, কারণ সে জানে সে কী চায়। সাতাশ বছর বয়সেই সিদ্ধান্ত নিয়েছে সে সন্তান ধারণ করবে না। সে চায় তার ভেতরে অধিক নারীত্বের প্রকাশ ঘটুক, যতটুকু আছে তার চেয়েও যে ধরনের আচরণ সে করে থাকে তার চেয়েও কোমল আচরণ করতে চায় এবং অধিক স্পর্শকাতর হয়ে উঠতে চায় পুরুষের স্পর্শে। সে জনের কাছে স্বীকার করেছে, কখনও কখনও নির্দিষ্ট কিছু নারীর প্রতি সে যৌন আকর্ষণ অনুভব করে। জন তার আকাঙ্ক্ষাকে উৎসাহিত করেছে। বলেছে সে যেন এই আকাঙ্ক্ষাকে দমন না করে। কারণ বৃহত্তর আত্মসচেতনতা অর্জনের জন্য এই আনন্দের অনুভূতিও আবিষ্কার করা দরকার। জন তার বিয়ের অল্প কিছুদিন পর ১৯৬৬ সালের গ্রীষ্মকালে, তখনকার সমাজে প্রচলিত নয় এরকম একটি যৌন কর্মকাণ্ডের পরিকল্পনা করে, কারণ সে তার বিয়ের ভেতর দিয়ে যৌনবৈচিত্র্য সম্পর্কে বারবারার সহ্যক্ষমতা পুরোপুরি পরীক্ষা করে দেখতে চায়।

লেক এ্যারোহেড-এর উদ্দেশ্যে সপ্তাহের ছুটিটা কাটাতে লস এঞ্জেলেস ছেড়ে যাওয়ার কয়েক ঘণ্টা আগে বারবারাকে জানাল তার অফিসের একটা যুবতী মেয়ে গাড়িতে তাদেরকে সঙ্গ দেবে অর্থাৎ সেও তাদের সঙ্গে ছুটি কাটাতে যাচ্ছে। নাম ক্যারোল। ক্যারোল একজন প্রাক্তন বিমানবালা। বারবারার সঙ্গে দেখা হওয়ার আগে জন বহুদিন তার সঙ্গে একান্তে সময় কাটিয়েছে। যখন ক্যারোলের প্রতি বারবারা তেমন উৎসাহ দেখায় না, তখন জন বলে যে সে মেয়েলিপনায় ভরপুর একজন চমৎকার নারী। বারবারা যদি তাকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করে তাহলে আমরা তিন জনই এই সম্পর্কের মাধ্যমে উপকৃত হব এবং সম্পর্কটি আমাদের তিন জনের জন্যই উপভোগ্য হয়ে উঠবে।

ক্যারোল সম্পর্কে আগেও জনকে আলোচনা করতে শুনেছে বারবারা। সব সময়ই সে প্রেমময় কণ্ঠে তার সম্পর্কে বলেছে কিন্তু কখনও এরকম কোনো ইঙ্গিত দেয়নি যার সাহায্যে বোঝা যাবে যে তার সঙ্গে এখনও সে গভীরভাবে সম্পর্কিত। কিন্তু বারবারার ধারণা জনের সঙ্গে এখনও ক্যারোলের সম্পর্ক রয়েছে। সে জানে সে জনের ভেতরে একজন পিতার সন্ধান পেয়েছে এবং অন্যান্য নারীদের মতো সেও তার সামনে নিজেকে মেলে ধরেছে, কারণ সে হচ্ছে সেই ধরনের পুরুষ যারা নারীদের কথা মনোযোগ দিয়ে শোনে এবং প্রকৃতঅর্থেই মনোযোগ দিয়ে শোনে নারীটি কী বলতে চেষ্টা করছে।

সেদিন বিকেলের শেষদিকে ক্যারোলের সঙ্গে বারবারার দেখা হয় এবং ঠিক

তখনই ক্যারোল সম্পর্কে তার কিছু ধারণা সে সংশোধন করে নেয়। খুঁতখুঁতে স্বভাবের দীর্ঘাঙ্গী এক স্বর্ণকেশী হচ্ছে ক্যারোল যার চোখদুটো কালো ও শরীর মাধুর্যময়। ক্যারোল এমনভাবে আবির্ভূত হয় যেন বারবারার সঙ্গে দেখা হওয়ায় সে যথার্থই খুশি হয়েছে এবং বারবারার পেশাগত জীবন সম্পর্কে জনের দেয়া বর্ণনা তার মনে উল্লেখযোগ্য প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হয়েছে। গাড়িতে লেক এ্যারোহেড-এর দিকে যেতে যেতে ক্যারোল তার প্রত্যেক আলোচনায় বারবারাকে অন্তর্ভুক্ত করে খুবই সতর্কতার সঙ্গে। আলোচনার বিষয়বস্তু হল জন, তাদের অফিস এবং তাদের অন্তরঙ্গ বন্ধুরা।

এতকিছুর পরও বারবারা অস্বস্তি অনুভব করতে থাকে ক্যারোলের উপস্থিতিতে। অবশ্য সব নারী সম্পর্কে সে এরকমই ভাবে, যদিও নিজের ব্যক্তিগত সময়গুলোতে সে তাদের অনেকের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করে। সে নারীদের সঙ্গে সহজে যোগাযোগ তৈরি করতে পারে না। বয়োসন্ধিকাল থেকেই নারীদের সম্পর্কে তার অভিজ্ঞতা খুবই সীমাবদ্ধ, এমনকি পরবর্তীকালেও। এক নারীর সঙ্গেই সে তার যৌনাকাঙ্ক্ষা মিটিয়েছিল এবং সে হচ্ছে তার স্কুলের সহপাঠী ফ্রান্সিস। খুবই বেদনা ও তিক্ততার ভেতর দিয়ে এই সম্পর্কের অবসান ঘটে এবং বারবারা এখনও তার নিজের বিহ্বলতা ব্যাখ্যা করতে পারে না যখন ফ্রান্সিস একটা পুরুষকে বিয়ে করে অ্যাপার্টমেন্ট ছেড়ে চলে যায়।

বারবারা গাড়িতে অস্বস্তিবোধ করতে থাকে। তার মনে হয় তিনজনে মিলে যৌনখেলার ক্ষেত্রে সে খুবই উদ্ভট এক নারী, অথচ জন ও ক্যারোল মিলে সেরকম ব্যবস্থাই করেছে। বারবারা তার স্বামীর উদ্দেশ্য বুঝতে পারে, কারণ কিছুক্ষণ পরই জন বলে ক্যারোলে তাদের সঙ্গে খেলায় অংশ নেবে। বারবারা ইচ্ছে করলে তাদের সঙ্গে ক্যারোলের শয্যাশায়ী হওয়ার প্রস্তাব মেনে নিতে পারে আবার প্রত্যাখ্যানও করতে পারে অথবা সে পাশে থেকে দেখতে পারে তার স্বামী ক্যারোলকে আলিঙ্গন করছে, নিজ হাতে পোশাক খুলেছে ক্যারোলের নিজের স্ত্রীর সামনে। অবশ্য বারবারা বুঝতে পারে এ থেকে একটা বিষয় প্রমাণিত হবে যা সে প্রায়ই বলে থাকে বন্ধুদের সঙ্গে খোলামেলা যৌনমিলন বিয়ের গভীরতর অর্থ উপলব্ধির ক্ষেত্রে কোনো বাধা সৃষ্টি করে না।

যখন তারা লেক এ্যারোহেড-এ উপস্থিত হয় তখন সবেমাত্র সন্ধ্যা নেমেছে। বারবারা আবিষ্কার করে যে তাদের তিনজনের জন্য দুটো কেবিনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। যা হোক, মালপত্র খোলাখুলির আগেই জন পরামর্শ দেয় দ্রুত ডিনার না করলে রেস্তোরাঁ বন্ধ হয়ে যাবে। কয়েক পেগ মদ্যপানের পর একটা চমৎকার খাবার দিয়ে ডিনার সারল তারা। প্রচুর কথা বলল এবং হাসল। ডিনার শেষে বারবারা একটু দেরি করে কেবিনে আসে এবং দেখে ক্যারোল এবং জন তাদের মালপত্র এক কেবিনে রেখেছে এবং পোশাক খুলতে শুরু করেছে।

বিস্ময়ে স্তব্ধ ও নিথর হয়ে বারবারা লিভিংরুমে বসে থাকে। এসবের জন্য তার একটা ব্যাখ্যা প্রয়োজন যা এখনও সে খুঁজে পাচ্ছে না। তার অস্বস্তি প্রকাশ করে সে গর্বিত হয়, কিন্তু গভীরভাবে চিন্তা করলেই সে একটা ধাক্কা খায়। যে সোফায় বসে বেডরুমের খোলা দরজার দিকে চেয়ে থাকে। সে শুনতে পায় তারা আলমারিতে পোশাক গুছিয়ে রাখছে, কথা বলছে খুবই কোমল এবং প্রেমময় কণ্ঠে। দরজা খোলা

রাখার অর্থ হচ্ছে জন চায় সে তাদের সঙ্গে যোগ দিক, কিন্তু সে তাকে প্ররোচিত করবে না। এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত হল পুরোপুরি বারবারার।

এটা ছিল বারবারার জন্য দ্বিধান্বিত, রূঢ় ও আতঙ্কিত একটি অবস্থা। বিয়ের পর থেকে জন তার সঙ্গে খোলামেলা যৌনতার প্রশংসনীয় গুণ সম্পর্কে প্রচুর আলাপ করছে এবং বারবারা তা স্বীকারও করেছে, কিন্তু সেই আলোচনা এই মুহূর্তে তার অনিশ্চয়তাকে লাঘব করছে না। এরকম একটা মুহূর্তের ভেতর তারা দুজন পতিত হয়েছে যেখানে নারীটি সম্পর্কে বারবারা খুবই কম জানে; কিন্তু বুঝতে পারে, সে ওদের কাছে এ মুহূর্তে যেতে অক্ষম অথবা সে যেতে চায় না।

বারবারা অনুভূতিহীন ও হতবুদ্ধি হয়ে পড়ে এবং সমস্ত শক্তি সঞ্চয় করে উঠে দাঁড়ায় এবং অন্য কেবিনে গিয়ে ঢোকে। দরজা বন্ধ করে। মধ্যরাত পার হয়ে গেছে এবং সে ভয়ানক ক্লান্তি ও ঠাণ্ডা অনুভব করে। তার মনে পড়ে, পাশের কেবিনে তার সুটকেস ফেলে এসেছে, কিন্তু সে তা নিয়ে আসার কোনো আগ্রহ অনুভব করে না। সে ধীরে ধীরে পোশাক খুলে তার চেয়ারের ওপর ভাঁজ করে রাখে। তারপর বিছানায় যায় এবং ঘুমাতে চেষ্টা করে, কিন্তু তার ঘুম আসে না। সে ভোর না-হওয়া পর্যন্ত কাঁদতে কাঁদতে শুনতে থাকে তাদের যৌনমিলনের শব্দ, শীৎকার এবং ফোঁপানি।

পরদিন দুপুরের কিছু আগে স্বামীর কোমল স্পর্শ ও চুম্বনে বারবারা জেগে ওঠে। জনের পেছনে দাঁড়িয়ে ক্যারোল হাসছিল। তার হাতে ধরা নাস্তার ট্রে। তারা দুজনেই তার বিছানায় বসল এবং দুজনেই বারবারাকে এমনভাবে আদর করতে লাগল যেন কোনো তরুণী সম্প্রতি অসুস্থতা থেকে সেরে উঠেছে। বারবারা বিস্মিত ও অপ্রতিভ হয়ে পড়ে। জন বলে সে তাকে ভালোবাসে এবং তাকে তার দরকার। বারবারা জোর করে একটু হাসে, কিন্তু কোনো কথা বলে না। জন পরামর্শ দেয় নাস্তা খাওয়ার পর তারা সাঁতার কাটতে এবং লেকে ওয়াটার স্কি করতে যাবে। বারবারা বলে তার বিছানায় শুয়ে থাকতেই ভালো লাগছে। তারা ইচ্ছা করলে যেতে পারে। সে কিছুক্ষণ পর তাদের সঙ্গে যোগ দেবে।

বিকেলের অর্ধেকটা সময় বারবারা কেবিনেই কাটায়। তারপর সে অনেক সময় নিয়ে সূর্যালোকের ভেতরে চমৎকার বাতাসে হেঁটে বেড়ায়। জন ও ক্যারোলের ওপর তার কোনো রাগ নেই। তার মনে পড়ে জন বলেছিল এই সপ্তাহের ছুটির দিন থেকে তাদের বিয়ের এক নতুন পর্যায় শুরু হবে, কিন্তু আতঙ্কিত বা হুমকির মুখোমুখি হওয়ার পরিবর্তে নিজেকে তার অদ্ভুতভাবে এখন তৃপ্ত ও স্বাধীন মনে হচ্ছে। তার স্বামী তাকে মুক্ত করে দিয়েছে ভয় থেকে এবং যৌনতা ও শারীরিক আনন্দকে পৃথক করেছে বৈবাহিক ভালোবাসার সাধারণ অর্থ থেকে। তার সচেতনতা যা তার স্বামী গতরাতে এক নারীর সঙ্গে যৌনমিলনকালে পরীক্ষা করে দেখেছে এবং প্রথমে সে কিছুটা ধাক্কা খেলেও পরে সামলে উঠেছে, যখন তার স্বামী ক্যারোলের সামনেই বলে যে সে তাকে ভালোবাসে এবং তাকে প্রয়োজন। বারবারা তার কথা বিশ্বাস করেছে, কারণ এ ব্যাপারে মিথ্যা বলার কোনো প্রয়োজন নাই। এরপর তাদের অধিক খোলামেলা ও সততার সম্পর্ক তৈরি হয় এবং তা আরও বিস্তৃত হয়, তবে তা শুধুই জনের জন্য নয়, বারবারার জন্যও। সে জানে এখন সে যা-ইচ্ছা তা-ই করতে পারবে। যাকে তার ইচ্ছা হয় তাকেই সে খুশি করতে পারবে। কোনো ঝুঁকি নিতে হবে না,

নিশ্চিন্তে সে উপভোগ করতে পারবে শরীরের সুখ। লুকিয়ে লুকিয়ে ব্যভিচার করার ব্যাপারে তার প্রতিবাদ এবং যৌনতার ব্যাপারে অন্যের ওপর অধিকার খাটানো এবং ঈর্ষা করার যে-প্রথা শতাব্দীর-পর-শতাব্দী চলে আসছে, গতরাতের কর্মকাণ্ড ছিল সেই প্রথার বিরুদ্ধে একটা তীব্র প্রতিবাদ, যা তাদের দুজনেই জেনে ফেলেছে এবং তা পরস্পরকে উত্তেজিত করে তুলেছে। বারবারা উপলব্ধি করে সে এমন একজন মানুষকে বিয়ে করেছে, যে সাধারণ নয়, বরং রহস্যময়, মোটেই বিরক্তিকর নয় এবং তার সম্পর্কে ভবিষ্যৎবাণী করাও কঠিন, তবে একজন সম্পূর্ণ মানুষ, যে গতরাতে ক্যারোলের শরীর উপভোগ করার পরও বলেছে বারবারাকে সে ভালোবাসে এবং তাকে তার প্রয়োজন।

অনেকক্ষণ হাঁটার পর বারবারা প্রশান্ত মনে কেবিনে ফিরে আসে, গোসল করে এবং পোশাক বদলায়। তারপর জন ও ক্যারোলের খোঁজে সে বারের দিকে যায়। জন তাকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে হেসে এগিয়ে আসে। দুজনে দুজনকে জড়িয়ে ধরে, চুমু খায়। বারবারা এখন ক্যারোলের উপস্থিতিতে আগের চেয়ে স্বস্তিবোধ করে। বার তখন খুবই কোলাহলমুখর। তাদের তিনজনের ভেতরে একটা বিশেষ উষ্ণতা বিরাজ করছিল। তারা মদ্যপান করছিল, কথা বলছিল এবং হাসছিল। কারো মধ্যে কোনো জড়তা ছিল না। বারবারাকে দেখে মনে হচ্ছিল সে তার গতরাতের যাবতীয় দুশ্চিন্তা ঝেড়েমুছে ফেলতে পারার কারণে একেবারে ভারমুক্ত।

রাত এগারোটার আগেই তারা ডিনার সেরে ফেলে এবং তখনই তাদের টেবিলে আবির্ভূত হয় যার প্রতি বারবারা একসময় আকর্ষণ অনুভব করেছিল। লোকটা ছিল তার স্বামীর বন্ধু, নাম ডেভিড স্কুইন্ড। একজন প্রকৌশলী, বয়স প্রায় তিরিশ বছর। লস এঞ্জেলসে সে যাদেরকে চেনে সে তাদের ভেতরে একজন। ডেভিড এখনও বিয়ে করেনি। এই বছরের শুরুর দিকে ফ্রেসনোর কাছাকাছি পাইন ফ্ল্যাট লেকে স্কী করার সময় তার সঙ্গে বারবারার পরিচয় হয়েছিল। তখনই বারবারা তার ব্যায়ামপুষ্ট চমৎকার তাগড়া শরীরের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করে। ভাল লেগেছিল তার লাজুক এবং নির্জন প্রকৃতি। ডেভিড স্কুইন্ড চাকরি করত ডগলাস এয়ারক্র্যাফটে এবং প্রকৌশলী হিসেবে তার দক্ষতার পরিচয় পায় জন উইলিয়ামসন যখন তার সাহায্যে দ্রুত একটা স্কি-বোটের ইঞ্জিন মেরামত করে ফেলে। তারপর থেকে বিভিন্নভাবে ডেভিডের বন্ধুত্ব অর্জন করেছে বারবারা। তাকে নিয়ে বহুদিন সে লাঞ্চ খেয়েছে, নিজের কাজ শেষে বহুদিন সে ডেভিডকে দেখতে গেছে। ডেভিড এখন বারবারার পাশের চেয়ারে বসে। বারবারার বুঝতে অসুবিধা হয় না যে জন সকালেই ডেভিডকে ফোন করেছিল। সে জানে ডেভিডের এখানে আসার একটা উদ্দেশ্য আছে, কিন্তু উদ্দেশ্যটা তার কাছে পুরোপুরি পরিষ্কার নয়, কিন্তু সে তার স্বামীকে চেনে, তারও নিশ্চয়ই কোনো উদ্দেশ্য আছে এবং সে আরও জানে সময়মতোই তা বেরিয়ে পড়বে।

ইতিমধ্যে বারবারা প্রত্যেকের জন্য আরও এক পেগ করে মদের অর্ডার দেয় এবং খোশমেজাজে ডেভিডের সঙ্গে গল্প করতে থাকে যদিও এক ধরনের অস্বস্তি সে তার মধ্যে লক্ষ করে। ডেভিড মদে চুমুক দেয়, কথা বলে কম এবং অমনোযোগের সঙ্গে শুনতে থাকে জন ও ক্যারোলের কথোপকথন। সে নিজের ভেতরে একটা বিতর্ক উপস্থাপন করে তার

অস্তিত্বের স্বাধীনতা সম্পর্কে যেখানে সে পৌঁছেছিল। প্রায় আধাঘণ্টা পর জন বিল মেটায় এবং যাবার জন্য উঠে দাঁড়ায়। ডেভিড বলে তার বাড়ি ফিরে যাওয়া উচিত, কিন্তু জন বলে, 'তোমার উচিত আমাদের সঙ্গে কেবিনে যাওয়া, কারণ বাড়িতে তোমার জন্য কেউ অপেক্ষা করছে না।' ডেভিডের দিকে তাকিয়ে বারবারা হাসে এবং মাথা নাড়ে এমন এক ভঙ্গিতে যা মূলত একটা আমন্ত্রণ।

যখন তারা কেবিনে ফিরে এল তখন মধ্যরাত পার হয়ে গেছে। লিভিংরুমে বসার পর বারবারা হঠাৎ করেই কফি বানানোর জন্য উঠে গেল এবং ডেভিডকে বলল, স্টোভটা জ্বালাতে। পানি ফুটতে শুরু করল। ডেভিড এবং বারবারা কথা বলতে বলতে লক্ষ করল জন এবং ক্যারোল নিঃশব্দে চলে গেছে। ডেভিড খালি জায়গা দেখে বিস্মিত হয় এবং বারবারাকে জিজ্ঞাসা করে, 'জন কোথায়?'

বারবারা দেখে অন্য বেডরুমের দরজা বন্ধ এবং সে উদাসীনভাবে জবাব দেয়, 'সে এখন ক্যারোলের সঙ্গে আছে।'

ডেভিড পরিহাসের দৃষ্টিতে তার দিকে তাকায়। বারবারা দ্রুত বলে, 'এতে কোনো সমস্যা নেই এবং এটা নিয়ে চিন্তা করারও কিছু নেই।'

'আমার কি যাওয়া উচিত নয়'? ডেভিড বলে।

দ্রুত বারবারা বলে, 'না ডেভিড, তুমি যাবে না। আমি চাই তুমি আমার সঙ্গে থাকো।' সে দ্রুত ডেভিডের কাছে যায়। দুহাতে তাকে জড়িয়ে ধরে এবং তাকে বলে, তার স্বামী চায় ডেভিড তার সাথে সারারাত থাকুক। সে নিজেও চায়। বারবারা লিভিংরুমের আলো নিভিয়ে ডেভিডের হাত ধরে নিজের বেডরুমে নিয়ে যায়। তারপর দরজা বন্ধ করে এবং শুরু করে কাপড় খুলতে।

ডেভিডের সঙ্গে রাতে ও পরদিন সকালে দুবার যৌনমিলন সম্পন্ন করে বারবারা এক বিশাল চাপ থেকে মুক্তি পায় এবং একই সঙ্গে সে নির্লজ্জ শারীরিক আনন্দ উপভোগ করে। স্বামীর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সে এক ধরনের রোমাঞ্চকর আনন্দ অনুভব করে ডেভিডের সঙ্গে যৌনমিলনের সময়, কারণ জন জানে ডেভিড সারারাত ধরে বারবারাকে কী করছে। সে আরও বিশ্বাস করে যে জনের সঙ্গে আবেগজনিত ঘনিষ্ঠতার এক নতুন পর্যায়ে পৌঁছেছে তার সম্পর্ক, যেখানে তারা আলাদা বেডরুমে আলাদা যৌনসঙ্গীর সঙ্গে রাত কাটাচ্ছে এবং তারা উভয়েই তা জানে। এটা হচ্ছে ভালোবাসার বিশ্বাসের উপহার।

অন্য লোকের সঙ্গে যৌনকর্ম করে জনকে তার কম ভালোবাসার কথা, কিন্তু বারবারা নিশ্চিত ছিল যে, সে তাকে অধিক ভালোবাসে। যখন সে সকালে ঘুম থেকে ওঠে, ডেভিড তখনও ঘুমাচ্ছে। সে নাস্তা খাবার জন্য রেস্তোরাঁয় প্রবেশ করতেই জন এগিয়ে এসে তাকে অভ্যর্থনা জানায়, হাসে অনুমোদনের হাসি এবং চুম্বন করে।

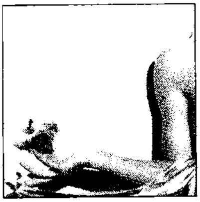

জন বুল্লারোর সাথে বারবারার বিবাহ-বহির্ভূত যৌনসম্পর্ক অদ্ভুতভাবে অনুমোদন করেছে তার স্বামী জন উইলিয়ামসন। সে তাকে লাঞ্চ খেতে নিয়ে গিয়েছিল, প্ররোচিত করেছিল এই যৌনমিলনের সম্পর্ক চালিয়ে যেতে। জন উইলিয়ামসনের এই অদ্ভুত অনুরোধ শুনে বুল্লারো বিস্মিত হয় এবং অত্যন্ত অধ্যবসায়ের সঙ্গে ১৯৬৭ সালের শীতকাল থেকে ১৯৬৮ সালের বসন্ত পর্যন্ত সে এই দায়িত্ব পালন করে যায়।

উডল্যান্ড হিলে অবস্থিত উইলিয়ামসনের নতুন বাড়িটাও সে পরিদর্শন করতে রাজি হয়েছে এবং আগ্রহ প্রকাশ করেছে জনের সেইসব স্বাধীন বন্ধুদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার, যারা রুচিবান এবং আকর্ষণীয়।

এক সন্ধ্যায় বুল্লারো উপস্থিত হয় উইলিয়ামসনের উডল্যান্ড হিলের বাড়িতে। প্রবেশ পথেই অভ্যর্থনা জানায় স্বচ্ছ নেগলিজি (স্বচ্ছ ঢিলেঢালা পোশাক) পরা কালো চোখের এক স্বর্ণকেশী, যার মুখের হাসি প্রশান্তি ছড়াচ্ছে চারদিকে। যুবতীর নাম ওরালিয়া লীল। প্রবেশ পথের আলোতে স্বচ্ছ পোশাকের ভেতর দিয়ে তার ঊর্ধ্বমুখী স্তন ও স্তনের কালো বোঁটা বুল্লারো পরিষ্কার দেখতে পায় এবং প্রশস্ত কক্ষের ভেতর দিয়ে তাকে অনুসরণ করার সময় দুচোখ দিয়ে উপভোগ করে তার বড়সড় সুশোভন নিতম্বের মার্জিত ঢেউ এবং প্রকৃত ঘটনা হল, তার স্বচ্ছ ঢিলেঢালা পোশাকের নিচে সে ছিল একেবারে নগ্ন।

ওরালিয়া তার জন্য ওয়াইন আনতে চলে যায়। তখনই বারবারা ও আরলিন এগিয়ে এসে তাকে চুমু খায় এবং তাকে ধরে নিয়ে যায় একটা বিশাল কক্ষের ভেতরে। ঘরের ভেতরে অনুজ্জ্বল আলো এবং প্রায় আধাডজন পোশাক পরিহিত মানুষ ছড়িয়ে ছিটিয়ে চেয়ারে ও কার্পেটে বসে আছে। মনোযোগ দিয়ে শুনছে জন উইলিয়ামসনের কথা। জন কোমলকণ্ঠে আলোচনা করছে ভারতীয় আধ্যাত্মিক সাধক কৃষ্ণমূর্তির কর্মময় জীবন সম্পর্কে।

বুল্লারোকে দেখে উইলিয়ামসন উঠে দাঁড়াল এবং এখানে আসার জন্য ধন্যবাদ জানাল, পরিচয় করিয়ে দিল অন্যান্যদের সঙ্গে। জন ঘরোয়া পোশাক পরেছিল কিন্তু অন্যান্যরা সুট ও টাই পরেছে, নারীরাও মার্জিতভাবে পোশাক ও অলংকার পরেছে। বুল্লারো কারো কারো পায়ে হাইহিল জুতোও দেখতে পায়। শুধুমাত্র ওরালিয়ার পোশাক দেখে মনে হয় বেডরুমে উলঙ্গ হয়ে ফুর্তি করার চমৎকার একটা প্রস্তুতি নিয়েছে সে অথবা সে এমন একটা দৃশ্যে অভিনয় করার ইঙ্গিত দিচ্ছে, যা হবে খুবই উত্তেজক এবং অন্যেরা তা চেয়ে চেয়ে দেখবে এবং উপভোগ করবে কল্পনায় তার নগ্ন শরীর।

বুল্লারোর জন্য ওয়াইন নিয়ে ওরালিয়া ফিরে এল। তখন তাকে দেখে খুবই লাজুক মনে হচ্ছে এবং সে দ্রুত উইলিয়ামসনের পায়ের কাছে বসে পড়ে। যেন সে তার কাছে নিরাপত্তা চায়। ওরালিয়া সে রাত্রে খুব কম কথা বলেছিল।

বারবারা ও আরলিন ঘরের মাঝখানে বসে কৃষ্ণমূর্তি সম্পর্কে বুল্লারোর আলোচনা শুনছিল। লোকটার নাম সে কখনও শোনেনি। আরও শোনেনি জন ও তার বন্ধুদের ভেতরে যেসব নাম এখন উচ্চারিত হচ্ছে। সে অনুভব করল সে অনেক কম জানে। মনে পড়ে লেখাপড়ার প্রতি একসময় সে বিরক্ত হয়ে গিয়েছিল। এখন তার মনে হয় তার অবশ্যই পড়া উচিত এবং প্রচুর পড়া উচিত। সে বেশ কৃতিত্বের সঙ্গেই তার মাস্টার্স ডিগ্রি সম্পন্ন করেছিল, অথচ আজ সে বাধ্য হচ্ছে এমন একজন বৃদ্ধ লোকের আলোচনা শুনতে যার শিক্ষাগত যোগ্যতা স্কুলের সীমা ছাড়িয়ে ওপরে উঠতে পারেনি। বুল্লারো লক্ষ করে ওরালিয়া জনের পায়ের কাছে বসে আছে বিড়ালের মতো। জন বেপরোয়াভাবে কর্তৃত্বের ভঙ্গিতে মন্তব্য করে যেতে থাকে বিভিন্ন ঘটনা ও মানুষ সম্পর্কে এবং বুল্লারোর মনে হয় ইচ্ছা করলে সে জনের কাছ থেকে এসব ব্যাপারে অনেককিছু শিখতে পারে।

এই সন্ধ্যার প্রকৃত উদ্দেশ্য কী এবং কী ধরনের সম্পর্ক জন ও তার লোকজনের ভেতরে বিদ্যমান তা বুল্লারো বুঝতে পারল না। এক ঘণ্টারও বেশি সময় বসে থেকে সে আরও এক গ্লাস ওয়াইন খাওয়ার পর উইলিয়ামসন মেডিক্যাল ইনসুরেন্স সম্পর্কে আলোচনার সূত্রপাত করে এবং বহুক্ষণ পর বিভিন্ন আলোচনার ভেতর দিয়ে তা হৃদযন্ত্র সংস্থাপনের সাফল্যে গিয়ে শেষ হয়, যে সাফল্য অর্জন করেছে স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শল্যচিকিৎসাবিদ।

বুল্লারো হঠাৎ করেই জানায় তাকে এখন যেতে হবে। একমাত্র ওরালিয়া ছাড়া ঘরের বাকি দৃশ্য শহরতলির অন্যান্য বাড়ির মতোই। বুল্লারো বুঝতে পারে আজকের রাত তার অনুকূলে নেই। তার স্ত্রী বাড়িতে তার জন্য অপেক্ষা করছে। দেরি হওয়ার কারণ হিসেবে সে ব্যবসায়িক মিটিংঙের কথা উল্লেখ করবে। জন এবং বারবারা তাকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিল এবং বলল এরপর নিশ্চয়ই বুল্লারো এখানে আরও বেশি সময় কাটাবে। তারা আশা করছে, সে দ্রুত আবার এখানে আসবে। প্রতিরাতেই নতুন নতুন অতিথি আসে এবং সব সময়ই তার আগমনকে শুভেচ্ছা জানানো হবে। বুল্লারো মাথা ঝাঁকিয়ে ধন্যবাদ জানায়। সে জানে, সে দ্রুত আবার ফিরে আসবে ওরালিয়া লীল-এর মতো সুন্দরী যুবতীর লোভনীয় শরীর দেখতে এবং ঔৎসুক্য মেটাতে সেইসব লোক সম্পর্কে, যাদেরকে উইলিয়ামসন বলছে স্বাধীন।

পরের সপ্তাহের এক সন্ধ্যায় বুল্লারো আবার উইলিয়ামসনের বাড়িতে যায়। তাকে অভ্যর্থনা জানায় বারবারা। আগে টেলিফোন না করতে পারার জন্য ক্ষমা চায় এবং জানায়, বাড়ি ফেরার সময় জনের পার্কিং প্লেসে অনেক গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সে ভাবল একটু ঘুরে যাওয়া যাক। বারবারা খুশি হয় এবং তার হাত ধরে লিভিংরুমের দিকে যেতে থাকে। হঠাৎ বুল্লারো থমকে দাঁড়ায়; তার নিশ্বাস প্রায় বন্ধ হয়ে আসে। সে দেখতে পায় লিভিংরুমে কয়েকজন নারী ও পুরুষ নগ্ন অবস্থায়

চেয়ারে, সোফায় এবং কার্পেটে বসে আছে। ওয়াইনের গ্লাসে চুমুক দিচ্ছে এবং কথা বলছে নিজেদের মধ্যে। বুল্লারো তাদের নগ্ন চামড়া দেখে বিস্মিত হয়।

জন উইলিয়ামসনের সঙ্গে সেই স্মরণীয় লাঞ্চের সময়ই এই নগ্নতার সম্ভাব্যতা সম্পর্কে বুল্লারো জেনেছিল। বারবারার সঙ্গে লিভিংরুমে প্রবেশ করার পর সে অনুভব করল তার নাড়ির স্পন্দন দ্রুত হচ্ছে, হাতের তালু ঘামছে এবং লিঙ্গ খাড়া হয়ে ওঠার জন্য অস্থির হতে শুরু করেছে। সে বারবারার দিকে ফিরল একটা ব্যাখ্যার জন্য–কিছু সামান্য কথা অথবা কোনো ভঙ্গি কিংবা অভিব্যক্তি যা তার মানসিক চাপ কমাতে পারে এবং থামাতে পারে তার লিঙ্গের উত্থান। কিন্তু বারবারা তাকে একটা সোফার দিকে টেনে নিয়ে যায়, সেখানে লাল চুলওয়ালা এক নধরকান্তি যুবতী বসে ছিল নগ্ন হয়ে। তার অসংখ্য কালো কালো তিলসমৃদ্ধ স্তনদুটি ঢেকে রেখেছে কেবল একগুচ্ছ মুক্তা।

'এই হল জন বুল্লারো। সেদিন তোমার সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। মনে নেই?' বারবারা যুবতীকে জিজ্ঞাসা করে। যুবতী মাথা নাড়ে, হাসে এবং বুল্লারোর দিকে দুই হাত প্রসারিত করে যখন সে এগিয়ে যায় তখন বিশাল স্তনও উর্ধ্বমুখী হয়। বুল্লারো তাকে আলিঙ্গন করে। তার খুব ইচ্ছে হয় যুবতীর বড় বড় স্তন চুষতে। বারবারা তাকে রুমের অন্যান্য লোকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়। সে প্রত্যেককেই চোরাচোখে দেখতে থাকে। চারদিকে দুলতে থাকা স্তন, পুরুষের লোমে ঢাকা বুক, নারী ও পুরুষের নগ্ন নিতম্ব, সাদা উরু, বিভিন্ন রঙের যৌনকেশ, বিভিন্ন আকারের লিঙ্গ–ছোট, বড় ও মাঝারি, কোনো কোনোটা খৎনা করানো, কোনোটা খৎনা করা হয়নি এবং উল্লেখযোগ্যভাবে প্রতিটি লিঙ্গই উত্থানহীন।

রুমের কোনার দিকে বুল্লারো আরলিন গফের পরিচিত শরীর শনাক্ত করে। সে পোশাক-পরা এক দম্পতির সঙ্গে কথা বলছিল। বুল্লারো তাদের কাছে গিয়ে বসে পড়ে। সেখানে আরও ছিল ডেভিড স্কুইন্ড। এই প্রকৌশলীর সঙ্গে তার প্রথমদিনই পরিচয় হয়েছিল। রুমের মাঝখানে একদল নারী-পুরুষের সঙ্গে গভীর আলোচনায় ব্যস্ত ছিল সে। প্রত্যেকেই তার কথা মনোযোগ দিয়ে শুনছিল। জন উইলিয়ামসনকেও বুল্লারো দেখতে পায় সেই দলের সঙ্গে– যার লিঙ্গ খুবই ছোট, চওড়া বুক এবং যার পায়ের কাছে বসে ওরালিয়া তার পা ম্যাসেজ করে চলেছে, যার চামড়ার রঙ বাদামি, একজন নেংটা নেফারতিতি (মিশরীয় পুরাণের ঈশ্বরী), যার যথাযথ খাঁজ, ভাঁজ ও উঁচুনিচু সম্বলিত শরীর এই ঘরের যে কোনো নারীর ঈর্ষার বস্তু।

উইলিয়ামসন তার সঙ্গে যোগ দেবার জন্য বুল্লারোকে আহ্বান জানায়। সে বারবারা ও ডেভিডকে একত্রে রেখে দ্রুত তাকে অনুসরণ করে এবং ওরালিয়ার পাশে গিয়ে বসে কার্পেটের ওপর। ওরালিয়া তার দিকে তাকিয়ে হাসে এবং জনের পা ম্যাসেজ করতে থাকে। বুল্লারো রুমের অন্যান্য লোকদের দিকে মনোযোগ দেয় এবং মাঝে মাঝে এমনভাবে মাথা নাড়ে যেন সে মনোযোগ দিয়ে তাদের কথা শুনছে যা তারা আলোচনা করছে। বুল্লারোর চোখ মাঝে মাঝেই পর্যবেক্ষণ করছে ওরালিয়ার পুরো শরীর। তার কৃষ্ণকায় চামড়ায় কোনো দাগ ছিল না, তার স্তন ঝোলা নয়, তার পেট মসৃণ, তার কালো যৌনকেশ ছিল চমৎকার করে ছাঁটা যেখানে চোখ পড়লে

চোখ আটকে থাকে। বুল্লারো অনুভব করে তার লিঙ্গ আবার খাড়া হয়ে উঠতে চাচ্ছে। ধাক্কা দিচ্ছে সর্টস-এর জীপারে। সে একটু নড়েচড়ে আরাম করে বসার চেষ্টা করে এবং আস্তে আস্তে ওয়াইনের গ্লাসে চুমুক দেয়।

বুল্লারো ঘরের ছাদের দিকে তাকায় এবং মনোযোগ দিয়ে তা লক্ষ করতে থাকে, কারণ সে ওরালিয়ার শরীর-সংক্রান্ত চিন্তা ও নিজের উত্তেজিত লিঙ্গের কথাটা মাথা থেকে সরিয়ে ফেলতে চায়। সে লক্ষ করে ঘরের সিলিং অনেক উঁচুতে। সাধারণত সিলিং এত উঁচু হয় না। ঘরের নকশাও সাধারণ ঘরের মতো নয়। বাইরে থেকে দেখলে মনে হয় উপত্যকার ওপরদিকে উঁচু হয়ে ওঠা একটা পাহাড়চূড়া। বুল্লারো তার সামনেই দুটো বন্ধ দরজা দেখতে পায়। তার একটা হঠাৎ খুলে গেল এবং দরজা দিয়ে হাত ধরাধরি করে বেরিয়ে এল এক নগ্ন দম্পতি এবং তাদের সঙ্গে যোগ দিল।

এই বাড়িতে গোপনে কী ঘটছে? নিজের চোখে সবকিছু দেখতে পারলে ভালো হত, বুল্লারো ভাবে। সে আরও ভাবে এসব লোকের সঙ্গে তার কোনো যোগাযোগ নেই। ফলে তার ভেতরে হতাশা কাজ করে। আগন্তুক হওয়ার কারণে সে নিজেকে ঘৃণা করে। নিজেকে তার বিচ্ছিন্ন মনে হয়। মনে হয় স্বাধীন নগ্নতাবাদীদের বৃত্তের ভেতরে সে একজন পোশাক ঢাকা বন্দি। যদিও তার একবার পোশাক খুলে ফেলতে ইচ্ছা হয়, কিন্তু লিঙ্গ সম্পর্কে কোনো ভবিষ্যৎবাণী করা সম্ভব নয় বলে সে তার এই লিঙ্গের বোঝা নিয়ে খুবই বিব্রত অবস্থায় থাকে। কিন্তু সে তার চারপাশে দেখতে পায় সে ছাড়া অন্য সবারই লিঙ্গ নিয়ে তেমন কোনো দুশ্চিন্তা নেই। সে ছাড়া অন্য কেউই লিঙ্গকে বোঝা মনে করছে না।

উইলিয়ামসন শুধু বলেছিল বুল্লারো যদি অল্প পোশাক পরে তাহলে সে বসে আরাম পাবে। সে বুঝতে পারে যে পুরো বাড়িটাতে একটা হতবিহ্বল অবস্থা বিরাজ করছে, যার ভেতরে জন মানুষকে প্রলুব্ধ করছে, উত্তেজিত করছে সেইসব প্রতিজ্ঞার মাধ্যমে যা সংজ্ঞায়িত হয়নি এবং তাদেরকে অনুমোদন দেয়া হয়েছে হামাগুড়ি দিয়ে একে অন্যের শরীরে উঠে যেতে এবং শেখার অভিজ্ঞতা হিসেবে এই সবকিছুই ছিল যথাযথ।

পেছন দিকে হাসির শব্দ শুনে বুল্লারো বড় ঘরটার দিকে তাকায়। দেখে বারবারা ও আরলিন খুব উৎফুল্ল হয়ে এক নতুন দম্পতিকে অভ্যর্থনা জানাচ্ছে। আরলিন একটা ন্যাপকিন দিয়ে তার যোনি ও যৌনকেশ ঢেকে রেখেছে। লদলদে নিতম্ব এমনভাবে নাড়াচ্ছিল যেন কোনো স্ট্রিপার দর্শকদের দিকে উঁচু করে তুলে ধরা নিতম্বে ঢেউ তুলছে। বারবারা আজ চমৎকার পোশাক পরেছে। কারণ আজ অভ্যর্থনার দায়িত্ব তার। সে বুল্লারোকে আহ্বান জানায়। এই সুযোগে জন উইলিয়ামসনের ক্ষুদ্র সেমিনার ও ওরালিয়ার নধর শরীরের সুগন্ধ পরিত্যাগ করে বারবারা ও অন্যান্যদের সঙ্গে যোগ দেয়।

বুল্লারোর অস্থির লাগে। আজকের সন্ধ্যার কথা সে কখনও ভুলতে পারবে না। সে অনেক কিছুই দেখেছে আবার কিছুই দেখেনি। সে বিস্মিত হয়েছে আবার উত্তেজিতও হয়েছে। সে বারবারাকে চুমু খায় এবং শুভরাত্রি জানায়। বারবারা তাকে

আগামীকালের পূর্বনির্ধারিত লাঞ্চের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় এবং পরামর্শ দেয় বাইরে কোথাও না গিয়ে এখানে আসার জন্য। বুল্লারো জানায়, একটার আগেই সে এখানে চলে আসবে।

বাড়ি ফিরে বুল্লারো দেখে জুডিথ ঘুমিয়ে পড়েছে। সুতরাং দেরি হওয়ার কোনো ব্যাখ্যা দিতে হল না। কিন্তু ঘুমিয়ে না পড়লে সে জুডিথের সঙ্গে যৌনমিলন উপভোগের চেষ্টা করত; কারণ তার যৌনাকাঙ্ক্ষা এখন খুবই তীব্র হয়ে উঠেছে। সে অবশ্য এখন অন্ধকারে শুয়ে অথবা বসে ওরালিয়ার ন্যাংটো শরীরকে উপভোগ করতে পারে। কিন্তু বুল্লারো হস্তমৈথুন করে খুব একটা মজা পায় না। শিকাগোতে স্কুলে ছাত্রাবস্থায় সে তার পিতার চুল কাটার সেলুনে বহুবার নগ্নছবি সম্বলিত পত্রিকা দেখেছে। কিন্তু তার হস্তমৈথুন করতে ইচ্ছা করেনি। হাইস্কুলের ফুটবল টিমে খেলার সময় কোচদের দর্শনে উদ্বুদ্ধ হয়েছিল সে– তারা শিখিয়েছিল হস্তমৈথুন স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর এবং জীবনের যাবতীয় উদ্যোগকে ধ্বংস করে দেয়। হলিউড বয়েজ ক্লাব ফুটবল টিমের কোচের দায়িত্ব পালনের সময় সে একই চিন্তা দ্বারা প্রভাবিত হয় এবং তার টিমের ছেলেদের মধ্যেও সে এই ধারণা প্রচার করে। যা হোক, যৌনমিলন হচ্ছে সম্পূর্ণ একটা আলাদা বিষয়, যেখানে দুটি মানুষের শারীরিক উপস্থিতিটা মূল্যবান, কিন্তু কেন মূল্যবান তা সে জানে না অথবা জানে না কেন যৌনমিলন হস্তমৈথুনের চেয়ে কম ক্ষতিকর। সে বিষয়টি মস্তিষ্ক থেকে সরিয়ে ফেলতে চায়। কারণ সে হস্তমৈথুনের মাধ্যমে নিজেকে তৃপ্ত করতে চায় না। সে এক পেগ মদ এবং একটা বই নিয়ে সোফায় শুয়ে পড়ে। উদ্দেশ্য বই পড়তে পড়তে সে ঘুমিয়ে যাবে। সে পড়তে পড়তে এক সময় সত্যিই ঘুমিয়ে পড়ে এবং তার বক্ষ ঢেকে রাখে ব্রুস ক্যাটন-এর লেখা আমেরিকার গৃহযুদ্ধের ওপর একটা বিশাল গ্রন্থ।

ভোরবেলা বুল্লারো ঘুম থেকে উঠে বাথরুমে যায়, দাড়ি কামায়, গোসল করে এবং অফিসে যাওয়ার পোশাক পরে। বেরিয়ে যাবার সময় জুডিথের জন্য একটা চিরকুট রেখে যায়। তাতে লেখা 'অফিসে একটা মিটিং আছে। সেখানে নাস্তা পরিবেশন করা হবে।' সে নিচে নেমে গাড়ি স্টার্ট দেয় এবং জুডিথ জেগে ওঠার আগেই অফিসে পৌঁছায়।

অফিসে সারা সকাল সে সহজ হতে পারে না এবং সারাক্ষণ অপরাধবোধে ভোগে। ইচ্ছে করলে সে জুডিথকে একটা টেলিফোন করতে পারে, কিন্তু করে না। উইলিয়ামসনের বাড়িতে যা যা সে দেখেছে তা কি জুডিথকে বলা উচিত? সে অস্থিরতার মধ্যে সময় কাটাতে থাকে।

উইলিয়ামসনের বিয়েটাকে একটা অদ্ভুত বিয়ে বলে মনে করে বুল্লারো। মাঝে মাঝে সে চমৎকৃতও হয়। তার লিভিংরুমের দৃশ্যগুলোও খুবই উত্তেজক। আরও উত্তেজক হল পোশাক-পরা বারবারার পাশে অভ্যর্থনাকারী হিসেবে নগ্ন ওরালিয়া। বুল্লারো সারা সকাল এসব ভেবে কাটাল। মাঝে একবার নিউ ইয়র্ক ইনস্যুরেন্স-এর পিছু কাগজপত্রে স্বাক্ষর করেছে। বেলা সাড়ে বারোটা বাজার পর কেউ আর তাকে অফিসে ধরে রাখতে বা দেরি করিয়ে দিতে পারে না, কারণ বারবারার সঙ্গে সে তার

উত্তেজক লাঞ্চ খুবই উপভোগ করে। সে দ্রুত গাড়ি চালিয়ে উইলিয়ামসনের বাড়িতে উপস্থিত হয়। বারবারা প্রবেশ পথেই তাকে অভ্যর্থনা জানায় একটা দীর্ঘ চুম্বন ও উষ্ণ আলিঙ্গনের মাধ্যমে এবং কোনোরকম দ্বিধা না করেই সে বারবারার পরামর্শ মেনে নেয়, তারা লাঞ্চের আগেই যৌনমিলন উপভোগ করবে।

বারবারা তাকে এমন একটি ঘরে নিয়ে যায় যেখানে দেয়াল ও সিলিং-এ আয়না ফিট করা রয়েছে। ফলে নগ্ন অবস্থায় অনেকগুলো বুল্লারোকে সে দেখতে পায়। দেখতে পায় অনেকগুলো নেংটো বারবারা হামাগুড়ি দিয়ে তার শরীরের ওপর উঠে আসছে। তার মুখে বিজয়ীর হাসি। সে তার ঝুলন্ত স্তনগুলো ঘষছে বুল্লারোর বুকে। বারবারা তার লিঙ্গ মুখে পুরে চুষতে থাকে। আর উত্তেজিত বুল্লারো আয়নার ভেতরে দেখতে পায় বিভিন্ন দিক থেকে বিভিন্ন ভঙ্গিতে বারবারা তার লিঙ্গ চুষছে। এটা খুবই বিরল দৃশ্য যা বুল্লারো এখন দেখছে–বারবারার যৌনতৃপ্তিদানকারী শরীরের খাঁজ-ভাঁজ, উঁচুনিচু, ঢিবি ও গহ্বর সবকিছুই দৃশ্যমান এবং তার সোনালি চুল ভরা মাথাটা বুল্লারোর তলপেটের ওপর ঝুঁকে আছে। মনে হচ্ছে বারবারার অনেকগুলো হাত ও মুখ আদর করছে বুল্লারোর লিঙ্গকে। বুল্লারোর লিঙ্গও একটা নয়, অনেকগুলো এবং সবগুলোই সে দেখছে এবং সবগুলোই আনন্দ পাচ্ছে, কাছে এবং দূরে-এ যেন এক যৌন উৎসব।

বুল্লারো তার শরীরের ভেতরে এক ধরনের আনন্দ অনুভব করল, কাঁপতে থাকল থরথর করে এবং অনুভব করল স্খলনের প্রচুর আনন্দদায়ক শিহরণ। তারপর চোখ খুলে সে দেখতে পেল চারপাশে অসংখ্য বুল্লারো স্থির হয়ে আছে। সে বারবারার সঙ্গে এক ঘণ্টারও বেশি সময় বিছানায় কাটায়। তার সংক্ষিপ্ত যৌনমিলনের ইতিহাসে এটা একটা দীর্ঘসময় কাটানো। এদিন খাবারের চেয়েও বেশি ক্ষুধার্ত ছিল তারা যৌনমিলনের জন্য। তারা একে অন্যকে উত্তেজিত করার মাধ্যমে নিজেকে নিঃশেষ করে অন্যের আকাঙ্ক্ষা মিটিয়েছিল।

বেলা তিনটায় বুল্লারো তার অফিসে পৌঁছায়। উপত্যকার ভেতর দিয়ে গাড়ি চালাতে চালাতে সে বারবারার কাছ থেকে পাওয়া আনন্দের কথা ভাবছিল। কিন্তু অফিসে ফিরে সে তার স্ত্রীকে টেলিফোন করে এবং আবার সে একটা অপ্রতিভ অবস্থার মুখোমুখি হয়।

জুডিথকে টেলিফোন করে বুল্লারো জানায় তার পছন্দের রেস্টুরেন্টে তারা আজ রাতে ডিনার খাবে। জুডিথ নিষেধ করে দেয়। তার কণ্ঠস্বরে কোনো বিষণ্ণতা বা ক্রোধ নেই, বরং তাকে কিছুটা উৎফুল্ল মনে হল। সে বলল আজ তারা বাড়িতেই ডিনার খাবে এবং সে তাদের জন্য এমন কিছুর ব্যবস্থা করেছে যা তারা সন্ধ্যার পর করবে। তারপর সে বলে জন উইলিয়ামসন ফোন করেছিল সকালের দিকে এবং তাকে চেয়েছিল। জুডিথ নিজেই তার পরিচয় দিয়েছে। কিছুক্ষণ খুবই অন্তরঙ্গভাবে কথা বলার পর সে বুল্লারোর খুবই প্রশংসা করেছে এবং তাদের দুজনকে ডিনারের পর ড্রিংকসের নিমন্ত্রণ জানিয়েছে। জুডিথ নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেছে এবং বলেছে সে রাত নয়টার ভেতরে সেখানে পৌঁছে যাবে।

বুল্লারোর মুখে কোনো কথা যোগায় না। সে টেলিফোনটা মুঠোর ভেতরে আরও শক্ত করে চেপে ধরে। তার স্মৃতিতে ভেসে ওঠে উইলিয়ামসনের লিভিংরুমে নগ্ন নারী ও পুরুষের প্রতিমূর্তি। জন এমন একজন নারীকে এই বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত করতে চায় যে কখনও এমন দৃশ্যের মুখোমুখি হয়নি। সে চুপ করে থাকে। জুডিথ জিজ্ঞাসা করে সে শুনতে পাচ্ছে কিনা। বুল্লারো যখন বলে, 'হ্যাঁ' তখন সে তাকে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরার তাগিদ দিয়ে টেলিফোন ছেড়ে দেয়। বুল্লারোর মনে হল উইলিয়ামসনকে ফোন করা দরকার। একটা ব্যাখ্যা চাওয়া দরকার কেন সে জুডিথকে ফোন করেছিল। সে বারে বারে চেষ্টা করল কিন্তু কেউ ফোন ধরল না। বারবারার অফিসে ফোন করেও তাকে ধরা গেল না। সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরতে ফিরতে তার মনে হল এখন এ ব্যাপারে তার আর কোনো পছন্দ-অপছন্দ নেই, তবে জুডিথকে আজকের সন্ধ্যার সম্ভাব্য বিস্ময়ের জন্য প্রস্তুত করা যেতে পারে।

ডিনারের পর বাচ্চারা ঘুমাতে গেলে সে জুডিথকে বলল, উইলিয়ামসন দম্পতি কোনো স্বাভাবিক দম্পতি নয়। তাদের আচরণ অস্বাভাবিক। তাদের সম্পর্কে সে শুনেছে তাদের একটা দল আছে যারা গোপনে নগ্ন হয়ে কথাবার্তা বলে, বিভিন্ন বিষয় আলোচনা করে। বুল্লারো ভাবে জুডিথকে তার প্রস্তুত করা উচিত আজ রাতে যে-কোনো কিছুর জন্য। সে আবার বলে সে যদি অস্বস্তি অনুভব করে তাহলে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। এখনও যথেষ্ট সময় আছে নিমন্ত্রণ বাতিল করার।

জুডিথ বিস্মিত হয়ে বুল্লারোর দিকে তাকায়, তারপর দ্বিধান্বিত হয় এবং সবশেষে হয় বিরক্ত এবং সে জানতে চায় কেন সে দেরি করছে। দ্রুত ক্ষমা চায় বুল্লারো তার মন খারাপ করে দেয়ার জন্য এবং আবার সে বলে তার মনে হয়েছে যা সে জানে এবং যা শুনেছে তা জুডিথকে জানানো উচিত। তখন জুডিথ বলে অন্যের সামনে নগ্ন হওয়ার বিষয়টি তার কাছে উদ্ভট। যা হোক সে তো আর কাপড় খুলতে যাচ্ছে না। সুতরাং এটা বাতিল করার দরকার নেই। বুল্লারো আর কোনো কথা বলে না, যদিও সে মনে মনে বিস্মিত হয় তার সহ্যক্ষমতা ও দৃষ্টিভঙ্গি দেখে।

গাড়িতে বসে জুডিথ খুব কম কথা বলে। বুল্লারো ভাবে সে এখন আমার দুশ্চিন্তা সম্পর্কে ভাবছে। উইলিয়ামসনের বাড়ির সামনে পৌঁছে বুল্লারো দেখে তিনটা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। বাড়ির সবগুলো ঘরেই আলো জ্বলছে। ভেতর থেকে অনুচ্চ কণ্ঠের অস্পষ্ট আওয়াজ ভেসে আসছে। সে ডোরবেলের বোতামে চাপ দিয়ে অপেক্ষা করতে থাকে। ওরালিয়া দরজা খুলল। সে আজ শোভন পোশাক পরেছে-স্কার্ট এবং সোয়েটার। বারবারা এবং জন এগিয়ে এল। তারাও চমৎকার পোশাক পরেছে। উইলিয়ামসনের সঙ্গে জুডিথকে পরিচয় করিয়ে দেয় বুল্লারো। লিভিংরুমে এসে দেখে আরও অনেকেই বসে আছে। প্রত্যেকেই মার্জিত পোশাক পরা, এমনকি আরলিন ও ডেভিড স্কুইন্ডসহ।

বাড়িটা দেখে জুডিথ এত মুগ্ধ হয় যে কীভাবে প্রশংসা করবে ভেবে পায় না। বিশেষ করে উঁচু সিলিং এবং অ্যান্টিকগুলো। বারবারা তাকে উঠোনে নিয়ে গেলে সে একটা চমৎকার উপত্যকা দেখতে পায়। মদ ঢালা হচ্ছিল। স্টেরিওতে গান বাজছে।

জন লিভিংরুমে সাধারণ আলোচনায় ব্যস্ত ছিল। এ আলোচনা হয়তো আরও কিছুক্ষণ চলত কিন্তু তার মাঝখানেই জুডিথ নগ্নতার প্রসঙ্গটি তোলে। সে বলে যে, সে শুনেছে এখানে একদল মানুষ একে অন্যের সামনে নগ্ন হয়ে শরীর প্রদর্শন করে।

জন উইলিয়ামসন মাথা নাড়ে, বারবারা হাসে এবং জন বুল্লারোর মুখ ফ্যাকাশে হয়ে যায়।

জুডিথ বলে, 'এই নগ্ন দলের সদস্যরা নগ্ন হয়ে কী করে?'

'অন্যান্য মানুষ যা করে আমরাও তাই করি', জন জবাব দেয়।

'আমার স্বামী আমাকে ধারণা দিয়েছে, যে তোমরা একত্রে বসে পরস্পর কথা বলো। কিন্তু নগ্ন হয়ে কেন?' জুডিথ জানতে চায়।

উইলিয়ামসন জিজ্ঞাসা করে, 'তুমি কখনও চেষ্টা করেছ নগ্ন হয়ে থাকতে?'

'আমার কখনও প্রয়োজন হয়নি নগ্ন থাকার।'

'কেউ একজন যখন পোশাক খুলে ফেলে তখন তা তার বাধা অতিক্রম করার প্রথম পদক্ষেপ হতে পারে।' বারবারা বলে যেতে থাকে, 'আমাদের দলের ভেতরে আমরা সৎ ও খোলামেলা সম্পর্ক তৈরির চেষ্টা চালাচ্ছি পরস্পরের সঙ্গে। আমাদের প্রত্যেকেরই অধিকাংশ সমস্যার ফলাফল হল সৎ হতে পারার অক্ষমতা...

'ঠিক আছে,' জুডিথ তাকে থামিয়ে দেয়, 'কিন্তু সততা অর্জনের জন্য নগ্ন হওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই।'

উইলিয়ামসন বলে, 'তুমি ঠিকই বলেছ। তুমি তোমার জন্য হয়তো নগ্ন হওয়ার প্রয়োজন অনুভব করছ না, কিন্তু বহু মানুষ তার পোশাক খুলে ফেলে অন্যের সামনে তার মনস্তাত্ত্বিক দেয়ালটাকে ভেঙে ফেলে, যা তাকে উচ্চতর সততার দিকে নেতৃত্ব দেয়।'

জন উইলিয়ামসন বলে যেতে থাকে আর বুল্লারো কোনো কথা বলছে না। চুপচাপ বসে আছে। তার মনে হয় আলোচনার বিষয়বস্তু পরিবর্তন করতে পারলে ভালো হত। জুডিথ অল্প অল্প মদ খাচ্ছে। বুল্লারোর আর কোনো সন্দেহ থাকে না যে এখন তার চরিত্রের দোদুল্যমানতা কাটিয়ে উঠবে এবং তার চরিত্র এখন অর্জন করবে প্রতিরক্ষামূলক বৈরিতা। তবে সে জানে এখন তার করার কিছু নেই। তার উচিত এই আলোচনায় না-জড়িয়ে বরং এড়িয়ে যাওয়া। এমন সময় সে বারবারার কণ্ঠ শুনতে পায় 'কী ব্যাপার জন? আজ রাতে তোমাকে খুবই চুপচাপ মনে হচ্ছে?'

'হ্যাঁ, আজ আমি কেবলই শুনছি।' সে মদের গ্লাসে চুমুক দেয়। অলসভাবে তাকায় উঠোনের দিকে। কিন্তু বারবারা আবার বলে,

'জন, তোমার কি মনে হয় তুমি এবং জুডিথ পরস্পরের প্রতি সৎ?'

বুল্লারো ধীরে ধীরে বারবারার দিকে বেদনার দৃষ্টিতে তাকাল। ঘরের ভেতরে সবাই চুপচাপ। প্রত্যেকেই উত্তরের অপেক্ষা করছে। অবশেষে বুল্লারো বলে, 'হ্যাঁ, আমার মনে হয় আমরা সৎ।'

'আমরা পরস্পরের প্রতি খুবই সৎ', জুডিথ যোগ করে।

'তার মানে তুমি বলতে চাচ্ছ যে জন তোমাকে সবকিছুই বলে?' বারবারা জানতে চায়।

'হ্যাঁ, সবই সে বলে।'

'সে কি আমার সঙ্গে কাটানো সময়গুলো সম্পর্কে তোমাকে বলেছে?'

জুডিথ দ্বিধান্বিত ভঙ্গিতে তার স্বামীর দিকে তাকাল। বুল্লারো নিচের দিকে তাকিয়েছিল। এখন আস্তে আস্তে মাথা নাড়তে শুরু করল।

'আমি বুঝতে পারছি না তুমি কী বলছ?' জুডিথ বারবারাকে বলে।

'তুমি আসলে কী বলতে চাও?' বুল্লারো বলে বারবারাকে।

'আমি অবাক হচ্ছি যে জুডিথকে তুমি আমাদের সম্পর্কে কিছুই বলোনি।'

'আমাদের সম্পর্কে কী?' বুল্লারো আবার জানতে চায়।

'ভালো কথা', বারবারা সহজভাবে বলে, 'তুমি কি জুডিথকে আজকের বিকেলের কথা বলেছ?'

প্রত্যেকেই তার আসনে নড়েচড়ে বসে। বুল্লারো দেখতে পায় তার স্ত্রী একে একে সবার দিকেই তাকাচ্ছে। অবশেষে সে চিন্তিত ভঙ্গিতে বলে, 'আজ বিকেলে কী ঘটেছে?'

'কিছুই ঘটেনি' বুল্লারো বলে, 'আমি আজ বিকেলে এখানে বারবারার সঙ্গে লাঞ্চ করেছি।'

'হ্যাঁ', ওরালিয়া বলে, 'তুমি জানো, তুমি আজ লাঞ্চের চেয়েও অনেক বেশি কিছু করেছ।'

ওরালিয়ার কথায় বুল্লারো হতবাক হয়ে যায়, যাকে তার সবসময় মনে হয়েছে প্রশান্ত হৃদয়ের নারী। রুমের চারদিকে তাকিয়ে দেখে অন্যরা অভিযোগের দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে, এমনকি আরলিন গফ পর্যন্ত। তার দিকে সে এমনভাবে তাকিয়ে আছে যেন সে একজন আগন্তুক। জুডিথের দিকে ফিরে দেখে সে কাঁদতে শুরু করেছে। সে বসে আছে কার্পেটের ওপর। বারবারা আবার কথা বলতে শুরু করে।

'লাঞ্চের পাশাপাশি আমরা আজ কী করেছি জন?'

জন বুঝতে পারে এড়িয়ে যাওয়ার আর কোনো উপায় নেই। সে জানে ভান করার কোনো অর্থ হয় না, কারণ বারবারা এখন কথা দিয়ে প্রয়োজন হলে তার হাড় ফুটো করে ফেলবে।

সে অবশেষে বলে, 'হ্যাঁ, আজ বিকেলে আমি বারবারার সাথে বিছানায় গিয়েছিলাম। তোমরা সবাই এই কথাটা শুনতে চাও, তাই না? আমি আজ বিকেলে বারবারার সঙ্গে বিছানায় গিয়েছিলাম! হল তো?'

'কেবল আজ বিকেলেই?' বারবারা দ্রুত জানতে চায়।

'না', বুল্লারো জবাব দেয়, 'আমি আগেও তার সঙ্গে শুয়েছি।'

কেউ কোনো কথা বলল না, এমনকি কেউ নড়াচড়াও করল না। এই নীরবতার ভেতরে বুল্লারো মাথা নিচু করে বসেছিল এবং তার হৃদয় ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছিল মর্মপীড়ায়। নিজেকে তার একেবারে শূন্য মনে হল। শুনতে পেল জুডিথ ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। সে দেখতে পায় জুডিথের দিকে ঝুঁকে জন শান্তকণ্ঠে তার সাথে কথা বলছে এবং তার হাত কোমলভাবে ম্যাসেজ করে চলেছে জুডিথের পায়ের

গোড়ালি। প্রথমে জুডিথ বিরক্ত হলেও ক্রমে তার ভালো লাগতে থাকে এবং উইলিয়ামসন ম্যাসেজ চালিয়ে যেতে থাকে। তখন রুমের প্রত্যেকেই জুডিথকে সান্ত্বনা দেয়ার জন্য তার চারপাশে জড়ো হয়। বুল্লারো বসে থাকে একাকী। নিজেকে তার বিচ্ছিন্ন মনে হয় এবং মনে হয় সবাই তাকে নিন্দা করছে।

কয়েক মুহূর্ত বুল্লারো বসে বসে পর্যবেক্ষণ করে এবং সম্মোহিত হয়, কারণ বারবারাসহ পুরো দল তার স্ত্রীকে সান্ত্বনা দেয়ার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু কান্না থামার পর সে আচমকা সোজা হয়ে বসে এবং সবাইকে সরিয়ে দেয় এবং বিরক্তির সঙ্গে ঘোষণা করে, 'আমি বুঝতে পারছি তোমরা জনের সঙ্গে যে আচরণ করেছ তা ভয়াবহ।'

প্রত্যেকেই চুপ করে যায়। জন উইলিয়ামসন তার গোড়ালি ম্যাসেজ করাও থামিয়ে দেয়। জুডিথ তার স্বামীর দিকে তাকিয়ে দৃঢ়কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করে, 'আমাকে বলো বারবারা ছাড়া আর কোন নারীর সঙ্গে তোমার সম্পর্ক আছে?'

'আছে।'

'কে সে?'

বারবারার পাশে বসে থাকা নারীর দিকে আঙুল তুলে বুল্লারো বলল, 'আরলিন গফ।'

কোনো মন্তব্য ছাড়াই মুহূর্তের জন্য সে আরলিন গফকে জরিপ করল, তারপর তার স্বামীর দিকে ফিরে সে আবার জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি কি সেই কালো চুলের মেয়েটির সঙ্গে শুয়েছ, লা পিয়ারে যে আমাদের অ্যাপার্টমেন্টের পেছনে বসবাস করত?'

এটা হল প্রায় এক দশক আগের ঘটনা। এলিনের সঙ্গে তার সম্পর্ক সে সহজেই স্মরণ করতে পারে। এলিন ছিল একজন ডিভোর্সি নারী ও স্কুলের আর্ট শিক্ষক। জন্মসূত্রে শিকাগোর বাসিন্দা এলিন তখন বসবাস করে বুল্লারোর বেভারলি হিলসের ১৪৫ নর্থ লা পিয়ার অ্যাপার্টমেন্টের পেছনে। এলিন চলাফেরা করত ব্যালে নর্তকীর মতো। তার উরুগুলো ছিল পেশিবহুল এবং চমৎকার ছিল তার সুগঠিত শরীর।

বুল্লারো জবাব দেয়, 'হ্যাঁ।'

'হ্যাঁ, আমি এটা জানতাম', জুডিথ বলে যায়, 'তখন আমি প্রায় সব সময় ভাবতাম যে আমি সন্দেহের কারণে উন্মাদে পরিণত হয়েছি এবং আমি তখন নিজেকে ঘৃণা করতাম সেইসব রাত্রির জন্য যখন আমি কেবলই সন্দেহ করেছি। অথচ এখন দেখছি সেসব সন্দেহ ছিল না। আমার নিজের ধারণাই সত্য ছিল। একবার আমি তার কথা উল্লেখ করেছিলাম এবং তুমি অসন্তুষ্ট ও ক্রুদ্ধ হয়েছিলে।'

'এক মিনিট অপেক্ষা করো...

'না। সেইসব মাসগুলোতে তুমি আমাকে উন্মাদে পরিণত করেছিলে। সবসময়ই আমি তখন মেয়েটাকে লক্ষ্য করতাম। লক্ষ্য করতাম তার আসা-যাওয়া। কখনও কখনও শুনতাম মেয়েটি টেলিফোনে কথা বলছে। যখন আমি লন্ড্রিতে যেতাম তখন সে অফিসে তোমার সাথে টেলিফোনে কথা বলত–যদিও এখনও পর্যন্ত আমি তা

বিশ্বাস করতে পারি না। আমার মনে আছে এক সপ্তাহে ছুটির দিনে তুমি আমাকে বলেছিলে তোমার হেলথ ক্লাবের বন্ধুদের সঙ্গে ক্যাম্প করতে যাচ্ছ, কিন্তু আমি জানতাম তুমি এলিনের সঙ্গে আছ। আমি তোমার ক্লাবে গিয়েছিলাম। তুমি তোমার গাড়ি সেখানে রেখে গেছ কিনা দেখতে এবং তুমি আমাকে সেরকমই বলেছিলে। কিন্তু সেখানে তোমার গাড়ি ছিল না। তারপর যখন রোববার রাতে তুমি বাড়ি ফিরলে, ঠিক তখনই তার বাড়ি ফেরার শব্দ পেলাম এবং তোমরা দুজন এক জায়গা থেকেই এসেছিলে। আমি জানতাম কারণ আমি জানালা থেকে সবই লক্ষ্য করেছিলাম। তুমি যখন ঘরে প্রবেশ করলে তখন দেখতে পেলাম তোমার হাতে বিয়ের আংটিটা নেই। আমি তার সম্পর্কে তোমাকে জিজ্ঞাসা করতেই তুমি কসম খেয়েছিলে আর আমি উন্মাদের মতো আচরণ করেছিলাম।'

'শোনো জুডি, সেইসব দিনগুলোতে তুমি কল্পনা করতে যে আমি প্রত্যেক মেয়ের সঙ্গেই বিছানায় যাচ্ছি এবং মদ্যপান না করলে তোমার যৌনমিলনের ইচ্ছা জাগে না। সুতরাং তুমি তখন কী আশা করেছিলে?'

জুডিথ কোনো কথা বলে না। কারণ সে দেখতে পায় প্রত্যেকেই তাকে সান্ত্বনা দেয়ার জন্য তার কাছে এগিয়ে এসেছে। বুল্লারোর কাঁধে হাত রেখে জন উইলিয়ামসন ঘরের কোনার দিকে হেঁটে যায় কথা বলতে বলতে। কিছুক্ষণ পর সে জুডিথের মুখোমুখি হয় এবং তাকে বোঝানোর চেষ্টা করে যে আজকের সন্ধ্যার ঘটনাকে যদি সে স্বাভাবিকভাবে নিতে পারে তাহলে তা তার ও তার স্বামীর জন্য লাভজনক হবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। সততার একটা নতুন পর্যায় অর্জিত হবে। উইলিয়ামসন ঘোষণা করে যে, আজকের ঘটনা তাদের সম্পর্ককে আরও সুদৃঢ় ও বিকশিত করবে কোনো প্রতারণা ও মোহ ছাড়াই। উইলিয়ামসন আরও জানায়, বুল্লারোর অন্য নারী উপভোগ করাটা জুডিথের জন্য বেদনাদায়ক। যা হোক আজ তাদের গোপনীয়তা প্রকাশ পেয়েছে এবং সত্য প্রকাশিত হওয়ার পর দেখা যায় প্রায় সবার ক্ষেত্রেই বিশাল পরিবর্তন ঘটে থাকে।

আশাহত অবস্থায় বুল্লারো কথাগুলো শুনল। এসব কথা উইলিয়ামসন আগেও বহুবার বলেছে। মনে হয় জনের মন্তব্য জুডিথের মনে গভীরভাবে রেখাপাত করে এবং সে নিজেই জানায় সে পরিবর্তনের প্রয়োজন অনুভব করছে। সে আরও অনুভব করে, সে তার স্বামীকে অতীতে সন্দেহ করেছিল তা কোনো উন্মাদগ্রস্ত গৃহবধূর কল্পনা বা দৃষ্টিবিভ্রম ছিল না। তাকে প্রকৃতই উন্মাদ করে তুলেছিল তার স্বামী। সে উপলব্ধি করতে পারে বেশি অধিকার খাটাতে গিয়েই এ ধরনের সমস্যা তৈরি হয়েছে। মূলত অন্যের প্রতি গোয়েন্দাগিরি করতে গিয়ে সে নিজের নিরাপত্তাহীনতাকে প্রকট করে তুলেছে। মাঝে মাঝে নিজেকে তার কলহপরায়ণ নারীর মতো মনে হয়েছে। কিন্তু সেটা তার প্রকৃত চরিত্র নয়। অবশ্য উইলিয়ামসন বলেছে সে মূলত 'মালিকানা সমস্যা'র শিকার–যা বিয়ের একটা সাধারণ অবস্থা। জুডিথ স্বীকার করেছে তার জীবনের অধিকাংশ সময়ই সে তাদের সঙ্গে মিলেমিশে থেকেছে যারা তার চারপাশে আছে। সম্ভবত দশবছর বয়সে তার মা মারা যাওয়ার ফলে সে এটা অর্জন

করেছিল। কিন্তু তার মা মারা যাওয়ার পর তার পিতা যে নারীর সঙ্গে ডেটিং করত, তাকে সে কখনও পছন্দ করতে পারেনি। সে জুডিথের কাছে ছিল হুমকিস্বরূপ, কারণ জুডিথ তাকে ভয় পেত। এখন স্বামীর সঙ্গে যে সমস্যা তৈরি হয়েছে সে তা অতিক্রম করতে চায়। উইলিয়ামসন বলেছে সে এবং তার দলের অন্যান্য সদস্যরা তাকে সাহায্য করতে পারে যদি সে খোলাখুলিভাবে তাদের সঙ্গে কথা বলে এবং সে একটা পরামর্শও দেয় তার বাড়িতে এসে অনায়াসে পর্যবেক্ষণ করতে পারে যে তার স্বামী অন্য এক নারীর সাথে যৌনমিলন উপভোগ করতে তাকে নিয়ে বেডরুমে প্রবেশ করছে এবং সম্ভবত এভাবে সে উপলব্ধি করতে পারবে যে, অন্য নারীর সঙ্গে খোলাখুলি শারীরিক আনন্দ উপভোগ করাটা তেমন হুমকির কিছু নয়।

জুডিথ যখন উইলিয়ামসনের পরামর্শ গভীরভাবে চিন্তা করে দেখছিল, ঠিক তখনই তার স্বামী, যে আজ সন্ধ্যা থেকে খুবই মর্মাহত হয়ে আছে, দ্রুত বলে, 'আমরা এর জন্য প্রস্তুত নই।'

বারবারা হঠাৎ করে বলে, 'তোমার নিজের কথা বলো।'

অবশেষে জুডিথ সলজ্জভাবে তার স্বামীর দিকে তাকায় এবং উইলিয়ামসনকে বলে আমি এটা চেষ্টা করতে খুবই পছন্দ করব।'

বুল্লারো চেয়ারে স্থির হয়ে বসে ভাবতে থাকে যা যা ঘটেছে। সে বিশ্বাস করতে পারে না, এই নারী, যে এক দশক ধরে তার সঙ্গে বিবাহিত জীবনযাপন করছে, সে হঠাৎ করেই তাদের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে কেন এমন বেপরোয়া হয়ে উঠল?

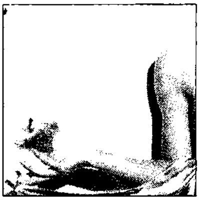

পরবর্তী কয়েক সপ্তাহ জুডিথকে নিয়ে বুল্লারো বিভিন্ন অনুষ্ঠান উপলক্ষে উইলিয়ামসনের বাড়িতে গেছে এবং এটা ছিল তার জীবনের সবচেয়ে উদ্ভট সময়। এমনকি কয়েক বছর পর যখন সে এই উত্তেজক অভিযানকে স্মৃতিতে প্রতিফলিত করেছে, তখন বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়েছে প্রকৃতঅর্থেই এগুলো ঘটেছিল।

জুডিথকে পীড়াপীড়ি করা হয়েছিল খোলামেলা যৌনমিলন পরীক্ষার ক্ষেত্রে উইলিয়ামসনের চ্যালেঞ্জকে গ্রহণ করতে। জুডিথ আশা করেছে এটা এক ধরনের থেরাপি, যা তাকে তার নির্ভরশীলতার অনুভূতি অতিক্রম করতে সাহায্য করবে। সে জানত, যে নারীতে সে পরিণত হয়েছিল সেই নারীকে সে পছন্দ করে না–শহরতলীর একজন সন্দেহবাদী স্ত্রী। যা হোক, উইলিয়ামসনের দলের লোকের সঙ্গে সৌভাগ্যজনক সাক্ষাতের আগে কেউ তার সমস্যা অনুভব করেনি কিংবা পরিবর্তিত হওয়ার জন্য সাহায্য করতেও চায়নি। সে অবশ্য তার স্বামীর কাছেও তার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেনি। সে এই দলটাকে নিজের আত্মমুক্তির অনুঘটক হিসেবে দেখে। সে নিজেকে ভারমুক্ত করতে চায় কিছু ব্যক্তিগত গোপনীয়তাকে প্রকাশ করে, যা তার অতিরিক্ত দুশ্চিন্তা ও অপরাধবোধের কারণ। সে তার যাবতীয় গোপনীয়তা প্রকাশ করতে চায় কারণ বিবাহিত জীবনে সেও বিশ্বস্ত ছিল না। উইলিয়ামসনের বাড়ি থেকে ফেরার পথে সেই প্রথমদিনই সে প্রলুব্ধ হয় স্বামীকে তার অবিশ্বস্ততার কথা জানাতে। কিন্তু সে উৎসাহ হারিয়ে ফেলে, কারণ তার যৌনসম্পর্ক স্বাভাবিক ছিল না এবং তার যৌনসঙ্গী ছিল একজন কালো যুবক।

এই যুবকের নাম ছিল মিডো। সে ছিল লস এঞ্জেলসে হাসপাতালের একজন পরিচারক, যেখানে জুডিথ নার্সিং স্কুলের শেষবর্ষে পড়ার সময় কাজ করেছিল। মিডো ছিল দীর্ঘাঙ্গী এবং আকর্ষণীয় এবং সে-ই ছিল প্রথম কালো মানুষ জুডিথের কাছে যে তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়েছিল। বিকেলের দিকে যখন হাসপাতালের লনে রোগীরা বিভিন্ন ধরনের খেলাধুলায় ব্যস্ত থাকত, তখন মিডো এবং জুডিথ ঘাসের ওপর বসে রোগীদের লক্ষ করত এবং নিজেদের কথা বলত। একদিন কথা বলতে বলতে তারা খুবই অন্তরঙ্গ হয়ে ওঠে। মিডো তখন পরামর্শ দেয় কাজ শেষ হওয়ার পর তারা গোপনে সাক্ষাৎ করবে।

এসময় জুডিথের বিয়ের প্রায় এক বছর পেরিয়ে গেছে। যৌনমিলন পরিণত হয়েছে সপ্তাহ শেষের উদ্দীপনাহীন একটা বিরক্তিকর রুটিনে। অবশ্য এজন্য সে নিজেকেই দায়ী করেছে, কিন্তু কোনো বিকল্প পথ দেখতে পায়নি। প্রকৃতঅর্থে বিয়ের পর সে বুল্লারোর সঙ্গে যৌনমিলন উপভোগ করে না, এমনকি সেই প্রথম জীবনে যখন

সে তার কলেজ জীবনের প্রেমিকদের সঙ্গে শুয়েছে তখনও নয়। অবৈধ যৌনমিলন জুডিথকে ভয়ানক উত্তেজিত করে তোলে। তখন সে খুবই কামুকী নারীর মতো আচরণ করে। যখন ১৯৫৮ সালে যৌনমিলন তার কাছে বিয়ের মাধ্যমে বৈধ হয় তখন মনে হয় রান্নাবান্না ও গৃহকর্মের অন্যান্য কাজের মতোই যৌনমিলনও একটি গৃহকর্ম। সে প্রায় সময়ই এই ভাবনাকে প্রশ্রয় দেয়, আর ১৯৫৯ সালের শীতকাল থেকে ১৯৬০ সালের বসন্তকাল পর্যন্ত মিডোর সাথে যৌনমিলন উপভোগ করে।

মিডো এবং জুডিথ হাসপাতাল থেকে কাছাকাছি অন্য এক পরিচারকের অ্যাপার্টমেন্টে যেত, বিশেষ করে দিনের বেলায় যখন বুল্লারো অফিসের কাজে ব্যস্ত থাকত এবং কয়েক ঘণ্টা ধরে তারা পরিতৃপ্ত করত লাগামহীন যৌনাকাঙ্ক্ষা এবং তা জুডিথকে শিহরিত করত। এটা ছিল একটা চূড়ান্ত আনন্দের খেলা। আবেগজনিত অঙ্গীকার না থাকায় এই সম্পর্কের ভেতরে কোনো জটিলতা ছিল না, কারণ সে জানত মিডোকে সে কখনও বিয়ে করবে না। সে সবসময়ই তার সেই আত্মার সঙ্গে যুক্ত হয় যা গ্রহণযোগ্য নয়। এটা ছিল একটা 'ডার্ক ফ্যান্টাসি' যা সে পরিপূর্ণ করেছিল। মিডোর সঙ্গে তার সম্পর্ক এমন জায়গায় পৌঁছেছিল যে, রাতে সে তার স্বামীর মুখোমুখি হতে পারত না। যৌনতার ক্ষেত্রে নিজের দ্বৈত চরিত্রকে উপলব্ধি করে সে আতঙ্কিত হয়। সে তখন সিদ্ধান্ত নেয় সন্তান নেবে। বিশ্বাস করতে থাকে এই সন্তান তার জীবনে আনন্দ বয়ে আনবে এবং পরে সে সন্তান নিয়েছিল।

একগামী যৌনসম্পর্কের বছরগুলোতে জুডিথের যৌন আকাঙ্ক্ষা নিয়ন্ত্রণে ছিল, কিন্তু যখনই মাঝে মাঝে তার অবৈধ যৌনমিলনের ইচ্ছা জেগে উঠত সে তখন মিডোর কাছে চলে যেত এবং যৌনমিলন উপভোগ করত। মাঝে মাঝে সে আতঙ্ক অনুভব করত বিয়ে এবং পারিবারিক জীবনের নিরাপত্তা নিয়ে। আরও আতঙ্ক অনুভব করত যদি তার স্বামী জেনে ফেলে। কিন্তু এর মধ্যে পট পরিবর্তন হয় এবং সে অনুভব করতে শুরু করে তার স্বামী অন্য নারীর সঙ্গে যৌনমিলন উপভোগ করছে।

জুডিথ কখনও তার সন্দেহ দমন করতে পারেনি এবং সে কারণেই জন উইলিয়ামসনের পরামর্শ তার কাছে গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়েছে। সে বলেছে এ ধরনের অনুভূতি অপ্রয়োজনীয় এবং তা পরিত্যাগ করা উচিত। সে বিস্মিত হয়েছিল যে যখন তার স্বামী তার অবৈধ যৌনমিলন সম্পর্কে স্বীকারোক্তি করছে তখন তার খুব একটা মন খারাপ হয়নি। সে আজ দ্বিতীয়বার উইলিয়ামসনের বাড়িতে যাচ্ছে তার স্বামীর সঙ্গে, যে তার পাশে বসে আছে এবং তাকে তার মনে হচ্ছে দৃঢ় ও অনমনীয়।

উইলিয়ামসনের বাড়িতে এসে বুল্লারো ও জুডিথ লিভিংরুমেই একটা দলের সঙ্গে যোগ দেয়। ওদের প্রত্যেকেই তার আগের চেনা শুধুমাত্র একজন ছাড়া। এই আকর্ষণীয় সুশোভন সুন্দরী যুবতীর নাম গেইল। তার চুলগুলো লাল, মুখখানা ডিমের আকৃতির। সে নিজেই বুল্লারোর সঙ্গে পরিচিত হয়, কিন্তু সরাসরি জুডিথের দিকে তাকায় না। জুডিথ মনে মনে ভাবে সে হয়তো তার স্বামীকেই আজ সন্ধ্যার যৌনসঙ্গী হিসেবে বেছে নেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। জুডিথ দ্রুত অনুভব করল তার আত্মবিশ্বাস ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে। একই সঙ্গে সে আরও লক্ষ করে গেইল-এর হাসির সঙ্গে সঙ্গে তার স্বামী

প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে এবং কার্পেটের ওপর তার পাশে বসার জায়গা করে দেয় এবং বুল্লারো নিজের প্রতি গেইল-এর মনোযোগ আকর্ষণ করে।

জুডিথ সোফাতে ডেভিড স্কুইন্ড ও আরলিন গফের পাশে বসল। ওয়াইনের গ্লাসে অল্প অল্প চুমুক দিচ্ছিল এবং অমনোযোগের সঙ্গে শুনছিল তার চারপাশের আলোচনা তার নিজের দুশ্চিন্তার কারণে। জন উইলিয়ামসন তার পায়ের কাছে কার্পেটের ওপর বসল। সে তার সম্পর্কে এমনভাবে কথা শুরু করল যেন সে জানে সে কী চিন্তা করছিল। তারপর সে তার গোড়ালিতে ম্যাসেজ করতে থাকে। জুডিথ বাধা দেয়া তো দূরের কথা, সে তার পা জন উইলিয়ামসনের দিকে এগিয়ে দেয়। যদিও তখন সে তার সঙ্গে যৌনমিলন কামনা করছিল না, কিন্তু তার মনে হল জনের কিছু অস্বাভাবিক গুণ আছে যা তাকে নারীর কাছে বিশিষ্ট ও রহস্যময় করে তোলে এবং একই সঙ্গে সে জন উইলিয়ামসনের প্রভাবেও মুগ্ধ হয়, যে প্রভাবে এই ঘরের প্রতিটি মানুষ প্রভাবিত। জুডিথ বুঝতে পারে যেভাবে সে কথা বলে তা তার ব্যক্তিগত উন্নয়ন ও কল্যাণের জন্য খুবই জরুরি। যখন তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়, সে তার অতিরিক্ত আধিপত্য প্রবণতা পরীক্ষা করার জন্য নিজেকে যথেষ্ট শক্তিশালী মনে করে কিনা, তখন সে একমুহূর্তের জন্য দ্বিধান্বিত হয় এবং তারপর দৃঢ়কণ্ঠে জবাব দেয়, 'হ্যাঁ, সে যথেষ্ট শক্তিশালী।'

ঘরের ভেতরে তখন নীরবতা। জন কথা বলতে শুরু করে। সে প্রত্যেককে ব্যাখ্যা করে বোঝায় এখন বুল্লারো তোমাদের সহযোগিতা অনুসন্ধান করছে জুডিথের 'মালিকানা সমস্যা' সাফল্যের সাথে সমাধান করতে। তারপর সে গেইল-এর দিকে ফিরল এবং জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি যথেষ্ট সম্মানের সঙ্গে বুল্লারোকে যে-কোনো একটা বেডরুমে নিয়ে যাবে?' গেইল তক্ষুনি উঠে দাঁড়ায় এবং হাত বাড়িয়ে দেয় বুল্লারোর দিকে, সে এখন পুরোপুরি আত্মসচেতন। সবাই তার দিকে তাকায়, এমনকি জুডিথ পর্যন্ত। যদিও জুডিথ মাথা নাড়িয়ে সায় দেয়। বুল্লারোর হৃদয় পাখা ঝাপটাতে থাকে কিন্তু হাঁটুগুলোকে দুর্বল মনে হয়। সে গেইলকে অনুসরণ করে বেডরুমের দিকে যেতে থাকে। লক্ষ করে গেইলের নিতম্বের দোলা। তার সঙ্গে বিছানায় যাওয়ার আগ্রহ বুল্লারোর তীব্র হয়ে ওঠে।

গেইল তাকে এমন একটা বেডরুমে নিয়ে যায় যা সে আগে দেখেনি। ছোট একটা বাতির কারণে ঘরে আলো খুবই কম। দরজা বন্ধ করে দিয়ে গেইল একমুহূর্ত নির্বিকারভাবে দাঁড়িয়ে থাকে, যেন সে হঠাৎ করে সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি এবং এ ব্যাপারে তার অনীহা রয়েছে। আর বুল্লারো ভাবছে, জুডিথের ঈর্ষা পরীক্ষা করার জন্যই উইলিয়ামসন একটা অভিনয়ের ব্যবস্থা করেছে, প্রকৃত যৌনমিলন নয়। কিন্তু গেইল কিছুক্ষণ পরই ব্লাউজের বোতাম খুলতে শুরু করে এবং একই সঙ্গে উল্লেখ করে কী অদ্ভুত আনন্দ সে অনুভব করছে কয়েক বছর আগে সে ছিল সাতাশ বছর বয়সী একজন কুমারী। এখন সে তার ব্রেসিয়ার খুলতে খুলতে জানায়, সে এই প্রথম কোনো বিবাহিত লোকের সঙ্গে যৌনমিলন উপভোগ করতে যাচ্ছে না। আগেও সে বিবাহিত লোকের সাথে বিছানায় গেছে, কিন্তু কারো স্ত্রী বাইরে বিশগজ দূরে বসে আছে এবং সে তার স্বামীর সঙ্গে এখন যৌনমিলন উপভোগ করবে, এরকম ঘটনা এটাই প্রথম।

বুল্লারো হাসে এবং একটা যথাযথ মন্তব্য করার জন্য চিন্তা করতে থাকে, কিন্তু গেইল নীরবে পোশাক খোলে এবং লক্ষ করতে থাকে নগ্ন অবস্থায় মেয়েটা বিছানায় চড়ছে–এটা বুল্লারোর জন্য খুবই প্রিয় দৃশ্য। সে মেয়েটার পাশে গিয়ে শোয়, কোমলভাবে তাকে চুম্বন করে, চাপাচাপি করে তার বিশাল স্তনদুটি এবং হাত বোলায় লাল যৌনকেশে এবং লক্ষ্য করে তারপরও মেয়েটা নির্বিকারভাবে শুয়ে আছে, কোনো প্রতিক্রিয়া নেই। বুল্লারে ঘামতে শুরু করে। তার কপালে ঘামের রেখা চিকচিক করতে থাকে। হঠাৎ গেইল দারুণ লজ্জা পায়, বিচলিত হয়ে পড়ে এবং একেবারেই সাড়া দেয় না। তার চোখদুটো বন্ধ, যেন সে কোনোকিছুর সাক্ষী থাকতে চায় না যা যা ঘটছিল। অবশ্য সে মাঝে মাঝে চুম্বনের জবাব দিচ্ছিল, কিন্তু হাত দিয়ে সে বুল্লারোকে স্পর্শ করে না। সে অবাক হয় উইলিয়ামসনের দলে এমন মেয়েও আছে যে একেবারেই নিষ্ক্রিয়। যৌনসমস্যার সমাধানকারী জন উইলিয়ামসন তাহলে তাকেই নির্বাচন করেছে গেইলের কামশীতলতার সমস্যা অতিক্রম করার ক্ষেত্রে সাহায্য করতে? সে গেইলের কানে ফিসফিস করে জানতে চায় সে ঠিক আছে কিনা? সে আস্তে আস্তে মাথা নাড়ে কিন্তু চোখ খোলে না। কিন্তু বুল্লারো যখন তার যোনিতে লিঙ্গ প্রবেশ করাল তখন সে জীবন্ত হয়ে উঠল বুল্লারোর শরীরের নিচে, দুই পা দিয়ে জড়িয়ে ধরল তাকে এবং কাঁদতে শুরু করল আনন্দে। প্রথমে আস্তে আস্তে, তারপর জোরে এবং অনেক জোরে। বুল্লারো ধাক্কা দেয় আর সে তীক্ষ্ণ চিৎকার করে ওঠে। সে গেইলকে শান্ত করতে চায়। যৌনমিলনকালে শব্দ করে এরকম কোনো মেয়ের সাথে বুল্লারো আগে কখনও শোয়নি। সে জানেও না এরকম নারীর সঙ্গে কীভাবে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে হয়, কী বলতে হয় এবং কী করলে এখন শব্দহীন সঙ্গম করা যাবে যেন লিভিংরুমে জড়ো হওয়া লোকেরা সেই শব্দ শুনতে না পায়।

তারপর আশ্চর্যজনকভাবে বুল্লারো শুনতে পেল লিভিংরুম থেকে হিস্টিরিয়া রোগীর মতো আর্তনাদ ভেসে আসছে। সে চিনতে পারল এটা জুডিথের গলা। সে এই আর্তনাদ উপেক্ষা করে বীর্যস্খলনের দিকে মনোযোগ দিল। এদিকে পরমানন্দে গেইলের কণ্ঠ থেকে বেরিয়ে আসছে শীৎকারধ্বনি এবং সে ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলছে, আর জুডিথের চিৎকার শুনে হঠাৎ করেই বুল্লারো তার লিঙ্গের উত্থান হারাল।

গেইল চোখ খোলে কিন্তু কোনো কথা বলে না। বুল্লারো বালিশে মুখ গুঁজে চুপচাপ পড়ে থাকে। কয়েক মুহূর্ত দুজনের কেউই কোনো কথা বলে না। শুনতে পায় জুডিথ কাঁদছে এবং তাকে সান্ত্বনা দেয়ার চেষ্টা করছে অন্যেরা। তারপর বেডরুমের দরজা সামান্য খুলে আরলিন গফ ফিসফিস করে বলল, 'সবকিছু ঠিক আছে। তোমরা তোমাদের কাজ চালিয়ে যাও।' তারা নিষ্ক্রিয়ভাবে বিছানায় শুয়ে আছে দেখে আরলিন জিজ্ঞাসা করল, তারা অন্য কাউকে এসময় সঙ্গে নিতে চায় কিনা। বুল্লারো তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলে, 'প্রয়োজন নেই।'

আরলিন চলে যাওয়ার পর বুল্লারো আবার লিঙ্গের উত্থান ফিরিয়ে আনতে সমর্থ হয়

এবং গেইলের সঙ্গে যৌনমিলন সম্পন্ন করে, যদিও এই যৌনমিলন খুব একটা আবেদনময় ছিল না। তবে দরজার বাইরে থেকে তারা কোনো কান্নার শব্দ আর পায়নি। কাপড় পরতে পরতে বুল্লারো আবার জুডিথের গলা শুনতে পায়। এবার সে কাঁদছে না। এবার সে হাসছে এবং বুল্লারো যখন দরজা খুলল তখন সে উইলিয়ামসনের কাছাকাছি একটা চেয়ারে বসে আছে আয়েশি ভঙ্গিতে এবং তাকে তৃপ্ত মনে হল।

ঘরে তখন জুডিথ এবং উইলিয়ামসন। অন্যেরা অন্যান্য বেডরুমে ঢুকে পড়েছে। জুডিথও আগ্রহী হয়ে পড়ে উইলিয়ামসনের ব্যাপারে। সে ঝুঁকে উইলিয়ামসনকে চুমু খায়। বুল্লারোও তা দেখতে পায়। জুডিথ তার স্বামীর দিকে তাকিয়ে হাসে এবং তাকে আশ্বস্ত করে যে সবকিছুই ঠিক আছে। সে বুল্লারোকে জানায় উইলিয়ামসনের সঙ্গে সে একা হতে চায়। বুল্লারো আবার গেইলের কাছে ফিরে যেতে যেতে ভাবে জুডিথ আর তার একার নয়।

গাড়িতে করে বাড়ি ফেরার সময় একই অনুভূতি তাকে পীড়া দিতে লাগল এবং পরবর্তী সপ্তাহ ধরে তা টিকে থাকল। জুডিথ ছিল খুবই হাসিখুশি এবং ঘরের কাজের প্রতি দায়িত্বশীল এবং সন্তানদের প্রতি স্নেহপ্রবণ। তাকে দেখলে মনে হয় সে তার ব্যক্তিগত চিন্তায় ডুবে আছে। আজকাল সে ঘুমানোর পরিবর্তে রাত জেগে পড়ে। উইলিয়ামসন তাকে কিছু বই ধার দিয়েছে, যেমন এ্যালান ওয়াট, ফিলিপ উইলি এবং জে, কৃষ্ণমূর্তির কিছু বই। এক রাতে সে একা উইলিয়ামসনের বাড়িতে যায় এবং রাত তিনটার দিকে যখন সে ফিরে আসে তখন তাকে খুবই প্রাণবন্ত দেখাচ্ছিল। বুল্লারো অপেক্ষা করছিল তার সঙ্গে কথা বলার জন্য। কিন্তু সে বলে সে একা থাকতে চায় এবং সে টেবিলে বসে কবিতা লিখতে শুরু করে।

অন্যের ওপর অধিকার খাটানোর মানসিকতা অতিক্রম করে জুডিথ অনেক সহজ ও নমনীয় মানুষে পরিণত হয়, তবে সে বুল্লারোর কাছ থেকে আরও দূরে সরে যায় এবং বেপরোয়া হয়ে ওঠে। হঠাৎ করেই সে তার ফ্যান্টাসির জগতে এক বেপরোয়া নারীতে পরিণত হয়–সাহসী এবং কাউকে পাত্তা না-দেয়া এক নারী। যৌনতার ক্ষেত্রে স্বাধীন এবং তার কোনো অপরাধবোধ নেই।

নিজের যোগ্যতা ও মেধার সাহায্যে জুডিথ অল্প কিছুদিনের ভেতরেই উইলিয়ামসনের দলের অন্যান্য নারীদের ঈর্ষার বস্তুতে পরিণত হয়। বুল্লারোও জানত যে সে এখন দলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তুলেছে। একদিন জুডিথ জানায়, সে এই সপ্তাহের ছুটিটা বিগ বেয়ার লেকে উইলিয়ামসনের সঙ্গে কাটাবে। বুল্লারো ভাবে, সে যদি না যায় তাহলেও জুডিথ তাদের সঙ্গে যাবে। সম্ভবত সে সঙ্গী হবে কোনো পুরুষের।

উইলিয়ামসনের গাড়িতে বসে শুক্রবার রাতে আট মাইল পথ পাড়ি দিতে দিতে বুল্লারো নিজের হাতের মুঠোর ভেতরে জুডিথের হাত ধরে রাখে। মনে মনে ভাবে এই অবসরে জুডিথের মন পরিবর্তনও হতে পারে যা তাদের সম্পর্ককে আবার আগের পর্যায়ে নিয়ে আসবে। গাড়িতে চারজনের কথোপকথন ছিল বন্ধুত্বপূর্ণ। ডিনারের পর তারা

কেবিনে ফিরে আসে এবং মধ্যরাত পর্যন্ত তারা আগুনের পাশে বসে যৌবনের দিনগুলোর স্মৃতি রোমন্থন করতে থাকে।

বুল্লারোই বেশি কথা বলে। উইলিয়ামসন আগ্রহ নিয়ে তার কথা শোনে, প্রশ্ন করে এবং আস্তে আস্তে ওয়াইনের গ্লাসে চুমুক দেয়। বুল্লারো সেইসব কথা আলোচনা করতে থাকে যা সে আগে কখনও বলেনি। সে শিকাগোর প্রতিবেশীদের কথা বলে। আরও বলে, ফুটবল খেলার সময় সে কতবার এবং কীভাবে আহত হয়েছে। আরও বলে যায় তার ইহুদি মায়ের সঙ্গে তার দ্বন্দ্বের কথা, চার্চ পরিদর্শনের বিরক্তির প্রসঙ্গ এবং সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা অর্জনের জন্য সে যে তার প্রতিবেশীদেরকে অনেক মিথ্যা কথা বলেছে তাও স্বীকার করল। কিন্তু হঠাৎ করেই সে কথা বলা থামিয়ে দিল, যদিও জুডিথ ও উইলিয়ামসন চাইছিল সে চালিয়ে যাক। একসময় সে উঠে দাঁড়াল এবং বেডরুমে গিয়ে ঢুকল।

বারবারা তাকে অনুসরণ করল এবং বেডরুমে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল। সে দেখল বুল্লারোর চোখে পানি। তাকে একটা রুমাল এগিয়ে দিয়ে বারবারা তার কাঁধে হাত রাখল। বিছানায় বসার পর বারবারা তাকে চুমু খেল এবং শান্তি দিতে চেষ্টা করল মিষ্টি কথা বলে এবং একই সঙ্গে সে বুল্লারোর শার্টের বোতাম খুলতে শুরু করল।

বুল্লারো এবং নিজের সব পোশাক খুলে ফেলার পর বারবারা তাকে বিছানায় চিৎ হয়ে শুতে বলে। বুল্লারো অনুগত শিশুর মতো তার আদেশ পালন করল। তারপর তার পাশে শুয়ে বারবারা আস্তে আস্তে বুল্লারোর শরীর ম্যাসেজ করতে লাগল। যদিও অতীতে তারা অনেক গণনাহীন ঘণ্টা বিছানায় একত্রে কাটিয়েছে, কিন্তু এখনকার মতো আনন্দ বুল্লারো কখনও অনুভব করেনি। সে বারবারার ভালোবাসাও একই সঙ্গে অনুভব করতে থাকে।

যৌনমিলন উপভোগ করার পর বুল্লারো অনুভব করল তার মনোকষ্ট দূর হয়ে গেছে এবং সে অল্প সময়ের জন্য বারবারার বাহুর ওপর ঘুমিয়ে পড়ে। কিন্তু হঠাৎ অন্য রুম থেকে আসা অদ্ভুত কিছু শব্দ শুনে তার ঘুম ভেঙে যায়। সে বিছানা থেকে নেমে দরজা খুলে দেখে, ফায়ারপ্লেসের সামনে কার্পেটের ওপর দুটি নগ্নদেহ জড়াজড়ি করে শুয়ে নড়াচড়া করছে।

নারীটি চোখ বন্ধ করে চিৎ হয়ে শুয়ে আছে। তার সোনালি চুল ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে মেঝেতে। পাদুটো ছড়ানো এবং সে ছড়ানো পাদুটো উঁচু করে রেখেছে সিলিং-এর দিকে। নারীটি আস্তে আস্তে দীর্ঘশ্বাস ফেলছে এবং নিজের নিতম্ব ঠেলে ঠেলে দিচ্ছে বিশাল কাঁধওয়ালা লোকটার লিঙ্গের গোড়ায়, যা ফায়ারপ্লেসের আগুনে মনে হচ্ছে একটা জ্বলন্ত লাল রিভিট (জাহাজের প্রান্তে ব্যবহৃত বল্টু বিশেষ)।

এত কাছে থেকে বুল্লারো দুজন নারী ও পুরুষের যৌনমিলন আগে কখনও দেখেনি। সে বিস্মিত ও শিহরিত হয় এবং কয়েক মুহূর্ত খুব আগ্রহের সঙ্গে দেখে। দুটো শরীর পরস্পরের সাথে সেঁটে আছে। নড়াচড়ার সময় পরিবর্তিত হচ্ছে আলো, উত্তেজক ও মধুর

শব্দ বেরিয়ে আসছে যোনি থেকে এবং তার মনে হল দৃশ্যটি অপূর্ব। তারপর সে তার স্ত্রীর সুগঠিত ঊরুর প্রশংসা করল মনে মনে এবং দেখতে পেল উত্তেজিত লিঙ্গটি তার যোনির ভেতরে যাচ্ছে এবং বেরিয়ে আসছে। প্ররোচিত করছে নারীকে আনন্দদায়ক দীর্ঘশ্বাস ফেলতে, চটকাচ্ছে তার নিতম্বের তাল তাল মাংস হিংস্রভাবে। হঠাৎ বুল্লারোর মনে হল তার নাড়িভুঁড়ি বেরিয়ে আসবে।

বুল্লারো দ্রুত বেডরুমে ফিরে এল। সে অনুভব করল বারবারা দূরে শুয়ে আছে। সে অনুভব করল বারবারা তাকে আলিঙ্গন করার জন্য হাত বাড়িয়েছে। সে তার হাত ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেয়। সে এখন তার স্পর্শ চায় না। কারও স্পর্শই এখন তার কাম্য নয়। সে দড়াম করে দরজা বন্ধ করে দিয়ে বিছানায় শুয়ে কাঁদতে থাকে।

বুল্লারো নিজের সঙ্গে একমত হয় যে তার জীবনের ভারসাম্য নষ্ট হয়েছে। সে মনে মনে সিদ্ধান্ত নেয় জন উইলিয়ামসনকে সে খুন করবে। পিস্তলের কয়েকটি গুলিতে খুব সহজেই তার মৃত্যু ঘটবে এবং সে সেই সময় বেছে নেবে যখন তার মুখমণ্ডল পুড়ে যেতে থাকবে জুডিথের দুই উরুর মাঝখানে। সে ইচ্ছা করলে তার স্ত্রীকে সংসারের দায়িত্ব থেকে নিস্কৃতি দিতে পারে, কিন্তু সন্তানদের কথা চিন্তা করেই তা সে পারে না।

বুল্লারো অবশ্য সান্ত্বনা পায় একথা ভেবে যে, এই হাঙ্গামায় সে একা নয়। প্রকৃত অর্থে ১৯৬৮ সাল জুড়ে সারাদেশেই উন্মাদগ্রস্ততা, আত্মবিলাপ ও সহিংস কর্মকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। মেমসিসে মার্টিন লুথার কিংকে হত্যা করা হয়, লস এঞ্জেলসে হত্যা করা হয় জন এফ কেনেডিকে এবং বুল্লারোর শহর শিকাগোতে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হয় পুলিশ ও যুদ্ধবিরোধী বিক্ষোভ প্রদর্শনকারীদের ভেতরে। রাস্তার পাশের অনেক নিরপরাধী, যাদেরকে পুলিশ বিভিন্ন সময় ঠেলা-গুতা দিয়েছে, তারা ছিল মূলত দর্শক এবং এই দর্শকের এক জনের নাম হিউ এম হেফনার।

ভিয়েতনামে কয়েক হাজার মার্কিন সৈন্য অনাকাঙ্ক্ষিত যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ছে এবং মারা যাচ্ছে। প্রেসিডেন্ট লিন্ডন বি. জনসন এই যুদ্ধ থামাতে সক্ষম নয়। আর সে কারণেই তিনি তার জনপ্রিয়তা হারান এবং সিদ্ধান্ত নেন পুনরায় আর নির্বাচনে অংশ নেবেন না। নাগরিক অধিকার সংরক্ষণের জন্য দক্ষিণ ক্যারেলিনার অরেঞ্জবার্গে প্রতিবাদমুখর হয়ে ওঠে মানুষ। ফলে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে তিনজন কালো ছাত্র মারা যায় এবং সাঁইত্রিশ জন আহত হয়। মেক্সিকো শহরে অনুষ্ঠিত অলিম্পিক গেমসে দুজন কালো দৌড়বিদ মেডেল অর্জন করে এবং তারপর খুব সামান্য অপরাধে তাদেরকে আমেরিকান টিম থেকে বহিষ্কার করা হয়। নেভাদায় খুবই শক্তিশালী একটা হাইড্রোজেন বোমা বিস্ফোরিত হয় এবং আমেরিকার দূরবর্তী মরুভূমি থেকে এই কম্পন ছড়িয়ে পড়ে একশো মাইল দূরে লাস ভেগাসে।

আমেরিকার বাণিজ্যিক বিমান ছিনতাই করে কিউবায় নিয়ে যাওয়ার জন্য ফিদেল ক্যাস্ট্রো প্রশংসিত হয়। আরও প্রশংসিত হয় আমেরিকার সবচেয়ে গ্ল্যামারাস বিধবা জ্যাকুলিন কেনেডির ব্যক্তিগত বিমানে চড়ে আয়োনিয়ান সমুদ্রে অবস্থিত ব্যক্তিগত দ্বীপে গ্রীক কোটিপতি অ্যারিস্টোটল ওনাসিসকে বিয়ে করার জন্য উড়ে যাওয়া। অরিগন রাজ্যের কারাগারে শতশত বন্দির হাঙ্গামায় দুই মিলিয়ন মূল্যের সম্পদ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া। সেখানে নতুন ওয়ার্ডেন নিযুক্ত করা হয়। এসবই তৎকালীন আমেরিকার অস্থিরতাকেই তুলে ধরে।

মানুষ তখন সোনা কেনার জন্য ভিড় করতে শুরু করেছে। আরবের শেখরা তেলের রয়ালটিতে ডলার সম্পৃক্ত করে এবং তারা ছিল সক্রিয় ব্যবসায়ীদের মধ্যে অন্যতম। ক্যালিফোর্নিয়ার শিল্পপতি এবং শিল্প সংগ্রাহক নর্টন সাইমন ১.৫ মিলিয়ন ডলারেরও বেশি অর্থ খরচ করে রেনোয়ার চিত্রকলার জন্য। নগ্ন শরীর চিত্রায়িত করার স্টুডিও খোলা হয় বেশ কয়েকটি শহরে। শিকাগো শহরের এরকম একটা স্টুডিওর ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করে আটাশ বছর বয়সী হ্যারোল্ড রুবিন। এই সময়ে সবচেয়ে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে সাহিত্যে ফিলিপ রথ-এর উপন্যাস *পোর্টনয়েজ কমপ্লেইন্ট*। ফিলিপ রথ তখন পরিচিত ছিল অবিরাম হস্তমৈথুনকারী হিসেবে।

এসময় 'মিস আমেরিকা' প্রতিযোগিতার উৎসবে আটলান্টিক সিটিতে আসা সুন্দরীরা তাদের ব্রেসিয়ার পুড়িয়ে ফেলে। জন্মনিয়ন্ত্রণের পিলের ব্যাপক ব্যবহার তখন আমেরিকার জন্মহার সবচেয়ে নিচে নামিয়ে আনে। নারী ও পুরুষের মুখোমুখি নগ্নতা প্রর্দশিত হয় নিউ ইয়র্কে মঞ্চে অভিনীত *হায়ার* নাটকে এবং আমদানিকৃত সুইডিশ ছবি *'আই অ্যাম কিউরিয়াস (ইয়োলো)*-তে। এসময়ে দেশের মানুষ যৌনলালসা এবং সংগঠিত অপরাধ মোকাবেলা করার জন্য একজন সর্বোচ্চ কর্মকর্তা নির্বাচনের আগেই নিউ ইয়র্কে অশ্লীল ভাষার একটা ট্যাবলয়েড প্রকাশিত হয়। নাম *স্ক্রু*। এটাকে পুরোপুরি পর্ণোগ্রাফি বলা যেতে পারে।

এই পত্রিকায় মাধ্যমে যে ধারণা প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করা হয় তা হল, বয়স্কদের কাছে অশ্লীল বলে কিছু নেই এবং পর্ণোগ্রাফি, যা মানুষের অন্যান্য প্রতিক্রিয়ার মতোই একটি পদ্ধতি যার মাধ্যমে প্রকৃতিকে জানা যায়। সুতরাং খোলামেলা যৌনতা চিত্রায়িত করলে তাদের অধিকাংশই অসন্তুষ্ট হয়, যারা নিজের নগ্নতার কাছে লজ্জিত। নিন্দনীয় বুর্জোয়া সংস্কৃতির দ্বারা দ্রুত এই পত্রিকার ওপর আইনের হামলা শুরু হয়।

প্রতি সপ্তাহে প্রকাশিত *স্ক্রু* এর প্রতি কপির মূল্য ছিল পঁয়ত্রিশ সেন্ট। প্রত্যেক কপিতেই নারী ও পুরুষ তাদের যৌনাঙ্গ প্রদর্শন করছে এবং তা আঙুল ঢুকিয়ে দিচ্ছে মার্জিত সমাজের ভেতরে। সংবাদপত্রের পাতায় তখন চার-অক্ষরের হেডিং প্রকাশিত হতে থাকে। বিশ্বাস করা হত যে এভাবে দেশের অধিকাংশ মানুষের ক্রুদ্ধতা ও হতাশাকে প্রতিফলিত করা হচ্ছে। ব্যভিচারের সঙ্গে সম্পৃক্ত রাজনৈতিক নেতা ও বিচারপতিদের নিয়ে এই পত্রিকায় প্রকাশিত হত ব্যঙ্গ কার্টুন।

'স্ক্রু' পত্রিকায় প্রকাশিত নগ্ন মেয়েদের ছবির ভেতরে কদাচিৎ সুন্দরী যুবতী দেখা যেত। দেখতে সাধারণ এরকম মেয়েদের ছবি বেশি ছাপা হত এই পত্রিকায়-যেমন মলি ব্লুম ও কনস্ট্যান্স চ্যাটারলি। *স্ক্রু* পত্রিকাই প্রথম আমেরিকায় মহিলাদের জন্য লিঙ্গসদৃশ ভাইব্রেটর ও পুরুষদের জন্য কৃত্রিম যোনি ও ফেলোনো যায় এরকম রবারের পুতুল বিক্রির জন্য বিজ্ঞাপন প্রচার করতে শুরু করে। এমনকি তারা পতিতাদের যৌনমিলনের প্রকাশ্য প্রস্তাবের বিজ্ঞাপনও ছাপতে থাকে। এছাড়া আরও ছাপতে থাকে চিরকুমারী নিঃসঙ্গ নারীদের আকাঙ্ক্ষা ও নিঃসঙ্গ মানুষের অস্বাভাবিক যৌনাকাঙ্ক্ষা। বিজ্ঞপনগুলি এরকম 'সুদর্শন। পা বিশেষজ্ঞ। সংবেদনশীল হৃদয়ের মেয়েদের সঙ্গ চাই। লিখুন ইডি, জিপিও বক্স ২৪২৮ নিউ ইয়র্ক সিটি ১০০০১।'

নিউ ইয়র্কের পুলিশ পর্ণোপত্রিকা *ইরোজ*-এর প্রকাশক রালফ গিনজবার্গকে গ্রেফতার করে এবং *চি* নাটকের মঞ্চায়ন নিষিদ্ধ করে। দশজন অভিনেতা অভিনেত্রীকে গ্রেফতার করে ফ্লোরে কর্মরত সুইপারসহ, কারণ নাটকে মুখমৈথুনের দৃশ্য ছিল, যা থিয়েটার দর্শকদের কাছে নৈতিকতার দিক থেকে বিপদজনক বলে বিবেচিত হত। *স্ক্রু* জানতে চায়, একই সপ্তাহে ১৪৫ জন মানুষ খুন হয়েছে, কিন্তু পুলিশ কেন সেইসব ব্যাপারে কার্যকর কোনো ব্যবস্থা নেয়নি। নিউ ইয়র্কের সেক্সশপ, প্রাপ্তবয়স্কদের বইয়ের দোকানে এবং পর্ণো- থিয়েটারে পুলিশ ঘনঘন হামলা চালাতে থাকে।

স্ক্রু পত্রিকায় নিয়মিত এসব খবর ছাপা হয়। এসময় ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও ধর্মীয় নিয়ন্ত্রণের মাঝখানে ক্লান্তিহীন যুদ্ধ চলতে থাকে। প্রধান প্রধান খবরের কাগজগুলো টাইম স্কোয়ারে অনুষ্ঠিত শহরের অশ্লীলতাবিরোধী প্রচারণার খবরকে গুরুত্ব দেয়। টাইম স্কোয়ার-এর বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয় যে এই স্থানটি তখন কম নিরাপদ এবং সাম্প্রতিক বছরগুলোতে যৌনব্যবসা এখানে দ্রুত প্রসারিত হচ্ছে। *স্ক্রু* জানায় যে এই স্কোয়ার সবসময়ই অতিরঞ্জিত ছিল শহরের সেইসব জমকালো মানুষদের দ্বারা, যারা মূলত মেধাহীন এবং তাদের কেবলই ছিল চটকদারি। এটা হল সেই জায়গা যেখানে জনগণ অনুসন্ধান করে তা-ই যা তারা তাদের প্রতিবেশীদের ভেতরে খুঁজে পায় না। মোট কথা, টাইম স্কোয়ার বর্তমানে একটা কম নিরাপদ জায়গা।

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটকে গুরুত্ব দেয়ার জন্য *স্ক্রু* পত্রিকা প্রায়ই অতীতকালের পতিতা ও শো-গার্লদের কিছুটা রঙ নষ্ট হয়ে যাওয়া ছবি ছাপত, যা একসময় ছিল নিউ ইয়র্কের আতঙ্ক। এসব ছবির ক্যাপশন ছিল, 'পুরোনো দিনের অশ্লীলতা'। এসব ছবি ছিল খুবই উদ্ভট। এগুলো তোলা হত খুবই গোপনে। এসব নারীরা ছিল অশ্লীলতায় ভরপুর। তারা মোটেও ভাবত না যে এসব ছবি দেখলে তার প্রতিবেশীদের কীরকম প্রতিক্রিয়া হবে। অবশ্য অনেক প্রতিবেশীই বর্তমানে মারা গেছে যারা তাদেরকে চিনত।

স্ক্রু অফিসে প্রথম পুলিশি হামলা হয় ১৯৬৯ সালের ৩০ মে সংখ্যা প্রকাশের পর। এই সংখ্যায় ছাপা হয়েছিল, নিউ ইয়র্কের মেয়র জন লিন্ডসে তার তাগড়া লিঙ্গ প্রদর্শন করছে। সুতরাং *স্ক্রু*-এর সম্পাদক অশ্লীলতার দায়ে অভিযুক্ত হয়। পুলিশ স্টেশনে গিয়ে তাকে আঙুলের ছাপ দিতে এবং স্বল্প সময়ের জন্য হাজতবাস করতে হয়। এদিকে পত্রিকা প্রতি সপ্তাহে প্রকাশিত হতে থাকে। *স্ক্রু* পত্রিকার মাধ্যমে আর্থিক স্বচ্ছলতা আসায় সেরা আইনজীবীকে নিয়োগ করা হয় এই মামলা পরিচালনার জন্য। এই আইনের প্রথম সংশোধনী অনুযায়ী সম্পাদক বেকসুর খালাস পেয়ে যায়।

প্রকাশনার এক বছর পেরিয়ে যাওয়ার পরও পুলিশ রাস্তায় পাশের হকারদেরকে প্রকাশ্যে *স্ক্রু* পত্রিকা বিক্রি করার জন্য মাঝে মধ্যে তাড়া করে, মাঝে মাঝে গ্রেফতার করে। উল্লেখ্য, এসব হকারের মধ্যে কিছু কিছু ছিল অন্ধ। সপ্তাহে এই পত্রিকা বিক্রি হত এক লাখ চল্লিশ হাজার কপি। ঔপন্যাসিক গোর ভিদাল বলেছিলেন *স্ক্রু* হচ্ছে আমেরিকার একমাত্র পত্রিকা যা যথাযথভাবে পাঠকের কাছে পৌঁছায়।

অধিকাংশ পাঠকই ছিল এই পত্রিকা সম্পর্কে পুরোমাত্রায় আগ্রহী। কারণ এই পত্রিকায় সেইসব বারের ঠিকানা ছাপা হত যেখানে রয়েছে উপভোগ্য দম্পতি, যারা

সঙ্গী ভাগাভাগি করে, রয়েছে সমকামিনী নারী, সমকামী পুরুষ এবং মুখমৈথুনকারী নারী ও পুরুষ। এছাড়া পাঠক আরও জানতে পারত কোথায় ডিলডো ও কনডোম বিক্রি হয়, জানতে পারত কোথায় পাওয়া যাবে কৃত্রিম যোনি অথবা যোনি ও স্তনওয়ালা রবারের পুতুল। এসব ঠিকানা খুঁজে অনেকে বিভিন্ন জিনিস কিনত আবার অনেকে ডাকে অর্ডার দিত। কারণ কোনোকিছু ডাক মারফত পেলে তা আবার ডাকেই ফেরত পাঠাত। আরও পাওয়া যেত লিঙ্গবর্ধনকারী যন্ত্র যা 'পেনিস এনলার্জার' হিসেবে পরিচিত। লিঙ্গবর্ধনকারী এবং অধিক সময় লিঙ্গের উত্থান ধরে রাখার জন্য পাওয়া যেত লোশন। এগুলোর দামও ছিল সাধারণ দ্রব্যমূল্যের চেয়ে অনেক বেশি।

পর্ণো সিনেমার বিজ্ঞাপনও *স্ক্রু* পত্রিকা ছাপতে শুরু করে। এমনকি প্রতিটি ছবির আলোচনাও ছাপা হত এই পত্রিকায়। তবে ক্লাব ও বারগুলোতে মাঝে মাঝে পুলিশ হামলা চালাত। এছাড়া কোনো কোনো উপন্যাসের ইন্দ্রিয়পরায়ণ কিছু প্যারাগ্রাফ *স্ক্রু* পত্রিকা প্রায়ই ছাপত। এই পত্রিকাতেই জেমস জয়েসের নির্বাচিত কিছু চিঠি প্রকাশ করা হয় যা মূলত তিনি তার স্ত্রী নোরাকে লিখেছিলেন। এসব চিঠির কোনো কোনোটিতে মর্ষকামের (প্রেণয়ী বা প্রণয়িনী কর্তৃক নিপীড়িত হয়ে যৌনানন্দ লাভের অনুভূতি) প্রতি তার আগ্রহ প্রকাশিত হয়েছে। বিশেষ করে যখন সে দীর্ঘসময় বাড়ির বাইরে থেকেছে। যেমন, একটা চিঠিতে দেখা যায়: 'নোরা, তুমি আমাকে চাবুক মারলে আমি খুবই আনন্দিত হব।' এছাড়া মুখমৈথুন এবং পায়ুমৈথুনের উল্লেখ রয়েছে অন্য এক চিঠিতে 'খুব ছোটখাটো বিষয়গুলো আমার লিঙ্গকে মুহূর্তেই খাড়া করে দেয়–বেশ্যাদের মতো তোমার মুখের নড়াচড়া, তোমার ধবধবে সাদা নিতম্বের চেরার মাঝখানে বাদামি রঙের ফুটো...তোমার কামুক ঠোঁটের উষ্ণ চোষণ আমার লিঙ্গে অনুভব করে আনন্দ পাই। তোমার লাল বোঁটাওয়ালা দুই স্তনের মাঝখানে লিঙ্গ ঢুকিয়ে করতে চাই, সজোর বীর্য নিক্ষেপ করতে চাই তোমার ঠোঁটে ও কপোলে, তোমার নিতম্বের খাঁজকে বিদ্ধ করতে চাই লিঙ্গ দিয়ে এবং তোমার পায়ুমৈথুন করতে চাই।'

যৌনমিলনের ফ্যান্টাসির এটা একটা মানসম্পন্ন পর্যায়। এ সম্পর্কে এইচ. এল মেনকেন বলেন পৃথিবীর বড় বড় লেখকেরা কখনও রক্ষণশীল ছিলেন না।

স্ক্রু পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা এবং নির্বাহী সম্পাদক ছিল আলভিন গোল্ডস্টেইন। সমাজকে প্রভাবিত করার কোনো প্রবণতা তার ছিল না। কিন্তু বহু মানুষ তাকে পছন্দ করত, যাদেরকে সে চিনত না। বত্রিশ বছর বয়সেও গোল্ডস্টেইন ছিল লাজুক, তার ওজন কিছুটা বেশি ছিল এবং যৌনতার ক্ষেত্রে সে ছিল হতাশ এবং ক্লান্তিহীন। সে প্রথম বিয়ে করেছিল একজন ইহুদি রাজকুমারীকে। শুরু থেকেই তার পিতামাতা এই বিয়েতে আপত্তি জানায়। এই বিয়ের পরিসমাপ্তি ঘটে খুবই তিক্ততার ভেতর দিয়ে। সে দ্বিতীয়বার বিয়ে করেছিল শান্তশিষ্ট এক বিমানবালাকে।

গোল্ডস্টেইন নিউ ইয়র্কের পেস কলেজ থেকে এক সময় ঝরে পড়ে। সেখানে সে মূলত ইংরেজি অধ্যয়ন করত। তারপর সে ইনস্যুরেন্সের এজেন্ট হিসেবে কাজ করে, কিছুদিন ট্যাক্সি চালায়, একটা গ্লাস কারখানায় প্যাকিঙের কাজ করে, নিউ ইয়র্ক ওয়ার্ল্ড ফেয়ারে পিচম্যানের চাকরি নেয়, বেনডিক্স কর্পোরেশনের পক্ষে গোয়েন্দাগিরি করে

এবং *ন্যাশনাল মিরর* নামে একটা সাপ্তাহিক ট্যাবলয়েড পত্রিকা প্রকাশের পাশাপাশি উত্তেজনাপূর্ণ কাহিনী লিখতে শুরু করে। তার এসব লেখার জন্য তাকে শাস্তি পেতে ও আর্থিক জরিমানা গুনতে হয়েছে।

গোল্ডস্টেইন লালিতপালিত হয়েছে ব্রুকলিনে। যৌবনেই সে বিভিন্ন ধরনের নিষ্ঠুরতা পর্যবেক্ষণ করেছে। তার প্রিয় খেলা ছিল খরিদ্দার সেজে দোকান থেকে কিছু চুরি করা। বয়োসন্ধিকালে সে ছিল তোতলা, থলথলে এবং ভীতিগ্রস্ত এক কিশোর এবং চৌদ্দ বছর বয়স পর্যন্ত সে বিছানায় প্রস্রাব করত। পাবলিক স্কুলে পড়ার সময় এক জেদি ইহুদি মহিলার সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা গড়ে ওঠে। এই মহিলা পাবলিক স্কুলে শিক্ষকতা করত। মহিলার ক্লাসে সে তার দিকে তাকাত না, যদি তার চোখে চোখ পড়ে যায়। সে তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ছবি আঁকত–একজন পাইলট অন্য পাইলটের প্লেন গুলি করে নামাতে চেষ্টা করছে। যখন সে পঞ্চম গ্রেডের ছাত্র তখন বোর্ড অব এডুকেশন তাকে চিকিৎসার জন্য শিশু-মনোবিজ্ঞানীর কাছে পাঠায়। কিন্তু স্কুলের লেখাপড়ার কোনো উন্নতি হয় না। তার নৈতিক চরিত্রের আরও অবনতি ঘটে। স্কুলে পড়ার সময় ছাত্রদের দ্বারা সে নিগৃহীত হত। সহপাঠীরা তাকে উপেক্ষা ও অবহেলা করত। ফলে তার নিঃসঙ্গতা বৈরিতায় পর্যবসিত হয়। স্কুল পরিত্যাগ করার পর সে নিয়মিত বয়স্ক ছেলেদের কাছে মার খেত, বিশেষ করে কালো ছেলেদের কাছে। এক সময় এই নির্যাতন সে পছন্দ করতে থাকে। সে স্কুলে খেলোয়াড়দের সঙ্গে ইচ্ছা করে মারামারি করত। কোনো কোনো ক্ষেত্রে সে তাদেরকে প্ররোচিত করত। ফলে সে দারুণভাবে নির্যাতিত হত। তারপর সে তাদেরকে চ্যালেঞ্জ করত।

গোল্ডস্টেইনের মাও তার মতো সামান্য তোতলা ছিল। সে ছিল একজন রাশান অভিবাসীর কন্যা। তার পিতা ছিল আন্তর্জাতিক নিউজ ফটো এজেন্সির বার্তাবাহক এবং একজন চিত্রগ্রাহক। পিতার প্রতি তার ঔৎসুক্যের কারণ ছিল সে তার অফিসের ড্রয়ারে মেয়েদের নগ্নছবি রাখত। অধিকাংশই প্রাচ্যদেশীয় নারীদের ছবি। এসব ছবি সে তুলেছিল যুদ্ধের সময় প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল থেকে। অন্য ছবিগুলো সে যোগাড় করেছিল তার পুলিশ বিভাগের বন্ধুদের কাছ থেকে। পুলিশ টাইম স্কোয়ারে হামলা চালিয়ে এসব ছবি উদ্ধার করেছিল।

গোল্ডস্টেইন পরিবারের পুরুষ সদস্যদের ভেতরে আলভিন পছন্দ করত তার মামা জর্জকে। তার মায়ের ভাই। সে ছিল একজন চমৎকার মানুষ। তার বিবাহবিচ্ছেদ ঘটেছিল। সে বসবাস করত ব্রডওয়ের একটা হোটেলে। সেখানে সে পার্কিং প্লেসে গাড়ির তত্ত্বাবধান করত এবং একই সঙ্গে সে ছিল গাড়ির মেকানিক। বহু লোকের গাড়ি সে মেরামত করত কিন্তু কারো সঙ্গেই তার কোনো অন্তরঙ্গতা ছিল না। তারপরও সে তার ভাগ্নেকে বলেছিল ব্রডওয়ের এসব সেরা প্রযোজক, অভিনেতা-অভিনেত্রী, জুয়াড়ি এবং বেশ্যার দালালদের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা রয়েছে। সেসময় আলভিনের বয়স মাত্র

ষোলো বছর। সে একদিন তার মামার কাছ থেকে একটা টেলিফোন পায়। মামা তাকে তার হোটেল কক্ষে আসার নির্দেশ দেয় রাত দশটায় এবং বলে সেখানে একজন নারী তার জন্য অপেক্ষা করবে।

আলভিন স্যুট পরে ফিটফাট অবস্থায় নির্দিষ্ট সময়ের আধাঘণ্টা আগেই হোটেলে পৌঁছায়। মামা তাকে অভ্যর্থনা জানায়। তাকে হুইস্কি ঢেলে দেয় পান করার জন্য। তারপর তাকে নিয়ে যায় হোটেলের উল্টোদিকের ওষুধের দোকানে কনডোম কেনার জন্য এবং দামি কনডোম কিনে দেয়। মামা আলভিনকে বলে হোটেলে ফেরার আগে সে কিছুক্ষণ এই এলাকাতেই হাঁটাহাঁটি করতে পারে। ততক্ষণে মহিলা পৌঁছে যাবে।

কুড়ি মিনিট পর আলভিন যখন হোটেলে ফিরে এল তখন ৭০৯ নম্বর রুমের দরজা অর্ধেক খোলা এবং অন্ধকার লিভিংরুমে বসে মামা টেলিভিশনে রেসলিং দেখছে। মামা তাকে কাছে আসতে বলে এবং তার জ্যাকেটটা খুলে দেয়। তারপর বেডরুমের দিকে আঙুল নির্দেশ করে এবং বলে, 'তোমার প্রতিটি মুহূর্ত এখন আনন্দের হোক।'

বিচলিত হাতে আলভিন দরজা খোলে এবং সম্পূর্ণ অন্ধকারের ভেতর থেকে আসা একটা নীরস কণ্ঠস্বর শুনতে পায়, 'হ্যালো, আমি হেলেন। আমি এখানে তোমাকে দেখে খুব খুশি হয়েছি।' সে আরও বলে, 'ভেতরে এসো এবং দরজা বন্ধ করে দাও। ভয়ের কিছু নেই।' তাকে আলভিনের বেশ ভদ্র ও বন্ধুত্বপূর্ণ মনে হল, যদিও সে তখনও তাকে দেখেনি, কিন্তু সে তার পারফিউমের গন্ধ পায়।

'তুমি কি বিচলিত বোধ করছ?' হেলেন জানতে চায়।

'না', আলভিন বলে।

'তুমি কি তোমার পোশাক খুলে আমার কাছে আসবে?'

'হ্যাঁ।'

সে তখন তাকে দেখতে পায়। বিছানায় বসে আছে বেডকভারের নিচে। আলভিন দেখে নারীটি স্বর্ণকেশী। সে খুব যত্নের সঙ্গে স্যুট ও টাই খুলে চেয়ারের ওপর রাখে। তারপর ধীরে ধীরে বিছানার কাছে যায়। সে অনুভব করে হেলেনের হাত তাকে জড়িয়ে ধরছে। মা তার শিশুকে যেভাবে বুকের সঙ্গে জড়িয়ে ধরে আদর করে, সেভাবেই হেলেন তার সারা শরীরে হাত বোলায়। তার হাত নিয়ে নিজের স্তনের ওপর রেখে তা চাপাচাপি করার নির্দেশ দেয়। হাত বোলাতে বলে তার পেটে ও দুপায়ের মাঝখানের চুলে। হেলেনের শরীর বিশাল ছিল কিন্তু সে মোটা ছিল না। যখন আলভিন তার মুখ স্তনের ওপর চেপে ধরে চুষতে থাকে তখন সে তাকে উৎসাহ দিয়ে বলে, 'তুমি ঠিক কাজটিই করছ। তুমি এখন যা চাও তাই করতে পারো।'

তারপর আলভিন অনুভব করল যে হেলেনের হাত শরীর আবিষ্কারের চেষ্টা করছে। সে তার লিঙ্গ স্পর্শ করে তাকে উত্তেজিত করে তোলার চেষ্টা করে যা বিস্ময়কর এবং মজার। তারপর হেলেন জিজ্ঞাসা করে তার কাছে কনডোম আছে কিনা। সে জানায় আছে, কিন্তু যখনই সে তা আনার জন্য উঠে দাঁড়ায় তখনই সে জানালা দিয়ে আসা আলোতে নিজের উত্তেজিত লিঙ্গ দেখে অপ্রতিভ হয়ে পড়ে এবং হেলেনের দিকে পেছন ফিরে দাঁড়ায়। তারপর সে তার প্যান্ট ও শার্টের পকেটে

কনডোম খুঁজতে থাকে। অনেক খোঁজাখুঁজির পর অবশেষে কনডোম পাওয়া যায়। কিন্তু পুনরায় বিছানায় আসার পর আলভিন দ্বিধান্বিত হয়। কীভাবে কী করবে সে তা বুঝে উঠতে পারে না। হেলেন তখন তার হাত থেকে কনডোমটা নিয়ে অভিজ্ঞ হাতে আলভিনের খাড়া হয়ে থাকা লিঙ্গে পরিয়ে দেয় এবং বলে, 'সবকিছুই এ পর্যন্ত ঠিকঠাক মতো হয়েছে।' আলভিন তখন খুবই উত্তেজিত।

নিজের মুখের লালায় হাতের আঙুলের ডগা ভিজিয়ে হেলেন তার যোনিমুখ পিছল করে নেয়। তারপর আলভিনকে টেনে নেয় বুকের ওপর। তার লিঙ্গ প্রবেশ করিয়ে নেয় নিজের যোনিতে এবং আলভিন তখন আস্তে আস্তে ধাক্কা দিতে থাকে। সে অনুভব করে এই বিশাল মহিলা তাকে একেবারে জড়িয়ে ধরেছে তার ভারী দুই পা ও লম্বা দুই হাত দিয়ে এবং যখন তার বীর্যপাত ঘটে তখন সে আলভিনকে আঁকড়ে ধরে বলে, 'আহ্ কী সুখ।' কিন্তু আলভিন নিজেকে সুখী মনে করতে পারে না।

আলভিন আরও কিছুক্ষণ তার পাশে শুয়ে থাকে। হেলেন জানতে চায় স্কুল তার কেমন লাগে, সে কী কী ধরনের খেলা খেলতে পছন্দ করে, সে কোনো মেয়ের প্রেমে পড়েছে কি না, কাউকে তার ভালো লাগে কিনা এবং সেইসঙ্গে অন্যান্য সাধারণ প্রশ্ন। কিন্তু হেলেন নিজের সম্পর্কে কোনো কথাই বলে না। আলভিন তার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে লজ্জা পায়। হেলেনের সঙ্গে বিছানায় শুয়ে থাকতে আলভিনের খুব ভালো লাগে, কিন্তু এমনিতেই দেরি হয়ে গেছে এবং সকালে তাকে স্কুলে যেতে হবে। সুতরাং সে বলে তার বাসায় ফেরা উচিত। আলভিন পোশাক পরতে থাকে, কিন্তু হেলেন বিছানায় শুয়েই থাকে এবং সে যখন শুভরাত্রি ও ধন্যবাদ জানায় তখন হেলেন তাকে চুমু খায়।

লিভিংরুমে এসে দেখে তার মামা তখনও টেলিভিশনে রেসলিং দেখছে। আলভিনকে দেখে উঠে দাঁড়ায় এবং জিজ্ঞাসা করে সবকিছু ঠিকঠাক মতো হয়েছে কিনা। আলভিন মাথা নাড়ে, করমর্দন করে এবং লিফটে চড়ে নেমে আসে ব্রডওয়ের রাতের বাতাসে এবং সঙ্গে সঙ্গে তাকে ঘিরে ধরে অসংখ্য মানুষ, শব্দ এবং আলো। তার মনে হয় তার বয়স বেড়ে গেছে।

কয়েক মাসের মধ্যে তার বয়স সতেরো বছর পূর্ণ হয় এবং সে স্কুল থেকে ঝরে পড়ে। তারপর সে সেনাবাহিনীতে যোগ দেয়। তার পিতার এক বন্ধু পেন্টাগন থেকে চিঠি দেয় আলভিনকে সেনাবাহিনীতে ভর্তি করানোর জন্য। এই সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়ে পরবর্তী দুবছর সে বিভিন্ন ধরনের কাজ করে। এমনকি চিত্রগ্রাহক হিসেবে সেনাবাহিনীর অন্তত কয়েকশত কুচকাওয়াজের ছবি তুলেছে, পদক-প্রদান উৎসবের ছবি তুলেছে এবং একবার এক সার্জেন্টের অনুরোধে সে এক পতিতার ছবি তোলে। ছবি তোলার আগে পতিতা তার লিঙ্গ চুষে তৃপ্তি দিয়েছিল।

সেনাবাহিনীতে যাবার সময় আলভিন ছিল ইউরোপ ও আমেরিকার পতিতাদের পৃষ্ঠপোষক। সেনাবাহিনী থেকে বহিষ্কার হওয়ার আগে পর্যন্ত নিয়মিত পতিতাদের সঙ্গে সে যোগাযোগ রাখত। তবে অর্থের বিনিময়ে যৌনমিলন তার একেবারেই পছন্দ হত না। এই সময়ে তার প্রথম মনে হয় সামাজিকভাবে ও মেধার দিক থেকে তার

চারপাশের মানুষের চেয়ে সে কোনোদিক থেকেই ছোট নয়। সেনাবাহিনীতে যোগ দেয়ার পর সে পরিপক্বতা অর্জন করেছিল। সেসময় ব্যারাকের বহু নিঃসঙ্গ রাত্রি কেটেছে তার বই পড়ে এবং পেস কলেজে ভর্তি হওয়ার পর সে দেখতে পায় তার অধিকাংশ সহপাঠী তার থেকেও দুই অথবা তিন বছরের বড়। তবে তার সহপাঠীদের চেয়ে সে অনেক বেশি ভ্রমণ করেছে এবং যুদ্ধফেরত সৈনিক হিসেবে সে একটা মর্যাদাও ভোগ করত। লেখাপড়ার সাফল্যের অংশ হিসেবে সে ক্যাম্পাস থেকে প্রকাশিত সংবাদপত্রেও লেখালিখি করত এবং ক্লাস শেষে প্রতিরাতে সে শিক্ষনবিশ চিত্রগ্রাহক হিসেবে কাজ করত তার পিতার সঙ্গে আন্তর্জাতিক নিউজ ফটো এজেন্সিতে। এছাড়া কলেজের বিতর্ক প্রতিযোগিতাতেও সে যোগ দেয় এবং দলনেতা নির্বাচিত হয়।

অন্যের কাছে নিজেকে গ্রহণযোগ্য করে তোলার ব্যাপারে অলিভিনের কোনো চেষ্টা ছিল না। সে জানত তার বিশাল সন্তুষ্টি আসবে সেই কথা জেনে যে, বৃদ্ধ শিক্ষক ও সহপাঠীরা তার বিজয়ের সম্ভাবনা হৃদয়ঙ্গম করতে ব্যর্থ হয়েছে।

আলভিনের কাছে বিজয়ের অর্থ হচ্ছে সবকিছু, বিশেষ করে কলেজের একজন বিতর্ককারী হিসেবে। কারণ, পেস কলেজকে চ্যালেঞ্জ করেছিল আইভি লিগের একটা দল, যার সদস্যরা সামাজিকভাবে অনেক সুবিধা ভোগ করে থাকে এবং ধনী। সুতরাং জিততে হলে আলভিনকে কিছু একটা করতে হবে সে প্রতারণামূলক ঘটনার সূত্রপাত করতে পারে, পারে বিভিন্নভাবে কয়েক ডজন মিথ্যাকে চাপিয়ে দিতে এবং এসবের কোনোটাই তার সচেতনতায় বিঘ্ন ঘটাবে না। তার দৃষ্টিতে আইভি লিগ মিথ্যাচারের অভিযোগে অভিযুক্ত হওয়ার যোগ্য।

কলেজের শিক্ষকদের সঙ্গে আলভিন কলহে জড়িয়ে পড়ে। সে শিক্ষকদের অভিযুক্ত করে ক্যাম্পাসের সংবাদপত্রে ক্যাম্পাসের রাজনীতি সম্পর্কে সম্পাদকীয় লেখে। ক্লাসে ছাত্রদের জ্যাকেট ও টাই পড়ার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। তার বিরুদ্ধে কলেজের শিক্ষকরা অভিযোগ করে সে পাঠ্যবই পড়ে না। সে পড়ে কেরোয়াকের উপন্যাস ও অ্যালেন গিনসবার্গের কবিতা। কলেজের ক্লাস পরীক্ষায় সে কম নম্বর পেতে থাকে এবং তার সারাদিনের অধিকাংশ সময় সে ব্যয় করে কলেজের এক সুন্দরী সহপাঠিনীর সঙ্গে, সে ডিবেট দলেরও একজন সদস্য ছিল।

এই সহপাঠিণী যখন তার প্রথম যৌনমিলনের অভিজ্ঞতার কথা বলে, তখন তাকে খুব আবেগপ্রবণ মনে হয়। তার কাহিনী আলভিনের কাছে রোমাঞ্চকর মনে হয়। যৌনতার ব্যাপারে তার সহপাঠিণী ছিল অভিযানপ্রিয় এবং একই সঙ্গে তার জনপ্রিয়তাও কম ছিল না। শুরু থেকেই সে এটা পরিষ্কার করেছে যে তার সামাজিক জীবনকে সীমাবদ্ধ করার কোনো সংকল্প তার নেই, বিশেষ করে তার রাত্রিকালীন আকাঙ্ক্ষাকে বাদ দিয়ে। কখনও কখনও আলভিন জানত এবং কখনও কখনও সে তাকে না জানিয়ে অন্য পুরুষদের সঙ্গে বিছানায় যেত এবং তার যৌন আচরণের ভেতরে কোনো সঙ্গতি ছিল না। ফলে তাকে নিয়ে আলভিন ক্রমাগত অনিশ্চয়তা ও হতাশার মধ্যে সময় কাটাত। তার একটা সমস্যা ছিল এবং তা হল সে তার কাছ থেকে নিজেকে সরিয়ে নিতে পারত না, আবার তাকে সে নিয়ন্ত্রণও করতে পারত না।

মেয়েটির আকর্ষণ ছিল আলভিনের শরীরের প্রতি। এক রাতে আলভিন তার নগ্ন শরীর কল্পনা করে হস্তমৈথুন করে, যখন যুবতী তার সঙ্গে ছিল না। সে কল্পনা করে তার চমৎকার শরীর চিৎ হয়ে পড়ে আছে এবং দীর্ঘ দুটো পা জড়িয়ে ধরেছে তার ওপরে সঙ্গমরত পুরুষের শরীর–এই কল্পনা তাকে উন্মাদ করে তুলেছিল।

আলভিনের ওজন বরাবরই বেশি ছিল। সুতরাং যেসব নারীর ওজন বেশি তাদেরকে সে পছন্দ করত না। উল্লেখ্য, তার মারও ছিল বিশাল দুটো স্তন। সম্ভবত সে কারণেই মোটা মেয়ের প্রতি সে বিরক্ত হত। আলভিন প্রলুব্ধ হত সুগঠিত ছোট স্তন দেখলে। ফলে তার সহপাঠিনীর প্রতি সে আকর্ষিত হয় এবং তার সঙ্গে একান্তে সময় কাটাতে থাকে। তাকে জয় করাটা ছিল আলভিনের কাছে ডিবেট জেতার মতো একটা চ্যালেঞ্জ। সে বিশ্বাস করত শেষপর্যন্ত সে এই ধূর্ত নারীকে জয় করবে, জয় করবে তার যোনি-চোষণে পারদর্শী ঠোঁট ও জিভ দিয়ে।

এই যুবতীর হৃদয়ে প্রবেশ করার একটাই পথ ছিল এবং সম্ভবত তা হল তার যোনিদ্বার ও যোনিওষ্ঠ চুম্বনের মাধ্যমে। এক রাতে পরীক্ষামূলক ভাবে হঠাৎ করেই ঘটনাটা ঘটে। যুবতী তার মাথাটি নিজের দুই উরুর মাঝখানে চেপে ধরে বলে এভাবে সে সবচেয়ে বেশি আনন্দ পায়, এটা তার সবচেয়ে বড় পছন্দের কর্মকাণ্ড। দু'একবার সে এ ব্যাপারে শুনেছে কিন্তু আগে কখনও করেনি। এই কর্মকাণ্ড একজন পুরুষকে নারীর বশীভূত করে ফেলে। অনেকের কাছে শুনেছে সে, যারা যৌনবিকৃতিতে ভুগে থাকে তাদের ভেতরে এই আচরণ লক্ষ করা যায়। তারপরও সে রাতে আলভিন দীর্ঘ সময় ধরে সেই যুবতীর যোনি চোষণ করেছিল।

বস্তুতপক্ষে আলভিন বিভিন্ন গ্রন্থাগারে যৌনবিষয়ক এনসাইক্লোপেডিয়া ঘাঁটাঘাঁটি করে আবিষ্কার করে যোনি-চোষণ ও লিঙ্গ-চোষণ সম্পর্কে আলোচনা যা সরকার অশ্লীল বলে নিষিদ্ধ করেছে, এমনকি সমকাম পর্যন্ত এবং আমেরিকার অধিকাংশ রাজ্যে এটা নিষিদ্ধ ছিল। কোনো বিবাহিত দম্পতির এ জাতীয় কর্মকাণ্ড প্রকাশিত হলে তাদেরকেও শাস্তি দেয়া হত। কানেকটিকাটে মুখমৈথুনের শাস্তি ছিল তিরিশ বছর জেল। জর্জিয়াতে মুখমৈথুনকে বলা হত 'প্রকৃতির বিরুদ্ধে সংঘটিত অপরাধ।' এর সাজা ছিল কঠিন পরিশ্রমসহ যাবজ্জীবন কারাদণ্ড। মুখমৈথুনকে পশুর সঙ্গে যৌনমিলনের চেয়েও অধিক অপরাধ বলে মনে করা হত। জর্জিয়াতে পশুমৈথুনের শাস্তি ছিল পাঁচ বছরের জেল।

মুখমৈথুনের বিরুদ্ধে আইন বিকশিত হয় খ্রিস্টান যাজকদের প্রভাবে। মধ্যযুগে এ-ধরনের আচরণকে বলা হত অস্বাভাবিক, কারণ এই কর্মকাণ্ডে প্রজনন ব্যাহত হয়। তারপরও কাগজপত্রে যখন সভ্যতাকে চিহ্নিত করা হয় তখনও এই আচরণের অনুশীলন করেছে মানুষ। যোনি ও লিঙ্গ চোষণের ছবি দেখা যায় খ্রিস্টপূর্ব ২০০ সালে অঙ্কিত চৈনিক পশুচর্মের ওপর, প্রাচীনকালের প্রাচ্যদেশীয় ধান রাখার পাত্রে, সুগন্ধির বোতলে ও নস্যির কৌটায়। মুখমৈথুনের উত্তেজক ভাস্কর্যের আবির্ভাব ঘটে ভারতের মন্দিরগুলোতে এবং প্রথম শতাব্দীতে রোমান ব্যঙ্গনবিশ জুভেনাল প্রায়ই যোনি ও লিঙ্গ চোষণের কথা উল্লেখ করতেন এবং তিনি আরও বলেছেন বিষমকাম ও সমকাম চর্চার পাশাপাশি উভয় অনুশীলনই চালু ছিল। এ ধরনের কর্মকাণ্ডের স্বীকারোক্তি যারা করেছে

তাদেরকেই মধ্যযুগের চার্চগুলো প্রচুর পরিমাণ অর্থ জরিমানা করেছে এবং তাদেরকে চিহ্নিত করেছে অপরাধী হিসেবে যারা নিজে পাপকে স্বীকার করে না। ফলে মুখমৈথুন শতাব্দীর পর শতাব্দী চলে এসেছে খুবই গোপনীয়তার সঙ্গে, একমাত্র নিষিদ্ধ গ্রন্থ ও চিত্রকলা ছাড়া। যেমন আঠারো শতকের উপন্যাস *ফ্যানি হিল* এবং হেনরি মিলারের যাবতীয় রচনা।

হেনরি মিলারের সমস্ত রচনার ভেতরে যোনি চোষণের বর্ণনা পড়েই আলভিন শুধু মুগ্ধ হয়নি, সে মুগ্ধ হয়েছে মিলার একজন নারীর জন্য এই পদ্ধতিতে আনন্দ বহন করে আনতে গিয়ে কী পরিমাণ আনন্দ উপভোগ করেছে। ফলে আলভিনও তার মেয়েবন্ধুর কাছ থেকে উৎসাহ পেয়ে পুরোদমে কাজে লেগে যায়। দুপায়ের মাঝখানে যখন তার মেয়েবন্ধু তার মাথাটা ঠেসে ধরে তখন প্রথমেই সে উত্তেজক গন্ধ পায় এবং তার ঠোঁট যোনিওষ্ঠ চুম্বন করে। তারপর আপনাআপনিই তার জিভ বেরিয়ে এসে আদর করতে থাকে তার ভগাঙ্কুর এবং যোনির ঠোঁটদুটো। তারপর সে যোনিওষ্ঠ চুষতে শুরু করে এবং শক্ত করে চেপে ধরে নিতম্বের কোমল মাংস। সে অনুভব করে তার জিভ, তার লিঙ্গের চেয়ে অধিক শক্তিশালী একটা অস্ত্র, অধিক বিশ্বস্ত, সহজে নিয়ন্ত্রণযোগ্য, প্রতিটি নির্দেশে সে সাড়া দেয়। আর লিঙ্গ নরম বা নিস্তেজ হয়ে থাকতে পারে, কামোত্তেজনা নাও অনুভব করতে পারে, কিন্তু তার জিভ সবসময় যোনির ভেতরে প্রবেশ করতে ও প্রবেশ করার পর যোনির চতুর্দিকে ঘোরাফেরা করতে সক্ষম ইচ্ছা অনুযায়ী। ফলে আলভিন তার মেয়েবন্ধুর যোনি চুষতে চুষতে হেনরি মিলারের সঙ্গে একটা যোগাযোগ তৈরির চেষ্টা করে।

কিন্তু যখন সে ঐ যুবতীর সঙ্গে বিছানায় থাকে না, তখন তাকে উদাসীন মনে হয়। ১৯৬০ সালের দিকে তাদের এই সম্পর্কের সমাপ্তি ঘটে। তবে দ্রুত সে অন্য একটা মেয়েকে পেয়ে যায়, কিন্তু সে তত অভিজাত না হলেও, আলভিনের প্রতি ছিল অধিক মনোযোগী।

স্কুল ছাড়ার পর হার্স্ট অরগানাইজেশনের শিক্ষানবিশ চিত্রগ্রাহক হিসেবে কাজ করার সময় আলভিন গোল্ডস্টেইন এসব অভিজ্ঞতা অর্জন করে। খ্রিস্টমাসের ছুটির সময় কিউবায় গিয়ে ছবি তোলার জন্য এক ফটো এজেন্সির সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়। কিউবাতে নতুন ক্যাস্ট্রো সরকার ও আমেরিকার সরকারের ভেতরে একটা উত্তেজনা মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে, যা কূটনৈতিক সম্পর্ক ছেদ করার বিষয়টিকে ত্বরান্বিত করবে।

কিউবায় যাওয়ার এক ঘণ্টার ভেতরে সে হোটেলের জানালায় বসে টেলিফটো লেন্সের মাধ্যমে রাস্তায় কুচকাওয়াজরত মহিলা মিলিশিয়ার ছবি তোলে এবং বিকেলবেলা ছবি তুলতে বেরিয়ে সে বিস্মিত হয় অস্ত্রের মহড়া ও আমেরিকা বিরোধী স্লোগান সম্বলিত বিলবোর্ড দেখে।

সন্ধ্যায় সে গলায় চারটা ক্যামেরা ঝুলিয়ে বেরিয়ে পড়ে। প্রথমে সে একটা সংবাদ সম্মেলনে যায়। সংবাদ সম্মেলনে সভাপতিত্ব করছেন কিউবান নেতা ফিদেল ক্যাস্ট্রোর ভাই রাউল ক্যাস্ট্রো। বক্তার প্রায় তিরিশটি ছবি তোলার পর মঞ্চে উপস্থিত প্রধান প্রধান নেতাদেরও কিছু ছবি তুলল। ছবি তুলতে তুলতে সে এমন এক জায়গায় এসে পড়ল

যেখানে সশস্ত্রবাহিনী পাহারা দিচ্ছে এবং তারা তাকে অনুরোধ করে ছবির রিলটা তাদের হাতে তুলে দিতে।

আলভিন সশস্ত্র বাহিনীর নির্দেশ অমান্য করায় তাকে বন্দি করা হয় এবং তার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয় গুপ্তচরবৃত্তির। চারদিন এবং চাররাত তাকে জেলখানায় কাটাতে হয়। তারপর আমেরিকান দূতাবাসের মধ্যস্থতায় সে ছাড়া পায়। দূতাবাস থেকে বলা হয় যে সে একজন নবীন চিত্রগ্রাহক এবং ছাত্র। ছাড়া পাওয়ার পরই সে বিমানযোগে মিয়ামি চলে আসে।

কিউবার অভিজ্ঞতা তার ভাবমূর্তিতে নতুন মাত্রা যোগ করে। কিন্তু ছাত্র হিসেবে লেখাপড়া করতে তার একেবারেই ভালো লাগে না। ১৯৬১ সালের বসন্তকালে সে কলেজ পরিত্যাগ করে সার্বক্ষণিক ফ্রি-ল্যান্স চিত্রগ্রাহক হিসেবে পেশা শুরু করে। কিন্তু সে হতাশ হয়। কারণ তার অধিকাংশ চুক্তিই হয় সরকারি সংবাদ মাধ্যমের সঙ্গে। তাকে প্রথমেই যেতে হয় পাকিস্তান। উদ্দেশ্য ফার্স্ট লেডি জ্যাকুলিন কেনেডির আগমন এবং তার ছবি তুলতে হবে। এছাড়া আরও একটা সাহসী অভিযানে তাকে লং আইল্যান্ডে যেতে হয় ১৯৬৩ সালের জানুয়ারি মাসে একজন যুবতী নারীর সঙ্গে যাকে সে ভালোবাসত না।

পেস কলেজে পড়ার সময় এই যুবতীর সঙ্গে তার পরিচয় ঘটে কিন্তু তার প্রতি সে কোনো আকর্ষণ অনুভব করেনি। এই যুবতীর ওজন বেশি ছিল এবং সে ছিল আগ্রাসী প্রকৃতির এক নারী। সামাজিকভাবে উচ্চাকাঙ্ক্ষী এক ইহুদি পরিবারের কন্যা ছিল সে। মূলত এই যুবতী আকর্ষিত হয়েছিল আলভিনের প্রতি এবং এই যুবতীই হল প্রথম নারী যে তাকে বলেছিল সে সফল হবে। ডেটিং করার ব্যাপারে তার পিতামাতার কোনো আপত্তি ছিল না। তবে সম্পর্কটি ছিল আলভিনের দিক থেকে নিষ্ক্রিয়, কিন্তু বন্ধুত্বপূর্ণ। তারপরও আলভিন তাকে বিয়ে করেছিল এবং নিজেই নিজের কাছে দুঃখ প্রকাশ করেছিল।

অল্প কিছুদিনের ভেতরেই পশ্চিম চুয়ান্নতম স্ট্রিটের এক নতুন অ্যাপার্টমেন্টে আলভিন তার স্ত্রীকে নিয়ে বসবাস করতে শুরু করে। আড়াই বছর তাদের এই বিয়ে টিকেছিল। অধিকাংশ সময়ই তারা বাদানুবাদে ব্যস্ত থাকত এবং কদাচিৎ তারা যৌনমিলন সম্পন্ন করত। তখন আলভিন স্ত্রীর সঙ্গে যৌনমিলনের পরিবর্তে প্রায়ই গভীর রাতে বাথরুমে হস্তমৈথুন করত ডায়ানে ওয়েবার, বেত্তি পেজ ও ক্যান্ডি বার-এর নগ্নছবি দেখে দেখে। ক্যান্ডি বার ছিল একজন সুন্দরী স্ট্রিপার। বসবাস করত টেক্সাসে। ১৯৫৩ সালে *স্মার্ট এ্যালেক* নামে একটা নীলছবিতে অভিনয় করে বিখ্যাত হয়েছিল। এছাড়া আলভিন হস্তমৈথুন করার জন্য আরও ব্যবহার করত অন্তর্বাস পরিহিত মডেলদের ছবি যা *নিউ ইয়র্ক সানডে* ম্যাগাজিনে ছাপা হত অথবা *লাইফ* ম্যাগাজিনে প্রকাশিত মেরেলিন মনরোর ছবি, অন্তর্বাস পরে সুইমিং পুল থেকে উঠে আসছে অথবা অর্ধেক স্তন ও প্রায় সম্পূর্ণ নিতম্ব বের করে সি বিচে দাঁড়িয়ে থাকা জ্যাকুলিন কেনেডরি ছবি দেখে দেখে।

অশ্লীল চলচ্চিত্র দেখেও আলভিন ভয়ানক উত্তেজনা অনুভব করত, যেখানে সে তার অন্ধকার বিকেলগুলো কাটিয়ে দিত অন্যান্য নিঃসঙ্গ মানুষের সঙ্গে। সে একটা

খালি সিট বেছে নিত এবং অন্যদের থেকে দূরে বসত, যেন কারো চোখে চোখ না পড়ে। রাতের বেলায় সে মাঝে মাঝে পতিতালয়ে যেত, যদিও পতিতালয়গুলোতে কালোদের আধিপত্য বেশি ছিল। কালোদের ক্ষমতায়নের আন্দোলন যৌন ব্যবসাকে নিরুৎসাহিত করায় পতিতারা শহরতলির দিকে চলে যায়।

আলভিনের স্ত্রী বলেছিল সে জীবনে একদিন সফল হবে। কিন্তু চিত্রগ্রাহক হিসেবে সে সফল হতে পারেনি। সে সফল হয়েছিল ইনস্যুরেন্সের এজেন্ট হিসেবে। চিত্রগ্রাহক হিসেবে সে অধিক অর্থ কখনও রোজগার করতে পারেনি। নিউ ইয়র্ক ইনসুরেন্স কোম্পানির এজেন্ট হিসেবে এক বছরের মধ্যে সে রেকর্ড পরিমাণ পলিসি বিক্রি করে। কিন্তু দুবছর যেতে-না-যেতেই সে উৎসাহ হারিয়ে ফেলে এবং তার পলিসি বিক্রির সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে কমে আসে। এসময় এক রাতে সে বাসায় ফিরে দেখে তার অ্যাপার্টমেন্ট লুঠ করা হয়েছে। ঘরে কোনো আসবাবপত্র নেই, কাপড়চোপড় ছেঁড়া অবস্থায় ঘরের যত্রতত্র পড়ে আছে, তার দামি সিগার টুকরো টুকরো করা হয়েছে, স্টেরিও সেটটা নেই, বাথরুমের মেঝেতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে ভাঙা কাঁচ এবং শেভিং লোশনের বোতলটা উপুড় হয়ে আছে। তার স্ত্রীকে কোথাও দেখা গেল না। তার স্ত্রী সম্ভবত চলে গেছে এবং পেছনে সে ব্যক্তিগত কোনোকিছুই ফেলে যায়নি।

এ অবস্থায় নিজেকে খুবই অসহায় মনে হল আলভিনের। সে জানত সে কখনও প্রমাণ করতে পারবে না যে এ সবকিছুই হচ্ছে তার স্ত্রীর প্রত্যাখ্যানের চিহ্ন এবং যদি তার বিরুদ্ধে সে এখন মামলা করতে যায় তাহলে তার আইনজীবী পিতা আদালতে তার ভয়ংকর প্রতিপক্ষ হয়ে দাঁড়াবে। অ্যাপার্টমেন্ট ছেড়ে দিয়ে পরবর্তী কয়েক রাত সে কুইন্সে তার পৈতৃক বাড়িতে কাটাল। সে নিজে একজন ইনসুরেন্সের এজেন্ট অথচ তার নিজের কোনো কিছুরই কোনো ইনসুরেন্স করেনি। আসন্ন দিনগুলোতে নিউ ইয়র্কে থাকার সময়ে বন্ধুরা তাকে সান্ত্বনা দিত মাঝে মাঝে, যাদের কাছে সে পলিসি বিক্রি করেছিল।

এ সময় সে সিদ্ধান্ত নিল ইনসুরেন্স ব্যবসা ছেড়ে দেবে। তার মনে হল এই কাজ করে সে এখন মোটেও আনন্দ পায় না। দিনে দিনে তার হতাশা বেড়েই চলেছে। তখন তার এক বন্ধু নিউ ইয়র্ক ওর্য়াল্ড ফেয়ারে *বেলজিয়ান ভিলেজ* উদ্বোধন করে এবং তাকে ব্যবস্থাপনার চাকরির প্রস্তাব দেয়। আলভিন গোল্ডস্টেইন তৎক্ষণাৎ রাজি হয়ে যায় এবং তার প্রস্তাব গ্রহণ করে। প্রতি সপ্তাহে তার ভাল আয় হতে থাকে।

কিন্তু ১৯৬৫ সালের শেষের দিকে মেলা বন্ধ হয়ে যায়। পরবর্তী বছরগুলোতে আলভিন বহু ধরনের কাজ করে; যেমন কার্পেট বিক্রি করা, এনসাইক্লোপডিয়া বিক্রি করা, ট্যাক্সি চালানো এবং টাইম স্কোয়ার ব্লাডব্যাংকে নিয়মিত রক্ত বিক্রি করা। তার চারপাশের পৃথিবী সম্পর্কে সে নিরুৎসাহিত বোধ করত। এসময় তার বয়স তিরিশ বছর। সে তখন এমন একজন মানুষ যার কোনো লক্ষ্য নেই এবং সে সারাক্ষণ বসবাস করে ফ্যান্টাসির জগতে।

তার বৈবাহিক জীবনের অভিজ্ঞতা নারীর সঙ্গে গভীরভাবে জড়িয়ে পড়ার ব্যাপারে চিন্তিত করে তোলে। তখনও সে ব্যাকুলভাবে নারীসঙ্গ কামনা করত এবং পছন্দ করত

প্রতিরাতে চিন্তা করতে যে তার মতো বহু নিঃসঙ্গ আকর্ষণীয় নারী আছে নিউ ইয়র্কে এবং তারা কি সহজলভ্য? তাদেরকে যৌনমিলনের প্রস্তাব দেয়া যাবে? কিন্তু সে বারে যেতে পছন্দ করত না, পছন্দ করত মদ্যপান করতে। অকারণে কোনো আলোচনা অংশ নিতেও তার ভালো লাগত না। আর সে সবসময়ই ভাবত তার বয়স বেড়ে যাচ্ছে এবং সঙ্গে বাড়ছে ওজন। পতিতা ও সোসাইটি গার্লরা চারপাশেই রয়েছে আলভিন জানে। কিন্তু সীমিত অর্থের কারণে সে সেদিকেও হাত বাড়ায় না। অবসরে সে তাই বসে বসে পত্রিকার বিজ্ঞাপন কলামে ব্যক্তিগত বিজ্ঞাপন খোঁজে যেখানে নারীরা পুরুষসঙ্গের জন্য আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করে। কিন্তু প্রতি দশটি বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে দেখা যায় নয়টির কোনো উত্তর আসে না এবং দশমটির উত্তর দেয় সাধারণত একজন পতিতা।

হে হার্ট ক্লাবের সদস্য হয় এবং বহু সংস্থা ও পত্র-পত্রিকার সঙ্গে চিঠির মাধ্যমে যোগাযোগ স্থাপন করে। ফলে ডাকের মাধ্যমে নিয়মিত সে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা পেতে শুরু করে এবং সেখানে সে অনেক ঠিকানা পায়। তারপর সে তৈরি করে বিজ্ঞাপনটা এবং সেইসব ঠিকানায় তা পাঠাতে থাকে। সে তার বিজ্ঞাপনে লেখে

> আমার বয়স তিরিশ। উচ্চতা পাঁচ ফুট সাড়ে আট ইঞ্চি। চোখের রঙ নীল এবং চুলের রঙ বাদামি। আমি একজন ফটো-সাংবাদিক হিসেবে কিউবা ও পাকিস্তান ভ্রমণ করেছি। আমার স্ত্রীর সঙ্গে আমার বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটেছে। আমার মনে হয় এই ঘটনা আপনার আগ্রহের ক্ষেত্রে কোনো বাধা সৃষ্টি করবে না। আমাকে অনায়াসে একটি ব্যবহৃত পণ্য বলা যেতে পারে। আমি নিজেকে এখন একজোড়া আরামদায়ক জুতো ভাবতে পছন্দ করি যা নিজের ভেতরে ভেঙে গেছে। আমি প্রায় সবকিছুই পছন্দ করি, তবে সবচেয়ে বেশি পছন্দ করি পড়তে, সিনেমা ও থিয়েটার দেখতে, খেলাধুলা করতে এবং স্বার্থহীন প্রকৃতির সঙ্গে সময় কাটাতে। পেশাগত কারণে আমাকে প্রায়ই ভ্রমণ করতে হয় এবং কিছুদিনের মধ্যেই মেজ ল্যান্ডিং-এর ন্যুডিস্ট কলোনিতে পাঁচ থেকে সাতদিন কাটাব। আমি চাই কেউ আমার সঙ্গী হোক।
>
> সুতরাং আপনার ঠিকানা ও ফোন নম্বরসহ এক লাইন লিখুন যে আপনি আমার সঙ্গী হতে রাজি আছেন।
>
> **আলভিন গোল্ডস্টেইন**

তারপর সে তার ঠিকানা ও টেলিফোন নম্বর দিয়ে কয়েক সপ্তাহ অপেক্ষা করল, কিন্তু কোনো উত্তর এল না।

যা হোক এসময়ে পেস কলেজের এক পুরোনো সহপাঠীর সঙ্গে তার রাস্তায় দেখা হয়ে যায়। সে জানায় সে একটা মোটামুটি ভালো খণ্ডকালীন চাকরির কথা শুনেছে একটা বড় কোম্পানিতে। বেতন সপ্তাহে ২০০ ডলার এবং কাজ সন্তোষজনকভাবে শেষ হলে ১০,০০০ ডলার বোনাস দেয়া হবে। সে আলভিনকে একজন শ্রমবিষয়ক আইনজীবীর টেলিফোন নম্বর দেয়, যে এই চাকরির জন্য দেখা করার ব্যবস্থা করতে পারবে। আলভিন টেলিফোনে যোগাযোগ করলে তার ইন্টারভিউয়ের ব্যবস্থা করা হয় এবং চাকরিটা জুটে যায়। আলভিন বেনডিক্স কর্পোরেশনের শিল্প-সংক্রান্ত গোয়েন্দা হিসেবে কাজ শুরু করে।

তার কাজ ছিল অন্যান্য কর্মচারীদের অনুগ্রহভাজন হওয়া। পরিচিত হওয়া তাদের চিন্তা-ভাবনার সঙ্গে। ইউনাইটেড অটো ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের প্রতি তাদের দৃষ্টিভঙ্গি কী সে সম্পর্কে গোপনে কর্তৃপক্ষকে জানানো। আলভিন গুদাম ঘরের কেরানি হিসেবে কাজ করত এবং বিভিন্ন খুচরা যন্ত্রাংশ সরবরাহ করত কারখানায়। কারখানার সমস্ত বিভাগে তার অবাধ যাতায়াতের অনুমতি ছিল।

এক মাস যেতে না যেতেই সে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছায় যে, অধিকাংশ শ্রমিক এই ইউনিয়নের পক্ষে এবং ব্যবস্থাপনা বিভাগের সঙ্গে আলোচনার পর সে একটা গুজব প্রচারণায় অংশগ্রহণ করে এবং তা হল, যদি ইউনাইটেড অটো ওয়ার্কার্স ইউনিয়নকে কর্মচারীরা ভোট দেয় তাহলে এই কোম্পানির লং আইল্যান্ডের কারখানাটা দক্ষিণে সরিয়ে নেয়া হবে এবং এর অর্থ হচ্ছে প্রত্যেকেই চাকরি হারাবে। লং আইল্যান্ডের এক কারখানায় সম্প্রতি এরকম একটা ঘটনা ঘটেছে অটো ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন দায়িত্ব নেয়ার পর। এই গুজব বিশ্বাস করার ফলে যখন কর্মচারীরা ভোট দেয় তখন দেখা যায় ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন পরাজিত হয়েছে।

প্রাথমিক অবস্থায় এই বিজয়ে আলভিন একটা বিকৃত আনন্দ অনুভব করলেও পরবর্তীতে একটা অপরাধবোধ তাকে পীড়া দিতে থাকে। যা হোক, বোকামি বা অযৌক্তিক কর্মকাণ্ড যা-ই বলা হোক, আলভিন এই কাজের জন্য অনুতপ্ত হয়। কারণ বরাবরই সে নিজেকে শনাক্ত করেছে সমাজের সুবিধাবঞ্চিত মানুষের সঙ্গে আর আজ সে ব্যবস্থাপনার গোয়েন্দার ভূমিকা নিয়েছে।

সবশেষে কোনোকিছু না জানিয়ে এক সন্ধ্যায় সে অফিস পরিত্যাগ করে এবং পরদিন বিকালে সে আর যায় না এবং তার পরদিনও নয়। সে কয়েকদিন ঘরে বসে থাকে। টেলিফোন বেজে যেতে থাকে কিন্তু সে টেলিফোন তোলে না এবং রাতে সে উদ্দেশ্যবিহীনভাবে শহরে ঘুরে বেড়ায়। টাইমস স্কোয়ারে গিয়ে বইয়ের দোকানে বই খোঁজে এবং প্রায় রাতেই সিনেমা দেখে। এ সময় সে নির্ভরশীল হয়ে পড়ে রেডিওর ওপরে। নিয়মিত বাড়িতে বসে সে শোনে ব্যারি গ্রে, লং জন নোবল এবং জেন শেফার্ড-এর টকশো।

১৯৬৬ সালের গ্রীষ্মকাল। আলভিন তখন ট্যাক্সি চালায়। এ সময় ৫০০ ডলার দিয়ে সে একটা জার্মান রেডিও কেনে এবং দিনে ও রাতে সারা পৃথিবীর কথা ও গান শুনতে থাকে। এই বহনযোগ্য রেডিওটা সে সব জায়গায় বহন করত। সারা পৃথিবীর সমকালীন জীবনের সঙ্গে সে যোগাযোগ রক্ষা করত এই রেডিওর মাধ্যমে।

একদিন তার পরিচিত এক ইনসুরেন্স এজেন্টের সঙ্গে হঠাৎ করে তার দেখা হয়ে যায়। লোকটা ছিল খুব আন্তরিক। কথা বলতে বলতে জানায় সে মাঝে মাঝে একজন বিমানবালার সঙ্গে ডেটিং করে থাকে, তার একজন রুমমেট আছে সেও বিমানবালা এবং সে পরামর্শ দেয় আলভিন ইচ্ছা করলে তাকে টেলিফোনে ডাকতে পারে। সে থাকে পূর্ব ৯১তম স্ট্রিটে এবং উড়ে বেড়ায় প্যান আমেরিকান এয়ারলাইন্সে। তার নাম ম্যারি ফিলিপস। সে দেখতে খুবই সুন্দর। তার চোখ নীল। সে দক্ষিণ ক্যারোলিনের একজন স্বর্ণকেশী।

এই যুবতীর বর্ণনা আলভিনকে মৃদু উত্তেজিত করে তোলে এবং সে তার অ্যাপার্টমেন্টে ফিরে এসে তাকে টেলিফোন করে। কিন্তু টেলিফোন কেউ ধরে না। তারপরও সে প্রায় এক ঘণ্টা ধরে চেষ্টা করে। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে আরও এক ঘণ্টা সে ডায়াল ঘোরায়। তারপর সে বেপরোয়াভাবে পরদিন সারারাত টেলিফোন করে এবং সবশেষে পুরো সপ্তাহ্ ধরে সে টেলিফোন করতে থাকে কিন্তু কেউ টেলিফোন ধরে না।

আলভিন হতাশ হয়ে পড়ে। এদিকে তার বিজ্ঞাপনেরও কোনো জবাব আসে না। সে তার বন্ধু ইনস্যুরেন্সের সেই এজেন্টকে আবার ফোন করে। সে আলভিনকে উৎসাহিত করে এবং টেলিফোনের ডায়াল ঘোরানো অব্যাহত রাখতে বলে। কারণ হয়তো সে স্বল্পকালীন ছুটিতে আছে অথবা পেশাগত কাজে নিউ ইয়র্কের বাইরে আছে। সে নিউ ইয়র্কে ফিরে এলে আলভিন অবশ্যই তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পারবে। সে তাকে মোটেও হতাশ করবে না।

পরবর্তী দু'সপ্তাহ প্রতিদিন সে তাকে কয়েকবার করে ফোন করল। কিন্তু বারবার তাকে না পাওয়ার ফলে আলভিনের ভেতরে এক ধরনের ফ্যান্টাসি মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। মনে হল সে তার প্রেমে পড়েছে এবং সে চূড়ান্তভাবে তার রোমান্টিক চাহিদা পূরণ করতে পারবে এবং ঈর্ষাকাতর হয়ে উঠল সেইসব পাইলটদের প্রতি যারা তার সঙ্গে ভ্রমণ করছে।

যা হোক এক বিকেলে সে টেলিফোন ঘোরানোর পর টেলিফোন বাজতে থাকে এবং টেলিফোন তুলে এক নারীকণ্ঠ বলে 'হ্যালো' এবং সে বলে, সে ম্যারি ফিলিপসকে চায়। নারীকণ্ঠ বলে ম্যারি ফিলিপস বলছি।

আলভিন নিজের পরিচয় দিয়ে বলে কার কাছ থেকে সে টেলিফোন নম্বর পেয়েছে। তারপর জানতে চায় আগামী সপ্তাহে তার অবসর আছে কিনা এবং সে তার সাথে লাঞ্চ অথবা ডিনারে অংশগ্রহণ করতে পারবে কিনা। ম্যারি জানায় তার পেশাগত ভ্রমণ ও অন্যান্য ব্যস্ততার কারণে আগামী এক মাস লাঞ্চ অথবা ডিনার কোনোটাতেই উপস্থিত থাকা সম্ভব নয়, কিন্তু তার পরের মাসে সে তার সঙ্গ পেলে খুশি হবে এবং সে আরও পরামর্শ দেয় তাকে টেলিফোনে যোগাযোগ রক্ষা করতে। আলভিনের মনে হয় যুবতী আন্তরিক। তার কণ্ঠস্বর আকর্ষণীয় এবং তার কথা শুনে তাকে বেশ প্রাণবন্ত মনে হল।

ম্যারি ফিলিপসকে নিয়মিত টেলিফোন করত আলভিন কিন্তু প্রতিবারই সে তার সঙ্গে বাইরে যেতে অস্বীকৃতি জানাত। কিন্তু তারপরও তার ভদ্রতাবোধ তাকে বিরক্ত হতে দিত না এবং ম্যারির পলায়নপরতা তার আকাঙ্ক্ষাকে আরও বাড়িয়ে তুলত।

আলভিন প্রায় পাঁচ মাস চেষ্টা করার পর ম্যারি ফিলিপস-এর সঙ্গে দেখা করার একটা তারিখ নির্ধারণ করল। ম্যারির অ্যাপার্টমেন্টে-এর কাছাকাছি লেক্সিংটন এভিনিউ-এর একটা রেস্টুরেন্টে দেখা হয়। মুখোমুখি বসে আলভিন দেখে ম্যারি খুবই সুন্দরী। তার নীল চোখদুটি চমৎকার। তার সোনালি চুল, মাখনের মতো গায়ের রঙ ও উষ্ণ আচরণ থেকে মনে হয়, তার জীবনে সে কোনো অসুখী দিন কাটায়নি কোনোদিন। তার চর্বিহীন শরীর যা আলভিনের খুবই পছন্দের। সে কথা বলছে এবং লক্ষ্য করছে কে কখন রেস্টুরেন্টে ঢুকছে। তার মুখে সবসময়ই একটা হাসি লেগে

আছে যা আলভিনকে মুগ্ধ করে। সে তার মুখের ওপর থেকে চোখ সরাতে পারে না।

প্রথম সাক্ষাতে ম্যারি মোটেও বিচলিত হয়নি। সহজভাবে কথার জবাব দিয়েছে। আলভিন চাকরি সম্পর্কে জানতে চেয়েছে। জিজ্ঞাসা করেছে দক্ষিণে ফেলে আসা শৈশব সম্পর্কে। ম্যারি জানায়, তার পূর্বপুরুষ ছিল গ্রাম্য চিকিৎসক এবং কেউ কেউ আইনজীবী। মা ছিলেন সংগীতজ্ঞ। পিতা চার্লসটনে সিটাডেল মিলিটারি কলেজে ইতিহাস পড়াতেন। সে পিতামাতাকে খুব ভালোবাসে এবং তার অতীত জীবন নিয়ে সে খুবই সুখী। আলভিনের মনে হল এরকম চমৎকার মেয়ের সঙ্গে তার আগে সাক্ষাৎ ঘটেনি। ম্যারি আরও জানায়, সে কলেজ থেকে বহিস্কৃত হয়েছিল প্রথম বর্ষেই তার প্রেমিককে ডরমেটরিতে রাখার অপরাধে।

নির্দ্বিধায় ম্যারি সবকিছু বলে যায়। তার কণ্ঠে কোনো জড়তা ছিল না। মুখের অভিব্যক্তিরও কোনো পরিবর্তন হয়নি। সে আলভিনের কাছে স্বীকার করে যে, সেই যুবক প্রেমিক প্রায় একমাস তার সঙ্গে ছিল, যদিও সে জানত, এটা ক্যাম্পাসের আইনের বিরুদ্ধাচরণ, কিন্তু তারপরও সে বিশ্বাস করত ডরমেটরিতে গোপনীয়তা রক্ষা করার অধিকার তার আছে। তারপর যখন সে তার ছেলেবন্ধুকে নিয়ে চার্লসটনে তার পিতামাতার কাছে গিয়ে বলে যে তাকে কলেজ থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে তখন তারা ক্রুদ্ধ হয়। তার পিতা তার প্রেমিককে বাড়ি থেকে বিতাড়িত করে এবং তার মা তাকে অনুরোধ করে যেন সে শহরের কাউকে না বলে কেন তাকে কলেজ থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে।

কয়েকদিন ঘরে বসে থাকার পর সংবাদপত্র পড়ে সে জানতে পারে, চার্লসটনে প্যান আমেরিকান-এর একজন প্রতিনিধি এসেছে। সে সম্ভাবনাময় বিমানবালাদের সাক্ষাৎকার নেবে। ম্যারি দেখল বাড়িতে যে পরিবেশ তৈরি হয়েছে তা থেকে মুক্তি পেতে হলে এটাই হচ্ছে একটা সুযোগ। সে চাকরির আবেদন করে, ইন্টারভিউতে পাস করে এবং চাকরিটা পেয়ে যায়। কয়েক সপ্তাহ পর মিয়ামিতে শুরু হয় তার প্রশিক্ষণ এবং পাঁচ সপ্তাহ পর প্রশিক্ষণ শেষে তাকে নিউ ইয়র্কে পাঠিয়ে দেয়া হয়। প্যান আমেরিকান এয়ারলাইন্সে চাকরির প্রথম বছরে সে যাতায়াত করেছে ক্যারিবীয় দ্বীপপুঞ্জে, তারপর ইউরোপের বিভিন্ন স্থানে। সে আলভিনকে জানায় বিমানবালার এই চাকরি সে করতে চায় না, তার ইচ্ছা সে সম্পাদক হবে অথবা ফ্রিল্যান্স লেখক। সে তার নিজের কাজ পছন্দ করত এবং একই সঙ্গে উপভোগ করত নিউ ইয়র্কে বসবাস।

খাওয়ার পর সে আলভিনকে তার অ্যাপার্টমেন্টে আমন্ত্রণ জানায়। সে ছিল খুবই বন্ধুত্বপূর্ণ ও খোলামেলা মনের মানুষ। পুরো বিকেলটা তারা কথা বলে কাটায় এবং শেষে অন্যান্য নারীদের মতো সেও জানায় যে, সে বিছানায় যেতে প্রস্তুত। আলভিন দ্বিধায় ভোগে। সে বুঝতে পারে না কী ঘটতে যাচ্ছে এবং শেষ পর্যন্ত সন্ধ্যার শুরুতে তারা যৌনকর্ম করতে রাজি হয় এবং বেশ সময় নিয়ে তারা তা সম্পন্ন করে।

এরপর তারা প্রায়ই সাক্ষাৎ করত এবং আলভিন তার প্রতি আকর্ষণ অনুভব করতে শুরু করে। ম্যারির মধ্যে কোনো রাখঢাক ছিলনা। সে সরাসরি কথা বলতে পছন্দ করত। মিথ্যা কথা বলতে পছন্দ করত না। আলভিন তাকে তার যৌনমিলনের

আনন্দের উৎস সম্পর্কে যে কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে পারত এবং সে খোলাখুলি জবাব দিত। ১৯৬৮ সালে আলভিনের অ্যাপার্টমেন্টে চলে আসে ম্যারি এবং একই বছরের গ্রীষ্মকালে মেক্সিকোতে তারা বিয়ে করে।

আলভিন কোনোদিনই সক্রিয় রাজনৈতিক কর্মী হওয়ার কথা ভাবেনি কিন্তু বর্তমানে সে প্রতিষ্ঠানবিরোধী অবস্থান নেয়ার কথা চিন্তা করে এবং সিদ্ধান্ত নেয় গোপন প্রকাশনাগুলোকে উন্মোচন করেই সে প্রথম প্রতিবাদ জানাতে শুরু করবে।

সে তার এই ধারণাকে নিউ ইয়র্কের *ফ্রি প্রেস* ট্যাবলয়েড পত্রিকার সম্পাদকের সঙ্গে ভাগাভাগি করলে সে খুশি হয় এবং তার লেখা ছাপার আগ্রহ প্রকাশ করে। তারা তাকে মাত্র ১০০ ডলার দিতে পারবে বলে জানায়, কিন্তু তারা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয় শুরুতে এক পাতা ছাপা হলেও পরবর্তীতে তাকে পর্যাপ্ত জায়গা দেয়া হবে যেখানে সে বর্ণনা করবে সেইসব নির্বাহী কর্মকর্তাদের কর্মপরিকল্পনা সম্পর্কে যা আস্থাশীল কর্মচারীদের বিরুদ্ধে যায়।

লেখা তৈরি করতে আলভিনের দশদিন লেগে যায়। সম্পাদক লেখাটা খুবই পছন্দ করেন, কারণ যেসব নিন্দনীয় প্রমাণ তুলে ধরা হয়েছিল লেখাতে তা ছিল যথাযথ। *ফ্রি প্রেস* পত্রিকার ১০,০০০ কপি দ্রুত বিক্রি হয়ে যায়। আলভিনের লেখার শিরোনাম ছিল, 'বেনডিক্স কর্পোরেশনের পক্ষে আমি ছিলাম একজন শিল্প-কারখানা বিষয়ক গোয়েন্দা।' সম্পাদক ভেবেছিলেন পাঠক লেখাটার প্রতি আগ্রহী হবে কিন্তু তিনি একটু বেশিই আশা করেছিলেন। পত্রিকার বিক্রি বাড়লেও, পাঠক লেখাটা শুধুই পড়েছে কিন্তু বিশ্বাস করেনি।

লেখার প্রতিক্রিয়া হিসেবে সম্পাদকের দফতরে কোনো চিঠি বা টেলিফোন আসে না। আলভিন প্রতিদিনই পত্রিকা অফিসে যায় এবং অনেকক্ষণ বসে থাকে পাঠকের প্রতিক্রিয়া লক্ষ করার জন্য, কিন্তু ফলাফল হতাশাজনক। কিন্তু *ফ্রি প্রেস* এর সঙ্গে সম্পর্কিত হওয়ায় আলভিন লাভবান হয়েছিল। কারণ এই পত্রিকায় লেখার কারণে সে কিছুটা পরিচিতি পেয়েছিল। ফলে নিজে যখন সংবাদপত্র প্রকাশের উদ্যোগ নেয় তখন অনেকেই সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়।

জিম বাকলে ছিল একজন অক্ষরবিন্যাসক (যে ব্যক্তি ছাপার জন্য অক্ষর বিন্যস্ত করে) এবং *ফ্রি প্রেস*-এর একজন অধীনস্থ সম্পাদক। সে দেখতে ছিল ছোটখাটো। চুলের রঙ ছিল কালো। চব্বিশ বছর বয়সী এই যুবকের পিতামাতা এসেছিল ইউরোপ থেকে এবং বসবাস করতে শুরু করেছিল নিউ ইংল্যান্ডে। চার বছর কাটিয়েছে নেভিতে। তার বেদনাচ্ছন্ন চোখদুটো ছিল বেশি বড় বড় এবং বাদামি রঙের। গায়ের রঙ ছিল শ্যামলা এবং সে কিছুটা ভীরু স্বভাবের মানুষ ছিল। তবে সব ব্যাপারেই ক্লান্তিহীন উদ্যোগ ছিল তার। এই উদ্যোগই তাকে এক চাকরি থেকে অন্য চাকরিতে এবং এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় তাড়িয়ে নিয়ে ফিরত। আর মানুষের সঙ্গে গড়ে উঠত ক্ষণস্থায়ী সম্পর্ক।

বাকলের জন্ম ম্যাসাচ্যুসেটস-এর লোয়েল-এ এবং সে লালিত পালিত হয়েছে কয়েকটা এতিমখানায়। তার পিতামাতা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হওয়ার কারণে সে পরিত্যক্ত

হয়েছিল। বাকলের স্কুলজীবন কেটেছে নিউ ইংল্যান্ড, ফ্লোরিডা, ক্যালিফোর্নিয়া ও হাওয়াই-তে। স্কুল থেকে ঝরে পড়ার পর সে সার্বক্ষণিক হিচহাইকারে পরিণত হয়। ১৯৫৫ সালে নেভি থেকে ছাড়া পাওয়ার পর বাকলে বহু ধরনের কাজ করে–সানফ্রানসিসকো সিক্যুরিটি ফার্মে টাইপিস্টের কাজ, হাকারের কাজ, গ্রিনউইচ ভিলেজ রেস্টুরেন্টে বাবুর্চির কাজ, লন্ডন হোটেলে মালামাল বহনের কাজ প্রভৃতি।

আমেরিকার নেশাগ্রস্ত কলেজ ছাত্রদের সঙ্গে ফ্রান্স এবং উত্তর-আফ্রিকায় আরব মেষপালকদের সঙ্গে বসবাসের পর সে ঘরে ফিরে আসে প্রেমিকা জেমস এজি-র ভ্রাতুষ্পুত্রীকে নিয়ে। বাকলের ইচ্ছে ছিল সে নিউ ইয়র্কে থিতু হবে এবং সাংবাদিক হিসেবে গড়ে তুলবে ক্যারিয়ার। কিন্তু কয়েক মাস *ফ্রি প্রেস* পত্রিকায় কাজ করার পর সে চাকরি ছাড়ার জন্য তৈরি হতে থাকে। সিদ্ধান্ত নেয় তার যা সীমিত সম্পদ আছে তাই দিয়ে সে নিজে একটা সংবাদপত্র প্রকাশ করবে। কারণ তার বেতন বাড়ানোর অনুরোধ নিরুৎসাহিত হয়েছে।

এরকম চিন্তা-ভাবনা চলাকালীন আলভিন গোল্ডস্টেইনের সঙ্গে বাকলের সাক্ষাৎ হয়, যার লেখা সে সম্পাদনা করেছিল, যার হতাশাকে সে অনুধাবন করতে পেরেছিল এবং মনে মনে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল এই লোকের সঙ্গেই সে অংশীদারিত্বের মাধ্যমে প্রকাশ করবে সংবাদপত্র। যখন আলভিন যৌনবিষয়ক ট্যাবলয়েড প্রকাশের কথা বলে তখন তাৎক্ষণিকভাবে বাকলের কাছে তা কোনো আবেদন সৃষ্টি করে না। কারণ ক্যাথলিকদের পরিচালিত এতিমখানায় বড় হওয়ার কারণে তার মধ্যে কিছু কুসংস্কার কাজ করত। কিন্তু শেষপর্যন্ত সে রাজি হয়। আলভিন তাকে বোঝায় এ ধরনের পত্রিকার জন্য বাজার একেবারে তৈরি হয়ে আছে। এমন একটা পত্রিকা দরকার যা মানুষের কল্পনার জগৎকে চিত্রায়িত করবে এবং এ বিষয়টা বর্তমানে উপেক্ষিত। যৌনতা ছিল বিশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে আমেরিকায় সবচেয়ে বৃহত্তর আলোচনার বিষয়। সুতরাং এ ধরনের পত্রিকাকে এখন আমেরিকার মানুষ স্বাগত জানাবে।

সুতরাং ১৯৬৮ সালে গ্রীষ্মকালের শেষদিকে আলভিন একটি পত্রিকা প্রকাশ করে। প্রত্যেকেই ১৭৫ ডলার বিনিয়োগ করে গড়ে তোলে একটা কর্পোরেশন। পত্রিকার নাম দেয়া হয় *স্ক্রু*। ওই পত্রিকা প্রকাশের তাৎক্ষণিক প্রেরণা ছিল সেসময়ে প্রকাশিত একটা কবিতাবিষয়ক পাক্ষিক, যার নাম ছিল *তোমাকে করি*–শিল্পসাহিত্য বিষয়ক একটা পত্রিকা। আলভিন তার পত্রিকার অংশীদারিত্ব নিবন্ধন করে তার দ্বিতীয় স্ত্রী ম্যারি ফিলিপস-এর নামে এবং প্রকাশক হিসেবে বাকলের সঙ্গে তার নাম ছাপা হতে থাকে, যদিও তখনও সে প্যান আমেরিকার বিমানবালা হিসেবে নিয়মিত আকাশে উড়ে বেড়াচ্ছে। আলভিন হচ্ছে এই পত্রিকার নির্বাহী সম্পাদক এবং পত্রিকার সমস্ত স্টাফদের নামের ওপরে ছাপা হয় তার নাম, যদিও অধিকাংশ নামই কাল্পনিক।

১৯৬৮ সালের নভেম্বর মাসে *স্ক্রু*-এর প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় বারো পৃষ্ঠা। সম্পাদকীয়তে বলা হয় 'পশ্চিমের ইতিহাসে এটা হল সবচেয়ে উত্তেজক একটি নতুন প্রকাশনা।' পত্রিকার অধিকাংশ রচনা লিখত আলভিন এবং বাকলে করত কম্পোজের কাজ এবং দুজনে ব্যক্তিগতভাবে প্রথমদিকে এই পত্রিকা নিউ ইয়র্কের কিছু হকারের

কাছে বিলি করত। পত্রিকা প্রথমদিকে ছাপা হত ৭,০০০ কপি। এই পত্রিকার প্রথম সংখ্যার প্রচ্ছদে ছাপা হয়েছিল বিকিনি পরা একজন শ্যামাঙ্গী নারী।

স্ক্রু'র প্রথম সংখ্যা বিক্রি হয়েছিল ৪,০০০ কপিরও বেশি। দ্বিতীয় সংখ্যার বিক্রি আরও বেড়ে যায় এবং বিশ সংখ্যা প্রকাশিত হওয়ার পর পৃষ্ঠাসংখ্যা বাড়িয়ে চল্লিশ পাতা করা হয় এবং তখন বিক্রি বেড়ে ১,০০,০০০ কপিতে গিয়ে দাঁড়ায়। *স্ক্রু* পত্রিকার তখন প্রচুর অর্থ। সুতরাং তারা আরো সম্পাদক ও প্রতিবেদক নিয়োগের জন্য বিজ্ঞাপন দেয়, বিশেষ করে যাদের পেশাগত দক্ষতা ও শিক্ষাগত যোগ্যতা রয়েছে তাদের প্রতিই *স্ক্রু'র* আগ্রহ বেশি।

স্ক্রু-তে পুস্তক সমালোচনা করত মাইকেল পারকিনস। সে ছিল ওহিও বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক। সে প্রথমে আলোচনা করে *ভিলেজ ভয়েসে*। *স্ক্রু*-এর নতুন ব্যবস্থাপনা সম্পাদক হিসেবে নিয়োগ পায় কেন্ গাউল। সে ছিল সেটন হল কলেজের ইংরেজি সাহিত্যের স্নাতক। *'ফ্রি প্রেস'* পত্রিকাতেও সে কিছুদিন কাজ করেছে। স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সৃষ্টিশীল লেখালিখি বিষয়ক ফেলো ডিন ল্যাটিমার ছিল *স্ক্রু* পত্রিকার নিয়মিত লেখক এবং খণ্ডকালীন সম্পাদক। *স্ক্রু*-এর শিল্পকলাবিষয়ক পরিচালক ছিল স্টিভেন হেলার। সে বাকলের সঙ্গে *ফ্রি প্রেস* পত্রিকায় কাজ করত। এক বছর পর সে *নিউ ইয়র্ক টাইমস* পত্রিকায় শিল্প নির্দেশকের দায়িত্ব পালন করে। একজন যুবক ফটো সাংবাদিক *স্ক্রু* এর জন্য ছবি তুলত। তার নাম পিটার ব্রেনান। সে অনার্সসহ স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেছিল ফোর্ডহ্যাম কলেজ থেকে এবং সাহিত্যে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেছিল হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে।

যখন ব্রেনান ১৯৭১ সালের জানুয়ারি মাসে *স্ক্রু* পত্রিকায় যোগ দেয় তখন পত্রিকার কার্যালয় সবেমাত্র স্থানান্তরিত হয়েছে ইউনিয়ন স্কোয়ারের কোলাহলমুখর এলাকার উঁচু একটা ভবনে। কিন্তু ১১ ওয়েস্ট সেভেনটিন্থ স্ট্রিটের এই ভবন ছিল অন্ধকার এবং সারাক্ষণই ধুলোর আস্তরণ পড়ত মেঝেতে ও আসবাবপত্রে এবং ফিফথ এভিনিউয়ের ছায়ার কারণে এই ভবনের অধিকাংশ কক্ষেই সারাক্ষণ বাতি জ্বালিয়ে রাখতে হত। আলভিন এবং বাকলে চিন্তা করল এ ধরনের পত্রিকার জন্য এটাই হল আদর্শ স্থান। বিতর্কিত এই পত্রিকা লোকচক্ষুর আড়ালে থাকাই ভালো। কিন্তু তাদের কেউই বুঝতে পারেনি যে তাদের এই নতুন কার্যালয়ের ওপর ইতিমধ্যেই পুলিশ ও এফবিআই কড়া নজর রেখেছে।

ইটের তৈরি যে বারোতলা ভবনে *স্ক্রু* পত্রিকা স্থানান্তরতি হয়েছে তার নকশা তৈরি হয়েছিল ১৯০৭ সালে একটা কারখানা হিসেবে। ভবনটা বেশ বিস্তৃত। কলামগুলি অলংকৃত, সামনের জানালাগুলো বাঁকানো এবং ভবনের সম্মুখভাগে ধাতব বর্ম চমৎকার করে সজ্জিত। দুইতলার জানালাগুলোও অলংকৃত। এই ভবনের মালিক হচ্ছে এডোয়ার্ড ওয়েস্ট ব্রাউনিং। একবার এক ট্যাবলয়েড পত্রিকা তাকে নিয়ে খবর ছেপেছিল। তার হেডলাইন ছিল 'ড্যাডি ব্রাউনিং'। এটা ছিল একটা কেলেঙ্কারির খবর। ছাপা হয়েছিল ১৯২০ সালে। আর এই কেলেঙ্কারিতে জড়িয়ে পড়ার কারণ ছিল পিচেস হিনান নামে চৌদ্দ বছর বয়সী এক নীলনয়নার প্রণয় কৌতুক।

পিচেসকে প্রথম দেখে ব্রাউনিং ব্রডওয়ের ম্যাকআলপাইন হোটেলে এক রাতে অনুষ্ঠিত হাইস্কুলের এক নাচের অনুষ্ঠানে। যদিও তার বয়স তখন পঞ্চাশ বছর এবং চুল ধূসর হয়ে গেছে, কিন্তু সে এই বিষটাকে অস্বাভাবিক বলে বিবেচনা করত না, কারণ সে নিউ ইয়র্কে যুব উন্নয়নের নেতা হিসেবে পরিচিত ছিল এবং আরও পরিচিত ছিল সমাজসেবক হিসেবে। যে সাধারণত সুবিধাবঞ্চিত মানুষ, হাসপাতালে শয্যাশায়ী মারাত্মক অসুস্থ কোনো শিশু এবং এতিমদেরকে অর্থ সাহায্য করত।

বিয়ের তিন বছর পরও কোনো সন্তান না হওয়ায় ব্রাউনিং এবং তার স্ত্রী একটা ছোট মেয়েকে দত্তক নেয়। এক বছর পর আরও একটা কন্যা দত্তক নেয়ার পর ব্রাউনিং তাদের জন্য আপার ওয়েস্টসাইডে একটা বিলাসবহুল অ্যাপার্টমেন্ট নির্মাণ করে। অ্যাপার্টমেন্টে-এর ছাদে তৈরি করা হয় বাগান, ঝাড়বাতি এবং মন্দিরের ঘণ্টা। তৈরি করা হয় ঝর্ণা এবং পাখিরা আসতে শুরু করে। এছাড়া ছাদে একটা লেকও তৈরি করা হয় যেখানে একটা নৌকা অনায়াসে চলতে পারে। সংবাদপত্রের মাধ্যমে তার এই বিলাসবহুল অ্যাপার্টমেন্টের খবর সারা দেশের মানুষ জেনে ফেলে। ব্রাউনিং এসবের ধারণা পেয়েছিলেন একজন কার্টুনিস্টের কাছে, যে ১৯২৪ সালে সৃষ্টি করেছিল কমিক চরিত্র ড্যাডি ওয়ারবাক্স ও এতিম শিশু অ্যানি।

যা হোক ১৯২৫ সালে ব্রাউনিং-এর স্ত্রীর সঙ্গে তার বিবাহবিচ্ছেদ ঘটে এবং তার স্ত্রী দত্তক নেয়া বড় কন্যাটিকে নিয়ে প্যারিসে চলে যায়। ব্রাউনিং-এর সঙ্গে রয়ে যায় ছোটমেয়েটি, নাম সানসাইন। এ অবস্থায় ব্রাউনিং সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দেয়, '১৪ বছর বয়সী একটা মেয়ে প্রয়োজন যে আটবছর বয়সী সানসাইনের সঙ্গী হবে।' এই বিজ্ঞাপন ছাপা হওয়ার পর অসংখ্য চিঠি পায় ব্রাউনিং এবং সব চিঠিই প্রশংসাসূচক। কিন্তু ব্রাউনিং-এর সমস্ত স্বার্থহীনতা হঠাৎ করেই সন্দেহপূর্ণ হয়ে ওঠে যখন সে পিচেস-এর

সঙ্গে ডেটিং করতে শুরু করে। প্রায় যুবতী পিচেস-কে পিকক ব্লু রঙের রোলস রয়েস-এর পেছনে বসে মোহনীয় হাসি হাসতে দেখা যায়। তার চারদিকে ছড়ানো থাকে উপহার সামগ্রী, বিভিন্ন ধরনের খেলনা, দামি পোশাক এবং অলংকার। ১৯২৬ সালে পিচেস-এর পিতামাতার মত নিয়ে তার ১৬তম জন্মদিনে ব্রাউনিং তাকে বিয়ে করে। উল্লেখ্য, এই পিতামাতাই তাকে লালনপালন করেছে, যদিও তারা ছিল বিচ্ছিন্ন।

এসময় ব্রাউনিং-এর সম্পদের পরিমাণ ২০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। সে জন্মেছিল ম্যানহাটনের সচ্ছল এক পরিবারে। পিতামাতা তাকে শিখিয়েছিল বাইবেল পড়তে এবং কঠিন পরিশ্রমের মাধ্যমে অর্জন করতে সৎ গুণগুলো। কিন্তু ব্রাউনিং জ্ঞান অর্জন করেছিল খুবই কম এবং তার যৌবন ছিল ছেলেমানুষি কর্মকাণ্ডে পরিপূর্ণ। পিচেসকে বিয়ে করার পর ব্যবসায়ে সে কম সময় দিতে থাকে এবং বেশি সময় কাটাতে থাকে অবসর যাপন করে। সে তখন তার নতুন ইমেজের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে চেষ্টা করছে এবং তা হল সদাপ্রফুল্ল লম্পট। মাঝে মাঝে সে পিচেসকে দামি রেস্টুরেন্টে নিয়ে যায়। রাস্তার পাশে মাঝে মাঝে ধৈর্যসহকারে দাঁড়িয়ে থাকে চিত্রগ্রাহকদের ক্যামেরার ফ্লাশলাইট জ্বলে ওঠার অপেক্ষায়। প্রায়ই সে পিচেসকে লিমোজিনসহ তার মায়ের কাছে পাঠিয়ে দিত। তার মা ছিল হাসপাতালের একজন নার্স, যে ব্রাউনিং-এর সঙ্গে পিচেসের সম্পর্ককে উৎসাহিত করেছিল শুরু থেকেই এবং যখন কোর্টে বিয়ে হয় তখন সে উপহার হিসেবে পেয়েছিল নগদ অর্থ।

ব্রাউনিং-এর অফিসে তার একটা বিশাল খোরোখাতা ছিল যা বিভিন্ন ধরনের সংবাদপত্রের ক্লিপিং-এ ভির্তি। এই ক্লিপিংগুলোতে ছিল তার সম্পর্কিত বিভিন্ন খবর। তবে সে কখনও সাক্ষাৎকার দিত না। কিন্তু বিয়ের দশমাস পর সাংবাদিকরা পিচেস-এর সাক্ষাৎকার নেয়ার জন্য যখন ঘোরাঘুরি করতে শুরু করে এবং ব্রাউনিং তা অনুমোদন করতে বাধ্য হয় তখন লং আইল্যান্ডের বাড়ি পরিত্যাগ করে পিচেস তার মায়ের কাছে চলে যায়। মালপত্র বোঝাই করে নিয়ে যায় একটা ভ্যানে, যা যা ব্রাউনিং তাকে দিয়েছিল। ব্রাউনিং তখন হতাশায় ভুগতে শুরু করে। তারপরও সে বলত, সে পিচেসকে এখনও ভালোবাসে এবং সাংবাদিকদের বলে, সে চায় যে, পিচেস ফিরে আসুক।

ব্রাউনিং-এর স্ত্রীর পরবর্তী ঝলক হচ্ছে আদালতের শরণাপন্ন হওয়া, যেখানে তার আইনজীবী বিবাহ-বিচ্ছেদের দাবি জানায় এবং পিচেস তার প্রতি মানসিক নিষ্ঠুরতা প্রদর্শন ও অনৈতিক আচরণের অভিযোগ তোলে। সে বলে, ব্রাউনিং ভোরবেলা নাস্তার টেবিলের ওপর পিচেসকে নগ্ন অবস্থায় দেখতে চায়। সে আরও বলে, সে ভদ্রলোক তবে তার রয়েছে অস্বাভাবিক যৌনকাঙ্ক্ষা।

কিন্তু ব্রাউনিং-এর আইনজীবী জেরা করার মাধ্যমে যে তথ্য বের করে আনেন তা হল, বিয়ের আগে থেকেই পিচেস উত্তেজক কাহিনী সম্বলিত একটা ডায়েরি তার কাছে রাখত যার মধ্যে বহু লোকের নাম রয়েছে, যাদের সঙ্গে সে যৌনমিলন সম্পন্ন করেছে। পিচেস অশ্রুসজল চোখে তা স্বীকার করে এবং তার কাতরানি আদালতে উপস্থিত প্রত্যেকেই শুনতে পায়। যা হোক সবশেষে নিষ্পত্তি হয়, পিচেস নগদ ১,৭০,০০০

ডলার পাবে এবং সেইসঙ্গে পাবে ওয়েস্টসাইড-এর ভবনগুলোর যে-কোনো ছয়টি। পিচেস তখন মায়ের তত্ত্বাবধানে থাকে এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষা পোষণ করতে থাকে অভিনেত্রী হওয়ার। কিন্তু সে অসফল হয়, কারণ বিয়ে ভেঙে যাওয়ার ফলে তার পেশার ওপর বিরূপ প্রভাব পড়েছিল। ব্রাউনিং-এর সঙ্গে বিবাহ-বিচ্ছেদের পর সে তিনবার বিয়ে করেছিল এবং ১৯৫৬ সালে সংবাদপত্রে একটা খবর ছাপা হয়, প্রাক্তন পিচেস ব্রাউনিং চুয়াল্লিশ বছর বয়সে বাথরুমে পড়ে গিয়ে মারা গেছেন।

অ্যাডোয়ার্ড ব্রাউনিং ১৯৩৪ সালে তার ষাটতম জন্মদিনের আগেই মারা যায়। সে তার জীবনের শেষ বছরগুলো সেই কাজে মনোযোগ দিয়েছিল যা সে ভালো জানত। ওয়েস্টসাইডের ভবনগুলোর অধিকাংশই বিক্রি করে দেয়। এমন কি ওয়েস্ট সেভেনটিস্থ স্ট্রিটের উঁচু ভবনগুলোও। তার মৃত্যুর কয়েক দশক পর তার ভবনগুলোর বাইরের চেহারার উন্নতি ঘটে, কিন্তু অভ্যন্তরীণ সৌন্দর্য আগের চেয়েও খারাপ হয়ে যায় এবং তা অবহেলিত অবস্থায় পড়ে থাকে। এসময় অনেকগুলো পোশাকশিল্পের কারখানা এখানে গড়ে ওঠে। আবার একসময় সেগুলো বন্ধও হয়ে যায়। কারণ এই ভবনে লোকজন আসতে চাইত না এবং লিফটও মাঝেমধ্যে অকেজো অবস্থায় পড়ে থাকত।

১৯৩০ সাল থেকে ১৯৬০ সালের ভেতরে এই সম্পদ বহু লোকের কাছে বিক্রি ও পুনর্বিক্রি হয়েছে, কিন্তু কারো জন্যই এটা লাভজনক ছিল না। এর মধ্যে *স্ক্রু* পত্রিকা ভাড়া নেয় বারো তলা। মার্কিন কম্যুনিস্ট পার্টির হেডঅফিস ছিল দশ তলায় এবং সবচেয়ে উপরের তলায় বসবাস করত কিছু সমকামী যুবক, যারা ব্রাউনিং-এর নিষ্প্রাণ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে জীবন্ত বসতিতে পরিণত করেছিল। নিচতলায় বসবাস করত কিছু রহস্যময় ও উদ্ভট মানুষ, যারা সামাজিক ও রাজনৈতিকভাবে স্বাভাবিক মানুষ থেকে আলাদা।

একজন ভাড়াটিয়া ছিল লোহা থেকে শুরু করে যাবতীয় ধাতুর কারিগর, সে তৈরি করত পিতল, তামা ও দস্তার দিয়ে নগ্ন নারী ও পুরুষ এবং বিভিন্ন যৌনাঙ্গের প্রতিমূর্তি। অন্য তালায় একদল মাঝবয়সী লোক নির্দিষ্ট কিছু সন্ধ্যায় জড়ো হত এবং প্রশিক্ষণ নিত ট্রাক চালানোর। এছাড়া ছিল বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনী ও ভৌতিক বিষয় সম্মলিত পত্রিকা *'মনস্টার টাইমস'*-এর সম্পাদকীয় বিভাগ এবং অন্য এক তলায় ছিল কেলেঙ্কারি বিষয়ক পত্রিকা *পিপিং টম*-এর কার্যালয়। একই তলায় ছিল লাল চুলআলা এক বুকবাইন্ডার, যাকে রাতের বেলা প্রায়ই দেখতে আসত তার জমজ কন্যারা। দুইতলা নিচে ছিল টাইপরাইটার মেরামতের এক ইহুদি কারিগরের কারখানা। ১৯৭০ সালের খ্রিস্টমাসের আগে দুই ব্যক্তি দশতলাটা ভাড়া নিয়ে একটা ফাস্টফুডের দোকান ও নয়তলায় একটা ম্যাসেজ পার্লার চালু করে।

পার্লারের মালিকেরা এই ফ্লোরগুলোর ভাঙা দেয়াল ঢেকে ফেলার জন্য ফরমিকার প্যানেল বসায়। তার ওপর কার্পেটি দিয়ে সজ্জিত করে। তারপর সেই কার্পেটের ওপর স্থাপন করে কাঠের বোর্ড। লিফটের কাছেই তারা একটা রিসেপশন রুম তৈরি করে। আধুনিক রীতির ড্যানিশ টেবিল, চেয়ার ও কুশন দিয়ে রুমটাকে সাজায়। একটা স্টেরিও সেটও রাখা হয় রুমে গান শোনার জন্য, সেইসঙ্গে বিশাল কফি টেবিলের

ওপর *প্লেবয়* ও *পেন্টহাউসের* নতুন ও পুরোনো কিছু সংখ্যা। কোনার দিকে তারা একটা স্নানঘর ও সাউনার (ফিনল্যান্ডীয় রীতির বাষ্পস্নান) ব্যবস্থা করে এবং আরও তৈরি করে চারটি ম্যাসেজরুম। প্রতিটি রুমেই রয়েছে একটা ম্যাসেজ টেবিল এবং টেবিলের পাশে সাজানো আছে ম্যাসেজ করার অ্যালকোহল, লোশন, পাউডার ও টিসু পেপার।

তারপর তারা *ভিলেজ ভয়েস* পত্রিকাসহ অন্যান্য সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দেয় নারী কর্মচারীর জন্য, যারা পুরুষের শরীর ম্যাসেজ করবে। তারা আশা করেছিল কমপক্ষে আট থেকে নয়জন কর্মী তারা ভাড়া করবে তাদের প্রাত্যাহিক কর্মসূচি পরিচালনা করতে এবং এদের ভেতর থেকে চারজন সব সময়ের জন্য উপস্থিত থাকবে চারটে ম্যাসেজ রুম চালু রাখার জন্য, বিশেষ করে ব্যস্ত সময়ে। ম্যাসেজ পার্লারের বিষয়টি আমেরিকায় তখন একেবারেই নতুন। পুলিশ এমনকি পতিতারাও এ সম্পর্কে কিছু জানত না। প্রায় এক ডজন যুবতী চাকরির জন্য আবেদন করে। তারা ভেবেছিল চাকরিটা হয়তো হবে ফটোগ্রাফারদের স্টুডিওতে অথবা কোনো হেলথ ক্লাবে, কিন্তু যখন তারা বুঝতে পারল যে তাদেরকে পুরুষের নগ্ন শরীর মর্দন করতে হবে এবং মুখোমুখি হতে হবে উত্থিত লিঙ্গ ও যৌন প্রস্তাবের, তখন তারা অন্য জায়গায় চাকরির সন্ধান করতে লাগল।

কিন্তু অন্য নারীরা, যারা ষাট দশকের নারী এবং সব ব্যাপারেই অধিক স্বাধীন তারা মোটেও ভীত হয় না। অচেনা পুরুষকে নগ্ন দেখলে তাদের কোনো সমস্যা হয় না। এদের ভেতরে কেউ নিউ ইয়র্ক কলেজের ছাত্রী, কেউ কলেজ থেকে ঝরে পড়েছে, হিপ্পি যুবতী এবং খুব কম লেখাপড়া জানা যুবতীও আছে যারা হোটেলের ওয়েট্রেস কিংবা সেক্রেটারির চাকরির চেয়ে শরীর ম্যাসেজ করার কাজ অধিক লাভজনক মনে করে। এগারো তলার ক্যমুনিস্টরা ছিল সংস্কারাচ্ছন্ন মানুষ। তারা জানত এই ভবনের কোন তলায় পতিতালয় চালু করা হয়েছে। এখন এখানে খারাপ লোকের আনাগোনা বাড়বে, সেইসঙ্গে বাড়বে পুলিশের হামলা এবং হয়রানি। এসব গুজব ছড়িয়ে পড়ায় এফবিআই ১০ তলায় নিজেদের জন্য একটা অফিস ভাড়া করার কথা চিন্তা করে। কম্যুনিস্ট পার্টির বয়স্ক সদস্যরা তখন দেখতে পায় কিছু কিছু অচেনা মানুষ লিফট দিয়ে ওঠানামা করছে, যারা মূলত এফবিআই এজেন্ট।

ম্যাসেজ পার্লারকে স্বাগত জানিয়েছিল শুধুমাত্র *স্ক্রু* পত্রিকার সদস্যরা, যারা সাউনা বাথের ব্যাপারে কোনো আপত্তি করেনি। তবে এর জন্য যে মূল্য নেয়া হয় তা অনেক বেশি বলে মনে করছে তারা। তাদের দাবি তেল দিয়ে শরীর মর্দন করতে করতে পুরুষটিকে বীর্যপাতের আনন্দ দেবে একজন উন্মুক্তবক্ষা নারী। *স্ক্রু* পত্রিকায় মাসেজ পার্লারের পক্ষে একটা প্রতিবেদন ছাপা হয়। তাতে বলা হয় নতুন ধরনের আনন্দের অভিজ্ঞতা। *স্ক্রু* পত্রিকা নিয়মিত ম্যাসেজ পার্লারের টেলিফোন নম্বর, মাসেজের সময়, ম্যাসেজকারীর আঙুলের জাদুকরি স্পর্শ ও চূড়ান্ত আনন্দের নিশ্চয়তার প্রতিশ্রুতিসহ বিজ্ঞাপন প্রকাশ করতে শুরু করে।

এই বিজ্ঞাপন দেখে নিউ ইয়র্কের অন্যান্য ম্যাসেজ পার্লারগুলোও স্ক্রু'র সঙ্গে যোগাযোগ করতে শুরু করে। এদের কেউ কেউ আবার বিজ্ঞাপনে নগ্নবক্ষা নারীর ছবি প্রদর্শন করতে থাকে। দর্শকদের প্রলুব্ধ করে যে, এরা খরিদ্দারের কাছে পুরোপুরি সহজলভ্য ম্যাসেজের মূল্যের ভেতরেই। আলাদা করে কোনো অর্থ ব্যয় করতে হবে না। কিন্তু কিছুদিনের ভেতরেই *স্ক্রু* পত্রিকার পাঠকরা অভিযোগ করে চিঠি লিখতে শুরু করে। তারা জানায়, এই বিজ্ঞাপন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রতারণামূলক, কারণ কোনো কোনো ম্যাসেজদানকারী ম্যাসেজকালে সেইসব উত্তেজিত খরিদ্দারের কাছে টিপস হিসেবে ১৫ ডলার দাবি করে লিঙ্গ চুষে দিতে অথবা হস্তমৈথুন করে দিতে, যারা আধাঘণ্টার ম্যাসেজের জন্য ইতিমধ্যেই পঁচিশ অথবা তিরিশ ডলার প্রদান করেছে। পাঠক আরও অভিযোগ করে কোনো কোনো ম্যাসেজদানকারী সরাসরি পুরুষের লিঙ্গ স্পর্শ করতে অস্বীকৃতি জানায়। কী পরিমাণ অর্থের বিনিময়ে তারা এটা করবে? এ ধরনের বিজ্ঞাপন আইনবিরোধী।

আইনকে শহরে বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করা হত। তবে একটা বিষয়ে সবাই উৎসুক ছিল যে ম্যাসেজরুমের ভেতরে গোপনে কী কী করা নৈতিকভাবে অনুমোদনযোগ্য। কোনো কোনো প্রদেশে এবং কিছু কিছু শহরে আইন ম্যাসেজ পার্লার ব্যবসা নিষিদ্ধ করলেও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় দেখা গেছে নার্স ও অন্যান্য মহিলা চিকিৎসরাও ম্যাসেজের ওপর গুরুত্ব দেন আহতদেরকে সুস্থ করে তোলার ব্যাপারে এবং চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভাষায় একে 'ফিজিক্যাল থেরাপি', বলা হয়ে থাকে। আর পার্লারে ম্যাসেজ ব্যবসার নামে চালু করা হয়েছে একজন খরিদ্দারকে বিবেচনাহীন যৌনতার ব্যাপারে প্রলুব্ধ করে তোলা। ফলে তারা বুঝতে পারে না কেন এই ম্যাসেজ ব্যবসায় লাইসেন্সধারী ম্যাসেজ বিশেষজ্ঞরা এসে উপস্থিত হয়েছেন। এইসব বিশেষজ্ঞদের রয়েছে শরীরবিদ্যা ও স্নায়ুবিদ্যা সম্পর্কিত জ্ঞান এবং পাশাপাশি রয়েছে মাংসপেশি সম্পর্কে পুরোপুরি সচেতনতা ও অভিজ্ঞতা। নৈতিকভাবে তারা এ কাজে কোনো বিপরীত লিঙ্গের মানুষের উপস্থিতির প্রয়োজন অনুভব করে না। যেমন একজন পা-বিশেষজ্ঞ অথবা একজন মনোচিকিৎসক। নিউ ইয়র্কের মতো আমেরিকায় বহু শহরে বেশ কয়েক বছর ধরে বেশকিছু চিকিৎসাজীবী এই কাজে নিয়োজিত। এদের অনেকেই আবার আমেরিকান ম্যাসেজ অ্যান্ড থেরাপি অ্যাসোসিয়েশন অথবা নিউ ইয়র্ক স্টেট সোসাইটি অব মেডিক্যাল ম্যাসার-এর সদস্য এবং এদের প্রত্যেকেই 'সিটি হেলথ বোর্ডে'র লাইসেন্সপ্রাপ্ত। এই প্রতিষ্ঠান চুলকাটা ও কসমেটিক ব্যবসায়ীদেরও লাইসেন্স দিয়ে থাকে। তবে সব ধরনের চিকিৎসক ও নার্সদের লাইসেন্স দিয়ে থাকে নিউ ইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট অব এডুকেশন।

পেশাজীবী ম্যাসেজ অ্যাসোসিয়েশন অনেকগুলো ছোট ছোট সভার পর ১৯৬৮ সালে এ-সংক্রান্ত নীতিমালা পরিবর্তিত হয়—ম্যাসেজদানকারী বা অঙ্গসংবাহনকারীরা চিকিৎসাবিষয়ক ব্যক্তিত্ব হিসেবে পুনরায় শ্রেণীবিন্যস্ত হয় এবং এদেরকে লাইসেন্স প্রদান করে আলবেনির শিক্ষাবিভাগ। ম্যাসেজ বিষয়ক ছাত্রকে অবশ্যই এ বিষয়ে ডিগ্রি অর্জন

করতে হবে কোনো বিশেষ স্কুলে পাঁচশো ঘণ্টা লেখাপড়ার কর্মসূচির ভেতর দিয়ে এবং রীতিমতো পরীক্ষা দিয়ে পাস করতেও হয়। উল্লেখ্য, পরীক্ষার ভেতর গুরুত্ব দেয়া হয় একজন ছাত্রের ম্যাসেজ করার কৌশলের এবং মূল্যায়ন করা হয় তার কাজের সঙ্গে শরীরের মাংসপেশি ও স্নায়ুতন্ত্র সম্পর্কিত জ্ঞানকে।

পরীক্ষক নিশ্চিত হন যে এই পেশার যাবতীয় সম্পদ সম্পর্কে ছাত্ররা সচেতন কিনা, যা তাদেরকে ম্যাসেজ গ্রহণকারীর যৌনাঙ্গ আবৃত্ত করে নেয়ার অনুশীলন শেখায় যখন সে ম্যাসেজ টেবিলে শুয়ে পড়ে। ম্যাসেজের সময় এসব প্রশিক্ষিত ছাত্ররা নারীর স্তনের সঙ্গে সরাসরি শারীরিক যোগাযোগ সচেতনভাবে এড়িয়ে চলে। সুতরাং এর বাইরে যদি কোনো দুঃখজনক ঘটনা ঘটে তা হলে তা আইনের চোখে অপরাধ বলে বিবেচিত হবে।

যা হোক, ম্যাসেজ টেবিলে অনুচিত কাজ হঠাৎ করেই শুরু হয় না। দেখা যায়, এই পেশার ভেতরে নির্দিষ্ট লাইসেন্সপ্রাপ্ত কোনো চিকিৎসক ও কিছু ম্যাসেজ দানকারী প্রবীণ নারী, যাদের তাগড়া শরীর খদ্দেরের মনে রোমান্টিক কল্পনা নাও জাগিয়ে তুলতে পারে, কিন্তু নিয়মিত যৌন অন্তরঙ্গতার অনুরোধ আসতে পারে পুরুষ খরিদ্দারের কাছ থেকে, যারা তাদেরকে নির্ভরযোগ্য ও বিচক্ষণ মনে করে। এই যৌন-অন্তরঙ্গতার সীমা প্রাথমিক অবস্থায় হচ্ছে হস্তমৈথুন এবং স্ক্যান্ডিনেভীয় দেশগুলো থেকে আসা ম্যাসেজ দানকারীরা মনে করে এটা একটা স্বাস্থ্যকর অভ্যাস এবং এ-ধরনের ম্যাসেজের মাধ্যমে সহজেই শরীর ও মনে নিরুদ্বিগ্নতা আসে। খরিদ্দারের প্রস্তাবে এটা সবসময়ই গোপনে হয়ে থাকে এবং এখানে তৃপ্তির সঙ্গে সঙ্গে কিছু পারিতোষিকের ব্যবস্থাও রয়েছে। ম্যাসেজ অ্যাসোসিয়েশন কখনও আনুষ্ঠানিকভাবে যৌনাঙ্গের বাসনা পূরণের বিষয়টি অনুমোদন করে না। কিন্তু না জানার ভান করে। তারা এ ব্যাপারে সহকর্মী ছাড়া অন্য কোনো ব্যক্তির সাথে কোনো আলোচনা করে না। চিকিৎসক এবং নার্সরাও নিজেদের ভেতরে কখনও কখনও এই সীমা লঙ্ঘনের ঘটনা শুনে থাকেন। মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের কাছেও এসব বিষয় গোপন ছিল না। বহু চিকিৎসক সুবিধাভোগী শ্রেণীর কিছু রোগীর গর্ভপাতের ব্যবস্থাও করেছে, যারা ম্যাসেজের সময় যৌনমিলনের গোপন প্রস্তাবে রাজি হয়েছে। আবার দেখা গেছে, অনেক মনোচিকিৎসক কখনও কখনও রোগীর যৌন প্রস্তাবের পর তাকে নিয়ে সোফায় শুয়ে আছে তার উলঙ্গ শরীরকে জড়িয়ে ধরে অথবা দেখা গেছে রাতে কোনো নার্স এবং মহিলা থেরাপিস্ট দুজনে মিলে হাসপাতালে থাকা পুরুষ রোগীদের যৌনাঙ্গের হতাশা দূর করতে ব্যবহার করেছে তাদের হাতগুলো, বিশেষ করে যারা দীর্ঘদিন ধরে যৌনক্ষুধায় কাতর হয়েছিল।

এ ধরনের হস্তমৈথুনের গোপন কর্মকাণ্ড ম্যাসেজ পার্লারগুলোতে চালু ছিল। এরা মনে করত মহৎ মানুষেরাই হস্তমৈথুন করে থাকে এবং এটা একটা মহৎ কর্মকাণ্ড। ১৯৫০ দশকের শেষদিক থেকে শুরু করে ১৯৬০ দশকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত পশ্চিম উপকূলীয় ছোট ছোট শহরগুলোতে ম্যাসেজ পার্লার গড়ে ওঠে লোকচক্ষুর অন্তরালে। এসব পার্লার গড়ে উঠেছিল বাণিজ্যিক ভবনগুলোতে এবং এর আশেপাশে

গড়ে উঠেছিল ডেন্টিস্ট, চিকিৎসক, পা-বিশেষজ্ঞ ও ত্বক-বিশেষজ্ঞদের চিকিৎসাকেন্দ্র। মাসেজ পার্লারকে মনে হত ডাক্তারখানা। এর সাদা দরজায় কাঁচ লাগানো, যার ভেতর দিয়ে পরিষ্কার অক্ষরে লেখা দেখতে পাবে খরিদ্দার–'ফিজিক্যাল থেরাপি' অথবা 'ম্যাসেজ' এবং ম্যাসেজদানকারী চিকিৎসকের নাম। অফিসের ভেতরটা স্বাস্থ্যকর ও জীবাণুমুক্ত। আসবাবপত্র পরিপাটি করে সাজানো। অফিসের দেয়ালে ঝুলছে ফ্রেমে বাঁধানো লাইসেন্স ও ফিজিক্যাল থেরাপিতে প্রাপ্ত ডিগ্রির সার্টিফিকেট। অন্য রুমগুলোতে রয়েছে ম্যাসেজ টেবিল ও স্নানের ব্যবস্থা, সাদা তোয়ালের স্তূপ এবং লোশন ও তেলের বোতল এবং প্রায় বাষ্পস্নানের ব্যবস্থাও করা হয়। এছাড়া নারীদের ওজন কমানোর একটা যন্ত্রও রয়েছে রুমের এককোনায়।

আগের থেকে টেলিফোনে সময় নির্ধারণ করে না এলে কাউকেই এখানে ঢুকতে দেয়া হয় না। ম্যাসেজদানকারীরা সব মার্জিত চেহারার নারী। তারা কখনও কখনও নার্সদের মতো পোশাক পরে, বিশেষ করে যখন তারা একজন নগ্ন পুরুষের শরীর মালিশ করে। চূড়ান্তভাবে ম্যাসেজ গ্রহণ করা অর্থাৎ সাদা পোশাক পরা পেশাজীবী নারীদের হাত দিয়ে লিঙ্গকে মৈথুন করিয়ে নেয়া খুবই উত্তেজক একটি অভিজ্ঞতা। এসব হস্তমৈথুনের সময় পুরুষরা কৈশোরের বহু ধরনের ফ্যান্টাসিকে এই ম্যাসেজদানকারী নারীর মাধ্যমে চরিতার্থ করে থাকে। যেমন, শৈশবকালে কাছে থাকা তাগড়া আয়া অথবা স্কুলনার্স, অথবা মঠবাসিনী সুন্দরী সন্ন্যাসিনী অথবা অন্যান্য নারী, যাদের কাউকেই তার লিঙ্গমর্দনকারী হিসেবে এই পার্লারে মোটেও আশা করতে পারে না, কিন্তু উত্থিত লিঙ্গে ম্যাসেজদানকারী নারীদের তৈলাক্ত আঙুলের চটকাচটকির ভেতর দিয়ে সে অনায়াসে সেইসব নারীদের সবকিছুই উপভোগ করতে করতে বীর্যপাত করে একটা ছোট্ট তোয়ালেতে অথবা ন্যাপকিনে।

কয়েক ডজন খরিদ্দার সপ্তাহে অন্তত একবার আসে এসব পার্লারগুলোতে। তবে বেশ কয়েক বছর ধরে এসব পার্লার আইনের তোয়াক্কা না করেই ব্যবসা চালিয়ে যেতে থাকে। কিছু রাজনৈতিক নেতা এবং আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থার লোক নিয়মিত এসব পার্লার থেকে ম্যাসেজসহ যৌনতৃপ্তি পেত, আর ম্যাসেজদানকারীরাও তাদের ব্যবসার ভেতরে কোন্‌গুলো যত্ন ও মনোযোগের কাজ তা তারা চমৎকারভাবে জানত। ফলে খরিদ্দারও আসত প্রচুর। পুরোপুরি ম্যাসেজের জন্য নেয়া হত পনেরো ডলারেও বেশি এবং এই ম্যাসেজের সময় হল মাত্র আধাঘণ্টা এবং প্রায় সময়ই পারিতোষিক নিতে চাইত না ম্যাসেজদানকারী। যারা এখানে এসে হস্তমৈথুনের আনন্দ লাভ করত তারা তা শহরের সর্বত্র বলে বেড়াত না। বড়জোর তারা তাদের পুরুষবন্ধুদের সঙ্গে এই আনন্দলাভের বিষয়টি ভাগাভাগি করত এবং বলত যে এটা একটা চমৎকার অভিজ্ঞতা এবং ম্যাসেজের প্রাথমিক উদ্দেশ্য। আবার অনেকে মনে করত এটা একটা বোকামি। যে কাজ নিজেই করা যায় তা কেন অর্থের বিনিময়ে করাতে হবে। লক্ষ লক্ষ মানুষ মাঝে মধ্যে নির্জনতায় *প্লেবয়* বা অন্যান্য পত্রিকায় নগ্ন মেয়েদের ছবি দেখে হস্তমৈথুন করে থাকে। আর যারা শরীর ম্যাসেজ করাতে যায় তারা চায় একজন নারীসঙ্গী থাক তার সঙ্গে, যার চেহারা হবে খুবই মার্জিত এবং সে তাকে সাহায্য করবে হস্তমৈথুনের

আনন্দ দেয়ার পাশাপাশি তার অপরাধবোধকে দূর করে দেবার, যা তার ভালোবাসার নিঃসঙ্গ মুহূর্তের একটি উত্তেজক ও আনন্দদায়ক কর্মকাণ্ড।

ম্যাসেজ গ্রহণকারী হল বৈবাহিক একঘেয়েমির স্থায়ী জগতের বহু ধরনের গোপনীয়তার অস্তিত্ব রক্ষাকারী। তার পেশায়, সে মোটামুটি পরিতৃপ্ত তার স্ত্রী ও পরিবার নিয়ে এবং সে যদি মাঝ বয়সের কাছাকাছি পৌঁছে থাকে তাহলে সে অনুসন্ধান করবে যৌনবৈচিত্র্য, তবে তা রোমান্টিক জটিলতা সৃষ্টির ভেতর দিয়ে নয়। সে সেই পথ অনুসন্ধান করবে যেখানে অর্থ বা আবেগের কোনো স্থান নেই। একটু বয়স্ক নারী এবং যৌনমিলনের ব্যাপারে যারা নবিশ এবং যারা প্রতিবেশী বারগুলোতে সহজলভ্য, তাদের দিকে তার আগ্রহ নেই এবং এসব বারের পৃষ্ঠপোষক হল বিভিন্ন মানুষের অপরিতৃপ্ত স্ত্রীরা। এছাড়াও তাড়া এড়িয়ে চলে সেইসব রাস্তার পতিতাদের যাদের যৌনরোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি, এমনকি আরও এড়িয়ে চলে কদর্য কলগার্লদের এবং সেইসব নারীদের, যারা প্রতিরাতেই পুঁজি করে তাদের সেই জিনিস, বালজাক যাকে বলেছেন, তাদের 'দুপায়ের মাঝখানের সৌভাগ্য'।

এরকম একজন মানুষ, যে আকাঙ্ক্ষা ও অপরাধবোধের মতো দুটি শক্তির মাঝখানে প্রতিদিন ক্ষতবিক্ষত হতে থাকে, তার জন্য যৌন উত্তেজক ম্যাসেজ একটা সর্বরোগের ওষুধের মতো শান্তি দান করতে পারে এবং ১৯৬০-এর দশকে আমেরিকার প্রধান শহরগুলোতে এ-ধরনের ম্যাসেজ পার্লার অন্তত একটা হলেও ছিল যেখানে সাদা গাউন পরা নারী থেরাপিস্টরা এমনভাবে পুরুষের লিঙ্গ স্পর্শ করার মাধ্যমে হস্তমৈথুনের আকাঙ্ক্ষা মেটাত যা তারা তাদের স্ত্রীর কাছে চাইতে পারত না।

যা হোক, ম্যাসেজ পার্লারের জগতে ১৯৭০ সাল থেকে একটা পরিবর্তন শুরু হয়। রাখঢাক কমে আসে। বিভিন্ন ধরনের সংস্কৃতি থেকে আসা নতুন ব্যবসায়ীরা ম্যাসেজ পার্লার ব্যবসার দিকে ঝুঁকে পড়ে। কেউ কেউ চালু করে নগ্ন ফটোগ্রাফির স্টুডিও। অনেকে যোগব্যায়ামের বই প্রকাশ করতে থাকে। শহরের রাস্তায় রাস্তায় গড়ে ওঠে পার্লার। এসব পার্লারের সামনের দরজায় অশালীন ভঙ্গিতে প্রদর্শন করা হয় এ-ধরনের চিহ্ন বা প্রতীক, 'আপনার পছন্দের যুবতীরা এখানে নগ্ন ও জীবন্ত মডেল'। আবার কোনো কোনো পার্লারের দরজার বাইরে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে লম্বা চুলওয়ালা পুরুষরা লিফলেট বিলি করছে পুরুষ পথচারীদের কাছে।

কিন্তু এসব লিফলেট রাগমোচনের তৃপ্তি দেয়ার প্রতিশ্রুতি দেয় না, এগুলো নিশ্চয়তা দেয় একজন উন্মুক্তবক্ষা নারীকে দিয়ে ইন্দ্রিয়কে সুখদানকারী ম্যাসেজ প্রদানের। এসব নিয়ে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী কর্তৃপক্ষ আগের মতো আর মাথা ঘামায় না, কারণ ইন্দ্রিয়সুখদানকারী ম্যাসেজ এবং নগ্নশরীর প্রদর্শন আমেরিকার মানুষের গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে ১৯৭০-এর দশকে কতগুলো শর্তসাপেক্ষে। ব্রডওয়ের নাটক *হায়ার* এবং *ও ক্যালকাটা*-তে পুরোপুরি নগ্নতা অনুমোদিত হয়। কিছু শহরে তখন *উন্মুক্ত বক্ষ* ও *উলঙ্গ নিম্নাঙ্গ প্রদর্শন* করার অনুমোদন পায় কিছু কিছু বার। নগ্ন ব্যক্তিকে বিখ্যাত ইসালেন ম্যাসেজ প্রদান করে আকর্ষণীয় ম্যাসেজদানকারী। রেইচ-প্রভাবিত থেরাপিস্টরা উত্তেজক ম্যাসেজের সুপারিশ করে দম্পতিদের। সেক্স ক্লিনিকগুলোতে

নারী প্রতিনিধিরা যৌনতার ক্ষেত্রে কার্যকারিতা হারিয়েছে এরকম পুরুষদেরকে উত্তেজিত করে রাগমোচন লাভ করায়। যৌনমিলনের ব্যাপারে অতৃপ্ত নারীদেরকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয় তাদের প্রেমিকদেরকে উত্তেজিত করার কৌশল সম্পর্কে। যেমন যৌনাঙ্গকে বিভিন্নভাবে আদর করা এবং পারস্পরিক হস্তমৈথুন। কখনও কখনও এরা হস্তমৈথুনের সময় ভাইব্রেটর অথবা ডিলডো ব্যবহার করে। আমেরিকার স্কুলগুলোতে যৌনশিক্ষার ক্লাসে সম্ভবত ইতিহাসে এই প্রথম স্বয়ংক্রিয় যৌনকামনাকে বিষাদ ও লজ্জাজনক কোনো কর্মকাণ্ড হিসেবে উপস্থাপন করা হয় না।

যদিও লাইসেন্সপ্রাপ্ত ম্যাসেজ অ্যাসোসিয়েশন নতুন গড়ে ওঠা পার্লারগুলোকে সন্তোষজনক চোখে দেখল না, কিন্তু তীব্র নিন্দাও প্রকাশ করল না। পুলিশও এসব পার্লারকে এড়িয়ে যেতে থাকে। কারণ তারা কয়েক বছর ধরে যুবকদের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত রয়েছে, বিশেষ করে সেইসব ক্লাবগুলোর সঙ্গে যারা খোলামেলা যৌনকর্মের সঙ্গে জড়িত। এসময় তারা বহু লোকের বিরুদ্ধে মামলা করেছে, বহু সম্পাদককে দাঁড় করিয়েছে আদালতে অশ্লীলতার অভিযোগ তুলে। আর ১৯৭০ সালে ম্যাসেজ পার্লার সম্পর্কে যে আইন প্রণয়ন করা হয়েছে তা সত্যিই উদ্ভট।

এ সময়ে আইনগত দ্বিধাদ্বন্দ্বের পাশাপাশি আনন্দ-উপভোগের বাজারটিও বিস্তৃত হয়েছে, এমনকি যৌনতার ক্ষেত্রে স্বাধীন নারীদের সংখ্যাও তখন প্রচুর এবং পুরুষকে হস্তমৈথুনের মাধ্যমে তৃপ্ত করে অর্থ-উপার্জনের ক্ষেত্রে তারা কোনো মর্মবেদনায় ভোগে না। এই ব্যবসার যুবক মালিকরা প্রাথমিক অবস্থায় বিনিয়োগ করে খুবই অল্প পরিমাণ অর্থ। তারা ভাড়া নেয় কোনো ভবনের দুইতলা অথবা তিনতলার কয়েকটি রুম এবং একজন নবিশ কাঠমিস্ত্রিকে দিয়ে বিভিন্ন অঙ্গসজ্জার কাজ কোনোরকমে করিয়ে নেয় এবং তৈরি করে মোটামুটিভাবে একটা ম্যাসেজরুম। কখনও কখনও সেই রুমে স্থাপন করা হয় নগ্নছবি। ম্যাসেজ পার্লারের পুরো ঘরগুলো সাজানো হয় সোফা, চেয়ার এবং রিসিপশন টেবিল দিয়ে। ম্যাসেজের কাজে সেকেন্ডহ্যান্ড টেবিল ব্যবহার করা হয়।

নিউ ইয়র্কে খোলাখুলিভাবে প্রথম যে পার্লারটি সমৃদ্ধি লাভ করে তার নাম *পিঙ্ক অর্কিড*। পার্লারটি থার্ড এভিনিউয়ের ২০০ ইস্ট ফরটিন্থ স্ট্রিটে অবস্থিত। এটা প্রতিষ্ঠা করে সিটি কলেজের দুজন প্রাক্তন ছাত্র আলেক্স স্কাব ও ডান রাসেল। স্কাব হচ্ছে একজন রকশিল্পী, বিষণ্ণ ও লাজুক। সে একজন ভালো কাঠমিস্ত্রিও বটে এবং সে তার দক্ষতা এই পার্লার গড়ে তোলার কাজে ব্যবহার করে। পাশাপাশি প্রাণচঞ্চল সদাপ্রফুল্ল রাসেল একজন উকিলের পুত্র এবং একজন প্রকাশকের দৌহিত্র্য যে দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ প্রকাশ করে থাকে, সে-ই ছিল এই পার্লারের ম্যানেজার এবং প্রচারক। *পিঙ্ক অর্কিড* দ্রুত সাফল্য অর্জন করে। ১৯৭০ সালের গ্রীষ্মকালে দেখা যায় প্রতিদিন গড়ে চল্লিশজন করে খদ্দের আসছে। তখন আরও দুজন বাড়তি লোক ভাড়া করা হয় এবং একই সঙ্গে লেক্সিংটন এভিনিউ এর টুয়েন্টি থার্ড স্ট্রিটে *পারফিউমড গার্ডেন* নামে আরও একটা পার্লার চালু হয়। আলেক্স স্কাব তখন নিজের পার্লারের যাবতীয় কাজে সার্বক্ষণিকভাবে সাহায্য করতে থাকে।

তাদের এক প্রাক্তন বন্ধু, ফেয়ারলেই ডিকিনসন কলেজের সাহিত্যের ছাত্র আরও দুটো পার্লার চালু করে, নাম *কাসবাহ ইস্ট* ও *কাসবাহ ওয়েস্ট*। স্কাব এই পার্লার দুটোর দেয়াল সাদা প্লাস্টিক দিয়ে সজ্জিত করে পরিণত করে একটা সর্বাধুনিক গুহায়, দেখতে অনেকটা ক্যাপসুলের মতো। ফিফটি-ফাস্ট স্ট্রিটের থার্ড এভিনিউতে স্কাব প্রতিষ্ঠা করে *মিডিল আর্থ স্টুডিও*, এখানে ছিল চমৎকার বিছানা, সাজানো বালিশ এবং ধূপ পোড়ানোর ব্যবস্থা।

এসময় ব্যবসায় প্রতিযোগিতা প্রকট হয়ে ওঠে। কেউ কেউ বিজ্ঞাপন দেয় যুবতী অভিনেত্রী মডেলের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে সময় কাটানোর সুযোগ। ৪৪০ ওয়েস্ট থারটি ফোর্থ স্ট্রিটের *স্টুডিও ৩৪* বিজ্ঞাপন দেয় এবং বিজ্ঞাপনে তারা অঙ্গীকার করে, পাঁচজন সুন্দরী কলেজছাত্রী রয়েছে—যেটা আপনার পছন্দ, বেছে নিন।

ম্যাসেজ প্রদানকারী সাধারণত প্রতিবার আধাঘণ্টা ম্যাসেজ করে বেতন হিসেবে আয় করত প্রতি ম্যাসেজ থেকে মালিকের আয়ের তিন ভাগের একভাগ। সেইসঙ্গে খদ্দেদের বকশিশ। এভাবে তারা সপ্তাহে আয় করত ৩০০ থেকে ৫০০ ডলার। অবশ্য এটা নির্ভর করত কতদিন এবং কত ঘণ্টা তারা কাজ করতে পছন্দ করছে তার ওপর। প্রতিটি পার্লারেই বিকাল ও রাত্রির আলাদা আলাদা শিফট ছিল এবং নারীদের কর্মসূচিরও তত বাধ্যবাধকতা ছিল না। অভিনেত্রী, নর্তকী ও মডেলরা অন্যান্য ম্যাসেজদানকারীদের সঙ্গে কথা বলে নিজেদের সময় ঠিক করে নিত অথবা দিনের যে-কোনো সময়ে ইচ্ছামতো সে এ কাজ করতে পারত। তারা নিয়মিত তাদের খদ্দেরদের সঙ্গে স্টুডিওর কোনায় স্থাপন করা কয়েনবক্সের মাধ্যমে যোগাযোগ রাখত।

ম্যাসেজদানকারীদের ভেতরে যারা কলেজের ছাত্রী তারা তাদের বই সঙ্গে নিয়েই পার্লারে আসত এবং যখন খদ্দেরদের আনাগোনা কাম তখন তারা অভ্যর্থনাকক্ষে বসে কলেজের পড়া মুখস্থ করত। অন্যান্য ম্যাসেজদানকারীরা হল অভিযানপ্রিয় ডিভোর্সি যুবতী, স্কুল বা কলেজ থেকে ঝরে পড়া যুবতী, কোনো কারণে চাকরিচ্যুত নারী, মালিকদের মেয়েবন্ধুরা, সুন্দরী সমকামিনী ও উভকামী নারীরা। পার্লার শেষোক্তদেরকে একত্রিত করে এক ধরনের ম্যাসেজ চালু করে। তারা এর নাম দেয় *সিস্টার ম্যাসেজ*। এর ভেতরে রয়েছে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কথা বলা, একসঙ্গে বসে পত্র-পত্রিকা পড়া, মেঝেতে শুয়ে বসে যোগব্যায়াম ও ধ্যান করা।

যদি কখনও ম্যানেজার অল্প সময়ের জন্য রিসিপশন রুমের বাইরে যায় এবং তখন যদি কোনো ম্যাসেজদানকারী নারী টেলিফোন তোলে তাহলে প্রায়ই তাকে অভ্যর্থনা জানায় ভারী নিশ্বাসের শব্দ অথবা ক্রমাগত অশ্লীল কথা। সে কারণে অধিকাংশ পার্লারে এসব ব্যবসায়িক টেলিফোন পুরুষ ম্যানেজাররা ধরে থাকে। খদ্দেরের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহের পাশাপাশি প্রত্যেক খদ্দেরকে গোপন ম্যাসেজরুম দেখিয়ে দেয়া এবং পঁচিশ মিনিট পেরিয়ে গেলেই প্রত্যেক রুমের কাছে গিয়ে মনে করিয়ে দেয়া তাদের আধাঘণ্টা সময় শেষ হয়ে আসছে। ম্যাসেজ পার্লারের ব্যবসায়ে যারা পৃষ্ঠপোষকতা করছে তারা আচার-আচরণের দিক থেকে খুবই ভদ্র। তারা সবসময় স্যুট ও টাই পরে এখানে আসে। তারা হেঁটে হেঁটে সবকিছু দেখে। মাঝে মাঝে

লিফলেটগুলো নাড়াচাড়া করে, যা রাস্তায় বিলি করা হয়। ম্যানেজাররা তাদেরকে অভ্যর্থনা জানিয়ে মাঝে মাঝে ডেস্কের পেছনে নিয়ে বসায়। তারা ম্যাসেজদানকারী নারীদের দিকে তাকিয়ে হাসি বিনিময় করে। ম্যাসেজের জন্য নির্ধারিত মূল্য পরিশোধ করার পর ম্যাসেজদানকারী নারী তার কাঁধ জড়িয়ে ধরে নির্দিষ্ট রুমে নিয়ে যায়। দরজা বন্ধ করে ম্যাসেজকারিণী টেবিলের ওপর একটা চাদর বিছিয়ে দেয় এবং পুরুষ খরিদ্দার নগ্ন না-হওয়া পর্যন্ত সে নগ্ন হয় না।

ম্যাসেজ পার্লারে আসা অধিকাংশ খরিদ্দারই হল বয়স্ক। ম্যাসেজ দেয়ার পর এরা উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। যুবতী নারী যখন তাদেরকে ম্যাসেজ করে তখন তারা চোখ বন্ধ করে শুয়ে থাকে নিশ্চিন্তে এবং তাদের শরীর মর্দন করা হয় তেল অথবা লোশন দিয়ে। এসব বয়স্ক হল তারাই যাদের যৌনমুক্তির আন্দোলনের সঙ্গে প্রাথমিক অবস্থায় অন্তরঙ্গতা ছিল এবং তারা এসব সম্পর্কে অনেক পড়েছে এবং শুনেছে। এরাই ঘনঘন ম্যাসেজ পার্লারে আসে, বিশেষ ধরনের ম্যাসেজের লোভে।

ম্যাসেজদানকারীরা মধ্যবয়সী মানুষের হতাশা সম্পর্কে অনেক বেশি জানে। আরও জানে তাদের বৈবাহিক সম্পর্কের বিভিন্ন অসুবিধাগুলো, চাকরির বিভিন্ন সমস্যা, তাদের ফ্যান্টাসি এবং নিরাপত্তাহীনতা সম্পর্কে। কিছু কিছু মানুষ আছে যারা স্নায়ুদৌর্বল্যে ভোগে। যখন তারা ম্যাসেজ টেবিলে শোয় তখন তাদের শরীর কাঁপতে থাকে এবং তখন তাদেরকে আশ্বস্ত করতে হয় যে, তার লিঙ্গ খুবই বড় অথবা অন্যদের তুলনায় বেশ বড়। ম্যাসেজ থেকে যথেষ্ট আনন্দ না-পাওয়া পর্যন্ত অনেকে অপরাধবোধে ভোগে এবং এটা কেটে যাওয়ার পর তারা ম্যাসেজদানকারীকে পুনরায় ম্যাসেজ দেয়ার জন্য অনুরোধ করে। এসব ক্ষেত্রে মৌখিক কথার মাধ্যমে খরিদ্দারকে উত্তেজিত করে তার লিঙ্গে হস্তমৈথুন করা হয়।

এমন খরিদ্দারও আছে সম্প্রতি যে যাজকত্ব পরিত্যাগ করেছে এবং সে প্রথম নারীর স্পর্শ পরীক্ষা করে দেখতে চায়। কুসংস্কার এদের লিঙ্গে মানসিকতার এমন কনডোম পরিয়ে রেখেছে যে, চামড়ার সংস্পর্শ ছাড়াই তারা হস্তমৈথুন করতে পারে। এছাড়াও রয়েছে বীমার দালাল এবং ব্যাংকার, যারা ম্যাসেজদানকারীকে রাজি করায় মুখমৈথুনের জন্য। তারা ব্যাখ্যা দেয় যে, তাদের ওষ্ঠ সেই আনন্দ দান করে যা স্ত্রীরা তাদেরকে দিতে অস্বীকৃতি জানায়। এছাড়া ম্যাসেজ থেকে আনন্দ পাওয়া প্রায় প্রতিটি পুরুষ জানায়, ম্যাসেজদানকারী নারী তাদের এমন কিছু বিশিষ্ট আনন্দ দিয়ে থাকে যা সম্পর্কে তারা তাদের স্ত্রীকে কখনও কিছু জিজ্ঞাসা করতে পারে না।

বৃদ্ধ, বিধবা, ডিভোর্সি ও ড্যাডি ব্রাউনিং-এর মতো লোকেরাও নিয়মিত এসব পার্লারে আসত। এদের জন্য হুইস্কির ব্যবস্থা রাখা হত। আবার কিছু কিছু বলবান যুবক যারা শক্তি ও সামর্থে পরিপূর্ণ তারা দ্বিগুণ মূল্য পরিশোধ করত আধাঘণ্টার ভেতরে দুজন ম্যাসেজদানকারী নারীর সাহায্যে তিনবার বীর্যস্খলনের আনন্দ উপভোগের জন্য।

বহু রোমান্টিক পুরুষ ঘনঘন ম্যাসেজ পার্লারে আসত এবং কখনও কখনও ম্যাসেজদানকারী নারীর প্রেমে পড়ত, কিন্তু সে খুবই বিষণ্ন হয়ে পড়ত যখন সে আবিষ্কার করত যে তার পছন্দের নারী অন্য পুরুষের সঙ্গে অন্য রুমে ব্যবসায়িক কাছে

ব্যস্ত অর্থাৎ নগ্ন হয়ে সে তখন অন্য একজন পুরুষকে ম্যাসেজ দান করছে। লেক্সিংটন এবং টুয়েন্টি সিক্সথ স্ট্রিটের *সেক্রেট লাইফ স্টুডিও*-তে হার্ভাডের এক স্নাতক ঘন ঘন আসা-যাওয়া করত। সম্প্রতি তার বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটেছে। নিয়মিত তাকে ম্যাসেজ প্রদান করত লুইজিয়ানা স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বর্ণকেশী এক স্নাতক। সে *লুক* পত্রিকায়ও কাজ করত। ম্যাসেজ প্রদানকালে তাদের ভেতরে অন্তরঙ্গতা গড়ে ওঠে, তারা ডেটিং করতে শুরু করে এবং একবছরের ভেতরে তারা বিয়ে করে ফ্লোরিডায় চলে যায়।

এই সময়ের মধ্যে যারা ম্যাসেজ পার্লারগুলোর পৃষ্ঠপোষকতা করছিল তাদের ভেতরে কয়েকজন এই ব্যবসার উন্নতির লক্ষ্যে প্রশস্ত স্নানের ঘর তৈরি করে, প্রশস্ত জায়গায় স্থাপন করে প্লাস্টিকের চেয়ার, এয়ারকন্ডিশন ফিট করে, নতুন ও আরামদায়ক ম্যাসেজ টেবিল তৈরি করে, ব্যবস্থা করে বাষ্পস্নান ও রৌদ্রস্নানের এবং চালু করে ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে বিল পরিশোধের ব্যবস্থা। *স্ক্রু* পত্রিকার সম্পাদক আলভিন গোল্ডস্টেইন সবগুলো ম্যাসেজ পার্লারই পরিদর্শন করে, সেই হল একমাত্র লোক যে এই ম্যাসেজ পার্লার ব্যবসার বিকাশের সময় নিজের পত্রিকায় আলাদা করে বিজ্ঞাপন দিয়েছিল বহুদিন।

আলভিন যখন এ ব্যাপারে প্রথম আগ্রহ দেখায় তখন ১৯৭১ সাল। সেসময় বড়জোর এক ডজন পারলার ছিল, ১৯৭২ সালে নিউইয়র্কে চল্লিশেরও বেশি এবং আলভিন জেনেছিল যে, সেবা এবং মূল্য এক এক জায়গায় এক এক রকম, কখনও কখনও এক এক দিন এক এক রকম এবং এটা নির্ভর করে ম্যাসেজদানকারীর মেজাজ ও খরিদ্দারের সঙ্গে তার সময়ের সমন্বয় ঘটার ওপর।

ফরটিস্থ স্ট্রিটের *পিঙ্গ অর্কিড* ছিল কোলাহলমুখর স্থানে। জায়গাটা বেশ গরমও। এখানে কোনো স্নানঘর বা এয়ার কন্ডিশনার নেই। ১৪ ডলারে বিনিময়ে আলভিন ম্যাসেজ করিয়ে নিল উত্তেজক ছোট্ট-প্যান্ট-পরা এক স্বর্ণকেশীকে দিয়ে এবং আরও ১৫ ডলার বকশিশ দিয়ে হস্তমৈথুন ও মুখমৈথুন করিয়ে নিল। অবশ্য যুবতী তার লিঙ্গ চুষে দেবার সময় বারবার নিজের ঘড়ি দেখছিল। আলভিন তার পরের সংখ্যার *স্ক্রু*'তে তার ছবি ছেপেছিল। ছবির নিচে ক্যাপশন লেখা ছিল এর সম্পর্কে সুপারিশ করার কোনো প্রয়োজন নেই।

লেক্সিংটন এভিনিউয়ের ফিফটি এইথট স্ট্রিটে মাদমোজায়েল স্টুডিওর মালিক ছিল তিনজন ইহুদি। তাদের সাতটা এয়ারকন্ডিশন্ড রুম ছিল, সেইসঙ্গে ছিল শরীর সতেজ রাখার ব্যবস্থাসহ আলাদা বার। ছিল মুভি প্রোজেক্টর। এই প্রোজেক্টরের সাহায্যে অভ্যর্থনাকক্ষের দেয়ালে প্রদর্শন করা হত উত্তেজক রঙিন স্লাইড। আলভিন এখানে বিশ ডলার দিয়ে শরীর ম্যাসেজ করায় এবং ২৫ ডলার বকশিশ দিয়ে সম্প্রতি বিচ্ছেদপ্রাপ্ত ছাব্বিশ বছর বয়সী এক আকর্ষণীয় যুবতীর সঙ্গে পানিতে ভাসানো বিছানার ওপর যৌনমিলন সম্পন্ন করে, যে বলেছিল কানেকটিকাটের শহরতলিতে তার দুটি শিশুসন্ত ান রয়েছে এবং গত সপ্তাহে সে তার কিছু রিয়েল এস্টেট বিক্রি করেছে। সে ছিল খুবই

বন্ধুভাবাপন্ন এবং কৌতুক উপভোগের ব্যাপারে তার কোনো জুড়ি নেই। আলভিন মাদামোজায়েল ম্যাসেজ পার্লার সম্পর্কে মন্তব্য করে 'সহজলভ্যদের ভেতরে সবচেয়ে সেরা।'

মিডল আর্থ স্টুডিও তখন ৮৩৫ থার্ড এভিনিউ-এর একটা ইটের তৈরি ভবনের তিনতলায় অবস্থিত। আলভিন এর ম্যানেজারকে ১৮ ডলার দিয়ে নীলনয়না এক স্বর্ণকেশী ম্যাসেজদানকারীকে ঠিক করে, যার চুল দীর্ঘ এবং গায়ের রঙ খুবই চমৎকার। সে ছিল খুবই মাধুর্যময় এক নারী এবং ম্যাসেজরুমের গোপনীয়তায় সে আলভিনকে সহজেই উত্তেজিত করে তুলত। দীর্ঘ আঙুলসহ তার ছিল দুখানা চমৎকার হাত এবং আলভিনের মনে হত যা সে করছে তা সে খুবই উপভোগ করে। তার উত্তেজিত লিঙ্গের ওপর থেকে সে এক মুহূর্তের জন্যও চোখ সরায় না যখন সে লিঙ্গকে হাত দিয়ে আদর করে। এটা নিশ্চিত করেই বলা যায় যে, অধিকাংশ পুরুষই দেখতে পছন্দ করে নারীরা তার এই অদ্ভুত জিনিসটি অত্যন্ত অন্তরঙ্গতার সাথে আদর করছে। আলভিন খুব বেপরোয়াভাবে চাইল যুবতী তার লিঙ্গ মুখে পুরে নিক এবং সে তাকে তা করতে বলল তখন অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে সে তা প্রত্যাখ্যান করে। সে জানায় যে মিডল আর্থ-এর নীতিমালায় এটা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। শুধুমাত্র হাত দিয়ে লিঙ্গ মৈথুন করার অনুমোদন রয়েছে এবং তা ম্যাসেজ-এর সঙ্গে সম্পর্কিত। তারপর সে হঠাৎ দেখতে পায় দেয়ালের গায়ে একটা ছোট্ট জানালা খুলে গেল এবং সে শুনতে পেল এখানে কী কী নিয়ম চালু আছে এবং তা যেন যথাযথভাবে মেনে চলা হয়। এ-ধরনের আচরণে আলভিনের মেজাজ বিগড়ে যায়, নষ্ট হয়ে যায় ম্যাসেজদানকারীর সঙ্গে অন্তরঙ্গতার অনুভূতি, তারপরও সে হস্তমৈথুনের আনন্দ উপভোগ করে।

আলভিন বহু পার্লারে বড় বড় আয়না লাগানোর দেয়াল ও সিলিং দেখেছে। ম্যানেজার বা অন্য কেউ তাদের গোপন কর্মকাণ্ড দেখছে কিনা এ-ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়ার জন্য এই আয়নার ব্যবস্থা। ম্যাসেজ গ্রহণকারী কোনো ব্যক্তিই ম্যাসেজ টেবিলে নগ্ন হয়ে শুয়ে কখনোই আশা করে না যে অন্য কেউ তার এসব কাজকর্ম দেখুক।

এরকম অসংখ্য আয়না ফিট করা আরও একটি ম্যাসেজ পার্লার ছিল ২১৯ ইস্ট ফরটি সিক্সথ স্ট্রিটে। নাম কেইজারস রিট্রিট। আলভিন এখানে টোঙ্গা মেয়েদের মতো পোশাক সজ্জিত এক নারীর হাতের কষ্টসাধ্য পরিশ্রমের মাধ্যমে লিঙ্গে মৈথুনের আনন্দ উপভোগ করেছিল। নিউ ইয়র্কে কেইজারস রিট্রিট-এর সঙ্গে অন্য কোনো পারলারের কোনো তুলনাই চলত না, কারণ এর মালিকরা শুধু অর্থ-উপার্জনই করত না, তারা নিজেরাও প্রচুর অর্থ এর পেছনে ব্যয় করত। এই পার্লারে তারা কয়েক হাজার ডলার খরচ করে অনেকগুলো ব্যক্তিগত রুমকে সজ্জিত করে, বাষ্পস্নানের ব্যবস্থা করা হয়, মূল স্নানঘরকে আরও পশস্ত করা হয়, তৈরি করা হয় ঝর্ণা। এখানে খরিদ্দাররা বিনা পয়সায় শ্যাম্পেন পান করতে পারত, যখন তারা উষ্ণ ভেষজ তেলের সাহায্যে আধঘণ্টার ম্যাসেজ নেয়ার জন্য অপেক্ষা করছে। এখানে প্রতি আধাঘণ্টা ম্যাসেজে বিশ ডলার নেয়া হয়, কিন্তু অধিক অর্থ অধিক আনন্দ কিনতে পারে এবং একশো ডলার

খরচ করলে একজন খরিদ্দার যৌনমিলনের ব্যাপারে স্বাধীন তিনজন নারীর সঙ্গে শ্যাম্পেনে স্নান করতে পারে।

নিউ ইয়র্কের সব পার্লার পরিদর্শনের পর আলভিন সারাদেশ ভ্রমণ করে এবং আবিষ্কার করে যে উত্তেজক ম্যাসেজ নেয়া এখন জাতির জন্য একটা সার্বক্ষণিক চিন্তার বিষয়, কারণ এটা ছিল যৌনব্যবসার জন্য তৈরি খাদ্য যা সহজে সরবরাহ করা যায় এবং যৌনবাসনার জন্য একটি পুষ্টি। ওয়াশিংটনের শহরতলিতে দশ রুমবিশিষ্ট টিকি টিকি ম্যাসেজ পার্লারটা ছিল বাজার এলাকার মধ্যে অবস্থিত। আরও পার্লার ছিল চারলট, আটলান্টা ও ডাল্লাস, এমনকি ক্যাথলিকদের শাসিত শহর শিকাগোতেও গড়ে উঠেছিল অসংখ্য পার্লার। শিকাগোর শহরতলিতে দক্ষিণ ইয়াবাস স্ট্রিটে একটা পার্লার ছিল, যার ভেতরটা চার্চের মতো সজ্জিত। ম্যানেজারের ডেস্কটা তৈরি করা হয়েছিল গথিক রীতিতে এবং এর জন্য খরচ করতে হয়েছিল ছয়শো পাউন্ড। একটা চার্চ ভেঙে ফেলার পর এসব আসবাবপত্র কিনে নেয়া হয়েছিল। প্রার্থনা করার জন্য বসার বেঞ্চিগুলোসহ গির্জার অন্যান্য জিনিসপত্রও পার্লারে নিয়ে আসা হয়। এসব আসবাবপত্রের ভেতরে একটা বইয়ের শেলফও আছে, যেখানে প্রদর্শন করা হত যৌনপত্রিকা এবং ডিলডো (রবারের তৈরি পুংলিঙ্গ)।

পুলিশের হামলা থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য মালিকেরা তার ব্যবসাকে একটা ব্যক্তিগত ক্লাব হিসেবে উপস্থাপন করে, যেখানে খরিদ্দাররা কিছু কাগজপত্রে স্বাক্ষর করার পর স্বীকারোক্তি করে যে তারা আইনবিরোধী কোনো কাজের সঙ্গে যুক্ত নয়। শুধুমাত্র কাগজপত্র সই করলেই হবে না প্রত্যেক খরিদ্দারকে লিখিত স্বীকারোক্তি উচ্চস্বরে পাঠ করতে হবে এবং তা লুকানো মাইক্রোফোনে রেকর্ড হবে, একই সঙ্গে লুকানো ক্যামেরায় তোলা হবে তার ছবি। পার্লারের সদাসতর্ক এই মালিকের নাম হচ্ছে হ্যারোল্ড রুবিন। আলভিন যখন তাকে ম্যাসেজ দেবার অনুরোধ করে তখন রুবিন নিজে থেকে এসে তার সঙ্গে পরিচিত হয় এবং বলে সে স্ক্রু-র একজন নিয়মিত পাঠক এবং সে পীড়াপীড়ি করে আলভিনকে পার্লারের খরচে দুজন ম্যাসেজদানকারী নারীকে নিয়ে গোপনে ম্যাসেজ উপভোগ করতে।

লস এঞ্জেলেসে আলভিন দেখতে পায় সান্তা মনিকা বুলেভার্ড ও সানসেট স্ট্রিপে কয়েক ডজন পার্লার গড়ে উঠেছে। কিছু কিছু পার্লার চব্বিশ ঘণ্টা খোলা থাকে। লস এঞ্জেলেসের সবচেয়ে বিখ্যাত পার্লারের মালিক তখন মার্ক রয়। সে ছিল একজন নাচের প্রশিক্ষক। পরবর্তীতে সে নারীদের ওজন কমানোর সেলুনের পরিচালক হিসেবে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। এই সেলুনের নাম ছিল *সার্কাস ম্যাক্সিমাস*। এটা ছিল লা সিনেগা বুলেভার্ডের দক্ষিণ সানসেট এলাকায় অবস্থিত একটা চারতলা ভবনে। এই বাড়ির পার্কিং প্লেসটা ছিল খুবই বড়, প্রায় আশিটা গাড়ি একসঙ্গে দাঁড়িয়ে থাকতে পারত।

সানসেট স্ট্রিপ থেকে গাড়িতে প্রায় আধামাইল গেলেই পাহাড়সমৃদ্ধ গভীর গিরিখাত। মালিবু সি বিচ থেকে অনেক উঁচুতে অবস্থিত। আলভিন এখানেই একটা *ন্যুডিস্ট ক্যাম্প* পরিদর্শন করে, নাম *ইলিসিয়াম*। পঞ্চাশ একর জমির ওপর মনোরম এক ভূমি, যা সাধারণ মানুষের দৃষ্টি থেকে গোপন রয়েছে বিশাল বিশাল বৃক্ষের কারণে, যা

বেড়ার মতো ঘিরে রেখেছে এই এলাকা এবং এই বেড়ার পেছনে ক্যাম্পের নগ্ন সদস্যরা একে অন্যের শরীর মালিশ করে দেয় অথবা পেশাদার ম্যাসেজকারীরা তা করে থাকে। উত্তর ক্যালিফোর্নিয়ার ইসালেন ইনসটিটিউটের মতো ইলিসিয়ামের পরিদর্শনকারীদের জন্য সচেতনতা বিষয়ক সেমিনার কর্মসূচি এবং মনোচিকিৎসার ব্যবস্থা রয়েছে, কিন্তু ইলিসিয়াম ইসালেনের তুলনায় অধিক আনন্দসমৃদ্ধ স্থান। এখানে সুইমিং পুল ও বাষ্পস্নানের ব্যবস্থা আছে, আছে টেনিস কোর্ট, ঘোড়ায় চড়ার ব্যবস্থা এবং প্রধান ভবনে রয়েছে যৌনমিলন সম্পন্ন করার জন্য নির্দিষ্ট স্থান, তবে তা আধা-গোপন বলা যেতে পারে।

ইলিসিয়ামের ছবি আলভিন *স্ক্রু* পত্রিকায় আগেই ছেপেছিল কিন্তু নিজের চোখে জায়গাটা দেখে সে আরও মুগ্ধ হয় এবং প্রতিষ্ঠাতা এড ল্যাঞ্জের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে। এড ল্যাঞ্জ ছিল দীর্ঘদেহী ও শক্তপোক্ত একজন মানুষ। ফ্যাশন ফটোগ্রাফার হিসেবে সে বহুদিন কাজ করেছে। ল্যাঞ্জ বাহান্ন বছর আগে জন্মেছিল শিকাগোর রক্ষণশীল এক জার্মান পরিবারে। স্কুলে অ্যাথলেট হিসেবে সে বেশি পরিচিত ছিল। তার পছন্দ ছিল সৃষ্টিশীল জীবনযাপন পদ্ধতি। প্রথাগত একঘেঁয়ে জীবনযাপন নয়। ১৯৩০ দশকের শেষের দিকে অন্যান্য কিশোরদের মতোই সে *সানসাইন* ও *হেলথ* পত্রিকার কপি কিনেছিল কাউন্টারের তলা দিয়ে। নগ্নতা ল্যাঞ্জ খুবই পছন্দ করত এবং ১৯৪০ দশকের দিকে যখন হলিউডের সেট ডিজাইনার-এর চাকরি নিয়ে সে লস এঞ্জেলেসে চলে আসে তখন সে ফ্রিল্যান্স ফটোগ্রাফার হিসেবেও কাজ করে *সানসাইন* ও *বাজার* পত্রিকায়। সে একটা ন্যুডিস্ট ক্লাবে যাতায়াত করত যারা এ ব্যাপারে পথিকৃৎ কিন্তু প্রায়ই পুলিশ সেখানে হামলা চালাত। ১৯৫০ দশকের মাঝামাঝি সময়ে এই ক্লাবেই যোশেফ ও ডায়ানে ওয়েবার নামে আকর্ষণীয় এক দম্পতির সাক্ষাৎ পায় এবং গত পনেরো বছরে সারা দেশজুড়ে ডায়ানে ওয়েবারের যত নগ্নছবি ছাপা হয়েছে সবগুলোই তার তোলা। পরবর্তীকালে এসব ছবিসহ অন্যান্য নগ্নছবিও পুনরায় তার পত্রিকায় ছাপা হতে থাকে। এসব ছবি বিক্রির আয় থেকেই ইলিসিয়ামের জন্য জমি কেনা হয় এবং এটা ছিল ল্যাঞ্জের দীর্ঘকালের একটা ফ্যান্টাসির পরিপূর্ণতা।

আলভিন যখন ইলিসিয়াম পরিদর্শন করে তখন তার নামে অভিযোগ করা হয়েছে লস এঞ্জেলেস কাউন্টিতে। পুলিশ চেষ্টা করছে স্থানীয় একটি অর্ডিন্যান্স জারি করে কমিউনটা বন্ধ করে দিতে এবং এই অঞ্চলে নগ্নতার চর্চা নিষিদ্ধ করতে। শুধুমাত্র ইলিসিয়ামই এ-অঞ্চলের একমাত্র ন্যুডিস্ট ক্যাম্প ছিল না। টোপাঙ্গা পাহাড়শ্রেণীর আরও উঁচুতে বেড়ে উঠেছিল আরও একটা প্রতিবেশী কমিউন–স্যান্ডস্টোন রিট্রিট। স্যান্ডস্টোন ছিল পনর একরের একটি এস্টেট, যা দখল করেছিল কিছু নগ্ন দম্পতি, যারা খোলাখুলি যৌনস্বাধীনতার ভেতরে বসবাস করছে এবং অন্যের ওপর অধিকার খাটানোর প্রবণতা দূর করার ও অন্যকে হিংসা না-করার উপায় অনুসন্ধান করছে। স্যান্ডস্টানের মালিক হচ্ছে জন উইলিয়ামসন আর অসংখ্য দম্পতির ভেতরে ছিল জন ও জুডিথ বুল্লারো।

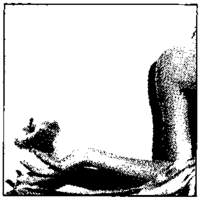

জুডিথ বুল্লারোর প্রেমিকে পরিণত হওয়ার অল্প কিছুদিন পর জন উইলিয়ামসন তার ইলেকট্রনিকস ফার্ম থেকে পদত্যাগ করে, যে ফার্মের সে অংশীদার ছিল। তার নিজের অংশ পুরোটা বিক্রি করে দেয় প্রায় ৫০,০০০ ডলারে এবং তাৎক্ষণিকভাবে কিনে ফেলে এক পাহাড়ি এলাকা তার ভালোবাসার জনগোষ্ঠীর জন্য। জায়গাটা ছিল প্রশান্ত মহাসাগরের থেকে ১৭০০ ফুট উঁচুতে সান্তা মনিকা পাহাড়ের ঢালে অবস্থিত। মালিবু বিচ থেকে এই এলাকার দূরত্ব আট মাইল, কিন্তু লস এঞ্জেলেস থেকে গাড়িতে এলে একঘণ্টার রাস্তা। আর কেউ যদি প্রশস্ত মহাসাগরের তীরবর্তী উঁচু রাস্তা ধরে মোটরসাইকেলে আসে, তাকে এমন সরু ও আঁকাবাঁকা রাস্তা ধরে এগোতে হবে যে চারদিকে তাকালে সে শিহরিত হবে বিপদের সম্ভাবনায় এবং সৌন্দর্যে এবং একই সঙ্গে এই ত্রাসোদ্দীপক পথ চলে গেছে দুর্গম পাহাড়ের ভেতর দিয়ে উঁচু খাড়া পাহাড়ের দিকে। উপত্যকায় বেড়ে ওঠা গাছের মাথাগুলো ক্রমশ ঢালু হয়ে গেছে। মাথার ওপরে খোলা আকাশে চারদিকে সৌন্দর্যের পাশাপাশি ত্রসোদ্দীপক দৃশ্য। এটা ছিল আঁকাবাঁকা ঝিম-ধরানো পথে সহ্যশক্তির অক্লান্ত ভ্রমণ যা কেবলই যৌনআনন্দের দ্বারা তৃপ্ত হতে পারে, যা অপেক্ষা করছে এই ভ্রমণের শেষে।

স্যান্ডস্টোন রিট্রিট নির্মিত হয়েছে পাহাড়ের দক্ষিণপাশে। একটা ব্যক্তিগত পথ দিয়ে এখানে ঢোকা যায় যা চিহ্নিত করা হয়েছে দুটো পাথরের পিলার দিয়ে। এখানে প্রধান বাড়িটি হল গেট থেকে প্রায় সিকি মাইল ওপরে একটি দুইতলা ভবন। সাদা রঙের এই বাড়িটা কংক্রিটের স্ল্যাব দিয়ে তৈরি। ইউক্যালিপটাস ও ফার্নগাছে ভবনটা ঘেরা। কাছেই একটা পুকুর রয়েছে, যেখানে ঝরনা থেকে ক্রমাগত জল পড়ছে। বাড়ির সামনের লনটা সবুজ এবং মসৃণ। বাড়ির ছাদ থেকে প্রশান্ত মহাসাগরের তীর চোখে পড়ে। সেইসঙ্গে চোখে পড়ে সাদা পালতোলা নৌকাগুলো এবং দূরবর্তী ক্যাটালিনা দ্বীপ। লনের প্রাচীর পেরিয়ে গেলেই দেখা যায় পাথুরে ভূমি উঁচু হয়ে ওপরের দিকে উঠে গেছে। বাড়িতে ঢোকার মুখে একটা কাঁচ-লাগানো দরজা। দরজা পেরিয়ে গেলেই একটা পরিচ্ছন্ন জলাশয় যেখানে নারী ও পুরুষ নগ্ন হয়ে সাঁতার কাটে।

বহু বছর আগে স্যান্ডস্টোনের ১৫ একর ও তৎসংলগ্ন কয়েক মাইল পাহাড়ি জমির মালিক ছিল কিছু সম্পদশালী খামার মালিক এবং হলিউডের কিছু বিখ্যাত মানুষ, যেমন লানা টার্নার। কিন্তু উইলিয়ামসন যখন ১৯৬৮ সালে এই এলাকা সরেজমিনে পরিদর্শন করে তখন সে চতুর্দিকে কেবলই নির্জনতা ও ভাঙনের চিহ্ন লক্ষ করেছিল। বাড়িঘর এবং রাস্তাগুলো ছিল ধুলোভর্তি। যেখানে-সেখানে পথ আগলে রেখেছে বড় বড়

পাথরের চাঁই এবং কয়েক মণ রোদে শুকিয়ে যাওয়া কাদা। সবচেয়ে কাছের মুদির দোকানটা ছিল গিরিখাতের কয়েক মাইল নিচে যেখানে রয়েছে নোংরা টোপাঙ্গা শপিং সেন্টার। এটা ছিল নেশাখোর হিপ্পিদের মিলনস্থল এবং চামড়ার জ্যাকেট পরা মোটরসাইকেল চালকদলের হৈ-হুল্লোড় করার জায়গা। পুষ্টিহীনতায় ভুগছে এরকম কিছু কুকুর প্রায়ই অতিক্রম করে যেত প্রধান সড়ক, কখনও কখনও দেখা যেত কুকুরগুলো চলন্ত মোটরসাইকেলের পেছনে কোনো কারণ ছাড়াই ছুটছে।

উইলিয়ামসন যখন প্রথম তাদেরকে স্যান্ডস্টোনের জন্য নির্ধারিত এই ভূমি দেখায় যারা তার কমিউনের অংশ হবে, তারা মোটেও মুগ্ধ হয়নি এই এলাকাকে খুবই দূরবর্তী এবং একটি নিঃসঙ্গ অঞ্চল হিসেবে বিবেচনা করে এবং তারা জানত এই জায়গাকে বাসযোগ্য করে তুলতে অনেকগুলো মাস ধরে কঠিন পরিশ্রম করতে হবে এবং একই সঙ্গে মেরামত করতে হবে ভেঙে যাওয়া রাস্তাগুলো।

তা সত্ত্বেও উইলিয়ামসন এই সম্পত্তি কিনেছিল। শহরের কোলাহল থেকে সে পালিয়ে যেতে চায় এবং তার সঙ্গীদেরকে বোঝাতে চায় যে ইন্দ্রিয়কে পুরোপুরি তৃপ্ত করতে হলে এই হল চূড়ান্ত আদর্শ জায়গা। এখানে কেউ কাউকে বিরক্ত করবে না। জন উইলিয়ামসন ছিল জেদি এবং দৃঢ় প্রত্যয়ী। অতীতের অন্যান্য স্বপ্নরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতার মতোই জনও ছিল তার চারপাশের পৃথিবী নিয়ে খুবই অসুখী। সে মনে করে আমেরিকার সমসাময়িক জীবনে যাবতীয় উদ্যম ধ্বংস হয়ে গেছে, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলো প্রতারণায় লিপ্ত। গড় আয়ের ওপর নির্ভরশীল মানুষেরা অতিরিক্ত ট্যাক্স প্রদান করছে।

উইলিয়ামসনের অনুসারীদের ভেতরে মাত্র কয়েকজন ছাড়া প্রায় প্রত্যেকেই তার এই হতাশার অনুভূতিকে ভাগাভাগি করে। তার মতোই অন্যরাও এই পদ্ধতির ভেতরে কাজ করে এবং দেখতে পায় সীমাবদ্ধতা এবং প্রত্যেককেই অভ্যর্থনা জানানো হয় তাদের ব্যক্তিগত জীবন ও বিয়ের একঘেয়েমি থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য। তার অনুসারীদের অধিকাংশেরই অন্তত একবার বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটেছে এবং অনেকেই এমন পরিবারে বেড়ে উঠেছে যেখানে বৈষম্যমূলক আচরণ বিদ্যমান অথবা পরিবারগুলোর স্থিতিশীলতার অভাব রয়েছে। এই যেমন, ওরালিয়া লীল। সে তার পরিবারে সাত ভাইবোনের ভেতরে বড়। দক্ষিণ টেক্সাসের এক মেক্সিকান-আমেরিকান পরিবারে তার জন্ম এবং পারিবারিক দারিদ্র্যের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য সে বাড়ি থেকে পালায় এবং লস এঞ্জেলেসে জুনিয়ার কলেজে পড়ার সময় সে বয়স্ক পুরুষ আত্মীয়-স্বজন দ্বারা যৌননিগ্রহের শিকার হয়। তারপর সে একটা অপ্রীতিকর বিয়ের ফাঁদে পড়ে এবং পরপর বিভিন্ন করপোরেশনের রিসিপশনিস্ট অথবা সেক্রেটারি হিসেবে অনেকগুলো বিরক্তিকর চাকরি করতে বাধ্য হয়।

আরলিন গফ ছিল সেনাবাহিনীর এক সার্জেন্টের কন্যা। তার শৈশব কেটেছে পিতামাতার সঙ্গে এক ঘাঁটি থেকে অন্য ঘাঁটিতে। ষোলো বছর বয়সে আরলিন গর্ভবতী হয়ে পড়ে এবং তিরিশ বছরে পৌঁছানোর আগে তার দুবার বিয়ে হয়। লালকেশী গেইল লালিতপালিত হয়েছে মিডওয়েস্টের ক্যাথলিক ধর্মমতাবলম্বী আইরিশ পরিবারে। সাতাশ বছর বয়সে প্রথম প্রেমিকের সঙ্গে যৌনমিলনের অভিজ্ঞতা লাভ করে। পরে

তার মাতা জানতে পেরে তাকে যাজকের কাছে পাঠিয়েছিল ক্ষমা চাওয়ার জন্য। প্রকৌশলী ডেভিড স্কুইড কাজ করে ডগলাস এয়ারক্রাফটে। কাজটা সে পছন্দ করে না। ছোট্ট শহর ওহিওতে নিঃসঙ্গ ও রক্ষণশীল পরিবারে তার জন্ম। ওহিওতে থাকার সময় একঘেয়েমি থেকে রেহাই পাওয়ার একমাত্র উপায় ছিল *প্লেবয়* পত্রিকায় মেয়েদের নগ্নছবি উপভোগ করা এবং নিশাচরের মতো এখানে-সেখানে ঘুরে ঘুরে লুকিয়ে প্রতিবেশীদের বেডরুমের জানালা দিয়ে আকর্ষণীয় সুন্দরী বয়স্কা নারীদেরকে নগ্ন, অর্ধনগ্ন ও কখনও কখনও যৌনমিলনের পুরোপুরি অথবা আংশিক দৃশ্য দেখা অথবা যৌনমিলনের বিভিন্ন আনন্দসূচক শব্দ ও ঘনঘন শ্বাসপ্রশ্বাস ফেলা ও অশ্লীল কথা শুনে ভয়ানক যৌনশিহরণ অনুভব করা।

উইলিয়ামসনের দলের অন্যান্যদের অতীতও প্রায় একই রকম–আনন্দহীন ও দারিদ্র্যপীড়িত। অধিকাংশেরই বয়স তিরিশের কাছাকাছি এবং অনেকেই তিরিশ ছাড়িয়ে গেছে, যারা এই বসতিতে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় পরীক্ষায় পাস করেছে এবং অস্বীকৃতভাবে ১৯৬০ দশকে যৌন-আন্দোলন চলাকালে জীবনের অর্থ সম্পর্কে কোনো অভিজ্ঞতা অর্জন ছাড়াই তারা আশা করত আত্ম-উন্নয়নের, যতদিন উইলিয়ামসনের সঙ্গে তাদের সাক্ষাৎ না হয় এবং তার ভালোবাসার জালে আটকে গিয়ে যতক্ষণ যৌনাকাঙ্ক্ষায় তারা প্রলুব্ধ হয়ে না ওঠে। স্ত্রীর সহযোগিতায় উইলিয়ামসন যৌনস্বাধীনতা উপভোগ করে নিজের জীবনের সঙ্গে সেইসব নারীদের জীবনকে সম্পৃক্ত করে, যারা স্বাধীনভাবে নিজের যৌনাকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করতে পারে, এমনকি তাদেরকে দলীয় বিয়ের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। জন বিশ্বাস করত, এতে ভালোবাসা, আবেগ ও অঙ্গীকার বৃদ্ধি পাবে যা তাদের চেয়েও বৃহত্তর কিছু এবং পারিবারিক উষ্ণতা সম্পর্কিত একটি জ্ঞান যা তারা আগে অর্জন করতে পারে নাই।

স্যান্ডস্টোনে তাদেরকে বসবাসের জন্য বাড়ি দেয়া হয়েছিল এবং যেখানকার পরিবেশ ছিল খুবই জৌলুশপূর্ণ। শহরে তারা যেভাবে জীবনযাপন করত তার চেয়েও বিলাসবহুল এবং প্রত্যেকেরই এখানে কিছু নির্দিষ্ট কাজ রয়েছে। উইলিয়ামসন নারী ও পুরুষ উভয়কেই উৎসাহিত করে প্রচলিত প্রথাকে ভেঙে ফেলতে এবং একই সঙ্গে নারী ও পুরুষকে গৃহকর্ম ও বাইরের কাজে সমানভাবে অংশগ্রহণ করতে। রাতে, যখন দিনের কর্মকাণ্ড শেষ উইলিয়ামসন তখন মনোযোগ দিয়ে শোনে তাদের আগ্রহের কথা, আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্নের কথা, যা তারা বলতে চায় এবং একই সঙ্গে তারা প্রকাশ করে তাদের দুশ্চিন্তাগুলোকে। সে ছিল একজন থেরাপিস্ট ও একজন শিক্ষকের সমন্বয়, পুরুষের কাছে একজন নেতা, নারীদের কাছে একজন প্রেমিক।

জন এক এক করে যে আধাডজন নারীর ভেতরে নিজেকে প্রবেশ করিয়েছে তারা এখন এই দলের অংশ এবং তার স্ত্রী বারবারাকেও সে অন্য পুরুষদের সঙ্গে ভাগাভাগি করেছে। তৈরি করেছে অনুমোদনকারী একটা পরিবেশ যেখানে দলের সদস্যদের ভেতরে খোলামেলা যৌনমিলনকে উৎসাহিত করা হয়। সে বিশ্বাস করে সে, এমন একটা গোত্রের একটা ক্ষুদ্র অংশকে গড়ে তুলেছে, যা দ্রুত অন্যান্য দম্পতির কাছেও আবেদন সৃষ্টি করবে, বিশেষ করে যারা প্রকৃতঅর্থেই সম্পর্কের সাম্যতায় বিশ্বাসী।

জন বুল্লারো এখনও বুঝতে পারছে না উইলিয়ামসনের উদ্দেশ্য কী এবং উইলিয়ামসনের দলের সঙ্গে এখনও সম্পর্ক রাখছে শুধুমাত্র তার স্ত্রী জুডিথের কারণে, যে এই স্থান পরিত্যাগ করতে অস্বীকার করেছে। জনের ব্যাপারে জুডিথ যথেষ্ট সচেতন এবং প্রায়ই জুডিথ তার সঙ্গে যৌনমিলন সম্পন্ন করছে এবং অনুমোদন করছে উইলিয়ামসনের পরিকল্পনা প্রাথমিকভাবে, কারণ সে দেখতে পায় খোলামেলা যৌনমিলন একজন নারীকে বৃহত্তর স্বাধীনতার দিকে যেতে উৎসাহিত করে এবং একই সঙ্গে দ্বৈত সম্পর্কের কারণে কোনো অসমনীতির মাঝখানে পড়ে তাকে অপরাধবোধে ভুগতে হয় না। ফলে আনন্দ পাওয়া যায় পুরোপুরি। অনেকগুলো বছর গৃহবধূ হিসেবে জীবন কাটাবার পর সে একটা কারণ খুঁজে পায় যা তার শরীর ও মনে এক বিশেষ আবেদন সৃষ্টি করে। আর বুল্লারো ভাবতে থাকে, যদি বিয়েটা রক্ষা করতে চায় তাহলে অবশ্য সে এখন যা আরও বেশি করে চায় তা হল তার নিজের উন্নাসিকতাকে মূল্য দেওয়া। এখনও সে উইলিয়ামসনের দলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করছে, আশা করছে যে উইলিয়ামসনের প্রতি জুডিথের আকর্ষণ হল একটা খামখেয়ালিপনা, যার ভেতর দিয়ে এখন দ্রুত সময় অতিক্রম করে যাচ্ছে, যা তার চরিত্রের অস্থিরতা ও ক্লান্তিহীনতার একটি লক্ষণ।

ইতিমধ্যে সে উইলিয়ামসনের চারপাশের ইচ্ছুক নারীদের সঙ্গে যৌনমিলনের অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে–বারবারা, আরলিন, গেইল এবং লোভনীয় ওরালিয়া, অবশেষে যার যোনিতে প্রবেশ করে তার লিঙ্গ প্রচুর আনন্দ উপভোগ করেছিল। কিন্তু তার কখনও মনে হত না যে উইলিয়ামসনের প্রশ্নের উত্তর দিতে সে বাধ্য। সে প্রতিদিন তার অফিসের কাজ শেষ করে এখানে আসত এবং প্রধান ভবনে তার স্ত্রী ও অন্যান্যদের সঙ্গে গল্পগুজব করত ডিনারের সময় অথবা ডিনারের পর মদ্যপানের সময়।

বুল্লারো স্যান্ডস্টোনে জমি কেনার পর তার বর্তমান বাড়িটা সে ভাড়া করে। সে তার পরিবার নিয়ে অন্যান্য দম্পত্তির সঙ্গে এখানে আসেনি। সে এই এস্টেটের কাছাকাছি টোপাঙ্গা গিরিখাতে একটা খামার লিজ নেয়ার কথাও ভেবেছিল। উইলিয়ামসনকে সে বলেছে, তার ছেলেমেয়েরা স্যান্ডস্টোনের প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য অনুমোদিত স্বাধীনতায় নিজেদের খাপ খাইয়ে নেয়ার মতো বড় হয়ে উঠেনি। তাছাড়া জুডিথ ও তার পরিকল্পনা রয়েছে একজন স্থপতিকে দিয়ে একটা নকশা তৈরি করে অদূর ভবিষ্যতে স্যান্ডস্টোনের উঁচু কোনো পাহাড়ের ওপর একটা বাড়ি তৈরি করার। অবশ্য মুখে বললেও বুল্লারোর এখানে বাড়ি তৈরি করার মোটেও কোনো ইচ্ছা নেই। সে এখন শুধু সময়ের দিকে তাকিয়ে আছে, তৃপ্ত করছে সাময়িকভাবে তার স্ত্রীর নতুন খুঁজে পাওয়া নারীত্ববাদ, অংশগ্রহণ করছে দলীয় নগ্নতায় এবং প্রধান ভবনে প্রায়ই গ্রহণ করছে সহজলভ্য যৌনমিলনের আনন্দ এবং চেষ্টা করছে গোপন রাখতে উইলিয়ামসনের প্রতি তার প্রবল ঈর্ষা ও শত্রুতা, যে বর্তমানে জুডিথকে যৌনবাসনা চরিতার্থ করার জন্য জিম্মি করে রেখেছে।

কিন্তু এক সন্ধ্যায় যখন প্রত্যেকেই সাতদিনের কঠোর পরিশ্রমের পর নগ্ন অবস্থায় উদ্বেগহীন সময় কাটাচ্ছে তখন বুল্লারো এসে উপস্থিত হয়। আসার পথে সে ভাবছিল

পুরো দলের ওপর উইলিয়ামসন ক্ষমতার কথা এবং সে চিন্তার সমাপ্তি ঘটায় একথা ভেবে যে উইলিয়ামসন এসব মানুষের বিশাল শূন্যতাকে নিজের যৌনবাসনা চরিতার্থ করার কাজে ব্যবহার করছে, যা তারা বুঝতে পারে না।

বুল্লারো ভাবে অধিকাংশ মানুষই জন্মসূত্রে কোনো না কোনো কিছুর অনুসারী হয়, নির্দেশনা অনুসন্ধান করতে গিয়ে বিস্মিত হয় এবং এই একই নিয়ম লক্ষ করা যায় যে-কোনো তাত্ত্বিক, ধর্মতাত্ত্বিক, স্বৈরশাসক, ও মাদকদ্রব্যের ডিলারের ক্ষেত্রে যা এসব সমস্যা সমাধানের জন্য কখনও কখনও প্রতিশ্রুতিও দিয়ে থাকে। ক্যালিফোর্নিয়ার মতো শিকড়হীন একটা প্রদেশে পুরো ঘটনাটাই ছিল একটা উপন্যাসের ধারণা, কিন্তু কল্পনাপ্রবণ এই লোকটির যদি বিশাল উদ্যোগ এবং স্থিরতা থাকে এবং সে যদি যথেষ্ট সচেতন হয় যথাযথ পরিমাণ উদ্ভট ও পলায়ণপরতার ব্যাপারে তাহলে অন্য মানুষ তার ওপর নিজের আদর্শ ও ফ্যান্টাসিকে চাপিয়ে দিতে পারে। উইলিয়ামসন ছিল এই শ্রেণীর মানুষ। বুল্লারো বিশ্বাস করত একটা তত্ত্বকে সমর্থন দিয়ে তারা অস্বীকার করছে পাপ ও অপরাধবোধ এবং উদ্‌যাপন করছে আনন্দ, এটা সম্ভব নয়। উইলিয়ামসন তার অনুসারীদেরকে প্রতারিত করছে দুটি স্তুতিবাচক শব্দ দিয়ে এবং তা হল 'পরিবর্তিত মানুষ'। দাবি করার হয় যে, এরা সেই ক্ষমতা অর্জন করেছে যার সাহায্যে তারা অন্যদেরকে ঠিক তাদের মতোই পরিবর্তন করতে পারে। এরা আরও দাবি করে যে তারাই হল উইলিয়ামসনের তত্ত্বের প্রথম অনুশীলনকারী এবং পথিকৃৎ। বুল্লারো অবশ্য স্বীকার করে যে উইলিয়ামসন সামান্য হলেও জুডিথের মধ্যে কিছু কিছু পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়েছে। এসময় উইলিয়ামসন চায় তার দর্শন পণ্য হিসেবে বিক্রি করতে। বিজ্ঞাপন দিতে চায় সংবাদপত্রে স্যান্ডস্টোন প্রকল্প সম্পর্কে এবং আমন্ত্রণ জানাতে চায় দম্পতিদেরকে এখানকার পরিবর্তিত মানুষদেরকে পরিদর্শন করতে, ভাগাভাগি করতে আনন্দ এবং আশা করে পরিবর্তিত হতে। উইলিয়ামসন হচ্ছে নারী মাংসের গুরু।

বুল্লারো জানে যে উইলিয়ামসনের স্যান্ডস্টোনের লক্ষ ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে এ ধরনের ইন্দ্রিয়াসক্ত মূল্যায়নকে সে কখনও মেনে নেবে না। অবশ্য সে উইলিয়ামসনকে কেয়ার করে না। সে পার্কিং প্লেসে গাড়ি রেখে প্রধান ভবনের দিকে এগোয় এবং জুডিথকে দেখতে পায় সূর্যস্নানের জায়গায় উইলিয়ামসনের পাশে ন্যাংটো হয়ে এলিয়ে শুয়ে আছে। অন্যেরা লিভিংরুমে বসে কথা বলছে, তারাও উলঙ্গ। কেউই তার দিকে তাকাল না।

বুল্লারো তার পোশাক খুলে দরজার কাছের আলমারিতে ঝুলিয়ে রাখে। তারপর সামনে দিকে হাঁটতে থাকে। সে জুডিথের দিকে এগিয়ে যায়। বুল্লারোর এই সময়ে আসাটা বারবারার একেবারেই পছন্দ হয়নি, বিশেষ করে দিনের কাজকর্ম সম্পন্ন করে যখন সবাই ক্লান্ত। বুল্লারো বলে, 'আজ রাতে তোমাদের কারো সাহায্য-সহযোগিতাই আমার প্রয়োজন নাই।'

বারবারা হাসে। উইলিয়ামসন উঠে আসে এবং বিরক্তি নিয়ে বুল্লারোর দিকে তাকায় কেন তুমি তার কথা মনোযোগ দিয়ে শোনো না যা সে বলছে এবং সব সময়ই তুমি তোমার ফালতু উন্নাসিকতার কারণে এটা করে থাকে।

'কারণ' বুল্লারো জবাব দেয় 'আমি মনে করি না সে মনুষ্যচরিত্রের কোনো বিশাল বিশ্লেষক। তার উচিত নিজের সমস্যা সমাধানের জন্য সময় ব্যয় করা, আমার সঙ্গে ঘ্যান ঘ্যান করে সময় নষ্ট না করে। কারণ তার সমস্যা অনেক।'

উইলিয়ামসন আস্তে আস্তে মাথা নাড়ে। আলোচনার জন্য বিষয়টা তার হাস্যকর মনে হয়। কিন্তু বুল্লারো আবার ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকায় এবং বলে, 'কেন তুমি তার যুদ্ধ তাকে একা করতে দিচ্ছি না? অথবা তোমার সাহায্য ও নির্দেশনা ছাড়া সে কি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে অক্ষম?'

উইলিয়ামসনকে উঠে দাঁড়াতে দেখে লিভিংরুমের প্রত্যেকেই অস্বস্তিবোধ করতে লাগল। এ রকম কাঠখোট্টা ভঙ্গিতে জনের সঙ্গে তারা আর কাউকেই কথা বলতে শোনেনি। জুডিথও উঠে দাঁড়াল এবং দুই হাতে উইলিয়ামসনের বাহু জড়িয়ে ধরল। স্বামীর সামনে এমন ভাব করল যেন সে উইলিয়ামসনের প্রেমিকা।

উইলিয়ামসন দৃঢ়কণ্ঠে বলল, 'তুমি তার প্রতি যতটুকু খেয়াল রাখো বারবারা তার চেয়ে অনেক বেশি যত্ন নিতে পারে তার। তুমি ক্রমাগত তোমার ব্যর্থতা নিয়ে চিন্তিত এবং তুমি জানো না তোমার চারপাশে কী ঘটছে। এই এলাকাকে একটা আকৃতিতে নিয়ে আসার জন্য প্রত্যেকেই মাসের-পর-মাস কাজ করে যাচ্ছে এবং আমরা এখন ইচ্ছে করলেই অর্থ-উপার্জন শুরু করতে পারি এবং যা গুরুত্বপূর্ণ তার সমাধান করতে পারি। অথচ সবাই তোমরা উদ্ভট উন্নাসিকতার কারণে দুশ্চিন্তায় ভুগছো।'

'হ্যাঁ তুমি ঠিকই বলেছ, আমি আমার উন্নাসিকতাকে বাস্তবায়িত করার জন্য চিন্তিত', বুল্লারো চিৎকার করে ওঠে, 'কারণ তোমার বিশেষ নির্দেশনায় পরিচালিত তোমার দলের লোকেরা কেন আমার পারিবারিক বিষয় নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে? তোমার জীবনের সবচেয়ে আনন্দ হল অন্যের বউকে লাগানো। নিজের বউকে লাগিয়ে তুমি মোটেও সুখ পাও না।'

উইলিয়ামসন কঠিন দৃষ্টিতে বুল্লারোর দিকে তাকিয়ে বলল, 'তুমি মোটেও মেনে নিতে পারছ না যে তোমার স্ত্রী অন্য পুরুষের ভালোবাসা ও শরীরের প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করেছে এবং গড়ে উঠছে একজন ব্যক্তিমানুষ হিসেবে। তুমি বরং তাকে আলমারিতে বন্ধ করে রেখে লুকিয়ে লুকিয়ে সাপের মতো যৌনকর্ম করে যাও। মনে নেই প্রথমদিন তুমি কীভাবে ফাঁদে পা দিয়েছিলে?'

বুল্লারো কোনো কথা বলে না। উইলিয়ামসন এবং জুডিথ দুজনেই তাকে একা রেখে চলে যায়। সে অনুভব করে তার বুকের ভেতরটা আলোড়িত হচ্ছে এবং সে আরও অনুভব করে ভয় ও পরিতৃপ্তির এক মিশ্রিত অনুভূতি। সে উইলিয়ামসনকে চ্যালেঞ্জ করেছে, যা সে আগে করতে পারত না। এখন আকাশের দিকে তাকিয়ে সে একধরনের অনিশ্চয়তা অনুভব করে। সামনের দিকে হাঁটতে হাঁটতে সে আরও অনুভব করে মৃদুমন্দ বাতাস বইছে। এই জায়গায় অনেকে রৌদ্রস্নান করে। সে এখানে একটা নিচু চেয়ারে বসে পড়ে। সমুদ্রতীরের দূরবর্তী আলোগুলো দেখতে পায় বুল্লারো। কানে আসে ঝিঁঝির একটানা আওয়াজ। সে বুঝতে পারে জুডিথকে সে হারিয়ে ফেলেছে, অন্তত কিছু সময়ের জন্য হলেও। আবার মনে হয় যখন সে তাকে চাইবে তখনই সে

তাকে পাবে। যদি সে তাকে সত্যিই চায় অবশ্য এই মুহূর্তে সে নিশ্চিত নয়, সে কী চায়।

কিছুক্ষণ বসে থাকার পর সে পেছনে পায়ের শব্দ শুনতে পায় এবং তাকিয়ে দেখে ফার্মাসিস্ট ব্রুসের স্ত্রী, ছোট্ট খাড়াখাড়া স্তনের দৃঢ় প্রত্যয়ী এক নারী। সে ভাবে এই যুবতী তাকে সান্ত্বনা দিতে এসেছে, কিন্তু পরিবর্তে সে ফিসফিস করে জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি জনকে কীভাবে একথা বললে, সে আমাদের সবার জন্য কিছু একটা করার চেষ্টা করছে।'

বুল্লারো আবার মাথাচাড়া দিয়ে ওঠা রাগটা দমন করল, কোনো উত্তর দিল না। সে জানত উইলিয়ামসনের এই উদ্ভট যৌনমিলনের জগতে সে বসবাস করবে না। সে উঠে দাঁড়াল। হেঁটে গেল আলমারির দিকে এবং পোশাক পরতে শুরু করল। সে দেখল উইলিয়ামসনের বেডরুমের দরজা বন্ধ, রুমের ভেতর থেকে জুডিথের জড়ানো গলার স্বর ভেসে আসছে, বুল্লারো শুনতে পায় জুডিথের খিলখিল হাসির শব্দ, কিন্তু তার ইচ্ছা হয় না বলে যেতে যে, সে চলে যাচ্ছে। আজ রাতে তাকে অন্য কারো সঙ্গে বাড়ি ফিরতে হবে, যদি সে বাড়ি ফিরতে চায়।

ছেলেমেয়েরা ঘুমিয়ে পড়েছে। বুল্লারোর কেমন যেন ফাঁকা মনে হয় সবকিছু। সে বিছানায় যায় এবং ঘুমিয়ে পড়ে। পরদিন হচ্ছে শুক্রবার। খুব ভোরে ঘুম থেকে জেগে বুল্লারো দেখে জুডিথ ফেরেনি। নাস্তার টেবিলে সে বাচ্চাদেরকে বলে যে জুডিথ দিনশেষে বাড়িতে এসে যাবে, যেন তারা কোনো প্রশ্ন ছাড়াই তা মেনে নেয়। বুল্লারো অফিসে যায় এবং সারাদিন ব্যবসায়িক কাজে ব্যস্ত থাকে। বিকাল পাঁচটায় তার মনে হয় আজ রাত সে বাইরে কাটাবে, বাড়ি ফিরবে না। জুডিথ তাকে খোঁজাখুঁজি করুক।

বুল্লারো মালিবু বিচের দিকে গাড়ি চালাতে লাগল। একটা ট্রাফিক সিগন্যালে অল্প কিছুক্ষণের জন্য থামল। তখন বিকিনি-পরা সুন্দরী কিছু যুবতী রাস্তা পার হচ্ছিল। বুল্লারো তাদের বড় বড় স্তন ও পাছার দুলুনি উপভোগ করে। যুবতীগুলো কেমন বেপরোয়াভাবে হাসছিল। বিচের দিকে যেতে যেতে সে কিছু হিপ্পি হিচহাইকারকে অতিক্রম করে যায় এবং একটু এগিয়ে রাস্তার পাশের একটা মোটেলের সামনে গাড়ি থামায়।

গাড়ি থেকে নেমেই দেখে দীর্ঘ সোনালি চুলের এক যুবতী তার খুব কাছেই দাঁড়িয়ে আছে। বেশ মনোমুগ্ধকর চেহারা, কিন্তু অগোছালো, ধূলিমলিন এবং ক্লান্ত। সে যুবতীকে আহ্বান জানায় যদি সে মোটেলের কফির দোকানে তার সঙ্গে কিছু খেতে চায়। যুবতী মাথা নেড়ে তাকে অনুসরণ করে।

তারা একটা টেবিলে বসে দুজন টুকটাক কিছু কথা বলল। তারপর বুল্লারো যুবতীর জন্য যখন হ্যামবারগার ও কোকের অর্ডার দেয় তখন সে ওয়াশরুমে পরিচ্ছন্ন হতে গেছে। তার শরীর থেকে সে বাসি মাখনের গন্ধ পায় এবং বুঝতে পারে সে কয়েক সপ্তাহ স্নান করেনি। সে মেয়েটাকে তার মোটেলের রুমে আমন্ত্রণ জানানোর ইচ্ছা পরিত্যাগ করল। সে রাতে সে একাই ঘুমাল এবং চিন্তা করল কেবল জুডিথের কথা এবং উপভোগ করল নিঃসঙ্গতা এবং স্বাধীনতা।

পরদিন সকালে বাড়ি ফিরে দেখতে পায় জুডিথ তখনও ফেরেনি। এই প্রথম বুল্লারো কিছুটা আতঙ্কিত হয়ে পড়ে।

একই দিন বিকেলে তার ডাইভিং-এর একটা প্রোগ্রাম ছিল ডেভিড স্কুইন্ড ও ব্রুসের সঙ্গে। যে মেয়েটা বাচ্চাদের দেখাশোনা করে সেদিন বিকেলে তার ছুটি থাকায় সে বাচ্চাদের সঙ্গে নিয়ে নেয়। জুডিথ বাচ্চাদের দেখলে খুশি হবে। তার ধারণা ছিল ডেভিডের সঙ্গে জুডিথ আসতে পারে।

ডেভিড ও ব্রুসের সঙ্গে জুডিথ আসেনি। এসেছে ব্রুসের নির্লজ্জ বউটা। যা হোক ডাইভিং ক্লাসে উপস্থিত হয়ে দেখতে পেল সেখানে যুবতী নেই। বিষয়টা তার কাছে খুবই পরিষ্কার। জন তাকে পাঠিয়েছে তার ওপর নজর রাখার জন্য। এমনকি যখন তারা পানি থেকে উঠে এসেছে তারপর থেকে না-ফেরা পর্যন্ত সে সবসময়ই কাছাকাছি ছিল কিন্তু কোনো কথা বলেনি। তারা একসঙ্গেই আবার গাড়িতে করে ফিরে গেল। তারপর একরাশ হতাশা তাকে ঘিরে ধরল। সে সিদ্ধান্ত নিল উইলিয়ামসনকে খুন করবে। বনের ভেতর লুকিয়ে থেকে তাকে রাইফেল দিয়ে গুলি ছুড়বে যখন সে পাহাড়ের ওপর থেকে বুলডোজার নিয়ে নেমে আসে।

বাড়ি ফিরে এসে দেখল জুডিথ তখনও ফেরেনি। তখন বুল্লারো নিজেকে স্যান্ডস্টোনে টেলিফোন করা থেকে বিরত রাখতে পারল না। নিজেকে তার প্রতারিত মনে হল। তার খুব ইচ্ছা হল জুডিথের সঙ্গে কথা বলার। সে টেলিফোন তুলে স্যান্ডস্টোনে ডায়াল করল। অনেকক্ষণ পর সে বারবারার কণ্ঠ শুনতে পেল। সে বলল সে জুডিথের সঙ্গে কথা বলতে চায়। বারবারা বলে, 'দেখি সে তোমার সঙ্গে কথা বলতে চায় কিনা।'

বুল্লারো দ্রুত বলল, 'হ্যাঁ, তাই করো।'

কিছুক্ষণ পর বারবারা ফিরে এসে বলে, 'সে তোমার সঙ্গে কথা বলতে চায় না।'

'তাকে বলো, আমি ছেলেমেয়েদের ব্যাপারে কথা বলতে চাচ্ছি।'

তারপর আবার একটু নীরবতা এবং ফিরে এসে বারবারা আবার একই কথা বলে,

'সে তোমার সঙ্গে কথা বলতে চায় না।'

তার ইচ্ছা করল চিৎকার করে বারবারাকে একটা ধমক দিতে কিন্তু পাশের ঘরে বাচ্চারা থাকায় সে ইচ্ছাটা পরিত্যাগ করে। চেষ্টা করে নিজেকে শান্ত করতে।

বুল্লারো সন্ধ্যার পর বাসায়ই থাকে। ডিনারের পর বাচ্চারা কিছুক্ষণ খেলাধুলা করে ঘুমিয়ে যায়। সে তখন আবার স্যান্ডস্টোনে টেলিফোন করে। বারবারা তার কণ্ঠস্বর শুনে বিরক্ত হয় এবং বলে, 'দ্যাখো জন, জুডি তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাচ্ছে না। বাচ্চাদের যত্ন নেয়ার যাবতীয় ব্যবস্থা সে করছে। সুতরাং আমরা প্রত্যেকেই খুশি হব যদি তুমি টেলিফোনে ডাকাডাকি বন্ধ করো। আমরা সারাদিন কাজ করেছি, এখন সবাই আমরা ক্লান্ত।'

রিসিভারটা হাতে ধরে বুল্লারো কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে। ঘনঘন মাথা নাড়ে। নিজেকে তার অসহায় মনে হয়। মনে হয় এই পুরো শহরে তার কেউ নেই। না কোনো আত্মীয়স্বজন, না পরিবারের কোনো সদস্য অথবা কোনো বন্ধু। সাম্প্রতিক

বছরগুলোতে সে ঘনিষ্ঠভাবে মিশে জেনেছে তাদের সবাই উইলিয়ামসনের দ্বারা প্রভাবিত। এখন তারাই তাকে পরিত্যাগ করেছে। সে এখন সন্তানদের কেয়ারটেকার। হরণ করা হয়েছে তার মর্যাদা ও আস্থা। তার আবার মনে পড়ে জন উইলিয়ামসন বলেছিল, বুল্লারো বহু নারীর শরীর ভোগ করেছে এবং আনন্দ উপভোগ করেছে, কিন্তু তখনই সে নিজেকে অসুখী ভাবতে শুরু করে যখন জুডিথ নিজের স্বাধীনতা দাবি করতে শুরু করেছে। যদিও সে মনে করে এ ধরনের ফাঁদে পড়ার জন্য সে নিজেই দায়ী।

যা হোক বুল্লারো বিশ্বাস করে সে যা করেছে এবং জুডিথ যা করেছে তার মধ্যে অনেক পার্থক্য রয়েছে। সে বারবারা, আরলিন, গেইল ও ওরালিয়ার সঙ্গে যৌনকর্ম করেছে। এটা বড়জোর একটা বিনোদন, জটিলতাহীন একটা আনন্দ এবং বিয়ের জন্য এটা কোনো হুমকি নয়। আর জুডিথ উইলিয়ামসনের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়েছে মানসিকভাবে। নিজের স্বামীর চেয়েও সে ঐ লোকটির প্রতি অধিক বিশ্বস্ত। দুদিন আগে সন্ধ্যায় সে এমনভাবে বুল্লারোর সামনেই জনের সঙ্গে সেঁটে ছিল যেন প্রথম তারা প্রেমে পড়েছে। বারবারার এতে কোনো সমস্যা নেই। যে তার স্ত্রীকে অন্য পুরুষের সঙ্গে ভাগাভাগি করে, সেই স্ত্রীও স্বামীকে অসংখ্য নারীর সাথে ভাগাভাগি করতে আপত্তি করে না। তারা দলীয়ভাবে পরীক্ষা করতে শুরু করেছে যৌনতার ক্ষেত্রে অসমনীতির পরিবর্তে সমতার প্রচলন। এখন সেই পরীক্ষা-নিরীক্ষা পরিণত হয়েছে ভয়াবহ প্রেমের ঘটনায়। শুধু উইলিয়ামসনের লিঙ্গ নিজের যোনিতে নেয়াটা তার জন্য অবশ্যই যথেষ্ট কিছু নয়, এখানে রোমাঞ্চের সঙ্গে মিলেমিশে গেছে যৌনতা। ফলে আবেগ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং সে উইলিয়ামসনকে স্থাপন করেছে তার জীবনের কেন্দ্রে যা তার সন্তানদের কল্যাণ ও বিয়ের জন্য হুমকিস্বরূপ।

বুল্লারো ভাবে, সে এবং জুডিথ দুজনের কেউই বিয়ে-বহির্ভূত যৌনসম্পর্ক উপভোগ করতে পারেনি আবেগজনিত সম্পর্ক গড়ে না ওঠায়, যা কিনা কিছু নারীকে তার মতো পুরুষদের থেকে আলাদা করে ফেলে। বিবাহিত গড় পুরুষের যদি শারীরিক সামর্থ্য থাকে, অন্য নারীর সঙ্গে তাহলে সে যৌনসম্পর্ক গড়ে তুলতে পারে, স্ত্রীর প্রতি যে ভালোবাসা ও আকাঙ্ক্ষা আছে তা কোনোভাবেই নষ্ট না করে। কিন্তু জুডিথের মতো নারীরা বারবারা ও আরলিনের মতো প্রকৃতঅর্থেই স্বাধীন নারী নয়, একজন মানুষকে অস্থায়ী আনন্দের যন্ত্র হিসেবে তারা গ্রহণ করতে পারে না। তারা চায় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ভালোবাসার মানুষের উষ্ণতা, শুধুমাত্র একটি লিঙ্গ নয়, এই লিঙ্গ যার, সে তাকেও চায়।

যা হোক, একথা সত্য হলেও জুডিথ ঘরে ফিরে আসবে না এবং বুল্লারো বুঝতে পারে উইলিয়ামসনের সঙ্গে মতবিরোধ মিটিয়ে ফেলা ও স্যান্ডস্টোনে তার গ্রহণযোগ্যতাই শুধুমাত্র জুডিথের সঙ্গে তার কথা বলার সুযোগ সৃষ্টি করে দিতে পারে। যদিও সে নিশ্চিত নয় যে, সে এখনও তাকে ভালোবাসে। কিন্তু অনেককিছু চিন্তা-ভাবনা করে সে উপলব্ধি করল যে জুডিথকে তার দরকার। অন্তত উইলিয়ামসনের কাছে সে জুডিথকে হারাতে চায় না। বুল্লারো দলের অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে মিশতে

পারছে না। কৈশোরে একাকিত্ব ও অন্যের প্রত্যাখ্যানের শিকার হয়েছে সে বহুদিন। একাকিত্বকে সে ভয় পায়। সে অবশেষে সিদ্ধান্ত নেয় যে তার রাগ কমিয়ে ফেলবে এবং নিজে যাবে স্যান্ডস্টোনে ক্ষমা চাওয়ার জন্য। এতে তার মর্মপীড়া কমবে এবং কোনো ধরনের হিংসাত্মক কর্মকাণ্ডের আশ্রয়ও নিতে হবে না এবং তার আরও মনে হয় এর কোনো বিকল্প নেই।

বুল্লারো তার অবিবাহিত যুবতী ছোটবোনকে ফোন করে এবং জরুরিভাবে জানতে চায় সে আজকের রাতটা তার বাচ্চাদের সঙ্গে তার বাসায় কাটাতে পারবে কিনা। সে রাজি হয়। রাত এগারোটার সামান্য আগে বুল্লারো গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। গন্তব্য স্যান্ডস্টোন। যেতে যেতে সে খুবই লজ্জিত হয় নিজের কর্মকাণ্ডের জন্য। তার একবার মনে হয় ফিরে যাই, কিন্তু এত সংকীর্ণ রাস্তায় গাড়ি ঘোরানো খুবই কষ্টকর। সুতরাং সে কোনো দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছাড়াই স্যান্ডস্টোনের প্রধান ভবনের সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। বাইরের সমস্ত আলোই নেভানো। একটা বড় জানালার ভেতর দিয়ে ভেতরের আলো বাইরে এসে পড়েছে। সে দরজায় টোকা দেয় এবং কয়েক মুহূর্ত পর সে বারবারার কণ্ঠ শুনতে পায় কী চাও তুমি?'

'আমি জনের সঙ্গে কথা বলতে চাই,' বুল্লারো বলে।

এক মুহূর্ত নীরবতা, তারপর দরজাটা অর্ধেক খুলল। বুল্লারো দেখল বারবারার পেছনে দাঁড়িয়ে আছে জন অন্ধকার লিভিংরুমের ভেতরে এবং কোনো ধরনের উত্তরের জন্য অপেক্ষা না করেই সে শান্তকণ্ঠে বলল

'আমার সেই রাতের আচরণের জন্য আমি ক্ষমা চাচ্ছি।'

উইলিয়ামসন কোনো কথা বলে না। অবশেষে বারবারা বলে, 'তুমি কি সত্যিকথা বলছ?'

'হ্যাঁ,' বুল্লারো জবাব দেয়।

তারপর উইলিয়ামসন কোমল কণ্ঠে বলল,

'জুডির কাছে পৌঁছানোর জন্য এসব বলছ না তো তুমি?'

'না,' বুল্লারো উত্তর দেয়, 'যা ঘটেছে আমি তার জন্য সত্যিই দুঃখিত...আমি আবার তোমাদের সঙ্গী হতে চাই।'

বুল্লারো মাথা নিচু করে দরজার কাছে অপেক্ষা করতে লাগল, বিশ্বাস করতে শুরু করল যা সে বলেছিল। তারপর সে তার কাঁধের ওপর অনুভব করল উইলিয়ামসনের বাহু। বারবারা দরজা খুলে দিল। তার পেছনে লিভিংরুমের মাঝখানে অন্ধকারের ভেতরে সবাই জড়ো হয়েছে, একমাত্র জুডিথ ছাড়া প্রত্যেকেই যখন তার দিকে এগিয়ে এসে তাকে আলিঙ্গন করল, তখন বুল্লারো শুনতে পেল উইলিয়ামসনের সতর্কবাণী 'জুডি তোমার সঙ্গে এরকম শত্রুতার ভেতরে বসবাস করতে চায় না।'

কিছুক্ষণ পরই স্বর্ণকেশী জুডিথের আকর্ষণীয় শরীর আবির্ভূত হল। বুল্লারোর মনে হল সে একই সঙ্গে কাছের এবং দূরের এবং সে দুই বাহু প্রসারিত করে বুল্লারোকে বুকে টেনে নিল। তারা বেশ অনেকক্ষণ পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে রাখল। জুডিথ চুমু খেতে লাগল বুল্লারোকে, যা ছিল তার প্রবল আকাঙ্ক্ষা। সবাই লিভিংরুম ছেড়ে চলে

গেল তাদেরকে রেখে। জুডিথ তারপর তার হাত ধরে টানতে টানতে একটা বেডরুমে নিয়ে যায়। বুল্লারোর পোশাক খুলতে সাহায্য করে এবং সে রাতে সে এমন আবেগ ও ভালোবাসার সঙ্গে বুল্লারোর সঙ্গে যৌনমিলন সম্পন্ন করে যে, বুল্লারোর মনে হয় সে প্রথমজীবনের যৌনমিলনের তীব্র আনন্দ অনুভব করছে।

পরদিন ভোরবেলা দেরিতে ঘুম ভাঙে তাদের। তারা একসঙ্গে নাস্তা খায়। এটা ছিল অনেকটা ছুটির দিনের মতো। প্রত্যেকেই ছিল নিরুদ্বিগ্ন এবং উল্লসিত। বুল্লারো লক্ষ করে জনের আচরণের ভেতরে কোনো অস্বস্তি যা অস্বাচ্ছন্দ্য নেই। এটাই হল উইলিয়ামসনের স্টাইল। একদিন তাকে মনে হয় অনিষ্টকারী, অন্যদিন মনে হয় সে সিদ্ধপুরুষ এবং তার আচরণ পুরো বাড়ির পরিবেশকে বদলে দিতে পারে এবং প্রভাবিত করতে পারে সেইসব মানুষকে যারা এর ভেতরে বসবাস করছে। সেই সকালে উইলিয়ামসনের আচরণে উদারতা প্রকাশ পায়। বুল্লারোকে আর তার অসুস্থ মনে হয় না। সে ধীরে ধীরে দলের অন্যান্যদের বিশ্বাস ও গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করতে শুরু করেছে। বুল্লারো এখানে বিস্ময়করভাবে স্বস্তি উপভোগ করে বারবারা ও ওরালিয়ার উপস্থিতিতে। এমনকি ফার্মাসিস্ট-এর স্ত্রীকেও তার উপভোগ্য মনে হয় এবং পরবর্তী দিনগুলোতে তাকে আর কোনো বাধ্যবাধকতার মুখোমুখি হতে হয় না। সে এখন অধিক সময় স্যান্ডস্টোনে কাটায় এবং এখানকার বিষয়-সম্পত্তি নিয়ে নতুন করে ভাবতে শুরু করে।

নিউ ইয়র্ক লাইফ ইনস্যুরেন্স কোম্পানিতে বুল্লারো তখন খুবই কম সময় কাটায়। বহু সেলসম্যান ও এজেন্টকে সে ব্যক্তিগতভাবে প্রশিক্ষণ দিয়েছিল। তাদের সারাক্ষণ খোঁজ-খবর নেয়ার কোনো দরকার নেই এবং সে সিদ্ধান্ত নেয়, সে তার জীবনে এখন অধিক স্বাধীনতার অনুশীলন করবে। কোম্পানি এখন তাকে ছাড়াও চলতে পারবে এবং কোম্পানি ছাড়া সেও টিকে থাকতে পারবে। তার মনে হয় সে অনেক বেশি সময় ব্যয় করেছে এই কোম্পানির পেছনে। এখন সে বেশি সময় ব্যায় করবে তার অভ্যন্তরীণ সত্তার জন্য, যা তাকে শান্তি দিতে পারে।

স্যান্ডস্টোনে থাকাকালীন বিশেষ করে দিনের বেলায় সে দেখতে পায় এই এস্টেটের উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন ঘটেছে। শুধুমাত্র প্রধান ভবন নয়, পাহাড়ের ওপর গড়ে তোলা ছোট ছোট বাড়িগুলোও চমৎকারভাবে রঙ করা হয়েছে এবং সাজানো হয়েছে আরামদায়ক আসবাবপত্র দিয়ে। এছাড়া রাস্তা এখন আর এবড়োথেবড়ো নেই, পুরোপুরি মসৃণ। ছোট ছোট বাড়িগুলোর পানির পাইপ ও বৈদ্যুতিক তার মেরামত অথবা পুনঃস্থাপন করা হয়েছে। নির্মাণ করা হয়েছে গ্লাস-লাগানো পুল হাউস। এটা হচ্ছে দলের প্রতিটি মানুষের খুব পছন্দের জায়গা। মাঝেমধ্যেই তারা এখানে জড়ো হয়। প্রধান ভবনের পেছনের উঁচু পাহাড় থেকে দেখা যায় গোধূলিবেলায় প্রশান্ত মহাসাগরের দৃশ্য। এখানে রাত্রিগুলো শান্ত ও নীরব। স্যান্ডস্টোনের কাছাকাছি প্রতিবেশীর অবস্থান হচ্ছে দুই মাইল দূরে।

এক রাতে ডিনারের পর সবাই লিভিংরুমে জড়ো হয়েছে। বুল্লারো অনুভব করে স্যান্ডস্টোনে এসে তার যে ইতিবাচক পরিবর্তন হয়েছে তা ঘোষণা করা উচিত এবং সে

তৃপ্তির সঙ্গে ঘোষণা করে যে, সে তার যাবতীয় বাধা অতিক্রম করেছে এবং এখন সে তার সমস্ত সীমাবদ্ধতা পেরিয়ে স্বাধীন হয়েছে যা তাকে নগরের তথাকথিত জীবনের সঙ্গে বেঁধে রেখেছিল। উইলিয়ামসন নীরবে শোনে, তারপর পরামর্শ দেয় বুল্লারো তার এই আবেগের পরীক্ষা দিতে পারে এভাবে–সে গাড়ি চালিয়ে একা মরুভূমিতে যাবে এবং চূড়ান্ত নির্জনতার ভেতরে সারারাত সেখানে একা থাকবে।

বুল্লারো সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেয়, 'আমি অনায়াসে তা পারব।'

'তা হলে করে দেখাও,' দৃঢ়কণ্ঠে বলে উইলিয়ামসন।

'এ সপ্তাহের ছুটিতে আমি অবশ্যই করব,' বুল্লারো বলে।

'কেন এখনই নয়?' উইলিয়ামসন জিজ্ঞাসা করে। উইলিয়ামসনের চ্যালেঞ্জে বুল্লারো সচেতন হয়ে ওঠে। রুমের চারদিকে তাকিয়ে দেখে প্রত্যেকেই তার দিকে তাকিয়ে আছে এবং অপেক্ষা করছে তার প্রতিক্রিয়া লক্ষ করার জন্য। তখন রাত প্রায় ১১টার কাছাকাছি। মরুভূমিতে গাড়ি চালানোর জন্য এটা একটা উদ্ভট সময়, কিন্তু বুল্লারো লক্ষ করে তার এড়িয়ে যাওয়ার কোনো পথ নেই। সে বলে ফেলে, 'ঠিক আছে। আমি এখুনি যাব।'

উইলিয়ামসন একগুচ্ছ চাবি আলোতে পরীক্ষা করে বুল্লারোর হাতে দেয়। চাবিগুলো হচ্ছে উইলিয়ামসনের জাগুয়ারের। কোনো মন্তব্য ছাড়াই বুল্লারো চাবি নেয় এবং বিস্মিত হয় যে, নিজের স্টেশন ওয়াগনে আয়েশ করে না-ঘুমিয়ে সে যেন বালির ওপর ঘুমাতে বাধ্য হয় সেজন্যই উইলিয়ামসন এই পদ্ধতি বেছে নিয়েছে।

বুল্লারো শর্টস, শার্ট এবং একজোড়া বুট পরে নেয়। গাড়িতে নেয় স্লিপিং ব্যাগ, খাবারের ক্যান ও পানির বোতল এবং একটা বেশ বড় ছুরি। জুডিথ তাকে সাহায্য করে। অন্যরা দূরে দাঁড়িয়ে দেখছে। সবার মনোযোগের বিষয়বস্তু হয়ে বুল্লারো বেশ উত্তেজনা অনুভব করে, কিন্তু সে নির্দিষ্টভাবে তার কারণ জানে না। সে ভাবছে এখন কেবলই তার ভ্রমণের কথা। কৈশোরে তার ফ্যান্টাসি ছিল নিজেকে আবিষ্কারক ও পরোপকারী অভিযাত্রী হিসেবে দেখা, কিন্তু বাস্তবজীবনে উইলিয়ামসনের সঙ্গে পরিচয়ের আগে সে পরিচালিত হয়েছে সতর্কতা ও প্রথাগত চরিত্রের দ্বারা। জুডিথকে চুম্বন করে বুল্লারো গাড়িতে উঠে বসে এবং গাড়ি স্টার্ট দেয়। সামনে এগোনোর আগে উইলিয়ামসনকে ঘিরে দাঁড়িয়ে থাকা দলের প্রতি তাকায় এবং দেখতে পায় উইলিয়ামসন হাসছে।

উপত্যকা দিয়ে কিছুক্ষণ যাবার পর বুল্লারো গাড়ি ঘুরিয়ে উত্তরে ল্যাঙকাসটার শহরের দিকে যেতে থাকে। দুঘণ্টা পর মোজাভ মরুভূমির পূর্বদিকে গাড়ি ঘোরায় এবং তার মনে পড়ে যখন সে যাত্রা শুরু করেছিল তখন বেশ গরম ছিল, এখন বাতাস বেশ ঠাণ্ডা। সে একটু থামল। রাস্তায় কোনো দ্বিতীয় গাড়ি নেই। তার দুপাশে শুধু অন্ধকার এবং মরুময় রুক্ষ ভূমি। আরও এক ঘণ্টা সে গাড়ি চালাল, চিন্তা করল জুডিথের কথা, বাচ্চাদের কথা এবং স্যান্ডস্টোনের মানুষদের কথা, তারপর নিজের কথা। বলতে গেলে প্রায় সারারাত ধরেই সে এমন একটা চলন্ত গাড়ির হুইলের পিছনে বসে থাকল যার নির্দিষ্ট কোনো গন্তব্য নেই। এটা হল তার একটা অভ্যন্তরীণ ভ্রমণ যা যথাযথ ছিল না।

ক্লান্তি অনুভব না-করা পর্যন্ত বুল্লারো গাড়ি চালাল। তারপর সে গাড়ির গতি কমাল এবং রাস্তা থেকে একটু নেমে শক্ত বালির ওপর থামল একটা ঝোপের সামনে। চিন্তা করল ঠাণ্ডা বাতাস থেকে এই ঝোপই তাকে রক্ষা করবে। সে স্লিপিং ব্যাগ বের করে বিছাল, শুল এবং ঘুমিয়ে পড়ল।

সকাল সাতটায় বুল্লারোর ঘুম ভাঙল। সূর্য অনেক উপরে উঠে এসেছে। সে চারদিকে তাকায় কিন্তু কিছুই চোখে পড়ে না। মাইলের পর মাইল শুধু শূন্যভূমি, কাঁটাঝোপ, পাথর এবং বিষন্ন নীল আকাশ। এত নিঃসঙ্গ সে জীবনে কখনও হয়নি এবং সে ছিল রীতিমতো উত্তেজিত এই বিশাল স্পষ্টতা ও প্রশান্তির মাঝখানে। সে অনুভব করল বিশ্রাম নেবার একটা চমৎকার জায়গা এটা। সে নিরুদ্বিগ্ন অবস্থায় সামনের দিকে তাকিয়ে ভাবল কীভাবে দিনটা শুরু করা যায়, কিন্তু নিজের কাছ থেকে সে কিছুই আশা করল না এবং আশা করল না এই কোনো কিছু নিজের জন্য।

একটা খাবারের ক্যান থেকে খাবার খেয়ে সে বেশকিছুটা পানি পান করল এবং গাড়ি থেকে বেশকিছু দূর এগিয়ে গিয়ে থামল একটা গর্ত খুঁড়তে, যেখানে সে মলত্যাগ করবে। সে রাস্তা থেকে এখন অনেক দূরে, সম্ভবত মনুষ্যপ্রজাতির কাছ থেকে বহু মাইল দূরে, তারপরও সে প্যান্টের বেল্ট খুলতে এবং তা টেনে থামাতে এই প্রকাশ্য দিনের আলোয় সামান্য লজ্জা অনুভব করল। সে ভাবল আশেপাশে ঝোপঝাড় থাকলে গোপনীয়তা রক্ষা করা সম্ভব হত। যাহোক সে প্যান্ট খুলে মলত্যাগ করতে বসল। এমন সময় দূরে সে একটা আওয়াজ শুনতে পেল কিন্তু কিছুই দেখতে পেল না। শব্দটা আরও জোরে হতে ও কাছে আসতে লাগল। হঠাৎ বুল্লারো দেখতে পেল একটা প্লেন তার ওপর নেমে আসছে। সম্ভবত পাইলট ভেবেছে সে হারিয়ে গেছে অথবা বিপদে পড়েছে।

বুল্লারো তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ায় এবং প্যান্ট টেনে তোলে। প্লেনটা কয়েকবার তার মাথার ওপর চক্কর দিয়ে চলে যায় এবং আবার নীরবতা নেমে আসে। বুল্লারো আবার তার প্যান্ট নামিয়ে মলত্যাগ করতে বসে।

সকাল পেরিয়ে যাওয়ার পর সে মরুভূমির আরও গভীরে যায় এবং ফেরার পথে রাস্তার ধারে একটা গ্যাসস্টেশন থেকে গ্যাস নিয়ে ডেথভ্যালির দিকে এগোতে থাকে। রাস্তায় এখন গাড়ি দেখা যাচ্ছে। অধিকাংশই বড় বড় ট্রাক। দুপুরের দিকে তাপমাত্রা বেড়ে দাঁড়ায় প্রায় ১০০ ডিগ্রি। ঘামে ভিজে যায় বুল্লারোর শার্ট এবং তার গা চুলকাতে থাকে এবং সে কল্পনা করে স্বর্ণকেশী সেই হিচহাইকারের গায়ের গন্ধ শুঁকছে, যার সঙ্গে মালিবু বিচে তার মোটেলের সামনে দেখা হয়েছিল। এই কল্পনা তার ইচ্ছা জাগিয়ে তোলে স্যান্ডস্টোনের সুইমিং পুলে সাতার কাঁটার এবং একই সঙ্গে জুডিথ, ওরালিয়া ও অন্যান্যদের নগ্নশরীর দেখার। সে ভাবে, রাত্রি নামার আগেই সে স্যান্ডস্টোনে ফিরতে পারবে, কিন্তু সে সিদ্ধান্ত নিল সন্ধ্যেটাও মরুভূমিতে কাটাবে। মোট কথা, যাত্রার শুরু থেকেই সে অনুভব করছে তার মধ্যে একধরনের ক্লান্তিহীনতা। সে উইলিয়ামসনের চ্যালেঞ্জকে গ্রহণ করেছিল এবং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে। আবার তার মনে হয় সে খামোখাই এই উষর মরুভূমিতে ঘেমে একাকার হচ্ছে, আবার তার উন্নাসিকতার

শিকার হয়েছে বোকার মতো, তার তৃপ্তি হচ্ছে সে এখনও যে কোনো ধরনের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে পারে।

সন্ধ্যার দিকে সে ডেথভ্যালির পশ্চিম প্রান্তে চায়না লেকের কাছে থামে। গতরাতের চেয়েও আজ ঠাণ্ডা অনেক বেশি। গাড়ি থেকে বিভিন্ন জিনিস নামানোর পর এমন জোরে বাতাস বইতে শুরু করল যেন বালির সঙ্গে বুল্লারোকেও উড়িয়ে নেবে। সে বহুকষ্টে একটা আগুন জ্বালে এবং স্লিপিংব্যাগে ঢুকে নক্ষত্রদের দিকে তাকিয়ে থাকে। দূরে সে কয়টের ডাক শুনতে পায়। সে জানে কয়ট খুবই ভয়ংকর প্রাণী। তারপরও তার মনে হয় সে একজন আত্মনির্ভরশীল মানুষ। অসংখ্য মানুষের ভেতরে সে দৃঢ়প্রত্যয়ী কিন্তু যখন সে একাকী তখন সে একজন অপরিণত মনস্ক ব্যক্তি, নিঃসঙ্গ কাঠের গুঁড়ির মতো আগুনের সামনে যা টিকে থাকতে অক্ষম। বুল্লারো সে রাতে ঘুমাতে পারে না। ভোরবেলা মালপত্র গাড়িতে বোঝাই করে দীর্ঘপথ পাড়ি দিয়ে সে স্যান্ডস্টোনে ফিরে আসে।

যখন সে পাহাড়ের ওপরে আবির্ভূত হয় এবং পাথর অতিক্রম করে প্রধান ভবন ঘিরে রাখা গাছগুলোর কাছাকাছি হয়, তখন এই অঞ্চলের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয় যা সে আগে কখনই লক্ষ করেনি। গাড়ি দাঁড় করিয়ে মালপত্র নামাতে থাকে। দেখতে পায় একটা বুলডোজারের ওপর থেকে নেমে ডেভিড স্কুইন্ড তার দিকে এগিয়ে আসছে। আরও এগিয়ে আসছে উইলিয়ামসন হাসতে হাসতে তাকে অভ্যর্থনা জানাতে।

উইলিয়ামসন দু বাহু বাড়িয়ে এগিয়ে আসে, একইভাবে এগিয়ে যায় বুল্লারো। দুজন দুজনকে আলিঙ্গন করে। যেন দুজন সফল মানুষ পরস্পরকে আলিঙ্গন করছে। তারপর দাঁড়িয়ে কয়েক মুহূর্ত তারা কথা বলে। বুল্লারো ভ্রমণের বর্ণনা দেয়। কোথায় সে ছিল, কী সে অনুভব করেছে এবং সবশেষে সে জানায়, নির্জনতায় যে সময় সে কাটিয়েছে সেই নির্জনতা পরিশুদ্ধ করেছে উইলিয়ামসনের প্রতি তার অঙ্গীকার এবং শক্তিশালী করেছে এই 'লাভ কমিউন' প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি।

উইলিয়ামসন মাথা ঝাঁকায়, কিছুই বলে না, কিন্তু সে বাড়ির দিকে যাওয়ার জন্য যখন ঘুরে দাঁড়ায় তখন বুল্লারো অবাক হয়ে লক্ষ করে উইলিয়ামসনের চোখে পানি চিকচিক করছে।

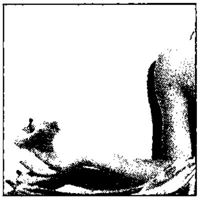

স্যান্ডস্টোনে উইলিয়ামসন যা করার উদ্যোগ নিচ্ছে তা রবার্ট হেইন লেইন-এর সায়েন্স ফিকশন 'স্ট্রেঞ্জার ইন এ স্ট্রেঞ্জ ল্যান্ড'-এ বর্ণিত 'আদর্শ কমিউনিটি' নয়। সেখানে দেখানো হয়েছে একদল নারী ও পুরুষ একটা বিচ্ছিন্ন এলাকায় বসবাস করে, উলঙ্গ হয়ে একসঙ্গে পানিতে সাঁতার কাটে, অপরাধহীন ও লজ্জাহীনভাবে তারা খোলাখুলি যৌনমিলনে লিপ্ত হয় এবং অস্বীকার করে নাইনথ কমান্ডমেন্ট, যেমন উপন্যাসের প্রধান চরিত্র ব্যাখ্যা করে 'আমার স্ত্রীর প্রতি এত লালায়িত হওয়ার প্রয়োজন নেই। নিয়ে যাও তাকে, ভালোবাস। তার ভালোবাসার কোনো সীমা-পরিসীমা নেই...'

উপন্যাস ও স্যান্ডস্টোনে উইলিয়ামসনের নিজস্ব লক্ষ্যের ভেতরে ভাবের একটা মিল খুঁজে পাওয়া যায়। সে বইটিকে শুধুমাত্র প্রেরণার উৎস হিসেবে গ্রহণ করে। বিবেচনা করে এটা বহু সাধারণ উপস্থাপনার একটি এবং তা স্মৃতিতে জাগিয়ে তোলে প্রকৃত ও ক্ষমতাশালী আকাঙ্ক্ষা যা বহু শতাব্দী ধরে নির্দিষ্ট কিছু মানুষ ব্যবহার করেছে তারা আশা করছে পশ্চাত্যের সংস্কৃতির ভেতরে উৎসবের সময়ের বিশেষ ভালোবাসা এবং হর্ষোৎফুল্ল যৌনমিলনের আবার প্রচলন ঘটবে যা উদ্ভূত হয়েছিল পৌত্তলিকদের উর্বরতাসংক্রান্ত ধর্মীয় অনুষ্ঠান থেকে এবং যার অস্তিত্ব টিকে ছিল প্রাথমিককালের খ্রিস্টানদের ভেতরে এবং পরবর্তীকালে পাপ ও অপরাধবোধের গুরুত্ব দিতে থাকে মধ্যযুগের চার্চগুলো, যার অন্ধকারাচ্ছন্ন প্রভাব সমাজকে পেছনের দিকে টেনে নিয়ে যায়।

একজন মানুষের সঙ্গেই উইলিয়ামসনকে শনাক্ত করা যায়, সে হল পনেরো শতাব্দীর ডাচ চিত্রকর হায়রোনিমাস বস, স্বাধীনচেতা একটা দলের নেতা, যারা 'ভাই' ও 'বোন' নামে পরিচিত। এটা এমন একটা সম্প্রদায় যারা যৌনমিলনের ব্যাপারে খোলামেলা এবং তারা বিশ্বাস করে যে তারা সরাসরি আদম ও ইভের বংশধর। তারা তাদের গোপন চার্চে নগ্ন হয়ে প্রার্থনা করে এবং সেই চার্চকে তারা বলে স্বর্গ। দলবেঁধে যৌনমিলনের মাধ্যমে তারা নিজেদেরকে তৃপ্ত করত এবং মনে করত এটা হচ্ছে একটা অভিজ্ঞতা যা অন্যের সঙ্গে ভালোবাসা আদানপ্রদানে সহায়তা করে, উদ্দেশ্যহীন পানাহার ও যৌনমিলনের চেয়ে। যাজকরা কৌমার্যের কথা উল্লেখ করে বলে এটা হচ্ছে প্রকৃতির বিরুদ্ধাচরণ এবং তারা বিশ্বাস করে যৌনানন্দ হচ্ছে মৌলিক পাপের উৎস। স্বাধীনতা অনুসন্ধানকারী এই 'ভাই' ও 'বোন'দেরকে মাঝে মাঝে বলা হত 'অ্যাডামিটিস'। এরা একসময় তথাকথিত আইনের প্রভাবে ধ্বংস হয়ে যায়, যদিও হায়রোনিমাস বস তাদের স্মৃতিকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য দলীয় নগ্নতা তার ছবিতে তুলে ধরেছে।

উনিশ শতকে স্বপ্নরাজ্য ওনিয়েডা গড়ে ওঠার বিষয়টি ছিল উইলিয়ামসনের খুব কাছাকাছি সময়ের ঘটনা। এটা ছিল নিউ ইয়র্কের কাছাকাছি। একজন উদ্ভট ধর্মতাত্ত্বিক এবং তার স্ত্রী দুজনে মিলে এটা গড়ে তুলেছিল। অনুশীলন করেছিল খোলামেলা যৌনমিলন অন্তরঙ্গ বন্ধুদের সঙ্গে এবং প্রায় তিরিশ বছর ধরে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে বিয়ে নামক প্রতিষ্ঠানের ভেতরে প্রবেশ করতে। এখানে অসংখ্য নারী ও পুরুষ ছিল যারা বিচ্ছিন্ন একটা ভূমিতে বসবাস করত। এই ভূমির কেন্দ্রে ছিল একটা আকর্ষণীয় ভবন যা সে তার অনুসারীদের নিয়ে তৈরি করেছিল। একশো লোকের জন্য এটা ছিল একটা বিশাল বাড়ি এবং এই ভবনকে ঘিরে রেখেছিল অসংখ্য ছোট ছোট ভবন যা পরিচিত ছিল স্কুল এবং ডরমেটরি হিসেবে। 'ওনিয়েডা কমিউনে'র বহু ছেলেমেয়ে স্কুলে লেখাপড়া করত এবং বিভিন্ন কারখানায় কাজ করত বয়স্করা। বহুধরনের ব্যবসাও চালু ছিল এখানে। এর মধ্যে একটা হচ্ছে টিনপ্লেটেড চামচ তৈরির কারখানা। চালু হয় ১৮৭০ সালে। বিশ শতকে এই কারখানা বেশ কয়েক মিলিয়ন ডলারের সম্পদে পরিণত হয়।

ওনিয়েডাতে বসতি প্রতিষ্ঠা করেছিল জন হামফ্রে নোয়েজ। সে ছিল একজন মর্যাদাবান স্বৈরশাসক। সে লেখাপড়া করেছিল অ্যানডোভার থিওলজিক্যাল সেমিনারী ও ইয়েল ডিভাইনিটি স্কুলে ১৮৩০-এর দশকে। কিন্তু যাজকদের কর্মকাণ্ডের সঙ্গে তার বিস্তর মতপার্থক্য রয়েছে, বিশেষ করে বাইবেলের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে। লোকে বলত সে হচ্ছে আমৃত্যু পথভ্রষ্ট এক ধর্মপ্রচারক।

নিউ ইংল্যান্ডের ধর্মীয় নেতারা বিয়ে ও যৌনতা সম্পর্কে নোয়েজের দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি খুবই ক্ষিপ্ত ছিল এবং তারা আরও ক্ষিপ্ত হয়েছিল বাইবেল সম্পর্কিত তার ঘোষণায়। সেখানে সে দাবি করে, বাইবেল সত্য বিশ্বাসীদের ভেতরে দলবদ্ধভাবে প্রেম ও দৈহিক মিলনের পক্ষে ওকালতি করে থাকে। নোয়েজ লক্ষ করেছে একগামিতা অর্থাৎ বিয়ে অন্যের ওপর অধিকার প্রতিষ্ঠা ও স্বার্থপরতাকে স্পষ্ট করে তোলে, যা অন্যদের প্রতি সেই ভালোবাসা বিস্তৃত করার ক্ষমতাকে দমন করে। সে স্বপ্ন দেখেছে 'জটিল বিয়ের' এবং এটা এমন এক ধরনের ব্যবস্থা, যেখানে শত্রুতামুক্ত এবং প্রায় সমমানসিকতার একদল নারী ও পুরুষ একসঙ্গে কাজ এবং বসবাস করে এবং নিয়মিত একে অন্যের সঙ্গে যৌনমিলনে লিপ্ত হয় এবং তাদের ভেতরে সন্তানের জন্ম হলে, এসব নারী ও পুরুষ হয় তাদের সম্মিলিত পিতামাতা বা সম্মিলিত অভিভাবক। শিশুর জন্মের পর তার লালনপালন ও ভরণপোষণের দায়িত্ব নেয় কমিউন। অনাকাঙ্ক্ষিত গর্ভধারণ ও সন্তান জন্মের ভয় দূর করে নারীদের যৌনমিলন উপভোগের আনন্দ বাড়ানোর উদ্দেশ্যে নোয়েজ তার এখানকার প্রতিটি পুরুষকে উদ্বুদ্ধ করেছে যৌনমিলনকালে যোনিগর্ভে বীর্যপাত না করতে। শুধুমাত্র সেই সময়গুলোতেই তারা যোনিতে বীর্য নিক্ষেপ করবে যখন তারা সন্তান কামনা করবে অথবা যখন নোয়েজ বংশবিস্তারের উদ্দেশ্যে কোনো আগ্রহী দম্পতিতে নির্বাচন করবে।

প্রজনন সম্পর্কে নোয়েজের অভিযানপ্রিয়তা এবং অন্য লোকের যৌনক্রিয়াকে প্ররোচিত করার ক্ষমতা সে অর্জন করেছিল। এটা সম্ভব হয়, কারণ তার অনুসারীরা

তাকে ঈশ্বরের ইচ্ছার মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করেছিল–সে ছিল তাদের কাছে একজন ধর্মীয় অবতার, রাজকীয়ভাবে নিঃসঙ্গ এবং একজন পণ্ডিত মানুষ, যে তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে পাপমোচনের এবং একই সঙ্গে বহন করে এনেছে ধারাবাহিক সমৃদ্ধি, পরিশুদ্ধতা ও নির্দিষ্ট কিছু সঙ্গীর সঙ্গে যৌনানন্দ উপভোগ করার অনুমতি দিয়েছে। সে তার অনুসারীদের বারবার নিশ্চিত করত যে জীবন সুখের। সে বলত–'সবচেয়ে সুখী মানুষ হচ্ছে শ্রেষ্ঠ মানুষ এবং সে সবসময় ভালো কাজ করে।' বাইরের পৃথিবীর মানুষের শিষ্টাচার বিষয়ক ভান সম্পর্কে সে ঘোষণা করে, 'যৌন অঙ্গ নিয়ে লজ্জিত হওয়ার অর্থ হচ্ছে ঈশ্বরের দক্ষতা সম্পর্কে লজ্জিত হওয়া, সে আরও বলে, নৈতিক পুনর্গঠনের উদ্ভব ঘটে লজ্জার অনুভূতি থেকে, যা স্বাভাবিক প্রকৃতির সঙ্গে একটা অর্থহীন যুদ্ধের উদ্যোগ।'

কিন্তু নোয়েজের আনন্দ অনুমোদনের অর্থ এই নয় যে, সে কোনো কাঠামোহীন অথবা বায়বীয় কোনো পরমানন্দ অথবা আলসেমিকে সহ্য করেছে। তার অনুসারী নারী ও পুরুষরা সপ্তাহে ছয়দিন কাজ করে কম্যুনিটি ফার্মে অথবা ম্যানসনে অথবা স্কুলে কিংবা ওনিয়েডার বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে। বিভিন্ন পণ্যদ্রব্য প্রস্তুত এবং তা বিক্রি করাই ছিল ওনিয়েডার আয়ের উৎস। ১৮৬৬ সালে ওনিয়েডার এ্যানিম্যাল-ট্রাপ ফ্যাক্টরি একাই আয় করে ৮৮,০০০ ডলার। এই অর্থ সরাসরি ট্রেজারিতে চলে যায়, যা ওনিয়েডার উঁচু মানসম্পন্ন জীবনযাপনে সহায়তা করে থাকে।

ওনিয়েডাতে একজন আবাসিক চিকিৎসক ছিল। সে বিনামূল্যে এখানে বসবাসকারী প্রত্যেকের দাঁত ও অন্যান্য শারীরিক সমস্যার চিকিৎসা প্রদান করত। পোশাক তৈরি ও তা মেরামতের জন্য ছিল কম্যুনিটির দর্জি ও পোশাক ডিজাইনার। এছাড়া মহিলাদের টুপি তৈরির একজন কারিগর ছিল। আরও ছিল মুচি। দিনে সাধারণত দুবার, কখনও কখনও তিনবার প্রধান ভবনের বিশাল ডাইনং হল থেকে খাবার সরবরাহ করা হত। প্রধান ভবনের বেজমেন্টে (কোনো ভবনের ভূগর্ভস্থ অংশ) রয়েছে টার্কিশ বাথের ব্যবস্থা এবং প্রশস্ত লনে ফুটবল ও বেজবল খেলে ওনিয়েডার শিশু ও কিশোরেরা। ওনিয়েডার লেকে নৌকা চালানো ও মাছ ধরার ব্যবস্থা আছে। ব্যবস্থা আছে নগ্ন হয়ে পুকুরে সাঁতার কাটার। ওনিয়েডার বিনোদনের প্রয়োজনে ব্যবহার করা হয় বাইশটা বাদ্যযন্ত্র। নাটক অভিনয়ের সময়ও এসব বাদ্যযন্ত্র কিছু কিছু ব্যবহৃত হয়। এছাড়া প্রধান ভবনের বলরুমে প্রতি সপ্তাহের ছুটির দিনে সম্মিলিত নৃত্য অনুষ্ঠিত হত।

ষোলো বছর বয়স না-হওয়া পর্যন্ত প্রত্যেক শিশুকেই কম্যুনিটি স্কুলে যেতে হত। কেউ কেউ উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করতে চাইলে তাদেরকে পাঠানো হত ইয়েল অথবা কলম্বিয়ায়। সেখানে তারা লেখাপড়া করত চিকিৎসাবিজ্ঞান, আইন এবং প্রকৌশলবিজ্ঞান এবং এসব বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি অর্জনের পর কেউ কেউ কম্যুনিটিতে ফিরে আসত বসবাস ও কাজ করার জন্য। নোয়েজ যখন মনে করত ওনিয়েডার নির্দিষ্ট কিছু যুবক ও যুবতী যৌনঅভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য যথেষ্ট পরিপক্ব হয়ে উঠেছে তখন তার নির্দেশে কম্যুনিটির নারীরা স্বেচ্ছায় তাদের নিজের বিছানা ভাগাভাগি করত এইসব

কিশোরদের সঙ্গে। নোয়েজ বিশ্বাস করত এই পদ্ধতিতে যুবকরা অধিক অভিজ্ঞ প্রেমিকার সঙ্গে যৌনমিলন সম্পন্ন করে সুখী হবে, একই সঙ্গে কম বয়সীদের সঙ্গে যৌনমিলনে লিপ্ত হয়ে বয়স্করাও বিচিত্র শিহরণ অনুভব করবে। যা হোক, নোয়েজের নীতিমালা অনুযায়ী বয়স্ক পুরুষরা ইতিমধ্যেই নিজেদেরকে বিশ্বস্ত হিসেবে প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছে। এই নীতিমালা হচ্ছে আত্মসংযম, যদিও অনাকাঙ্ক্ষিত গর্ভধারণের সামান্য সুযোগ রয়েই যায়। কম্যুনিটিতে সবসময়ই একটা চাপ রয়ে গেছে এবং তা হল একচেটিয়া ভালোবাসার কোনো চিহ্ন যেন কোথাও প্রকট হয়ে না ওঠে। কম্যুনিটির অন্যান্য জিনিসের মতোই শরীরও সবার মধ্যে ভাগাভাগি হবে যে-কোনো ধরনের অধিকার প্রদর্শনই কম্যুনিটির উদ্যোগ ও ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যায়।

নার্সারি ও প্লে-রুমে শিশুরা শুরু থেকেই দেখে কোনো খেলনাই কারো নয়, আবার সব খেলনাই সবার। এরপরও তত্ত্বাবধানকারী জানায় কয়েকটা মেয়েশিশু কিছু কিছু পুতুলের সঙ্গে খুবই ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। তারা পুতুলদেরকে আদর করছে, তাদের সঙ্গে কথা বলছে, রাতের বেলা ঘুম পাড়াচ্ছে, যা মূলত মাতৃত্বের চিহ্ন। এসব শিশুদেরকে বোঝানো হয় পুতুলের সঙ্গে প্রকৃত জীবনের কোনো সম্পর্ক নেই। এগুলো প্রাণহীন। জীবনের মিথ্যাকে উপস্থাপন। ওনিয়েডার নারী সম্প্রদায়ের আদর্শ এ ধরনের চিন্তাকে সম্মান করে না।

ওনিয়েডার নারীরা গৃহকর্ম ও নারীদের সন্তান জন্মকালীন সময়ে উপস্থিত থাকার দায়িত্ব পালন করাটাকে কোনো গুরুত্বপূর্ণ কাজ বলে মনে করত না। নোয়েজের মতোই তারা লক্ষ করেছে বাইরের পৃথিবীর নারীরা প্রায়ই বংশবিস্তারের দাস হয়ে পড়ে, পাশাপাশি ওনিয়েডার নারীদের লক্ষ হল আধ্যাত্মিক উন্নয়ন, বন্ধনমুক্তি এবং বুদ্ধিবৃত্তির উন্নয়ন। নোয়েজ নারীদের উৎসাহিত করেছে প্রধান ভবনের প্রাপ্তবয়স্ক শিক্ষার ক্লাসে উপস্থিত থাকতে এবং কম্যুনিটির বিশাল গ্রন্থাগার ব্যবহার করতে। ওনিয়েডার নারীরা ছোট স্কার্ট ও ছোট শার্ট পরত। ববছাঁট চুল এবং কম্যুনিটির সব কাজে তারা নিজেদেরকে পুরুষের সমান মনে করত। মেয়েরা কারখানায় কাজ করছে, কখনও কখনও পুরুষরাও রান্না করছে এবং সমানভাবে তারা সন্তানের প্রতিও দায়িত্ব পালন করছে, মনোযোগ দিচ্ছে তাদের সুবিধা ও অসুবিধার প্রতি। তারা বিশ্বাস করত পুতুলের প্রতি শিশুদের ভালোবাসার কারণ হল মূলত পুতুলের পোশাক, যা বাইরের পৃথিবীর পোশাকের স্টাইলকে প্রতিফলিত করে এবং দেখা যায় কোনো না কোনো সময় এই স্টাইলের অনুশীলন শুরু হয়েছে।

একজন মহিলা শিক্ষক সমস্যার সমাধান হিসেবে একটা সুপারিশ করলেন। তিনি পরামর্শ দিলেন পুতুলগুলোকে একজায়গায় জড়ো করতে, তারপর তার পোশাক খুলে ফেলতে এবং তারপর জ্বলন্ত কয়লার ওপর শুইয়ে দিয়ে উল্লাসের সঙ্গে পুড়িয়ে ফেলতে। শিশুদের নার্সারি ও স্কুলের দায়িত্বপ্রাপ্ত কমিটি এই পরামর্শ গ্রহণ করল। শিশুরা একত্রিত হল তাদের সমস্যায় সাড়া দেবার জন্য। যারা বয়সে একটু বড় তারাও উৎসাহিত করল তাদেরকে, কিন্তু ছেলেশিশুরা সবাই ভোট দিল পুতুলগুলো পোড়ানোর জন্য। মেয়েশিশুগুলোও একসময় পোড়ানোর ব্যাপারে একমত হয়। এদের ভেতরে

একজন মেয়েশিশু বহুবছর পর ১৮৫১ সালের সেই বেদনাবিধুর দিনটির কথা স্মরণ করে তার ডায়রিতে লিখেছিল নির্দিষ্ট সময়ে আমরা স্টোভের পাশে জড়ো হলাম। প্রত্যেকেই তার প্রিয় পুতুলগুলো নিয়ে এসেছে। আমরা সবাই একসঙ্গে গান গাইলাম। তারপর আগুনের ক্রুদ্ধ শিখার ভেতরে আমরা পুতুলগুলো ছুড়ে দিতে লাগলাম এবং নিজের চোখে সবাই দেখলাম পুতুলগুলোকে পুড়ে ছাই হয়ে যেতে।'

এই পুতুল-পোড়ানোর ব্যাপারে জন হামফ্রে নোয়েজের সম্মতি ছিল। মূর্তি তার পছন্দ নয়। মূর্তিপূজকদেরকে সে ঘৃণা করে। সঙ্গমরত নারী ও পুরুষের প্রতিমূর্তি তার পছন্দ অথবা কোনো মা তার শিশুকে আদর করছে অথবা কোনো রোমান্টিক দম্পতি পরস্পরকে চুম্বন করছে। নোয়েজ লিখেছিল 'নিউ কম্যান্ডডেন্ট।' তাতে আছে, 'আমরা একে অন্যকে ভালোবাসি...দম্পতি হিসেবে নয়, দলের একজন সঙ্গী হিসেবে। ওনিয়েডার ঈশ্বর সম্পর্কে ভীত ও অনুগত সদস্যের কখনই প্রেম, যৌনতা ও মনোযোগ থেকে বঞ্চিত হওয়া উচিত নয় রক্তের সম্পর্কের স্বার্থপর কোনো আত্মীয়তার বন্ধনের কারণে কিংবা কোনো নির্দিষ্ট দম্পতির অধিকারপ্রবণ আবেগানুভূতির কারণে।' নোয়েজ বলে, 'যা সত্য এবং প্রাপ্য তাকে ভালোবাসার জন্য হৃদয় থাকবে উন্মুক্ত।' একবার এক লোক নোয়েজের কাছে স্বীকার করে যে, সে নির্বোধের মতো একটা নারীর সঙ্গে ভালোবাসায় জড়িয়ে পড়েছিল। নোয়েজ সঙ্গে সঙ্গে বলেছিল 'তুমি তাকে ভালোবাস না, তুমি ভালোবাস সুখ।'

ভালোবাসা ও বিয়ে সম্পর্কে জন হামফ্রে নোয়েজ-এর দৃষ্টিভঙ্গি মোটেও গতানুগতিক ছিল না, কিন্তু তার অগতানুগতিক শৈশবও এই ফলাফলের জন্য দায়ী নয়। কারণ, বিখ্যাত ও সমৃদ্ধশালী এক ভারমন্ট পরিবারে তার জন্ম ১৮১১ সালে। সেখানে কোনো ধরনের অদ্ভুত রীতিনীতির প্রচলন নেই। নোয়েজ-এর মা পলি হেজ এর মতো ভদ্র ও বুদ্ধিমতী মহিলা কদাচিৎ চোখে পড়ে। সে এসেছিল নিউ ইংল্যান্ডের এমন এক পরিবার থেকে, যে পরিবার আমেরিকার উনিশতম প্রেসিডেন্ট রাদারফোর্ড বি. হেজ-কে জন্ম দিয়েছিল এবং তার পিতা স্যার জন নোয়েজ-কে, যিনি ছিলেন একজন সফল শিক্ষক, একজন মন্ত্রী ও একজন সফল ব্যবসায়ী। দক্ষিণ ভারমন্টের জনগণ একবার ভোট দিয়ে তার বাবাকে কংগ্রেসের সদস্য নির্বাচিত করেছিল। নোয়েজের বয়স তখন মাত্র চার বছর।

শৈশবে নোয়েজ তার বন্ধুদের ভেতরে খুবই জনপ্রিয় ছিল। শক্তি ও সামর্থ্যের সঙ্গে সে খেলাধূলায় অংশগ্রহণ করত এবং সে ছিল ছাত্র হিসেবে বেশ মেধাবী। ডার্টমাউথ কলেজ থেকে সম্মানের সঙ্গে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করে। ১৮৩০ সালে সে ক্যাম্পাস পরিত্যাগ করে আইন পড়তে যায়। সেসময় সে লক্ষ করে ঈশ্বরের নামে বাইবেলের প্রথাগত ব্যাখ্যাকে চ্যালেঞ্জ করা হয় এবং এর মুখোমুখি হয় ক্যালভিনীয় (ফরাসি প্রোটেস্টান্ট ধর্মতাত্ত্বিক জ্যাঁ ক্যালভাঁরের ধর্মীয় মতবাদ) মতাবাদ, যা মানুষের প্রাপ্য নয় তার জন্য আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি করে এবং পাপকর্ম করা ও নিয়তিবাদের চর্চা বাড়িয়ে দেয়। তখন নতুন কিছু মন্ত্রী পরামর্শ দেয় যে প্রকৃত মত বিনিময়ে জনগণ অংশ নিতে পারে এবং একই সঙ্গে তারা উঠে যেতে পারে পাপের ওপরে এবং উৎকর্ষ অর্জন করতে

পারে পৃথিবীতে। এটা এমন একটা অবস্থা যা বিশাল জনগণের কাছে কোনো আবেদন পৌঁছে দেয় না, কিন্তু বিপ্লব পরবর্তী যুদ্ধের সময় এটা সহজ মনে হয় যখন সবকিছুই মনে হত সম্ভব। এটা ছিল আমেরিকার জন্য প্রবল উৎসাহ ও আশাবাদের সময়। তখন এই জাতি তার নিজস্ব বন্যতা ও সচেতনতার গভীরে বিস্তৃত হতে থাকে, পুনরায় প্রশংসা করতে থাকে নীতিপরায়ণতাকে এবং অনুসন্ধান করতে থাকে নিজের গন্তব্যের নিয়ন্ত্রণ।

নিউ ইংল্যান্ডের এক গরিব কৃষকের ছেলে যোশেফ স্মিথ ১৮২৭ সালে দাবি করে যে দেবদূত মরনির সঙ্গে তার যোগাযোগ হয়েছে। ফলশ্রুতিতে স্মিথ মরনিবাদ প্রতিষ্ঠা করে এবং বহুগামিতা চালু হয়। ১৮৪৪ সালে একদল ক্রুদ্ধ লোকের মিছিল ইলিনয়েস জেল ভেঙে ফেলে এবং স্মিথকে হত্যা করে। এই জেলে সে কারাভোগ করছিল। স্মিথ নবী হিসেবে সাফল্য অর্জন করেছিল। তার অনুসারী এক সময়ের রঙমিস্ত্রি ব্রিগহাম ইয়ং এই মতবাদ পশ্চিমাঞ্চলে, বিশেষ করে উটাহতে প্রচার করে। সেখানে এই মতবাদ দারুণভাবে বিস্তার লাভ করেছিল।

জর্জ র‍্যাপ নামে এক মন্ত্রী কয়েক বছর আগে ফেরেশতা জিবরাইলের সঙ্গে সাক্ষাতের কথা পেনসিলভানিয়া গিয়ে প্রকাশ করে দিলে জনগণ উদ্বুদ্ধ হয় এবং তার অনুসারীতে পরিণত হয়। তার প্রায় আটশতেরও বেশি অনুসারী স্বার্থহীনভাবে ও পরিতৃপ্তির সঙ্গে কাজ করত এবং অনুশীলন করত কৌমার্যব্রত একটা কৃষিপ্রধান স্বর্গের ভেতরে, যাকে তারা বলত– ঐকতান।

স্কটিশ-বংশোদ্ভূত এক নারী ফ্রান্সিস রাইট ১৮২৬ সালে এ ধরনের একটা কমিউন প্রতিষ্ঠা করেছিল মেমফিস-এ। তার এই কম্যুনিটির নাম ছিল 'নাসোবা'। দু'হাজার একরের একটা খামারবাড়িতে সাদা ও কালো লোকেরা একত্রে কাজ করত এবং তাদের অনুমতি ছিল একত্রে ঘুমোবার এবং বহুদিন তাদের এই কমিউন টিকে ছিল, যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের দলবদ্ধ যৌনমিলনের কথা চারদিকে ছড়িয়ে না পড়ে এবং বিভিন্ন বিতর্কের জন্ম না দেয়। ১৮৩০ সালে এই কম্যুনিটি নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। ফ্লান্সিস রাইট পরিচিত ছিলেন তার বক্তৃতা ও লেখালিখির জন্য। তিনি সবসময় সংগঠিত ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও বিয়ের সমালোচনা করতেন। তিনি ঘোষণা করেছিলেন, 'বিবাহিত জীবনে নারী তার স্বাধীনতাকে উৎসর্গ করে এবং স্বামীর সম্পত্তির অংশে পরিণত হয়।'

বিয়ে সম্পর্কে একই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশিত হয়েছে ১৮০০ দশকের মাঝামাঝি সময়ে এবং তা প্রকাশ করেছে বহু সক্রিয় নারীকর্মী, এমনকি সাধারণ নারী, যারা ছোট ছোট 'ফ্রি লাভ কমিউনে' বসবাস করত। এই কমিউনগুলো ছিল নিউ ইয়র্ক এস্টেট এবং নিউ ইংল্যান্ডে। এদের মধ্যে আবার উল্লেখযোগ্য ছিল ওহিও এবং বার্লিন্ হেইট। এই কমিউনের প্রতিষ্ঠাতা ছিল এক ফরাসি অভিজাত নারী চার্লস ফোরিয়ার। ফোরিয়ারের এই কমিউনে উভয় লিঙ্গের ভেতরে যৌনমিলনের স্বাধীনতাকে উৎসাহিত করা হত। এসব নারী ও পুরুষ অনুসন্ধান করেছিল একটা স্বপ্নরাষ্ট্রের, তবে তা সমাজতন্ত্রের মাধ্যমে নয়, ধনতন্ত্রের মাধ্যমে। এসব জনগণ উদ্বুদ্ধ হয়েছিল বাতিকগ্রস্ত আদর্শ সম্পর্কিত লেখালেখির দ্বারা।

প্যারিসে ১৮৩৭ সালে ফোরিয়ার মারা যাওয়ার আগে অনেকগুলো বক্তৃতা দেন এবং উনিশ শতকের সেইসব মানুষদের দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে সমালোচনা করেন যারা তাদের পূর্বপুরুষের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে অর্জন করেছে লোভ এবং ধ্বংসাত্মক প্রকৃতি, যা-বিশ্ব কম্যুনিজমের বিশাল লক্ষ্যে পৌঁছানোর ক্ষেত্রে একটা বিশাল বাধা। ফোরিয়ার প্রস্তাব করেছিলেন, জাতীয় নেতারা তাদের ভূমির জনসংখ্যাকে আলাদা আলাদা দলে ভাগ করতে পারে ভূমির আনুপাতিক হারে। প্রত্যেক দলে ১৬০০ লোককে অন্তর্ভুক্ত করা যায় এবং প্রতিটি দলই তাদের বিশাল হোটেলের ভেতরে অথবা 'ফ্যালন্সট্রে'-তে কাজ ও বসবাস করার পাশাপাশি তাদের পেশাগত ও ব্যক্তিগত জীবনের যাবতীয় চাহিদা মেটাবে।

আদর্শগতভাবে প্রতিটি ফ্যালন্সট্রে (বিশালভবন/যেখানে জীবনযাপনের যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা রয়েছে) হবে ছয়তলা। চমৎকারভাবে সজ্জিত ও আসবাবপত্র দিয়ে সাজানো। কাজের জন্যও রয়েছে আলাদা শাখা এবং গৃহস্থালি ও সামাজিক জীবনযাপনের জন্য আলাদা শাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রত্যেকেই সেই কাজ করবে যে-কাজ সে ভালো জানে। একঘেয়েমি কাটানোর জন্য সঙ্গে সঙ্গে বিশ্রাম নেবে এবং প্রত্যেকেই ততটুকু বেতন নেবে যতটুকু দরকার।

ফ্যালন্সট্রে-তে অ্যাপার্টমেন্টের ভাড়া ছিল বিভিন্নরকম। এটা নির্ভর করত অ্যাপার্টমেন্টের আকার ও জাঁকজমকের ওপর। যদি কেউ খুব দামি অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া নিতে চায়, কিন্তু যা আয় করে তা দিয়ে সম্ভব নয়, তখন তাকে বেশি সময় কাজ করতে হয়। এখানে যৌনমিলনের ব্যাপারে কোনো বাধানিষেধ ছিল না। এমনকি শারীরিকভাবে যারা কম-আকর্ষণীয় তাদের যৌনসুখেরও নিশ্চয়তা রয়েছে এখানে। তাদেরকে যারা যৌনসুখ দিত তাদেরকে বলা হত 'ইরোটিক সেইন্ট' এবং এরা বসবাস করত তাদের ব্যক্তিগত অ্যাপার্টমেন্টে যা কেবলই যৌনমিলনের উদ্দেশ্যে তৈরি করা হয়েছিল।

ফোরিয়ার একগামিতাকে নিরুৎসাহিত করেছেন। তিনি আরও অনুভব করেছিলেন যে ছোট ছোট পরিবারগুলো এই স্বপ্নরাজ্য গড়ে তোলার ব্যাপারে মোটেই সহায়ক ছিল না, বরং এগুলো ছিল অধিক ক্ষতিকর। কারণ এই পরিবারগুলো পরস্পরের প্রতি অধিকার খাটাত, অভ্যস্ত ছিল স্বজনপ্রীতিতে এবং জীবনের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি এত সংকীর্ণ ছিল যে, মানবতার দূরদৃষ্টিকে তা অস্পষ্ট করে তুলত। আবার ফোরিয়ারও তার জীবদ্দশায় এত অর্থ একত্রিত করতে সমর্থ হননি, যার দ্বারা একটা মাত্র ফ্যালন্সট্রে নির্মাণ করা যায়। যা হোক, তার ধারণাকে মেধাবী চিন্তার ফসল বলে মনে করা হত। তার ধারণাকে বাস্তবায়িত করে এক প্রভাবশালী আমেরিকান–এ্যালবার্ট ব্রিজবেন। ফোরিয়ারের সঙ্গে তার দেখা প্যারিসে এবং তার গ্রন্থ *দ্য সোসাল ডেসটিনি অব ম্যান* ফোরিয়ারকে *নিউ ইয়র্ক ট্রিবিউন*-এর সম্পাদকের মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দুতে নিয়ে আসে। নিউ ইয়র্ক ট্রিবিউনের সম্পাদক হোরেস গ্রিলি তার পত্রিকায় ব্রিজবেনকে কলাম লেখার আমন্ত্রণ জানায়, এই তত্ত্ব ও ফ্যান্টাসিকে জনপ্রিয় করে তোলার জন্য। আমেরিকায় ফোরিয়ারবাদ একটা বাতিকগ্রস্ততায় পরিণত হয়েছিল।

১৮৪০ দশকের দিকে কয়েক ডজন মানুষ ফোরিয়ারের তত্ত্বে উদ্বুদ্ধ হয়ে বিভিন্নরকম কল্পরাজ্য গড়ে তোলার পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছিল, ওকালতি করেছিল খোলাখুলি যৌনমিলনের ব্যাপারে। দখল করেছিল বিচ্ছিন্ন সব খামারবাড়ির বিশাল বিশাল ঘরগুলো অথবা বসতি গড়ে তুলেছিল শহরের বাইরে অথবা গ্রামের ঝোপঝাড় ঘেরা বনভূমির ভেতরে–উত্তর-পূবে, মধ্য-পশ্চিমে এবং টেক্সাসের মতো দূরবর্তী পশ্চিমে। মানুষ এখানে সম্মিলিতভাবে জীবিকা নির্বাহ করত ছোটখাটো ব্যবসা, বাগান তৈরি, হস্তশিল্প এবং হালকা ধরনের শিল্প-কারখানার মাধ্যমে। এসব কমিউনের ভেতরে কয়েকটি বছর দুয়েকের বেশি টিকেছিল, কারণ প্রচুর অর্থের যোগান তাদের ছিল না, তারা খুব দ্রুত সংগঠিত হয়েছিল এবং দ্রুত তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

সম্ভবত এসব বসতির ভেতরে সবচেয়ে পরিচিত ছিল *ব্রুক ফার্ম ইনসটিটিউট অব এগ্রিকালচার অ্যান্ড এডুকেশন।* ছয় বছরের একটা প্রকল্প শুরু হয়েছিল ১৮৪১ সালে, বস্টন থেকে দশ মাইল দূরে ওয়েস্ট রক্সবারিতে। ঐতিহাসিকভাবে এই কমিউনের প্রথম দিকের সদস্য ছিল একজন তরুণ লেখক–নাথানিয়েল হথর্ন। বোস্টনের কাস্টম হাউস থেকে সে চাকরি হারায়।

সে তার খাবার ও বাসস্থানের জন্য খামারে কাজ করত। হথর্ন প্রথমে এই গ্রামীণ অভিজ্ঞতার মুগ্ধ হয় এবং সারাদিন মাঠে কাজ করার ফলে কাজের প্রতি সে অনুরক্ত হয়ে পড়ে। এই অভিজ্ঞতা সম্পর্কে সে তার বন্ধুকে লেখে 'এখানে এমন কিছুই নেই যা তুমি পছন্দ করবে না, এমনকি এ-ধরনের কঠোর পরিশ্রমও। এই পরিশ্রম বস্তুতপক্ষে তোমার হাতকে কলুষিত করবে কিন্তু আত্মাকে নয়। এই স্বর্ণ খাঁটি এবং শুদ্ধ। আমাদের প্রকৃতিমাতা দ্রুত একে লোভীর মতো গিলে ফেলবে না এবং প্রচুর পরিচর্যা সে আহরণ করবে তার কাছ থেকে এবং ফিরিয়ে দেবে ক্ষতিপূরণ হিসেবে উত্তম শস্যদানা ও শিকড়ের প্রাচুর্য।'

কিন্তু ছয়মাস পরই হথর্ন ব্রুক ফার্ম পরিত্যাগ করে। সে উপলব্ধি করে যে এই কমিউন তাকে তার সাহিত্যিক উদ্দেশ্য থেকে অন্যদিকে পরিচালিত করছে। তার সাহিত্যিক উদ্দেশ্য হচ্ছে 'রোমান্সের ভেতরে ডুবে থাকা এবং কবিতা লেখা।' পরবর্তীকালে সে এ সম্পর্কে লিখেছে তাদেরকে বেড়ে উঠতে দেয়ার চেয়ে ধ্বংস করা উচিত। ১৮৫২ সালে লেখা তার উপন্যাস *দ্য ব্লাইথডেল রোমান্স* ব্রুক ফার্ম দ্বারা প্রশংসিত হয়েছিল। এই উপন্যাসে বলা হয়েছে যে, কমিউনের ভেতরে বসবাসকারী মানুষেরা একজন আরেকজনের খুব কাছাকাছি আসে, সচেতন হয় পরস্পরের হৃদয়ের স্পন্দন ও ব্যক্তিগত পছন্দ ও অপছন্দ প্রসঙ্গে।

ফোরিয়ারিস্ট আন্দোলনের সঙ্গে হামফ্রে নোয়েজ একাত্মতা ঘোষণা করেছিল এবং ১৮৩০ এর দশকে গড়ে ওঠা 'ফ্রি-লাভ কমিউনের' অনেকগুলোই সে পরিদর্শন করেছিল। যেমন ম্যাসাচুসেটস এর ব্রিমফিল্ড ফ্রি-লাভ কমিউন। সে বিশ্বাস করতে পছন্দ করত যে, সে তার সময়ের যৌন-সংক্রান্ত মৌলিক বিষয় ও সমাজ সংস্কারক। সে অনুভব করে, সে ঈশ্বর দ্বারা পরিচালিত এবং একজন আধ্যাত্মিক বার্তা বহনকারী, যাকে নিয়োগ করেছেন ঈশ্বর পৃথিবীতে সেই ধর্ম প্রতিষ্ঠিত করতে যা জনগণকে উদ্বুদ্ধ করবে তাদের প্রতিবেশীকে

ভালোবাসতে প্রকৃতঅর্থে ও সম্পূর্ণরূপে। ফোরিয়ারের মতো নয়, নয় এখানকার বুদ্ধিজীবী ও লেখকদের মতো, যারা ব্রুক ফার্ম পরিদর্শন করেছিল—এদের মধ্যে থরেও ও এমারসন, হেনরি জেমস, মার্গারেট ফুলার, ব্রিসবেন এবং গ্রিলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। নোয়েজ কোনো স্বপ্নরাষ্ট্রের তাত্ত্বিক ছিল না অথবা ওকালতি করেনি কোনো ব্যক্তিগত স্বাধীনতার পক্ষে। সে ছিল একজন প্রতিশ্রুত কম্যুনিস্ট, একজন চূড়ান্তবাদী ও একজন তাত্ত্বিক। তার ইচ্ছা মানুষের আত্মা থেকে স্বার্থপরতার পাপ শোধন করা এবং তাদেরকে পরিবর্তিত করা সেই বিশ্বাসের প্রতি যাকে সে বলেছে 'বাইবেল কম্যুনিজম'। সে অন্য মানুষের কাছে আত্মপ্রচারের নিন্দা করে, কিন্তু নোয়েজের উন্নাসিকতা ছিল স্মৃতিসৌধের মতো বিশাল, যদিও অবশ্যাম্ভাবীরূপে তার বহু পছন্দের জিনিসকে সে নিজের সঙ্গে যথাযথভাবে মানিয়ে নিয়েছে এবং একগামি বিয়ে প্রথা চালু করতে নিষেধ করেছে। সে আরও বলেছে বাইবেলের সঙ্গে এই শিক্ষার যথেষ্ট ঐক্য পরিলক্ষিত হয়। সে লেখে, 'স্বর্গরাজ্যে বিয়ে নামক প্রতিষ্ঠানটি একজন পুরুষের পর্যাপ্ত অধিকার চাপিয়ে দেয় একজন নারীর ওপর। কিন্তু পুনরুত্থানের সময় তারা কেউই বিয়ে করবে না স্বর্গের দেবদূতদের মতোই। যৌনমিলন বিলোপের বিষয়টি নির্ভর করে ভালোবাসার সম্পর্কের ওপর, যা সব বিশ্বাসীরই প্রয়োজন, যিশু কর্তৃক ব্যাখ্যাকৃত আদেশ এবং বাইবেলের নতুন নিয়মের সমস্ত মর্মবাণীর কারণে। নারী ও পুরুষ উভয় লিঙ্গের মধ্যে প্রকৃত সম্পর্ক সংরক্ষণ হচ্ছে দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ঈশ্বরের সঙ্গে সমস্ত বিরোধ মিটিয়ে ফেলার। বাইবেল কম্যুনিস্টরা এভাবেই বাইবেলের ব্যাখ্যা করে। ১৮৩৪ সাল থেকে তাদের প্রধান কাজ ছিল নতুন যারা ধর্মান্তরিত হয়েছে তাদের কাছে ধর্মের উন্নয়ন ঘটানো এবং ঈশ্বরের সঙ্গে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা।'

নোয়েজ ১৮৩৪ সালকে গুরুত্বপূর্ণ বলে উল্লেখ করেছে। এটা হল সেই বছর যখন সে তার আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠে। সে আরও জানায়, পাপহীন এক জগৎ গত তিন বছর যাবৎ তার ভিতরে উদ্ভূত হয়েছে। প্রথম সে ঈশ্বরের নির্দেশনের মুখোমুখি হয় পুনর্জাগরণকারীদের চারদিনব্যাপী এক উন্মত্ত র‍্যালিতে অংশগ্রহণ করে। এই র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়েছিল ভারমন্টের পুটনিতে, তার বাড়ির কাছাকাছি। তখন তার বয়স বিশ বছর। সে তখন একজন উচ্চাকাঙ্ক্ষী যুবক, আইনের ছাত্র, যদিও নিজের উদ্দেশ্য সম্পর্কে অনিশ্চিত, কিন্তু র‍্যালির পর সে স্মৃতি থেকে স্মরণ করে 'আলো জ্বলজ্বল করছে আমার আত্মার ওপর এক ভিন্ন পদ্ধতিতে যা আমি আশা করেছিলাম। আলোটা ক্ষীণ ও দুর্বোধ্য হয়ে এসেছিল কিন্তু দিনের কর্মকাণ্ড শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তা সর্বোচ্চ মধ্যাহ্নের মতো উজ্জ্বল ও দীপ্তিময় হয়ে উঠেছে। এই দিন শেষ হওয়ার আগেই ঈশ্বরের সেবা ও তার প্রতিনিধিত্বের কাজে নিজেকে নিয়োগ করার মাধ্যমে আমি আমার দায়িত্বের সমাপ্তি ঘোষণা করব।'

নোয়েজ ভর্তি হয়েছিল অ্যানডোভার থিওলজিক্যাল সেমিনারিতে, কিন্তু সে বিশ্বাস করত সেমিনারির লোকদের ঐকান্তিকতার অভাব রয়েছে। তারপর সে ইয়েল ডিভাইনিটি স্কুলে গিয়ে ভর্তি হয়। সেখানে সে খুবই মনোযোগ দিয়ে লেখাপড়া করে এবং বাইবেলের ব্যাখ্যা নিয়ে প্রায়ই সে তর্ক করত সহপাঠী, শিক্ষক ও ফ্যাকালটির অন্যান্য গণ্যমান্য

ব্যক্তির সঙ্গে এবং নিজে একটা আবেগ প্রকাশ করত ধর্ম সম্পর্কে, যাকে তার সমসাময়িক এক ব্যক্তি 'প্রকৃত উপলব্ধির' সঙ্গে সম্পর্কিত করে। ইয়েলে অধ্যয়নের সময় গোপনে ব্যাখ্যাকৃত তার কিছু তত্ত্ব সম্পর্কে অন্যান্য ছাত্রদের মতামত ছিল, এগুলো স্নায়ুবৈকল্যের লক্ষণ এবং নব্যতান্ত্রিক আচরণ। কারণ সে বিশ্বাস করত যে যিশুখ্রিস্টের দ্বিতীয় প্রত্যাবর্তন ভবিষ্যতের কোনো ঘটনা নয়, জেরুজালেম ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গেই তার আবির্ভাব ঘটেছে, সেসময় মানবতা পাপ থেকে রক্ষা পেয়েছিল। নোয়েজের মতামত হচ্ছে, সেসময় ঈশ্বরের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল পৃথিবীর ওপর এবং তা টিকে ছিল তখনকার পরিবেশে প্রকৃত বিশ্বাসীদের হৃদয়ে এবং ভ্রমণরত প্রচারকদের মতোই নোয়েজ শুনতে পায়, নিউ ইংল্যান্ডের লোকেরা তার উৎকর্ষবাদের পক্ষে ওকালতি করছে। নোয়েজ বিশ্বাস করত যে, কোনো ব্যক্তি ধর্মীয় আলোচনার মাধ্যমে আধ্যাত্মিকভাবে যথাযথ মানুষে পরিণত হবে এবং যথাযথ জবাব দেবে পার্থিব জগতের নৈতিক আইন নয়, ঈশ্বরের হৃদয় সম্পর্কে এবং নোয়েজ আরও বিশ্বাস করত যে, সে নিজেই ছিল এরকম একজন ব্যক্তি।

১৮৩৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে তার নিজের ধর্মমত প্রচারকালে তিনি একথা প্রকাশ করেন। ফলে তার দুর্নাম ছড়িয়ে পড়ে এবং তাৎক্ষণিকভাবে যাজকমণ্ডলী সংক্রান্ত মন্ত্রিত্বের লাইসেন্স তার বাতিল করা হয়। নোয়েজের দখলে কোনো চার্চ না থাকায় সে নিউ ইংল্যান্ডে ও নিউ ইয়র্ক ঘুরে ঘুরে অনুসারী সংগ্রহ করতে থাকে। আশা করতে থাকে আর্থিক সহযোগিতা ও বিশিষ্ট কিছু সহকর্মী আকর্ষণ করার। এ সময় তার মতাদর্শের সমর্থক *লিবারেটর* পত্রিকার সম্পাদক উইলিয়াম লয়েড গ্যারিসন বস্টনে একদল উচ্ছৃঙ্খল জনতার দ্বারা আক্রান্ত হয় এবং আরও আক্রান্ত হয় বিতর্কিত যাজক লিম্যান বীচার। সে ছিল *আঙ্কল টমস কেবিন* এর লেখক হ্যারিয়েট বীচার স্টো-এর পিতা। এদের সঙ্গে আরও ছিলো রেভারেন্ড হেনরি ওয়ার্ড বীচার, যাকে সেইন্ট পলের পর বিখ্যাত বক্তা বলে মনে করা হত।

নোয়েজ তার ধর্মমতের অনুসারীদেরকে বলত *উৎকর্ষবাদী* এবং এ সম্পর্কে সে পত্র পত্রিকায় লেখালিখিও করে। এসব লেখার প্রতি আকর্ষিত হয় যারা মুক্তচিন্তার অধিকারী ও অসংগতির কারণে যারা দ্বিধাগ্রস্ত এবং যারা প্রচলিত বিয়ে পদ্ধতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। এমনকি ভারমন্টের এক যুবতীও তার লেখার প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠে। এই যুবতীর পিতামহ ছিল ঐ রাজ্যের গভর্নর। হ্যারিয়েট হলটন নামের এই যুবতী যিশুর দ্বিতীয় আবির্ভাব সম্পর্কিত লেখা পড়ে নোয়েজের বক্তব্য সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে।

হ্যারিয়েট তারপর থেকেই নোয়েজের সঙ্গে চিঠিপত্রের মাধ্যমে যোগাযোগ করতে শুরু করে। কিছুদিন পর কিছু অর্থও প্রদান করে অনুদান হিসেবে তার এই আন্দোলন এগিয়ে নেওয়ার জন্য। হ্যারিয়েটের পিতামাতা মারা যাওয়ার পর তার দাদা-দাদি ও পরিবারিক বন্ধুরা উৎকর্ষবাদীদের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার ব্যাপারে তাকে নিরুৎসাহিত করে। কিন্তু সে নোয়েজের দর্শনের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার পাশাপাশি প্রথম সাক্ষাতেই তার প্রতি আকর্ষণ অনুভব করে। বিয়ে এবং একগামিতা সম্পর্কে নোয়েজের দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি সে উৎসাহ বোধ করেছে। এ সময় নোয়েজ তাকে একটা চিঠি লিখে সতর্ক করেছিল

'আমরা একটা সম্পর্কের ভেতরে প্রবেশ করতে পারি পরস্পরের ভেতর দিয়ে যা আমাদের ভালোবাসার একটা সীমানা তৈরি করে দেবে যেভাবে পৃথিবীতে বৈবাহিক সম্পর্কের সীমানা বেঁধে দেওয়া হয়।'

নোয়েজ বহুবার তার একগামিতা বিরোধী মতামতের ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। মুক্তচিন্তার এক সাময়িকীতে প্রকাশিত এক চিঠিতে নোয়েজ তার আদর্শ বৈবাহিক সম্পর্কের ধারণা ব্যাখ্যা করেন এভাবে

> আমি একটা নির্দিষ্ট নারীকে আমার স্ত্রী বলে আহ্বান জানাই—সে তোমাদেরও, সে হচ্ছে ক্রাইস্টের এবং তাঁর ভেতরে সে হচ্ছে সমস্ত সন্ন্যাসীর স্ত্রী, একজন আগন্তুকের কাছে সে হচ্ছে সাহসী এক নারী এবং তার প্রতি প্রতিশ্রুতি অনুসারে আমি আনন্দিত। তার কাছে আমার দাবি হচ্ছে এই পৃথিবীর প্রচলিত বৈবাহিক প্রথা ছিন্ন করা এবং এর সমাপ্তিটা জানেন ঈশ্বর।
>
> স্বর্গের মতোই যখন ঈশ্বর পৃথিবীতে তার ইচ্ছা বাস্তবয়িত করবেন তখন কোনো বিবাহ প্রথাই থাকবে না। সন্ধ্যায় মেষশাবকের বিবাহ হচ্ছে একটি ভোজ উৎসব, যেখানে প্রতিটি ডিশই প্রতিটি অতিথির জন্য উন্মুক্ত। অধিপত্য, হিংসা এবং ঝগড়াঝাঁটির কোনো স্থান নেই সেখানে...।

নোয়েজের মতবাদ উপলব্ধি ও গ্রহণ করে হ্যারিয়েট হলটন এবং ১৮৩৮ সালে পুটনি-তে তাদের বিয়ের পর তারা বাড়িতে অন্যান্য দম্পতিদের নিমন্ত্রণ করতে শুরু করে, যারা তাদের মতবাদে বিশ্বাসী, বাইবেলের প্রতি আগ্রহী এবং ভবিষ্যতে উৎকর্ষবাদীতে পরিণত হতে পারে। কয়েক বছরের মধ্যে আধডজন দম্পতি তাদের দলে যোগ দেয় এবং দলের ভেতরে হৃদয়ের দিক থেকে উষ্ণ এবং শারীরিকভাবে আকর্ষণীয় ছিল ম্যারি ও জর্জ ক্রেগিন।

১৮৪০ সালে পুটনি আসার আগে ক্রেগিন নিউ ইয়র্ক রাজ্যের একটা গোত্রের সঙ্গে যুক্ত ছিল, যারা মুক্ত ভালোবাসার চর্চা করে এবং তারও আগে বিখ্যাত পুণর্জাগরণের নেতা চার্লস জি ফিন্নে'র সঙ্গে সে কাজ করে। ফিন্নে ছিলেন প্রাণচঞ্চল্যে ভরপুর দীর্ঘাঙ্গী এক ধর্মপ্রচারক। নিউইয়র্কের সর্বত্র তিনি ভ্রমণ করেছেন। নিউ ইয়র্ক রাজ্যের পশ্চিমাঞ্চল জুড়ে তিনি ধর্মান্তরিত করেছেন বহু পাপীকে।

ফিন্নের সঙ্গে কাজ করার সময় মেইন থেকে আসা এক স্বেচ্ছাসেবিকার সঙ্গে ক্রেগিন-এর পরিচয় হয়। হালকা পাতলা ও মনোমুগ্ধকর এই যুবতীর নাম ম্যারি জনসন। কোর্টশিপ করার এক বছর পর ১৮৩৪ সালে নিউইয়র্কে এক উৎসবের দিনে তাদের বিয়ে হয়। বিয়েতে উপস্থিত ছিল তাদের ধর্মমতে বিশ্বাসী দম্পতিরা। ম্যারি ও ক্রেগিন উভয়েই এসেছিল নিউ ইংল্যান্ডের সমৃদ্ধ পরিবার থেকে। উভয় পরিবারই ছিল গোঁড়া ধর্মীয় বন্ধনে আবদ্ধ। কিন্তু তাদের ওপর বংশানুক্রমিক প্রভাব খুবই কম। ফলে পরিবারের সঙ্গে সম্পর্ক নষ্ট হয়েছে। জর্জ ক্রেগিন তার ব্যবসা হারিয়েছে–একটা বিশাল চাকরি ছেড়ে দিয়েছে। অর্থসংকট চলছে। নিউইয়র্কে তখন সে খুব হিসাব করে

জীবনযাপন করে এবং প্রধানত আধ্যাত্মিক মুক্তির ভেতরে অনুসন্ধান করে সান্ত্বনা।

কিন্তু ১৮৩৭ সালের পর তাদের ধর্মীয় নেতা চার্লস ফিন্নে নিউ ইয়র্ক পরিত্যাগ করে ওহিও'র ওবারলিন-এ চলে যায়। সেখানে সে কলেজ পর্যায়ে ধর্মতত্ত্ব বিভাগ প্রতিষ্ঠা করে এবং কালক্রমে ওবারলিন-এর প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়। এসময় ক্রেগিন পুনর্জাগরণের অন্যান্য নেতাদের কর্মকান্ড ও দর্শনের সাথে পরিচিত হয় এবং ১৮৪০ সালে ভারমন্টে জন হামফ্রে নোয়েজের ধর্মীয় কমিউনের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করে, এমনকি সে প্রভাবিত হয়, যদিও এই কমিউন তখন প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে।

প্রথম যারা নোয়েজের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করে তারা তার নিজের পরিবারের সদস্য—নোয়জের এক ছোটভাই, দুই বোন এবং তাদের স্বামীরা। নোয়েজের মা এবং পরিবারের অন্যান্য সদস্যসহ আত্মীয়-স্বজনেরা খোলাখুলিভাবে উৎকর্ষবাদের বিরোধিতা করে। যা হোক, তখন নোয়েজ নগদ বিশ হাজার ডলারসহ প্রচুর সম্পত্তি পায়, যা তার পিতা মৃত্যুর আগে উইল করে গিয়েছিল। এই সম্পদ, তার স্ত্রীর ষোলো হাজার ডলার ও অন্যান্য সদস্যদের প্রদানকৃত অর্থ উৎকর্ষবাদীদের নিশ্চয়তার পাশাপাশি নতুন সদস্য সংগ্রহের প্রেরণা যোগায়।

নোয়েজের একটা জেনারেল স্টোর ছিল এবং দলের সদস্যরা সেখানে কাজ করে সামান্য কিছু আয় করত। এছাড়া উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া দুটি খামারে প্রচুর পরিমাণ সদস্য উৎপন্ন করত সেইসব খাদ্য যা প্রতিদিন তাদের খাবার টেবিলে পাওয়া যেত। দলের সদস্য ও শিশুরা বাস করত নোয়েজ ও তার বোনদের বাড়িতে। রবিবারে তাদের নির্মিত ছোট্ট উপাসনার স্থানে প্রত্যেকেই জড়ো হত নোয়াজের বাণী শোনার জন্য। নোয়েজের পীড়াপীড়িতে প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিই প্রতিদিন তিন ঘণ্টা ধ্যান এবং বাইবেল অধ্যয়ন করত। দলের সদস্যদের ভেতরে কেউ স্বার্থপরতা ও অন্যের প্রতি আধিপত্য প্রদর্শন করলে সদস্যদের সামনে তাকে তলব করত নোয়েজ এবং তাকে কঠোর সমালোচনার মুখোমুখি হতে হত। আশা করা হত অভিযুক্ত ব্যক্তি ঘরের মাঝখানে নীরবে বসে থাকবে বিনয়ের সঙ্গে এবং অন্যেরা স্পষ্ট ভাষায় তার সমালোচনা করবে। এই অভিজ্ঞতা ছিল খুবই বেদনাদায়ক। ফলে অভিযুক্ত ব্যক্তি আতঙ্ক অথবা ক্রোধের কারণে দল পরিত্যাগ করত।

কিন্তু জর্জ ক্রেগিন প্রথমবার নোয়েজের বাড়ি পরিদর্শন করে মুগ্ধ হয় এবং উৎসহিত হয়ে সেই অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে 'আমি দেখলাম এই মতবাদে বিশ্বাসীরা বৃত্তাকারে বসে আছে। তাদেরকে খুবই আলাদা মনে হচ্ছিল, যা আগে আমি কোথাও দেখিনি। প্রত্যেককেই মনে হল দয়ালু, নম্র, চিন্তাশীল এবং অধ্যবসায়ী এবং মনের দিক থেকে খোলামেলা ...আমার কাছে মনে হয়েছে পৃথিবীর ওপর এটা একটা স্বর্গ।'

নোয়েজের প্রথম সন্তানের জন্ম হয় ১৮৪১ সালে। এই ছেলেশিশুর নাম ছিল থিওডর। তার জন্মের ফলে দলের প্রত্যেকেই আনন্দিত হয়। মিসেস নোয়েজ এরপর এক বছর বাদ দিয়ে পরপর দুবছর অর্থাৎ ১৮৪৩ ও ১৮৪৪ সালে দুটি মৃত শিশু প্রসব করে। নোয়েজ তখন চিন্তা করে প্রজননের জন্য যৌনমিলনের ব্যাপারে সে তার স্ত্রীকে আর উৎসহিত করবে না। কারণ সে তাহলে আবার শারীরিক ঝুঁকির মুখোমুখি হতে

পারে। ফলে সে তখন থেকে সেই অনুশীলন শুরু করে, যাকে সে বলত 'পুরুষের আত্মসংযম।' দ্রুত সে বসতির ভেতরে যৌন নীতিমালা চালু করে। সে অন্যদেরকে বোঝায় এতে সন্তান জন্মদানের বিপদ কমে আশার পাশাপাশি সন্তান জন্মের হারও কমে আসবে। নোয়েজের এই যৌননীতি তার অনুসারীদেরকে আবার সেই জটিল বিবাহ বন্ধনের দিকে প্ররোচিত করল।

স্ত্রীর অনুমতি নিয়ে নোয়েজ ১৮৪৬ সালের বসন্তে ম্যারি ও জর্জ ক্রেগিনকে তাদের যৌনসঙ্গী হওয়ার প্রস্তাব দেয়ার নিদ্ধান্ত নেয়। নোয়েজ বহুদিন ধরেই মিসেস ক্রেগিন-এর প্রতি আকর্ষণ অনুভব করছে। আবার কয়েক বছর ধরে মিসেস নোয়েজও ম্যারির স্বামীর প্রতি তীব্রভাবে আসক্ত। নোয়েজ গোপনে এই প্রস্তাব দেয় ক্রেগিনকে এবং সে কোনো দ্বিধা ছাড়াই রাজি হয়ে যায়। ম্যারি সেই নির্দিষ্ট সন্ধ্যার আগেই তার ডায়রিতে লেখে 'তার ভালোত্বের ভেতরে আমার প্রতি তার আকাঙ্ক্ষা যা আমার উচিত তাকে পূর্ণ করার অনুমতি দেওয়া আমাকে পরিপূর্ণ করার মাধ্যমে, আমি তাই বশ্যতা স্বীকার করি এবং নিজেকে প্রদান করি তার কাছে, বিদ্ধ হতে চাই তার উদ্যম ও আকাঙ্ক্ষা দ্বারা যা ভালোবাসা এবং কৃতজ্ঞতার মাধ্যমে উদ্দীপিত করতে পারে আমার হৃদয়কে। সুতরাং তার এই যৌনমিলনের আনন্দের প্রতি আমি অবশ্যই সহানুভূতিশীল হব আমার যৌনমিলনের আনন্দ শুরু হওয়ার আগেই এবং এটা জানার ফলে আমার যৌনমিলনের আনন্দলাভের ক্ষমতা আরও বৃদ্ধি পাবে।'

বৈবাহিক সম্পর্কের ভেতরেই নোয়েজ এবং ক্রেগিন কেবল নিজেদের ভেতরেই যৌনসঙ্গী বদলায় না তারা অন্যান্য দম্পতির সঙ্গেও সেই সন্ধ্যার পর পরবর্তী কয়েক সপ্তাহ যৌনসঙ্গী পরিবর্তন করে এবং দলের অন্যান্য সদস্যরা যৌনমিলনের চর্চার ক্ষেত্রে যে বাধা ছিল তা থেকে মুক্ত হয় এবং উৎকর্ষবাদীদের ভেতরে যৌনসঙ্গী পরিবর্তন সহজ ও স্বাভাবিক হয়ে ওঠে। কিন্তু ১৮৪৭ সালে তাদের এই বসতির কথা জানাজানি হয়ে যায়। ভারমন্ট রাজ্যের সর্বত্র নোয়েজের নামে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি হয়।

নোয়েজ বৈধ কর্তৃপক্ষের কাছে আত্মসমর্পণ করে। তার বিরুদ্ধে ব্যভিচারের অভিযোগ আনা হয়। দুই হাজার ডলারের বিনিময়ে সে জামিন পায় এবং বিচারের জন্য অপেক্ষা করতে থাকে। কিন্তু উকিল তাকে জানায় যে, পুটনির একদল নৈতিকতাবাদী তাকে ধরে নিয়ে নিজেদের ইচ্ছামতো শাস্তি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, ইলিনয়েসেও একই ধরনের কিছু নাগরিক মরমন গোষ্ঠীর নেতা যোশেফ স্মিথকে যেভাবে শাস্তি দিয়েছিল। নোয়েজ একথা শুনে অল্প কিছুদিনের জন্য নিউ ইয়র্ক সিটিতে আত্মগোপন করে।

এই ঘটনাটা সে ঘটায় ১৮৪৭ সালের নভেম্বরে। তারপর ১৮৪৮ সালের শুরুর দিকে সে চিঠির মাধ্যমে তার অনুসারীদের জানায়, সে তাদের বসবাসের জন্য একটা নতুন জায়গা দখল করেছে–নিউ ইয়র্ক রাজ্য ও ওনিয়েডা ক্রিকের মাঝামঝি উপত্যকায় অবস্থিত ১৬০ একরের একটা চমৎকার তৃণভূমি, সাইরাকুজ ও উটিকা শহরের মাঝাখানে। এই তৃণভূমির মাঝখানে রয়েছে দুটো ছোট্ট খামারবাড়ি। একটা বড় শেড, একটা করাতকল এবং কাঠের তৈরি দুটো কেবিন। কয়েকজন রেড ইন্ডিয়ান গত কয়েক

বছর এগুলো দখল করে ছিল। উনিশ জন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ ও শিশু, যারা পুটনিতে ছিল, তাদের জন্য এখানে বসতির স্থান মোটেও পর্যাপ্ত ছিল না। সৌভাগ্যজনকভাবে তার অনুসারীদের ভেতরে একজন স্থপতি ছিল। তার নাম ইরাসটাস হ্যাপগুড হ্যামিলটন। সে একটা বিশাল ভবনের ডিজাইন করে দিতে সম্মত হয় আর উৎকর্ষবাদীরা সহায়তা করে তাদের শ্রম দিয়ে এবং একই সঙ্গে তারা তত্ত্বাবধান করে নির্মাণ কাজ।

পুটনির বসতির লোকেরা তার প্রস্তাবে আনন্দের সঙ্গে সাড়া দেয় এবং তারা দ্রুত ওনিয়েডা বসতিতে গমন করে এবং ১৮৪৮ সালের পুরো গ্রীষ্মকাল জুড়ে এবং গ্রীষ্মকালের পরও কিছু সময় ধরে বসতির নারী, পুরুষ এবং কিশোর-কিশোরীরা জঙ্গল পরিষ্কার করে বনের গাছ কেটে করাত কলে চেরাই করে, উঁচুনিচু ভূমি সমান করে এবং একই সাথে তারা গৃহনির্মাণের কাজে মনোযোগ দেয়। অল্পদিনের ভেতরেই খাড়া হয়ে উঠে তিনতলা নতুন ভবন। তৈরি করা হয় ষাটটি কক্ষ এবং ছাদের ওপর একটি ছোট গম্বুজ। ১৮৪৯ সালের শীতের সময়েই এই বিশাল ভবনে সবাই বসবাস করতে শুরু করে। উল্লেখ্য, পুরো ভবনটিই তৈরি হয়েছিল কাঠ ও পাথর দিয়ে। ভবনের ভিত্তি স্থাপন করা হয়েছিল পাথর দিয়ে এবং অন্যান্য কাঠামো তৈরি হয়েছিল কাঠ দিয়ে। দুই দশক এই ভবন টিকে ছিল এবং এটা পুনঃস্থাপন করা হয়েছিল ১০০ কক্ষবিশিষ্ট ইটের তৈরি একটা উঁচু ভবন নির্মাণ করে।

মূল ভবন তৈরি সম্পূর্ণ হওয়ার পর ওনিয়েডার জনগোষ্ঠী শিশুদের জন্য একটা দুইতলা ভবন নির্মাণ করে এবং প্রাক্তন শিক্ষক মিসেস ক্রেগিন-এর তত্ত্বাবধানে গড়ে তোলে একটা স্কুল। তারপর তারা একটা ছোট্ট কাঠামো নির্মাণ করে সেখানে চালু রাখে তাদের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড-কামারের কাজ ও বিভিন্ন মেশিনের জন্য শেড, তাঁতের জন্য আলাদা জায়গা, জুতো সারানোর ছোট্ট ঘর, শস্য রাখার গোলা, এমনকি মৌচাক রাখার জন্য আলাদা ঘর। বসতির সমস্ত লোকের কাপড় ধোয়ার জন্য তারা একটা ভবন গড়ে তোলে। পালা করে নারী ও পুরুষ উভয়কেই সেখানে কাজ করতে হত।

প্রাথমিকভাবে ওনিয়েডা বসতির প্রধান ব্যবসা ছিল কৃষিকাজ। নোয়েজ বিশ্বাস করত যে কৃষিকাজের ওপর নির্ভরশীল হলে কখনই তার গোত্র বিস্তারলাভ করবে না। একই সমস্যা ছিল ফোরিয়ারিস্টিক কমিউনের। তাদের খামারের নাম ছিল 'ব্রুক ফার্ম'। তাদের প্রতিষ্ঠাতা ভূমির ওপর অধিক আস্থাশীল ছিল, কিন্তু নোয়েজ অনুমান করেছিল কৃষির গুরুত্ব হ্রাস পাবে এবং বৃদ্ধি পাবে শিল্প-কারখানার হার। ফলে সে ওনিয়েডা বসতিকে প্রাথমিকভাবে একটা উৎপাদনশীল জনগোষ্ঠীতে রূপান্তরিত করে।

১৮৫০ সালের প্রথমদিকে ওনিয়েডার অনুকূল পরিবেশ ও ঐ এলাকার ভূদৃশ্যের প্রতি আকর্ষিত হয়ে প্রায় একশত নতুন সদস্য চিন্তা করতে থাকে সময় ও তাদের মেধা নিয়োগের ব্যাপারে। বিভিন্ন উৎপাদনমূলক কর্মকাণ্ডের তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব নোয়েজ নিজেই পালন করতে থাকে। এসময় ভুট্টার গাছ দিয়ে হাতলওয়ালা ঝাঁটা তৈরি হত এবং তা বিক্রি করা হত কাছাকাছি গ্রাম ও শহরগুলিতে, এমনকি সাইরাকুজ ও উটিকাতে। সিডার কাঠ দিয়ে তৈরি হত সাদসিধে এক ধরনের চেয়ার, তালের পাতা দিয়ে তৈরি হত কার্পেট, ভ্রমণের ব্যাগ এবং স্টিলের তৈরি বন্যপ্রাণী ধরার ফাঁদ। ফাঁদ তৈরির ধারণাটা

দেয় একজন নতুন অনুসারী যে ১৮৪৮ সালে নোয়েজের সঙ্গে দেখা হওয়ার আগে এই এলাকায় কামার ও শিকারি হিসেবে পরিচিত ছিল। ১৮৫০ এর দশকে ওনিয়েডার সবচেয়ে লাভজনক ব্যবসায় পরিণত হয় লোমযুক্ত পশুচর্মের পোশাক। এছাড়াও জাতীয়ভাবে ওনিয়েডার তৈরি ফাঁদের ব্যবসার প্রতিও শিকাগো ও নিউ ইয়র্ক শহরের পাইকারি ব্যবসায়ীরাও আগ্রহ প্রকাশ করতে শুরু করে।

ওনিয়েডার বসতির লোকেরা শুধু তাদের দক্ষতা প্রদর্শন করেই সন্তুষ্ট ছিল না, তারা তখন পৃথিবীর অন্যান্য স্থানের মধ্যেও ব্যবসায়িক যোগাযোগ স্থাপনে উদ্যোগী হয়ে ওঠে। তারা নতুন কিছু করতে চায়। ১৮৫০ সালের দিকে ওনিয়েডার জনগণ বিত্তবান এক অনুসারীর কল্যাণে একটা বিরাট জাহাজ অর্জন করে এবং এই জাহাজের সাহায্যে তারা হাডসন নদী থেকে চুনাপাথর তোলার সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু ১৮৫১ সালে নিউ ইয়র্ক রাজ্যের কিংস্টোনের কাছাকাছি জুলাই মাসে চুনাপাথর তোলার কাজে ব্যস্ত থাকার সময় জাহাজের চালক তারস্বরে চেঁচিয়ে বলে যে পাথর-বোঝাই জাহাজ ডুবে যাচ্ছে। এসময় যাত্রীদের সঙ্গে আরও মারা যায় ম্যারি ক্রেগিন।

এই খবর নিউ ইয়র্কের অধিকাংশ সংবাদপত্রে ছাপা হয়। পুরো কমিউনের বেদনা ও শোক তাতে প্রতিফলিত হয়। সংবাদপত্রগুলি দুর্ঘটনার ব্যাপারে গভীর দুঃখ ও সহানুভূতি প্রদর্শন করে। কিন্তু কয়েকটি জার্নাল ও ধর্মীয় প্রকাশনায় নোয়েজের কর্মকাণ্ডের প্রতি তীব্র সমালোচনা করা হয় এবং মন্তব্য করা হয় যে এ-ধরনের লাম্পট্যের অনুশীলন করার কারণেই ঈশ্বর পানিতে ডুবিয়ে তাদের ঐশ্বরিক শাস্তি প্রদান করেছেন। এসব লেখা এবং একই ধরনের সমালোচনা করে গির্জার পুরোহিত এবং কিছু রাজনৈতিক নেতা, কিছু প্রতিবাদী মানুষ এবং স্থানীয় কিছু ছোট ছোট দল ওনিয়েডা বসতি পরিদর্শন করে এবং কাউন্টি ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে ব্যভিচারের অভিযোগ দায়ের করে।

কিন্তু নোয়েজ পুটনির চেয়ে ওনিয়েডাতে অধিক অর্থ বিনিয়োগ করেছিল। ফলে এই এলাকা পরিত্যাগ করার তার মোটেও কোনো ইচ্ছা ছিল না। সে এই বিশ্বাস সম্পর্কে জনগণের সামনে বক্তব্য দিতে থাকে এবং নিয়মিত লিখতে থাকে কমিউনের সংবাদপত্রেঃ

> ওনিয়েডা বসতির অধিবাসীদের আচার আচারণ ও অভ্যাসের ক্ষেত্রে এই বসতি প্রতিষ্ঠার ইতিহাসের কোনো আমলেই লাম্পট্যের কোনো চর্চা হয়নি বরং এর উল্টোটাই দেখা যায়...যৌনতা নিয়ে এখানে কোনো বাড়াবাড়ি নেই। ওনিয়েডার বসতিকে পৃথিবীর একটা সুখী সমাজ হিসেবে অভিহিত করা যায়।
>
> তবে এই বসতির নিয়ম-কানুনের বাড়াবড়ির কারণে যৌন সম্পর্কের ক্ষেত্রে স্বার্থপরতা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে এটা সত্য, কিন্তু বসতির মানুষের নৈতিকতা প্রকাশ পেত তাদের স্বাস্থ্যগত আচরণের ক্ষেত্রে। তখনও পর্যন্ত ওনিয়েডার কোনো প্রাপ্তবয়স্ক নারী বা পুরুষ মারা যায়নি...অসুস্থ অবস্থায় যারা কমিউনে যোগ দিয়েছিল তারা দিনে দিনে সুস্থ হয়ে উঠেছে...এবং নারীদের সন্তানসম্ভবা হয়ে পড়ার সম্ভাবনা বিষয়ক আতঙ্কেরও অবসান ঘটেছে। চল্লিশটি পরিবারে পরিকল্পিতভাবে সন্তান জন্মের মাধ্যমে সামান্য কিছু জনসংখ্যা বাড়ানো হয়েছে। সুতরাং লাম্পট্য ও নিষ্ঠুরতার অভিযোগটা ছিল নিছক বাড়াবড়ি এবং একটি প্রকাশ্য প্রতিবাদ।

ওনিয়েডা বসতির অধিবাসীদের কাছাকাছি শহরগুলোতে বহু প্রভাবশালী বন্ধু ছিল, যাদের সঙ্গে বসতির চমৎকার ব্যবসায়িক সম্পর্কও ছিল। এছাড়া নোয়েজ ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে একবার এই জটিল বিয়েপ্রথা নিয়ে আলোচনা করে কিন্তু তারপরও তার বিরুদ্ধে এ-ধরনের অভিযোগ আদালত গ্রহণ করে, যা ছিল ভিত্তিহীন।

যাহোক, নোয়েজ সিদ্ধান্ত নেয় যে, সমাজের বিচার কাজের জন্য নিয়োগ করা হয়েছে সেইসব মানুষকে যারা পরিশুদ্ধ মানুষ নয় এবং ওনিয়েডার মতো ঈশ্বরের স্বর্গের ওপর তারা কখনও কর্তৃত্ব করতে পারবে না। ফলে আবারো মুক্ত ভালোবাসার প্রথার প্রবর্তন ঘটে এবং নোয়েজ তার অনুসারীদেরকে সাবধান করে যে, তাদের এই ভূমিকে বর্বরোচিত আক্রমণ থেকে রক্ষা করার একমাত্র হাতিয়ার হল ঈশ্বরের প্রার্থনা করা এবং অধিক সময় বাইবেল অধ্যয়ন এবং একই সঙ্গে উৎকর্ষবাদের প্রতি যে অঙ্গীকার তা আরও গভীরতর কারে তোলা। সে লিখেছিল : শাস্তি এড়াতে পারব আমরা তখনই, যখন আমরা তা করা থেকে বিরত থাকব এবং আমরা সমৃদ্ধিকে আমন্ত্রণ জানাব তখনই, যখন মহিমা ছাড়াই তা বহন করতে সক্ষম হব।

ওনিয়েডা বসতির ব্যবসায়িক সমৃদ্ধিতে নোয়েজ খুবই খুশি হয়। ফলে সে বাইবেল চর্চায় মনোনিবেশ করে যা ধনতান্ত্রিক প্রবণতাকে বাড়িয়ে তোলে। ব্যবসার প্রচুর লাভ তার মনে কিছুটা গর্বেরও জন্ম দেয়। বসতির ভেতরে ব্যক্তিগত অর্জন ও অধিকারবোধও গুরুত্ব পেতে থাকে। নোয়েজ তখন আবার তার অনুসারীদের সতর্ক করে এই বলে, 'ঈশ্বরই একাকীই মর্যাদাসম্পন্ন হবেন।' ১৮৫০-এর দশকে এবং ১৮৬০-এর দশকের শুরুতে কম্যুনিটি ব্যবসার মাধ্যমে প্রচুর অর্থ আয় করে এবং এই সময়ে অনুদানের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। নোয়েজ তার কারখানার ফোরম্যানকে নির্দেশ দেয় কর্মদিবস ছয় ঘণ্টা কমিয়ে আনতে, যা অন্যান্য কারখানার কর্মদিবসের প্রায় অর্ধেক। এছাড়া আরও গুরুত্ব দেয় গোত্রের লক্ষ, আধ্যাত্মিক উন্নয়ন ও আত্ম-উন্নয়নের ওপর। তার পর্যায়ের প্রতিটি মুহূর্তই তার নির্দেশে পরিচালিত হত, এমনকি যখন বাইবেল কম্যুনিস্টরা জড়ো হত দলে দলে হাতব্যাগ সেলাই করতে অথবা হ্যাট তৈরির জন্য তালপাতাকে সুন্দর করে চেরাই করতে, তখন বসতির একজন সদস্য তাদের মাঝখানে বসে উচ্চৈস্বরে পড়ে যেত কোনো উদ্দীপনামূলক গ্রন্থ থেকে অথবা পড়ে শোনাত ঐতিহাসিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ কোনো ঘটনা অথবা পাঠ করত ডিকেন্সের রচনা থেকে কিংবা পড়ে শোনাত জেফারসনের জীবনী। প্রতি সন্ধ্যায় যে শিক্ষাকোর্স চালু ছিল সেখানে বসতির সমস্ত প্রাপ্তবয়স্ক নারী ও পুরুষকে উপস্থিত থাকতে উৎসাহিত করা হত মূল ভবনে। এই শিক্ষাকোর্স পরিচালনা করত একজন অনুসারী, যে একজন শিক্ষক ছিল এবং একই সঙ্গে যে পারদর্শী ছিল সংগীত ও চিত্রকলায়। শিক্ষার ব্যাপারে আগ্রহী যে-কোনো ব্যক্তিকে সে তার সাধ্যমতো পরামর্শ এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে সক্রিয় সহযোগিতা করত।

নার্সারি ও স্কুলের ক্লাসরুমে ধারণা ও মতামত ভাগাভাগির আদর্শ সমাদৃত হতে থাকে, যেখানে বাচ্চাদেরকে শেখানো হত, কখনও বলবে না 'আমি' অথবা 'আমার', বরং বল 'আমরা' এবং 'আমাদের।' খামারে, কারখানায় এবং কারুশিল্পের দোকানে প্রত্যেক সিনিয়র কর্মচারী শিক্ষানবিশ কিশোর-কিশোরীদেরকে প্রশিক্ষণ দিত এবং কিশোর

কিশোরীরা এসব কাজকে অতিরিক্ত কাজ বা বোঝা বলে মনে করত না। তারা সানন্দে এসব কাজে অংশগ্রহণ এবং সফলভাবে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করত।

দিনের কাজ শেষ হলে প্রতেকেই কারখানা, কৃষিক্ষেত্র ও দোকান থেকে ফিরে আসে এবং প্রধান ভবনে নিজ নিজ রুমে গিয়ে হাতমুখ ধুয়ে পরিচ্ছন্ন হয়, পোশাক বদলায় এবং রাতের খাবার খেতে যায়, যা শুরু হয় সাড়ে পাঁচটা থেকে প্রধান ডাইনিংরুমে। এখানে একসঙ্গে ১১০ জন একত্রে বসে খাবার খেতে পারে। প্রত্যেক সদস্য এসে হেঁটে রুমের পেছনদিকে চলে যায়। যেখানে যে জায়গা পায় সেখানেই বসে পড়ে। এরকম বসার জায়গা রুমের সর্বত্রই রয়েছে। একেবারে রুমের মাঝখান পর্যন্ত। আবার দেয়াল-সংলগ্ন টেবিলগুলোও বসার কাজে ব্যবহৃত হয়। এখানে ওনিয়েডার সিনিয়র ও জুনিয়র সদস্যদের ভেতরে কোনো ভেদাভেদ নেই। ভেদাভেদ নেই নারী ও পুরুষের। নেই রক্ত সম্পর্কের নারী ও পুরুষ ও দম্পতির মধ্যে কোনো-পার্থক্য। তবে বারো বছরের কম বয়সীদের খাবার পরিবেশন করা হয় তাদের জন্য তৈরি হোমস-এ, আর যুবক-যুবতীরা পালা করে রান্নাঘরে সাহয্যকারী হিসেবে কাজ করে এবং টেবিলে খাবার পরিবেশন করা থেকে টেবিলের যাবতীয় কাজে সহায়তা করে। ডাইনিংরুমে প্রাপ্তবয়স্কদের মতোই যুবকযুবতীদেরও গ্রহণযোগ্যতা ছিল।

রাতের খাবার শেষ হওয়ার পর যদি কোনো কনসার্টের ব্যবস্থা থাকে অথবা বাচ্চারা খেলাধুলায় ব্যস্ত হয়ে পড়ে কিংবা অডিটোরিয়ামে আবৃত্তির অনুষ্ঠান থাকে তাহলে তারা তা উপভোগ করে। অন্যথায় বড়রা দাবাখেলে, কেউ বই কিংবা পত্র-পত্রিকা পড়ে। বিশেষ কারে *নিউ ইয়র্ক ট্রিবিউন* যা নিয়মিত ডাকে আসত। যখন ব্যবসার কারণে ওনিয়েডার সঙ্গে বাইরের পৃথিবীর একটা সম্পর্ক গড়ে ওঠে তখন তারা মনে করত নিজের ভূমিতেই তারা 'শান্তিকামী বহিরাগত'। তা সত্ত্বেও তারা আগ্রহী ছিল ওনয়িডোর প্রধান কর্মকাণ্ড সম্পর্কে, যা আবর্তিত হত দাসত্বে ও কর্তৃত্ব পরায়ণতায় এবং ঐক্যবাদ ও মিতাচার সম্পর্কিত প্রশ্নের ভেতর দিয়ে।

নোয়েজ ধূমপান ও মদ্যপান কোনোটাই করত না। এই দুটো অভ্যাসই ওনিয়েডাতে ত্রুটি হিসেবে বিবেচিত হত এবং এই বসতির ধর্মীয় বিশ্বাস শিক্ষা দিত যে ঈশ্বরের চোখে সব মানুষই সমান এবং অধিকারকে সমর্থন দেওয়ার জন্য ছিল অজ্ঞাতনামা ও অলিখিত সমর্থন। উল্লেখ্য, এই জনগোষ্ঠী কর প্রদান করত, কিন্তু তারা নির্বাচনের সময় ভোট দিতে পছন্দ করত না। নোয়েজ অবশ্য এর কারণ খুঁজে পেত না, অবশ্য কারো কাছে সে কোনো ব্যাখ্যাও চায়নি। এমনকি ১৮৬৩ সালের খসড়া আইন চালু থাকার সময় ওনিয়েডার কাউকেই বিচারকের সামনে হাজির হওয়ার জন্য ইউনিয়ন আর্মি কর্তৃক তলব করা হয়নি। জোরপূর্বক সেনাবাহিনীতে লোক নিয়োগকারীরা অনুভব করে সে ওনিয়েডার মানুষেরা ধীরে ধীরে অনৈতিক আচরণ করতে শুরু করে অথবা তাদের মুদ্রাদোষগুলো অন্যান্য সেনাসদস্যকে প্রভাবিত করে অথবা আরও একটি কারণ ছিল এবং তা হল দুটি জেলার বিস্তৃত অংশ অধিকার করে ছিল এই বসতি এবং দুটি কাউন্টির তালিকায় রয়েছে এই বসতি সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্য। এই বসতির প্রতিটি লোকই নিজেকে এর অংশ মনে করত।

যুদ্ধের সময় ওনিয়েডার ব্যবসা-বাণিজ্য হ্রাস পায় এবং পরবর্তীতে তা আবার বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। ১৮৬৬ সালের দিকে যুদ্ধফেরৎ বহু সৈনিক বিভিন্ন নাগরিক কর্মকাণ্ডে ফিরে আসে। বিশেষ করে ব্যবসায়ী অথবা ফাঁদপাতা শিকারি হিসেবে। তখন ওনিয়েডা বসতির কারখানা থেকে ফাঁদ বিক্রি হত প্রতি সপ্তাহে এক হাজার ডলারেরও বেশি। তাছাড়া ব্যাগ তৈরির কারখানা, ফ্লাওয়ার মিল ও অন্যান্য উৎপাদন কেন্দ্রগুলোও তখন ব্যস্ত থাকত এবং এসময়ই প্রথমবারের মতো চাহিদার সঙ্গে তাল মেলানোর জন্য বাইরে থেকে অতিরিক্ত শ্রমিক ভাড়া করতে হয়।

ওনিয়েডা বসতির পুরাতন ভবনগুলো সম্প্রসারণের পাশাপাশি নির্মাণ করা হয় নতুন ভবন এবং এই বসতির চার দেয়ালের মাঝখানে শুধু দুইশত মানুষই বসবাস করত না, কানেকটিকাটের একটি শাখা কমিউনের সদস্যরাও এখানে এসে বসতি করতে থাকে। ওনিয়েডাতে যারা প্রথম বসতি স্থাপন করে তাদের ভেতর থেকে কিছু শিশু এখন কলেজে পড়ার বয়সে পৌঁছেছে এবং একই সঙ্গে বসতির ভেতরের ব্যবস্থাপনার দায়িত্বও পালন করতে তারা সক্ষম। নোয়েজের ছেলে থিওডর ইয়েলে চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করছে। জর্জ ক্রেগিন-এর ছেলে চার্লসও ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রাক্তন ছাত্র। বর্তমানে সে অস্থায়ীভাবে চাকরি করছে বসতি থেকে সামান্য দূরে, শিখছে রেশমি সূতা উৎপাদনের পদ্ধতি যা ছিল ওনিয়েডার ভবিষ্যৎ ব্যবসার একটি।

১৮৬৯ সালে নোয়েজ মনে করে যে কমিউন এখন যথেষ্ট বিত্তবান এবং আধ্যাত্মিকভাবে 'অনন্ত বিবাহ' এবং 'পুরুষের আত্মসংযম' এর ওপরের রাজ্য দখল করতে প্রস্তুত। সে উদ্যোগ নেয় অনুমোদিত কর্মসূচির জন্য অঙ্গীকারকৃত কিছু নির্দিষ্ট দম্পতিকে উৎসাহিত করতে যারা জন্ম দেবে উৎকর্ষবাদী শিশুদের এক বিশেষ প্রজন্ম।

ওনিয়েডার অর্থভাণ্ডারে যখন প্রচুর পরিমাণ অর্থ জমা হয় তখন সদস্যদেরকে জানানো হয় যে এখন অধিক সংখ্যক সন্তান জন্ম দেওয়া যেতে পারে এবং নারী স্বেচ্ছাসেবিকাদের প্রস্তাব দেওয়া হয় তাদের শরীর ভাড়া দেওয়ার জন্য। একই লক্ষে নোয়েজ তাদেরকে প্রভাবিত করে পছন্দমতো পুরুষ বেছে নিতে যারা তার সন্তানের জনক হবে যে সন্তান তারা উৎপাদন করবে। বিভিন্ন বাধানিষেধ থাকা সত্ত্বেও নোয়েজ পঞ্চাশটারও বেশি আবেদনপত্র পায়, যার সবগুলোতেই নিম্নলিখিত প্রস্তাবসহ নারীরা স্বাক্ষর করে কোনোভাবেই আমরা আমাদের নই। আমরা হলাম প্রথম ঈশ্বরের, দ্বিতীয়ত হল নোয়েজের, সে ঈশ্বরের একজন সত্য প্রতিনিধি...আমরা যাবতীয় ঈর্ষা, শিশুসুলভতা ও আত্মগ্লানি একপাশে সরিয়ে রাখব। উল্লসিত হব তাদের সঙ্গে যারা পছন্দের পুরুষ এবং আনন্দের সঙ্গে মা হওয়ার যাবতীয় আকাঙ্ক্ষা পূরণ করব।

১৮৪৯ সালে ওনিয়েডায় বসতি স্থাপিত হয়। এত বছরে মাত্র পঁয়ত্রিশটা শিশু জন্ম নিয়েছে, যদিও যৌনমিলনের ক্ষেত্রে সক্রিয় প্রায় একশত প্রাপ্তবয়স্ক নারী ও পুরুষ রয়েছে এই বসতিতে। কিছু কিছু শিশুর জন্ম কেবলই দুর্ঘটনা। নোয়েজের পরামর্শের পরও অনেকেই আত্মসংযমের অনুশীলন করতে ব্যর্থ হয়েছে। নোয়েজ অনুমতি দেয় সেইসব নারীরা ইচ্ছা করলে আরো একটিবার সন্তান ধারণ করতে পারে, বিশেষ করে যারা বয়স বেশি হলে সন্তানধারণে অক্ষম হয়ে পড়ার ভয়ে ভীত।

পঁয়ত্রিশটা শিশু ছাড়াও ওনিয়েডাতে আরও কিছু শিশু তাদের পিতামাতার তত্ত্বাবধানে বেড়ে উঠছিল, পরবর্তীকালে এদের পিতামাতা তাদের দায়িত্ব কমিউনের ওপর ছেড়ে দেয় এবং সেইসব শিশুও কমিউনের মুক্ত ভালোবাসার পরিবেশে অনায়াসে নিজেদেরকে মানিয়ে নেয়। ওনিয়েডাতে যৌনমিলনের যে খোলামেলা পদ্ধতি চালু ছিল তাতে যে-কোনো পুরুষ নির্দিষ্ট একটি নারীর সঙ্গে বিছানায় যেতে পারত, কিন্তু প্রথমে তাকে নোয়েজ কর্তৃক নিযুক্ত প্রতিনিধির কাছে অনুরোধ জানিয়ে আবেদনপত্র দাখিল করতে হত। তারপর একজন বয়স্কা নারী কাঙ্ক্ষিত নারীর কাছে তাকে পৌছে দিত। যদি কোনো নারী কোনো পুরুষের আমন্ত্রণ ফিরিয়ে দেয় অথবা সব পুরুষের আমন্ত্রণে যৌনমিলনে অস্বীকৃতি জানায় তাহলে তা বসতির নীতিমালা অমান্য করার শামিল বলে গণ্য করা হয়। নোয়েজ নিযুক্ত প্রতিনিধিরা জানায় যে, ওনিয়েডার মতো ইতিবাচক যৌনপরিবেশে গড়সংখ্যক নারীরা সপ্তাহে দুই অথবা চারজন পুরুষের সঙ্গে যৌনমিলনে অংশ নিয়ে থাকে এবং কিছু কিছু যুবতীকে দেখা যায় তারা সপ্তাহে সাতজন আলাদা আলাদা পুরুষের সঙ্গে যৌনমিলনে অংশ নিচ্ছে। নোয়েজের প্রতিনিধিদের খতিয়ান বইতে হিসাব রাখার অর্থ ঘনঘন যৌনমিলনকে নিরুৎসাহিত করা নয়, কারণ ওনিয়েডাতে প্রচুর যৌনমিলনকে যথাযথ ও স্বাস্থ্যকর হিসেবে বিবেচনা করা হত। তবে একটা বিষয়ের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয় তা হল: কেউ কারও প্রতি কোনো বিশেষ ভালোবাসা প্রদর্শন অথবা উৎকর্ষবাদী পুরুষদের সঙ্গে সে তার শরীর ভাগাভাগি করছে কিনা তা পরীক্ষা করা। প্রেম ভালোবাসা অথবা কারো সঙ্গে গভীর সম্পর্ক গড়ে তোলার বিষয়টিকে নিরুৎসাহিত করত নোয়োজর প্রতিনিধিরা।

যাবতীয় বিষয় পর্যালোচনার পর নোয়েজ নয়টি আবেদনপত্র বাতিল করে দেয় তাদের স্বাস্থ্যগত কারণে। নির্ধারিত নারীদের বয়স ছিল নির্ধারিত পুরুষদের চেয়ে প্রায় বিশ বছর কম এবং তাদের ভেতরে কেউ কেউ কুমারী এবং আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই, যে ব্যক্তিকে এসব নারীর সন্তান হওয়ার যোগ্য বলে নোয়েজ সবচেয়ে বেশি পছন্দ করে সে হল নোয়েজ নিজে।

এই কর্মসূচির আওতায় আটান্নটা শিশু জন্মগ্রহণ করে এবং ১৮৭০ সাল জুড়ে এসব শিশুর জন্ম হয়। এর ভেতরে পাঁচটি ছেলেশিশু এবং চারটি মেয়েশিশুর জনক হল নোয়েজ। নোয়েজের নামের অংশ জুড়ে দিয়ে তাদের নাম রাখা হয়। অন্যান্য সন্তানদের জনক হল ওনিয়েডার সিনিয়র ব্যক্তিরা। নোয়েজের দৃষ্টিতে স্বাস্থ্য ও মনের দিক থেকে তারা বিচক্ষণ এবং ধর্মীয় দর্শনের প্রতি বিশ্বস্ত। নোয়েজের নিয়োগকৃত জনকদের ভেতরে একজন ছিল যাকে কমিউনের লোকেরা পছন্দ করত না। সে বসতির ভেতরে ধর্মীয় বিরোধ সৃষ্টি করত, যা এই দশকের শেষদিকেই ওনিয়েডাকে ভেঙে চুরমার করে দেয়। এই ব্যক্তিটি ছিল নোয়েজের পুত্র থিয়োডর। সে মেধাবী কিন্তু সিদ্ধান্তহীনতায় ভোগে, চিকিৎসকের পেশা সে পরিত্যাগ করেছে, বাইবেল সম্পর্কে সন্দেহপ্রবণ এবং প্রায়ই তার আচরণে মানসিক অস্থিরতা ও চূড়ান্ত স্বার্থপরতার লক্ষণ ফুটে উঠত। থিয়োডর-এর প্রতি নোয়েজের আচরণ ছিল খুবই কোমল, কারণ বিয়ের প্রথমদিকে পাঁচটি সন্তানের ভেতরে একমাত্র সে-ই বেঁচে

আছে। নোয়েজ তার প্রতি অসম্ভব দুর্বল ছিল। থিয়োডরের সবধরনের আচরণের প্রতিই তার আচরণ ছিল অনুমতিদায়ক, তবে সে ছিল নীতিবান নব্যতান্ত্রিক।

থিয়োডরের বিরুদ্ধে অভিযোগ হল, যৌনমিলনকালে বা পাপমোচনের ক্ষেত্রে তার সতর্কতার অভাব রয়েছে। একটা নির্দিষ্ট নারীর প্রতি সে ঈর্ষাকাতর এবং কমিউনের ব্যাবসা প্রতিষ্ঠানগুলির প্রতি ছিল তার উদ্ধত দৃষ্টিভঙ্গি তিন হাজার পাঁচশো ডলারের একটা তহবিল পাওয়ার পর থিয়োডর ওনিয়েডা পরিত্যাগ করে নিউ ইয়র্ক সিটিতে চলে যায় এবং যাবার সময় সে অন্যান্য সদসদের এমন ধারণা দেয় যে সে আর কখন ফিরবে না। কিন্তু ভুল যায়গায় অর্থ বিনিয়োগের ফলে তার সম্পদের উৎস নষ্ট হয়ে যায়, ব্যর্থ হয়ে যায় তার উদ্যোগে। থিয়োডর ওনিয়েডাতে ফিরে আসার অনুমতি পায় এবং তার পিতা তাকে অভ্যর্থনা জানায়।

জন হামফ্রে নোয়েজ তার পুত্রের সীমালঙ্ঘনকে ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখে, কিন্তু কমিউনের কেউ কর্তৃপক্ষকে চ্যালেঞ্জ করলে নোয়েজ তার প্রতি কঠোর ব্যবস্থা নিত। জেমস ডব্লিউ টউনার নামে এক অনুসারীর ক্ষেত্রে এরকম ব্যাবস্থা নেওয়া হয়। টউনার ছিল আকর্ষণীয় ব্যাক্তিত্বের অধিকারী। সে ওহিওতে আইনব্যবসা করত এবং তার রাজনৈতিক গুরুত্ব ছিল। কিন্তু তার নামে হঠাৎ করেই গুজব ছড়িয়ে পড়ে যে সে এবং তার স্ত্রী বার্লিন হেইটে-এর 'ফ্রিলাভ-কমিউনিটি'র সদস্য। শহরের ক্রুদ্ধ কিছু মানুষ তাদের বসতিতে আগুন ধরিয়ে দিলে পুড়ে যায় তাদের বসতি, ধ্বংস হয়ে যায় তাদের ছাপাখানা, বন্ধ হয়ে যায় তাদের গোত্রের স্বাধীন সংবাদপত্র। টউনার দ্রুত তার স্ত্রী ও কিছু বন্ধুবান্ধবসহ নিউ ইয়র্ক স্টেটে চলে আসে এবং কিছুদিন পর নোয়েজের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয় এবং ওনিয়েডা বসতিতে সে একজন সদস্য হিসেবে বসবাস করতে থাকে।

একসময় ওনিয়েডাতে জেমস টউনারের ইতিবাচক উপস্থিতি সবাইকে আনন্দ দিত। তাকে কোনো কাজ করতে দেওয়া হলে সে অত্যন্ত আনন্দ ও উদ্যমের সঙ্গে তা সম্পন্ন করত। তার বুদ্ধিবৃত্তি ও আত্মনির্ভরশীলতা দ্রুত বসতির অন্যান্য সদস্যদের প্রশংসা ও শ্রদ্ধাবোধ আদায় করে। নোয়েজের স্বার্থপরতা ও ভাগাভাগির দর্শন সে পুরোপুরি মেনে চলত। টউনার কখনও মনে করত না যে এমন সময় আসবে যখন ওনিয়েডার সঙ্গে তার মতবিরোধ সৃষ্টি হবে।

কিন্তু ১৮৭৫ সালে ৬৩ বছর বয়সী নোয়েজ অনুভব করে যে তার বয়স হয়েছে এবং নৈতিকতার প্রতি সে যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীল, কিন্তু সবাই বিস্মিত হয় যখন সে ঘোষণা করে, ভবিষ্যতে ৩৪ বছর বয়সী থিয়োডর হবে এই কমিউনের নেতা। তখন সদস্যদের ক্ষুদ্র একটি দল থিয়োডর সম্পর্কে তাদের সন্দেহকে প্রকাশ করে এবং সম্ভবত মতবিরোধের ক্ষেত্রে সবচেয়ে উচ্চকণ্ঠ ছিল জেমস টউনার।

নোয়েজের সন্দেহ হতে থাকে ওহিও থেকে আসা অনুসারীরা ভবিষ্যতে এই বসতির শাসনভার ছিনিয়ে নিতে পারে। সে কারণে সে নয়টি সন্তানের জন্ম দেয়। পাশাপাশি থিয়োডর জন্ম দেয় তিনটি সন্তানের। নোয়েজ ভাবে তার উত্তরাধিকারের সংখ্যাই বেশি। সুতরাং ওনিয়েডার শাসনভার যদি তার বংশধরদের হাতে থাকে তাহলে এই মাটিতে তাদের বীজ স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে।

যাহোক ইতিমধ্যে প্রোটেস্টান্ট যাজকেরা ওনিয়েডা বসতির বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলে। তাদের সঙ্গে যোগ দেয় সেন্সর কর্তৃপক্ষের সবচেয়ে ক্ষমতাবান ব্যাক্তি এ্যান্থেনি কমস্টক। তারা অভিযোগ উত্থাপন করে এই জনগোষ্ঠীর খোলামেলা যৌনজীবন সম্পর্কিত লিফলেট ও পুস্তিকার বিরুদ্ধে, যার অধিকাংশই ডাকের মাধ্যেমে বিভিন্ন লোকের কাছে পাঠানো হয়েছিল। তারা ঘোষণা করেছিল যে, এইসব প্রচারপত্র ডাকবিভাগের অশ্লীলতাবিরোধী আইন ভঙ্গ করেছে এবং এর শাস্তি হচ্ছে কারাদণ্ড। এ্যান্থোনি কমস্টক আইনকে আরও শক্তিশালী করার জন্য কর্তৃপক্ষের সঙ্গে লবি করতে শুরু করে এবং তার মতামতের ভেতরে নৈতিকতা সম্পর্কে অত্যন্ত ক্ষীণ দৃষ্টিভঙ্গি প্রশ্রয় পায়।

কমস্টকের কারণে এসময়ে অশ্লীলতার অভিযোগে কারাবরণ করে ম্যাডাম ও পতিতাদের নগ্ন ছবিসহ ফ্রেঞ্চ পোস্টকার্ডের বিখ্যাত সব হকার, ডি, এম বেন্নেট এর মতো সম্পাদক, যিনি মুক্তচিন্তার অধিকারী। এ্যান্থোনি কমস্টক তখন আরও নিষিদ্ধ করে-জাদুঘর থেকে যেন নগ্ন চিত্রকলার ছবি তুলতে না দেয়া হয়, ওষুধের দোকান যেন কনডোম বিক্রি না করে এবং প্রকাশক যেন *ম্যারেজ ম্যানুয়ল* ও মার্গারেট স্যাঙ্গার-এর জন্মনিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত গ্রন্থ প্রকাশ না করে। কমস্টক আরও অভিযুক্ত করে জর্জ বার্নার্ড শ'কে তাঁর *মিসেস ওয়ারেনস প্রফেশন* নাটকের জন্য। একই অভিযোগে অভিযুক্ত হয় ওয়াল্ট হুইটম্যান তাঁর *লিভস অব গ্রাস* উপন্যাসের কারণে। কমস্টক ইউনাইটেড স্টেট জেলা এ্যাটনির কাছে আবেদন করে বিখ্যাত নারীবাদী ভিক্টোরিয়া উডহল-কে বন্দি করার জন্য, যে ১৮৭২ সালে ইকুয়েল রাইটস পার্টির প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী হিসেবে ওকালতি করেছিল খোলামেলা যৌনমিলন, নারীর ভোটের অধিকার, বিবাহ বিচ্ছেদের উদার আইন ও জন্মনিয়ন্ত্রণের পক্ষে। পরবর্তীকালে সে তার সাপ্তাহিক সংবাদপত্রে তুলে ধরে রেভারেন্ড হেনরি ওয়ার্ড বীচার-এর যৌনভণ্ডামি। ফলে কমস্টক তার বিরুদ্ধে অশ্লীলতা প্রচারের অভিযোগ আনে এবং তাকে কারাদণ্ড দেওয়া হয়।

কমস্টকের এসব অভিযোগ ও শাস্তিপ্রদানের ব্যাপারে নোয়েজের কোনো মাথাব্যথা ছিল না, কিন্তু তার দুশ্চিন্তা বেড়ে যায় যখন একটা ভীতিকর গুজব তার কানে আসে। গুজবটা হল সাম্প্রতিককালে ওনিয়েডায় দলত্যাগী কিছু অধিবাসী সরকারের দ্বারা প্ররোচিত হয়ে নোয়েজের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনে যে, সে তার বসতির অসংখ্য অপ্রাপ্তবয়স্ক তরুণীর সঙ্গে যৌনমিলন উপভোগ করেছে, যা প্রকৃতঅর্থেই সত্য। নোয়েজ বুঝতে পারে সে নাবালিকা ধর্ষণের অভিযোগে অভিযুক্ত হতে পারে।

নোয়েজের ওপর চাপ সৃষ্টি করা হয়। পুলিশ গ্রেফতার করতে শুরু করে ওনিয়েডার বহুগামী নারী ও পুরুষদের। পুরো বসতি এলাকা জুড়ে শুরু হয় ধর-পাকড়। নোয়েজেরও এই বসতি পরিত্যাগ করে যাওয়া ছাড়া আর কোনো বিকল্প ছিল না। সে মনে করে পলিয়ে গেলে উৎকর্ষবাদের শত্রুরা তাদেরকে শাস্তি দেওয়ার ব্যাপারে আগ্রহ হারিয়ে ফেলবে, বারো বছর আগে পুটনিতে যেরকম হয়েছিল।

তার প্রতি আস্থাশীল অধিকাংশ অনুসারীকে কোনোকিছু না বলে ১৮৭৯ সালের ২৩ জুন রাতে নোয়েজ ওনিয়েডার একজন বয়স্ক সঙ্গী ও থিয়োডসহ একটা ঘোড়ায় টানা

বাহনে চড়ে বসতির প্রধান ফটক দিয়ে বেরিয়ে যায় এবং জীবন্ত অবস্থায় সে কখনও আর ফিরে আসেনি। সে নিউ ইয়র্ক রাজ্যের পুরো পশ্চিমাঞ্চল চষে ফেলে এবং নায়াগ্রা জলপ্রপাতের পাশ দিয়ে প্রবেশ করে কানাডায়। সেখানে একটা ছোট্ট ঘরে সে বসবাস করতে শুরু করে এবং তার স্ত্রীও একসময় এখানে চলে আসে। আরও চলে আসে পুরোনো দিনের কিছু বিশ্বস্ত সহকর্মী।

নোয়েজ সবসময়ই বিশ্বাস করত একদিন সে ওনিয়েডাতে ফিরে আসবে। এর ভেতরেই সে একটা কমিটি গঠন করে যা তত্ত্বাবধায়কের দায়িত্ব পালন করবে। এই কমিটিতে থিয়োডরকে অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং টউনারকে রাখা হয় কমিটির বাইরে এবং উভয়েরই দায়িত্ব হচ্ছে ওনিয়েডার তিনশত সদস্যের এই বসতির আধ্যাত্মিক ও ব্যবসায়িক জীবন যেন সর্বোচ্চ উৎকর্ষতা লাভ করতে পারে এবং নিয়মিত কানাডা ও ওনিয়েডার ভেতরে যোগাযোগ রক্ষার মাধ্যমে ওনিয়েডার অডিটোরিয়ামে উচ্চস্বরে পঠিত হতে পারে নোয়েজের পাঠানো লিখিত বাণী। উল্লেখ্য, হতোও তাই এবং অধিকাংশ অনুসারী তখনও বিশ্বাস করত নোয়েজের স্বাধীনতা এবং সর্বময় ক্ষমতাকে।

বসতিতে নোয়েজের অনুপস্থিতি বাইরের প্রতিপক্ষদের আরও ক্রুদ্ধ করে তোলে। তারা পুরো বসতিকে ধ্বংস করে দিতে চায় এবং সবশেষে যাজক ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থার সদস্যরা দাবি করে যে ওনিয়েডার সন্তান উৎপাদন কর্মসূচির অবলুপ্তি ঘটাতে হবে এবং এই পাপ কর্মকাণ্ডের জন্য গর্ভবতী যুবতী নারী ও অবিবাহিত মায়েদের তারা এখন বিয়ে করবে, যারা তাদেরকে গর্ভবতী করেছে। এখানে একটা সমস্যা দেখা দেয় এবং তা হল এসব পুরুষের অনেকেই আগে অন্য নারীকে বিয়ে করেছে। একজন অবিবাহিত নারী, যে নোয়েজের একটা সন্তানের জন্ম দিয়েছে, সে আরো অন্য একজনের সন্তানও ধারণ করেছে এবং একই নারী তৃতীয় যে সন্তানের জন্ম দিয়েছে তার জনককে সে শনাক্ত করতে পারছে না। এই বিষয়টিকে আগে গুরুত্ব দেওয়া হত না, কিন্তু বর্তমানে তা প্রশ্নের মুখোমুখি হয়।

কিন্তু ওনিয়েডা যখন সমৃদ্ধশালী হয়ে ওঠে এবং বসতির নতুন ব্যবসাগুলি অর্ধমিলিয়নেও অধিক অর্থ ধনভাণ্ডারে জমা করে তখন ওনিয়েডার অর্থনৈতিক অবস্থা নির্ভরশীল হয়ে পড়ে এই ব্যবসার ওপর। কিন্তু এক সময় মানুষ উৎকর্ষবাদীদের পণ্য বর্জন করতে শুরু করে এবং সবশেষে এই চমৎকার ভূমির বাসিন্দারা দারিদ্র্যের কবলে পতিত হয় এবং সামাজিকভাবে নিঃস্ব হয়ে পড়ে।

এই বসতির একদল বাসিন্দা, যার মধ্যে থিয়োডর ও কয়েকজন যুবক ব্যবসায়ী ছিল এবং তারা বিশ্বাস করত যে এই জনগোষ্ঠীর উচিত অধিক লোকায়ত ও পুঁজিতান্ত্রিক হয়ে ওঠা, সম্ভবত তারা চায় তাদের ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলিকে জয়েন্ট-স্টক কোম্পানি হিসেবে স্বীকৃতি এবং দুর্বোধ্য ধর্ম হিসেবে একে কম গুরুত্ব দেওয়া হোক। তারা আশা করে বাইরের সমালোচনাকে প্রশমিত করতে হলে ওনিয়েডার বিতর্কিত যৌন অনুশীলন বন্ধ করতে হবে, অন্তত সাময়িকভাবে হলেও এবং জনসমক্ষে ঘোষণা করা যে, এই অনুশীলন যুবক-যুবতীদের বিয়ের ব্যাপারে উৎসাহিত করে তোলে।

বসতির দ্বিতীয় দল পরিচালিত হয় তখন জেমস টউনারের দ্বারা। লোকটা তখনও বাইবেল কম্যুনিজমের প্রতি অনুরক্ত, এমনকি খোলামেলা যৌনমিলনের প্রতিও। সে বলত আমি যেমন সম্পদের সমবন্টন বিশ্বাস করি তেমনি বিশ্বাস করি শারীরিক ভালোবাসার সমবন্টনে। তবে আমি বিশ্বাস করি না যে বিয়ে এবং সমাজতন্ত্র একসঙ্গে অবস্থান করতে পারে।

বসতির তৃতীয় দলের সদস্য সংখ্যা প্রায় একশত। উপরোক্ত দুটি দলের প্রায় দ্বিগুণ। এরা নোয়েজের প্রতি খুবই বিশ্বস্ত, যারা তাকে ঈশ্বরের একমাত্র সত্য প্রতিনিধি বলে গ্রহণ করেছে। তার স্থানে অন্য লোককে তারা মেনে নেওয়ার কথা কল্পনাও করতে পারে না। বিশেষ করে তারা জানত যে নোয়েজ এখনও বেঁচে আছে এবং যে-কোন মূহূর্তে সে আবির্ভূত হবে। এই দলের নেতৃত্বস্থানীয় সদস্যদের ভেতরে কিছু বয়স্ক সদস্য ছিল যারা প্রায় তিরিশ বছর আগে পুটনিতে নোয়েজের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে। এদের ভেতরে নোয়েজের বোনও ছিল, তার নাম হ্যারিয়েট নোয়েজ স্কিনার। আরও ছিল জটিল বিয়ে সম্পর্কে তার মতামতের প্রথম সমর্থক জর্জ ক্রেগিন এবং ওনিয়েডার প্রথম ভবনের স্থাপতি ইরাসটাস এইচ. হ্যামিলটন।

এইসব দল ছাড়াও কিছু নিরপেক্ষ সদস্য ছিল ওনিয়েডাতে, যাদের নিঃসঙ্গতা দিনে দিনে বাড়ছিল। তারা অনুভব করছিল তাদের শিকড় এই সম্পদের ভেতরে প্রোথিত, কিন্তু তাদেরকে সমর্থন দেওয়ার এখন কেউ নেই এবং বাইরের শত্রুদেরকে তারা বর্বর হিসেবে বিবেচনা করত।

অবিবাহিত নারী ও শিশুরা সবচেয়ে বেশি নিরাপত্তাহীনতায় ভুগতে থাকে এবং সেইসঙ্গে কিছু যৌন আবেদনময়ী বিবাহযোগ্য নারী ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে, বিশেষ করে যারা খোলামেলা যৌনমিলনের ক্ষেত্রে নিজেদের শরীর প্রদান করতে অতি আগ্রহী নয়। বহু নারী এসময় যৌনমিলন থেকে বিরত থাকে। আবার বহু নারী শারীরিক আনন্দের জন্য পুরুষদেরকে অধিক পীড়াপীড়ি করতেও দ্বিধা করে না। তারা চায় পুরুষ তাদের ওপর অধিকার খাটাক এবং তারা বিয়ের প্রতিও আগ্রহী হয়ে ওঠে। তাদের এই আকাঙ্ক্ষা ছিল উৎকর্ষবাদীদের আদর্শের বিপরীত। ওনিয়েডা থেকে প্রাপ্ত অসংখ্য চিঠিতে নোয়েজ-এর প্রমাণ পেয়েছে এবং তা পড়ে সে বিষণ্ন ও ক্রুদ্ধ হয়েছে। কিছু যুবক বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র এবং কিছু কিশোর-কিশোরী ওনিয়েডার প্রচলিত প্রথার প্রতি বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। তারা এখন নারীর সঙ্গে রোমান্টিক দম্পতিতে পরিণত হতে চায়। তারা অস্বীকার করতে চায় বাইবেল এবং বয়স্কদের সমালোচনা। বেশকিছু সংখ্যক যুবক নিজের চেষ্টায় ঘোড়ার মালিক হয়, ওনিয়েডার ব্যক্তিগত মালিকানা ও দীর্ঘকাল ধরে চলে আসা আইনের প্রকাশ্যে বিরোধিতা করতে থাকে এবং কিছুসংখ্যক নারী লম্বা চুল রাখে। একই সঙ্গে লম্বা পোশাক পরার প্রবণতাও নারীদের ভেতরে বৃদ্ধি পায়, যা ছিল সে সময়ের বাইরের পৃথিবীর ফ্যাশন।

পুরষ ও নারী উভয় শিক্ষকই আগে প্রত্যেকের ওপর প্রশ্নহীন কতৃত্বের চর্চা করত। এখন তারা প্রশ্নের মুখোমুখি হতে থাকে এবং যারা নতুন মা হয়েছে তাদের শিশুরা নিয়ম

ভাঙতে শুরু করে। শুরু হয় খেলনা নিয়ে ঝগড়া এবং ভঙ্গ করা হয় সাধারণ নিয়ম-শৃঙ্খলা।

একই সময় ওনিয়েডা সম্পর্কে নেতিবাচক প্রতিবেদন প্রকাশিত হতে থাকে সংবাদপত্রে। বড় বড় শহরের সংবাদপত্রগুলি নোয়েজকে পত্রিকার ক্লিপিং পাঠায়। এসব প্রতিবেদনে জাতীয় বৈধতা ও নৈতিক ভিত্তিকে তুলে ধরার পাশাপাশি প্রতিফলিত হয় নিন্দা ও কঠোর সমালোচনা। ওনিয়েডার জনগণকে চিত্রিত করা হয় বিশৃঙ্খলা ও উদ্ভট আচরণের পাগলাটে মানুষ হিসেবে। *নিউ ইয়র্ক টাইমস* পত্রিকায় প্রকাশিত খবরের হেডলাইনে বলা হয় 'ওনিয়েডার অস্বাভাবিক মানুষেরা।' 'সমাজতান্ত্রিক জনগোষ্ঠী সমস্যার মুখোমুখি।'

এ রকম অসংখ্য সংবাদ প্রকাশিত হওয়ার পর নোয়েজ তার বিশ্বস্ত পরামর্শদাতাদের সঙ্গে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেয় ওনিয়েডা বসতিকে রক্ষা করার, বিশেষ করে দীর্ঘস্থায়ী নৈতিক যুদ্ধ থেকে, যা খুবই ব্যয়বহুল এবং দীর্ঘদিন এই যুদ্ধ চললে ক্ষতিগ্রস্ত হবে ব্যবসা এবং সদস্যরা আদর্শচ্যুত হয়ে পড়বে। সে উচ্ছৃঙ্খল জনতার বিরুদ্ধে কোনো কথা বলে না। সে বিশ্বাস করতে শুরু করে যে, তার অবশ্যই ঘোষণা দেওয়া উচিত জটিল বিয়ে ও খোলামেলা যৌনতার ভেতর দিয়ে বংশবিস্তারের প্রথা বন্ধ করার। যদিও সে জানত যে তার ঘোষণাকে সংবাদপত্রে 'শত্রুর কাছে শর্তহীন আত্মসমর্পণ' বলে ব্যাখ্যা করা হবে। তবে সে আরও বিশ্বাস করত যে এমন একদিন আসবে যখন আবার মানুষ খোলামেলা যৌনজীবনের উল্লসিত অধিকার ভোগ করবে।

আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা দেওয়া হয় 'জটিল বিয়ে পদ্ধতির অনুশীলন আমরা বন্ধ করছি, যা এই সমাজে পঁয়ত্রিশ বছর ধরে টিকে ছিল।' অন্য এক বিবৃতিতে সে বলে 'এই সমাজ তার কর্মকাণ্ডের জন্য অতীতে কখনও অনুতপ্ত হয়নি, অন্যদিকে এই সমাজ এ-ধরনের কাজের ক্ষেত্রে পথিকৃৎ হিসেবে বিবেচিত হয়। এই সমাজের উল্লাসের সাধারণ ফলাফল হচ্ছে শত্রুপক্ষের হিংস্রতা, অথচ এই সমাজে কেউ কাউকে দোষী সাব্যস্ত করে না। এই সমাজব্যবস্থা সমস্তকিছুর প্রতি আগ্রহী করে তোলার জন্য প্ররোচিত করে যাবতীয় সামাজিক অগ্রগতি। এই সমাজব্যবস্থার উচিত জটিল বিয়ে পদ্ধতি পরিত্যাগ করা এবং সন্ন্যাসী দলের মতাদর্শ অনুযায়ী একটা প্লাটফর্ম গড়ে তোলা, যা বিয়ের অনুমোদনের পাশাপাশি কৌমার্যকেও উৎসাহিত করবে। সবশেষে এই আদর্শ উৎকর্ষবাদীদের প্রাথমিক উদ্দেশ্য ও উনিশ শতকের আমেরিকার অবদান তুলে ধরবে ঐতিহাসিক মূল্যায়নের ভেতর দিয়ে।' নোয়েজ ঘোষণা করে 'আমরা একটা অপরিচিত দেশে হামলা চালাব, অধিকার করব ভূমি এবং একজন নারী, পুরুষ ও শিশুকেও না হারিয়ে আমরা সেখানে ফিরে আসব।'

নিজেকে নোয়েজ সেন্ট পলের সুপারিশকৃত কৌমার্যব্রতের মিত্র বলে ঘোষণা করে এবং ব্যাখ্যা করে যে এটা একটা আকাঙ্ক্ষা যা সদগুণে পরিপূর্ণ। নোয়েজ আত্মোৎসর্গের কোনো উদ্যোগ নিতে রাজি হয় না, কারণ তার বয়স তখন ৬৮ বছর এবং খোলামেলা যৌনমিলনের পুরো সুবিধাই সে ভোগ করেছে দীর্ঘ সময় ধরে এবং উল্লসিত হয়েছে ওনিয়েডায় জন্ম নেওয়া তার নয় সন্তানের স্বাস্থ্য ও উন্নতিতে, যারা বহন করবে তার নাম

এবং স্মৃতিতে তার মর্যাদা পুরো বিশ শতক জুড়ে। বস্তুতপক্ষে তার একটা সন্তানের নাম ছিল পিয়েরিপন্ট, বি. নোয়েজ। সে কারখানায় কাজ করত। তার মায়ের নাম ছিল হ্যারিয়েট ওয়ার্ডেন। এই নারী যখন ওনিয়েডায় আসে তখন তার বয়স ছিল নয় বছর। ১৮৯০-এর দশকে পিরেরিপন্ট ওনিয়েডাতে তার নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে এবং তার উত্তরাধিকারীদের সহায়তায় রূপার অলংকার তৈরির ব্যাবসার প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়।

যাহোক, খোলামেলা যৌনজীবন যাপনের ফলে ওনিয়েডাতে যৌনবৈচিত্র্যের ক্ষেত্রেও বিশিষ্টতা লক্ষ করা যায়। কারণ, ওনিয়েডার পুরোনো বাসিন্দারা যৌনকাঙ্খার ক্ষেত্রে বিলাসিতার চর্চা করত। তবে কৌমার্যব্রতের চর্চা নোয়েজ বেশ দেরিতেই শুরু করে। তবে তার নীতিবাক্য অনুসারীদেরকে বাইরের শত্রু চিনতে সাহায্য করে। ওনিয়েডার সংখ্যালঘিষ্ঠ অবিবাহিত সদস্যরা সহজেই কৌমার্যব্রত মেনে নেয়। তারপরও সাঁইত্রিশটি বিয়ে সম্পন্ন হয়। এসব বিয়ের অনুষ্ঠান পরিচালনা করে ওনিয়েডার বয়স্ক সদস্যরা। চল্লিশ বছরের কমবয়সী বারোজন নারী যাদের সন্তান রয়েছে তারা অবিবাহিতই রয়ে যায়। কিন্তু তারা কৌমার্যব্রত পালন করে না এবং একগামিতার চর্চাও তাদের মধ্যে দেখা যায় না। ওনিয়েডার সামাজিক ঐতিহাসিকরা এদের বিষয়টি নথিবদ্ধ করেনি। বিবাহিত নতুন দম্পতিরা ওনিয়েডাতেই বসবাস করতে থাকে। তবে কেউ কেউ এই বসতির কাছাকাছি ছোট ছোট বাড়িও বসবাসের জন্য বেছে নেয় এবং কম্যুনিটির ব্যবসায়িক কমপ্লেক্সের বিভিন্ন কাজের সঙ্গে যুক্ত হয়।

১৮৮০ সালে ওনিয়েডা একটা জয়েন্ট-স্টক কোম্পানিতে এবং ২২৬ জন বসিন্দা ওনিয়েডা কম্যুনিটির যৌথ বাণিজ্যের অংশীদারে পরিণত হয়। শেয়ারের অধিকাংশ পায় ওনিয়েডার সিনিয়র সদস্যরা এবং সামান্য অংশ পায় যারা নতুন এসেছে এবং যুবক সদস্যরা। তবে শেয়ারের বন্টন নিয়ে অধিকাংশ সদস্যই অসন্তুষ্ট হয়। নোয়েজ এসময় জটিল বিয়ে পদ্ধতির বিলুপ্তি ঘোষণা করে।

জন হামফ্রো নোয়েজের মৃত্যুর চার বছর আগে অর্থ্যাৎ ১৮৮২ সালে চুয়াত্তর বছর বয়সে সে ঘোষণা দেয়- তার মৃতদেহ অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য ওনিয়েডায় নিয়ে যাওয়া হবে- জেমস টউনার ও তার দলের লোকেরা ওনিয়েডা ছেড়ে চলে যাবে এবং তাদের শেয়ার অর্থে রূপান্তরিত করতে হবে এবং ঘোড়ায় টানা একটা ক্যারাভানে করে চষে ফেলতে হবে পুরো পশ্চিম এবং অনুসন্ধান করতে হবে দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ার শান্ত আবহাওয়ায় একটি মনোরম ভূমি। লস এঞ্জেলেসের দক্ষিণে শান্তা আনা শহরে তারা পুনরায় বসতি স্থাপন করবে, সেখানে একসময় তারা অর্জন করবে গ্রহণযোগ্যতা; সমৃদ্ধি এবং পরিতৃপ্তি, যেখানে পরবর্তীতে জেমস টউনার কাউন্টি আদালতের বিচারক হিসেবে অধিষ্ঠিত হয়েছিল।

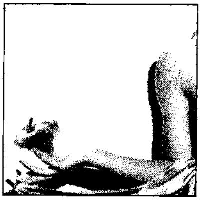

স্বাতন্ত্র্যবোধকে আক্রমণ করে বায়ুপ্রবাহ। তারপর সে
পাঠায় ফোঁপানি ও তীক্ষ্ণ চিৎকার একটা ভীত ও শূন্য
আত্মাকে পরিত্যাগ করতে।
বায়ুপ্রবাহকে অনুসরণ করো এবং জানো এর ভালোত্বকে।
ভীতির ঝাপখানা তুলে ধরো, হারিয়ে ফেলো অনন্তকাল এবং
আত্মার নৃত্যরত উজ্জ্বল শিখা....
তারপর অনুসন্ধান করো ভেবে দেখতে এবং উপলব্ধি করতে অনন্তকাল।
এর দরজায় গিয়ে দাঁড়াও এবং কড়া নাড়ো এর অর্থ জানার জন্য।
দীর্ঘ এই পথ এলোমেলো হয়ে আছে, সবজিগুলো যন্ত্রনায় কতরাচ্ছে
তাদের সঙ্গে তোমাকেও শিকাড়গুলি প্রদান করতে।
তাদেরকে অতিক্রম করে যাও, কারণ তারা গ্রীষ্মের সঙ্গে সঙ্গে মরে যাবে...

জন উইলিয়ামসন

জন উইলিয়ামসন ১৯৭০ সালে স্যান্ডস্টোন আশ্রমের জন্য লোক সংগ্রহ করতে শুরু করে। তার এই বিশ্বাসের পক্ষে সে একা ছিল না যা একটা জনগোষ্ঠীর জীবনযাপননীতি পাল্টে দিতে পারে। *নিউ ইয়র্ক টাইমস* পত্রিকায় প্রকাশিত এক জরিপ প্রতিবেদন অনুসারে জানা যায়, গড়ে প্রায় দুই হাজারের মতো বিচ্ছিন্ন বসতি গড়ে উঠেছিল বিভিন্ন খামারবাড়িতে ও শহরের নির্জন এলাকায়, পাহাড়ি এলাকায় ও মরুভূমিতে এবং নির্জন উপত্যকা ও বনভূমিতে এবং এসব এলাকা দখল করেছিল উদ্যানপ্রেমিক হিপ্পি জনগোষ্ঠী, ধ্যানশীল মরমীবাদীরা, উদ্ভট আচার-আচারণসম্পন্ন জনগোষ্ঠী, সুসমাচার প্রচারকারী গোষ্ঠী, অবসরপ্রাপ্ত রক শিল্পী ও অবসরপ্রাপ্ত শান্তিপ্রচারকারীরা।

ইউজিন-এর কয়েক মাইল পশ্চিমে, অরিগনে আশি একরের একটা বসতি গড়ে উঠেছিল। যৌনমিলনের ক্ষেত্রে স্বাধীন এই বসতি প্রতিষ্ঠা করেছিল পশ্চিমের এক গরু-ব্যবসায়ী। ক্যালিফোর্নিয়ার বার্কলেতে স্বামী-স্ত্রীর মতো একত্রে বসবাস করত নারী ও পুরুষেরা। তারা বসবাস করত একটা বিশাল বাড়িতে, যা 'হ্যারাড ওয়েস্ট' নামে পরিচিতি ছিল। রবার্ট রাইমার নামে এক লেখক এই জনগোষ্ঠীর জীবনযাপনে উদ্বুদ্ধ হয়ে যৌনবিষয়ক স্বর্গরাজ্যের ওপর একটা কাল্পনিক উপন্যাস রচনা করেছিলেন। অকল্যান্ডের শহরতলি লাফেইতি'র উডল্যান্ডে একটা বিচ্ছিন্ন বসতি ছিল। সেখানে বসবাস করত ৩৪ বছর বয়স্ক এক আইনজীবী। সে প্রেয়বাদের (সুখ ও প্রীতিই যার পরমার্থ) চর্চা করত। তার নাম ছিল ভিক্টর বারাঙ্কো। সে বসবাসের জন্য ভূমি উন্নয়ন করে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেছিল। বর্তমানে ক্যালিফোর্নিয়া ও অন্যান্য রাষ্ট্রে এ রকম অসংখ্য ছোট ছোট কমিউন রয়েছে।

নিউ মেক্সিকোর সান ক্রিস্টোবালের কাছাকাছি ১৩০ একরের 'লামা কম্যুনিটি' প্রতিষ্ঠা করে নিউইয়র্কের এক শিল্পী ও তার স্ট্যান্ডফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া করা স্ত্রী এবং ওয়ালসেনবার্গের কাছাকাছি কলোরাডোর পাহাড়ি এলাকায় ছিল একগুচ্ছ কাঠের বাড়ি 'লিব্রি কম্যুনিটি'র আওতায়। এসব কম্যুনিটির সদস্যরা ছিল চিত্রকর, মৃৎশিল্পী ও কারুশিল্পী। পেনেসিলভানিয়ার মিডভিল থেকে দশ মাইল দূরে গড়ে উঠেছিল হিপ্পিদের একটা কমিউন। এটা প্রতিষ্ঠা করেছিল প্রাক্তন এক ব্যবসায়ী। মধ্য ভার্জিনিয়ার কুলপিপার শহরের কাছাকাছি ১২০ একরের 'টুইন ওক কম্যুনিটি' প্রতিষ্ঠা করেছিল কিছু যুবক সমাজতান্ত্রিক, যারা একটা খামার পরিচালনা করত। তাদের উৎপন্ন দড়ির বিছানা এবং তাদের প্রধান ভবনের নামকরণ করেছিল তারা—'ওনিয়েডা'।

নিউ ইয়র্ক সিটির ব্রাউনস্টোনে একাধিক আশ্রম গড়ে উঠেছিল, যা দখল করেছিল আধ্যাত্মিক মানসিকতাসম্পন্ন কিছু মানুষ। তারা যখন যোগসাধনা অথবা স্তবগানে মগ্ন থাকত না তখন তারা রাজমিস্ত্রি, কাঠমিস্ত্রি অথবা বাড়ির চুনকাম করার কাজ করত। ভারমন্ট, যেখান থেকে নোয়েজ এবং তার লোকজনকে বহিস্কার করা হয়েছিল এক শতাব্দী আগে, সেখানে বর্তমানে বিপরীতধর্মী সংস্কৃতির পাঁচটি কমিউন গড়ে উঠেছে, যার ভেতরে সবচেয়ে নৈরাজ্যবাদী ছিল 'রেড ক্লোভার' বসতি। শস্য থেকে খাবার উৎপাদনকারী সুবিধাভোগী একটা অভিজাত পরিবার বিপুল পরিমাণ অর্থ যোগান দিত এই বসতিতে। শহরের কাছাকাছি বসবাস করত কৃষিজীবী জনগোষ্ঠী। এই বসতির নাম ছিল 'ব্রাইন এথাইন।' এই বসতির অধিবাসীরা বিশ্বাস করত যে যৌনমিলনের ক্ষেত্রে একগামিতা, অধিকার প্রতিষ্ঠা, হিংসা এবং যুদ্ধের ভেতরে একটা পারস্পরিক সম্পর্ক রয়েছে, কিন্তু বহু বসতির মতো এই কৃষিজীবী বসতিগুলি জন্ম দিয়েছে কিছু প্রগতিবাদী মানুষ। তবে এই বসতিগুলি আর্থিকভাবে বিপদের মুখোমুখি হয়েছিল, কারণ এর সদস্যরা অধিকাংশ সময় কাটাত গুণগত ও মানসম্পন্ন পেপারব্যাক বই পড়ে এবং ফায়ার প্লেসের পাশে বসে আলসেমি করে এবং গোয়াল ঘরে গরুর দুধ দোয়ানোর যথেষ্ট সময় তাদের ছিল না।

এটাই ছিল লেখক রবার্ট হৌরিয়েট-এর পৌনঃপুনিক ধারণা, যে ১৯৬৮ থেকে ১৯৭১-এর ভেতরে তার উপন্যাস *গেটিং ব্যাক টুগেদার*-এর গবেষণার প্রয়োজনে দেশের সব অঞ্চলের কয়েক ডজন কমিউন পরিদর্শন করেছিলেন। তিনি প্রশংসা করেছিলেন ভার্জিনিয়ার, টুইন ওকস কমিউনের আদর্শবাদ ও দক্ষতার। তিনি সেইসব ঘটনাও অবহেলা করেননি যার অভাব রয়েছে বিভিন্ন বসতিতে। বিশেষ করে যা তারা প্রচার করেছে তার পক্ষে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার যথেষ্ট উদ্যোগ তারা গ্রহণ করেনি। তারা বাইরের পৃথিবীকে অভিযুক্ত করে দূষণ বাড়িয়ে তোলার জন্য। নিজেরা চর্চা করে একটা পুরোনো সংস্কৃতির এবং তারা মাদকের ব্যাপারে খুবই আগ্রহী এবং শক্তি বা সামর্থ্যের ক্ষেত্রে খুবই নিচুমানের। ভ্রমণকালে রবার্ট হৌরিয়েট যেখানেই গেছেন সেখানেই লক্ষ করেছেন যুবক-যুবতীদের আকুল আকাঙ্ক্ষা হচ্ছে পৃথিবীর সঙ্গে তার দেশের ঐক্য

অনুসন্ধান এবং লোভ ও শত্রুতার বাইরে গিয়ে একটা শান্তিপূর্ণ বসতি প্রতিষ্ঠা করা। হৌরিয়েট কমিউনের এই সদস্যদের সঙ্গে ক্রমাগত সভা করে এই সিদ্ধান্তে আসতে পারেননি যে শেষপর্যন্ত তারা কোথায় পৌঁছাতে চায়।

জন উইলিয়ামসন সম্পূর্ণ সচেতন ছিল যে শিকড়হীন মানুষকে আকর্ষণ করার প্রবণতা রয়েছে কমিউনগুলির এবং এ ধরনের মানুষকে বেশি সংখ্যায় স্যান্ডস্টোনের সদস্য হিসেবে গ্রহণ করার ক্ষেত্রে সে ছিল দ্বিধাগ্রস্ত। সে চাইত বিপরীতধর্মী সংস্কৃতির দম্পতিরা স্যান্ডস্টোনের অভিজ্ঞতা অর্জন করুক। এমনকি সে লস এঞ্জেলসের নিষিদ্ধ পত্রিকা *ফ্রি প্রেস*-এ বিজ্ঞাপন পর্যন্ত দেয়। তবে সে ইচ্ছা করেই স্যান্ডস্টোনের অবস্থান গোপন রাখে। সে বিজ্ঞাপনে যে টেলিফোন নম্বর ব্যবহার করে তাও শহরের ভাড়া-করা একটা ছোট অফিসের, যেখানে তার অনুসারীরা ব্যাক্তিগতভাবে আবেদনকারীদের সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করে এবং ব্যাখ্যা করে বোঝায় কী কী যোগ্যতা তাদের থাকা প্রয়োজন এবং স্যান্ডস্টোনে যোগ দেওয়ার জন্য কী পরিমাণ অর্থ প্রদান করতে হবে।

কারণ স্যান্ডস্টোনে কোনো খামার বা শিল্প-কারখানা নেই যার মাধ্যমে আয় হতে পারে। উইলিয়ামসন সিদ্ধান্ত নেয় দুইশত সদস্য যোগাড়ের, যারা বছরে দুইশত চল্লিশ ডলার প্রদান করবে সদস্যচাঁদা হিসেবে এবং স্যান্ডস্টেনকে ব্যবহার করবে একটা ক্লাব হিসেবে তারা দিনের বেলায় সুইমিং পুলে সাঁতার কাটতে আসতে পারে, প্রধান ভবনের সামনে নগ্ন হয়ে সূর্যস্নান করতে পারে, লনে বনভোজন করতে পারে এবং নির্দিষ্ট কোনো সন্ধায় তারা পুরো পরিবারের সঙ্গে সান্ধ্যভোজে মিলিত হতে পারে, যেখানে নগ্নতা বাধ্যবাধকতা নয়, কেবলই রেওয়াজ এবং সান্ধ্যভোজের পর নিচতলার প্রশস্ত রুমে অভিযানে মেতে উঠতে পারে। ঘরে মৃদু আলোয় স্বপ্নময় একটা পরিবেশ। মেঝেতে লাল কার্পেট পাতা। তবে ওপরে কোথাও কোথাও নরম ম্যাট এবং ব্যবহারের জন্য রয়েছে বড় বড় বালিশ। কেউ চাইলে যৌনমিলনের সময় তা ব্যবহার করতে পারে, অথবা কেউ আয়েশের সঙ্গে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিতে এবং গান শুনতে পারে স্টেরিও সেটে অথবা ফায়ারপ্লেসের পাশে বসে গল্প করতে পারে ইচ্ছামতো।

সাক্ষাৎকার নেবার সময় প্রত্যেক সদস্যকে স্যান্ডস্টোনের এই সান্ধ্যভোজ ও পরবর্তী কর্মকাণ্ড সম্পর্কে সতর্ক করে একটা ব্রোশিয়্যুর ধরিয়ে দেওয়া হয়। তাতে বলা হয়

> স্যান্ডস্টোনের বাসিন্দারা বিশ্বাস করে যে মানুষের শরীর খুবই সুন্দর এবং খোলামেলাভাবে ভালোবাসা ও যৌনতার প্রকাশও সুন্দর। স্যান্ডস্টোনের সদস্যরা যা-খুশি-তাই করতে পারে তবে তাতে যেন অশ্লীলতা প্রকাশ না পায় অথবা নিজের আকাঙ্ক্ষা অন্যের ওপর চাপিয়ে দেওয়া না হয়। স্যান্ডস্টোনে নির্দিষ্ট অবকাঠামোগত কর্মসূচি নেই, আচরণেরও কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। প্রত্যেক সদস্যই স্বাধীন যা ইচ্ছা তাই করার ব্যাপারে, যখন ইচ্ছা তখন কিন্তু তা হতে হবে পারস্পরিক বোঝাবুঝির মাধ্যমে...

স্যান্ডস্টোনের অভিজ্ঞতা দীর্ঘায়িত করার গুরুত্ব নির্ভর করে মানুষের সঙ্গে যোগাযোগের ওপর। স্যান্ডস্টোন আরও অন্তর্ভুক্ত করে মৌলিক শিক্ষা, নগ্নতা ও

খোলামেলা যৌনতা। এই কর্মকাণ্ডের অভিজ্ঞতা বুদ্ধিবৃত্তির যে-কোনো পর্যায়ের ওপরে অবস্থান করে। এই বাস্তবতার গ্রহণযোগ্যতার প্রভাব কোনো সংরক্ষণের ধার ধারে না, কোনো আবরণ দিয়ে তা ঢেকে ফেলে না এবং এটাই হল স্যান্ডস্টোনের অভিজ্ঞতার নির্যাস। এই কর্মকাণ্ড কল্পনার সীমা ছাড়িয়ে যায় এবং সৃষ্টি করে নতুন ধরনের সমাজ, যেখানে ব্যক্তির মন, শরীর এবং পুরো অস্তিত্ব অন্যের কাছে মোটেও অচেনা মনে হয় না। এ ধরনের সমাজে মানুষে মানুষে পার্থক্য সৃষ্টি না করা হলে তা হবে নারী ও পুরুষ উভয়ের কাছেই একটি শিহরিত উল্লাস।

স্যান্ডস্টোনের নিয়মকানুনের ভেতরে কিছু অনমনীয়তাও ছিল। আঠারো বছরের কমবয়সী কেউ স্যান্ডস্টোনের সদস্য হতে পারবে না। এখানে কোনো মাদকদ্রব্য ব্যবহার করা হয় না। নারী ও পুরুষের ভেতরে একটা ভারসাম্য রক্ষা করা হয়, আর সান্ধ্য কর্মকাণ্ডে শুধুমাত্র দম্পতিরাই অংশ নিতে পারবে। সান্ধ্যভোজের সময় ওয়াইন পরিবেশন করা হয় এবং নিরুৎসহিত করা হয় কড়া মদ পান করার ব্যাপারে। এসব বিষয় প্রাথমিক সাক্ষাৎকার গ্রহণের সময়ই বলে দেওয়া হয় নিউ ইয়র্কের অফিসে। জন ও বারবারা উইলিয়মসনের সঙ্গে পরবর্তী সাক্ষাৎকারের সময় তারা জানতে পারে মদ্যপানের অতীত ইতিহাস, এর ক্ষতিকর দিকগুলি, মাদকদ্রব্য সেবনের কুফল, মানসিক অসুস্থতা অথবা অন্যান্য সমস্যা সম্পর্কে যা আবার দেখা দিতে পারে কিংবা স্যান্ডস্টোনের খোলামেলা যৌন পরিবেশে তা আগ্রাসী হয়ে উঠতে পারে, যেখানে অঙ্গীকারকৃত দম্পতিরা প্রথম অবস্থায় এসব দেখে পুরোপুরি সচেতন হয়ে ওঠে অথবা তার শরীর প্রদর্শন অন্যেরা উপভোগ করে। সে ব্যাপারেও তারা সচেতন হয় এবং আরও লক্ষ করে তাদের সঙ্গী অথবা সঙ্গিনীর অন্য নারী অথবা অন্য পুরুষের শরীর-উপভোগের দৃশ্য।

জন উইলিয়ামসন চায় বিপুল সংখ্যক সদস্য, বিশেষ করে স্থিতিশীল দম্পতি ও সংবেদনশীল মধ্যবিত্ত যুবক-যুবতী, যারা বিশ্বাস করে তাদের ব্যক্তিগত সম্পর্কের আরও উন্নতি হবে সম্পর্ক ভেঙে যাওয়ার চেয়ে যদি যৌনবিষয়ে অন্যের ওপর অধিকার প্রয়োগ করা না হয়। উইলিয়ামসন আশা করে স্যান্ডস্টোনের সদস্যদের ভেতরে অধিক হারে থাকবে মিডিয়া ব্যক্তিত্ব, এ্যাকাডেমিসিয়ান, নেতৃত্বশীল ব্যবসায়ী, আইনজীবী, চিকিৎসক, লেখক এবং সমাজবিজ্ঞানী। তারা 'পরিবর্তিত মানুষ' হিসেবে বিশিষ্ট মানুষে পরিণত হবে, প্রচার করবে স্যান্ডস্টোনের দর্শন লেখালিখির মাধ্যমে তাদের কাছে, যারা সম্পর্কিত তাদের সঙ্গে এবং সেইসব মানুষের কাছে, নতুন ধারণা ও মূল্যবোধ গ্রহণের ক্ষেত্রে যাদের সংখ্যা ক্রমাগতভাবে বাড়ছে।

সাক্ষাতের প্রয়োজনে এবং প্রভাবশালী ব্যক্তিদেরকে সদস্যে পরিণত করার সম্ভাব্য ক্ষেত্রগুলিতে উইলিয়ামসন আনুষ্ঠানিকভাবে চিঠি লিখত। সে চিঠি পাঠাত বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের এ্যানথ্রোপোলজি ও মনোবিজ্ঞান বিভাগে। আমন্ত্রণ জানাত স্যান্ডস্টোনে পুরো একটা দিন কাটিয়ে যেতে। সে একজন জনসংযোগ অফিসারও ভাড়া করে এবং গণমাধ্যমগুলিতে সাক্ষাৎকারও দিতে থাকে। উইলিয়ামসন তার স্ত্রী বারবারাকে নিয়ে দূরবর্তী শহর ও অঞ্চলগুলি ভ্রমণ করে। বিভিন্ন সেমিনারে বতৃতা দেয় 'বিকল্প জীবনযাপন রীতিসমৃদ্ধ সমাজ এবং বিয়ের পরিবর্তনশীল ধরন' সম্পর্কে।

পেনসিলভানিয়ার পোকোনো পর্বতমালার 'বার্ক রিজ রিট্রিট'-এ এরকম এক সিম্পোজিয়ামে বক্তৃতাদানকালে উইলিয়ামসন স্যান্ডস্টোনের লক্ষ্য ব্যাখ্যা করে এমন সব শ্রোতার সামনে যেখানে উপস্থিত ছিলেন রবার্ট ফ্রাঙ্কোয়ার, যিনি যাজকের পেশা ছেড়েছেন লেখক হওয়ার জন্য, যার স্ত্রী হচ্ছে ফায়ারলেই ডিকিনসন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভ্রূণবিদ্যা ও যৌনতার অধ্যাপক, পেনসিলভানিয়া স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়ের দুজন কেমিস্ট রুস্ট্রাম ও ডেল্লা রয়, যাদের বিয়ে-সংক্রান্ত কাউন্সিলিং-এর অভিজ্ঞতা রয়েছে, স্টিফেন ব্রেজ নামে একজন মনোবিজ্ঞানী, যিনি ফিলাডেলফিয়ার 'সেন্টার ফর বিহেভিয়ার মডিফিকেশান'-এর নির্বাহী পরিচালক, ঔপন্যাসিক রবার্ট রাইমার এবং আরও অজানা অনেকে। প্রত্যেকেই উইলিয়ামসনের কথা মনোযোগ দিয়ে শোনেন এবং স্যান্ডস্টোন পরির্দশনের ইচ্ছা ব্যক্ত করেন। প্রত্যেকেই নিজের চোখে দেখতে চান সেখানে কী ঘটছে।

উইলিয়ামসন যখন দূরবর্তী শহর বা অঞ্চলগুলিতে প্রবল উৎসাহের সঙ্গে কাজ করে তখন স্যান্ডস্টোনে তার পরিবারের লোকরা তার অনুপস্থিতিতে অলসভাবে সময় কাটায় না। স্যান্ডস্টোনে থাকার সময় জন বাইরের দর্শকদের প্রতি অধিক মনোযোগ প্রদর্শন করে। তাদের নিজের অন্তরঙ্গ বৃত্ত থেকে দূরে রাখে এবং আলোচনা কেন্দ্রীভূত রাখে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কে। অধিকাংশ সময় কাটায় গুরুত্বপূর্ণ অতিথিদের আপ্যায়ন করে এবং পরিচালিত করে মনোমুগ্ধকর প্রতারণা ও যৌনক্ষমতাকে নারীর মন জয় করার জন্য এবং তৃপ্ত করতে সেইসব নারীকে, যারা নতুন এবং আচরণের দিক থেকে কিছুটা আলাদা।

জুডিথ বুল্লারো হল প্রথম ব্যক্তি যে উইলিয়ামসনের পরিবর্তিত চরিত্রকে উপলব্ধি করেছে এবং অসন্তুষ্ট হয়েছে যার দ্বারা সে অতীতে প্রতারিত হয়েছে এবং পরিণত হয়েছে বিশেষ মনোযোগের বিষয়বস্তুতে, এমনকি সে নির্ভরশীল হয়েছে তার ওপর। বর্তমানে সে নিজেকে মনে করে ব্যবহৃত এবং অবহেলিত। তার কারণেই তার পারিবারিক জীবন ধ্বংস হয়েছে এবং সে তার শহরতলির সুখের কর্মস্থান ছেড়ে ছেলেমেয়ে ও স্বামীকে নিয়ে চলে এসেছে টোপাঙ্গা ক্যানিয়নের ভাড়া করা খামারবাড়িতে যেন স্যান্ডস্টোনের কাছাকাছি থাকা যায় এবং সাহায্য-সহযোগিতা করা যায় জন উইলিয়ামসন ও অন্যান্যদেরকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, বাড়ি রঙ করা, এমনকি কখনও কখনও বাড়ির নকশা তৈরির কাজে।

উইলিয়ামসন তার অনুসারীদের কাছে ছিল একজন রোমন্টিক গুরু, যদিও প্রকৌশলী হিসেবে সে ছিল অধিক পরিচিত, কিন্তু তার কোনো সার্টিফিকেট নেই এবং সেটাই ছিল তার প্রকৃত পেশা। জুডিথের দৃষ্টিতে উইলিয়ামসন স্যান্ডস্টোনকে একটি গৃহপালিত গবেষণাগারে পরিণত করেছে, যেখানে তার পরিবারের লোকেরা নগ্ন হয়ে নিজেদেরকে প্রদর্শন করছে নতুন সদস্যদেরকে আকর্ষণ করার জন্য। একই সঙ্গে সে আকর্ষণ করতে চায় বুদ্ধিজীবী ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কর্মরত বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদেরকে। জন ছেলেবেলায় হাইস্কুলের গণ্ডি পেরুতে পারেনি। ফলে সেই অভাবটা সে পূরণ করতে চায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বজনস্বীকৃত বিজ্ঞানী ও বিশেষজ্ঞদের নিয়ে একটা পরামর্শক কমিটি তৈরি করে, যারা নিজ উদ্যোগে ব্যক্তিমালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের জন্য তহবিল জোগাড় করতে পারবে উইলিয়ামসনের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সফল করতে, যেন সে তার গবেষণা

চালিয়ে যেতে পারে সম্পর্কের ক্ষেত্রে ঈর্ষা ও আধিপত্যের শিকড় অনুসন্ধান করতে। জুডিথ ভাবে এই সমস্যার সমাধান সম্ভব নয় যদি একজন অন্যজনের প্রতি গভীরভাবে সহানুভূতির অনুশীলন না করে।

সত্যি কথা বলতে কি জুডিথ বিশ্বাস করে যখন জন উইলিয়ামসন তার স্ত্রীকে অন্যের সঙ্গে যৌনমিলন উপভোগ করার ব্যাপারে বিরত করতে পারে না। তখন সে আধিপত্য বিস্তারের জন্য তার প্রতি প্রণয়োন্মুখ হয়ে ওঠে। তার পরিচর্যাপ্রাপ্ত ওরালিয়া লীল এখন প্রচুর অন্তরঙ্গ সময় কাটাচ্ছে ডেভিড স্কুইন্ড-এর সঙ্গে যা সে পছন্দ করে না এবং জুডিথ আরও লক্ষ করেছে, যখন সে স্বীকার করে যে শারীরিকভাবে ডেভিড স্কুইন্ডের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করে তখন জুডিথের প্রতি জনের নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পায়।

উইলিয়ামসনের প্রতিক্রিয়া অগ্রাহ্য করে জুডিথ একদিন ডেভিড স্কুইন্ডকে বাসায় আমন্ত্রণ জানায় যখন বাচ্চারা স্কুলে এবং বুল্লারো ইনসুরেন্স অফিসে কিন্তু সে কাউকেই তাদের মিলনস্থান সম্পর্কে কিছুই বলে না। তারপরও সে তার গুপ্ত প্রণয় সম্পর্কে কিছু অস্থিরতায় ভোগে, কারণ সে জানে ডেভিডের সঙ্গে তার এই অন্তরঙ্গতা উইলিয়ামসন অনুমোদন করবে না। তাই সে উইলিয়ামসনের কাছ থেকে বিষয়টা গোপন রাখতে চায়, বিশেষ করে যা তার জানার আওতাভুক্ত নয় এবং তারপরও সে তার ব্যক্তিগত জীবনের ওপর জনের স্থায়ী প্রভাবকে স্বীকার করে। পুরো অবস্থাটি ছিল অসম্মতির কারণে ঝুঁকিপূর্ণ উইলিয়ামসন ছিল অন্যের ওপর আধিপত্য বিস্তার না-করা ও খোলামেলা যৌনমিলনের পক্ষে ওকালতি করার ব্যাপারে স্পষ্টবাদী, কিন্তু জুডিথের মনে হত তার ও ওরালিয়ার ব্যাপারে সে ছিল তার মতাদর্শ অনুসারী একজন ভণ্ড। এছাড়াও জুডিথ অন্য এক নারীর সঙ্গে জনের যৌনকামনা পরিতৃপ্তির লালসা দেখে খুবই বিরক্ত, যে নারীর সঙ্গে অল্প কিছুদিন আগে তার পরিচয় হয়েছে। আবার ডেভিড স্কুইন্ডের সঙ্গে সম্পর্ক রাখার কারণেও জন তার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেছে এ ব্যাপারেও সে ক্ষুব্ধ হয়ে আছে। এখন তার মনে হয় যৌনতার ব্যাপারে যে স্বাধীনতার কথা এখানে বলা হয়ে থাকে তা সত্য নয়, জন নিজেই অন্যের ওপর যৌন আধিপত্য বিস্তার করতে চায়। সে বেশ উপলব্ধি করতে পারে যে নিজের স্বামীর সাথে অনুমতিদায়ক ব্যভিচারের পরও সে সনাতন নারীই রয়ে গেছে, অন্যের সঙ্গে যৌনমিলনের ব্যাপারে যার অপরাধবোধ রয়েছে এবং যৌনমিলনের ব্যাপারে সে অন্যের ওপর অধিকার খাটাতে চায়। সে কারণে সে তার জীবনের ওপর থেকে উইলিয়ামসনের যৌনবিষয়ক স্বপ্নরাজ্যের প্রভাবকে আলাদা করে ফেলবে।

উইলিয়ামসনের সঙ্গে তার সম্পর্ককে জুডিথ খুবই নগণ্য ঘটনা হিসেবে দেখতে চায়। এছাড়া তার যৌনজীবন, বিয়ে এবং সন্তানেরা হল তার একান্তই ব্যক্তিগত বিষয়। সুতরাং চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে তার কোনো দ্বিধা নেই। আর এক্ষেত্রে তাকে প্ররোচিত করে অন্যকেউ নয় তারই পোষা বিড়াল।

একদিন জুডিথ আবিষ্কার করে তার বিড়াল বাচ্চা দিয়েছে। সে বাচ্চা দেখে খুবই খুশি হয়, কারণ বিড়ালটা তার বাদামি ডোরাকাটা বাচ্চাদেরকে চেটে দিচ্ছে, দুধ খাওয়াচ্ছে-এটা দেখতে তার খুব ভালোলাগে। বিকালে সে দেখতে পায় বিড়ালটা বাচ্চাদেরকে মুখে করে রুমের অন্যপাশে নিয়ে গেছে। তার অর্থ হচ্ছে সে আরও উষ্ণ ও আরামদায়ক জায়গা অনুসন্ধান করছে। কিন্তু মা বিড়ালটা মোটেও সন্তুষ্ট হতে পারছে না।

সে বারবার জায়গা বদল করছে। একবার ঘরের এপাশে আবার ঘরের অন্যপাশে। জুডিথ ঔৎসুক্য নিয়ে লক্ষ করে বিড়াল ও তার বাচ্চাদের। সে বিড়ালের ক্লান্তিহীন ও অনুসন্ধানী প্রকৃতির সঙ্গে নিজেকে শনাক্ত করতে শুরু করে।

সেই সন্ধ্যায় জুডিথ ও তার স্বামী ডিনার সেরে ফেলার পর বাচ্চারা ঘুমুতে চলে যায়। সে হঠাৎ বাড়ির দরজার সম্মুখে গাড়ির শব্দ শুনতে পায়। জানালা দিয়ে উঁকি মেরে দেখে জন ও বারবারা উইলিয়ামসন।

টেলিফোন না করে আসাটা একেবারেই পছন্দ করে না জুডিথ। তার ওপর এমন একটা সময় যখন বিড়াল ও তার বাচ্চারা তার মস্তিস্ক আচ্ছন্ন করে রেখেছে। সে আজ সারা বিকেল তার বিড়ালের সঙ্গে কাটিয়েছে এবং অনুভব করেছে নিজের পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে বসবাস করার প্রয়োজনীয়তা। উইলিয়ামসনকে তার এখন অবাঞ্ছিত মনে হল।

জোর করে জুডিথ মুখে হাসি ফুটিয়ে তাদেরকে অভ্যর্থনা জানাল। কফি পরিবেশন করল, তারপর সে এবং তার স্বামী জন ও বারবারাকে নিয়ে বসল লিভিংরুমে। বারবারা বলল তারা শহরে গিয়েছিল সামান্য কিছু কেনাকাটা করতে। স্যান্ডস্টোনে ফেরার সময় তাদের সঙ্গে দেখা করতে কিছুক্ষণের জন্য থেমেছে। তারা কথা বলতে শুরু করল। জন অভিযোগ করল গত এক সপ্তাহে জুডিথকে স্যান্ডস্টোনে দেখা যায়নি। জুডিথ জানায়,তার বিড়ালের বাচ্চা হয়েছে। তখনি তার সামনে এসে দাঁড়াল তার বিড়াল যার দাঁতের মাঝখানে একটা রক্তাক্ত ইঁদুর।

জুডিথ লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল এবং প্রত্যেকের মনোযোগ আকর্ষণ করল তার বিড়ালের প্রতি। বিড়ালটা দাঁড়িয়ে ছিল ফায়ারপ্লেসের কাছে। সে সারা বিকেল ধরে লক্ষ করা যাবতীয় ঘটনা তাদেরকে বলে যেতে থাকে, বিশেষ করে বাচ্চার জন্য অধিক আরামদায়ক স্থানের সন্ধানে বিড়ালের ঘনঘন স্থান পরিবর্তনের কথা। এই ছোট কাহিনীটা জুডিথের জন্য একটা প্রতীকী অর্থ বহন করে। কিন্তু উইলিয়ামসন আগ্রহের সঙ্গে এই কাহিনীটা জুডিথের সঙ্গে উপভোগ করতে পারে না। জন ও বারবারা দুজনেই চুপ করে থাকে। জুডিথ বিব্রতবোধ করে এবং ভেতরে ভেতরে খুবই ক্রুদ্ধ হয়। তারপর অবশ্য সে এই ভেবে ক্ষান্ত হয় যে সন্তানহীন এই দম্পতির এ ধরনের মায়া-মমতা না থাকাটাই স্বাভাবিক। সে তার স্বামী বুল্লারোকে বলে উইলিয়ামসনের সঙ্গে তার সমস্ত সম্পর্কই শেষ হয়ে গেছে। সে এখন এই এলাকা পরিত্যাগ করতে চায় এবং ছিন্ন করতে চায় স্যান্ডস্টোনের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক।

অন্য সময় হলে জন বুল্লারো তার স্ত্রীর প্রস্তাব সঙ্গে সঙ্গে লুফে নিত এবং পরিবারিক জীবন নিজের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসত। কিন্তু এখন সে জুডিথের প্রস্তাবে ইতস্তত করে এবং জানায় এখনই সে এ স্থান পরিত্যাগ করতে আগ্রহী নায়। সে জানায় যে, শেষপর্যন্ত সে এই জায়গার সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিয়েছে, উপভোগ করছে বহু মানুষের সঙ্গ, গড়ে তুলছে বিশ্বাসযোগ্য একটা বন্ধুত্বের সম্পর্ক জন উইলিয়ামসনের সঙ্গে।

যাহোক খোলাখুলিভাবে স্বীকার না করলেও বুল্লারোই তার আকাঙ্ক্ষাকে তৃপ্ত করেছিল। এখন উইলিয়ামসন নিজেকে সরিয়ে নেওয়ায় তার অহঙ্কারে আঘাত লেগেছে। সে ভাবে এখন তার অবশ্যই যাতনা ভোগ করা উচিত যেমন সে অনুভব করেছিল।

দীর্ঘদিন আগে কেবিনের ফায়ারপ্লেসের সামনে সে জনের সঙ্গে যৌনমিলন সম্পন্ন করেছিল। সেই রাত্রিটা স্মৃতিতে আজও জ্বলজ্বল করে বুল্লারোর যা তাদের জীবনের গতিকেই বদলে দিয়েছিল।

তবে বুল্লারো তার স্ত্রীর বেদনা অনুভব করতে পারে এবং সে তা উপেক্ষা করতে চায় না। বরং সে উপেক্ষা করতে চায় সেইসব ঘটনাকে যা তাকে উইলিয়ামসনের পৃথিবীতে টেনে এনেছিল। সে আরও জানত যে তার স্ত্রীর ধারাবাহিক বেদনাই শুধু পারে পুনরায় তাদের বিয়ের বন্ধনকে দৃঢ় করতে, যা সে ধ্বংস করতে চায় না, কারণ তাদের দুটো সন্তান রয়েছে এবং তারা দুজনেই তাদেরকে ভালোবাসে।

জন ও বারবারা যেদিন এসেছিল তার পরদিন থেকেই জুডিথের ভেতরে বিষণ্ণতার লক্ষণ ফুটে উঠেতে থাকে। বুল্লারো অফিস থেকে ফিরে দেখে সারা বিকেল সে মদ্যপান করেছে, রাত্রিবেলা তাকে বিছানায় নিঃসঙ্গ ও দূরবর্তী মনে হয়। কখনও কখনও মনে হয় বিরক্তিকর এবং যৌনমিলনে অনাগ্রহী। একরাতে বুল্লারো তাকে যৌনমিলনের প্রস্তাব দিলে সে হিস্টিরিয়াগ্রস্ত রোগীর মতো হঠাৎ করেই এতজোরে চিৎকার করে ওঠে যে বাচ্চাদের ঘুম ভেঙে যায়। পরদিন সকালে অঙ্গীকার করে সে একজন থেরাপিস্ট-এর সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা করবে। সে আবার টোপাঙ্গা ক্যানিয়ন পরিত্যাগ করার প্রস্তাব দেয় এবং বুল্লারো স্বীকার করে যে এটাই হচ্ছে সঠিক সময়। সুতরাং কয়েকদিনের ভেতরে তারা জিনিসপত্র গোছাতে শুরু করে এবং দ্রুত প্রস্তুতি গ্রহণ করে শহরতলির উডল্যান্ড হিলের বাড়িতে ফিরে যাবার।

উডল্যান্ড হিলের বাড়ি ভাড়া দেওয়া হয়েছিল এবং চুক্তি অনুযায়ী তখনও তা শেষ হয়নি। ফলে তাদেরকে অল্পদিনের জন্য অন্য বাড়ি ভাড়া করতে হবে। বিস্ময়করভাবে তারা দ্রুত একটা বাড়ি পেয়ে যায়। নিজেদের বাড়ি থেকে ছোট হলেও বাড়িটা অস্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য খুবই সুন্দর। বাড়ির চারপাশে প্রচুর গাছপালা, রাস্তা খুবই মসৃণ। আর টোপাঙ্গা ক্যানিয়নের রাস্তাগুলি ছিল ধূলায় ভরা। এখান থেকে বুল্লারোর অফিস খুবই কাছে। জুডিথও এখন সক্রিয় হতে চায়। বিশেষ করে বাচ্চারা যখন স্কুলে থাকে। সে কাছাকাছি এক হাসপাতালে দিনের বেলায় নার্সের চাকরি পায়। রাতের বেলা সাধারণত বাচ্চাদেরকে সঙ্গে নিয়ে তারা খাবার খায় এবং মাঝে মাঝে বাইরে খেতে যায়। রাতের খাবার পর গান কোনো, বই পড়া বা টেলিভিশন দেখার চেয়ে তারা তাড়াতাড়ি বিছানায় যায় কিন্তু জুডিথ শারীরিকভাবে মিলিত হতে চায় না।

বুল্লারো প্রত্যাখ্যাত হলেও জুডিথের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে ওঠে। সে বুঝতে পারে উইলিয়ামসনের সঙ্গে তার সম্পর্কের ভাঙনই এর অন্যতম কারণ। সে জানে একটু সময় পার হলেই সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে। সে বিশ্বাস করে নিজেদের বাড়িতে গুছিয়ে বসার পর এবং শহরতলির এই জীবনের সঙ্গে পুনরায় ভালোভাবে মানিয়ে নেওয়া যখন সম্ভব হবে তখন জুডিথও সহজ হয়ে আসবে। কিন্তু বাড়িতে উঠে আসার পর জুডিথ বিস্মিত করে বুল্লারোকে এই বলে যে তাকে একা থাকতে দেওয়া হোক। বুল্লারোও তাকে অধিক সময় দেয় তার অনিশ্চিত আবেগগুলির সঙ্গে বোঝাপড়া করার।

জুডিথের অনুরোধে বিচলিত হওয়া সত্তেও কিছুদিন পর বুল্লারো নিজের জন্য একটা আলাদা অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া করে। কিন্তু জুডিথের জন্য সে কিছু একটা করতে চায় যার

সাহয্যে তাদের সম্পর্কের ঐক্যটা উপস্থাপন করা সম্ভব হবে। জুডিথও সেই লক্ষ্যে পৌছাতে চাইছে। কিন্তু তা সম্ভব হচ্ছে না। জুডিথ এখন মদ্যপান করে না, নিয়মিত থেরাপিস্ট-এর সঙ্গে দেখা করে, তাকে বেশ পরিশ্রমী ও সময়ানুগ মনে হয়, বিশেষ করে চাকরির ব্যাপারে। বুল্লারোর অ্যাপার্টমেন্টটা কাছাকাছি শহর এনসিনোতে। গাড়ি চালিয়ে সে তার সন্তানদের কাছে দ্রুত পৌছাতে পারে। সপ্তাহে অন্তত দুটি সন্ধ্যা সে তাদেরকে বাইরে ডিনার খেতে নিয়ে যায় অথবা নিয়ে যায় তার অ্যাপার্টমেন্টে। প্রতিদিন জুডিথের সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলে কিন্তু তখনও সে ফিরে যাওয়ার কোনো প্রস্তুতি নেয়নি।

অ্যাপার্টমেন্ট থেকে অফিসে যাওয়া ও ফেরার পথে সে তার বাড়ির পাশ দিয়ে গাড়ি চালিয়ে যেত। সে ভাবত জুডিথ হয়তো কোনো সময় তাকে দেখতে পাবে। ভাববে সে বাড়ি থেকে দূরে থেকেও তাদের কথা ভোলেনি এবং এটা তার আন্তরিকতারও একটা প্রমাণ। তবে একটা ভয়ও ছিল যে, সে এখন স্বাধীনভাবে যে কোন পুরুষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সময় কাটাতে পারে।

কিছুদিন পর বুল্লারো লক্ষ করে তার বাড়ির সামনে একটা নীলরঙের পন্টিয়াক গাড়ি পার্ক করা থাকে। সে জানে এটা উইলিয়ামসনের নয়, এমনকি তার চেনা কারও নয় এটা। কখনো কখনো সে সকালবেলা গাড়িটাকে পার্ক করা অবস্থায় দেখতে পায় এবং সন্ধ্যেয় গাড়িটা থাকে না কিন্তু অনেক রাত্রে গাড়িটা আবার ফিরে আসে যখন বাচ্চারা ঘুমিয়ে পড়ে। কয়েকদিন পর্যবেক্ষণ করার পর এবং দুচিন্তাকে চেপে রাখতে না পেরে সে জুডিথের মুখোমুখি হয় এবং অন্য লোকের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলার অভিযোগ করে। জুডিথ শান্তভাবেই তাকে নিশ্চিত করে যে তার সন্দেহ সত্য।

বুল্লারো মুহূর্তেই রাগন্বিত হয়ে ওঠে এবং প্রায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলার জোগাড় হয়। নিজেকে তার প্রতারিত, অপমানিত ও নির্বোধ মনে হতে থাকে। সে জানতে চায় লোকটা কে। জুডিথ শুধুই জানায় লোকটার সঙ্গে তার সম্প্রতি পরিচয় হয়েছে। বুল্লারো বলে, লোকটার সঙ্গে তার আর দেখা করা উচিত নয়। জুডিথ জবাব দেয়, এরকম কোনো প্রতিজ্ঞা সে কখনও করেনি। বুল্লারো আবার বলে, এসব বন্ধ না করলে সে বাচ্চাদের তার কাছে নিয়ে যাবে। জুডিথ জবাব দেয় সে এসবের অংশ নয়। যখন বুল্লারো তাকে আইনের আশ্রয় নেবার হুমকি দেয় তখন সে কোনো জবাব দেয় না।

পরবর্তী অনেকগুলি সন্ধ্যা বুল্লারো দেখতে পেল পন্টিয়াকটা যথারীতি দাঁড়িয়ে আছে। এক সন্ধ্যায় সে গাড়ি থামিয়ে দরজায় নক করে এবং লোকটির মুখোমুখি হয়। কিন্তু সে কোনো অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটায় না। সে গাড়ির নম্বরটা টুকে নেয় এবং তার লোকজনের মারফত খবর নিয়ে সে শুধু গাড়ির মালিক সম্পর্কেই জানে না সে তার ব্যাক্তিগত জীবনেরও সবকিছু জেনে ফেলে। বুল্লারো আরও জেনে ফেলে লোকটা অসম্ভব মদ্যপায়ী, দীর্ঘদিন বেকার জীবন যাপনের ইতিহাস রয়েছে তার এবং সে প্রায়ই এক জায়গা থেকে অন্যজায়গায় উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়ায়। মোটকথা, তাকে ভবঘুরে বলা যায় এবং একবার পুলিশ তাকে গ্রেফতার করেছিল অন্যকে আক্রমণ ও হুমকির অভিযোগে।

বুল্লারো যখন জুডিথকে জানায়, সে লোকটা সম্পর্কে কী কী আবিষ্কার করেছে তখন জুডিথ তার ওপর খুবই ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে এবং অন্যের ব্যাক্তিগত জীবন নিয়ে নাড়াচাড়া

করার জন্য তার নিন্দা করে এবং জানায়, সে সবকিছু জানে। লোকটা নিজেই তাকে এসব জানিয়েছে। সে তার স্বামীকে আরও জানায়, সে তার নিজের ইচ্ছামতো চলতে চায়। সে চায় তার বৈবাহিক জীবনের একটা অবসান। সে স্বাধীন হতে চায়। সে চায় না স্বামী নামক কোনো ব্যক্তির কাছে কোনোকিছুর জন্য কৈফিয়ৎ দিতে। সন্তান দেখাশোনা করবে তবে কোনো বাধ্যবাধকতা নেই, চাকরি করতেও সে বাধ্য নয়। জুডিথ চলে গিয়েছিল, সম্ভবত সেই শহর ছেড়ে চলে গিয়েছিল অন্য কোনো শহরে তার প্রেমিকের সঙ্গে নতুন জীবন শুরু করতে।

জুডিথ বলেছিল, দ্রুত সে অন্যকোনো লোকের সঙ্গে জড়িয়ে পড়তে পারে। বুল্লারো তা বিশ্বাস করেনি। কারণ ঘন ঘন পুরুষ বদলনোর মতো মেয়ে সে নয়। অন্তত এরকম চরিত্রের পরিচয় তার আগে কখনও প্রকাশ পায়নি। তারপরও সে মীমাংসার সমস্ত আশা পরিত্যাগ করে এবং সিদ্ধান্ত নেয় বৈধ বিবাহ-বিচ্ছেদের। সে বাচ্চাদের ভরণ-পোষণের খরচ দিতে সম্মত হয়। সপ্তাহের নির্দিষ্ট কিছুদিনে বুল্লারো বাচ্চাদের সঙ্গে দেখা করতে আসবে এ-ব্যাপারে জুডিথ রাজি হয় এবং প্রতিজ্ঞা করে সে তার কোনো পুরুষ বন্ধুকে রাতের বেলা বাড়িতে থাকার অনুমতি দেবে না।

পরববর্তী দিনগুলিতে বুল্লারো ও জুডিথ নিয়মিত একে অন্যের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ চালু রাখল, যদিও এর স্থায়িত্ব খুবই অল্প সময়, যখন সে বাচ্চাদের সঙ্গে দেখা করতে আসত। জুডিথকে দেখে মনে হয় সে বিচ্ছেদের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে চেষ্টা করছে। সে তার আবেগকে আগের চেয়ে অধিক নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হয়েছে, যদিও তার প্রেমিক এখন তার সঙ্গে নিয়মিত দেখা-সাক্ষাৎ করছে না এবং এজন্য তার মধ্যে ন্যূনতম অনুশোচনাও নেই। প্রকৃতঅর্থে সে তখন একের অধিক পুরুষের সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে সময় কাটাচ্ছে এবং নতুন একজন বন্ধু জুটেছে তার কর্মস্থল হাসপাতালে। যদিও জুডিথ তার জীবন নিয়ে পুরোপুরি সুখী নয় কিন্তু একটা তৃপ্তি তার আছে এবং তা হল, সে তার স্বামীর মনে কোনো সন্দেহ রেখে যায়নি। সে তাকে সত্য কথা বলেছে, যা বুল্লারোর জীবনেও সত্য।

বিবাহ-বিচ্ছেদের পর বুল্লারো ভয়ানক হতাশায় ভুগছে। বহু নারীর সঙ্গে অন্তরঙ্গ সময় কাটালেও বেশিক্ষণ তাদেরকে ভালো লাগেনি। যদিও দুবার স্যান্ডোস্টনের পার্টিতে অংশ নেবার জন্য উইলিয়ামসনের আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছিল এবং একবার সপ্তাহ শেষের ছুটিতে বাইরে বেড়াতে গিয়েছিল একদল আকর্ষণীয় নারীর সঙ্গে, তারপরও মনে হয় সে সবকিছুর বাইরে এবং অতৃপ্ত। বুল্লারো ভাবে জুডিথকে পাওয়া আর সম্ভব নয়, সে আকাঙ্ক্ষার যোগ্য, কিন্তু তার সঙ্গে পুনরায় সম্পর্ক গড়ে তোলা আর সম্ভব নয়।

চাকরির ওপর বুল্লারো বিরক্ত হয়ে উঠল, যা আগে কখনও হয়নি। নিউ ইয়র্ক লাইফ ইনসুরেন্সে এক দশক কাটানোর পর তার মনে হল চাকরি থেকে তার সরে দাঁড়ানো উচিত। তার কাছে এখন যে-পরিমাণ অর্থ আছে তা দিয়ে এক বছর চাকরি ছাড়াই চলে যাবে। সুতরাং ভেতরে ভেতরে সে চাকরি ছাড়ার শক্তি সঞ্চয় করে।

সে চায় গাড়ি চালিয়ে মরুভূমিতে দীর্ঘভ্রমণে যেতে। দীর্ঘসময় মরুভূমির নির্জনতায় একা কাটাত। সে একটা উপন্যাস লেখারও চেষ্টা করতে চায়, যদিও তা হবে আত্মজীবনীমূলক, তার বিয়ের কাহিনী, অতীতে সে যখন অফিস ও স্যান্ডস্টোনের

মাঝখানে সামনে-পেছনে আন্দোলিত হয়েছে, যখন তার স্ত্রী অন্য পুরুষের সঙ্গে লেপটে আছে, তখন সে প্রতিদিন নোট রাখত, অনেকটা ডায়েরির আকারে—তাতে বর্ণনা করা হয়েছে তার ধারণা এবং অসংখ্য প্রশ্নের সম্ভাব্য উত্তর এবং কী ঘটেছে তার চারপাশে এবং ভেতরে।

ডায়েরিটা ছিল সচেতনভাবে উৎপন্ন একটা বিশুদ্ধ অভিজ্ঞতা, কিন্তু বর্তমানে সে নোটগুলি পর্যালোচনা করে অপমানে সংকুচিত হয়ে ওঠে। হতাশা থেকে রক্ষা পাওয়ার পরিবর্তে এগুলো পড়ে সে আরও বেদনার্ত হয় ইনসুরেন্স কোম্পানির সম্মেলনে বারবারার সঙ্গে তার প্রথম যৌনমিলন পামস্প্রিং-এ, সমস্যার সমাধানকারী হিসেবে জন উইলিয়ামসনের আবির্ভাব, উইলিয়ামসনের বাড়িতে সন্ধ্যায় নগ্ন সমাবেশ এবং সেইসব মাসগুলির বর্ণনা যখন সে যৌনতার ব্যাপারে ক্রমশ স্বাধীন হয়ে উঠছে এবং বর্তমানের ধ্বংস ও বিশৃঙ্খলা। পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও পরিবর্তনের ভেতরেই উৎসর্গীত হয়েছে তার জীবন। সে কল্পনা করতে চেষ্টা করে যে ওরালিয়া, গেইল ও আরলিন গফের কাছে যখন সে তৃপ্তি পেয়েছে এবং তারা তার কাছে সহজলভ্য ছিল তখন জুডিথকে স্যান্ডস্টোনের সেই সন্ধ্যায় না নেওয়াটাই ছিল উত্তম। কিন্তু সে আবার ভাবে ফলাফল একই হত যদি সে উইলিয়ামসনের প্রথাগত বিয়ের বন্ধন ভেঙে ফেলার মতাদর্শের বিরোধিতা করত। তবে এটা ছিল বুল্লারোর জন্য খুবই বেদনাদায়ক যখন সে দেখত জুডিথ অন্য পুরুষের আহ্বানে সাড়া দিচ্ছে। ডায়েরি পড়ে বুল্লারো আরও হতাশ হয়। তার আবেগগুলি নিয়ন্ত্রণহীনভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে। সে ছিল তখন নিঃসঙ্গ, চাকরিহীন এবং কোনোদিকেই সে কোনো আশার আলো দেখতে পায় না।

অনেকগুলি মাস পেরিয়ে যায়। বুল্লারো ছেলেমেয়েদের সঙ্গে নিয়মিত দেখা-সাক্ষাৎ করে যেতে থাকে। কিন্তু তার সমস্ত কাজকর্মে উদ্দেশ্যহীনতা প্রকাশ পেতে থাকে, বিশেষ করে যখন সে আরলিন গফের মৃত্যুসংবাদ শোনে, যার সঙ্গে সে অল্প কিছুদিন যৌনমিলন উপভোগ করেছিল। জানা যায় জুডিথের মতো সেও উইলিয়ামসনের দল থেকে ঝরে পড়েছিল। খবরের কাগজে আরলিনের মৃত্যুসংবাদ ছাপা হয়। তাতে লেখা হয়, শরীরে একটা বুলেটসহ তার মৃত অবস্থায় পাওয়া যায় তার বিছানায়। পুলিশ তার পাশে তার প্রেমিককেও মৃত অবস্থায় আবিস্কার করে। সে লস এঞ্জেলেসে *টাইমস* পত্রিকার একজন রিপোর্টার। বয়সে যুবক। নিচতলায় একটা টেবিলের ওপর সম্প্রতি গুলি ছোড়া হয়েছে এরকম একটা .৩৮ ক্যালিবারের পিস্তল পাওয়া গেছে। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে পুলিশ দ্বৈত খুনের অভিযোগে আরলিন গফের ষোলো বছর বয়সী ছেলেকে গ্রেফতার করে।

সন্ধ্যার একটু আগে পাহাড়ের পেছনে সূর্য ডুবে গেছে। কয়েক ডজন গাড়ি পাহাড়ি রাস্তা ধরে এগিয়ে চলেছে স্যান্ডস্টোনের দিকে। স্টেশন ওয়াগন, সেডান, ভক্সওয়াগন বাস ও টয়োটার মিছিল চলেছে।

প্রধান বাড়িতে প্রবেশের আগে পরিদর্শকরা দেখতে পায় পরিবারের সদস্যরা আগেভাগে আসা অতিথিদের সঙ্গে গল্প করছে, প্রত্যেকের হাতেই মদের গ্লাস। ফায়ারপ্লেসের আলোর শিখা উঁচু হয়ে উঠেছে। রুমের মাঝখানে অনুসারীদের দ্বারা পরিবেষ্টিত অবস্থায় নগ্ন হয়ে বসে আছে এই সম্রাজ্যের সম্রাট।

জন উইলিয়ামসন পরিচিত অতিথিদের দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকায় এবং সামান্য হাসে, কিন্তু কেউ তার কাছে আসে না যতক্ষণ বারবারা তাদেরকে ভেতরে আসার অনুমতি না দেয়। বারবারা দাঁড়িয়ে আছে নিবন্ধিকরণ টেবিলের পেছনে কলম হাতে নিয়ে। সে শুধুই পরেছে সোনার রিমের একটা চশমা এবং তার দৃঢ় চিবুকের নিচে প্রস্ফুটিত হয়ে আছে তার নধর শরীর।

দ্বার-রক্ষকের এই চাকরি নিয়ে বারবারা মোটেই সুখী ছিল না। স্যান্ডস্টোনের ফাস্টলেডি হিসেবে সে মনে করে তার মর্যাদাসম্পন্ন অবস্থানে থাকা উচিত। তবে কিছু কিছু কাজে তার মতো দক্ষতা আর কেউ অর্জন করতে পারেনি। যেমন, সে কৌশলে সদস্য নয় এমন লোকদের প্রধান হাউজে প্রবেশ করা থেকে বিরত রাখতে পারে, যারা চাঁদা পরিশোধ করেনি এমন সদস্যদের প্রবেশে বাধা দিতে পারে, আরও বাধা দিতে পারে যারা বিপরীত লিঙ্গের সঙ্গী নিয়ে আসেনি অথবা অস্থায়ীভাবে যাদেরকে সাসপেন্ড করা হয়েছে ক্লাবের কোনো নিয়ম ভঙ্গ করার কারণে। বারবারা দরজায় কোনো ধরনের ঝামেলা ছাড়াই সব সমস্যা মেটাতে সক্ষম। তার আচরণ খুবই ভদ্র এবং সে মিথ্যাকথাও চমৎকার করে বলতে পারে। তোষামোদেও সে পটু, ফলে কাউকেই সে অসন্তুষ্ট করে না। একবার ক্যানিয়নের রাস্তায় গাড়ি চালানোর সময় সে দেখতে পায় রাস্তার পাশে এক লোক এক নারীকে টানাহেঁচড়া করছে তাকে ধর্ষণ করার জন্য। বারবারা রাস্তায় পাশে গাড়ি থামিয়ে প্রায় লাফিয়ে নামে এবং লোকটির কাছে গিয়ে চিৎকার করে বলে, 'তাকে ছেড়ে দাও। তুমি যদি সত্যি সাত্যিই কাউকে করতে চাও তাহলে আমাকে করতে পারো।' লোকটা বিস্মিত হয়, ভয় পায় এবং দ্রুত পালিয়ে যায়।

যাহোক বারবারার ভেতরে পুরুষালি বৈশিষ্ট্য থাকলেও তার নারীসুলভ আচরণও মনোমুগ্ধকর। নারীসঙ্গী ছাড়া কিছু পছন্দের পুরুষ স্যান্ডস্টোনে নিয়মিত আসা-যাওয়া করত এবং তারা ছিল সবাই অনারারি সদস্য। তাদের মেধা ও বুদ্ধিবৃত্তির প্রতি প্রত্যেক

সদস্যেরই আগ্রহ ছিল প্রচুর। তারা এসব বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে আনন্দের সঙ্গ উপভোগ করত।

কোনো কোনো সন্ধ্যায় তারা একত্রিত হত ফায়ারপ্লেসের চারপাশে এবং কথাবার্তা বলত। কখনও থাকত পোশাক পরা অবস্থায় কখনও নগ্ন। এদের ভেতরে একজন ছিলেন বৃটিশ জীববিজ্ঞানী এ্যালেক্স কমফোর্ট যিনি পরবর্তীকালে *দ্য জয় অব সেক্স* নামে একটা গ্রন্থ রচনা করেছিলেন; ছিলেন মনোবিজ্ঞানী এবং লেখক ফিল্লিস ও এবারহার্ড ক্রোনহাউসেন, যারা সানফ্রানসিসকো-তে উত্তেজক চিত্রকলার জাদুঘর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং তাতে দান করেছিলেন নিজেদের উত্তেজক ছবির এক বিশাল সংগ্রহ। বিয়ে-সংক্রান্ত কাউন্সেলর উইলিয়াম হার্টম্যান ও মেরিলিন ফিদিয়ান মাস্টারস ও জনসনের উদ্ধৃতি দিয়েছেন পশ্চিমের তীরবর্তী এলাকায় দীর্ঘ সময় ধরে। *নিউ ইয়র্ক পোস্টের* কলামিস্ট ম্যাক্স লার্নার কলাম লিখেছেন স্যান্ডস্টোনের ওপর। এদের ভেতরে আরও ছিল লস এঞ্জেলসের এক ফুটবল-তারকা যে পরবর্তীকালে কবি হিসেবে পরিচিতি পেয়েছিল এবং আরও ছিলেন কবি ও অভিনেতা বারনি কেসি, প্রাক্তন র‍্যান্ড করপোরেশনের কর্মকর্তা ডানিয়েল এলসবার্গ ও এ্যান্থোলি রুশো, নারীবাদী চিত্রকর বেটি ডডসন, যার আঁকা যৌনবিষয়ক ছবি নিউইর্য়কের উইকারস্যাম গ্যালারিতে প্রদর্শিত হয়েছিল এবং এসব ছবি প্রচুর দর্শককে টেনেছিল *গ্রোভ প্রেসের* সম্পাদক কেন্ট ক্যারোল স্যান্ডস্টোনের ওপর একটা ডকুমেন্টারি ছবি তৈরি করে তা বিতরণের পরিকল্পনাও করেছিল, বিজ্ঞানবিষয়ক লেখক এবং মাস্টারস এন্ড জনসনের বন্ধু এডোয়ার্ড এম ব্রিচার, লস এঞ্জেলেস *ফ্রি প্রেসের* সম্পাদক ও প্রকাশক আর্ট কুনকিন ও যৌন সাহিত্যের প্রকাশক মারভিন মিলার।

লাল কার্পেট পাতা ফ্লোরে নেমে আসার পর অতিথিরা একটা আধা-অন্ধকারময় ঘরে প্রবেশ করে। ঘরটা বিশাল। মেঝেতে পাতা কুশনগুলি ফায়ারপ্লেসের কমলা রঙের আলোতে ভেসে যাচ্ছে। তারা দেখতে পায় অসংখ্য মুখের ছায়া, আলিঙ্গনাবদ্ধ শরীর, অসংখ্য গোলাকার স্তন এবং তার ওপর নড়াচড়া করতে থাকা আঙুলগুলি, আন্দোলিত পাছা, চকচক করতে থাকা পিঠ ও পশ্চাৎদেশ, কাঁধ, স্তনের বোঁটা, নাভি, বালিশের ওপর ছড়িয়ে থাকা দীর্ঘ সোনালি চুল, মোটা মোটা হাতগুলি খামচে ধরেছে নরম সাদা পাছা, খাড়া হয়ে থাকা একটা লিঙ্গের ওপর উবু হয়ে আছে একজন নারী, পরমানন্দের দীর্ঘশ্বাস ও কান্নার শব্দ, সঙ্গমরত শরীরের চামড়ায় মৃদু চড়-থাপ্পড় ও চাটাচাটির শব্দ, হাসি, আনন্দমিশ্রিত গুঞ্জন ও চিৎকার ধ্বনি, স্টেরিও থেকে ভেসে আসা গান এবং সেইসঙ্গে ফায়ারপ্লেসে কাঠ পোড়ার শব্দ।

ঘরের অন্ধকার চোখ সয়ে আসার পর দর্শকরা আরও পরিষ্কারভাবে দেখতে পায় বিভিন্নরকম আকার ও আকৃতির শরীর, বিভিন্নরকম রঙ, লাবণ্য ও আকর্ষণ কিছু কিছু দম্পতি গোল হয়ে পা মুড়ে বসে আছে, আয়েশ করে বসে গল্প করছে স্বস্তির সঙ্গে। মনে হয় তারা সি-বিচে পিকনিক করতে এসেছে। অন্যেরা জড়াজড়ি করে আছে বিভিন্ন ভঙ্গিতে। নারীরা পুরুষের কোলে পা ঝুলিয়ে বসে আছে, দম্পতিরা কেউ কেউ শুয়ে আছে পাশাপাশি, কোথাও দেখা যাচ্ছে নগ্ন নারী শোয়া অবস্থায় দুই পা তুলে দিয়েছে তার পুরুষ সঙ্গীর কাঁধের ওপর। কাছাকাছি একজন নারী তার নিশ্বাস বন্ধ করে রেখেছে,

তারপর তা ছেড়ে দিয়ে হাঁপাচ্ছে, যেভাবে পুরুষটা হাঁপাচ্ছে তার যোনিতে বীর্য ফেলতে ফেলতে, কাছাকাছি অন্য নারী সেই ধ্বনির উত্তর দিতে গিয়ে দ্রুত কোমর নাচিয়ে নিজের রাগমোচনকে দ্রুত করছে, তার শরীরের চামড়ায় ঢেউ উঠছে এবং মুখমণ্ডল বিকৃত হয়ে যাচ্ছে।

ঘরের এককোণে নগ্ন হয়ে ডিসকো ডান্সাররা নেচে চলেছে। রুমের অন্যদিকে একটা টেবিলের ওপর চিৎ হয়ে এক নগ্ন নারী শুয়ে আছে। তাকে ঘিরে পাঁচজন পুরুষ ক্রমাগত তার শরীরে তেল মালিশ করছে এবং একই সঙ্গে চটকে চটকে আদর করছে তার পুরো শরীর। ঠিক সেসময় একজন বলিষ্ঠ লোক ধীরে ধীরে টেবিলের কাছে এগিয়ে আসছে নারীর খোলা উরুর মাঝখানে জিভ দিয়ে তার যোনি আদর করতে।

কোথাও দেখা যাচ্ছে তিনজনের একটি দল যৌনক্রিয়ার ব্যাস্ত, আবার দেখা যাচ্ছে চারজন একসঙ্গে উপভোগ করছে পরস্পরের শরীর ও যৌনাঙ্গ। কিছু উভকামীও রয়েছে। মনে হচ্ছে এরা সব নগ্ন মডেল। শরীরে সাঁতারুর দ্রুততা, উল্কিআঁকা বাহু, হাঁটুতে বালা, কোমরে সোনার চেইন, তাগড়া লিঙ্গ, নারীর কোঁকড়ানো যৌনকেশ সুন্দর ঝোপের মতো কিন্তু চমৎকার করে ছাঁটা। কারো কারো কালো কুচকুচে, কারোটা লাল রঙের এবং কারোটা সোনালি রঙের।

গোঁড়া আমেরিকানরা এতদিন কোনোকিছুই বাইরে প্রকাশ করেনি সেন্সরের ভয়ে। তারা তাদের যাবতীয় আকাঙ্ক্ষা লুকিয়ে রেখেছিল তাদের বেডরুমের দরজার পেছনে। কখনও তারা বয়স্কদের সামনে তা প্রদর্শন করেনি। স্যান্ডস্টোন হল সেই জায়গা যেখানে প্রথম একজন পুরুষ অন্য পুরুষের উত্থিত লিঙ্গ দেখছে এবং ঘুরেফিরে বহু দম্পতি একজন আরেকজনের দ্বারা বহুবার উত্তেজিত হচ্ছে। শিহরিত হচ্ছে, আনন্দিত হচ্ছে, অথবা বেদনার্ত হচ্ছে তার সঙ্গীকে অনেক নতুন নারী বা পুরুষের সঙ্গে সঙ্গমরত অবস্থায় দেখে। এরকম এক সন্ধ্যায় জন উইলিয়ামসন দেখেছিল বারবারার শরীর ও যৌনাঙ্গ উপভোগ করেছে সুদর্শন ও স্বাস্থ্যবান এক কালো পুরুষ।

প্রায়ই নগ্ন জীববিজ্ঞানী এ্যালেক্স কমফোর্ট এরকম সন্ধ্যায় ঘুরে ঘুরে স্যান্ডস্টোনের সদস্যদের যৌনমিলন উপভোগ করতেন। মনোযোগের সঙ্গে পর্যবেক্ষণ করতেন যৌনমিলনে মগ্ন দম্পতিদের এবং পরস্পরের যৌন উন্মাদনা ও বাসনা পূরণের আকাঙ্ক্ষা। উৎসাহ দিতেন তাদের যৌনমিলনে এবং কখনও কখনও উৎফুল্ল হয়ে আঁকড়ে ধরতেন তাদের শরীর, চুম্বন করতেন শরীরের যত্রতত্র। ফলে সেই দম্পতির আনন্দ আরও বৃদ্ধি পেত এবং কখনও কখনও তারা শিহরিত হত।

কমফোর্ট নগ্ন নারী ও পুরুষের ভিড়ে খুবই উৎফুল্ল হয়ে উঠতেন। কাউকে কাউকে যৌনমিলনের আয়েশ দিতেও কুণ্ঠিত হতেন না। তবে তিনি আনাড়িদেরকে দলীয় নগ্নতা ও যৌনমিলনে সহায্য করতেন সবচেয়ে বেশি, বিশেষ করে যারা বিচলিত এবং ভীত। দলীয় যৌনমিলনেও উৎসাহ দিতেন তিনি। নিজ হাতে ম্যাসেজ করতেন নারীর সুগঠিত স্তন, উরু ও নিতম্ব।

যৌনশিক্ষার ব্যাপারে কমফোর্টের অনুমতিদায়ক দৃষ্টিভঙ্গি তাকে ইংল্যান্ডে বিতর্কিত চরিত্রে পরিণত করেছিল *দ্য জয় অব সেক্স* গ্রন্থ প্রকাশের আগে। ১৯৬৩ সালে প্রোফুমো

কলগার্ল কেলেঙ্কারি রক্ষণশীল সরকারকেও নাড়া দেয়। কমফোর্ট তখন জনসমক্ষে জন্মনিয়ন্ত্রণের পিল সম্পর্কে ওকালতি করছেন এবং একই সময়ে একজন স্কুল মিসট্রেস তার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনে যে, কমফোর্টের গবেষণামূলক গ্রন্থ পড়ে এক ছাত্র যৌনরোগে আক্রান্ত হয়েছে। কমফোর্ট এটা আবিষ্কার করে খুশি হন যে এটা একটা সংক্রামক ব্যাধির ঘটনা যা সে অন্যের কাছ থেকে অর্জন করেছে, যদিও সে তখন আদালত থেকে খুব বেশি দূরে নেই।

কমফোর্ট ১৯৭০ সালে ক্যালিফোর্ণিয়ার সান্তা বারবারায় আসার পর সেন্টার ফর দ্য স্টাডি অব ডেমোক্রেটিক ইনসটিটিউশনের সিনিয়র গবেষক পদে যোগ দেন। কমফোর্ট স্যান্ডাস্টোন সম্পর্কে অনেক কিছুই শুনেছিল এবং পরবর্তীতে সে ঐ ভূমি পরিদর্শন করে, যদিও সে ছিল একজন পরীক্ষিত নগ্নতাবাদী। সে ছিল ইংল্যান্ডের দিয়েজিনিস ন্যাচারি ক্লাব ও বোর্ডক্স-এর উত্তর-তীরবর্তী নির্জন এলাকায় অবস্থিত মন্ট এলিভেট আশ্রমের সদস্য। তবে স্যান্ডস্টোনের খোলামেলা যৌনতা দেখে সে তাৎক্ষণিকভাবে আকর্ষণ অনুভব করে, যা তাকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণের সুযোগ এনে দেয়। স্যান্ডস্টোন হল এমন একটা পরিবেশ যেখানে মানুষের যৌনমিলনকালীন আচরণগুলি উন্মুক্ত।

স্যান্ডস্টোনে তিনি দেখতে পান মনুষ্যশরীরের বহুমুখী আচরণ, শৃঙ্গারের বৈচিত্র্য ও সদগুণসম্পন্ন আগন্তুকের ভেতরে ভালোবাসা আদান-প্রদানের নিয়ম-কানুনহীন কর্মকাণ্ড। এখানে কমফোর্ট দেখতে পান এক লাজুক নারী, কিছুদিন আগেও যে স্বামীর সঙ্গে এখানে এসে পোশাক খুলতে লজ্জা পেয়েছিল এখন সে-ই অন্য এক পুরুষের সঙ্গে চিৎ হয়ে শুয়ে কোমর দোলাচ্ছে, আর লোকটাকে দেখে মনে হল সে একটা চমৎকার মাদিঘোড়ার ওপর আয়েশ করে চেপে বসেছে। কাছাকাছি তিনি দেখতে পায় হলিউডের এক প্রযোজকের সাদা পাছা ও রৌদ্রালোকে পোড়া পশ্চাৎদেশ, সে করুণা প্রার্থনার ভঙ্গিতে বসে আছে এক কর্তৃত্বশীল গৃহবধূর খোলা দুই ঊরুর মাঝখানে, আর নারীটি তাকে নির্দেশ দিচ্ছে।

ঘরের ভেতরে নেতানো লিঙ্গ নিয়ে বসে আছে কিছু পুরুষ। তাদেরকে দেখে মনে হয় তারা চিন্তিত। সম্ভবত তারা স্যান্ডস্টোনে প্রথম এসেছে এবং এত মানুষের উপস্থিতিতে লিঙ্গের উত্থান ধরে রাখতে সক্ষম নয়। শরীর প্রদর্শনকারী নারী ও পুরুষও রয়েছে এখানে। আবার কিছুকিছু মানুষ রয়েছে যৌনতার ব্যাপারে যাদের তেমন কোনো আগ্রহ নেই। যেমন দুজন মাঝবয়সী পুরুষ দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে বসে আছে, দুজন নারী তাদের লিঙ্গ চুষছে, আর তাদের কথাবার্তা শুনে মনে হচ্ছে, তারা ট্রাফিক জ্যামে আটকে যাওয়া দুজন ক্যাব ড্রাইভার।

এই ঘরের বহু দম্পতি মনোযোগ দিয়ে লক্ষ করছে নিজেদের বিস্ময়ের অগ্রগতি এবং তাদের কাছে স্যান্ডস্টোন পরিদর্শন হচ্ছে একটা শেখার অভিজ্ঞতা, একটা জীববিজ্ঞানের ক্লাস এবং সেই পদ্ধতিতে যৌনতা সম্পর্কে জ্ঞান বাড়ানোর একটা সুযোগ, যে পদ্ধতিতে যৌনতা ছাড়া মানুষ সবকিছুই শিখে থাকে; পর্যবেক্ষণ ও অন্য মানুষের সঙ্গে অন্তরঙ্গতার মাধ্যমে। কমফোর্ট বিশ্বাস করেন যৌনবিজ্ঞানীদের সেমিনার ও যৌনবিষয়ক ম্যানুয়েল থেকে মানুষ যা শেখে তার চেয়ে দ্রুত একজন মানুষ স্যান্ডস্টোনের পরিবেশে এক রাতে যৌনতা সম্পর্কে অনেক বেশি শিখে থাকে।

স্যান্ডস্টোনে মানুষ অন্য মানুষের বহু ধরনের কৌশল পর্যবেক্ষণ করে, শোনে মানুষ কীভাবে যৌন আহ্বানে সাড়া দেয়, দেখে মানুষের মুখমণ্ডলে আনন্দের অভিব্যক্তি, মাংশপেশির নড়াচড়া, ত্বকের ভাঁজ, বিভিন্ন ধরনের স্পর্শ, জিভ দিয়ে যৌনাঙ্গ আদর করা, সুড়সুড়ি দেওয়া, নখ দিয়ে শরীর খুঁটে দেওয়া; চিমটি কাটা, যৌনাঙ্গে চুমু খেয়ে উত্তেজনা বাড়ানো, পায়ুছিদ্রে উত্তেজনা বাড়ানো ও অণ্ডকোষের চামড়ায় মৃদু মৃদু আঘাত করা। নারীদের ভেতরে যারা যথেষ্ট সময় ও উত্তেজনা কামনা করে রাগমোচনের আনন্দ পাওয়ার জন্য, যদি সে তা দ্রুত অর্জন করে তাহলে প্রায়ই বিস্মিত হয়। কারণ নারীরা রাগমোচনের অভিজ্ঞতা সবসময় অর্জন করে না। স্যান্ডস্টোনে নারীর প্রতি নারীর আকর্ষণকে মোটেও খারাপ চোখে দেখা হয় না। তবে শুধুই দুজন নারী সমকামে লিপ্ত হয়েছে এরকম দেখা যায় না। কিন্তু বিষমকামী নারী ও পুরুষের যখন তিনজন অথবা চারজন মিলে যৌনকর্ম করে তখন দেখা যায় এক নারী অন্য নারীর স্তন আদর করছে, ভগাঙ্কুর চুম্বন অথবা জিভ বুলিয়ে দিচ্ছে, ভাগাভাগি করছে একজন অন্যের সঙ্গে এবং সমকামী পুরুষরাও দলীয় যৌনকর্মের সময় একে অন্যের শরীর স্পর্শ করছে, ম্যাসেজ করছে এবং কখনও কখনও চুম্বন করছে অন্য পুরুষের ওষ্ঠ। গোঁড়া সমাজব্যবস্থায় এসব সমকামীরা তাদের পিতাকে চুম্বন করত।

অধিকাংশ দম্পতি তাদের বৈবাহিক জীবনের একঘেয়েমি কাটিয়ে উঠতে চায় আবার রক্ষা করতে চায় নিজের বৈবাহিক সম্পর্ক, একই সঙ্গে স্যান্ডস্টোনে অন্য নারী ও পুরুষের সংস্পর্শে এসে যৌন উত্তেজনাও অনুভব করতে চায় এবং তারপর তাদের যৌনক্ষমতাকে ফিরিয়ে আনতে চায় স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের ক্ষেত্রে। পুরুষরা জানায়, তাদের স্ত্রী অন্য পুরুষদেরকে উত্তেজিত করে তোলে এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে নিজেরাও উত্তেজিত হয়ে ওঠে এবং প্রাণপণ চেষ্টা করে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ রাখতে, বিশেষ করে সেইসব নারী যারা দীর্ঘকাল ধরে একগামী যৌনজীবনে অভ্যস্ত। তারা ইচ্ছে করলে এখানে তাদের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে পারে যে কোনো পুরুষের সঙ্গে। কারণ তারা যৌনতার ব্যাপারে স্বাধীন। বহু দম্পতি স্যান্ডস্টোনের সন্ধ্যায় একত্রিত হয়ে যেন পুণর্বার জীবিত হয়ে ওঠে–চরিতার্থ করে তার যৌনাকাঙ্ক্ষা, যার জন্য সে দীর্ঘদিন থেকে অপেক্ষা করছিল কিন্তু তা সে কারো কাছে প্রকাশ করতে পারেনি।

কিছু নারী, সম্প্রতি যাদের বিরক্তিকরভাবে বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটেছে এবং তারা অন্য পুরুষের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি করতে তখনও প্রস্তুত নয়, তারা স্যান্ডস্টোনকে তাদের দ্বিতীয় গৃহ হিসেবে গ্রহণ করে, সেখানে তারা ইচ্ছেমতো পুরুষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হতে পারে এবং নিজের স্বাধীনতা বজায় রেখে উপভোগ করতে পারে যৌনমিলন এবং সঙ্গ। বিশেষ করে যেসব নারী কিছুটা কামুক ও সামান্য আগ্রাসী আচরণ করে থাকে, তাদের জন্য স্যান্ডস্টোন হচ্ছে একমাত্র জায়গা, যেখানে তারা দৃঢ়তার সঙ্গে পুরুষকে প্ররোচিত করতে পারে আনন্দ লাভের বস্তু হিসেবে। যে কোনো কাঙ্খিত আগন্তুককে সে যৌনমিলনের প্রস্তাব দিতে পারে সামান্য কিছু আলোচনার পরই, 'তুমি কি আমার সঙ্গে নিচতালায় যাবে?'

কেউ কেউ মনে করে নারীর যৌনক্ষমতা পুরুষের চেয়ে বেশি। কিনযে বলেছেন,

পরিপূর্ণভাবে উত্থিত একটা পুংলিঙ্গ গড়ে দুই থেকে আড়াই মিনিট চাপাচাপি করতে পারে যোনির ভেতরে প্রবেশ করার পর। তারপরই সে বীর্যপাত করে ফেলে। তবে যে রাত্রিগুলিতে স্যান্ডস্টোনে পার্টি হয় তখন সেখানে আসা যে-কোনো অতিথিই দেখতে পাবে শ্যালি বিনফোর্ডের মতো উত্তেজক নারীর শরীর দোলানোর দৃশ্য। শ্যালি বিনফোর্ড হচ্ছেন ৪৬ বছর বয়সী চমৎকার শারীরিক সৌন্দর্যের অধিকারী ধূসর চুলের এক অভিজাত নারী, তিনবার যার বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটেছে এবং পুরুষরা একের পর এক যার যোনি উপভোগ করতে চায়, যদিও তার উজ্জ্বল কালো চোখদুটি কোনো পুরুষের দিকেই তাকায় না নিজের আকাঙ্ক্ষা মেটানোর নিশ্চয়তা নিয়ে তিনি যেমন মানসিকভাবে নিরাপদ তেমনি শারীরিকভাবে প্রলুব্ধকর। তিনি ছিলেন উৎসর্গীত নারীবাদী ও যৌনমিলনের ব্যাপারে অভিযানপ্রিয়। নিজেকে তিনি উৎসর্গ করেছিলেন নারী ও পুরুষের ভেতরে এক সাম্যবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠায়-একটা পৃথিবী যেখানে নারীরাও পুরুষদের মতো ভালো হবে অথবা পুরুষদের মতো খারাপ হবে এবং দুজনেই সমান বিচার পাবে।

জীবনের প্রথম দুই দশক তিনি নিউ ইয়র্কে কাটিয়েছিলেন, যেখানে তিনি জন্মেছেন এবং লালিতপালিত হয়েছেন। পরবর্তী দু'দশক কেটেছে শিকাগোতে যেখানে তিনি কলেজের চারটি ডিগ্রি এবং তিনটি স্বামী অর্জন করেন। এই দশকের মাঝামাঝি সময়ে তিনি ক্যালিফোর্নিয়ায় চলে যান এবং পশ্চিম-তীরবর্তী অঞ্চল জুড়ে প্রগতিবাদীদের সঙ্গে সংস্কারকর্মে অংশগ্রহণ করেন।

১৯৭০ সালের গ্রীষ্মকালের শুরুতে টোপাঙ্গা ক্যানিয়নের অস্বাভাবিক বসতির অস্তিত্ব সম্পর্কে জানার পর এক বিকেলে একা তিনি পাহাড়ি রাস্তা ধরে গাড়ি চালিয়ে স্যান্ডস্টোনের এসে পৌঁছান। গাড়িটা পার্কিং প্লেসে রেখে প্রধান ভবনের বিশাল জানালা দিয়ে ভেতরে তাকিয়ে দেখেন, সোনালি চুলের এক নগ্ন পুরুষ লিভিংরুমের এক কোনায় একটা টেবিলের পেছনে বসে টাইপরাইটারে টাইপ করে চলেছে।

জন উইলিয়ামসন দরজায় শব্দ শুনে টাইপ করা বন্ধ করে। বারবারা দরজা খোলার পর সে তার যাবতীয় প্রমাণপত্র উপস্থাপন করলে বারবারা তাকে অভ্যর্থনা জানায়। উইলিয়ামসন তাকে দেখে মুগ্ধ হয়। আমন্ত্রণ জানায় তাকে সুইমিংপুলে সাঁতার কাটতে এবং পরিবারের অন্যান্যদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে। এদের ভেতরে প্রাণোচ্ছল এক স্বর্ণকেশী ছিল, যে ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্ব বিভাগের ছাত্রী, নাম মেগ ডিসকোই। শ্যালি বিনফোর্ড ছিলেন এই বিভাগের অধ্যাপক।

তারপর থেকে শ্যালি বিনফোর্ড স্যান্ডস্টোনে নিয়মিত আসা-যাওয়া করতে থাকেন এবং জন উইলিয়ামসনের যৌনসঙ্গীতে পরিণত হন।

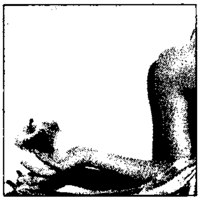

পেশার দিক থেকে শ্যালি বিনফোর্ড ছিলেন নৃতাত্ত্বিক ও প্রত্নতত্ত্ববিদ। তিনি হলেন বিলুপ্ত সভ্যতা ও নেয়ানডারথাল গুহামানব বিষয়ক একজন ছাত্র। বহু প্রাগৈতিহাসিক বিষয় তিনি অধ্যয়ন করেছেন এবং খনন করেছেন বহু প্রাগৈতিহাসিক নিদর্শন। তিনি বিভিন্নরকম পরিবেশ, আবহাওয়া ও মানুষের সঙ্গে সহজেই নিজেকে মানিয়ে নিতে পারেন। আবার পরিবেশ ও মানুষের কারণে বিরক্ত বা অসন্তুষ্ট হলে দ্রুত এক স্থান পরিত্যাগ করে অন্যস্থানে চলে যান।

সামজিক ও যৌন লোকাচার তার প্রজন্মের নারী সদস্যদের আচরণের ওপর দারুণ প্রভাব বিস্তার করেছিল এবং তিনি এসব লক্ষ করেছিলেন তার বয়োসন্ধিকালে, যখন লঙ আইল্যান্ডের শহরতলিতে বসবাস করতেন। চাকর-বাকরসহ এক সমৃদ্ধশালী পরিবারে তিনি বেড়ে উঠেছেন, কিন্তু সেখানে দেখেছেন তার বড় বোনকে প্রচলিত আচার ও রীতিনীতি মেনে চলতে এবং এ কারণে তিনি তার প্রতি খুব অসন্তুষ্ট ছিলেন। তিনি ছিলেন তার পরিবারে একজন বিদ্রোহী, একটা গেছো মেয়ে, তার পরিবারের জন্য একটা চ্যালেঞ্জ যা তার মা সহ্য করত কিন্তু তাকে সে কোনোদিন বুঝতে পারতনা।

শ্যালিও তার মাকে বুঝতে পারতেন না। তার মা নিউ ইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইনের ওপর ডিগ্রি নিয়েছিলেন, কিন্তু তিনি আইনজীবীর পেশা গ্রহণ করেননি শহরতলিতে বিয়ে হওয়ার কারণে। ফলে অন্যান্য অলস নারীদের মতোই তিনি বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করতেন। এসব নারীদের একজন তাকে যাজক ফুলটন জে শীনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়, যার প্রভাবে শ্যালি বিনফোর্ডের ইহুদি মা ক্যাথলিক খৃস্টানে পরিণত হন।

শ্যালির পিতা ছিল বদমেজাজি ও অন্যের ওপর আধিপত্য বিস্তারকারী একজন পুরুষ। জার্মান-ইহুদি পিতামাতার সন্তান হিসেবে তার জন্ম হয় লন্ডনে। কিন্তু আমেরিকায় এসে সে তার ভাগ্য গড়ে তোলে পরিশুদ্ধ লাক্ষা আমদানি করে। অর্থ দিয়ে নিজস্ব একটা রীতিতে সে কর্ষণ করেছিল তার জীবনের ভূমি এবং অভিযানপ্রিয় অভ্যাস। সে অন্য নারীর সঙ্গে গোপনে যৌনসম্পর্ক চালিয়ে যেত। তার একটা ক্যাডিলাক ছিল যা তাকে সপ্তাহ শেষের ছুটির দিনে নিয়ে যেত লঙ আইল্যান্ডের শ্রেষ্ঠ একটা ক্লাবে যেখানে কেবল ইহুদি গলফ খেলোয়াড়েরাই একত্রিত হত।

শ্যালি সেমিটীয়দের সম্পর্কে সচেতন ছিল, সচেতন ছিল সাম্প্রদায়িক বিভেদ ও ক্লাসরুমে প্রদর্শিত অবজ্ঞার মানসিকতা সম্পর্কে যা তাকে ক্রমশ দূরে সরিয়ে দিতে থাকে। নারী ও পুরুষের ভেতরে প্রচলিত অসম নীতি সম্পর্কে তিনি লক্ষ করেছেন কেউ কিছু বলে না অথবা তিনি অন্যদের থেকে আলাদা, অপ্রচলিত ধারণায় বিশ্বাস করতেন।

ফলে মায়ের পরিবারিক বন্ধনের ভেতরে থেকেও সে হয়ে যায় দূরের মানুষ এবং কাছের মানুষ হয় সেইসব পিতামাতার যারা সন্তানদের স্বাধীনতা ও মুক্তচিন্তায় কখনও বাধা দেয় না।

যৌবনের শুরুতে শ্যালি কিছুটা দুঃসাহসীও ছিলেন। তিনি ঘোড়ার মতো বিশাল ও শক্তিশালী প্রাণীকে পোষ মানাতে পারতেন। একজন অসংযত তরুণী হিসেবে একবার তার স্কুলের অনুষ্ঠানে লো-কাট গাউন পরে নেচেছিলেন। প্রলুব্ধ হয়েছিল পুরুষেরা, যা ছিল তার সমসাময়িক নারীদের ঈর্ষার কারণ, যারা তাকে সাহসী ও নির্লজ্জ মনে করত। উডমেয়ার একাডেমিতে লেখাপড়া শেষ করার পর তিনি কেপ কড প্লেহাউসে গ্রীষ্মকালীন একটা চাকরি পান শিক্ষানবিশ থিয়েটারকর্মী হিসেবে। সেখানে ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় বর্ষের এক ছাত্রের সঙ্গে তার পরিচয় হয় এবং এই প্রথম তিনি প্রেমে পড়েন।

এক বছর পর ১৯৪২ সালে তিনি তার মায়ের পীড়াপীড়িতে ভাসার কলেজে ভর্তি হন। এটা ছিল মেয়েদের কলেজ। শ্যালি কলেজের পরিবেশ দেখে বিরক্ত হন। তিনি প্রায়ই ক্লাসে অনুপস্থিত থাকতে শুরু করেন এবং এক বছর পূর্ণ হবার আগেই তাকে কলেজ থেকে বহিষ্কার করা হয়। উডমেয়ার একাডেমি থেকে গ্রাজুয়েশন সম্পূর্ণ করার পর তার পিতামাতা ও আত্মীয়স্বজনেরা তাকে কিছু বন্ড উপহার দিয়েছিল। সেই বন্ড ভাঙিয়ে মোটামুটি যে-অর্থ তার হাতে আসে তাই নিয়ে তিনি নিউ ইয়র্ক চলে যান এবং ওয়েস্ট থির্টিন স্ট্রিটে এক রুমের একটা অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া নেন এবং চাকরি নেন চিলড্রেনস কোর্টে একটা মনোচিকিৎসা ক্লিনিকে। সেখানে তিনি রোগীদের কেসহিস্ট্রি টাইপ করতেন।

শ্যালি তখন তার জীবনযাপন নিয়ে সুখী ছিলেন এবং উপভোগ করছিলেন গ্রিনউইচ ভিলেজে তার ভবঘুরে জীবনের কর্মকাণ্ড। এখানেই এক রাতে শেরিডন স্কোয়ারের কাছাকাছি এক বারে চল্লিশ বছর বয়সী এক জাজ সংগীত শিল্পীর সঙ্গে তার দেখা হয়। সে তাকে পরিচয় করিয়ে দেয় গাঁজার সঙ্গে যা সেবন করে শ্যালি এক অভূতপূর্ব আনন্দদায়ক উত্তেজনা অনুভব করেন এবং আরও শেখেন তার কাছে যৌনমিলনের বিভিন্ন কৌশল যা ছিল নতুন এবং আধুনিক।

দুই বছর গ্রিনউইচ ভিলেজে তিনি লঙ আইল্যান্ডের *ডেইলি প্রেস* পত্রিকার সাংবাদিক হিসেবে পেশাগত জীবন শুরু করেছিলেন। কিন্তু হঠাৎ তিনি সিদ্ধান্ত নেন আবার লেখাপড়ায় ফিরে যাবেন এবং পিতার কাছ থেকে অর্থ সাহায্য নিয়ে ১৯৪৫ সালে তিনি শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। তবে এখানেও বেশিদিন থাকেননি তিনি, কারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের এই কোর্সটা ছিল তাদের জন্য, যারা আন্ডারগ্রাজুয়েট।

তারপর তিনি মধ্য-পশ্চিমের দিকে যাত্রা করেন এবং কিছুদিন বিভিন্ন স্থানে ঘোরাফেরার পর সিদ্ধান্ত নেন আবার লেখাপড়া শুরু করবেন। পরবর্তী কয়েক বছরে তিনি নৃতত্ত্বে মাস্টার্স ও পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন। অল্প কিছুদিন পর প্রত্নতত্ত্ববিদ হিসেবে মধ্যপ্রাচ্য ও ইউরোপে বিভিন্ন খননকাজে অংশ নেন। শিকাগোতে তিনি বসবাস করতেন হাইড পার্ক এলাকায়। এই অঞ্চলের ভিক্টোরীয় স্থাপত্যরীতির বাড়িগুলি খুবই মনোমুগ্ধকর এবং কাছাকাছি ছিল একটা লেক। এই এলাকায় বসবাস করত

বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তা, লেখক, শিল্পী, বিবাহিত যুবক-যুবতী এবং কালো চুলের এক কৃশকায় প্রকাশক, যার লিভিংরুমের মেঝেয় ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে *প্লেবয়* নামে একটি পত্রিকার প্রথম সংখ্যা।

শহরের রাজনৈতিক নিয়ম-কানুন ছিল দুর্নীতিগ্রস্ত এবং সাম্প্রদায়িক। তারপরও শ্যালি রাস্তায় নিরাপদ বোধ করতেন। তিনি শিকাগোর সাংস্কৃতিক জীবন নিয়ে কিছুটা গর্বিত ছিলেন, এমনকি সিটি থিয়েটার ক্লাব নিয়েও, যা অনেক মেধাবী মানুষকে আবিষ্কার করেছিল, যেমন মাইক নিকোলস, এলিন মে, সেভার্ন ডারডেন এবং বারবারা হ্যারিস। শুধুমাত্র একটি ক্ষেত্র এবং তা হল বিয়ে, যার মধ্যে তিনি শিকাগো শহরে পরিপূর্ণতা খুঁজে পেতে ব্যর্থ হয়েছেন। তিনি তিনজন পুরুষকে বিয়ে করেছিলেন এবং তিনজনের সঙ্গেই তার বিচ্ছেদ ঘটেছে। তিনি দেখেছেন পুরুষের পৃথিবী হঠকারিতায় পরিপূর্ণ। তারা যৌনতার ক্ষেত্রে স্বাধীন একজন নারীকে মেনে নিতে পারে না। তারা নারীর ক্ষেত্রে অসম নীতি প্রয়োগ করতে চায় নারীর চমৎকার পেশা, বুদ্ধিবৃত্তি ও পরিবারিক কাজকর্ম অর্থাৎ রান্নাবান্না ও সন্তান লালনপালনের যোগ্যতা থাকার পরও। এক দশক আগে তিনি আমেরিকায় নারীবাদী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তখন তার বহু পুরুষের প্রেমে পড়ার সুযোগ ছিল যারা অন্তত স্বামী হিসেবে উপযুক্ত কিন্তু তারা তার পিতার মতোই বিশ্বাস করে যে পুরুষ নারীর চেয়ে শ্রেষ্ঠ।

তার সবগুলি বিয়েই ছিল কলহে পরিপূর্ণ এবং অস্থায়ী এবং শ্যালি ছিল একাকী এবং ক্লান্তিহীন। তার যৌনক্ষুধা সে মেটাতে পারে না। বহু নিঃসঙ্গ সন্ধ্যা তখন সে কাটিয়েছে উদ্ভট সব পুরুষের প্রতিমূর্তি কল্পনায় এনে হস্তমৈথুন করে। সে কল্পনা করেছে অচেনা পুরুষদের সঙ্গে তার দেখা হচ্ছে ট্রেনে, এয়ারপোর্টে অথবা অচেনা কোনো শহরের রাস্তায়, অচেনা কোনো পুরুষ অনুসরণ করছে তাকে খুবই দক্ষতার সঙ্গে এবং তারপর তাকে জোর করে নগ্ন করেছে কোথাও নিয়ে, তারপর সারা শরীর চটকাচটকির পর সবশেষে সে তার লিঙ্গ দিয়ে তার যোনি উপভোগ করছে সেইভাবে, যেভাবে সে একটা পর্ণোগ্রাফিতে একজন নারীর যোনি উপভোগর বর্ণনা পড়েছিল। কখনও সে কল্পনা করত তার হাইডপার্কের অ্যাপার্টমেন্টে ঢুকে অচেনা কোনো পুরুষ তার যোনি উপভোগ করছে।

এসব উত্তেজনাদানকারী পুস্তক ১৯৫০ সালেই শিকাগোতে নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। এগুলি সাধারণত আমেরিকায় আসত প্যারিস ভ্রমণ করতে যাওয়া বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুষদ সদস্য ও ফুলব্রাইট স্কলারদের ম্যাধ্যমে। এগুলোর মধ্যে ছিল *লেডি চ্যাটারলিজ লাভার, কামসূত্র, মাই সিক্রেট লাইফ, দ্য পারফিউমড গার্ডেন*, হেনরি মিলারের *ট্রপিকস* এবং বহু উত্তেজক ফরাসি উপন্যাস, যা পড়ে শ্যালি খুবই মজা পেত। ফরাসি ভাষাটা জানার কারণে শ্যালি এসব গ্রন্থের মূল সংস্করণ পড়তে পারত। এসব গ্রন্থে যৌনমিলনের বর্ননা পড়ে সে ভীষণ উত্তেজিত হয়ে উঠত। তার খুবই ইচ্ছে করত বর্ণনা অনুযায়ী যৌনমিলনে অংশ নিতে, কিন্তু বাস্তব জীবনে তা সম্ভব ছিল না। তার ইচ্ছা করত যৌনসঙ্গী ভাগাভাগি করা, পায়ুমৈথুন প্রভৃতি। যখন সে এ-ধরনের কল্পনাগুলিকে প্রশ্রয় দিত তখন সে নিজেকে কল্পনা করত যৌনমিলনরত একদল নারী ও পুরুষের ঠিক মাঝখানে। তাকে ঘিরে আছে একদল ভদ্রোচিত প্রেমিক, যারা তার যাবতীয় রসিকতার

জবাব দিচ্ছে, উত্তেজিত করে তুলছে তকে মুখ ও যৌনাঙ্গ দিয়ে এবং মিটিয়ে দিচ্ছে তার শরীরের প্রতি ইঞ্চির আকাঙ্খা, বিশেষ করে যখন সে তাদেরকে বীর্যস্খলনের চূড়ান্ত পর্যায়ে নিয়ে যায়।

বাস্তবজীবনে একবার সে ও তার এক স্বামী চেষ্টা করে দলীয় যৌনমিলনের অভিজ্ঞতা অর্জনের। তারা এজাতীয় একটা পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেয়। বিজ্ঞাপনের জবাবে এক রেস্টুরেন্টে সাক্ষাৎ হয় হৃষ্ট-পুষ্ট এক পুরুষ ও তার বিষন্ন স্ত্রীর সঙ্গে। কিছুক্ষণ আলাপ-আলোচনার পর সেই দম্পতি জানায় যে তারা মূলত চারজন মিলে গোপনে সঙ্গী ভাগাভাগি করতে চায়। ফলে তারা পরস্পরকে বিদায় জানায়।

বিয়ে, প্রেম, শিক্ষকতা ও ভ্রমণের এই সময়ে শ্যালি বিনফোর্ড একটা মোহিনী যুবতীকে নিজের মেয়ের মতো লালনপালন করেন। যুবতী যথাযথ বয়সেই ঘর ছেড়েছিল। ১৯৬০-এর দশকে সে হিপ্পি জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায় এবং স্কুল থেকে ঝরে পড়ে। শ্যালির বয়স তখন ষাট বছর, কিন্তু তিনি ছিলেন হালকা পাতলা একজন স্টাইলিশ রমনী, যিনি সবসময় চামড়ার সঙ্গে সেঁটে থাকা নানা রঙের জিনস পরতেন। তাকে দেখেলেই মনে হত তিনি এই বয়সেও নবযৌবন লাভ করেছেন এবং কোনোকিছুই পরোয়া করেন না। এসময় তিনি দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ায় চলে যান। তার বিশ্ববিদ্যালয়ও পরিবর্তিত হয়ে যায় এবং নতুন ক্যাম্পাসে সক্রিয় অনুষদ কর্মী হিসেবে তিনি শান্তি আন্দোলনে যোগ দেন।

সী বিচের মুখোমুখি শ্যালির ভাড়া-করা অ্যাপার্টমেন্টে তখন প্রায়ই আসত ছাত্রদের ভেতরে যারা নব্যতান্ত্রিক ও অন্যান্য যুবকেরা। তিনি তাদের সঙ্গে আলোচনা করতেন সেইসব লোকের নীতিমালা ও পদ্ধতিসমুহ যারা জাতিকে প্রভবিত করে। আলোচনাকালে তিনি প্রায়ই ক্ষোভ প্রকাশ করতেন। ১৯৭০ সালের মে মাসে কেন্ট স্টেট দুর্ঘটনায় ওহিওতে চার ছাত্রের মৃত্যুতে তিনি ধর্মঘট আহ্বান করেন এবং ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত ক্লাস বন্ধ হয়ে যায়। জাতীয় প্রতিরক্ষা সদস্যদের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষে মারা যায় এই ছাত্ররা। এটা ছিল সেই সময় যখন তার পালিতা কন্যার সঙ্গে শ্যালি পুনরায় মিলিত হয়েছেন, যার এখন একটা বাচ্চাও আছে।

শ্যালির বাড়িতে ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররাও আসা-যাওয়া করত। এদের ভেতরে লম্বাচুল ও মোটা গোঁফওয়ালা এক লোক ছিল, নাম অ্যান্থোনি রুশো। সে তার এলাকায় একজন কঠোর আদর্শবাদী হিসেবে পরিচিত ছিল এবং ড্যানিয়েল এলসবার্গ-এর সঙ্গে পরামর্শ করে পেন্টাগনের গোপন সরকারি কাগজপত্র সংবাদমাধ্যমে ফাঁস করে দেয়। এতে ছিল আমেরিকার সরকারের ভিয়েতনামে রাজনৈতিক ও সামরিক শাসন পরিচালনা করার যে পরিকল্পনা তার ইতিহাস। শ্যালির সঙ্গে যখন পরিচয় হয় তখন রুশোর বয়স মধ্য-তিরিশের কাছাকাছি। বর্তমানে সে লস এঞ্জেলেসে বসবাস করে। শ্যালি তাকে পছন্দ করত এবং তার সঙ্গে একটা চমৎকার সম্পর্কও সে গড়ে তুলেছিল। তার মাধ্যমেই তার বন্ধু ড্যানিয়েল এলসবার্গের সঙ্গে শ্যালির পরিচয়। সে সিদ্ধান্ত নেয় দুজনকেই স্যান্ডস্টোনে নিয়ে গিয়ে পরিচয় করিয়ে দেবে।

এদের দুজনের ভেতরে এলসবার্গ দ্রুত যে-কোন পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারেন। নগ্নতাবাদীদের সঙ্গে তিনিও নগ্ন হয়ে দীর্ঘসময় অবস্থান করেছেন।

পরিদর্শন করেছেন নগ্নতাবাদী ও খোলামেলা যৌনতায় পরিপূর্ণ লস এঞ্জেলেসের ইলিসিয়াম বসতি। অল্প কিছুদিন বসবাস করেছেন দক্ষিণ ফ্রান্সের 'লা দু লেভেন্ট' কমিউনে এবং ১৯৬৭ সাল থেকে ভিয়েতনামে আমেরিকান প্রতিরক্ষা বাহিনীর হয়ে কাজ করেন প্রায় দুবছর। এলসবার্গের বয়স তখন প্রায় চল্লিশ এবং অনেকগুলি বিয়ে করেছেন এই সময়ের ভেতরে। অংশগ্রহণ করেছেন বহু দলীয় যৌনমিলনে, লস এঞ্জেলেসের *ফ্রি প্রেস* পত্রিকায় যারা বিজ্ঞাপন দিয়েছিল অথবা লস এঞ্জেলেসের *দ্য সুইঙ* বারে যাদের সঙ্গে তার বিভিন্ন সময় সাক্ষাৎ হয়েছে। *'দ্য সুইঙ'* বারের মালিক ছিল এক আকর্ষণীয় দম্পতি-জয়েস ও গ্রেগ ম্যাকক্লুর। এলসবার্গ ঘন ঘন বারে যাতায়াতের মাধ্যমে ম্যাকক্লুর-এর সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলেন। তবে সবসময়ই তিনি দলীয় যৌনমিলনকালে ছদ্মনাম ব্যাবহার করতেন এবং চাইতেন অন্যরাও তা করুক। কারণ ক্যালিফোর্নিয়ায় দলীয় যৌনমিলন বৈধ নয়। তিনি সবসময়ই সচেতন থাকতেন আগে যাদের সঙ্গে যৌনমিলনে অংশ নিয়েছিলেন। যৌনবিষয়ে পরামর্শ দেওয়ার ব্যাপারে তিনি ছিলেন খোলামেলা। তিন জনের দলীয় যৌনখেলায় অনেক লোকের ভেতরেও তাকে বিচলিত হতে দেখা যেত না। স্টাইল ও সামর্থ্যের কারণে প্রেমিক হিসেবে তিনি গর্ব অনুভব করতেন। পেন্টাগনের গোপন কাগজপত্র কপি করে ফেলার পর তিনি বুঝতে পেরেছিলেন এফবিআই (ফেডারেল ব্যুরো অব ইনভেসটিগেশন) সদস্যরা অল্পদিনের ভেতরেই তার টেলিফোনের প্রতিটি কল রেকর্ড করবে এবং অনুসরণ করবে তার গাড়ি। এসব বুঝেও তিনি সবকিছু গোপন করার কোনো উদ্যোগ নেননি। দলীয় যৌনমিলনের প্রতি তার আকর্ষণ ছিল প্রচুর। ফলে একস্থান থেকে তিনি অন্যস্থানে অনবরত ভ্রমণ করতেন। এমনকি স্যান্ডস্টোনেও তিনি নিয়মিত দলীয় যৌনমিলনে অংশ নিতেন। এর মধ্যে তিনি একবার হাভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের পুনর্মিলনীতেও অংশ নেন।

গোয়েন্দাগিরি ও ষড়যন্ত্রের অভিযোগে ১৯৭১ সালে এলসবার্গ অভিযুক্ত হয়। সে জানায়, তার খোলামেলা যৌনজীবনের কারণেই এটা সম্ভব হয়েছে এবং তা উত্তেজিত করে তুলেছে ও ঔৎসুক্য জাগিয়েছে নিক্সনের সংস্কারাচ্ছন্ন হোয়াইট হাউসের। সম্ভবত তারা অনুভব করেছিল যে, দলীয় যৌনমিলন যদি তার পছন্দের বিষয় না হত তাহলে তার গোপন জীবন এত পাপে পরিপূর্ণ হত না। যাহোক, প্রেসিডেন্ট নিক্সন সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তার মানসম্মান ধূলায় মিলিয়ে দিতে এবং শাস্তি দিতে সরকারি গোপনীয়তা ফাঁস করে দেবার জন্য। তদন্ত শুরু হয় একজন দলছুট মানুষের প্রকৃতি উন্মোচন করতে যে এক সময়ের বিশ্বাসী নাবিক ও প্রতিরক্ষা বিভাগের প্রাক্তন আমলা। তদন্ত পরিচালনা করে প্রাক্তন সিআইএ এজেন্ট হাওয়ার্ড হান্ট এবং এফবিআই এজেন্ট গর্ডন লিডি

আট মাস পর হান্ট, লিডি ও তাদের সহকারীরা তদন্তের প্রতিবেদন পেশ করে।

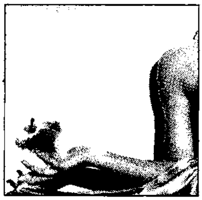

রিচার্ড নিক্সন যখন হোয়াইট হাউসে আসেন তখন তিনি একমত হন যে আমেরিকার মানুষের মধ্যে যে কর্মচাঞ্চল্য আগে লক্ষ করা যেত তা এখন ধীরে ধীরে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে এসেছে স্থানীয় নব্যতান্ত্রিক, পথভ্রষ্ট হিপ্পি ও সুযোগ গ্রহণকারী পর্ণোগ্রাফির লেখক ও প্রকাশকদের দ্বারা। সুতরাং জাতিকে এই প্রলোভনের হাত থেকে পরিশুদ্ধ করে তোলার জন্য তিনি প্রচারকাজ চালানোর সিদ্ধান্ত নেন এবং শহর ও বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে আইন-শৃঙ্খলা সংরক্ষণের উদ্যেগ গ্রহণ করেন। নিক্সন অশ্লীলতার বিরুদ্ধে জনগণকে জেহাদ করার পক্ষে ওকালতি করেন। যদিও যৌনবিষয়ক ছবি ও রগরগে পর্ণোগ্রাফি বা উত্তেজক ছবি সবই বাজারে বিক্রি হত। কিন্তু নিক্সন এগুলিকে যেমন প্রশংসা করতে পারতেন না, তেমনি বুঝতে পারতেন না এসব বস্তু কী পরিমাণ আবেদন সৃষ্টি করে মানুষের মনে এবং আরও বুঝতে পারতেন না আত্ম-পরিতৃপ্তির এই জীবনযাপন রীতি যা দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ার বহু স্থানীয় বাসিন্দাকে প্রলুব্ধ করত।

নিক্সন বেড়ে উঠেছিলেন একটি বহির্মুখী রাজ্যের অন্তর্মুখী মানুষ হিসেবে। তিনি ছিলেন গোঁড়া অর্থাৎ বিশুদ্ধতার সমর্থক। জন্মেছিলেন লস এঞ্জেলেসের বাইরে দরিদ্রপ্রায় এক খামারসমৃদ্ধ শহরে, যা হলিউডের পাহাড় এলাকা থেকে ওয়ার্থ-এর আঙুরবাগান পর্যন্ত বিস্তত ছিল। তার ট্রাকচালক পিতা এসেছিলেন ওহিওর উষর মরুময় অঞ্চল থেকে ১৯০৬ সালে এবং লেবুর চাষ করে প্রচুর লোকসান দিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন একজন বদমেজাজি ও হতাশাগ্রস্ত মানুষ, কিন্তু সন্তানদের নিয়ম-শৃংঙ্খলার ব্যাপারে ছিলেন খুবই কঠোর। নিক্সনের মা হান্নাথ মিলহাউস দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ায় এসেছিলেন বিশ বছর বয়সে যুদ্ধবিরোধী পিতামাতার সঙ্গে ইন্ডিয়ানা থেকে এবং হোয়াইটিয়ারে ধর্মীয় জনগোষ্ঠীর ভেতরে লালিতপালিত হন। ১৮০০ সালের শেষদিকে যুদ্ধরিরোধী নিউ ইংল্যন্ডবাসী এই বসতি প্রতিষ্ঠা করেছিল। একই সময় জেমস টউনারের খোলামেলা যৌনমিলন অনুশীলনকারী ওনিয়েডা বসতির লোকেরা বিচ্ছিন্ন হয়ে সান্তা আনা'র কাছাকাছি চলে আসতে শুরু করেছে।

রিচার্ড নিক্সন স্কুল ছুটির পর বিভিন্ন কাজ করতেন। খুবই কম সময় ছিল তার অবসর অথবা বিলাসিতার। দায়িত্ব পালন করতে করতেই তিনি বড় হয়ে উঠেছেন। রসিকতা জানত না এরকম একজন যুবক সপ্তাহ শেষের প্রার্থনায় চার্চে পিয়ানো বাজাত, ক্লাসের সেরা ছাত্র এবং হোয়াইটিয়ার কলেজের আগ্রাসী বিতার্কিক। ডিউক বিশ্ববিদ্যালয়ের ল' স্কুল থেকে গ্রাজুয়েশন সম্পন্ন করার পর ১৯৪৬ সালে তিনি সফলভাবে কংগ্রেসে যোগ দেন এবং ক্যালিফোর্নিয়ার এক ডেমোক্র্যাট-এর বিরুদ্ধে নির্বাচনে দাঁড়ান। তার নমনীয় দৃষ্টিভঙ্গি সহানুভূতির সঙ্গে সাম্যবাদকে আক্রমণ করে

এবং এই ধরনের প্রচার তাকে জাতীয় পর্যায়ে খ্যাতি এনে দেয় জাতীয় দেশপ্রেমিক ও জাতীয় নৈতিকতার ধারক হিসেবে। নির্বাচিত অন্যান্য সদস্যরাও তাকে ভালোভাবে গ্রহণ করে। প্রেসিডেন্ট হিসেবে সে ওয়াশিংটনে যায় ক্যালিফোর্নিয়ার দুজন লোককে সঙ্গে নিয়ে। তারা কিছুদিনের ভেতরেই তার সর্বোচ্চ পরামর্শদাতায় পরিণত হয়। এই দুই পরামর্শদাতার কেউই মদ্যপান করতেন না, সিগারেটও খেতেন না এবং তারা দু'জনেই ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াতেন। দুজনেই ছিলেন রক্ষণশীল রিপাবলিকান, দেশপ্রেমিক এবং হৈচৈপূর্ণ বহুমুখী সংস্কৃতি, অনুমতিদায়ক যৌনতার বিস্তৃতি এবং প্রকাশনা ও চলচ্চিত্রে পর্ণোগ্রাফির প্রভাব সম্পর্কে দুজনেই আতঙ্কিত। এদের একজন ছিলেন, বিজ্ঞাপনী সংস্থার প্রাক্তন নির্বাহী দীর্ঘদেহী এইচ. আর. হালডিম্যান তিনি নিক্সনের হোয়াইট হাউসের চিফ অব স্টাফে পরিণত হয়েছিলেন। অন্যজন অ্যাটর্নি জন ডি হেরলিচম্যান ছিলেন বিমানবাহিনীর একজন বিমান চালক। জার্মানিতে বোমা ফেলার ২৬টি মিশনে অংশ নেন তিনি এবং পারিবারিক কর্মকাণ্ডে প্রেসিডেন্টের সহকারী হিসেবে কাজ করতে থাকেন। ডানিয়েল এলসবার্গ পেন্টাগনের কাগজপত্র সংবাদ মাধ্যমে ফাঁস করে দেওয়ার পর এলসবার্গের মনোবিজ্ঞানীর অফিস এবং ওয়াটারগেট ভবনের ডেমোক্রেটিক ন্যাশনাল কমিটির হেডকোয়ার্টারে হেরলিচম্যান হামলা চালায়।

প্রেসিডেন্ট নিক্সন অশ্লীলতার বিরুদ্ধে তার জেহাদে উৎসাহ দিতে সুপ্রিমকোর্টের একজন প্রধান বিচারপ্রতি নিয়োগ করেন। প্রায় একই সময়ে তিনি উচ্চ বিচারালয়ে তিনজন অধিক বিতর্কিত ব্যক্তিকেও নিয়োগ দেন। নিয়োগের অল্প কিছুদিন পরই বিচারক একদিন আদালতকক্ষেই একটি অশ্লীল ছবির প্রদর্শন দেখেন-একজন স্বর্ণকেশী নগ্ন সুইডিস অভিনেত্রী *উইদাউট এ স্টিচ* নামে একটি চলচ্চিত্রে যাচ্ছেতাইভাবে যৌনমিলনে অংশ নিয়েছে। নিক্সন প্রত্যাশা করেন পর্ণোগ্রাফির বিরুদ্ধে যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ এবং তিনি আরও সহাযগিতা আশা করেন প্রেসিডেন্টের অশ্লীলতা ও পর্ণোগ্রাফির বিরুদ্ধে সম্প্রতি গঠিত কমিশনের কাছে। এছাড়া আরও সাহায্য চান প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট জনসন কর্তৃক নিয়োগকৃত আঠারো সদস্য বিশিষ্ট দলের কাছে। তিনি এই আঠারোজনকে নিয়োগ করেন ১৯৬৮ সালে। তাদের কাজ ছিল মূলত উত্তেজক পর্ণোগ্রাফির প্রভাব আমেরিকার সমাজে কতখানি তা খতিয়ে দেখা এবং যদি অবস্থাটা খুবই খারাপ হয় তাহলে কীভাবে তা কটিয়ে ওঠা যাবে সে ব্যাপারে পরামর্শ দেওয়া। এই নির্দেশ এফবিআই-এর পরিচালক জে এডগার হুভারকে তৃপ্ত করে। সে বীরবিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়ে পর্ণোগ্রাফির প্রকাশকদের ওপর। এসময় বহু সংসদ সদস্য ও চার্চের নেতা বিবৃতি দেয় যে পর্ণোগ্রাফি ও যৌনবিষয়ক চলচ্চিত্র হিংসাত্মক কর্মকাণ্ড ও ধর্ষণের মতো অপরাধে ইন্ধন যুগিয়ে থাকে।

এই কমিশনের সদস্য ছিল শিক্ষাবিদ, বিজ্ঞানী, যাজক, আইনজীবী এবং ব্যবসায়ীরা। ১৯৬৯ সালে যখন কমিশনের একজন সদস্য সরকারের কূটনৈতিক কাজে যোগ দেবার জন্য এই কমিশনের সদস্যপদ থেকে সরে দাঁড়ায় তখন নিক্সন নিজের উদ্যোগে এক ব্যক্তিকে নিয়োগ দেন, যিনি ছিলেন পর্ণোগ্রাফির একজন সক্রিয় শত্রু। এই ব্যক্তির নাম চার্লস এইচ কিটিং- কৃশকায় ও সোনালি চুলের এক ক্যাথলিক। ছয় ফুট

চার ইঞ্চি লম্বা সিনসিনাটি'র একজন আইনজীবী, যিনি বহু বছর ধরে যৌনবিষয়ক প্রকাশনা ও চলচ্চিত্রের বিরুদ্ধে নিজে উদ্যোগী হয়ে লবি করেছেন এবং সে কারণে সিনসিনাটি'র সংবাদপত্রগুলি তার নাম দিয়েছে—'মিস্টার ক্লিন'।

ছয় সন্তানের জনক, আমেরিকার আন্তঃকলেজ সাঁতার প্রতিযোগিতার প্রাক্তন চ্যাম্পিয়ন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কার নৌবাহিনীর যোদ্ধা এবং একটা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সর্বোচ্চ নির্বাহী চার্লস কিটিং ছিলেনে তার সমাজের মানুষের কাছে একজন ভয়ংকর ব্যাক্তি। ১৯৫০ সালে নগ্নছবি সম্বলিত পত্র-পত্রিকা ও পেপারব্যাক পর্ণোগ্রাফির বাজার বিস্তৃত হতে শুরু করলে তিনি খুবই বিরক্ত হয়ে ওঠেন এবং কিছু নৈতিকতাবাদী দেশপ্রেমিক, ব্যবসায়ী নেতা ও চার্চগামী ধার্মিকদের অশ্লীলতাবিরোধী জেহাদে অংশ নেবার জন্য রাজি করান এবং 'শোভন সাহিত্যের দাবিতে নাগরিকরা' এই শিরোনামে একটা আন্দোলন গড়ে তোলেন।

এই আন্দোলনকে তখন সংক্ষেপে 'সিডিএল' বলা হত। এই আন্দোলনের প্রধান লক্ষ ছিল স্থানীয় রাজনতিবিদ ও আইনজীবীদের ওপর চাপ সৃষ্টি করা যেন তারা সিনসিনাটি-তে সেইসব বইয়ের দোকান ও সিনেমা হল বন্ধ করে দেয় যেখানে পর্ণোগ্রাফি বিক্রি হয় এবং যৌনমিলনের দৃশ্যসহ সিনেমা দেখানো হয়ে থাকে। এছাড়া যেসব দোকান পর্ণোগ্রাফি বিক্রি করে, সেইসব জেনারেল স্টোরের পণ্য বয়কটেও প্রচারণা তারা চালায় এবং একই সঙ্গে তারা ঘোষণা দেয়, যেসব প্রতিষ্ঠান রেডিও ও টেলিভিশনে যৌনবিষয়ক অনুষ্ঠান প্রচারের জন্য বিজ্ঞাপন দিয়ে থাকে তাদের বিরুদ্ধেও ব্যাবস্থা নেবার দাবি জানায়। তারা আরও দাবি জানায় যে, পরিবারিক দর্শকদের নৈতিকতা বজায় রাখার ব্যাপারে রেডিও ও টেলিভিশন প্রসঙ্গে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক।

প্রকৃতপক্ষে সিডিএল শোভনতার স্তুতি সম্পর্কিত যুদ্ধপূর্ব ক্যাথলিক কৌশলগুলি ফিরিয়ে আনতে চায় যা একসময় হলিউডের চলচ্চিত্রশিল্পকে আতঙ্কিত করে তুলেছিল, যতক্ষণ না হাওয়ার্ড হিউজেস ও অটো প্রেমিনজার-এর মতো স্বাধীন প্রযোজকেরা দৃঢ়তার সঙ্গে প্রতিবাদ জানায় এবং বহু স্বাধীনচেতা মানুষ প্রাথমিকভাবে কিটিং-এর শোভন সাহিত্যের আন্দোলনের একটা 'ভ্রান্তি' বলে বাতিল করে দেয়। তা সত্ত্বেও পুরো ষাট দশক জুড়ে একটা জাতীয় সংস্থার ভেতরে সমাজ ধারাবাহিকভাবে পরিচালিত হতে থাকে এবং প্রায় তিন লাখ পঞ্চাশ হাজার সক্রিয় কর্মী যৌন নিয়ন্ত্রণ ও সেন্সরশিপের পক্ষে কথা বলে। এই আন্দোলনে *অনারারি মেম্বার* হিসেবে যোগ দেয় আমেরিকার এগারোজন সিনেটর, চারজন গভর্নর এবং *'হাউজ অব রিপ্রেজেনটেটিভের'* একশোর বেশি সদস্য। এই আন্দোলনকে সমর্থন করে বহু পৌরসভার নেতা, জেলা অ্যাটর্নি এবং সেন্ট লুইস, ওয়াশিংটন, লস এঞ্জেলেস ও সিনসিনাটি'র বহু ক্যাথলিক যাজক, বড় বড় শহরের প্রায় ডজনখানেক প্রতিনিধিত্বশীল দৈনিক সংবাদপত্র, যারা অন্যসময় সেন্সরশিপের বিরুদ্ধে কথা বলেছে, তারা সিডিএল-এর পরিচ্ছন্ন কর্মসূচিকে স্বাগত জানায় এবং পর্ণোগ্রাফি ও যৌনবিষয়ক চলচ্চিত্র, এমনকি এসবের বিজ্ঞাপনও নিষিদ্ধ করার দাবি জানায়। যেসব পত্রিকা সেন্সরশিপকে সমর্থন করেছিল তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, সিনসিনাটি'র *ইনকোয়ারার* (কিটিং-এর ছোটভাই ছিল এই কোম্পনির সভাপতি), *মিয়ামি নিউজ,*

সানফ্রানসিসকো'র *এক্সামিনার* লস এঞ্জেলেসের *টাইমস, ডেট্রয়েট নিউজ,* নিউ অরলিন্স-এর *পিকাইউন,* ও শিকাগোর *ডেইলি নিউজ*। এমনকি *'নিউ ইয়র্ক টাইমস'* পত্রিকাও প্রভাবিত হয়েছিল সেন্সরশিপের পক্ষে।

শোভন সাহিত্যের অন্দোলনকে আরও ত্বরান্বিত করার উদ্দেশ্যে এর পক্ষ থেকে একটা দ্বিমাসিক পত্রিকা প্রকাশ করা হত। পত্রিকার নাম *ন্যাশনাল ডিসেন্সি রিপোর্টার*। প্রবল উৎসাহের সঙ্গে এই পত্রিকা অশ্লীল বইয়ের দোকানগুলিতে পুলিশি হামলার খবর গুরুত্ব দিয়ে ছাপাত। এমনকি পর্ণোগ্রাফি-সংক্রান্ত মামলার রায়ও গুরুত্ব পেত। আরও গুরুত্ব পেত এসব অশ্লীল পত্র-পত্রিকা ও ছবির ব্যবসায়ীদের শাস্তির বিবরণ।

ন্যাশনাল ডিসেন্সি রিপোর্টার পত্রিকার সম্পাদক ছিল রেমন্ড গাওয়ার, যাকে আবিষ্কার করেছিল কিটিং। সে কাজ করত একটা দুধ-উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানে হিসাবরক্ষক হিসেবে। এরপর সিস্টেম অ্যানালিস্ট হিসেবে কাজ করে একটা করাত-উৎপাদন কারখানায়। গাওয়ার ছিল সেই ধরনের মানুষ কিটিং যাকে সিডিএল-এ নিয়োগ দিতে চায়। সে ছিল রাজনৈতিকভাবে রক্ষণশীল একজন ক্যাথলিক। তার সন্তান সংখ্যা ছিল সাতজন এবং সে একজন যুদ্ধফেরত নাবিক, যে কয়েক বছর ধরে একটা মার্জিত জীবনযাপন করার স্বপ্ন দেখছে। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসগুলিতে নব্যতান্ত্রিকেরা যেভাবে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে এবং পর্ণোগ্রাফি ও অশ্লীল চলচ্চিত্রের মাধ্যমে অধিকাংশ মানুষ ধারণযোগ্য যাবতীয় পাপ কাজ করে যাচ্ছে ঈশ্বর ও প্রকৃতির বিরুদ্ধে, তাতে সে আতঙ্কিত। সে বিশ্বাস করে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে সমাজে অপরাধপ্রবণতা বাড়তেই থাকবে।

গাওয়ার এক রোববার সন্ধ্যায় রাস্তায় হাঁটছিল। উদ্দেশ্য একটা চাইনিজ রেস্টুরেন্টে গিয়ে কিছু খাবার কিনে নিয়ে বাড়ি ফেরা। অনেকক্ষণ পর লক্ষ করল সে একটা সেক্সশপের সামনে চোখ বড় বড় করে দাঁড়িয়ে আছে। হলিউড এলাকায় সম্প্রতি এই দোকানটা খোলা হয়েছে। জানালা দিয়ে এবং দোকানের সামনের শোকেসে সে দেখতে পায় তাকে প্রলুব্ধ করার মতো অসংখ্য পেপারব্যাক, ইলেকট্রিক ভাইব্রেটর, রবারের ডিলডা, লিঙ্গে পরার রিং, পিচ্ছিলকারক পদার্থ ভর্তি টিউব, গারটার বেল্ট এবং বহু পত্র-পত্রিকা, যার প্রচ্ছদে শুয়ে, বসে, চিৎ, কাৎ ও উপুড় হয়ে আছে নগ্ন যুবতীরা, যাদের দুই পা ছড়ানো, দুই হাত বিস্তৃত এবং প্রত্যেকের চেহারায় হাসি ও উল্লাস। এসব খুবই অপছন্দ করলেও গাওয়ার এক ধরনের উত্তেজনা অনুভব করে এবং জেগে ওঠে তার অবৈধ আকাঙ্ক্ষা। তৎক্ষণাৎ সে দোকানের সামনে থেকে সরে যায়, অপ্রতিভ হয়ে পড়ে এবং বহুক্ষণ তার মাথার ভেতরে তা ঘোরাফেরা করতে থাকে।

অনেক রাতে স্ত্রী ও সন্তানরা ঘুমিয়ে যাওয়ার পর সেই দোকানে দেখা বিভিন্ন বস্তু তার স্মৃতিতে ফিরে আসতে শুরু করে এবং সে কিছুটা উত্তেজিত হয়। তারপর সে মনে মনে ঈশ্বরকে ভাবতে থাকে এবং এসময় তার মন শান্ত হয়। প্রলুব্ধকারী পর্ণোগ্রফির আকর্ষণ সে অতিক্রম করতে পারে। তার ঘুম আসে।

পরদিন সে একটা ক্রুদ্ধ চিঠি লেখে হলিউড চেম্বার অব কমার্সকে। তার বাড়ির কাছাকাছি এরকম একটা দোকানের উপস্থিতিতে সে প্রতিবাদ জানায়। এক সপ্তাহের

মধ্যে সে একটা চিঠি পায়। তাতে তাকে ধন্যবাদ জানানো হয়েছে তার সচেতনতার জন্য। কয়েকদিন পর সে খবরের কাগজে পড়ে যে দোকানটাতে পুলিশ হামলা চালিয়েছে এবং এখন দোকানটা বন্ধ।

এই ঘটনায় সন্তুষ্ট ও উৎসাহিত হয়ে গাওয়ার তার অবসর সময়ে উদ্যোগ নেয় এরকম আরও দোকান খুঁজে বের করার এবং সঙ্গে সঙ্গে টুকে নেয় সেগুলির ঠিকানা। লস এঞ্জেলেসের শহরতলিতে সে এরকম আরও ছয়টি দোকানের সন্ধান পায় এবং মেয়রকে লেখে মেয়রের ছত্রছায়ায় এবং লস এঞ্জেলেসের পুলিশ বিভাগের তত্ত্বাবধানে কীভাবে অবৈধ এসব দোকান টিকে আছে। কয়েকদিন পর গাওয়ার একটা টেলিফোন পায়। শহরের 'নাগরিক স্কোয়াড'-এর এক কর্মকর্তা মেয়রের অফিস থেকে টেলিফোনে তাকে জানায় 'জনাব গাওয়ার আগামীকালের সংবাদপত্রগুলি লক্ষ করুন'। পরদিন লস এঞ্জেলেসের সংবাদপত্রগুলির প্রথম পাতায় ঐ ছয়টি দোকানে পুলিশি হামলার খবর ছাপা হয়। ছাপা হয় কয়েকজন সেলসক্লার্ক গ্রেফতার এবং কয়েক টন অশ্লীল দ্রব্য উদ্ধারের খবর।

এর অল্প কিছুদিন পরই সিডিএল-এর এক প্রতিনিধি রেমন্ড গাওয়ার-এর সাথে যোগাযোগ করে এবং চার্লস কিটিং-এর সঙ্গে সাক্ষাতের ব্যবস্থা করা হয়। চেহারা ও পোশাক-আশাকে দুজনেই দু'রকমের। কিটিং দীর্ঘদেহী, নিখুঁত ও কর্তৃত্বপরায়ণ। পাশাপাশি গাওয়ার ছিল সাদাসিধে এবং খর্বকায়। কিন্তু পাপপূর্ণ যৌনকর্মের ব্যাপারে তারা একই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিল এবং তা হল এগুলির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো।

গাওয়ারের পারদর্শিতা পরীক্ষার জন্য কিটিং তাকে লস এঞ্জেলেস সার্ভিস ক্লাবে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে যৌনতার ওপর বক্তৃতা দেওয়ার ব্যবস্থা করে। প্রাথমিকভাবে গাওয়ার খুবই বিচলিত হয়ে পড়ে, তবে সচেতনতার সঙ্গে সে একদল মানুষের সামনে দাঁড়ায় এবং খুব সাধারণভাবে সে শুরু করে। সে তার শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে বলে পর্ণোগ্রাফির আগ্রাসন যা মানুষের পবিত্র ভালোবাসার কর্মকাণ্ডকে কলুষিত করছে। সে অবশ্য পর্ণোগ্রাফির আবেদনকে অস্বীকার করে না। সে আরও জানায়, অধিকাংশ মানুষের মতো সেও পর্ণোগ্রাফি দেখে উত্তেজিত হয়ে পড়ে। কিন্তু এটা খুবই খারাপ, যৌনমিলনের ক্ষেত্রে এটা একটা বিকল্প হলেও-এটা এক ধরনের অসুস্থতা। যদি এ-ধরনের অশ্লীল দ্রব্যাদি বাজারে বিক্রির অনুমতি দেয়া হয় তাহলে সমাজে অপরাধ প্রবণতা বেড়ে যাওয়ার পাশাপাশি দুর্বল করে ফেলবে পারিবারিক বন্ধন এবং জাতির নৈতিক স্বাস্থ্য।

গাওয়ারের প্রথম সফলতায় কিটিং তাকে সিডিএল-এর মুখপাত্র হিসেবে বিভিন্ন স্থানে বক্তৃতা দেওয়ার পরামর্শ দেয় এবং অনেকেই তাকে অনুসরণ করে। গাওয়ার বড় বড় অডিটরিয়ামেও বক্তৃতা দিতে শুরু করে। সেখানে আরও বক্তৃতা দেয় সিডিএল-এর অন্যান্য সদস্যরা আইনজীবী এবং প্রথম এ্যামেন্ডমেন্ট-এর সময় যারা ওকালতি করেছিল। ১৯৬৭ সালে রেমন্ড গাওয়ার কিটিং-এর প্রস্তাব অনুসারী সিডিএল-এর প্রতিনিধি হিসেবে স্কুলের দর্শকশ্রোতাদের সামনে বক্তৃতা দেয় এবং ক্যালিফোর্নিয়াসহ দেশের সর্বত্র রেডিও ও টেলিভিশনের 'টক শোতে' অংশগ্রহণ করতে থাকে। এক অনুষ্ঠান উপলক্ষে গাওয়ার নিজের শহর শিকাগোতে যায় একটা টক শোতে অংশ নেবার জন্য, যেখানে

পর্ণোগ্রাফির নিন্দা করে এবং সেখানে তার বিরোধিতা করে উনত্রিশ বছর বয়স্ক স্থানীয় পর্ণোব্যবসায়ী ও ম্যাসেজ পার্লারের মালিক হ্যারোল্ড রুবিন। গাওয়ার এবং রুবিন পরস্পর পরস্পরকে অপছন্দ করে। গাওয়ার তাকে একজন বিকৃত রুচির মানুষ হিসেবে ধরে নেয় আর রুবিন তার ভেতরে দেখতে পায় তার পিতার ছায়া, যে ভিয়েতনাম যুদ্ধের চেয়েও যৌনতা নিয়ে অধিক বিরক্ত ছিল।

রেমন্ড গাওয়ার ১৯৬৮ সালে সিডিএল-এর প্রতিনিধি হিসেবে অনানুষ্ঠানিকভাবে ওয়াশিংটনে লবি করতে যায়। সেখানে সে *রিডার ডাইজেস্ট*-এর ডিউইট ওয়ালেস-এর সাহয্যে সিডিএল-এর অ্যাটর্নি জেমস জে. ক্লান্সি'র সঙ্গে গোপনে সাক্ষাৎ করেন। এই সাক্ষাতের সময় আরও উপস্থিত ছিল কিছু সংসদসদস্য। সে তাদের সঙ্গে অশ্লীলতার বিরুদ্ধে আরও কঠোর আইন প্রণয়নের ব্যাপারে আলোচনা করেন। এদের ভেতরে ছিল দক্ষিণ ক্যারোলিনার সিনেটর স্ট্রম থারমন্ড, মিশিগানের সিনেটর রবার্ট পি গ্রাফিন এবং আইওয়ার সিনেটর জ্যাক মিলার। তিনি তাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করেন যে বর্তমান আইনের কারণেই ডাক বিভাগের মাধ্যমে পর্ণোগ্রাফি দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ছে এবং প্রকাশ্যে তা বিক্রি হচ্ছে।

উল্লেখ্য, এ সময়ই গাওয়ার এবং ক্লানসি ছিল ওয়াশিংটন এবং সিনেট জুডিসিয়ারি কমিটি তখন সুপ্রিমকোর্টের প্রধান বিচারপতি হিসেবে সাতাত্তর বছর বয়সী আর্ল ওয়ারেনের পরিবর্তে বিচারপতি এ্যাবি ফোর্টাস-কে মনোনীত করায়, তার মনোনয়ন নিয়ে শুনানি শুরু হয়। বহু রাজনৈতিক নেতা ও নাগরিকদের স্বার্থরক্ষাকারী দলের লোকেরা ফোর্টাসের বিরুদ্ধে চলে যায়। এমনকি শুদ্ধ সাহিত্যের পক্ষে আন্দোলনকারীরাও তার বিরুদ্ধে কথা বলতে শুরু করে। ১৯৬৮ সালের গ্রীষ্মের শুরুতে তার বিরুদ্ধে জনগণও সোচ্চার হয়ে ওঠে।

ফোর্টাসের সঙ্গে সিডিএল-এর বিবাদের ভিত্তি হল পর্ণোগ্রাফির প্রসারকে মেনে নেওয়া। উদাহরণ হিসেবে তারা সাম্প্রতিক অশ্লীলতার কয়েকটি মামলার কথা উল্লেখ করে থাকে, সেগুলি সম্পর্কে কোনো কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। যেমন, দীর্ঘকাল ধরে নিষিদ্ধ ঘোষিত ইংরেজি উপন্যাস *ফ্যানি হীল* পেপারব্যাক যৌন উপন্যাস *সিন হুইসপার* এখনও বাজারে বিক্রি হচ্ছে। সিডিএল একটা ব্যাপারে সচেতন ছিল যে *সিন হুইসপার*-এর প্রকাশক একসময় ওয়াশিংটনে ফোর্টাসের ল' ফার্মের ক্লায়েন্ট ছিল। বস্তুতপক্ষে সিডিএল একজন এফবিআই এজেন্টের কাছ থেকে নিশ্চিত হয়ে দাবি করে যে এই প্রকাশক বর্তমানে ফোর্টাসের সঙ্গে যোগাযোগ বন্ধ করে দিয়েছে এবং আশা করছে, সে অভিযোগ থেকে রক্ষা পাবে। সিডিএল পুনরায় দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করে যে অশ্লীলতার বিরুদ্ধে তেমন কোনো ব্যবস্থা না নেওয়ার ফলেই পর্ণোগ্রাফির ব্যাপক প্রসার ঘটেছে। সিডিএল-এর এই দাবি এ্যাবি ফোর্টাসের বিরুদ্ধে জনমত গঠনে সহায়তা করে।

প্রেসিডেন্ট হিসেবে রিচার্ড নিক্সন ১৯৬৯ সালের জানুয়ারি মাসে শপথ নেন এবং তার অ্যাটর্নি জেনারেল জন এম মিচেল ফোর্টাসের বিরুদ্ধে নতুন অভিযোগ করে। এ্যাবি ফোর্টাস আদালত থেকে বহিস্কৃত হয়। ফলে তার পদ শূন্য হলে প্রেসিডেন্ট নিক্সন একজন রক্ষণশীল বিচারপতি নিয়োগ করে তা পূর্ণ করেন।

প্রেসিডেন্ট নিক্সন একমাস পর চার্লস কিটিং-কে সিডিএল-এর ভেতরে অশ্লীলতা ও পর্ণোগ্রাফির বিষয়ে গঠিত প্রেসিডেন্সিয়াল কমিশনের সদস্য হিসেবে নিয়োগ দেন এবং সিডিএল-এর সংবাদপত্র জানায়, কিটিং অশ্লীলতা দূর করার উদ্দেশ্যে দ্রুত অন্যান্য সদস্যদেরকে উদ্বুদ্ধ করে কার্যকর পদ্ধতি আবিষ্কার করতে। অন্যান্য সদস্যদের অধিকাংশকেই কিটিং দেখেছে উঁচুমানের নৈতিকতা প্রদর্শন করতে। এদের ভেতরে ছিল টেনেসির আশ্রম থেকে আসা একজন মন্ত্রী যিনি সব কাজেই পদ্ধতির ওপর নির্ভরশীল, মিয়ামি সমুদ্রসৈকতের এমানুয়েল মন্দিরের এক যাজক ইরভিং লেরম্যান এবং এ. হিল নামে একজন ক্যাথলিক যাজক। সে ম্যানহাটনে একবার পর্ণোগ্রাফির প্রকাশকদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছিল। এছাড়া আরও ছিল দক্ষিণ মেথডিস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক জি. উইলিয়াম জোন্স, ক্যালিফোর্নিয়া রাজ্যের অ্যাটর্নি জেনারেল টমাস সি, লিঙ্ক এবং দুইজন নারী—একজন দক্ষিণ ডাকোটা থেকে আসা স্কুলের ইংরেজির শিক্ষক নাম ক্যাথরিন স্পেল্টস এবং নিউইয়র্কের একজন অ্যাটর্নি বারবারা স্কট। আশা করা হচ্ছিল এই দুই নারী তাদের আলোচিত বিষয়ের সঙ্গে হয়তো আরও বেশিকিছু যোগ করতে পারবে, বিশেষ করে নারীর শরীর পর্ণোগ্রাফির রাজ্যে বেশি ব্যবহৃত হওয়া সম্পর্কে।

কমিশনের উপস্থিত অন্যান্য সদস্য হল নর্থ ক্যারোলিন বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিক্যাল স্কুলের মনোবিজ্ঞানের অধ্যাপক মরিস এ লিপম্যান, ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞানের অধ্যাপক অটো এন লারসন, মেনিনজার ফাউন্ডেশনের শিশু বিষয়ক মনোবিজ্ঞানী এডোয়ার্ড ডি. গ্রিনউড, সিবিএস-এ গবেষণারত সমাজবিজ্ঞানী জোসেফ টি. ক্ল্যাপার, কানেকটিকাটের জুভেনাইল কোর্টের বিচারক টমাস ডি, জিল, নিউ ইয়র্কে ওয়াশিংটন স্কোয়ার প্রেসের প্রেসিডেন্ট ফ্রিম্যান লুইস, আটলান্টা নিউজ এজেন্সির সভাপতি এডোয়ার্ড ই. এলসন, পেনসিলভানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞানের অধ্যাপক মারভিন ই. উলফগ্যাঙ্গ, মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারের পরিচালক এইচ ওয়াগম্যান এবং মিনেসোটা বিশ্ববিদ্যালয়ের ল' স্কুলের ডিন উইলিয়াম বি. লকহার্ট।

কমিশনের প্রায় ২০ জনেরও বেশি সদস্য এবং বাইরের কিছু বিশেষজ্ঞ গবেষক সারা দেশ ভ্রমণের জন্য নিয়োগপ্রাপ্ত হয়। তাদের উদ্দেশ্য তথ্য যোগাড় করা, যেন পরবর্তীতে তা মূল্যায়ন করা যায়। প্রথম বছর অর্থাৎ কিটিং এই কাজে যোগদানের আগে সদস্যরা পর্ণোগ্রাফি ও অন্যান্য যৌনসামগ্রী প্রস্তুতকারক বিভিন্ন দোকানের বিক্রেতা ও নিয়মিত ক্রেতাদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে। গবেষক ডাক বিভাগের পরিদর্শক ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী কর্তৃপক্ষের সন্ধান করে যারা পর্ণোগ্রাফি সম্পর্কে বেশি জানে। কিন্তু তাদের কাছে তেমন কিছুই পাওয়া যায় না এই অবৈধ সমগ্রী সম্পর্কে শুধুমাত্র এর পরিমাণ ছাড়া। কিন্তু তারা অন্য একটা তথ্য উদ্ধার করে এবং তা হল, মাফিয়া গোষ্ঠী সম্ভবত পর্ণোগ্রাফির উৎপাদন ও বিতরণের ক্ষেত্রে তাদের যাবতীয় প্রভাবকে কাজে লাগাচ্ছে। গবেষকরা মিডওয়েস্ট ও নিউইয়র্কের জেলখানাও পরিদর্শন করে সেই বন্দিদেরকে জেরা করতে, যারা ধর্ষণ ও অন্যান্য যৌন অপরাধের জন্য সাজা পেয়েছে। জানতে চেষ্টা করে তাদের পরিবারিক পটভূমি এবং আইনের আওতায় আসার আগে তারা কী ধরনের বই, পত্র-পত্রিকা ও ছবি দেখেছে।

কমিশনের অনুরোধে প্রায় একশত জাতীয় প্রতিষ্ঠান পর্ণোগ্রাফির ব্যাপারে তাদের মতামত লিখিত আকারে জমা দেয়। কমিশনের একজন তদন্তকারীকে ডেনমার্কে পাঠানো হয় যেখানে সম্প্রতি পর্ণোগ্রাফি ও *লাইভ সেক্সশো* বৈধ করা হয়েছে। উদ্দেশ্য, ড্যানিশ নাগরিকদের যৌন অপরাধের ক্ষেত্রে এগুলি কী পরিমাণ প্রভাব বিস্তার করেছে তা আবিষ্কার করা এবং জাতীয় নৈতিকতা কী ধরনের তা খতিয়ে দেখা। নর্থ ক্যারোলিনা বিশ্ববিদ্যালয়ে একদল সমাজবিজ্ঞানী তেইশ জন পুরুষ ছাত্রকে নব্বই মিনিটের একটা যৌনছবি দেখায় প্রতি সপ্তাহে তিনদিন। উদ্দেশ্য, ছাত্রদের ব্যক্তিগত অভ্যাস ও আবেগের ক্ষেত্রে তা কী ধরনের প্রভাব বিস্তার করে সে-সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া। এসব ছাত্র এই ছবি দেখার সময় প্রত্যেকেই লিঙ্গে কনডম পরে নিয়েছিল যেন বীর্যপাত হলে ট্রাউজার না ভিজে যায়। প্রতিদিন ছবি শুরু হওয়ার আগে গবেষকরা গোপনে ছাত্রদের জিজ্ঞাসা করেছে গত চব্বিশ ঘণ্টায় তারা হস্তমৈথুন অথবা কোনো নারীর সঙ্গে যৌনমিলন উপভোগ করেছে কি না।

কমিশনের সদস্যরা প্রত্যেকেই যৌনবিষয়ক এসব ছবি দেখেছিল। প্রকৃতঅর্থে এই কমিশনের প্রথম আনুষ্ঠানিক সভা অনুষ্ঠিত হয় ১৯৬৮ সালে ইন্ডিয়ানার কিনযে ইনসস্টিটিউটে, যেখানে ডা: কিনয়ের যৌনবিষয়ক বই ও পত্র-পত্রিকার বিশাল সংগ্রহ রয়েছে। সদস্যরা এখানে ব্লু-ফ্লিমের উদাহরণস্বরূপ প্রদর্শনরুমে প্রতি সপ্তাহে যৌনবিষয়ক একটা রঙিন ছবি দেখে। সম্ভবত দর্শকদের ভেতরে একজন সম্মোহিত হয়েছিল এবং ঘরের আলো জ্বলে ওঠার পর সে নড়েচড়ে বসে। এই ব্যক্তি হল ফাদার মর্টন হিল, সে ছিল পর্ণোগ্রফির প্রধান শত্রু। ছবির প্রদর্শন শেষ হওয়ার পর ফাদার হিল উপস্থিত কমিশনের মহিলা আইনজীবীকে তার মতামত জানতে চাইলে সে জানায় ছবিটা অবশ্য সে দেখতে বাধ্য হয়েছে কাজের প্রয়োজনে, তবে এই ছবি দেখার অভিজ্ঞতা তাকে মোটেও আতঙ্কিত করে তোলেনি। ফাদার হিল খুবই হতাশ হয় এবং মহিলা আইনজীবীর আত্মার মুক্তির জন্য সবাইকে প্রার্থনা করতে বলে।

পর্ণোগ্রাফি নিয়ে কমিশনের সদস্যরা নিজেদের ভেতরে আলোচনার ব্যাপারে ছিল খোলামেলা, বিশেষ করে যা তারা এ পর্যন্ত দেখেছে। কমিশনের চেয়ারম্যান উইলিয়াম বি লকহার্ট তাদের পরামর্শ দেয় যে জনসমক্ষে ব্যাক্তিগত মতামত যেন তারা প্রকাশ না করে। লকহার্ট মনে করত, সে এমন একটা গবেষণা প্রকল্পের অংশ যা সম্ভাব্যরূপে উস্কানিমূলক এবং যদি এটা নিয়ে আনাড়ির মতো আচরণ করা হয় অথবা পরিপূর্ণভাবে বিকাশিত হওয়ার আগেই তা নিস্পত্তির ব্যবস্থা করা হয় তাহলে তা ভুল-বোঝাবুঝি সৃষ্টি করার পাশাপাশি বিতর্কের জন্ম দেবে। সুতরাং সংবাদমাধ্যমে অথবা রাজনীতিবিদদের অভ্যন্তরীণ প্রশ্ন ও অনুসন্ধান চলতেই থাকবে। কিন্তু ১৯৬৯ সালে চার্লস কিটিং-এর আবির্ভাবের পরই কমিশনের সদস্যরা উদ্বেগ ও বিবাদের উপাদান খুঁজে পায় অভ্যন্তরীণ কাজের ভেতরে।

চালর্স কিটিং-এর সঙ্গে বিবাদ শুরু হয় যখন সে আবিষ্কার করে যে মাঠ পর্যায়ের কাজগুলি কমিশনের সদস্যরা করছে না। এই কাজ পরিচালিত হচ্ছে লকহার্ট-এর নিয়োগকৃত একজন গবেষক দ্বারা। কিটিং আরও বিরক্ত হয় যখন সে সিডিএল-এর সঙ্গে

তার বন্ধু ও উপদেষ্টাদের নিয়ে মজা করছে তখন সেখানে লকহার্টের পছন্দের উপদেষ্টা আইনজীবী পল বেন্ডার-এর অংশগ্রহণ। এতে জেমস জে ক্লানসি সভা থেকে বেরিয়ে যায়। কিটিং আরও বিরক্ত হয় যখন লকহার্ট তাকে অন্যান্য কমিটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হওয়ার অনুমতি দিতে অস্বীকার করে। লকহার্ট মনে করে যে কিটিং-এর মতামত যদি যথাযথভাবে ছাপা হয় তাহলে দেশে অশ্লীল পত্র-পত্রিকার হিড়িক পড়ে যাবে এবং এসব ব্যবসায়ীরা রাতারাতি ধনী হয়ে উঠবে। কিটিং ভবিষ্যত কমিশনের যাবতীয় সভা বর্জন করে।

যাহোকে, কিটিং এবং লকহার্টের যে বিবাদ তা সহজে নিষ্পত্তি হয় না। তবে কিটিং-এর পরিকল্পনা ও প্রাথমিক উপসংহার ও সুপারিশ প্রশংসিত হওয়ার মতো। কারণ অর্থ, জনশক্তি ও সময় ব্যয় হয়েছে পর্ণোগ্রাফির সমস্যা তদন্ত করতে গিয়ে। কিটিং বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যায় যে, লকহার্টের অধিকাংশ সমর্থক মনে করে পর্ণোগ্রাফি মোটেই কোনো জাতীয় সমস্যা নয়। সুতরাং বিচক্ষণতার সঙ্গে তা তদন্ত করতে হবে—বিশেষ করে প্রাপ্তবয়স্করা এর সঙ্গে জড়িত। তারা মনে করে বিষয়টাকে উপেক্ষা করা উচিত।

'কমিশন বিশ্বাস করে যে প্রাপ্তবয়স্কদের পূর্ণ স্বাধীনতার ক্ষেত্রে সরকারের ধারাবহিক হস্তক্ষেপের কোনো প্রয়োজন নেই,' প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, 'কমিশন ও অন্যান্যদের তদন্তে তেমন কোনো তথ্যই পাওয়া যায়নি শুধুমত্র নগ্নতা প্রদর্শন ছাড়া। তবে এসব দেখা, পড়া বা ব্যবহার করার কারণে কোনো ধরনের অপরাধ সংঘটিত হওয়ার কোনো তথ্যও পাওয়া যায়নি।'

প্রতিবেদনে আরও জানানো হয়, ধর্ষণ ও অন্যান্য যৌন অপরাধের কারণে যারা কারাগারে ও মানসিক হাসপাতালে রয়েছে তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানা গেছে তারা কেউই পর্ণোগ্রাফির পাঠক যা যৌনছবির দর্শক নয়। বরং দেখা গেছে তাদের অধিকাংশই রক্ষণশীল, কেউ কেউ অবদমনের শিকার, আবার দেখা গেছে অনেকেই যৌনসুখ থেকে বঞ্চিত এবং অধিকাংশই পর্ণোগ্রাফির জনপ্রিয়তার কারণে ক্রুদ্ধ। প্রতিবেদনে আরও জানা যায়, *আগ্রহোদ্দীপক* ও *ধর্মীয়ভাবে সক্রিয়* বয়স্করা, যারা বিশ্বাস করে যে সংবাদপত্রের সেই অধিকার থাকা উচিত নয় যা জনগণের সমালোচনা করে এবং সেই জনগণেরও অনুমতি থাকা উচিত নয় সরকারি রীতিনীতিকে আক্রমণ করে গ্রন্থ প্রকাশ করা এবং আরও উচিত নয় ঈশ্বরের বিরুদ্ধে কোনো বক্তব্য দেওয়া।'

নর্থ ক্যারোলিনার তেইশজন কলেজছাত্রকে যৌনবিষয়ক চলচ্চিত্র প্রদর্শনের ফলাফল হচ্ছে একঘেয়েমি কাটানো এবং ঔৎসুক্য মেটানো। কারণ অন্য মানুষকে নগ্ন দেখার কামনা প্রতিটি মানুষের মধ্যে তীব্র, যদি সে যুবতী বা যুবক হয় তাহলে তো কথাই নেই। বহু মানুষ আছে যারা লুকিয়েও অন্য পুরুষ বা নারীকে নগ্ন দেখার চেষ্টা করে। তবে এ-কাজে ঝুঁকি থাকায় তারা *বটমলেস বার, পর্ণো চলচ্চিত্র* এবং *লাইভ সেক্স শো* দেখতে অধিক আগ্রহী। অন্যদিকে বহু মার্কিন নাগরিকের ধারণা, এমনকি এ-ধরনের বহু প্রতিবেদনও প্রকাশিত হয়েছে যে আমেরিকার যৌনশিক্ষা নিয়ন্ত্রণ করছে মাফিয়ারা অথবা পরিকল্পিতভাবে বিভিন্ন অপরাধের সঙ্গে সম্পৃক্ত ব্যক্তিরা, বিশেষ করে যখন পর্ণোগ্রাফির ব্যাবসা অপরাধীদের দ্বারা সমাদৃত হতে থাকে। মাফিয়াদের সঙ্গে

যৌন চলচ্চিত্র নির্মাণ বা অশ্লীল প্রকাশনার কোনো সাক্ষ্য প্রমাণ পাওয়া যায় না। তখন যৌনশিল্পের সম্রাট হল লস এঞ্জেলেসের মিলটন লুরোস ও মারভিন মিলারস, সানডিআগো'র উইলিয়াম হ্যামলিন, ক্লিভল্যান্ডের রিউবেন স্টুরম্যান এবং আটলান্টার মাইকেল দিভিস। উল্লেখ্য, এরা প্রত্যেকেই ছিল প্রকাশ্য জগতে সম্মানিত ব্যবসায়ী, কিন্তু মাফিয়া গডফাদারদের সঙ্গে তাদের কোনো যোগাযোগ ছিল না, যারা বিশাল বিশাল পরিবার শাসন করেছে এবং হত্যা করছে মানুষকে। ফলে প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, অধিক সংখ্যক মার্কিন নাগরিক বছরে কয়েক মিলিয়ন ডলার খরচ করে পর্ণোছবি দেখে, *স্কিন* পত্রিকা কেনে, ম্যাসেজ পার্লারগুলির পৃষ্ঠপোষকতা করে এবং কয়েক টন মুদ্রা জমা করে মুদ্রাচালিত যন্ত্রে যৌনবিষয়ক ছবি দেখে। উল্লেখ্য এদের অধিকাংশই হচ্ছে সাদা মধবিত্ত শ্রেণী, মধ্যবয়সী, বিবাহিত পুরুষ এবং এদের প্রতেকেই চমৎকার পোশাক পরিহিত ও পরিচ্ছন্ন।

দেখা গেছে পর্ণোগ্রাফি এসব লোকের উপর তেমন খারাপ প্রভাব ফেলতে পারেনি, যেমন শঙ্কাবাদীরা বলে থাকে যে পর্ণোগ্রফির প্রভাবে মানুষ ধর্ষণের উদ্দেশ্যে নারীদেরকে রাস্তায় তাড়া করে ফিরতে পারে অথবা কিশোর-কিশোরীদেরকে প্ররোচিত করতে পারে পারিবরিক বন্ধন ভেঙে ফেলতে ও পরিবারের সদস্যদেরকে পরিত্যাগ করতে। তবে সাধারণত দেখা গেছে পর্ণোগ্রাফি পড়ে কেউ উত্তেজিত হলে তা হস্তমৈথুনের দিকে নেতৃত্ব দিতে পারে অথবা যদি কোনো ব্যক্তির আগ্রহী স্ত্রী, মিসট্রেস অথবা মেয়েবন্ধু থাকে তাহলে যৌনমিলনের ক্ষেত্রে পর্ণোগ্রাফি আরও অধিক আনন্দদায়ক হয়ে উঠবে। অপরাধকর্মে পর্ণোগ্রাফির প্রভাব প্রমাণিত হয়নি, যদিও আমেরিকার সরকার পর্ণোগ্রাফির প্রকাশকদেরকে শাস্তি দেবার জন্য প্রচুর অর্থও বিনিয়োগ করেছে। তার কমিশনের ১৮ জন সদস্যের ভেতরে কিটিংসহ মাত্র তিনজন লকহার্টের খসড়া প্রতিবেদনের প্রতিবাদ করে। এই সদস্যরা হল ফাদার মর্টন হিল, রেভারেন্ড উইনফ্রেড লিঙ্ক এবং ক্যালিফোর্নিয়ার অ্যাটর্নি জেনারেল টমাস সি লিনচ। ফাদার হিল বলতে গেলে কিটিং-এর মতোই ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে এই প্রতিবেদন পড়ে।

এসময় বহু গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি কিটিং-এর প্রতিবাদের প্রতি সমর্থন জানায়। এদের মধ্যে ছিল মার্কিন যুক্তরাস্ট্রের পোস্টমাস্টার জেনারেল, সিনেটর, উভয় দলের নেতারা ও ক্যাথলিক যাজকদের জাতীয় সম্মেলনের প্রধান। অ্যাটর্নি জেনারেল জন মিটসেল জানান 'আমরা যদি এমন একটা সমাজব্যবস্থা চাই যেখানে মানুষের সততা উৎসাহিত হবে এবং মূল্যায়ন করা হবে মানবতা। সেখানে পর্ণোগ্রাফি খুবই ক্ষতিকর প্রভাব ফেলবে।' প্রেসিডেন্ট নিক্সন লকহার্টের প্রতিবেদন বাতিল করে দেয় এবং ঘোষণা করে, 'আমি যতক্ষণ হোয়াইট হাউসে আছি ততক্ষণ অশ্লীলতা থেকে আমাদের জাতীয় জীবনকে রক্ষা করার ব্যপারে নূন্যতম ছাড় দেওয়া হবে না। কমিশনের প্রতিবেদন এই বলে আশ্বস্ত করতে চায় যে, অশ্লীল গ্রন্থ এবং নাটক, মানুষের জন্য ক্ষতিকর কোনো হুমকি নয়...কয়েক শতাব্দীর সভ্যতা এবং আমাদের সাধারণ জ্ঞান আমাদেরকে অন্য কথা বলে... আমেরিকানদের নৈতিকতা হেলাফেলার কোনো বিষয় নয়।' এর কিছুদিন পর কিটিং আলাদা একটা

প্রতিবেদন প্রকাশ করে এবং সেখানে পর্ণোগ্রফির প্রশ্নে তার দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরা হয়।

কিটিং-এর প্রতিবেদন ছিল ১৭৫ পৃষ্ঠার একটা প্রামান্য দলিল যেখানে লকহার্টের সমালোচনা ও নিন্দা করা হয়। আরও সমালোচনা করা হয় তার গবেষণা পদ্ধতিকে। প্রতিবেদনে শিক্ষাবিদ ও স্নাতক পর্যায়ের ছাত্রদের প্রর্ণোগ্রাফিক বিষয় সাক্ষাৎকার সংযুক্ত করা হয়। পুনরায় ছাপা হয় পুলিশের এ সংক্রান্ত মামলা বিষয়ক নথিপত্র এবং সেইসঙ্গে উদ্ধৃত হয় নাগরিকদের যৌনবিষয়ক অনৈতিকতা ও পর্ণোগ্রফির সমস্যা সম্পর্কে, যা বর্তমানের আমেরিকার জন্য হুমকিস্বরূপ। কিটিং আরনল্ড টয়েনবি'র দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরে। সেখানে সে বলে সবচেয়ে প্রগতিশীল সংস্কৃতিতে প্রাপ্তবয়স্ক যুবকদের যৌন অভিজ্ঞতার ওপর অবশ্যই নিয়ন্ত্রণ থাকতে হবে। ব্রুনো ব্যাটেলহেইম-এর পর্যবেক্ষণও কিটিং প্রতিবেদনে যুক্ত করে যদি কোনো সুবাদে যৌনতার চর্চাকে নিষিদ্ধ করা না হয় তাহলে শিশুরা যৌন স্বাধীনতার ভেতরে বেড়ে উঠতে থাকে....কিন্তু ইতিহাস থেকে জানা যায় এ-ধরনের সমাজ কখনও কোনো সভ্যতা বা সংস্কৃতি নির্মাণ করতে পারে নাই, এ সকল সমাজ আদি অবস্থায়ই রয়ে গেছে।' কিটিং প্রতিবেদনে এ্যালেক্সিস ডি টকুয়েভিলি-এর রচনা থেকে এক প্যারা জুড়ে দেয়। সে ১৮৩৫ থেকে ১৮৪০ সালের মধ্যে কোনো একসময় আমেরিকা ভ্রমণ করেছিল 'আমি আমেরিকার মহত্ত্ব ও সৃজন ক্ষমতাকে অনুসন্ধান করেছিলাম তার পণ্যদ্রব্যের পোতাশ্রয়ে এবং পর্যাপ্ত নদীর স্রোতপ্রবাহের ভেতরে, কিন্তু সেখানে তা ছিল না এবং তা ছিল না উর্বর ভূমি ও বন্ধনহীন প্রেইরি অঞ্চলে। যতক্ষণ আমি চার্চে যাইনি ততক্ষণ সন্ধান পাই নাই তার সৃজনীক্ষমতা ও সামর্থ্যের গোপনীয়তা। আমেরিকা মহৎ, কারণ সে সুন্দর এবং যদি আমেররিকা সুন্দর হওয়া থেকে বিরত থাকে তবে তার মহত্ত্বও স্থির হয়ে থাকবে।'

এই প্রতিবেদন সংবাদপত্রে কয়েকদিন ধরে প্রকাশ হওয়ার পর শুরু হয় বির্তক। সেসময় আরও একটা ঘটনা ঘটে যা সমস্ত বিরোধের মীমাংসা করে দেয়। ১৯৭০ সালের নভেম্বরে ক্যালিফোর্নিয়ায় প্রেসিডেন্টের প্রতিবেদনের অননুমোদিত বিস্তৃত সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এই প্রতিবেদন আকারে বিশাল এবং গ্লোসি পেপারে ছাপা ৩৫২ পৃষ্ঠার এই পেপারব্যাক গ্রন্থের দাম ১২.৫০ ডলার। এই গ্রন্থে শুধু কমিশনের প্রকল্পের বর্ণনা এবং কিটিং-এর প্রত্যুত্তরই ছাপা হয়নি আরও ছাপা হয়েছে অসংখ্য ছবি এবং রেখাচিত্র। এসব ছবি ও রেখাচিত্রের ভেতরে রয়েছে যৌনমিলনরত নারী ও পুরুষ, দলবদ্ধ যৌনমিলন, নারী পুরুষের লিঙ্গ হাত দিয়ে মৈথুন করছে, কেউ কেউ মুখে নিয়ে চুষছে, পুরুষ মৈথুন করছে ভাইব্রেটরের সাহয্যে নারীর যোনি, পুরুষ জিভ দিয়ে নারীর যোনি আদর করছে, সমকামী পুরুষ পায়ুমৈথুন করছে, সমকামী নারীরা পরস্পরের যোনি চোষণ করছে, মধ্যযুগে মঠে বসবাসকারী সন্ন্যাসিনীরা (নান) মোমবাতি প্রবেশ করাচ্ছে যোনির ভেতরে, বিস্তৃত লাম্পট্যের প্রাচ্যদেশীয় প্রাচীন চিত্রকলা, অশ্লীল ও উত্তেজক ভঙ্গির কার্টুন, পাবলো পিকাসোর কামোত্তেজক চিত্রকলা, হাতকড়া পরানো পুরুষের ওপর এলিয়ে পড়ে থাকা নগ্ন নারীরা, বিভিন্ন জাতির নারী ও পুরুষের উন্মত্ত যৌনমিলন, বিভিন্ন আকারের যোনির ক্লোজ-আপ ছবিসহ দু'আঙুল দিয়ে মেলে ধরা যোনির ভয়াবহ উত্তেজক

ছবি এবং লাল চুলের এক নারীর জিভ দিয়ে একটা ঘোড়ার উত্তেজিত লিঙ্গ আদর করার দৃশ্য। সবরকম কল্পনাযোগ্য পদ্ধতিতে প্রায় ৫৪৬টি যৌনমিলনের ছবি ও রেখাচিত্র এই বইয়ের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে যেন প্রকাশকরা এর যথার্থতা প্রমাণ করতে পারে, পাশাপাশি এটাও প্রমাণিত হয় যে প্রতিবেদন সম্পন্ন করার আগে এসব ছবি ও রেখাচিত্র কমিশনের সদস্যরা তন্ন তন্ন করে পরীক্ষা ও মূল্যায়ন করেছে।

এই গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ ছাপা হয় এক লাখ কপি এবং তা সরবরাহ করা হয় সারাদেশে প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য নির্ধারিত বইয়ের দোকানগুলিতে। ক্যালিফোনিয়ার এই প্রকাশন সংস্থা ৫৫ হাজারেরও বেশি বিজ্ঞাপন সম্বলিত ব্রেশিয়্যুর ডাক বিভাগের মাধ্যমে সারাদেশের বইয়ের দোকানগুলিতে পাঠায়। এই ব্রোশিয়্যুরে গ্রন্থ থেকে নির্বাচিত কিছু ছবি ছাপা হয়। বিজ্ঞাপনে বলা হয় কীভাবে গ্রাহকরা বইয়ের এই সংস্করণের কপির অর্ডার দিতে পারবে। এছাড়া বিজ্ঞাপনে 'জনাব প্রেসিডেন্ট আপনাকে অসংখ্য ধনবাদ'-এই শিরোনামে একটা লেখা ছাপা হয়। তাতে বলা হয় 'এটি একটি স্মরণযোগ্য গবেষণা ও তদন্ত কর্মকাণ্ড যা বর্তমানে একটা বিশাল গ্রন্থে পরিণত হয়েছে। এই গ্রন্থের ঘটনাসমূহ ও সংখ্যাগত তথ্য সম্ভাব্য উপায়ে তুলে ধরা হয়েছে এবং সাদাকালো ও রঙিন ছবি ও রেখাচিত্র দিয়ে সজ্জিত করা হয়েছে। এর আগে এত বিস্তৃতভাবে সবচেয়ে বিতর্কিত এই বিষয়টি সম্পর্কে কোনো গ্রন্থ প্রকাশিত হয়নি। এই গ্রন্থ অবশ্যই প্রত্যেক গ্রন্থাগারের গবেষণা-শেলফে, মানুষের হাতে অথবা গোপনে সংরক্ষণ করতে হবে। বর্তমান সময়ে আমেরিকার যৌনবিষয়ক কর্মকাণ্ডের এই যথাযথ সত্যকে তুলে ধরতে প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হয়েছে। তথ্য যোগাড়ের জন্য নেওয়া হয়েছে সম্ভাব্য যাবতীয় উদ্যোগ এবং তুলে আনা হয়েছে সত্য। অবশ্য প্রেসিডেন্ট এসব তথ্য বাতিল করে দিয়েছেন। তিনি বিশ্বাস করতে চান না যে আমেরিকাতে এসব ঘটতে পারে। এসব তথ্য চাপা দেওয়ার বিষয়টি হচ্ছে ক্ষমার অযোগ্য একটি অপরাধ, যা বঞ্চিত করবে দেশের অসংখ্য প্রাপ্তবয়স্ককে। প্রত্যেকটি মানুষের অবশ্যই সিদ্ধান্ত নেওয়ার অনুমতি থাকা উচিত। প্রাপ্তবয়স্কদের ভেতরে অনেকেই সিদ্ধান্তহীনতায় ভোগে। তবে প্রকৃতঅর্থে খেলামেলা সমাজব্যবস্থায় এ ধরনের গ্রন্থ প্রয়োজনীয় হতে পারে না।'

এই বিস্তৃত প্রতিবেদনের কপি দ্রুত এফবিআই এজেন্টের হাতে আসে এবং তারা তা ওয়াশিংটনে এডগার হুভারের কার্যালয়ে পাঠিয়ে দেয়। তারা বিস্মিত হয় এই ভেবে যে এসব কর্মকাণ্ডের অস্তিত্ত আছে! তারা প্রেসিডেন্ট নিক্সনকে বিষয়টি জানায়। নিক্সন আগেই গ্রন্থটি দেখেছিলেন। কপিটা তাকে পাঠিয়েছিল কিটিং, যাকে আগেই সতর্ক করেছিল গাওয়ার। নিক্সন বিস্ময়াভিভূত হয়ে পড়েন। তিনি এসব কী দেখলেন এবং দ্রুত কেন্দ্রীয় আইনজীবীরা আলোচনা শুরু করে বৈধ কৌশল অনুসন্ধানের, যার মাধ্যমে পঞ্চাশ বছর বয়স্ক উইলিয়াম হ্যামলিনের মতো প্রকাশকদেরকে কার্যকরভাবে শাস্তি প্রদান করা যায়, যাকে তারা অনেক আগে থেকেই পর্ণোগ্রাফির বিক্রেতা হিসেবে চিনত।

উইলিয়াম হ্যামলিন গত শতাব্দীর প্রথম ভাগে সানডিআগো-তে অশ্লীলতার দায়ে অভিযুক্ত হয়। তার প্রতিষ্ঠান নিষিদ্ধ ও উত্তেজক পেপারব্যাক গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকা বিক্রি করত। আরও বিক্রি করত নব্যতান্ত্রিকদের রাজনৈতিক চুক্তি, সায়েন্স ফিকশন, উপন্যাস

নয় এরকম অসংখ্য গ্রন্থ, হেনরি মিলারের সর্বাধিক বিক্রিত গ্রন্থ *দ্য রোজি ক্রুসিফিকশন*, টেরি সাউদার্ন ও ম্যাসন হফেনবার্গে-এর *ক্যান্ডি* এবং সাদ, লেনি ব্রুস ও মোরাভিয়ার রচনাবলি। হ্যামলিন একসময় ছিল এ্যাবি ফোর্টাসের আইন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানের ক্লায়েন্ট।

হ্যামলিন সম্পর্কে সরকার সবচেয়ে বেশি জানত এবং তার সবকিছুই সিডিএল-এর সংবাদপত্রে প্রকাশ করে দিয়েছিল গাওয়ার। তুলে ধরছিল তার মামলাবাজ চরিত্রের ইতিহাস। গাওয়ার তার সম্পর্কে আরও বেশি জানতে পারে যখন তারা সানডিয়াগো টেলিভিশনে একটা 'টকশো'তে বক্তব্য দেওয়ার জন্য অংশগ্রহণ করে। উইলিয়াম হ্যামলিনের সঙ্গে এই প্রথম গাওয়ারের মুখোমুখি দেখা হয় যদিও গাওয়ার তার প্রতি বিরক্তির মনোভাব প্রকাশ করেছিল, কিন্তু অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার আগে অনানুষ্ঠানিক আলোচনায় তার মনোভাব বদলে যায়। দুজনেই মধ্যবয়সী, দুজনের চুলই সাদা, পোশাক রক্ষণশীলদের স্যুট ও টাই, দুজনেই শিকাগোর বাসিন্দা, কাঠোর ক্যাথলিক নিয়ম-কানুনের ভেতর দিয়ে দুজনেই বেড়ে উঠেছে এবং কথা বলতে বলতে গাওয়ার আবিষ্কার করে যে তারা দুজনেই সারা জীবন একে অন্যের ছায়ার ভেতরে চলাচল করেছে।

তাদের দুজনেই জন্মেছিল ১৯২১ সালে শিকাগোর উত্তরাংশে। তারা বল খেলেছে একই বালুতটে। লেখাপড়া করেছে একই স্কুলে। হ্যামলিন এবং গাওয়ার সেনাবহিনীতে যোগ দেওয়ার জন্য প্রথম শিকাগো ছেড়ে যায় এবং যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর প্রত্যেকেই শিকাগোতে ফিরে এসে শিকাগোর দুই যুবতীকে বিয়ে করে এবং গড়ে তোলে বিশাল দুটি পরিবার। শিকাগোর বেশ কয়েকটি অসহনীয় শীত পেরিয়ে যাওয়ার পর দুজনই পরিবার নিয়ে দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ায় চলে আসে যেখানে তারা দুজনেই নিজের পর্ণোগ্রাফিবিরোধী চরিত্রকে প্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থ হয়। বর্তমানে তারা দুজনেই একত্রিত হয়েছে টেলিভিশনের এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে, যা মূলত একটা বিতর্ক। গাওয়ার এক ধরনের একাত্মতা অনুভব করতে থাকে হ্যামলিনের সঙ্গে। কারণ ঝগড়া করার মানসিকতা তার ছিল না।

কিন্তু গাওয়ার তার উদ্বোধনী বক্তব্যে কলুষিত সাহিত্যের প্রকাশনা ও বিক্রির ব্যাপারে মন্তব্য করে। হ্যামলিন তখন বৈরীভাবাপন্ন হয়ে ওঠে এবং তিক্ত বক্তব্য দান করে। সে বলে যে পর্ণোগ্রাফি তার নিজের কাছে রাখার অধিকার যেমন রয়েছে তেমনি তা সে বিক্রির জন্যও অনায়াসে প্রকাশ করতে পারে। গাওয়ার তার অধিকারকে চ্যালঞ্জে করে বলে যে, পর্ণোগ্রাফি প্রাপ্তবয়স্ক ও যারা বয়োসন্ধিকালে পৌঁছেছে তাদের উভয়ের জন্যই ক্ষতিকর এবং সামাজিকভাবে নিষিদ্ধ হওয়া উচিত। প্রায় একঘণ্টা যাবত আলাপ-আলোচনার পর অনুষ্ঠান শেষ হয়ে যায় এবং গাওয়ার ও হ্যামলিন অনুষ্ঠানের মডারেটরের সঙ্গে করমর্দন করার পর পরস্পরকে বিদায় জানায় আনুষ্ঠানিকভাবে।

গাওয়ার বিস্মিত হয় যে তার সঙ্গে সবকিছুর মিল থাকা সত্ত্বেও এই একটা ব্যাপারে তারা দ্বিমত পোষণ করেছে। তার মনে হয় ধর্মীয় বিশ্বাসের সঙ্গে, হ্যামলিনের যোগাযোগ একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে। হ্যামলিন সম্পর্কে গাওয়ারই সবচেয়ে ভালো বলতে পারে। তার মনে হয় শিকাগো পরিত্যাগের পর তার অনেক পরিবর্তন ঘটেছে, যা সে জানে না।

হ্যামলিন সবসময়ই চার্চে যেতে পছন্দ করত এবং বিশ্বাস করত যে ক্যাথলিকবাদে মানবতার বিষয়গুলি সবসময়ই একটা পরিচ্ছন্ন অবস্থান নেয়। কিন্তু সেনাবাহিনীতে অবস্থানকালে হ্যামলিনের চিন্তা-ভাবনার পরিবর্তন ঘটতে থাকে। অদৃষ্টবাদকে সে পরিত্যাগ করে এবং অধিক জাতীয়তাবাদীতে পরিণত হয়।

পাপকে, শতাব্দীর পর শতাব্দী পাপ বলেই সম্বোধন করা হত। হঠাৎ করেই চার্চ পাপীদেরকে নিন্দা না করতে শুরু করে। ক্যাথলিক সৈন্যরা তখন শুক্রবার মাংস খেতে পারত, অনুপস্থিত থাকতে পারত খ্রিস্ট্রের নৈশভোজের পর্বে, এড়িয়ে যেতে পারত পাপ-সংক্রান্ত সাপ্তাহিক স্বীকারোক্তির অনুষ্ঠান। বোমা নিক্ষেপ করত যেসব সেনারা তাদেরকে আশীর্বাদ করত বিশপরা। চার্চের কর্মকর্তারা তখন শান্তিচুক্তি করে জেনারেলদের সঙ্গে। বস্তুতপক্ষে, তখন কয়েক টন পিন-আপ পত্র-পত্রিকা সরবরাহ করা হত বিকল্প উত্তেজনা হিসেবে সেনাবহিনীর সদস্যদের কাছে, যারা ছিল নারীহীন যোদ্ধা। চার্চ একবার মাত্র এগুলির ব্যাপারে কঠোরতা প্রদর্শন করেছিল এবং নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিল এসব পত্রিকা। কিন্তু তারপর তারা নীরবতা পালন করেছিল এবং এই নীরবতাই ছিল এই দুষ্কর্মের ক্ষেত্রে একটি নীরব সহযোগিতা। কিন্তু এটা এড়িয়ে যাওয়ার কোনো উপায় ছিল না।

এ সময় হ্যামলিন একটা প্রকাশনা সংস্থায় সম্পাদক হিসেবে চাকরি করে, যা বিভিন্ন ধরনের পত্র-পত্রিকা বিতরণের দায়িত্ব পালন করত। যেমন অভিযান বিষয়ক পিন-আপ পত্রিকা *মডার্ন ম্যান*, ন্যুডিস্টদের পত্রিকা *মডার্ন সান ব্যাদিং অ্যান্ড হাইজিন* যেখানে নগ্ন নারীদের উত্তেজক ভঙ্গির ছবি ছাপা হত। হ্যামলিনের বস ও এই প্রকাশনা সংস্থার মালিক ছিল জর্জ ভন রোজেন। সে ভন রোজেন ও তার যুবক পরিচালক হিউ হেফনারের সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে তোলে। হেফনার এসব পত্রিকা বিক্রির উন্নয়নের দায়িত্ব পালন করত। সে বয়সে ছিল হ্যামলিনের প্রায় চল্লিশ বছরের ছোট। সে তার জীবনের লক্ষ সম্পর্কে নিশ্চিত ছিল এবং সিদ্ধান্ত নিয়েছিল অচিরেই এই চাকরি ছেড়ে দিয়ে সে নিজে একটা পত্রিকা বের করবে। হেফনার পত্রিকা সম্পর্কে তার নিজের ধারণা হ্যামলিনের কাছে তুলে ধরে এবং মনে মনে আশা করে সে তার পত্রিকার বিনিয়োগকারী হতে পারে। হ্যামলিন মুগ্ধ হয় এবং আর্থিকভাবে সহযোগিতা করার মতো প্রচুর অর্থ তার ছিল।

বছর দু'য়েক পর *প্লেবয়* পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক হিসেবে যখন হিউ হেফনার বেশ অর্থ-সম্পদের মালিক হয়েছে, হ্যামলিন তখন সম্পাদকের ঘানি টানছে এবং ফ্রিল্যান্স লেখক হিসেবে বিভিন্ন যৌনপত্রিকায় লেখালিখি করছে। এ সময় এক বিকেলে দুজনের সাক্ষাৎ হয় এবং শিকাগোর এক রেস্টুরেন্টে লাঞ্চ খেতে যাবার সময় হ্যামলিনকে সে তার নতুন কেনা ব্রোঞ্জ রঙের ক্যাডিলাক গাড়িটা দেখায়। হ্যামলিন লক্ষ করে সে শুধু সমৃদ্ধশালী একজন সম্পাদকই নয় নিজেকে সে প্লেবয়ের সমার্থক মনে করত। সে বেশ বুঝতে পারত হেফনারের সমকক্ষ হওয়া বা তাকে ছাড়িয়ে যাওয়া আজ আর তার পক্ষে সম্ভব নয়। লাঞ্চ খেতে বসে হ্যামলিন শ্রদ্ধার সঙ্গে মনোযোগ দিয়ে হেফনারের কথা শোনে। হেফনার নিজের কথা বলে যাবার পাশাপাশি হ্যামলিনকে পরামর্শ দেয় তার এ ধরনের একটা পত্রিকা প্রকাশের চেষ্টা শুরু করা উচিত যেখানে পুরুষদের বহু বিষয় স্থান পাবার সুযোগ রয়েছে এবং একই সঙ্গে রয়েছে সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ অর্থ উপার্জন করার।

হ্যামলিন তখন চিন্তা করে এখন তার অবশ্যই এরকম একটা পত্রিকা প্রকাশের উদ্যোগ নেওয়া উচিত।

হেফনারের পরামর্শ অনুযায়ী এক সপ্তাহের ভেতরে হ্যামলিন এম্পায়ার নিউজ কোম্পানির পরিচালক জেরি রোজেনফিল্ড-এর সঙ্গে যোগাযোগ করে, যে প্রাথমিক অবস্থায় *প্লেবয়* পত্রিকা প্রকাশের জন্য অর্থ সাহায্য করেছিল এবং বর্তমানে এই পত্রিকার পরিবেশক হিসেবে যে প্রচুর অর্থ আয় করেছে। সে হ্যামলিনের পরিকল্পনা শুনে আনন্দিত হয়, প্রস্তাব দেয় অগ্রিম ফান্ড প্রদানের এবং পত্রিকা প্রকাশের আগে তার বিতরণের দায়িত্ব নিয়ে নেয়। ফলশ্রুতিতে ১৯৫৫ সালের নভেম্বর মাসে হ্যামলিন *রৌগ* নামে একটি পত্রিকার প্রথম সংখ্যা প্রকাশ করে। এই পত্রিকা প্লেবয়ের মতো সুন্দর ছিল না। এখানে রঙিন ছবির পরিবর্তে ছাপা হত সাদা-কালো ছবি। সময়টা ছিল ১৯৫৬ সালের শেষদিকে এবং প্রতিমাসে তখন *রৌগ* ছাপা হত তিন লক্ষ কপি। পত্রিকার স্ট্যান্ডগুলি খুবই আগ্রহের সঙ্গে এই পত্রিকা বিক্রি করত। কিন্তু ডাকবিভাগ এই পত্রিকাকে দ্বিতীয় শ্রেণীর ডাক সুবিধা প্রদান করে, কারণ তাদের কাছে তা অশ্লীল হিসেবে বিবেচিত হয়।

হেফনারের পত্রিকাও ডাকবিভাগ অশ্লীল বলে ঘোষণা করে, কিন্তু অধিক সমৃদ্ধশালী ও প্রতিষ্ঠিত *প্লেবয়ের* বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার আগে 'পরীক্ষামূলক ঘটনা' হিসেবে *রৌগ*-এর বিরুদ্ধে মামলা করার সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু হ্যামলিন ওয়াশিংটনে অবস্থিত 'এম্পায়ার নিউজ ল' ফার্মের সহযোগিতা গ্রহণ করে, যার অংশীদার ছিল এ্যাবি ফোর্টাস। যাহোক জেলা আদালতে তার মামলার নিষ্পত্তি হয়। ১৩,০০০ মার্কিন ডলার বৈধ ফিস প্রদানের বিনিময়ে দ্বিতীয় শ্রেণীর ডাকসুবিধা পাবে হ্যামলিন। হিউ হেফনার *প্লেবয়* পত্রিকার জন্য একই সুবিধা ভোগ করতে থাকে, কিন্তু তাকে কোনো অর্থদণ্ড দিতে হয় না।

হ্যামলিন তার দ্বিতীয় শ্রেণীর ডাক সুবিধাকে আইনগত বিজয় মনে করে উল্লসিত হয়। পুরুষদের পত্রিকার জগতে সে খ্যাতিমান হয়ে ওঠে এবং *রৌগ* পত্রিকা তখন প্রতি মাসে ছাপা হয় পাঁচ লক্ষ কপি। ১৯৫৯ সালে হ্যামলিন তার স্থূল পেপারব্যাক বইয়ের ব্যবসা আরও সম্প্রসারিত করে। কিছু লেখককে নিয়োগ করে নামে ও বেনামে দ্রুত পড়া যায় এরকম সস্তা লেখালেখির জন্য, আর হ্যামলিন বিপুল পরিমাণ এসব উপন্যাস বিক্রি করে 'নাইটস্যান্ড বুকস' প্রকাশনীর নামে।

১৯৬০ থেকে ১৯৬৩ সালের ভেতরে হ্যামলিন তার প্রকাশনা সংস্থা সানডিয়াগোতে স্থানান্তরিত করে। হ্যামলিন এসব সস্তা উপন্যাস বিক্রি করে চার মিলিয়ন ডলার উপার্জন করে। তার প্রকাশিত গ্রন্থের সব শিরোনাম গৃহীত হত পাপকর্মের প্রবণতা থেকে। 'পাপ', 'লজ্জা' এবং 'যৌনাকাঙ্ক্ষা' শব্দগুলি বারবার তার গ্রন্থের শিরোনামে উঠে এসেছে। যেমন *সিন হুকার, লাস্ট হাঙ্গার, শেম সপ, সিন লুইসপার, সিন ওয়ার্ডেন, শেম মার্কেট, প্যাশন প্রিস্টেস, সিনারস সিয়ানস, পেন্ট হাউজ, প্যাগানস বাউ সীনারস, সিন সার্ভেন্ট, লাস্ট পুল* ও *শেম এজেন্ট*। এই শব্দগুলো এসেছে যৌনসুখবঞ্চিত যাজক ও নানদের কর্তৃত্বপরায়ণ আচরণের সময় উচ্চারিত তিরস্কার থেকে। হ্যামলিন অনায়াসে ওসব শব্দ ব্যবহার করেছে গ্রন্থের শিরোনামে। ফলে পাঠকও প্ররোচিত হয়েছে এসব উপন্যাস

কেনার জন্য। তবে এসব গ্রন্থের বর্ণনায় শালীনতার এত অভাব থাকত যে সবসময়ই বইয়ের দোকানের পেছনের তাকে তা রাখা হত।

উইলিয়াম হ্যামলিন তখন শিকাগোতে বসবাস করে তখন সে একজন অনুগত স্বামী, ছয় সন্তানের পিতা এবং রক্ষণশীলদের মতো পোশাক পরিহিত একজন ব্যবসায়ী এবং সহজেই ধরে নেওয়া যায়, সে একজন টাই অথবা এয়ারকন্ডিশনার প্রস্তুতকারক। কিন্তু ১৯৬০ এর দশকে সে অশ্লীল ও সস্তা উপন্যাস ছাপা ও বিক্রির ব্যবসায় জড়িয়ে পড়ে। তার এসব বইয়ের পাঠকরা খুবই সাধারণ মানুষ। হ্যামলিন তার এই সাফল্যের জন্য হিউ হেফনারকে ধন্যবাদ দেয়। কারণ সে-ই তাকে বলেছিল আমেরিকা হচ্ছে যৌনবিষয়ক ব্যবসার জন্য একটা স্বর্গরাজ্য এবং দ্রুত সে উপলব্ধি করে তার মতো অসংখ্য মানুষ রয়েছে যারা বিকল্প আনন্দ উপভোগ করে থাকে যখন পড়ে বুনো নারীরা কীভাবে পুরুষের কাছ থেকে যৌনসুখ আদায় করে নেয় এবং আকর্ষণ অনুভব করে নারীদের সেইসব আচরণের প্রতি যা তারা তাদের স্ত্রীর কাছে পায় না, যাদের সঙ্গে তারা জীবনযাপন করে। হ্যামলিনের পাঠকরা ছিল বিচিত্র ধরনের ফ্যান্টাসিতে পরিপূর্ণ, যা তারা চরিতার্থ করতে পারত না তাদের স্ত্রীর সঙ্গে।

কিন্তু হ্যামলিন অশ্লীলতাবিরোধী আইনের কারণে অভিযুক্ত হয়। সুপ্রিম কোর্ট তখন অশ্লীলতার সংজ্ঞা পরিবর্তন করে। প্রথমত, ইঙ্গিত করা হয় রথের মতামতের প্রতি এবং ১৯৫৯ সালে শুধুমাত্র ডি. এইচ, লরেন্সের *লেডি চ্যাটালিজ লাভার*-কেই বৈধতা দান করা হয় না, সেইসঙ্গে যৌন উদ্দীপনা সৃষ্টিকারী বহু নগণ্য লেখক ও চিত্রনির্মাতা, পত্র-পত্রিকা ও পেপারব্যাক পুস্তকের প্রকাশককেও বৈধ বলে ঘোষণা করা হয়। ১৯৬২ সালে 'ম্যানুয়াল এন্টারপ্রাইজ বনাম ডে'-এর এক মামলায় কোর্ট নগ্ন পুরুষদের ছবিসম্বলিত শরীরচর্চা বিষয়ক কিছু পত্রিকাকে প্রকাশনার অনুমতি দেয় সমকামীদের জন্য এবং ১৯৬৪ সালে 'জ্যাকোবেল্লিস বনাম ওহিও' শিরোনামের এক মামলায় সুপ্রিম কোর্ট ক্লিভল্যান্ড থিয়েটার-এর ম্যানেজারের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ বাতিল করে দেয়, যে *লেজ আমানতস*, শিরোনামে একটা ছবি প্রদর্শন করেছিল, সেখানে একজন ফরাসি গৃহবধূর অন্য পুরুষের সঙ্গে যৌনমিলনের দৃশ্য দেখানো হয়েছে, যে নারী তার নিজের যৌনজীবনের ওপর খুবই বিরক্ত। ম্যানেজারের নাম হল নিকো জ্যাকোবেল্লিস। জ্যাকোবেল্লিসের মতামত রথের কথারই ইঙ্গিত দেয় এবং আদালত তা গুরুত্বের সঙ্গে নেয়। আদালত জানায়, চলচ্চিত্র অথবা অন্য কোনো ধরনের দ্রব্য যা যৌনতা অথবা অনৈতিক বিষয়কে উপস্থাপন করে না, তা অশ্লীল বলে বিবেচিত হবে না, যদি তা কোনো সামাজিক গুরুত্বকে প্রকাশ করে। এই বক্তব্যের ওপর ভিত্তি করে ১৯৬৪ সালের নভেম্বর মাসে ইলিনয়েসের কেন্দ্রীয় আদালত কৌতুক অভিনেতা লেনি ব্রুস-এর বিরুদ্ধে নাইট ক্লাবের অশ্লীলতা সম্পর্কিত অভিযোগ বাতিল করে দেয়। অবশেষে ১৯৬৫ সালে বিচারপতি বারনান ঘোষণা করে যে, গ্রন্থ, চলচ্চিত্র এবং পত্র-পত্রিকাকে অশ্লীল বলা যাবে যদি তা ক্রমাগত তিনটি নিয়ম লঙ্ঘন করে। এক, যদি তা অধিকাংশ মানুষের বিকৃত কামবাসনা জাগিয়ে তোলে; দুই, যদি তা অধিকাংশ প্রাপ্তবয়স্কের দৃষ্টিতে অশ্লীল মনে হয়; তিন, যদি তাতে সামাজিক মূল্যবোধ আহত হয় ।

তারপরও বিপুল পরিমাণ পত্র-পত্রিকা, ছবি, চলচ্চিত্র এবং হ্যামলিনের সস্তা বই যা মানুষের বিকৃত বাসনাকে জাগিয়ে তোলে, সেগুলিও ১৯৬০-এর দশকের মাঝামাঝি বিক্রির অনুমতি পায়। কিন্তু প্রথম সংশোধনীর ধৈর্যশীল প্রবণতার অর্থ এই নয় যে, নয়জন বিচারপতি সরকারের ভেতরে যৌন সেন্সরশিপ নিয়ে ওকালতি করেছে এবং নিম্ন আদালত অশ্লীলতা উপস্থাপনকারীদের বিরুদ্ধে হয়রানি ও মামলা করা থেকে বিরত হয়েছে। পাশাপাশি দেখা যায় অশ্লীলতার বিরুদ্ধে চার্চ গ্রুপ ও নাগরিকদের বিভিন্ন দল ক্রমশ প্রতিবাদী হয়ে উঠছে। তার সময়ে প্রায় প্রত্যেকেই অশ্লীলতার একটা অনমনীয় সংজ্ঞা অনুসন্ধানের চেষ্টা করছে।

ডাক বিভাগ পর্ণোগ্রাফি বন্ধ করার উদ্দেশ্য পরিদর্শকের সংখ্যা বৃদ্ধি করে এবং তৈরি করে চিঠির ফাঁদ—ডাক বিভাগের কর্মচারীরা ছদ্মনাম ব্যবহার করে বিজ্ঞাপনে প্রদত্ত ঠিকানায় চিঠি লেখে পর্ণোগ্রাফি পাবার জন্য এবং এই ফাঁদে ধরা পড়ে বহু পত্রিকার মালিক। তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয় তারা ডাক বিভাগের মাধ্যমে পত্রিকা পাঠানোর ক্ষেত্রে কমস্টকের আইন লঙ্ঘন করেছে। ডাক বিভাগের এক পরিদর্শক, নাম হ্যারি সাইমন কয়েক ডজন ছদ্মনাম ব্যবহার করে চিঠি লেখে অশ্লীল পত্র-পত্রিকা ও বইয়ের জন্য। সাইমনের উদ্যোগে দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে ডাকে ফেলা হত এইসব চিঠি। এসব চিঠির ঠিকানায় ব্যবহার করা হত রক্ষণশীল জনবসতির পোস্টবক্স নম্বর, যেখানে বসবাস করত রক্ষণশীল বিচারপতি ও নৈতিকতাবাদীরা। এসময় কেন্দ্রীয় আইনজীবীদের অনুমতি দেওয়া হয় ১৯৫৮ সালের সংশোধনীর সুবিধা গ্রহণ করার এবং যেখানে এসব অশ্লীল বই-পুস্তক ধরা পড়বে সেখানেই এই আইনের আওতায় অভিযুক্তকে শাস্তি দেওয়া যাবে।

কংগ্রেস সদস্যরা ডাকবিভাগের মাধ্যমে পর্ণোগ্রাফি সারাদেশে ছড়িয়ে পড়ার বিষয়টি ভালোভাবেই জানত। নৈতিকতাবাদী সমাজের সদস্যরা প্রায়ই অভিযোগ করত তাদের এলাকার ওষুধের দোকান ও পত্র-পত্রিকার স্ট্যান্ডে নিম্নমানের ও রগরগে অশ্লীল সাহিত্য নিয়মিত বিক্রি হচ্ছে এবং এসব সামগ্রীতে সামাজিক মূল্যবোধকে মোটেও গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। অধিকাংশ অশ্লীল ডাক আদালতে পাঠানো হত যা ছিল দক্ষিণপন্থী আমেরিকানদের লক্ষ, কারণ আদালতের অনুমতিদায়ক সিদ্ধান্ত ব্যক্তির স্বাধীনতাকে স্বীকার করে এবং অস্বীকার করে চার্চ গ্রুপ ও রক্ষণশীল পরিবারের প্রচলিত প্রথাগুলো। উন্মুক্ত বক্তব্য ও যৌন বিষয়ক প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে উইলিয়াম ডগলাসের কাছে অসংখ্য তাচ্ছিল্যপূর্ণ চিঠি আর কেউ পেত না।

বিচারপতি হিসেবে ডগলাস এসব চিঠি পড়ত, যাতে যে প্রায়ই ছাত্রদের স্বাক্ষর দেখতে পেত। আরও একটা বিষয় সে লক্ষ করত তা হল, প্রায় চিঠিরই বিভিন্ন প্যারাগ্রাফ এমন কি বানানের সাদৃশ্য। সে বুঝতে পারত যে একই কপি কারে তাতে বিভিন্ন নাম স্বাক্ষর করা হয়েছে। সে ধরে নিত যে চার্চ অথবা স্কুলের ব্লাকবোর্ড থেকে হুবহু এগুলো নকল করা হয়েছে। অধিকাংশ চিঠিতেই আক্রমণ করা হত তার আইনি সিদ্ধান্তকে এবং তার অনেকগুলি বিয়ের ঘটনাকে। ১৯৬৩ সালে যখন তার বয়স মধ্য ষাটের কাছাকাছি তখন সে বিশ বছর বয়সী তৃতীয় স্ত্রী গ্রহণ করে। তিন বছর পর সে

আবার বিয়ে করে বিশ বছর বয়সী এক যুবতীকে। সুপ্রিমকোর্টের দীর্ঘ ইতিহাসে, বিচারপতিদের তিনটি বিবাহ বিচ্ছেদের মাললা হয়েছিল এবং এই তিনজন তালাকপ্রাপ্তা নারীই ছিল ডগলাসের স্ত্রী।

প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের সুপারিশে ১৯৩৯ সালে আদালতে যোগ দেওয়ার পর থেকে উইলিয়াম ও. ডগলাস কর্তৃত্ববাদের শক্তির বিরুদ্ধে স্বাতন্ত্র্যবাদকে প্রতীকায়িত করতে থাকে। একবার সে লেখে 'সংবিধান এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে যে সরকার যেন সবসময় জনগণের পেছনে লেগে থাকে।' ডগলাস কথাবার্তায় সরকারি নিয়ম-কানুনের বিরোধিতা করত। সে প্রথম রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অপরাধ কর্মের জন্য অভিযুক্ত হয় ১৯৫৩ সালে। তখন কমুনিস্টবিরোধী আন্দোলন তুঙ্গে উঠেছে। ডগলাস রাশান গোয়েন্দা জুলিয়াস ও ইথায়েল রোজেনবার্গের মৃত্যুদণ্ড স্থগিত করেছিল, যদিও কিছুদিন পর তারা বৈদ্যুতিক চেয়ারের ওপর মারা যায়। মৃত্যুদণ্ড স্থগিতের জন্য তাকে জবাবদিহি করতে হয়েছিল। দ্বিতীয়বার তাকে জবাবদিহি করতে *পয়েন্টস অব রোবেলিয়ন* শিরোনামে তার একটা গ্রন্থ প্রকাশের জন্য। গ্রোভ প্রেসের *এভারগ্রিন রিভিউ* এই সন্ন্যাসিনীর পত্রিকায় যখন ডগলাসের গ্রন্থের অংশবিশেষ ছাপা হয় তখন জেরাল্ড ফোর্ড সংসদে দাঁড়িয়ে এই পত্রিকার ঐ সংখ্যা সদস্যদের সামনে তুলে ধরে এবং তার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয় যে অবৈধ উৎস থেকে পাওয়া অর্থে তার বই প্রকাশিত হয়েছে। দ্রুত একটা তদন্ত কমিটি গঠিত হয়। কিন্তু অভিযোগ মিথ্যা প্রমাণিত হয়।

নর্থ ডাকোটার সিনেটর উইলিয়াম ল্যাঙ্গার সুপ্রিমকোর্টের সবচেয়ে বিতর্কিত সিদ্ধান্তে একবার মন্তব্য করেছিল 'ডগলাস, তারা আপনার প্রতি বিষ্ঠাভর্তি গামলা ছুড়ে দিয়েছে কিন্তু রক্ষাকর্তা হলেন ঈশ্বর, তাই তা আপনার ওপর পড়েনি।' এটা সত্য ছিল যে অভিযুক্ত করার হুমকি এবং তাচ্ছিল্যপূর্ণ যেসব চিঠি সে বিভিন্ন সময় পেয়েছিল কোনোটাই তার বিরুদ্ধে সত্যতা প্রমাণ করতে পারেনি। অশ্লীলতা কী সে-সম্পর্কে ডগলাসের পর্যবেক্ষণ হচ্ছে 'এটা পরিমাপ যোগ্য নয় অপরাধ হিসেবে, পাপ হিসেবেও তা প্রমাণযোগ্য নয়। পাপ হিসেবে এর উপস্থিতি শুধুমাত্র কিছু কিছু মানুষের মনের ভেতরে এবং অন্যান্যদের মনে নয় এবং দুটিই আলাদা বিষয়।' এ অবস্থায় যথাযথ সেন্সরের ক্ষেত্রে দেখা যায় যৌনতার বিষয়ে যা-কিছু অনৈতিক বলে মনে করা হয় তার উপস্থিতি হচ্ছে স্বাধীনতার ওপর এবং নৈতিকতাবাদী সমাজের বোঝাবুঝির ভেতরে। পুলিশ, পোস্টমাস্টার, যাজক, জুরি এবং বিচারপতি 'প্রত্যেকের প্রতি সমান সম্মান প্রদর্শনপূর্বক বলছি,' ডগলাস তার সহকর্মীকে লেখে 'আমি এদেশের এমন কোনো নাগরিককে চিনি না যে অশ্লীলতা কী এবং কখন তারা তা দেখে থাকে এটা জানার ব্যাপারে কম যোগ্যতাসম্পন্ন এবং এসব প্রকাশনা প্রাপ্তবয়স্ক ও যুবকদের মনে কোনো ভালো প্রভাব ফেলেনি তা আমি বিশ্বাস করি না।' অশ্লীলতা প্রতিরোধে রাষ্ট্রের বৈধ আইন প্রকৃতঅর্থেই কি হওয়া উচিত এ প্রশ্ন প্রত্যেকেরই। সুপ্রিম কোর্ট ১৯৬০-এর পুরো দশক ধরে আমেরিকার নাগরিকদের ফ্যান্টাসি ও যৌনসুখের উৎস-সংক্রান্ত তথ্য অনুসন্ধান করে।

এসময় দ্বিতীয় যে ব্যাক্তি সুপ্রিমকোর্টে আবেদন করে সেও নিউ ইয়র্কের একজন বাসিন্দা, নাম রালফ গিনজবার্গ। *ইরোজ* পত্রিকার এই প্রকাশক একটা বইও প্রকাশ

করে, নাম *দ্য হাউজওয়াইফস হ্যান্ডবুক অন্য সিলেকটিভ প্রমিজকুইটি* এবং একই সপ্তাহে দুইবার প্রকাশ করত *লিয়াজো* নামে একটি পত্রিকা। এছাড়া *ইরোজ* পত্রিকার কারণে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয় কমস্টকের ডাকবিভাগীয় আইন লঙ্ঘনের। এই পত্রিকায় যৌনবিষয়ক অশ্লীল দৃশ্যের চেয়ে যৌনবিষয়ক সুড়সুড়ি দেওয়া হয়েছে অধিক পরিমাণ। এই পত্রিকার রঙিন ছবিতে যৌনকেশ বা যৌনাঙ্গ দেখানো হয়নি, লেখাগুলিও তত যৌন উত্তেজক নয়, বরং ভালো কাগজে ছাপা, বাঁধাই সুন্দর এবং গুণগত মান ও ডিজাইনের ক্ষেত্রে ছিল খুবই আলাদা। বছরে ২৫ ডলারের বিনিময়ে এই পত্রিকার গ্রাহক হত আগ্রহী ক্রেতারা। পত্রিকা পাঠানো হত ডাক বিভাগের মাধ্যমে। পত্রিকা প্রকাশিত হত তিন মাস পর পর। প্রকাশনার প্রথম বছরে এই পত্রিকার পাতগুলো সে ভর্তি করেছিল মোপাসাঁর ছোটগল্প *ম্যাডাম টেলিয়ারস ব্রোথেল*, এডগার ডেগাস-এর ইলাসট্রেশন, ক্লাসিক্যাল নুড পেন্টিং-এর রঙিন রিপ্রোডাকশন যা অধিকাংশ জাদুঘরে দেখা যায় এবং বাইবেলের কামোত্তেজক অংশ। মনোবিজ্ঞানী এলবার্ট এলিস *এ প্লিয়া ফর পলিগ্যামি* শিরোনামে একটা প্রবন্ধ লেখেন এই পত্রিকায়, অন্য প্রবন্ধটি লেখেন বিল্লিস ও এবারহার্ড ক্রোনহাউসেন। তাদের প্রবন্ধের শিরোনাম *দ্য ন্যাচারাল সুপিরিওরিটি অব ওমেন অ্যাজ ইরোটিসিস্ট*। পুনর্মুদ্রণ করা হয় মার্ক টোয়েনের এক সময়ের বিতর্কিত রচনা '১৬০১', শেক্সপিয়রের কবিতায় সমকামিতার অনুষঙ্গ সন্ধান করে লেখা একটা আলোচনা, ছাপা হয় বোম্বের পুরুষ পতিতার ছবি এবং মঠবাসী সন্ন্যাসিনীর গোপন জীবনের গল্প। তার নাম ছিল ব্রিটন এবং ১৯২০ সালের শুরুতে তার সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের গুজব ছড়িয়ে পড়েছিল। এরকম গুজবও শোনা যায়, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ওয়ারেন জি হার্ডিং এর অবৈধ সন্তানের মাতা ছিল এই নারী।

ইরোজ, পত্রিকার চতুর্থ সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১৯৬২ সালের শীতকালে। সেখানে বেশকিছু ছবি ছাপা হয়—গনজবার্গ একে বলে, 'রঙের ভেতের সাদা কালো।' এই ছবিগুলোতে দেখানো হয়েছে একজন পেশিবহুল নগ্ন কালো পুরুষ ও একজন আকর্ষণীয় সাদা নারীর অন্তরঙ্গতা এবং ষোলোটা ছবির কোনোটাতেই যৌনাঙ্গ অথবা যৌনকেশ প্রদর্শন করা হয়নি। ছবি দেখে বোঝা যায় এরা প্রেমিক-প্রেমিকা। কোনো কোনো ছবিতে দেখা যায় তারা পরস্পরকে চুমু খাচ্ছে, অন্য ছবিতে দেখা যাচ্ছে তারা পরস্পরকে আদর করছে পাশাপাশি শুয়ে। কোনো কোনো ছবিতে তারা মুখোমুখি পরস্পরকে জড়িয়ে ধরছে এমনভাবে যে তাদের উরু ও যৌনাঙ্গ পরস্পরের সঙ্গে মিশে গেছে। এত জোরে তারা পরস্পরকে জড়িয়ে ধরেছে যে সাদা নারীর স্তন কালো পুরুষের শক্ত বুকের চাপে একেবারে চ্যাপ্টা হয়ে গেছে। এসব ছবির ভূমিকায় *ইরোজ* লিখেছে 'আলোকচিত্রে কবিতা'। এখানে উপস্থাপন করা হয়েছে নারী ও পুরুষের ভালোবাসাকে তারা কোন জাতি-গোষ্ঠী কিংবা কোন গোত্র বা বর্ণের মানুষ তা কোনো প্রধান বিষয় নয়। এটা নয় কোনো অপরাধ—এটা কেবলই সুন্দর। পত্রিকায় লেখা হয় বর্তমানের এই প্রশ্নবোধক পৃথিবীতে আন্তঃবর্ণের দম্পতিদের বহু ধরনের অবজ্ঞা সহ্য করতে হয় নিজের ভালোবাসা টিকিয়ে রাখতে। কিন্তু আগামী দিনগুলোতে এসব দম্পতিরাই আলোকপ্রাপ্ত যুগের

পথিকৃৎ হিসেবে বিবেচিত হবে। তখন আর জাতি বা গোষ্ঠী হিসেবে কেউ কোনো প্রশ্ন তুলবে না। বর্ণবাদের মৃত্যু ঘটবে এবং শুধুই থাকবে তখন মানবপ্রজাতি।

মার্কিন অ্যাটর্নি জেনারেল রবার্ট এফ. কেনেডি প্রথম এসব ছবি দেখার পর ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে। কেনেডির ঘনিষ্ঠ বন্ধুবান্ধবেরা অবশ্য জানত যে সে রক্ষণশীল ছিল না, এমনকি ব্যক্তিগত জীবনেও সে একগামী ছিল না, কিন্তু পর্ণোগ্রাফির ক্ষতিকর প্রভাব থেকে দেশের অধিকাংশ মানুষকে রক্ষা করার ব্যাপারে সে ছিল নীতিবান। ভিক্টর এস. নাভাস্কি'র লেখা গ্রন্থ *কেনেডি জাস্টিস*-এ দেখা যায়, কেনেডি *ইরোজ* ও অন্যান্য যৌনবিষয়ক পত্রিকা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিল কোনো ধরনের ছবি না দেখেই। কিন্তু কেনেডির সহকারী নাভাস্কি বিচারবিভাগে এর ব্যাখ্যা দিয়েছিল। *ইরোজ* পত্রিকার চতুর্থ সংখ্যা বিক্রির বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছিল এবং সরবরাহ করা হয়েছিল সারা দেশজুড়ে, এমনকি দক্ষিণাঞ্চলের দূরবর্তী এলাকাগুলিতেও। সেসময় মিসিসিপি বিশ্ববিদ্যালয়ে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়েছিল জেমস মেরিডিথ নামে এক কালো ছাত্রকে কেন্দ্র করে। বিশ্বাস করা হয়ে থাকে যে *ইরোজ* পত্রিকায় প্রকাশিত নগ্ন ছবিগুলি নাগরিক অধিকারের অগ্রগতির ক্ষেত্রে দক্ষিণের এলাকায় নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছিল। কেনেডি গিনজবার্গ-কে অভিযুক্ত করেছিল ডাক বিভাগের মাধ্যমে অশ্লীলতা প্রেরণ করার জন্য।

গিনজবার্গের বিরুদ্ধে একটা সাজানো অভিযোগ আনা হয় এবং ফিলাডেলফিয়ায় জোর-জবরদস্তি করে তাকে আদালতে দাঁড় করানো হয়। ফিলাডেলফিয়া হল এমন একটা শহর যার মেয়র ও পুলিশ বর্ণবাদী ও প্রতিক্রিয়াশীল, যেখানে প্রচুর পরিমাণ যৌনসাহিত্য এক অনুষ্ঠান উপলক্ষে চার্চের সিঁড়ির ওপর সম্প্রতি পোড়ানো হয়েছে। এই অনুষ্ঠানে ফিলাডেলাফিয়ার স্কুল সুপারিনটেন্ডেন্ট উপস্থিত ছিল। গিনজবার্গের বিচারের আগে ফিলাডেলফিয়ার এক নাগরিক স্থানীয় গ্রন্থাগার থেকে প্রকাশিত এক জার্নালে লেখে 'রালফ গিনজবার্গের আমাদের আদালতে সুবিচার পাওয়ার সুযোগ রয়েছে, যেমন একজন ইহুদির রয়েছে জার্মানির আদালতে বিচার পাওয়ার সুযোগ।'

গিনজবার্গের বিচার শুরু হয়েছিল ১৯৬৩ সালের জুন মাসে। এই বিচারকাজ পরিচালনা করেছিল এমন একজন বিচারক যে সারাক্ষণ অপ্রতিভ হয়েছিল সাক্ষ্য হিসেবে যা তার সামনে উপস্থাপন করা হয়েছিল তার জন্য এবং সবশেষে সে বলে যে, গিনজবার্গের সাহিত্যকর্মের যে সাক্ষ্য পাওয়া গেছে তাতে দেখা যায় তা সরকারের ভাবমূর্তির ওপর কালিমা লেপন করেছে। বিচারক আরও ঘোষণা করে যে *ইরোজ* প্রকাশিত বিষয়বস্তু থেকে ন্যূনতম সামাজিক, শৈল্পিক অথবা সাহিত্যিক গুরত্ব অথবা মূল্যবোধ উদ্ধার করা যায়নি।' এছাড়া নিউজ লেটার *লিয়াজো* অথবা দ্য হাউজওয়াইভস হ্যান্ডবুক অন সিলেকটিভ প্রমিজিকুইটি গ্রন্থ সম্পর্কেও তার মতামত সন্তোষজনক নয়। হ্যান্ডবুক গ্রন্থটি ছিল একজন মহিলা লেখকের আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ এবং সেখানে বর্ণনা করা হয়েছে তার বিভিন্ন ধরণের বিয়ে ও ব্যভিচারের কাহিনী। বিচারপতি ঘোষণা করে যে, এই গ্রন্থ চূড়ান্তভাবে বিরক্তিকর এবং উদ্ভট এবং আদলতের কাছে তা একটা আতঙ্কের বিষয় এমনকি অধিকাংশ পাঠকের কাছেও।

গিনজবার্গের এই মামলায় দুটি ছোট শহরের দুজন পোস্টমাস্টার স্বাক্ষ্য দেয়, তারা

গিনজবার্গের নিউ ইয়র্কের অফিস থেকে চিঠি পায়। ডাকবিভাগের মাধ্যমে তার মালামাল পাঠানোর অনুরোধ করা হয়েছে সেই চিঠিতে। দুজন পোস্টমাস্টারই তার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করে এবং ব্যাখ্যা দেয় যে তার বিশাল পরিমাণ মালামাল পাঠানোর ক্ষেত্রে তাদের সুযোগ-সুবিধা খুবই নগণ্য। পরে গিনজবার্গ নিউজার্সির মিডলসেক্স পোস্ট অফিসের সঙ্গে যোগাযোগ করলে তারা রাজি হয়। গিনিজবার্গের কর্মচারীরা তখন *ইরোজ* পত্রিকা ও অন্যান্য পণ্যদ্রব্য মিডলসেক্স পোস্টঅফিস থেকে পাঠাতে থাকে। পাঠকের তালিকার কিছু অংশ তারা যোগড় করে টেলিফোন গাইড থেকে। দেখা যায় কিছু কিছু পাঠক উত্তর দিয়েছে। আবার অনেকেই নীরব থেকেছে। যারা উত্তর দিয়েছে তাদের পিতামাতারা হয়তো যৌনতার ব্যাপারে কঠোর মনোভাব পোষণ করে না এবং এসব উত্তেজক সাহিত্য পড়ে আনন্দ উপভোগ করে। মার্কিন সুপ্রিম কোর্ট *ইরোজ* পত্রিকা সম্পর্কে প্রকাশ্যে রায় দেয় 'এই আদালতের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী *ইরোজ* পত্রিকা হচ্ছে আমেরিকার অশ্লীলতা সম্পর্কিত আইনের বাস্তব ব্যাখ্যা যা এই দেশকে নিজের অভিব্যক্তির স্বাধীনতা প্রকাশের শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করতে দিয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমরা *লেডি চ্যাটার্লিস লাভার*-এর মতো একটা মহৎ রচনাকে নিষিদ্ধ করে রেখেছি। কিন্তু ফিলাডেলফিয়ার বিচারপতির রায় শুনে প্রত্যেকেই স্তম্ভিত হয়ে পড়ে। সে ঘোষণা দেয় গিনজবার্গ ডাক বিভাগের মাধ্যমে অশ্লীল সামগ্রী প্রেরণ করে আইন অমান্য করেছে। এই অপরাধে তাকে ৪২,০০০ মার্কিন ডলার জরিমানাসহ পাঁচ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হল।

গিনজবার্গের আইনজীরা সঙ্গে সঙ্গে ফিলাডেলফিয়ার উচ্চ আদালতে আপিল করে, কিন্তু এগারো মাস পর আদালত জানায় তাদের আবেদন গৃহীত হয়নি এবং ৭২ বছর বয়সী বিচারপতি তার মতামত লেখেন এভাবে 'মানুষের যৌনকামনাকে তৃপ্ত করার জন্য এটা হচ্ছে এক ধরনের রদ্দি ব্যবসা যা অর্থ-উপাজনের ক্ষেত্রে মানুষের বিশাল দুর্বলতাকে প্ররোচিত করছে।'

অবশেষে ১৯৬৫ সালের ডিসেম্বরে 'গিনজবার্গ বনাম ইউনাইটেড স্টেটস' মামলা সুপ্রিমকোর্টে উপস্থাপিত হয়। চার্লস কিটিং সরকারি পক্ষের উকিল ও তার পক্ষের লোক দিয়ে আদলতকক্ষ পূর্ণ করে ফেলে। তার উদ্দেশ্য অশ্লীলতার কারণে গিনজবার্গের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক, যদিও তার *ইরোজ* পত্রিকা ও তার প্রকাশিত অন্যান্য গ্রন্থ না বিকৃত কাম বাসনাকে উদ্দীপিত করে না অশালীন, না কোনো সামাজিক মূল্যবোধকে তুলে ধরে। বস্তুতপক্ষে কেনেডির অভিযোগের পর তিন বছর কেটে গেছে, কিন্তু গিনজবার্গ দেখতে পায় হিউ হেফনার ও অন্যান্য প্রকাশকেরা যৌনবিষয়ক স্পষ্টবাদিতার ক্ষেত্রে তাকে ইতিমধ্যেই অতিক্রম করে গেছে এবং তারা তার জন্য অভিযুক্ত হয়নি। গিনজবার্গ নিশ্চিত ছিল যে আইন যথাযথভাবে তার কর্মকাণ্ডকে ব্যাখ্যা করবে এবং তাকে সাজা দেওয়া তত সহজ হবে না।

গিনজবার্গের প্রধান আইনজীবীর মৌখিক বক্তব্য শেষ হওয়ার পর আদালত তিন মাস পর আবার মামলার তারিখ নির্ধারণ করে। গিনজবার্গ জানতে পারে আদালত *ইরোজ, লিয়াজো* ও *হ্যান্ডবুক* অশ্লীল কিনা সে-প্রশ্ন এড়িয়ে গেছে। যা হোক, ডাক

বিভাগের মাধ্যমে যৌনবাসনা চরিতার্থ করার জন্য বিভিন্ন প্রকাশনা সরবরাহ করে গিনজবার্গ দণ্ডনীয় অপরাধ করেছে। গিনজবার্গকে ৪২ হাজার মার্কিন ডলার জরিমানাসহ কারাগারে প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে গিনজবার্গের তিন বছরের জেল কার্যকর করার আদেশ দেয় আদালত।

গিনজবার্গের এই মামলার এক বছর পর সেই পুরনো নৈতিকতা লঙ্ঘনকারী একজন নতুন অপরাধীর বিচার শুরু করে সুপ্রিমকোর্ট। সে কোনো প্রকাশক নয়, সরবরাহকারী নয়, সম্পাদক নয়, নয় কোনো লেখক। সে ছিল টাইম স্কোয়ারের নিউজস্ট্যান্ডের একজন হকার। দুর্ভাগ্যজনকভাবে ১৯৬৬ সালের এক বিকেলে *লাস্ট পুল* ও *শেম এজেন্ট* নামে দুটি পেপারব্যাক বিক্রির সময় সাধারণ পোশাক পরা এক পুলিশের হাতে সে ধরা পড়ে। হকার রবার্ট রেডরাপ এসব পেপারব্যাক উপন্যাস কখনও পড়েনি, এমনকি সে জানেও না-এর বিষয়বস্তু কী। প্রকৃতঅর্থে রেডরাপ নিউজস্ট্যান্ডের নিয়মিত কর্মচারীও নয়। সে আসলে অন্য এক কর্মচারীর অনুপস্থিতিতে কাজ করছিল, যে অসুস্থতার কারণে ছুটি নিয়েছে। পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে থানায় নিয়ে যায়, তার আঙুলের ছাপ নেওয়া হয়। গোয়েন্দা পুলিশ তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে এবং নিউ ইয়র্ক রাষ্ট্রের পেনাল ল-এর ১১৪১ ধারায় তাকে অভিযুক্ত করা হয়, 'অশ্লীল, প্রলুব্ধকারী এবং অশোভন গ্রন্থ' বিক্রির জন্য।

রেডরাপের জামিন ও তাকে রক্ষা করার দায়িত্ব গ্রহণ করে *লাস্ট পুল* ও *শেম এজেন্ট*-এর প্রকাশক সানডিয়াগোর উইলিয়াম হ্যামলিন। যদিও সে হাউজটনে অশ্লীলতা সম্পর্কিত মামলায় গত দুইমাসে খরচ করেছে তিন লাখ মার্কিন ডলার এবং অবশেষে মামলাটি খারিজ হয়ে যায়। হ্যামলিন নির্দ্বিধায় রেডরাপের প্রতিরক্ষার দায়িত্ব নেয় এবং উচ্চ আদালতে আপিল করে। পঁচাত্তর সেন্ট দামের একটা পেপারব্যাকের জন্য সে হকারের পক্ষে একলক্ষ ডলার খরচ করে এবং ১৯৬৭ সালের মে মাসে সাতজন বিচারপতি আলোচনা করে রায় দেয় এই বই দুটি আইনত অশ্লীল নয়। আদালতের এই সিদ্ধান্ত সবচেয়ে নমনীয় সিদ্ধান্ত হিসেবে যৌনবিষয়ক প্রকাশকদের দ্বারা উদযাপন করা হয়। রেডরাপের মামলার এই রায় আইনজীবীরা প্রথম সংশোধনীর সাহায্যে ব্যাখ্যা করে এবং আমেরিকার বইয়ের সেন্সরসিপের ক্ষেত্রে পালন করে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা।

হ্যামলিন পরমানন্দ লাভ করে এবং সে দেখতে পায় আদালতকক্ষের এই যুদ্ধ শুরু হয়েছিল তিরিশ বছর আগে *মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বনাম ইউলিসিস*-এর মামলার ভেতর দিয়ে। সেই মামলায় ইউলিসিস-এর পক্ষে রায় দেওয়া হয়েছিল। আর ১৯৬৭ সালে এই যুদ্ধ শেষ হল একজন রাস্তার মানুষের বিজয়ের ভেতর দিয়ে। তবে বাজারে যেসব যৌন কামনা উদ্রেককারী গ্রন্থ পাওয়া যায় তা কোনোভাবেই জেমস জয়েস-এর *ইউলিসিস* বা ডি এইচ লরেন্সের লেডি চ্যাটার্লিস লাভার-এর সঙ্গে তুলনীয় নয়। রেডরাপের মামলার রায় থেকে এটা বোঝা যায়, যে কোনো ধরনের গ্রন্থই প্রকাশিত হোক না কেনো পুলিশ কী করবে যা যাজক কী ভাববে কিংবা সিডিএল কি প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করবে তা নিয়ে সময় নষ্ট করার কোনো প্রয়োজন নেই। *সেক্স লাইফ অব আ কপ* নামে একটি গ্রন্থ ক্যালিফোর্নিয়ার প্রকাশক স্যানফোর্ড ই. এ্যাডি প্রকাশ করেছিল এবং তার জন্য সরকার

এ্যাডিকে অভিযুক্ত করে মিশিগান, আইওয়া, টেক্সাস, অ্যারিজোনা ও হাওয়াইতে রেডরাপের মামলার সিদ্ধান্তের কারণে বর্তমানে বইটি বৈধ ।

১৯৬৭ সালে প্রায় সাঁইত্রিশটি অশ্লীলতা বিষয়ক মামলাকে রাতারাতি পাল্টে ফেলা হয় রেডরাপ'র মামলার রায়ের ওপর ভিত্তি করে। নিউইয়র্কের প্রকাশনা সংস্থা র‍্যানডম হাউস ১৯৬৮ সালে ফিলিপ রথের উপন্যাস *পোর্টনয়েস কমপ্লেইন্ট* বিতরণের দায়িত্ব নেয় সেন্সরশিপের হুমকি বা জরিমানা ছাড়া। হ্যামলিন তখন লক্ষ করে আমেরিকায় স্বাধীন মনোভাব প্রকাশের যুদ্ধক্ষেত্র বিস্তৃত হচ্ছে নিউ ইয়র্কে সাহিত্য সম্পর্কিত প্রকাশনা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে।

রেডরাপের মামলার রায়ে হ্যামলিন সন্তুষ্ট হলেও অনেকেই এই রায়ের কারণে ক্রুদ্ধ হয় এবং প্রেসিডেন্ট জনসনের কার্যালয়ে ও কংগ্রেস সদস্যদের কয়েক হাজার চিঠি ও টেলিগ্রাফ পাঠায় এ-ধরনের যৌনবিষয়ক প্রকাশনার ক্ষেত্রে অনুমতিদায়ক রায় প্রদানের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে। ফলশ্রুতিতে দুজন কংগ্রেস সদস্য ও সিডিএল-এর দুইজন সদস্য একটা কমিশন গঠন করে সংবিধানে 'অশ্লীলতা ও পর্ণোগ্রাফি' সম্পর্কে কী বলা হয়েছে তা খতিয়ে দেখার অনুরোধ জানায় এবং আরও নির্দেশ দেয় তার ভেতরে বিশেষভাবে লক্ষ করতে হবে জনগণের ওপর অশ্লীলতা ও পর্ণোগ্রাফির প্রভাব এবং সমাজবিরোধী কার্যকলাপ ও অপরাধের সঙ্গে এর সম্পর্কের ক্ষেত্রে কী কী বলা হয়েছে। অনেকেই অবশ্য কমিশন গঠনের বিরোধিতা করে। উদার মানসিকতার কংগ্রেস-সদস্যরা জানত কেউই তার পেশাগত ভবিষ্যৎকে ঝুঁকিপূর্ণ করে তুলতে চাইবে না প্রকাশ্যে এসব প্রকাশনার পক্ষে কথা বলে এবং তারা বিশ্বাস করত কমিশন নৈতিকতার নামে সেন্সরশিপের উদ্দেশ্যকে সফল করতে অপরিহার্যভাবে ব্যবহার করে রাজনৈতিক অধিকারকে অস্ত্র হিসেবে।

দুই বছর পর কমিশনের প্রতিবেদন তথ্য, চিত্র ও দৃষ্টান্তসহ প্রকাশ করা হয়। এই প্রতিবেদনের পরই প্রকাশিত হয় হ্যামলিনের প্রতিবেদন কয়েক ডজন দলীয় যৌনমিলনের ছবি ও ড্রইংসহ। ফলে হ্যামলিনের পেশাগত জীবনের জন্য তা ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়ায়। এই সিদ্ধান্তে সবচেয়ে বিচলিত হয় তার পুরোনো বন্ধু হিউ হেফনার। হ্যামলিন প্রথম হেফনারের উপলব্ধি সম্পর্কে সচেতন হয় যখন সে *প্লেবয়* পত্রিকার গ্রন্থালোচনা বিভাগে এই প্রতিবেদন ছাপতে অস্বীকার করে। এই প্রত্যাখ্যানের ব্যাখ্যা দিয়ে হ্যামলিনের সম্পাদকমণ্ডলীর পরিচালক আর্ল কেম্প-কে চিঠি লেখে হেফনারের ব্যবস্থাপনা সম্পাদক ন্যাট লেরম্যান। লেরম্যান লেখে

ব্যক্তিগতভাবে আমি লক্ষ করেছি প্রতিবেদনটি সংস্কারমুক্ত কিন্তু *প্লেবয়* পত্রিকায় প্রতিবেদনের আলোচনার কোনো সুযোগ নেই। আমরা সেসব বিষয়ে কোনো আলোচনা লিখতে পারি না যা সাধারণভাবে এর উদ্ভাবনকুশলতার জন্য অভিনন্দিত হয়। মানুষ সামাজিক মূল্যবোধ পুনরুদ্ধারের কথা বলে। আমার মনে হয় সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশনা পতিত হয়েছে পথের পাশে এবং প্রেসিডেন্টের প্রতিবেদনই এর জন্য দায়ী।

বস্তুতপক্ষে, আপনার যা করেছেন সে সম্পর্কে আমি দুঃখ প্রকাশ করছি। প্রেসিডেন্টের প্রতিবেদন সেন্সরশিপের ক্ষেত্রে এ পর্যন্ত প্রকাশিত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ

দলিল। এটা মোটেও ঠিক নয় বিশেষ করে তাদের ক্ষেত্রে যারা মনে করে থাকেন যে আপনাদের লেখার ভেতরে ছাপার জন্য ছবি সরবরাহ করে সরকার। আপনারা কি মনে করেন নিক্সন প্রশাসন আপনাদের এই কাজের জন্য বসে আছে?

যা হোক, আমার মনে হয় আপনাদের উদ্ভাবনকুশলতা সর্বনাশ ডেকে আনছে। হ্যামলিনের উচিত অহমিকার গ্রিক ধারণাটি সম্পর্কে ভালো করে অবহিত হওয়া।

হ্যামলিন যখন লেরম্যান-এর চিঠি দেখে তখন নিজেকে তার প্রতারিত মনে হয়। সে হঠাৎ করেই *প্লেবয়* পত্রিকার দিকে তাকায় এবং হেফনারকে কাপুরুষ ও ভণ্ড মনে হয়। হেফনার যৌনপত্রিকা বের করেই নিজের ভাগ্যের উন্নতি ঘটিয়েছে। তখন সে রক্ষণশীলতার মুখোশ পরেছে এবং তার আচরণ হয়েছে প্রতিরক্ষামূলক। সে হেফনারকে এটা ঠিঠি লেখে

প্লেবয় আমাদের বইয়ের আলোচনা করল কি করল না তা অপ্রাসঙ্গিক, বস্তুতপক্ষে অকিঞ্চিৎকর। যে-কোনো ব্যাপারেই হোক অহংকার প্রদর্শন মোটেই শোভন নয়। আপনার কমবয়সী সম্পাদক তখন সেখানে ছিল না যখন যুদ্ধ শুরু হয়। নিশ্চিতভাবেই সে ১৯৫৩ সালের সেই রাতে আমার ইভানস্টেনের বাড়িতে সে উপস্থিত ছিল না, যখন আমি আপনাকে ও আপনার স্ত্রী মিলিকে বলেছিলাম যৌনতাকে আপনি আমেরিকাতে বিক্রি করতে পারবেন না। তারপরও আপনি *প্লেবয়* পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন এবং অশ্লীল প্রকাশনা হিসেবে তা নিন্দিতও হয়েছে। দ্বিতীয় শ্রেণীর ডাকসুবিধাও প্রত্যাখ্যাত হয়েছে ডাকবিভাগ কর্তৃক। অথচ আমার *রৌগ* পত্রিকা সব সময়ই দ্বিতীয় শ্রেণীর ডাকসুবিধা পেয়েছে।

সুতরাং আপনার কর্মচারী যে পর্যায় থেকে কথা বলেছে তা সে এখনও অর্জন করেনি। প্রকৃতঅর্থে বৈধ আবহাওয়া সৃষ্টির ক্ষেত্রে আমাদের পত্রিকার ভূমিকা অনেক বেশি। সামাজিক মূল্যবোধ পুনরুদ্ধারের বিষয়টি কি লেরম্যান বোঝেন? তিনি কি কখনও কেন্দ্রীয় আদালতকক্ষে উপস্থিত ছিলেন যেখানে বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছিল? আমি জানি যে, আপনি তা ভালো করেই জানেন।

এবার প্রতিবেদন সম্পর্কে কথা বলা যাক। আমি লেরম্যানকে জানাতে চাই আপনার সংস্থার গুরুত্ব.... প্রতিবেদনটি অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ। এই প্রতিবেদনের অংশ হিসেবে আমি জানি এবং জানি বলেই আমরা এটা প্রকাশ করেছি। আমরা যা উচ্চস্বরে এবং পরিষ্কার করে বলি লেরম্যান তারই প্রতিনিধিত্ব করে। আজকের দিনে বক্তব্য ও প্রতিক্রিয়ার স্বাধীনতা কী এবং কেন প্রয়োজন? পনর বছর ধরে আমার সংস্থা তা সোজাসুজি ও সাহসের সঙ্গে প্রমাণ করেছে। লেরম্যান কি মনে করে *প্লেবয়* একটা ব্যাঙের ছাতা যার জন্ম হয়েছিল *স্কয়ার*-এর পেছনের রুমে। সে কি জানে না আপনি সেসময় ভন রোজেনের যৌনসংক্রান্ত প্রকাশনা সংস্থায় চাকরি করতেন এবং সেই পরিবেশ থেকেই প্লেবয়ের জন্ম হয়েছে?

সুতরাং আপনর জুনিয়র কর্মচারীকে বলবেন বই সমালোচনার বিষয়টি ভুলে যেতে। যখন আমার কাছে অনুরোধসহ কপিটা পাঠানো হয়েছিল তখন আমি ভেবেছিলাম এই

প্রকল্পের প্রতি আগ্রহের ব্যাপারে আপনার আন্তরিকতার অভাব হবে না এবং আপনি উপলব্ধি করতে পারবেন সংস্কৃতিতে এর গুরুত্ব ও বিতর্ক। বুদ্ধিবৃত্তিক স্বাধীনতার ক্ষেত্রে এই প্রতিবেদন হচ্ছে একটা মাইলফলক। আমরা রাস্তার অনেক অংশই পাকা করে ফেলেছি। এটা হচ্ছে একটা গুরুত্বপূর্ণ পাথর। কিন্তু আপনার সহযোগিতার কোনো প্রয়োজন নেই আমাদের। আমরা কখনো কারো সাহায্য কামনা করিনি। আমি ভেবেছিলাম আপনার পত্রিকা ন্যায্যতা প্রতিপাদনের ক্ষেত্রে নেতৃত্ব গ্রহণ করতে প্রস্তুত। দুঃখিত আমি আপনার সম্পর্কে ভুল ধারণা করেছি। ভবিষ্যতে এরকম কখনও ঘটবে না।

হেফনার চিঠির কোনো জবাব দেয় না, কিন্তু তার চিত্র-সম্বলিত প্রতিবেদন প্রকাশের পরপরই মার্কিন যুক্তরাস্ট্রের অ্যাটর্নি জেনারেল জন এন. মিচেল সানডিয়াগো ও ডাল্লাসে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করে। হ্যামলিন এবং তার তিন কর্মচারীকে সানডিয়াগোতে অশ্লীলতা ও পর্ণোগ্রাফির ওপর প্রেসিডেন্টের কমিশনের অনুমোদিত কপি বিক্রি করার জন্য অভিযুক্ত করা হয়।

মিচেলের এই ঘোষণার এক সপ্তাহের ভেতরে হ্যামলিন *লস এঞ্জেলেস টাইমস* এবং সানডিয়াগোর দুটি দৈনিক পত্রিকায় পুরো এক পাতা জুড়ে বিজ্ঞাপন দেয়। বিজ্ঞাপনে সে উল্লেখ করে যে, নিক্সন-প্রশাসন আমেরিকার জনগণের মনোযোগ অন্যদিকে ঘোরানোর জন্য পর্ণোগ্রাফির সমস্যাকে সামনে আনার চেষ্টা করছে। অথচ, দেশে অসংখ্য সমস্যা রয়েছে যার আশু সমাধান প্রয়োজন, যেমন বেকারত্ব, ক্ষুধা, দারিদ্র্য, ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার হার, শিক্ষা প্রভৃতি। বিজ্ঞাপনে আরও বলা হয় আমেরিকার জনগণের চিন্তা ও পাঠাভ্যাস নিয়ন্ত্রণের জন্য কোনো প্রশাসনিক ব্যবস্থা বা আনুষ্ঠনিক সমালোচনা করা উচিত নয়। আদালতেরও উচিত নয় তার মূল্যবান সময় বাজে কাজে নষ্ট করা। অ্যাটর্নি জেনারেল এবং প্রশাসনের উচিত দেশের সমস্যা সমাধানে যা যা করণীয় সে-সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

হ্যামলিনের বিরুদ্ধে বৈধ আইনগত ব্যাবস্থা শুরু হয় তার নিজের শহর ডাল্লাসে। এফবিআই সদস্যরা ছবি-সম্বলিত তার প্রতিবেদন বাজার থেকে কিনে আনে। হ্যামলিন যে বিচারপতির মুখোমুখি হয় তার নাম গর্ডন থমসন। সম্প্রতি নিক্সন তাকে নিয়োগ দিয়েছে। বিচার শুরু হওয়ার আগে হ্যামলিন ছিল এক সহানুভূতিহীন পরিবেশের ভেতরে। প্রথমে বিচারপতি যখন বিচার কাজ একমাস দেরিতে শুরু করার জন্য অ্যাটর্নির অনুরোধ প্রত্যাখান করেন এবং জুরিবর্গের সদস্যদের কেউ কেউ হ্যামলিনকে জিজ্ঞাসা করে; 'আপনি কি সিডিএল-এর সদস্য? আপনি কি নিজেকে একজন ধার্মিক বলে মনে করেন? আপনি কি আপনার এলাকায় সম্প্রতি কোনো ধর্মোপদেশ শুনেছেন যেখানে অশ্লীলতা সম্পর্কে উপাসনার কথা বলা হয়েছে?'

১৯৭১ সালের অক্টোবরে বিচার শুরু হয়। জুরিবর্গের ভেতরে ছিল নয়জন পুরুষ ও তিনজন নারী। আদালতে উপস্থাপন করা হয় হ্যামলিনের প্রতিবেদন এবং ব্রোশিয়ুর, বিকৃত যৌনবাসনা চরিতার্থ করার উপকরণ হিসেবে। সানডিয়াগোর সংবাদপত্রগুলিও হ্যামলিনের এই প্রতিবেদন ছাপে। খবরের শিরোনামেও 'অশ্লীল'

শব্দটি ব্যবহার করা হয়। হ্যামলিনের উকিলও তার পক্ষে একটা তথ্য সাক্ষ্য হিসেবে উপস্থাপন করে   এক যুবতী সম্প্রতি সানডিয়াগোতে একটা জরিপ কাজ সম্পন্ন করেছে। সেখানে দেখানো হয়েছে, ৭১৮ জন নাগরিক হ্যামলিনের এই প্রতিবেদন নিষিদ্ধ না-করার পক্ষে মতামত দিয়েছে। কিন্তু বিচারপতি এই জরিপের তথ্য বাতিল করে দেয় এই বলে যে এটা অপ্রাসঙ্গিক। তিনি বলেন, 'হ্যামলিন ডাক বিভাগের আইন লঙ্ঘন করার অপরাধে অভিযুক্ত। এই অভিযোগ সারা দেশের মানুষের যৌনবিষয়ক মানসম্পন্নতার সঙ্গে সম্পর্কিত। শুধুমাত্র সানডিয়াগোর নাগরিকদের মতামত এখানে গ্রহণযোগ্য নয়।'

দুই মাস ধরে বিচার কাজ চলার পর ১৯৭১-এর ডিসেম্বরে তা শেষ হয়। কিন্তু জুরিদের কাছে হ্যামলিনের প্রতিবেদনে ব্যবহৃত ছবি ও ড্রইং ততো অশ্লীল মনে হয় না। তারা নিজেদের ভেতরে প্রেসিডেন্টের প্রতিবেদনে ব্যবহৃত ছবিগুলি নিয়ে আলোচনা করে এবং একমত হয় যে এগুলিও অশ্লীল নয়। তারা হ্যামলিনের গ্রন্থের লেখা ও কমিশনের প্রতিবেদনে উল্লিখিত পরিসংখ্যানকে পুরোপুরি অশ্লীল বলে মনে করে। যাহোক, ছয়দিন ধরে একটা বিতর্কের পর জুরিবর্গ সিদ্ধান্ত নেয় ব্রোশিয়্যুরটা অশ্লীল। অবশেষে বিচারপতি থমসন ১৯৭২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে হ্যামলিনকে চার বছরের কারাদণ্ড প্রদান করেন এবং জরিমানা করেন ৮৭,০০০ মার্কিন ডলার, আর হ্যামলিনের প্রধান সম্পাদককে তিন বছর ও অধস্তন দুই কর্মচারীকে পাঁচ বছরের কারাদণ্ড প্রদান করা হয়।

হ্যামলিন রায় শুনে স্তম্ভিত হয়ে পড়ে, কিন্তু সে শর্তসাপেক্ষে জামিনের সুবিধা পায়। ফলে সে পুরোপুরি বিমর্ষ হয়ে পড়ে না। তার উকিল ক্যালিফোর্নিয়ায় আপিল করতে যায়, কিন্তু সেখানে সে ব্যর্থ হয়। তারপর তারা যায় যুক্তরাস্ট্রের সুপ্রিম কোর্টে যেখানে সে একবার সফল হয়েছিল।

সুপ্রিম কোর্টে বিচার শুরু হয় ১৯৭৩ সালের জুন মাসে। দুই সপ্তাহ পর সুপ্রিম কোর্ট হঠাৎ করেই অশ্লীলতার সংজ্ঞা বদলে ফেলে যা পর্ণোগ্রাফির লেখক ও প্রকাশকদেরকে অস্থিরতার ভেতরে ঠেলে দেয়। বিস্ময়ের বিষয় হল যারা এই কর্মকাণ্ডে সম্পন্ন করে তাদেরকে নিয়োগ করেছিল প্রেসিডেন্ট নিক্সন। এই বিচারকেরা হলেন বার্গার, ব্লাকমান, পাওয়েল ও রেনকুইজট। এছাড়া অন্য একজন বিচারপতিও ছিলেন তাদের সঙ্গে–তার নাম হোয়াইট। তাকে নিয়োগ দিয়েছিল কেনেডি। উচ্চ আদালত দ্রুত এই আইনের ভাষাগত জটিলতা অপসারণ করে যা ছিল পর্ণোগ্রফির প্রকাশকদের পিছলে বেরিয়ে যাওয়া সবচেয়ে পছন্দনীয় ছিদ্র। আগে ছিল সামাজিক মূল্যবোধ পুনরুদ্ধারের বিষয়টি গুরুত্ব না পেলেই তা অশ্লীল বলে বিবেচিত হবে। কিন্তু ১৯৭৩ সালের ২১শে জুন নতুন আইন ঘোষণা করা হয়। তাতে বলা হয়, কোনো লেখায় 'সামাজিক মূল্যবোধ' গুরুত্ব না-পেলেই যে-কোন যৌনবিষয়ক লেখা নিষিদ্ধ করার জন্য মামলা করা যাবে। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে রেডরাপ ও জ্যাকোবেল্লিস-এর মামলায় যে নমনীয়তা প্রদর্শন করা হয়েছিল প্রধান বিচারপতি ওয়ারেন বার্গার লিখিত নতুন মতামত বর্তমানে তা অপসারণ করে এবং অভিযুক্ত করে পর্ণোগ্রাফির সেই প্রকাশককে, যে ডাক বিভাগের মাধ্যমে অশ্লীল ব্রোশিয়্যুর সারাদেশে ছড়িয়ে দিয়েছে।

সাজাপ্রাপ্ত পর্ণোগ্রাফির প্রকাশকদের মধ্যে একজন ছিল মারভিন মিলার। উইলিয়াম হ্যামলিন তাকে ভালোভাবেই চিনত। মিলার সম্প্রতিক বছরগুলিতে লক্ষ লক্ষ ডলার আয় করেছিল ঘরে তৈরি নীল ছবি, নগ্ন ছবির পত্রিকা ও অশ্লীল পেপারব্যাক গ্রন্থ বিক্রি করে। এছাড়া হ্যামলিনের মতো সেও ক্ষতিকর গুজব সম্পর্কিত পুস্তকের ব্যবসাও করত। একই ধরনের ব্যবসার সঙ্গে সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিল হেফনার এবং গ্রোভ প্রেসের বারনি রসেট, লস এঞ্জেলেসের সাজাপ্রাপ্ত ডেভিড এস এলবার্ট এবং লস এঞ্জেলেসের এক নুডিস্ট পার্কের মালিক এড ল্যাঞ্জ, যে ইতিহাসের সবচেয়ে বেশি ছবির মডেল ডায়ানে ওয়েবার'র ছবির প্রধান চিত্রগ্রাহক। মায়ভিন মিলার জন্মগ্রহণ করে ও লালিতপালিত হয় শিকাগো শহরে। আইরিশ-ক্যাথলিক প্রভাবিত এই শহর যৌনক্ষুধায় পীড়িত এসব সন্তান উৎপন্ন করেছিল, যাদের অধিকাংশই নির্বাসিত হয়েছিল খেলামেলা পরিবেষ্টনীর ভেতরে। উল্লেখ্য, শিকাগো ছিল আমেরিকার ডাবলিন।

মারভিন মিলার ছিল শিকাগোর একজন ক্যাব ড্রাইভারের সন্তান। ১৯২৯ সালে মারভিনের জন্মের একমাস আগে সে মারা যায়। তার মা শিকাগোতে অভিবাসিত হয়েছিল রাশিয়া থেকে। তার সঙ্গে পাঁচ বছর কাটানোর পর ছয় বছর বয়সে মিলার একটা বেকারি ভাঙার দায়ে গ্রেফতার হয় এবং একটা ইহুদি সংশোধন সংস্থায় পাঠানো হয় তাকে, যারা মূলত তরুণ অপরাধীদের নিয়ে কাজ করে। মিলারের বয়োসন্ধিকালের অধিকাংশ সময় কেটেছে অনাথাশ্রম এবং রাষ্ট্র পরিচালিত বোর্ডিং হাউসে, যেখানে বোর্ডিং হাউসের তত্ত্বাবধায়ক আবিষ্কার করে যে ছেলেটা তার বয়সী গড় ছেলেদের তুলনায় অধিক বুদ্ধিমান এবং তার উচ্চাকাঙ্ক্ষাও প্রবল। তার প্যারোল রিপোর্টে তা পরিষ্কার করে উল্লেখ করা হয়।

শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়ার পর মিলার বিভিন্ন ধরনের কাজ করে। তার মধ্যে রয়েছে ব্যবহৃত সিলভার ফয়েলের কারবারি, দেয়াল কার্পেটিং করার সেলসম্যান, ড্রাই ক্লিনিং প্লান্ট-এর অপারেটর, শেয়ার কেনাবেচা এবং লস এঞ্জেলেসের তোয়ালে ও লিনেন সরবহকারী প্রতিষ্ঠানের ম্যনেজার। ১৯৫০ সালের প্রথমদিকে এই প্রতিষ্ঠানের নথিপত্র জলিয়াতি ও সংস্থার ৩৫,০০০ ডলার সে প্রতারণার মাধ্যমে আত্মসাৎ করে। এসব কারণে এবং ইচ্ছাকৃতভাবে অগ্নিসংযোগের ঘটনাসহ আরও বহু অপরাধের জন্য সে ক্যালিফোর্নিয়া কারাগারে ঘন ঘন আসা-যাওয়া করতে থাকে। জেলে তার আচরণ ছিল খুবই ভালো বলা যায় দৃষ্টান্তমূলক। জেলের শাস্তি বিষয়ক কাউন্সেলরের মতামত অনুযায়ী সে হচ্ছে জন্ম থেকেই একজন করিৎকর্মা এবং এমন একজন মানুষ যার মধ্যে নিশ্চিতভাবেই কিছু আকর্ষণ আছে কিন্তু সামাজিক পদ্ধতিগুলি সম্পর্কে তার জ্ঞান খুবই সীমিত এবং কী কী করলে সে বিপদের সম্মুখীন হতে পারে সে সম্পর্কে মোটেই সচেতন নয়।

মিলার ১৯৬১ সালে যখন জেল থেকে ছাড়া পায় তখন সে পর্ণোগ্রাফির লেখক ও প্রকাশকদের সার্কেলে খারাপ লোক হিসেবে সুনাম অর্জন করেছে। আরও সুনাম কিনেছে বেআইনিভাবে পুস্তক প্রকাশের জন্য। সে ভিক্টোরীয় যুগের ক্লাসিক *মাই সেক্রেট লাইফ*

ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করে যা একসময় প্রকাশ করে নিউইয়র্কের গ্রোভ প্রেস জার্মান প্রকাশককে ৫০,০০০ ডলার ক্ষতিপূরণ দিয়েছিল। কিন্তু মিলার এ ব্যাপারে কারো সঙ্গেই কোনো কথা না বলে ধারাবাহিকভাবে একটা পত্রিকার আলাদা আলাদা দশটি সংখ্যায় তা প্রকাশ করে এবং প্রতি কপি নিউজস্ট্যান্ডে বিক্রি করে ১.২৫ ডলার। গ্রোভ প্রেসের বারনি রসেট যখন মিলারের বিরুদ্ধে মামলা করে তখন ক্যালিফোর্নিয়ার এক বিচারপতি নিজেকে এমন এক অবস্থানে দেখতে পান, যেখান থেকে তিনি দুজনকেই জেলে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু তদন্তে দেখা যায় গ্রোভ প্রেস এই গ্রন্থ প্রকাশের বহু আগেই তা আইনত জনগণের সম্পত্তিতে পরিণত হয়েছে। মিলার কৌশলগত কারণে গ্রেভে প্রেসের মামলা থেকে রেহাই পায়। কিন্তু রসেট তাকে পত্রিকায় আলাদাভাবে এটা না-ছাপার জন্য অনুরোধ করে এবং আদালতের বাইরে এসে সে কিছু অর্থের বিনিময়ে বিষয়টি নিষ্পত্তি করে, যা সে করেছিল খুবই বিরক্তির সঙ্গে।

ক্ষণিকের জন্য মারভিন মিলারের ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটে যখন সে ডাক বিভাগের মাধ্যমে বিভিন্ন বিজ্ঞাপনের ব্রেশিয়্যুর পাঠিয়ে হাজার হাজার ক্রেতার মনোযোগ আকর্ষণ করে ইচ্ছামতো বিভিন্ন জিনিস বিক্রির জন্য। এর ভেতরে ছিল পেপারব্যাক ছবির বই এবং ছবিগুলো হচ্ছে নগ্ন পুরুষ মডেলের, যাকে বলা হত 'একজন সমকামী।' দাম ৩.২৫ ডলার। দশ ডলারের বিনিময়ে বড় আকারের ছবির বই। বইয়ের শিরোনাম *দ্য নেম ইজ বনি।* বইতে রয়েছে চব্বিশটা ছবি এবং ছবিগুলো হচ্ছে স্বর্ণকেশী নগ্ন নারীদের। দশ ডলারের বিনিময়ে আরও একটা ছবির বই। শিরোনাম *আফ্রিকাস ব্লাক সেক্সুয়াল পাওয়ার।* ছবিগুলো হচ্ছে যৌনমিলরত কালো চামড়ার নারী ও পুরুষের। পনর ডলারের বিনিময়ে *এ্যান ইলাসট্রেটেড হিসট্রি অব পর্ণোগ্রাফি*। এই গ্রন্থে রয়েছে উত্তেজক চিত্রকর্মের ১৫০টি রিপ্রোডাকশন। এইসব বিজ্ঞাপনের ভেতরে আরও ছিল সমারসেট মমসহ অনেক বিখ্যাত লেখকের রচনাংশ, ৮ মিলিমিটারের নীল ছবি, যার নাম ছিল *ম্যারিটাল ইন্টারকোর্স* এবং এই ছবির জন্য মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছিল ৫০ ডলার।

মিলারের এসব ব্রেশিয়্যুর যাদের কাছে যেত তাদের ঠিকানা সরবরাহ করত একটি প্রতিষ্ঠান, যারা বিভিন্ন বিষয়ে দালালি করে থাকে। কোম্পানি এই কাজে বিশিষ্টতা অর্জন করেছিল। এরা চারাগাছ থেকে শুরু করে প্রাচীন দ্রব্যাদি, শিল্পকর্ম, এমনকি যন্ত্রপাতির খুচরা অংশও সরবরাহ করে থাকে। এই প্রতিষ্ঠান গ্রাহকের গোপনীয়তা বা বিশেষ আগ্রহ কখনও কারো কাছে প্রকাশ করে না। সরবরাহের পর তারা উৎপাদকের কাছ থেকে কমিশন পেয়ে থাকে। কমিশন নির্ধারণ করা হয় কতজনের কাছে তা পাঠনো হচ্ছে তার ওপর নির্ভর করে। কমিশনের হার হচ্ছে ১০০০ নামের জন্য ১০০ ডলার। মিলার সবসময়ই অনুরোধ করত ৩০০,০০০ জনের নাম ব্যবহার করতে এবং এর কমিশন আসত ৩০ হাজার ডলার।

অল্পদিনের ভেতরেই মিলারের বিজ্ঞাপন প্রচারণা সম্পর্কে পুলিশের কাছে অভিযোগ আসে। ক্যালিফোর্নিয়ার আদালত মিলারের দ্রব্যাদিকে অশ্লীল বলে ঘোষণা করে এবং মার্কিন যুক্তরাস্ট্রের সুপ্রিমকোর্টের প্রধান বিচারপতি ওয়ারেন বার্গার তাকে সতর্ক করে দেয়। ঐতিহাসিক এই মামলার রায়ে বার্গার লেখেন 'ডাক বিভাগের মাধ্যমে ব্যাপক

প্রচার চালিয়ে যে চিত্রায়িত গ্রন্থটি বিক্রি করা হয়েছে তা মূলত প্রাপ্তবয়স্কদের উপকরণ।' বার্গার ফুটনোটে লেখেন 'এই মামলার যে উপকরণ নিয়ে আলোচনা করেছি প্রকৃতঅর্থেই তাকে সংজ্ঞায়িত করা যায় 'পর্ণোগ্রফি' হিসেবে অথবা 'পর্ণোগ্রাফি সংক্রান্ত উপকরণ' হিসেবে। পর্ণোগ্রাফি শব্দটি এসেছে গ্রিক থেকে (পর্নে অর্থ পতিতা এবং গ্রাফেস অর্থ লেখা)। সুতরাং পর্ণোগ্রাফি শব্দের অর্থ হচ্ছে, ১. পতিতা অথবা পতিতালয় সম্পর্কে লেখা ২. কামুকতা অথবা লাম্পট্যকে চিত্রিত করা (লেখা ও চিত্রকথা) যৌন উত্তেজনা বাড়ানোর জন্য উত্তজক আচরণকে নিখুঁতভাবে বর্ণনা করা। প্রকাশনা সংস্থা ওয়েবস্টার-এর নতুন আন্তর্জাতিক অভিধানে সুপরা (SUPRA) বলে একটা শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে যা পর্ণোগ্রাফির সমার্থক। পর্ণোগ্রাফি সংক্রান্ত উপকরণ যা অশ্লীলতার সমস্ত প্রতিক্রিয়ার ক্ষেত্রে কুরুচিপূর্ণ, কিন্তু তারপরও 'অশ্লীল' শব্দটি এখন আমাদের ভাষার ব্যবহৃত হচ্ছে এবং যার একটা বিচার সংক্রান্ত অর্থ রয়েছে, যা উদ্ভূত হয়েছে রথ'র মামলা থেকে অর্থাৎ 'যৌনতা নিয়ে যার কারবার, তা-ই অশ্লীল উপকরণ।'

মারভিন মিলারের মামলা সুপ্রিমকোর্টে আসার আগে ওয়ারেন বার্গার লক্ষ করে আসছিলেন যে আমেরিকার বই ও পত্র-পত্রিকা, চলচ্চিত্র এবং লাইভ শো-তে যৌনতার প্রতিনিধিত্ব ব্যপক হারে বেড়ে চলেছে এবং তা শুধুমাত্র পূর্ব ও পশ্চিম তীরবর্তী বড় শহরগুলিতেই নয়, মিনেসোটার মধ্য-পশ্চিমের ছোট ছোট বসতিগুলিতেও তা প্রকট হয়ে উঠেছে, যেখানে নৈতিকভাবে সৎ ও বিবেকবান একটি পরিবারে তিনি লালিতপালিত হয়েছিলেন। গত বছর বলতে গেলে প্রত্যেক রাজ্যেই ম্যাসেজ পার্লার, টপলেস ও বটমলেস বারের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এখন প্রায় সর্বত্রই *ডিপথ্রট* নামে ৬২ মিনিটের একটা ছবি দেখানো হয়ে থাকে যার পঞ্চাশ মিনিট ধরেই দেখানো হয় দলীয় যৌনমিলন, মুখমৈথুন, যৌনসঙ্গী ভাগাভাগি, নারীদের হস্তমৈথুন, নারী ও পুরুষ উভয়ের পায়ুমৈথুন, নারী ও পুরুষের যৌনমিলন এবং পুরুষের বীর্যপাতের দৃশ্য। লাখ লাখ মানুষই শুধু এই ছবি উপভোগ করে না, তারা সঙ্গে নিয়ে যায় তাদের স্ত্রী ও মেয়েবন্ধুদের। *ডিপথ্রট* ছিল আমেরিকার প্রথম নিরেট পর্ণো চলচ্চিত্র যা অসংখ্য দম্পতি উপভোগ করেছে। অনেকে দেখার জন্য প্রলুব্ধ হয়েছে। যদিও প্রদর্শনীর স্থানগুলিতে নিয়মিত পুলিশের হামলা হত। কিন্তু তা হাতেনাতে ধরতে এবং নিষিদ্ধ করতে কর্তৃপক্ষ পুরোপুরি ব্যর্থ হয়।

তবে মারভিন মিলারের মামলার প্রধান বিচারপতি ওয়ারেন বার্গার আমেরিকায় খোলামেলা যৌনতার বিষয়ে চরম নিষ্ঠুরতা প্রদর্শনের একটা সুযোগ পান এবং ১৯৬০-এর দশকে তার পূর্বসূরীরা যে অনুমতিদায়ক মনোভাব পোষণ করেছিল তা দূরীভূত করতে উদ্যোগী হন। সেই দিন আর নেই যখন পর্ণোগ্রাফির প্রকাশকরা তাদের অশ্লীল কর্মকাণ্ড যথাযথ বলে প্রমাণ করার জন্য একটা বইয়ের সামনে ও পেছনের সাদা পাতায় পুনর্মুদ্রণ করবে যে 'ভলটেয়ারের রচনা থেকে উদ্বৃত।' বার্গার বিষয়টিকে আরও বিস্তৃত করে ঘোষণা করেন 'আচরণ অথবা আচরণ চিত্রিতকরণ যা নিষিদ্ধ করার ক্ষমতা আছে রাষ্ট্রের নীতিমালার, কিন্তু সংবিধান তা স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রতিরক্ষা করে না, কারণ আচরণ

কখনও প্রকাশিত হয় বারে অথবা 'জীবন্ত' থিয়েটার মঞ্চে অথবা কোনো 'লাইভ শো'তে দেখা যায় মধ্য দুপুরে টাইম স্কোয়ারে যৌন আলিঙ্গনে আবদ্ধ নারী ও পুরুষ। এর জন্য প্রয়োজন বৈধ রাজনৈতিক সংলাপ।'

বার্গার আরও গুরুত্ব দেন অশ্লীলতা সম্পর্কিত নতুন আইনের ওপর। এই আইন বোঝায় যে, চলচ্চিত্র, বই ও পত্র-পত্রিকার ক্ষেত্রে কোন আইন বৈধ হতে পারে। কারণ এখন 'জাতীয় মানসম্পন্নতার' পরিবর্তে 'জনগোষ্ঠীর মানসম্পন্নতা' অধিক প্রয়োজন, যা প্রথম সংশোধীর আওতাভুক্ত মামলার ক্ষেত্রে কর্তৃত্ব করেছে। এর অর্থ হচ্ছে অধিক সুনির্দিষ্টভাবে *প্লেবয়ের* মতো পত্রিকা বিক্রি এবং *লাস্ট টাঙ্গো ইন প্যারিস*-এর মতো চলচ্চিত্র প্রদর্শনের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করা। কারণ বিভিন্ন শহরের নাগরিকেরা সংঘবদ্ধ হয়ে স্থানীয় রাজনিতিবিদ ও পুলিশের ওপর চাপ প্রয়োগ করতে পারে জনগোষ্ঠীর নৈতিক মানসম্পন্নতা রক্ষা করার জন্য। অবশেষে 'অশ্লীলতা ও পর্ণোগ্রাফির ওপর প্রেসিডেন্টের কমিশনের তদন্তের পর প্রাপ্ত তথ্য পর্যালোচনা করে বার্গার লেখেন যদিও সমাজবিরোধী কর্মকাণ্ড ও অশ্লীল উপকরণের ভেতরে যোগাযোগের কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি কিন্তু আইন প্রণয়নকারী সংস্থা নিশ্চিত যে এ-ধরনের যোগাযোগের অস্তিত্ব আছে অথবা থাকতে পারে।'

বার্গারের এই মতামত সারাদেশের সংবাদপত্রে প্রধান শিরোনাম হিসেবে ছাপা হয়। ফলে খুশি হয় রক্ষণশীল সংসদসদস্য, যাজক এবং চার্লস কিটিং-এর ধর্মযুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক নাগরিকেরা। কিটিং *ন্যাশনাল ডিসেন্সি রিপোর্টার* পত্রিকায় লেখেন পনর বছরেরও বেশি হল আমি সিডিএল-এর কার্যক্রম শুরু করেছি। আমি লক্ষ করেছি যে পর্ণোগ্রাফির প্রকাশকরা অবজ্ঞার সঙ্গে পুরো আমেরিকান জাতিকে অশ্লীলতার স্রোতে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে এবং তাদেরকে করে তুলছে নৈতিকভাবে দুর্নীতিগ্রস্ত এবং তারা বিভিন্নভাবে শিকার হচ্ছে অবক্ষয়ের। এর একমাত্র কারণ হল অর্থ। বিপুল পরিমাণ অর্থ, কোটি কোটি ডলার। এই অর্থের জন্য তারা তাদের দেশকেও বিক্রি করে দিতে পারে, বিক্রি করে দিতে পারে নাগরিকদের, এমনকি শিশুদেরকেও তারা নিয়োগ করতে পারে ব্যভিচারে অর্থ-উপার্জনের জন্য। এই ইতর ব্যাবসায়ীরা তাদের অশ্লীল উপকরণ জড়িয়ে নিচ্ছে মার্কিন যুক্তরাস্ট্রের পতাকা দিয়ে এবং তারা কাপুরুষের মতো দাঁড়িয়ে থাকে সংবিধানের পেছনে। তারা চেষ্টা করে বিশাল বিশাল দলিল ও প্রমাণপত্র ব্যাবহার করতে মানুষের মন ও আত্মার স্বাধীনতার নামে, যা মূলত একটি কৌশল আমেরিকার পুরুষদেরকে দাসত্বের শৃঙ্খলে বেঁধে ফেলতে এবং নারীকে পথভ্রষ্ট করে সমাজের তলদেশে টেনে নামাতে। একসময় পেছনে তাকিয়ে আমরা আঘাত পাব এবং বিশ্বাস করতে কষ্ট হবে স্বাধীনতার নামে আমরা নিজেদেরকে কত নিচে নামার অনুমতি দিয়েছিলাম। সুতরাং এখনই সংশোধনের উপযুক্ত সময়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্টের সহায়তায় আমেরিকার শুদ্ধমনের মানুষেরা এখন একটা পবিত্র যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে যাচ্ছে অশ্লীলতার বিভিন্ন উপকরণ সরবরাহকারী ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে। আজ থেকে আমি আর কোনো বিশ্রাম নেব না যতদিন এইসব অশ্লীল ব্যবসায়ীরা ব্যবসা গুটিয়ে না নিচ্ছে অথবা জেলে না যাচ্ছে।'

বার্গার-এর এই রায়ের সঙ্গে তার চারজন সহকর্মী দ্বিমত পোষণ করে। এরা হল বিচারপতি ডগলাস, স্টুয়ার্ট, ব্রেনান ও মার্শাল এবং সংবাদপত্রের প্রকাশকরা, যারা একসময় অশ্লীলতাবিরোধী প্রচার অভিযানে সহায়তা করেছিল। এরা প্রথম সংশোধনীতে প্রদত্ত অধিকার ও যৌন অভিব্যক্তিবাদীদের ভেতরে সরাসরি যোগাযোগের বিষয়টি স্বীকার করতে চায় না। বার্গারের রায় *নিউ ইয়র্ক টাইমস* পত্রিকার সম্পাদকীয় পৃষ্ঠায় ছাপা হয়।

বার্গারের রায় প্রকাশিত হওয়ার কয়েক দিনের ভেতরে উটাহ রাজ্য সরকারের কার্যালয় থেকে সল্ট লেক সিটিতে *লাস্ট টাঙ্গো ইন প্যারিস* ছবির প্রদর্শন নিষিদ্ধ করা হয়। হলিউডের দুজন স্টুডিওর মালিক সেসময় হুবার্ট শোলবি-এর গ্রন্থ নিয়ে *লাস্ট এক্সিট টু ব্রুকলিন* নামে কর্মজীবী সমকামীদের আচরণের ওপর একটা চলচ্চিত্র নির্মাণের জন্য আলাপ-আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু উপরোক্ত ঘটনার কারণে তারা ছবি তৈরির এই প্রকল্প বাতিল করে দেয়। স্টুডিওর একজন নির্বাহী বলে 'আমরা কোনো আইন বিষয়ক প্রামণ্যচিত্র তৈরি করতে চাই না। আমরা চাই সিনেমা তৈরি করতে।' আমেরিকার মোশান পিকচার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি জ্যাক ভ্যালেনতি দুঃখ করে বলেন, আদালতের এই নতুন সিদ্ধান্ত পঞ্চাশ অথবা তার চেয়েও বেশি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মতামতকে একত্রিত করতে পারে অশ্লীলতাকে তুলে ধরতে। পাশাপাশি অন্য এক মুখপাত্র ভবিষ্যৎবানী উচ্চারণ করে যে, অধিকাংশ চলচ্চিত্র নির্মাতারা এখন টেলিভিশনে কাজ করতে শুরু করেছে। তারা এখন প্রাপ্তবয়স্কদের বিষয়ে কম মনোযোগ দেবে এবং সেন্সরের সঙ্গে সম্পর্কিত বিষয় সম্পর্কে হবে অধিক নীতিবান।

প্লেবয়, স্ক্রু, পেন্টহাউজ ও অন্যান্য যৌনবিষয়ক পত্রিকা তাদের শিল্প-নির্দেশকের সহায়তায় মার্জিত ছবি ব্যবহার করতে শুরু করে আর সারা দেশজুড়ে পর্ণো বিক্রেতাদের দোকানের সামনে লাইন দিয়ে লোকে কিনতে শুরু করে বিপুল পরিমাণ পর্ণোবই ও পর্ণোপত্রিকা। তাদের ধারণা যে কোন সময় এসব দোকানের বইয়ের তাক থেকে এগুলি উধাও হয়ে যাবে। *পেন্টহাউজ* পত্রিকার বব গুচ্চিঅন বলে, 'এটা হচ্ছে এই সিদ্ধান্তের তাৎক্ষণিক প্রভাব। এখন লাখ লাখ ডলারের ব্যবসা চলছে গোপনে এবং প্রকৃত অর্থে এটাই হচ্ছে অপরাধ। এটা হচ্ছে সেই অবস্থা যা কোনো জিনিস নিষিদ্ধ ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যাবর্তন করে।' পর্ণোছবি *ডিপথ্রোট*'র নায়িকা লিন্ডা লাভলেস সংবাদপত্রকে বলে, সেন্সরশিপ শুরু করেছিল এডলফ হিটলার এবং এর সম্প্রসারিত রূপ হচ্ছে তারা আপনার দরজায় কড়া নেড়ে আপনার টেলিভিশন ও রেডিও সেটটা কোনো এক সময় নিয়ে যাবে।'

কিছু ঔপন্যাসিক সেসময় বার্গারের এই মতামতের ওপর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছিল। এদের ভেতরে ছিল কুর্ট ভনগার্ট, ট্রুমান ক্যাপোট এবং জন আপডিকসহ আরও অনেকে। জয়েস ওটিস-এর কাছে মনে হয় যেন সে এক মারমুখী সমাজে বসবাস করছে, যেখানে যে কোন সময় যুদ্ধ শুরু হতে পারে। সে বলে, 'যখন আমেরিকা কোনো যুদ্ধ করছে না তখন রক্ষণশীলদের আকাঙ্ক্ষা হচ্ছে জনগণকে শাস্তি দেওয়া যেন তারা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসতে বাধ্য হয়।'

উইলিয়াম হ্যামলিন অশ্লীলতা সম্পর্কে বিভিন্ন লোকের মতামত পড়ে কিন্তু ১৯৭৩ সালের পুরো গ্রীষ্মকাল জুড়ে সে চিন্তা-ভাবনা করে যে নতুন আইন তাকে কতখানি

ক্ষতিগ্রস্ত করবে। কারণ তার মামলার সময় ক্রমশই এগিয়ে আসছে। সানডিয়াগো-তে দেওয়া শাস্তির ভিত্তি ছিল 'জনগোষ্ঠীর মানসম্পন্নতা'র পরিবর্তে 'জাতীয় মানসম্পন্নতা' এবং এক জরিপে দেখা গিয়েছিল সানডিয়াগো'র নাগরিকেরা যৌনবিষয়ক মানসম্পন্নতার ক্ষেত্রে অধিক নমনীয় অন্যান্য রাজ্যের চেয়ে। হ্যামলিনের আইনজীবী ১৯৭৩ ও ১৯৭৪ সালে পুনরায় শুনানির জন্য আবেদন করে, কিন্তু সে না পারে পুনরায় শুনানির ব্যবস্থা করতে, না পারে শাস্তির মেয়াদ ও জরিমানার পরিমাণ কমাতে।

অবশেষে ১৯৭৪ সালের ১৫ এপ্রিল সোমবার সকালে সে তার স্ত্রী ও কন্যাকে সঙ্গে নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের সাদা মার্বেল পাথরের সিঁড়ি ভাঙতে থাকে আদালত কক্ষে পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে যেখানে নয়জন বিখ্যাত মানুষ খতিয়ে দেখবে *হ্যামলিন বনাম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র* শিরোনামের মামলাটি।

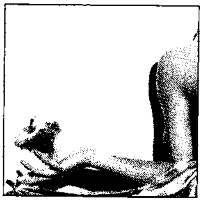

সুপ্রিম কোর্টের কোলাহলমুখর কক্ষে মেহগনি কাঠের চিত্রিত বেঞ্চিতে স্ত্রী ও কন্যাকে নিয়ে বিচারকদের আগমনের অপেক্ষায় বসে আছে উইলিয়াম হ্যামলিন। তাকিয়ে আছে উঁচু ছাদের দিকে। হঠাৎ তার মনে পড়ে যায় শিকাগোতে তার ছেলেবেলা কেটেছে দুশ্চিন্তা ও আতঙ্কের ভেতরে। আজ তার মামলার শুনানি হবে। তার ভাগ্য বিতর্কিত সে জানে। কিন্তু এটাও জানে এই মামলায় সে জয়ী হোক অথবা হেরে যাক তার নাম পৃথিবীর শেষদিন পর্যন্ত আমেরিকার মানবিক আইনের বিজ্ঞান ও দর্শন গ্রন্থে লেখা থাকবে। সে তার শুনানির ফলাফল সম্পর্কে আশাবাদী ছিল। সে বিশ্বাস করত, যে আইনজীবী তার প্রতিনিধিত্ব করছে সে দেখেতে ছোটখাটো এবং সামান্য পঙ্গু হলেও সে হচ্ছে সবচেয়ে কার্যকর রক্ষক, বিশেষ করে যেসব অপরাধ সংজ্ঞায়িত করা যায় না এবং এরকম অপরাধেই হ্যামলিন অভিযুক্ত হয়েছে।

যাহোক হ্যামলিন তার এই আশাবাদকে তার স্ত্রীর সঙ্গে ভাগাভাগি করে না। তার স্ত্রীর নাম ফ্রান্সিস হ্যামলিন। সে একজন দৃঢ়প্রত্যায়ী ও বিচক্ষণ নারী। সে এই প্রথম ওয়াশিংটনে এসেছে। এটা ছিল একটা অর্থহীন সংক্ষিপ্ত ভ্রমণ, একটা চমৎকার জাঁকজমকপূর্ণ প্রদর্শনী। আদালত কক্ষে তাদেরকে লক্ষ্য করছে কয়েকশত পর্যটক ও আইনের ছাত্ররা। ফ্রান্সিসের ধারণা এ পর্যন্ত তার স্বামীর বিরুদ্ধে আনা অভিযোগের বিচার করেছে যেসব বিচারপতি তারা প্রত্যেকেই নিকৃষ্ট মানের বিচারক। সে মনে করে সুপ্রিম কোর্টের বিচারকরাও উৎকৃষ্টমানের বিচারক নয়, বিচারকের পোশাকের তলায় এরা প্রত্যেকেই সাধারণ মানুষ। রাজনৈতিক প্রভাবের কারণে নিয়োগ পেয়েছে এবং পক্ষপাতদুষ্ট। তারা ইতিমধ্যেই তার স্বামীর ভাগ্য নির্ধারণ করে রেখেছে।

হ্যামলিন হচ্ছে এমন একজন প্রকাশক যার বিরুদ্ধে সবচেয়ে বেশি মামলা হয়েছে এবং এসব মামলার কারণে তার স্ত্রীকেও কম দুর্ভোগ পোহাতে হয়নি। অথচ ১৯৪৮ সালে যখন লোকটাকে বিয়ে করে তখন সে বিধবা এবং তার চারটি সন্তান আছে। সুতরাং এই লোকটির নৈতিক চরিত্র নিয়ে যখন বিচারকরা কথা বলে তখন তার খুবই হাসি পায়। মার্কিন যুক্তরাস্ট্রের অ্যাটর্নি জেনারেল জন এন মিচেল ছবি-সম্বলিত প্রতিবেদন বিতরণের জন্য তাকে অভিযুক্ত করেছে। এখন সে-ই ওয়াটারগেট কেলেঙ্কারির জন্য অভিযুক্ত হয়েছে। ভাইস প্রেসিডেন্ট স্পিরো এগনিউ এই প্রতিবেদনের নিন্দা করেছিল, এখন সে চাপের মুখে পদত্যাগ করেছে। সে অভিযুক্ত হয়েছে কৌশলে কর না-দেওয়ার অভিযোগে, আর প্রতারক প্রেসিডেন্ট নিক্সন ওয়াটারগেট কেলেঙ্কারির কারণে এখন দিশেহারা।

আদালত ভবনের করিডোর দিয়ে স্বামীর হাত ধরে হেঁটে যাবার সময় ফ্রান্সিস লক্ষ

করে সর্বত্রই মানুষের ভিড়—কেরানি, নিরাপত্তা কর্মী, রিসিপশনিস্ট, সেক্রেটারি, হিসাবরক্ষক, কিন্তু মার্শালের অফিসে আসার পর সে দেখল হ্যামলিনের অ্যাটর্নি কোর্ট চেম্বারে তাদের বসার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করেছে। তারা এটা জেনে খুবই হতাশ হল যে মার্শালের কর্মচারীরা এখানে বসবে না। সুতরাং মুখোমুখি বসে বিচার কাজ দেখার পরিবর্তে তারা বসে আদালত কক্ষের একপাশে, বিশেষ করে তার স্বামীকে উত্যক্ত করতে, যে ইতিমধ্যেই মামলার পেছনে চার লাখ ডলার খরচ করে ফেলেছে এবং সে বিশ্বাস করে আদালতের শিষ্টাচার দেখানো উচিত এই বিশেষ ঘটনার নিশ্চয়তা দিতে, যা তার জীবনের সবচেয়ে দামি আইনি যুদ্ধ। ফ্রান্সিস আরও অখুশি হয় তাদের কার্যালয়ের রীতিনীতি দেখে। আদালত কক্ষে ঢোকার আগে তারা তার কন্যা ও স্বামীর শরীর তল্লাশি করে। প্রথমে তারা ফ্রান্সিসের হলুদ কোটটা খুলে নেয়। তারপর তার চমড়ার হাতব্যাগ খুলে পরীক্ষা করে এবং একটা ক্যামেরা পায়। আদালতে ছবি তোলার অনুমতি না-থাকায় তারা ওটা তার কাছ থেকে সরিয়ে নেয় এবং শুনানি শেষে তা নিয়ে যাবার অনুরোধ করে।

আদালত কক্ষে সে তার স্বামীর কাছাকাছি বসেছিল। চেষ্টা করছিল স্বামীর ভবিষ্যৎ সম্পর্কিত দুশ্চিন্তাকে চেপে রাখতে। কেউ কোনো কথা বলছে না, এমনকি কারো ফিসফিসানির শব্দও শোনা যাচ্ছে না। সে অন্যকিছুতে মনোযোগ দেওয়ার চেষ্টা করে। তাকায় আদালত কক্ষের চারদিকে। উঁচু ছাদ, শ্বেতশুভ্র মার্বেল পাথরের স্তম্ভ, বিচারপতির আসন সবই তার ভালো লাগে। দুটি পিলারের মাঝখানে ঝুলছে একটা সোনার ঘড়ি। তখন বাজে ৯টা ৫৭ মিনিট। বিচারপতি তখনও আসেননি। একটা বিশাল ক্লাসিক চিত্রকলার (পেন্টিং) দিকে তাকায় ফ্রান্সিস। তাতে দেখা যাচ্ছে প্রায় বিশজন নগ্ন ও অর্ধনগ্ন নারী, পুরুষ ও শিশু একত্রিত হয়েছে বিভিন্ন ভঙ্গিতে। এসব মানুষেরা ছবিতে প্রতীকায়িত করে তুলেছে মানব প্রজাতির স্বাধীনতা ও সত্য, ন্যায়নিষ্ঠতা ও সদগুণ, কিন্তু ফ্রান্সিসের কাছে মনে হচ্ছে এইসব নারী ও পুরুষেরা রোমান প্রেয়োবাদী অথবা উন্মত্ত যৌনমিলনের প্রতিনিধিত্ব করছে। সে আরও লক্ষ করে জুরিবর্গের মাথার ওপর এটা ঝুলছে, যারা তার স্বামীকে অশ্লীলতা ও পর্ণোগ্রাফির ওপর প্রকাশিত প্রেসিডেন্টের প্রতিবেদনে ড্রইং ব্যবহারের ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করবে।

বিচারপতি আবির্ভূত হলেন। আদালত কক্ষে উপস্থিত প্রত্যেকেই উঠে দাঁড়িয়ে সম্মান জানাল মার্কিন যুক্তরাস্ট্রের সুপ্রিম কোর্টের সম্মানিত বিচারপতিকে। হঠাৎ করেই নাটকীয় ভঙ্গিতে উপস্থিত হল কালো পোশাক পরা নয়জন মানুষ এবং সামনে এগিয়ে এসে তাদের আসন গ্রহণ করল। আদালতের ঘোষক তখন ঘোষণা করল 'আদালতের কর্মকাণ্ড শুরু হতে চলেছে। ঈশ্বর মার্কিন যুক্তরাস্ট্র এবং এই সম্মানিত আদালতকে রক্ষা করুন।'

বাষট্টি বছর বয়সী প্রধান বিচারপতি ওয়ারেন বার্গার'র চুলগুলি প্রায় সবই সাদা হয়ে গেছে এবং সেগুলি সুন্দর কারে আঁচড়ানো। তার সহযোগী হিসেবে ডানদিকে রয়েছেন ৭৬ বছর বয়সী বিচারপতি উইলিয়াম ও. ডগলাস। পঁয়ত্রিশ বছর ধরে তিনি আদালতের সদস্য। বামদিকে রয়েছেন টাক মাথাওয়ালা ৭৪ বছর বয়সী উইলিয়াম বারনেন, যাকে

১৯৫৬ সালে নিয়োগ দিয়েছিল আইসেনহাওয়ার। অন্যান্য বিচারপতিদের ভেতরে ছিল ৫৯ বছর বয়সী পটার স্টুয়ার্ট, সাতান্ন বছর বয়সী বায়রন হোয়াইট ও ছেষট্টি বছর বয়সী থুরগুড মার্শাল। এছাড়া ছিল নিক্সনের নিয়োগকৃত বিচারপতি পঁয়ষট্টি বছর বয়সী হ্যারি ব্লাকমান, ছেষট্টি বছর বয়সী ভার্জিনিয়ার অধিবাসী লুইস পাওয়েল এবং আদালতেরে সবচেয়ে তরুণ সদস্য উনপঞ্চাশ বছর বয়সী উইলিয়াম এইচ রেনকুইজড, যার চুলের রঙ কালো, শরীর তাগড়া এবং চোখের দৃষ্টি খুবই ঠাণ্ডা।

প্রধান বিচারপতি বার্গার কর্তৃত্বের স্বরে ঘোষণা করে যে সকালের সেশনে দুটি মামলার শুনানি হবে। তার মধ্যে একটা হচ্ছে হলিউডের চলচ্চিত্র *কারনাল নলেজ*, যা জর্জিয়ার আলবেনী শহরে অশ্লীল বলে ঘোষণা করা হয়েছে। ফ্রান্সিস হ্যামলিন একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল এই ভেবে যে অন্তত আধাঘণ্টা এখন এ বিষয়ে বাদানুবাদ চলবে। এক ঘণ্টার আগে তার মামলার শুনানি শুরু হবে না। সুতরাং সে ধৈর্যের সঙ্গে শুনতে লাগল *কারনাল নলেজ* চলচ্চিত্রের আইনি প্রতিনিধিত্ব। শুনানিতে আসামি পক্ষের আইনজীবী ঘোষণা করে যে এই চলচ্চিত্রকে অভিযুক্ত করাটা বিচারকদের বিভ্রান্তি ছাড়া আর কিছু নয় এবং একথা বারবার বলা হয়েছে যে এই ছবিতে কোনো যৌনদৃশ্য নেই। জর্জিয়া থিয়েটার-এর ম্যানজারকে এই ছবি দেখানোর জন্য গ্রেফতার করায় হলিউডের চলচ্চিত্র শিল্প স্তম্ভিত হয়েছে। আরও বিস্মিত হয়েছে গণমাধ্যমের লোক এবং আইন ব্যবসার সঙ্গে জড়িত অসংখ্য পেশাজীবী।

যাহোক, সুপ্রিম কোর্টের সামনে আসামি পক্ষের উকিল লুইস নাইজার বলে যে *কারনাল নলেজ* কোনো যৌন উত্তেজক ছবি নয়। আপত্তিকর কোনোকিছু সেখানে নেই, এমনকি তা মানুষকে উত্তেজিত করেও তোলেনা। অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের যৌনাঙ্গ প্রদর্শন করা হয়নি। বরং এটা একটা সিরিয়াস কাজ যা বৈধভাবে আমেরিকার যে-কোনো জনগোষ্ঠীর ভেতরে গ্রহণযোগ্য এবং তা একই সঙ্গে একটা শৈল্পিক অর্জন। ফ্রান্সিস হ্যামলিন রুমের চারদিকে তাকায় এবং ভিড়ের ভেতরে কোনো বিখ্যাত অভিনেতা অভিনেত্রীকে দেখা যায় কিনা অনুসন্ধান করে, বিশেষ করে এই ছবির তারকা জ্যাক নিকোলসন ও এ্যান মার্গারেট-কে। কিন্তু কাউকেই সে খুঁজে পেল না। সুপ্রিম কোর্টের সামনে শুধু কথা বলার অনুমতি আছে অ্যাটর্নিদের সুতরাং অভিনেতাদের এখানে উপস্থিত থাকার কোনো প্রয়োজন নেই। সে ভিড়ের ভেতরে শুধুমাত্র আমেরিকান মোশান পিকচার অ্যাসোসিয়েশন-এর প্রেসিডেন্ট জ্যাক ভ্যালেন্তিকে চিনতে পারে।

লুইস নাইজার শুনানি চালিয়ে যাচ্ছিল। মাঝে মাঝে থামছিল সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর দিতে। ফ্রান্সিস তার স্বর্ণকেশী কন্যা ডেবোরা হ্যামলিনের দিকে এক পলক তাকায় যে একাগ্রচিত্তে শুনানি শুনছিল। ডেবরা সানডিয়াগো স্টেট কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র। সে ধাত্রীবিদ্যার ওপর লেখাপড়া করেছে। উইলিয়াম হ্যামলিনের সঙ্গে বিয়ে হওয়ার পর ফ্রান্সিস এই কন্যাসন্তানের জন্ম দেয়। ডেবোরার পাশে বসে আছে উনিশ বছরের এক যুবতী। নাম জুডি ফ্লেশম্যান। তার চোখের রঙ কালো। হ্যামলিন প্রকাশনা কোম্পানির অ্যাটর্নি স্ট্যানলে ফ্লেশম্যান-এর তিন কন্যার ভেতরে জুডি হচ্ছে সবচেয়ে ছোট। ফ্লেশম্যান বসেছিল কাউন্সেলরের টেবিলে। সে অসংখ্য বার মার্কিন যুক্তরাস্ট্রের সুপ্রিম

কোর্টের মুখোমুখি হয়েছে। ফ্লেশম্যানই রেডরাপ বনাম নিউ ইয়র্ক মামলার ক্ষেত্রে সফল আইনি কৌশল পরিচালনা করেছিল। সে মামলায় অভিযুক্ত করা হয়েছিল হ্যামলিন প্রকাশনা কোম্পানির দুটি পেপারব্যাক গ্রন্থ এবং তা টাইম স্কোয়ার থেকে কিনেছিল সাধারণ পোশাক পরা এক গোয়েন্দা।

চুয়াল্লিশ বছর বয়সী স্ট্যানলে ফ্লেশম্যান তার পেশায় মেধাবী ও নির্লজ্জ আইনজীবী হিসেবে পরিচিত, বিশেষ করে পর্ণোগ্রাফির প্রকাশক ও কামুক ব্যাক্তিদের অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এবং গত বিশ বছরে সে বহু আদালতে অশ্লীলতার বহু মামলার পক্ষে তর্ক-বিতর্ক করেছে। সে যেসব লোকের পক্ষে মামলায় লড়েছে তারা হল, হেনরি মিলারের উপন্যাসের প্রকাশক, ডায়ানে ওয়েবার'র ছবির সরবরাহকারী এবং স্যান্ডস্টোন রিট্রিট-এর মালিক।

সাময়িক প্রতিবন্ধকতায় নিরুৎসাহিত হওয়ার লোক ছিল না ফ্লেশম্যান, যদিও শৈশব থেকেই তার ছোটখাটো শরীরটা ছিল দড়ির মতো পাকানো। সে ক্রাচে ভর দিয়ে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে চলাফেরা করত। সে জন্মগ্রহণ করে ১৯২০ সালে নিউ ইয়র্কের পূর্বাঞ্চলীয় নিচু এলাকায় এক রাশান-ইহুদি অভিবাসী পিতামাতার সংসারে। তার চেয়েও একটা বড় আকারের শিশুযানে চড়ে মায়ের সাহায্যে সে কয়েক বছর প্রতিবেশীদের ভেতরে ঘুরে বেড়াল। পাঁচ বছর বয়সে কুইন্স-এর একটা শিশুহোমসে তাকে ভর্তি করা হয়, যেখানে তার পিতামাতা তাকে নিয়মিত দেখতে যেত। এই প্রতিষ্ঠানেই সে প্রায় দশ বছর থাকে এবং চল্লিশ জন পঙ্গু শিশু ও কিশোরদের সঙ্গে বেড়ে ওঠে এবং মাধ্যমিক স্কুল পর্যন্ত লেখাপড়া শেষ করে।

চৌদ্দ বছর বয়সে তার বাবা-মা তাকে কুইন্স-এর একটা পাবলিক স্কুলে ভর্তি করে দেয়। অন্যান্য ছাত্রদের ভেতরে সে এই প্রথম নিজেকে শারীরিকভাবে পঙ্গু হিসেবে উপস্থাপন করে, যা তার নিঃসঙ্গতার অনুভূতি আরও বাড়িয়ে তোলে। সে প্রতিদিন স্কুলে যুবতী মেয়েদের সান্নিধ্যে আসে এবং তাদের স্বাস্থ্যবতী বিকশিত শরীর গভীরভাবে ভালোবাসে এবং রাতের বেলায় তাদের শরীর নিয়ে সে মনে মনে তৃপ্তিকর ফ্যান্টাসিতে ভেসে যায়। কিন্তু যে মহিলার সঙ্গে থাকতে সে সবচেয়ে স্বস্তিবোধ করত সে হচ্ছে তার মা, যে সবসময় তাকে ভালোবাসত এবং তাকে নিরাপত্তা দিত। তার পিতা ছিল একজন বিনয়ী মানুষ। সে নিউ ইয়র্কের *ডেইলি নিউজ* পত্রিকায় অক্ষরবিন্যাসের কাজ করত। স্ট্যানলের যৌবনে যার প্রভাব তার ওপরে সবচেয়ে বেশি ছিল সে হচ্ছে নিউ ইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্র, নাম বার্নার্ড হেউইট। সে ১৯৩০ সালের দিকে স্ট্যানলের বোন ফ্লোরেন্সের সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে মেলামেশা শুরু করে। পরবর্তীতে তাদের বিয়ে হয়। স্ট্যানলের জীবনে হেউইট মূলত বড়ভাইয়ের ভূমিকা পালন করেছিল। সে প্রায়ই তার মায়ের সঙ্গে বাদানুবাদ করত স্ট্যানলের স্বাধীনতার ব্যাপারে এবং তার বয়স যখন আঠারো বছর তখন মিসেস ফ্লেশম্যানকে সে রাজি করায় তার ছেলেকে কলেজে ভর্তি করার জন্য, যা বাড়ি থেকে বেশ দূরে এবং সেখানে সে মুক্ত পরিবেশে নিজের স্বাধীনতাকে উপভোগ করতে পারবে। স্ট্যানলেও তার পরামর্শ গ্রহণ করে এবং ঘোষণা করে সে জর্জিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে চায়।

জর্জিয়া সম্পর্কে সে সচেতন ছিল, কারণ এটা হচ্ছে সেই রাজ্য যেখানে তার 'নায়ক'

ও পোলিও রোগের শিকার ফ্রাঙ্কলিন ডি রুজভেল্ট স্বস্তির সঙ্গে ওয়ার্ম স্প্রিং-এর অলৌকিক জলে সাঁতার কাটতে গিয়েছিলেন। অবশ্য ফ্লেশম্যানের কোনো ধারণা ছিল না ওয়ার্ম স্প্রিং-এর পানি স্বাস্থ্যের জন্য কতখানি উপকারী। তবে সে নিশ্চিত ছিল যে প্রেসিডেন্টের সঙ্গে তার ঘন ঘন দেখা হবে। স্ট্যানলে ফ্লেশম্যান ১৯৩৯ সালে খোঁড়াতে খোঁড়াতে পেনসিলভানিয়া রেলস্টেশনে এসে উপস্থিত হয় এবং রাত্রির নীরবতার ভেতরে গাড়ির চাকার ঘটাং ঘটাং শব্দের সঙ্গে শুরু হয় তার দক্ষিণযাত্রা।

পরদিন ট্রেনেই একদল জর্জীয় সৈন্যের সঙ্গে তার দেখা হয় এবং তারা তাকে ক্রাপস শ্যুটিং নামে এক ধরনের জুয়াখেলা শেক্ষায়। ফ্লেশম্যান নিজে থেকে তার ভাগ্যপরীক্ষা করার ইচ্ছা প্রকাশ করলে সৈন্যারা তাকে খেলায় নিতে রাজি হয়, কিন্তু হেরে যাবার পর সৈন্যরা তার ৭২ ডলার ফেরত দেয়। এই ৭২ ডলারই ছিল তার সম্বল। এথেন্সের রেলস্টেশনে পৌঁছাবার পর ফ্লেশম্যান দেখে বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা গাড়ি এসেছে তাকে ক্যাম্পাসে নিয়ে যেতে, কিন্তু সে হঠাৎই আবিষ্কার করে সে স্বাধীন মানুষের মতোই চলফেরা করতে সক্ষম। সে ক্রাচে ভর দিয়েও বিশ্ববিদ্যালয় ভবনের সিঁড়ি ভাঙতে পারত অনায়াসে। তার ডরমেটরিতে গোসলখানায় ধরে দাঁড়ানোর জন্য একটা বাড়তি হাতল ফিট করা আছে এবং প্রথম তিন সপ্তাহ সে কোনোকিছুই ভালোভাবে বুঝতে পারল না। কিছু বন্ধুভাবাপন্ন লাজুক ছাত্র তার দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিল। তার সমস্ত মালামাল গোছাতে তিন সপ্তাহ লেগে গেল এবং আরও বেশি সময় লাগল বাথরুমের পিছল টাইলসের ওপর কীভাবে শরীরের ভারসাম্য রক্ষা করতে হয় তা শিখে নিতে।

প্রথম বছরেই সে আস্থা অর্জন করতে শুরু করে এবং মায়ের কর্তৃত্ব থেকে বেরিয়ে এসে স্বাধীনতাটা পুরোপুরি উপভোগ করে। উল্লেখ্য, সেই-ই হল তার ক্লাসের একমাত্র ছাত্র যে সবগুলি কোর্স পাস করে। ডরমেটরিতে রাতের বেলায় অন্যান্য ছাত্রদের সঙ্গে সে র‍্যাপ-সংগীত উপভোগ করত। আরও ভালো লাগত তার উত্তরাঞ্চলীয় মানুষের সঙ্গে দক্ষিণাঞ্চলীয় মানুষের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য, বিশেষ করে রাজনীতি, সরকার ও সাধারণ জীবনের প্রতি। জর্জিয়া আসার প্রথম বছরের শেষদিকে সে প্রস্তুতি নেয় ট্রেনে চড়ে ওয়ার্ম স্প্রিং-এ তীর্থযাত্রার। মনে মনে ভাবে এই বিশাল 'লিবারেল ডেমোক্র্যাট' উদারতার সঙ্গে পঙ্গু শিশুদের শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় দরজা-জানালাগুলি খুলে দেবে, যারা তার গুণকীর্তন করে থাকে। কিন্তু রাজ্যের প্রবেশপথে পৌঁছেই তার মনে পড়ে যায় দক্ষিণাঞ্চলে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির ওপর প্রকাশিত গ্রন্থের ছবিগুলি এবং সে মুখোমুখি হয় একজন দীর্ঘদেহী কালো নিরাপত্তাকর্মীর। লোকটা বিনয়ের সঙ্গে জানায়, এখানে বাইরে থেকে আসা রোগীদেরকে ভর্তি করা হয় না। তখন সে তার কাছে ব্যক্তিগতভাবে আবেদন করতে চায়। কিন্তু নিরাপত্তাকর্মী জানায়, জনাব রুজভেল্ট এখন ওয়াশিংটনে। ফ্লেশম্যানের বাচনিক দক্ষতাই তাকে পরবর্তীকালে আইনজীবী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। সে নিরাপত্তারক্ষীদেরকে রাজি করাতে সক্ষম হয় অন্তত একবার প্রবেশ করার জন্য। সে ব্যাখ্যা করে, দীর্ঘপথ পাড়ি দিয়ে সে এসেছে প্রেসিডেন্টের ক্ষুদ্রাকারের এই বিখ্যাত হোয়াইট হাউস পরিদর্শন করার জন্য। অবশেষে তারা তড়িঘড়ি করে তাকে ভেতরে প্রবেশ করার অনুমতি দেয়, দুপুরের খাবার পরিবেশন করে এবং তারপর তারা

তাকে পরের ট্রেনে তুলে দেয় জর্জিয়ায় ফিরে আসার জন্য।

ক্যাম্পাসের কাছাকাছি একটা পতিতালয় পরিদর্শন করে ফ্লেশম্যান আরও বেশি আতিথেয়তা অর্জন করে। এই জায়গাটা ছিল এথেন্সে এবং একে বলা হত 'এফিশ'। এই পতিতালয়ের পৃষ্ঠপোষক ছিল কিছু কলেজের ছাত্র এবং শহরের লোকেরা। এখানেই ফ্লেশম্যান প্রথম যৌনমিলনের অভিজ্ঞতা লাভ করে। তার মনে হয় বিস্ময়কর তৃপ্তিদায়ক একটি কর্মকাণ্ড। বেশ্যালয় পরিত্যাগ করার সময় সে সিদ্ধান্ত নেয় এখানে সে আবার ফিরে আসবে এবং সে বহুবার সেখানে ফিরে গিয়েছিল। দ্বিতীয় বর্ষে পড়ার সময় সে তার সহপাঠিনীদেরকে প্রেমের প্রস্তাব দেয় এবং অন্তরঙ্গভাবে মিশতে শুরু করে। এসময় সে সহপাঠিনীদের সাথেও একাধিকবার যৌনমিলনের অভিজ্ঞতা লাভ করে।

পরবর্তী বছর থেকেই ফ্লেশম্যান আইনজীবী হিসেবে তার ভবিষ্যৎকে চোখের সামনে দেখতে শুরু করেছিল। সে নিজেকে দেখতে চাইত একজন বিচক্ষণ পরামর্শদাতা ও শিল্পসম্মত তার্কিক হিসেবে; ক্রাচ যার পেশাগত পরিপূর্ণতাকে বাধাগ্রস্ত করে তুলতে পারবে না। ১৯৪১ সালের গ্রীষ্মকালে সে আর্থিক সহায়তা পায় কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেওয়ার জন্য। সে দক্ষিণাঞ্চলে ভ্রমণ করার ও নিউ ইয়র্কে বসবাসের সিদ্ধান্ত নেয় এবং বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে মর্নিংসাইড হেইট-এর একটা অ্যাপার্টমেন্টে পরিবার থেকে আলাদ হয়ে বসবাস করতে থাকে। কলাম্বিয়া ল' স্কুল থেকে ১৯৪৪ সালে স্নাতক সম্পন্ন করার পর দুবছর উইলের বৈধতা এবং শ্রমিকদের পেশাগত বিরোধ সংক্রান্ত মামলার সহকারী আইনজীবী হিসেবে কাজ করে। মাঝে মাঝে ভারসাম্য হারিয়ে শীতকালে ফ্লেশম্যান নিউ ইয়র্কের বরফঢাকা রাস্তায় পড়ে যেত। সে কারণে তার মনে হয় তার গন্তব্য হওয়া উচিত গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অঞ্চলের মতো আবহাওয়া রয়েছে এরকম কোনো শহরে। ১৯৪৬ সালে লস এঞ্জেলেসের উদ্দেশে সে নিউ ইয়র্ক পরিত্যাগ করে যায় এবং এক বছর পর ক্যালিফোর্নিয়া বারের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। সে কখনও আর পশ্চিম তীরবর্তী অঞ্চলে ফিরে যায়নি। ১৯৪৮ সালে এক দুর্ঘটনায় সে মারাত্মকভাবে আহত হয়। শরীরের বিভিন্ন স্থানে আঘাত পায় এবং তাকে নয় সাল হাসপাতালে থাকতে হয়।

হাসপাতালের বিছানায় শুয়েই সে ড্রাইভারের নামে মামলা করে এবং ক্ষতিপূরণ আদায় করে ১০ হাজার ডলার। হাসপাতালে থাকাকালীন এক মহিলা 'ডায়েট বিশেষজ্ঞ'-এর সঙ্গে তার বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে এবং ১৯৪৯ সালে সে তাকে বিয়ে করে হাসপাতাল সেই মহিলার অতিরিক্ত এক সপ্তাহের কাজের মজুরি দিতে অস্বীকার করে। যা একান্তই তার প্রাপ্য। ফ্লেশম্যান হাসপাতালের বিরুদ্ধে মামলা করে এবং মহিলা তার পাওনা সুদসহ বুঝে পায়।

লস এঞ্জেলেসে ১৯৫০ সালের শুরুর দিকে ফ্লেশম্যান প্রথম তার পেশাগত স্বীকৃতি পায়, যে সময়টাতে হালিউড কমিউনিস্ট-মুক্ত হয়েছিল, বিশেষ করে যারা চলচ্চিত্র শিল্পে কাজ করত। ফ্লেশম্যানের ক্লায়েন্টদের তালিকায় হলিউডের এসব নিষিদ্ধ ব্যক্তিদের নাম ছিল না। অন্যান্য আইনজীবীরা তার প্রশংসা করত তার বলিষ্ঠ ও কৌশলী বক্তব্যের পাশাপাশি অসংখ্য অশ্লীলতার মামলায় সাফল্যের সঙ্গে লড়ে যাবার জন্য। কমিউনিস্ট পার্টির প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শনের কারণে হলিউডের একজন চিত্রনাট্য লেখক ও শিক্ষক

সেসময় অভিযুক্ত হয়েছিল। লস এঞ্জেলেসের জেলে সে বন্দিজীবন যাপন করছিল। তার জামিনের অনুমতি ছিল না। তারপরও ফ্লেশম্যান তার জামিনের উদ্যোগ নেয়। সে হঠাৎ সংবাদপত্রে দেখতে পায় বিচারপতি উইলিয়াম ও ডগলাস কেন্দ্রীয় জুরিবর্গের এক সম্মেলনে যোগ দিতে সানফ্রানসিসকোতে আসছেন। ডগলাসের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য কোনো সময় নির্ধারণ করা ছিল না এবং তার সঙ্গে ব্যাক্তিগতভাবে দেখা করার প্রস্তাব দেওয়াটাও যথাযথ হবে কি না, সে সম্পর্কেও ফ্লেশম্যান কোনো চিন্তা-ভাবনাও করে না, যদিও সে জানে ডগলাস সুপ্রিম কোর্টের একজন বিচারপতি। ফ্লেশম্যান দ্রুত অফিস ত্যাগ করে, এয়ারপোর্টে চলে যায় এবং উড়ে যায় সানফ্রানসিকোতে। তারপর একটা ট্যাক্সি ভাড়া করে সম্মেলন কেন্দ্রে গিয়ে উপস্থিত হয় এবং করিডোরে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করতে থাকে যতক্ষণ সম্মেলন কক্ষে পাঠানো তার সংবাদের উত্তর না আসে। অবশেষে ডগলাসের সুপারিশে ফ্লেশম্যানের মক্কেলের জামিন হয় এবং তার মামলার শুনানির ব্যবস্থা করা হয়।

১৯৫০ সালের দেশদিকে পর্ণোগ্রাফির প্রকাশকরা কম্যুনিস্টদেরকে সমাজের হীন ও কাপুরুষ অংশ হিসেবে চিহ্নিত করে। ফ্লেশম্যান তখন পারিশ্রমিক ছাড়াই অশ্লীলতার মামলা পরিচালনা করে প্রথম সংশোধনীর ভিত্তিতে প্রতিরক্ষার সুযোগ গ্রহণ করার জন্য। এটা ছিল একটা আইনি অবস্থান যা সেসময় অসমর্থণযোগ্য ছিল বিচারকদের কাছে এবং একই সঙ্গে অধিকাংশ পর্ণোগ্রাফির প্রকাশকদের কাছে তা ছিল বিভ্রান্তিমূলক। এদের ভেতরে কয়েকজনই শুধু প্রথম সংশোধনী সম্পর্কে জানত এবং মাত্র কয়েকজনই তখন পর্যন্ত যুবক ফ্লেশম্যানের সঙ্গে তাদের সাংবিধানিক অধিকার সম্পর্কে তার বৈশিষ্টপূর্ণ আলোচনা ভাগাভাগি করত। পর্ণোগ্রাফির প্রকাশকরা জেলে যাওয়ার ব্যাপারে খুবই ভীত ছিল। অধিকাংশ জুয়াড়িদের মতোই তারা ভাগ্যের ওপর বিশ্বাস করত এবং তাদের জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে লেখালেখি ও বই প্রকাশের স্বাধীনতা ও তা থেকে যৌনতা উপভোগ এবং এসব বই বিক্রি করে প্রচুর অর্থ উপার্জন করা। তারা জেলে যাওয়ার হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য পুলিশকে ঘুষ দেয় অথবা আইনকে এড়িয়ে যাওয়ার জন্য ক্রমাগত ব্যবসায়িক ঠিকানা বদল করতে থাকে।

কিন্তু ফ্লেশম্যান চাইত পর্ণোগ্রাফির প্রকাশকদের চিন্তার ধরন পরিবর্তন করতে, কিন্তু তা আইন সম্পর্কে দেওয়া বক্তৃতার মাধ্যমে নয়, যদিও সে এ সম্পর্কে অনেক কিছুই করেছিল। সে আদালতে প্রমাণ করেছিল অশ্লীলতা সম্পর্কিত আইন হচ্ছে নমনীয়। তা বাঁকা হতে ও আকার নিতে সক্ষম, এমনকি বৃহত্তর স্বাধীনতার দিকে প্রসারিত হওয়ার অনুমতিও তার আছে। ইংরেজ লেখক কেনেথ টাইনান এর মতো ফ্লেশম্যানও লক্ষ করেছিল পর্ণোগ্রাফি মানবজাতির উপকারেই করে থাকে। এটা মানুষের নির্জনতাকে উপভোগ্য করে তোলে। টাইনান লিখেছিলেন, নির্জনতাকে উপভোগ করার কারণে যারা নিন্দিত অথবা বিভিন্ন কারণে জীবনে যৌনবৈচিত্র্য আনয়ন করতে অক্ষম তাদের জন্য পর্ণোগ্রাফি অপরিহার্য। কলেজে পড়ার সময় থেকেই ফ্লেশম্যান পর্ণোগ্রাফির সঙ্গে পরিচিত হয়। মেয়েদের নগ্নছবি দেখতে তার খুবই ভালো লাগত। সে প্রশংসা করত চমৎকার নারীশরীরের এই স্বাধীনতাকে। প্রতিটি অশ্লীলতা বিষয়ক মামলার ক্ষেত্রে সে সবসময়ই

ছিল প্রতিবাদী একজন মানুষ। কোনো মামলাকেই সে ছোট করে দেখত না যদি তার সঙ্গে জড়িত থাকত যৌনতা ও সেন্সরশিপ।

লস এঞ্জেলেসে ফ্লেশম্যান এক সরাইখানার মালিককে সফলভাবে রক্ষা করেছিল যেখানে নারীরা তাদের নগ্ন স্তন প্রদর্শন করত। আরও রক্ষা করেছিল এক ডাক-সরবরাহকারী ব্যবসায়ীকে যে মেরেলিন মনরোর নগ্নছবি সমুদ্রবন্দরের ব্যবসায়ীদের কাছে বিক্রি করত এবং বেভারলি হিলের একজন দোকান মালিককে, সে তার দোকানের জানালায় মাইকেলেঞ্জেলোর ছবির রেপ্লিকা (হুবহু নকল) প্রদর্শন করত এবং তা ছিল পুরোপুরি নগ্ন। ফ্লেশম্যানের প্রধান সাফল্য ছিল সুপ্রিম কোর্টের 'স্মিথ বনাম ক্যালিফোনিয়া' শিরোনামের মামলাটি। এই মামলায় তার মক্কেল ছিল একটা বইয়ের দোকানের মালিক, নাম এলিজার স্মিথ। সে তার দোকানে *সুইটার দ্যান লাইফ* নামে একটা অশ্লীল গ্রন্থ রাখার দায়ে অভিযুক্ত হয়। কিন্তু পুলিশ প্রমাণ করতে পারেনি যে স্মিথ বইয়ের অশ্লীল প্রকৃতি সম্পর্কে সচেতন ছিল। ফ্লেশম্যান আমেরিকার বহু রাজ্য ভ্রমণ করেছিল-মিশিগান, আইওয়া, টেক্সাস, অ্যারিজোনা ও হাওয়াই।

একবার শিকাগো বিমানবন্দরে পৌঁছানোর আগেই শুরু হয় বরফঝড় এবং বিমানের পিচ্ছিল সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় ফ্লেশম্যানকে এক যাত্রীর সাহায্য নিতে হয়। শিকাগোতে এক সিগার বিক্রেতা ছিল তার মক্কেল, সে তার দোকানে *ইরোটিক অ্যাডভেঞ্চার* নামে একটা পত্রিকা বিক্রির কারণে অভিযুক্ত হয়। শুনানিতে বলা হয় যৌনতার বর্ণনা ও আলোচনার ক্ষেত্রে আইনি প্রতিরক্ষা একই হওয়া উচিত, যেমন ধর্ম বা রাজনীতির বর্ণনা ও আলোচনার ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। ফ্লেশম্যান জুরিদেরকে বলে 'সমস্ত অবদমনের শিকড় হচ্ছে অস্বীকৃতির ভয়, হোক তা ধর্ম, রাজনীতি অথবা নৈতিকতা-একটা ভীতি, যার কোনো স্থান নেই এই দেশে।' সে আরও বলে, 'যেসব মানুষ যৌনতা সম্পর্কে ভীত, তাদের কাছেই *ইরোটিক এ্যাডভেঞ্চার* ভয়াবহ ভীতিকর। আর যৌনতা সম্পর্কে যাদের দৃষ্টিভঙ্গি স্বাস্থ্যকর, তাদের কাছে হতে পারে তা নীরস অথবা উপভোগ্য এবং তা নির্ভর করে তার রুচির ওপর। তারা উদ্ভট বলেও এটাকে বাতিল করে দিতে পারে। আবার দেশের অধিকাংশ মানুষ পর্ণোগ্রাফির কারণে দূর্নীতিগ্রস্ত এই ধারণাও উদ্ভট।' ছয় ঘণ্টা বাদানুবাদের পর জুরিবর্গ অভিযুক্তকে বেকসুর খালাস দেওয়ার পক্ষে ভোট দেয়।

স্ট্যানলে ফ্লেইশম্যান বলতে গেলে প্রায় অধিকাংশ মামলায় জয়লাভ করেছে। ১৯৪৭ সালের মধ্য জুনে সে ওয়াশিংটনে আসে হ্যামলিনের মামলা পরিচালনার জন্য। তবে এই মামলার রায় যদি এক বছর আগের মিলারের রায়ের মতো হয় তাহলে তা তার মক্কেলের জন্য মোটেও সন্তোষজনক হবে না। ফ্লেশম্যান আত্মবিশ্বাসী যে আজ আদালতে তার আইনি অবস্থানকে সমর্থন করবে বিচারপতি ডগলাস, ব্রেনান স্টুয়ার্ট এবং মার্শাল। অন্য পাঁচজন বিচারপতি তার বিরেধিতা করবে বলে সে ধারণা করেছে। কারণ তারা আগেও পর্ণোগ্রাফির বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছে। কিন্তু সংবাদপত্রের এক প্রতিবেদনে সম্প্রতি এই বিষয়ের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। প্রতিবেদন লিখেছেন ওয়াশিংটনের এক সংবাদদাতা নীনা টোটেনবার্গ। এই প্রতিবেদনে বর্ণনা করা হয়েছে পর্ণো চলচ্চিত্র দেখে বিচারকরা কী প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে। মিস টোটেনবার্গ আরও লেখেন, বিচারপতি

পাওয়েল ছবি দেখে খুবই বিরক্ত হয়, বিচারপতি ব্লাকম্যান তো রীতিমতো ধাক্কা খায় এবং বিচারপতি হোয়াইটও এই চলচ্চিত্র দেখে তা অশ্লীল বলে মন্তব্য করে। আদালতের কমবয়সী সদস্য বিচারপতি উইলিয়াম এইচ রেইনকুজড সম্পর্কে পত্রিকায় একবার লেখা হয়েছিল যে আদালতে আসা সমস্ত মেয়েদেরকে লুকিয়ে লুকিয়ে সে পর্যবেক্ষণ করে। প্রধান বিচারপতি বার্গার'র মতোই পর্ণোগ্রাফির প্রতি করুণা প্রদর্শন করতে রাজি নয়, যে সবসময়ই যৌনবিষয়ক চলচ্চিত্র দেখার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে।

বিচারপতি ডগলাস প্রথম সংশোধনীর ব্যাখ্যায় সেন্সরশীপকে অনুমোদন করত না, বিশেষ করে সেইসব ছবির ক্ষেত্রে যা প্রদর্শিত হত এবং এর পেছনে সময় ব্যয় করাকে সে কোনোভাবেই যথাযথ মনে করত না, যখন তার খুবই ব্যস্ত দিন কাটত। বিচারপতি ব্রেনান একজন বৃদ্ধ ক্যাথলিক, যে একবার পর্ণোগ্রাফির বিরোধিতা করেছিল এবং সাম্প্রতিক বছরগুলিতে মনে হয় সে এসবের সঙ্গে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে, পর্ণোগ্রাফি তার কোনো ক্ষতি করে না। প্রথম সংশোধনীর ভিত্তিতে ডগলাসের পক্ষে সবসময় ভোট দেন পর্ণোগ্রাফি প্রকাশের অনুমতি দেওয়ার জন্য। নীনা টোটেনবার্গ-এর প্রতিবেদন অনুসারে, বিচারপতির মধ্যে থুরগুড মার্শাল ছিল একমাত্র ব্যক্তি সে আদালতের প্রদর্শন কক্ষে পর্ণোছবি দেখার সময় তার কেরানিরা লুকিয়ে তা দেখত এবং কখনও কখনও হেসে উঠত যখন সে ছবির নায়ক-নায়িকাকে উৎসাহিত করত এ-ধরনের চলচ্চিত্রে এধরনের চরিত্রে বা দৃশ্যে অভিনয় করার জন্য। উল্লেখ্য, তার কেরানিদের উপস্থিতি সম্পর্কে সে ছিল সম্পূর্ণ সচেতন। বিচারপতি পটার স্টুয়ার্ট সাধারণত যৌনবিষয়ে সেন্সরশিপের বিরোধিতা করে থাকে। দশ বছর আগে জ্যাকোবেল্লিসের মামলার রায়ে সে লিখেছিল যে বস্তুতপক্ষে অশ্লীলতাকে সংজ্ঞায়িত করা খুবই কঠিন কাজ, কিন্তু 'যখন তা আমি দেখি তখন তা বুঝতে পারি'। সে আরও জানায়, পর্ণোছবি তার কাছে তত অশ্লীল বা কামোত্তজক মনে হয়নি যা সে দেখে, বরং নৌবাহিনীতে থাকার সময় দেখা কাসাব্লাঙ্কা সমুদ্রবন্দরের অশ্লীল দৃশ্য তার কাছে অধিক কামোত্তেজক মনে হয়। সুতরাং পর্ণোছবি অশ্লীল হতে পারে না।

কাউন্সেলরের টেবিলে বসে ফ্লেশম্যান ভাবছে যে কোনো মুহূর্তে এখন তাকে আদালতে বিচারপতিদের মুখোমুখি হতে হবে। দুশ্চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে এক ধরনের বিরক্তিও বারবার তাকে স্পর্শ করে যাচ্ছে। এতক্ষণ সে বসে বসে অ্যাটর্নি লুইস নাইজারের বক্তব্য শুনছিল *কারনাল নলেজ* মামলার। বক্তব্যের ভেতরে মাঝেমাঝেই সে হ্যামলিনকে আঘাত করছিল। মূলত তার কোনো প্রয়োজন ছিল না। এমন কি *ডিপ থ্রট* ছবির প্রসঙ্গও ছিল এখানে অবান্তর।

কিন্তু ফ্লেশম্যান গভীরভাবে চিন্তা করতে লাগল সে কীভাবে হ্যামলিনের পক্ষে বক্তব্য উপস্থাপন করবে। তবে সে জানে আজকের বক্তব্যের প্রধান বিষয় হচ্ছে, হ্যামলিনকে আইনের ক্রান্তিকালে অবৈধভাবে ফাঁদে ফেলা হয়েছে। আর সে কারণেই ১৯৭২ সালে দীর্ঘকালীন কারাবাসের রায় তার ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয় বিশাল অঙ্কের জরিমানাসহ। সেসময় জুরিবর্গ 'জনগোষ্ঠীর মানসম্পন্নতার' পরিবর্তে 'জাতীয় মানসম্পন্নতা'র অভিযোগ তুলে ধরে হ্যামলিনের ছবি সম্বলিত ব্রোশিয়্যুরের সামাজিক গ্রহণযোগ্যতার ব্যাপারে

সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য বিচারপতিদের নির্দেশ অনুযায়ী। ক্যালিফোর্নিয়ায় বিচার চলাকালে ফ্লেশম্যান আশা করেছিল জনগোষ্ঠীর মানসম্পন্নতার ভিত্তিতে হ্যামলিনের বিচার পরিচালিত হবে। তারপর পরীক্ষা করে দেখতে হবে জাতীয় মানসম্পন্নতার সঙ্গে তার পার্থক্য কতটুকু। কারণ ফ্লেশম্যান সংশ্লিষ্ট প্রমাণ বা সাক্ষ্য হিসেবে শহরজুড়ে পরিচালিত জরিপের তথ্য পরিবেশন করে দেখায় যে সানডিয়াগো'র নাগরিকেরা যৌনতার ব্যাপারে অধিক অনুমতিদায়ক মনোভঙ্গি পোষণ করে জাতীয় মনোভঙ্গির তুলনায় এবং সে জুরিবর্গের সামনে সানডিয়াগো'র অসংখ্য বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মতামত তুলে ধরে, যারা হ্যামলিনের পক্ষে স্পষ্টভাবে কথা বলেছিল। কিন্তু তারপরও রায় দেওয়া হয়েছিল যা যথার্থ নয় এবং সরকার মনে করেছিল যে জাতীয় মানসম্পন্নতার ভিত্তিতে এই শাস্তি দেওয়া হয়েছে। এটা ছিল সরকারের একটা ভ্রান্তি। সুপ্রিমকোর্ট আইনের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মিলারের মামলার সিদ্ধান্তই পাঠ করে, যাবতীয় অশ্লীলতার মামলার ক্ষেত্রে যেখানে জনগোষ্ঠীর মানসম্পন্নতারই জয়লাভ করা উচিত। ফ্লেশম্যান দাবি করে সানডিয়াগোতে হ্যামলিনের মামলার শুনানি হয়েছে, সুতরাং জনগোষ্ঠীর রায়ের ভিত্তিতে তা আরেকবার পরীক্ষা করে দেখা উচিত। কিন্তু ক্যালিফোর্নিয়ার উচ্চ আদালত এই আবেদন বাতিল করে দেয় এবং তার কারাবাসের জন্য নির্ধারিত সময় ও জরিমানা বহাল রাখে। এখন ১৯৭৪ সালে ওয়াশিংটনের বসন্তকালের এই দিনে সে কেবলই আশা করছে নয়জনের অন্তত পাঁচজন বিচারপতি নিম্ন আদালতের রায়কে প্রত্যাখ্যান করবে এই ভেবে যে এটা খুবই অযৌক্তিক। একটা মানুষের চার বছরের জেল ও ৮৭ হাজার ডলার জরিমানা হবে শুধুমাত্র একটা ব্রোশিয়্যুর ডাকে পাঠানোর অপরাধে, যেখানে প্রেসিডেন্টের কমিশনের প্রতিবেদনের প্রশংসা করা হয়েছে এবং একই সঙ্গে সমালোচনা করা হয়েছে কমিশনের সিদ্ধান্তের প্রতি প্রেসিডেন্ট নিক্সনের প্রত্যাখ্যানকে এবং সেই ব্রোশিয়্যুরে আরও ছাপা হয়েছে কিছু রঙিন ছবি যেখানে নগ্ন মানুষেরা হস্তমৈথুন করছে, পুরুষের লিঙ্গ চুষছে বিভিন্ন ভঙ্গিতে নগ্ন নারীরা এবং দলীয় যৌনমিলনের কিছু দৃশ্য।

এই ছবিগুলি প্রতিটি বিচারপতি যখন পরীক্ষার জন্য নিজের ব্যক্তিগত কক্ষে বসে মনোযোগ দিয়ে দেখেছে তখন তার শরীর ও মন কীভাবে সাড়া দিয়েছে। কি সিদ্ধান্ত নিয়েছে তারা হ্যামলিনের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে? ফ্লেশম্যান বুঝতে পারে অশ্লীলতার কোনো আইন সম্পর্কে প্রায়ই কোনো ভবিষ্যৎবাণী করা যায় না। এ ব্যাপারে তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিষয়গত, আবেগগত ও ব্যক্তিগত পছন্দ, অপছন্দ ও ভালোলাগা না-লাগার ওপর নির্ভর করে। প্রথম সংশোধনীর সময় কাউন্সেলরদের ভেতর থেকে একজন বলেছিল, অশ্লীল হল তা-ই যা পড়ে বা দেখে একজন বিচারপতির লিঙ্গ খাড়া হয়। ফ্লেশম্যান বিশ্বাস করে যে বহু আইনজীবী, সেন্সর বোর্ডের সদস্য ও জুরিবর্গের অনেকের ক্ষেত্রে এটা সত্য। তবে জুরিবর্গের একজন সদস্য যদি সারারাত ধরে 'আমেরিকান লিজিয়ন হলে' যৌনবিষয়ক চলচ্চিত্র উপভোগ করে, পরদিন সে জুরিবর্গের সদস্য হিসেবে সেই চলচ্চিত্র নির্মাতার বিরুদ্ধে ভোট দেয়, তাহলে অবাক হওয়ার কিছু নেই। অতি নমনীয় নাগরিকেরা সাজাপ্রাপ্ত খুনিদের পুনর্বাসনের জন্য সুপারিশ করে এবং মাদক চোরাকারবারীদের নিষ্ঠুর সাজার ব্যাপারেও তারা আপত্তি করে, এমনকি তাদের পক্ষে

তারা নাগরিকদের স্বাক্ষরও সংগ্রহ করে। এরা প্রায়ই অনেককিছু না-দেখার ভান করে, আবার এরাই অনেক সময় 'নোংরা' বইয়ের দোকানে পুলিশের হামলার সমর্থন করে এবং আরও সমর্থন করে এসব দোকানের মালিকদের কারাবাস। বামপন্থীদের ভেতরে যারা নৈতিকতাবাদী তারা আবার আদর্শগতভাবে সেন্সরশিপের ব্যাপারে আপত্তি করে থাকে। এ সম্পর্কে এ্যালেইন রবি-গ্রিলেট লেখেন 'নৈতিক মূল্যবোধ মানুষ অর্জন করে থাকে তার অতীত সংস্কৃতি থেকে। এইসব মানুষ দ্রুত নিজেদেরকে দেখতে পায় পর্ণোগ্রাফির প্রকাশকদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠতে।' অথবা গারসন লেগম্যান আমেরিকার নৈতিকতা সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন 'এখানে খুন করা অপরাধ কিন্তু খুনের বর্ণনা দেওয়া অপরাধ নয়। যৌনমিলন অপরাধ নয়, কিন্তু তার বর্ণনা দেওয়া অপরাধ।'

ফ্লেশম্যান জানত যে টাইনান লিখেছিলেন পর্ণোগ্রাফি হচ্ছে 'আচ্ছন্নতার ভেতরে রাগমোচন'-পর্ণোগ্রাফির একটা প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে পুরুষের লিঙ্গকে খাড়া করে তোলা এবং এর মালিককে হস্তমৈথুনের ব্যাপারে উৎসাহিত করা। আর হস্তমৈথুন আনন্দদায়ক একটি অভিজ্ঞতা। সুতরাং হস্তমৈথুনকে প্রতিহত না করে পর্ণোগ্রাফিকে প্রতিহত করা কঠিন। সে কারণে শেক্সপিয়র থেকে উদ্ধৃতি দেওয়া যায়, 'হস্তমৈথুন—এটা হচ্ছে যৌনাঙ্গ চটকাচটকি করা এবং বহু মানুষের মনে এই ইচ্ছা রয়েছে, যা একটি কাপুরুষোচিত কর্মকাণ্ড, একটা কর্তব্যবিমুখ সুখ। এছাড়া নারীর ভালোবাসা পেতে ব্যর্থ হয়েছে যারা বিকল্প হিসেবে এই ছবির নগ্ন রাজকুমারীরা তাদের বিছানার বালিশের ওপর বড়জোর দশ মিনিট আধিপত্য বিস্তার করতে পারে। হস্তমৈথুন অনুশোচনার জন্ম দেয়, যেমন চার্চের লোকেরা বীজ আবর্জনায় পরিণত হলে অনুশোচনা প্রকাশ করে, যৌনমিলনের ক্ষেত্রে স্বার্থপর আচরণ করায় যেমন বহু বিবাহিত দম্পতির ভেতরেও মনস্তাপ বাসা বাঁধে এবং উত্তেজক বইপুস্তক, যা হস্তমৈথুনকে উৎসাহিত করে সেগুলি কদাচিৎ সাহিত্য হিসেবে বিবেচিত হয়।' এমনকি সমালোচক লিওনেল ট্রিলিং একবার মন্তব্য করেছিলেন যে, কোনো সাহিত্যে যৌনক্ষুধার চিন্তাকে উসকে দেওয়ার উদ্দেশ্য থাকা উচিত নয়। কিন্তু যৌনক্ষুধা উদ্রেককারী সাহিত্য পাঠ করা এবং রাগমোচনই হল এর শীর্ষ বিন্দুতে পৌছনো-এই কর্মকাণ্ড কখনও প্রথম সংশোধনীর আইনগত ব্যাখ্যায় যুক্ত যৌন প্রতিক্রিয়ার যথাযথ কর্মকাণ্ড বলে বিবেচিত হবে না। আঠার শতকে যখন সুপ্রীম কোর্ট প্রাথমিকভাবে গঠিত হয় তখন সমাজের বয়স্ক মানুষের ভেতরে যাদের উত্থান চিহ্নিত হয়েছিল আইন ও সামাজিক রীতিনীতির নিরাপত্তার মাধ্যমে, তাদের প্রত্যেকেরই আবার ব্যক্তিগত জীবনও ছিল অন্তত এই পৃথিবীর ওপর এবং তা একেবারে নৈতিকতার পৌরাণিক মানসম্পন্নতায় আচ্ছন্ন। শুধুমাত্র বিচারপতি ডগলাসের বেলায়ই তা আলাদা। তার কখনও বিবাহবিচ্ছেদ ঘটে নাই, তারপরও সে মারাত্মকভাবে হঠাৎ করেই হৃদরোগের অসুখে আক্রান্ত হয়ে পড়ে যখন তার বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপিত হয় এক অবিবাহিত নারীর বিছানায় যাওয়ার কারণে। আদালতের কোনো সদস্যের নামে এরকম গুজব কখনও শোনা যায়নি যে তারা বাড়িতে রক্ষিতা লালনপালন করে।

কাম-উত্তেজনার উপাদান যদি পর্ণোগ্রাফিতে আনয়ন করা হয় তাহলে তা একজন বিচারপতির নিয়ন্ত্রিত অভ্যাসকেও প্রভাবিত করবে। কেউ অবশ্য তার মরণোত্তর ডায়েরি

কিংবা স্মৃতিকথায় এসব উল্লেখ করেনি কোনোদিন। অশ্লীলতা সম্পর্কে আদালতে যখন শুনানি চলে তখন বিচারকদের আচরণ হয় আবেগহীন যন্ত্রের মতো এবং যৌনতা সম্পর্কে তাদের উদ্ধৃত সূত্রগুলিকে তারা বিভিন্ন ধরনের জটিল শব্দ এবং আইনের রহস্যময় ভাষার ছদ্মবেশ পরায়। এখন হ্যামলিনের এই মামলার বিষয় হচ্ছে অশ্লীল ব্রোশিয়্যুর ছাপানো ও বিতরণ করা, যেখানে দেখানো হয়েছে দম্পতির যৌনমিলন, হস্তমৈথুন ও সমকামী যৌনমিলনের দৃশ্য।

প্রধান বিচারপতি ওয়ারেন বার্গার ঘোষণা করেন *হ্যামলিন বনাম মার্কিন যুক্তরাস্ট্রে*র মামলার এখন শুনানি শুরু হবে। জবাব ফ্লেশম্যান আপনি যদি প্রস্তুতি নিয়ে থাকেন তাহলে শুরু করতে পারেন।'

ফ্লেশম্যান উঠে দাঁড়ায়। পাঁচফুট দীর্ঘ শরীরটাকে দুটি ক্রাচের মাঝখানে উঁচু করে তোলে। তারপর সে এমনভাবে কথা বলতে শুরু করে যেন তার কণ্ঠস্বর কক্ষের পেছনের সারি থেকেও শোনা যায়

'মাননীয় প্রধন বিচারপতি, আদালতের প্রতি সম্মানপ্রদর্শন পূর্বক উল্লেখ করছি যে, জনাব হ্যামলিনকে তিন বছরের কারাদণ্ড এবং ৮৭ হাজার ডলার জরিমানা করা হয়েছে একটা ব্রোশিয়্যুর বিতরণ করার জন্য, যা কাউকে আহত করেনি। ব্রোশিয়্যুরে একটা বইয়ের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে, যেই বইটির একান্তভাবেই রাজনৈতিক মূল্য রয়েছে। বইটা হচ্ছে, সরকারি একটা প্রতিদেনের ছবি সম্বলিত বিস্তৃত ভার্সন, মূলত যা থেকে সিদ্ধান্তে পৌছানো গিয়েছে যে একটা স্বাধীন সমাজে আমাদের প্রয়োজন অনুসারে অশ্লীলতা সম্পর্কিত আইন হচ্ছে প্রাপ্তবয়স্করা যা করতে চায় নিজের পছন্দ অনুযায়ী তাকে তা করতে দেওয়া। শুধু বিবেচনায় আনতে হবে তারা নিজেদেরকে কতটা কামোদ্দীপক করে প্রদর্শন করতে পারবে তার একটা মাত্রা নিরূপণ করা ...'

প্রধান বিচারপতি বার্গার সামনের দিকে ঝুঁকে জিজ্ঞাস করলেন 'এই বিস্তৃত গ্রন্থটি কি মূল প্রতিবেদন, জনাব ফ্লেশম্যান?'

'না স্যার; এটা মূল প্রতিবেদন নয়' জবাব দিল ফ্লেশম্যান এবং সে যোগ করল যে, সানডিয়াগোতে যখন হ্যামলিনের মামলার বিচার হয় তখন প্রেসিডেন্টের কমিশনের প্রাক্তন দুই সদস্য পরীক্ষা করে বলেন যে হ্যামলিনের প্রতিবদেন অধিক মূল্যবান মূল প্রতিবেদনের চেয়ে। কারণ, ছবিগুলো পাঠকদেরকে নির্দিষ্ট কিছু যৌন উপকরণের সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার পাশাপাশি তা পর্যালোচনা করার সুযোগ বাড়িয়ে দেবে, যা যৌনমিলনের সঙ্গে সম্পর্কিত।

বিচারক রেনকুইস্ট জিজ্ঞাসা করেন 'সেখানে কি অন্যকোন কারণ ছিল, কেন তাহলে জুরিরা এরকম একটা স্বাক্ষ্যকে মেলে নিল। নাকি তারা অন্য সাক্ষ্য গ্রহণ করেছিল?'

'হে সম্মানিত আদালত, আমি তা বিশ্বাস করি না', ফ্লেশম্যান বলে যায়, 'কমিশনের প্রতিবেদনের ওপর যে লোক দুবছর কাজ করেছে তার মতামত জুরিবর্গের মতামতের চেয়ে অধিক উত্তম।'

কিন্তু, রেনকুইস্ট জেদি ভঙ্গিতে বলে, 'বহু কারণে জুরিরা বিশেষজ্ঞদের মতামতে অবিশ্বাস করতে পারে। পারে কি না? এবং এমন কোনো আইন নেই যেখানে বলা হয়েছে যে তাদেরকে তা বিশ্বাস করতেই হবে।'

ফ্লেশম্যান দ্রুত স্বীকার করল, 'জি স্যার', কারণ সে এখন কোনো ধরনের বিতর্কে জড়িয়ে পড়তে চায় না। কারণ তাকে সময় দেওয়া হয়েছে মাত্র আধাঘণ্টা। সে জানত রেনকুইস্ট কিছুক্ষণ পরই বার্গার ও ব্লাকম্যানের মতোই পর্ণোগ্রাফির বিরুদ্ধে অযৌক্তিক কথা বলবে। বিচারপতি হোয়াইট ও পাওয়েল-এর ওপর আস্থা ছিল ফ্লেশম্যানের। তারা হ্যামলিনের পক্ষে ভোট দেবে বলে সে মনে করছে। প্রথম সংশোধীনর ব্যাখ্যাদাতা হিসেবে তারা দুজনেই নমনীয়, এমনকি তারা বিচক্ষণ অন্তত রেনকুইস্ট, ব্লাকম্যান ও বার্গারের তুলনায়। তারা তার বক্তব্যের ভেতরে প্রশংসনীয় কোনো বিষয় লক্ষ করতেও পারেন, বিশেষ করে তার মক্কেলের ব্যাপারে, যখন তাকে ধরা হয় তখন ছিল একটা 'ক্রান্তিকাল' এবং একই সঙ্গে সাংবিধানিকভাবে তা ছিল একটা 'নোম্যান্স ল্যান্ড'— হ্যামলিন সানডিয়াগোতে অভিযুক্ত হয়েছিল একটা বৈধ যুক্তির ভিত্তিতে, অথচ ১৯৭৩ সালে সেই যুক্তিকেই অবৈধ ঘোষণা করে সুপ্রিম কোর্টের সদস্যরা, যাদের মুখোমুখি সে এখন দাঁড়িয়েছে।

ফ্লেশম্যান বিচারপতিদের উদ্দেশ্যে দেওয়া বক্তব্য চালিয়ে যেতে থাকে। সে ১৯৭৩ সালের মিলারের রায়ের উল্লেখ করে বলে 'এই আদলত বলেছে জাতীয় মানসম্মন্নতা বলে কিছু নেই— তা নির্ধারণযোগ্য নয়, প্রমাণযোগ্য নয়, তা অবাস্তব এবং তা বিমূর্ত। এই আদালত আরও বলেছে যে একজন জুরি জাতীয় মানসম্পন্নতার অবকাঠামোর ভেতরে থেকে অশ্লীলতা সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করেছে, যা ছিল একটা ব্যর্থতার অনুশীলন।' সুতরাং ফ্লেশম্যান তার গলা আর একটু চড়িয়ে দিল, 'আবেদনকারী (হ্যামলিন) অভিযুক্ত হয়েছে মানসম্পন্নতা অতিক্রম করার কারণে, যা কেবলই আদালতের একটা নিজস্ব ভাষা, যার কোনো অস্তিত্ব নেই।'

উইলিয়াম হ্যামলিন জনগণের কোলাহলে পরিপূর্ণ আদালতকক্ষের ভেতরে বসে রইল মঞ্চবিহীন নাটকের প্রধান চরিত্রের মতো এবং মাঝে মাঝে আইনজীবীর বক্তব্যের যথার্থতায় মাথা নাড়তে লাগল। পাশেই বসেছিল তার স্ত্রী ফ্রান্সিস, চেয়েছিল বিচারপতিদের মুখের দিকে, অনুসন্ধান করছিল ফ্লেশম্যানের কথার প্রতিক্রিয়া। কিন্তু সে কিছুই উদ্ধার করতে পারল না। অন্যদিকে বসে থাকা তার কন্যা ডেবোরা-কে বিচলিত মনে হচ্ছে। তার পাশেই বসে আছে ফ্লেশম্যানের উনিশ বছর বয়সী কন্যা জুডি। তাকে বেশ শান্ত মনে হচ্ছিল। জুডি-এর আগে বহু মামলার শুনানির সময় বাবার সঙ্গে আদালতে এসেছে এবং সে নিশ্চিত যে এই মামলার সিদ্ধান্ত তার পিতার অনুকূলেই যাবে।

এমন সময় আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থার কিছু কর্মকর্তা প্রবেশ করে কক্ষের বিভিন্ন সারির ভেতর দিয়ে হেঁটে হেঁটে পরীক্ষা করতে থাকে কেউ টেপরেকর্ডার অথবা ক্যামেরা ব্যাবহার করছে কি না। সবাই চুপচাপ বসে আছে। কেউ ফিসফিস করেও কথা বলছে না। সবাই কোলের ওপর হাত রেখে চেয়ারে হেলান দিয়ে আছে। একজন

কর্মকর্তা হ্যামলিনের কাছে এসে জুডির দিকে ক্রুদ্ধদৃষ্টিতে তাকাল। জুডি চুইংগাম চিবোচ্ছিল। সে তাড়াতাড়ি তা মুখ থেকে বের করে একটা টিস্যু পেপারের ভেতরে জড়িয়ে ফেলে এবং পকেটে রেখে দেয়।

মঞ্চের দিকে মনোযোগ দিতেই সে দেখতে পায় তার পিতা বিশ্রাম নিচ্ছে এবং তার সহকারী, ষাট পেরিয়ে যাওয়া ধূসর চুলের স্যাম রোজেনউইন কথা বলছে এখন। সে বলতে থাকে 'যে বিষয়ের ওপর আমি কথা বলছি এটা মূলত বিশেষজ্ঞদের বিষয়। তারপরও এত তর্ক-বির্তকের পর দেখা গেল, অপরাধ চেতনা-সম্পর্কিত প্রশ্ন এবং সেই মানসিক উপাদান যা সাংবিধানসম্মতভাবে অনুমতিদায়ক মামলা পরিচালনার জন্য অপরিহার্য।' রোজেনউইন একটু থামে এবং আবার শুরু করে 'আমাদের তর্ক-বিতর্কের ভেতর থেকে যা বেরিয়ে এসেছে তা হল, এই মামলা দাবি করছে না যে বিবাদীরা প্রকৃতঅর্থেই জানত যে, এই উপকরণগুলি অশ্লীল, কিন্তু এ দাবি তোলা হয়েছে যে তারা ব্রোশিয়্যারের বিষয়বস্তু সম্পর্কে জানত এবং তা যথাযথ ছিল পাঠকের প্রয়োজন মেটাতে।'

প্রধান বিচারপতি বার্গার জিজ্ঞাস করল, 'জনাব রোজেনউইন, আপনি কি বলতে চান এইসব উপকরণ প্রদর্শন বা বিতরণের আগে অবশ্যই ধারণা থাকা উচিত যে এগুলি অশ্লীল। বিশেষ করে যে তা পাঠানোর ব্যবস্থাপনার সঙ্গে সম্পৃক্ত। ঠিক কিনা?'

রোজেনউইন জবাব দেয়, 'আমার উদ্দেশ্য খুবই সাধারণ। একজনকে অন্তত প্রমাণ করতে হবে যে সে বিষয়টা জানত। উদ্দেশ্যমূলকভাবে সে এটা প্রচার করছে এটা বলা তো ঠিক হবে না। সুতরাং অশ্লীলতার মামলা চালানোর ক্ষেত্রে এই প্রমাণের বাধাই হল সবচেয়ে বড় বোঝা...'

কাছেই বসেছিল হ্যামলিনের মামলার বাদী, ইয়েলের অধিবাসী শ্মশ্রুমণ্ডিত এ্যালান টাটেল, যাকে সলিসিটর জেনারেলের অফিস থেকে পাঠানো হয়েছে। টাটেল বেশ প্রস্তুতি নিয়ে এসেছে বলে মনে হল। তাকে সাহায্য করছে বেশ কয়েকজন সরকারি আইনজীবী। ব্যাক্তিগতভাবে টাটেল পর্ণোগ্রাফির বিরোধিতা করত না। উত্তেজক ছবি দেখেও তার কোনোদিন মনে হয়নি সে কোনো খারাপ কাজ করছে এবং ওয়াশিংটনের নাপিতের দোকানে বসেও সে উপভোগ করছে *পেন্টহাউজ*'র পাতার উত্তেজক নগ্ন সুন্দরীদের। টাটেল জানত যে হ্যামলিন-এর ব্রোশিয়্যুরে অতিরিক্ত পরিসংখ্যান ও ছবি ব্যবহার করা হয়েছে যা আইনত অশ্লীল। যদি হ্যামলিন শুধুমাত্র প্রেসিডেন্টের প্রতিবেদনের মূলপাঠ সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ কিছু ব্যক্তিকে নিয়োগ করে, তাহলে এই বিশেষ উদ্দেশ্য সম্পর্কে ন্যূনতম একটা ধারণা পাওয়া যাবে। টাটেল অবশ্য কল্পনা করতে পারে না যে ফ্রেশম্যান ব্রোশিয়্যুরের এই ধরনের ছবি সম্পর্কে কীভাবে প্রতিরক্ষা গ্রহণ করবে যেখানে একজন নগ্ন নারী তার ঘোড়ার লিঙ্গ নিজের মুখে নিয়ে আদর করছে।

রোজেনউইন তার বক্তব্য শেষ করার পর টাটেল সময় নষ্ট না করে উঠে দাঁড়াল, 'সম্মানিত বিচারপতি, আমি আদালতকে আহ্বান জানাচ্ছি যে উপকরণগুলি এখানে পর্যালোচনার জন্য উপস্থাপন করা হয়েছে সে-সম্পর্কে বিবেচনা করতে। এক পাতার একটা ব্র্যেশিয়্যুর, যার একদিকে রয়েছে প্রতিবেদনের প্রচ্ছদের ছবি এবং সেইসঙ্গে

একটা কুপনে রয়েছে কপি প্রাপ্তির ঠিকানা। আর অন্য পাতায় ছাপা হয়েছে বিভিন্ন ধরনের যৌনমিলনের দৃশ্য। তার মধ্যে রয়েছে দলীয় যৌনমিলন, বিষমকামী ও সমকামী যৌনমিলন। পায়ুকাম, পাশবিক যৌনমিলন ও হস্তমৈথুন। যে কোনো সংজ্ঞায় একে মারাত্মক উত্তেজক পর্ণোগ্রাফি বলা যায় এবং যে কোনো সমাজের মানসম্পন্নতার বিচারে এটা অশ্লীল।'

'তা সত্বেও' বিবাদিপক্ষের উকিল বলতে চেষ্টা করছে যে, 'মিলার আমাদের-কে শিক্ষা দেয়, অসাংবিধানিকভাবে অশ্লীলতার প্রকৃতি উদ্ভট, অন্তত মিলার যতক্ষণ তা চিহ্নিত না করে। আদালত আরও দেখতে পাবে অশ্লীলতা সম্পর্কে রথের সংজ্ঞা অথবা রথের সংজ্ঞার অন্যান্য বিষয়গুলি। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে 'সামাজিক মূল্যবোধ পুনরুদ্ধারের বিষয়টি উচ্চারিত হতে হবে'-এটা অবশ্য সাংবিধানিকভাবে অপ্রয়োজনীয় এবং তা প্রমাণ করাও কঠিন, যদি সত্যি সত্যিই তা প্রমাণ করা সম্ভব না হয় এবং আদালত তা সূত্রবদ্ধ না করে। কিন্তু আমি বলছি যে, আদালত যখন সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে ভবিষ্যতে মিলারই হবে অশ্লীলতা বিচারের মানদণ্ড, তাহলে আগে যেসব মামলার বিচার হয়েছে রথের সংজ্ঞা ব্যাবহার করে সেগুলো ছিল অসাংবিধানিক অথবা তা অর্জিত হয়েছিল অসাংবিধানিকভাবে।'

বিচারপতি পটার স্টুয়ার্ট বলে, 'বিধিবদ্ধ আইন আরও নির্দিষ্ট হওয়া উচিত।'

'হ্যা, সম্মানিত বিচারপতি, মাত্রাতিরিক্ত উত্তেজক পর্ণোগ্রাফি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে মিলারের সংজ্ঞা খুবই সীমাবদ্ধ।'

'সুতরাং একজনকে সাজা দেওয়ার ব্যাপারে অবশ্যই ভাবতে হবে।' বিচারপতি স্টুয়ার্ট বলে।

টাটেল এবং স্টুয়ার্টের ভেতরে আবার তর্ক-বিতর্ক হয় এবং তারপর টাটেল কোনোরকম বাধা ছাড়াই কথা বলে যেতে থাকে যতক্ষণ স্টুয়ার্ট কোনো প্রশ্ন না করে। তবে সমস্যা দেখা দেয় বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মানসম্পন্নতা নিয়ে, যা যথাযথ ভাবে ব্যাখ্যা করা কঠিন হয়ে পড়ে বিশেষ করে কেন্দ্রীয় ডাক আইনকে কার্যকর করার ক্ষেত্রে, যার ফাঁদে পড়েছে হ্যামলিন। বিচারপতি স্টুয়ার্ট তখন টাটেলকে মনে করিয়ে দেয় যে, 'মিলার একটা রাষ্ট্রীয় আইন নিয়ে কারবার করেছিল, যার কোনো বিস্তৃতির সুযোগ ছিল না। কিন্তু এখানে আমরা আলোচনা করছি কেন্দ্রীয় আইন সম্পর্কে (যা কমস্টক আইন নামে পরিচিত)।' সে আরও বলে, 'এখন এই কেন্দ্রীয় ডাক-আইনের অসংখ্য স্থানীয় ব্যাখ্যা গুরুত্ব পাচ্ছে প্রত্যেক এলাকা জুড়ে।'

স্টুয়ার্ট পরামর্শ দেয়, 'সলিসিটরা জেনারেল-এর কার্যালয়ের কেউ কি উঠে দাঁড়াবেন এবং বলবেন অভ্যান্তরীণ রাজস্ব নীতিমালার বিভিন্ন স্থানে বিভিন্নরকম অর্থ রয়েছে।'

টাটেল জবাব দেয়, 'এর কারণ হচ্ছে আদালত জনগোষ্ঠীর অস্থায়ী মানসম্পন্নতার ওপরই সিদ্ধান্ত দিয়েছিল (মিলার বনাম ক্যালিফোর্নিয়া রাজ্য মামলা)। কারণ জুরিবর্গ পুরোপুরি সফল তেমন কোনো জাতীয় মানসম্পন্নতা খুঁজে পায়নি। যদি তা সত্য হয় এবং একই সঙ্গে এটা সমানভাবে সত্য যে জুরিবর্গ কেন্দ্রীয় আদালতের একটা অশ্লীলতার মামলার বিচার করার উদ্যেগ নিয়েছিল, কিন্তু সফল হয়নি।'

'প্রথম সংশোধনীতে জাতীয় মানসম্পন্নতা নিয়ে কি করার কিছুই নেই?' জানতে চায় বিচারপতি ডগলাস।

'অবশ্যই আছে,' টাটেল সঙ্গে সঙ্গে বলে 'এই আদালত প্রথম সংশোধনীর ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করছে এবং চেষ্টা করছে জাতীয় মানসম্পন্নতার প্রয়োজন তৈরি করতে। তবে আমি কমস্টকের আইন তৈরির সময় বলেছিলাম, স্থানীয় ও জাতীয় মানসম্পন্নতা নিয়ে আমি অত ভাবি না। আশার কথা হচ্ছে জুরি হিসেবে প্রত্যেকেরই উচিত হবে যখন তারা তা ব্যক্তিগতভাবে পর্যবেক্ষণ করেছে তখনকার প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করা। মিলারও সেই পরামর্শ দিয়েছিল।'

প্রধান বিচারপতি বার্গার যোগ করে, 'আমার মনে হয় এটা সত্য। কমস্টকের ডাকবিভাগ সংক্রান্ত আইন তখন মানুষ গ্রহণ করেছে, কিন্তু বর্তমানে বহু রাজ্যেই তা মানা হয় না, বিশেষ করে কেন্টাকিতে জুরিদের জন্য এটা দুঃসংবাদ। অথচ অশ্লীলতা সরবরাহ করা হচ্ছে যা জীবনের কোনো পথ নয়। সব রাজ্যের জন্যই আইন এক নয় কি?'

টাটেল বলে, 'হ্যাঁ অসংখ্য অপরাধ রয়েছে, কিন্তু প্রকৃতঅর্থে প্রত্যেক ঘটনারই উদাহরণ হিসেবে বলতে পারি যে অপরাধ হচ্ছে ...'।

বিচারপতি থুরগুড মার্শাল বলে, 'ভালো কথা, আপনি কি বলতে চান নিউ ইয়র্ক রাজ্যে একটা ইস্পাত কি ইস্পাত নয়?'

টাটেল তার কথায় দ্বিধান্বিত হয়ে পড়ে, 'হয় এটা ইস্পাত অথবা এটা ইস্পাত নয়।'

মার্শাল অধৈর্যের সঙ্গে চিৎকার করে ওঠে, 'কেন্টকিতে যে ইস্পাত পাওয়া যায় নিউ ইয়র্কেও সেই একই ইস্পাত পাওয়া যায়।'

টাটেল তার চিৎকারে বিস্মিত হয় এবং বলে, 'সম্মানিত বিচারপতি আমি আপনার সঙ্গে একমত এবং সে-কারণেই আমি ঐসব উদাহরণ তুলে ধরছি।'

মার্শাল বলে, 'কিন্তু এসব লেখা অশ্লীল হলেও পাঠক কিছু যৌনবিষয়ক জ্ঞানও অর্জন করে এবং একইভাবে ইস্পাত সম্পর্কেও কেন্টাকিতে যে জ্ঞান অর্জন হবে নিউ ইয়র্কেও তাই।'

টাটেল বলে,'যৌনবিষয়ক জ্ঞান আলবেনি ও জর্জিয়ার স্পষ্টবাদিতার সীমারেখা অতিক্রম করতে পারে এবং যৌনবিষয়ক জ্ঞান আবার গড় মানুষের মনে বিকৃত যৌনবাসনার আকাঙ্ক্ষাও জাগিয়ে তুলতে পারে, কিন্তু বিষয়টি এখন আদালতের সামনে উপস্থিত।

মার্শাল তাকে থামিয়ে দিয়ে কোমল কণ্ঠে বলে, 'জনাব টাটেল, আমার একমাত্র বিবাদ হচ্ছে আমি মনে করি আপনি অনুমান করেছিলেন যে মিলারের মামলায় আইন পরিবর্তিত হয়েছিল।'

'আমার কিন্তু তা মনে হয় না। অবশ্য আপনার কেন মনে হচ্ছে তা আমি জানি না।'

'আমি আসলে জানতে চাই মিলার এই আইনকে কীভাবে ব্যবহার করেছিল?

'মিলারের আইন কেবলই অশ্লীল বিষয় সম্পর্কে প্রয়োগ করা হয়েছিল....'

মার্শাল বলল 'ঠিকই বলেছেন।'

টাটেল বলে যেতে থাকে, 'এই মামলার ক্ষেত্রে আদালতের সংজ্ঞা একটু আলাদা

মিলার একটা সংজ্ঞা দিয়েছিল যা আজ পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে এবং জনগোষ্ঠীর মানসম্পন্ন উপকরণের প্রতি সম্মানপ্রদর্শন পূর্বক সে বলেছিল, 'জনগোষ্ঠীর উচিত অস্থায়ী মানসম্পন্নতার ফোরাম থেকে উদাহরণ গ্রহণ করা।'

'অপরাধের পক্ষে ওকালতির সময় কি আপনি আপনার মক্কেলকে পরামর্শ দিতে সক্ষম, যদি আইন পর্যাপ্ত পরিমাণ স্বচ্ছ হয় অথবা হয় তা খুবই অস্পষ্ট যা অনুমানের জন্য উন্মুক্ত?' জিজ্ঞাসা করে বিচারপতি ডগলাস।

টাটেল বলে, 'সম্মানিত বিচারপতি, আমার মনে হয় যে এটাকে একটা পুরোপুরি সাক্ষ্য বা প্রমাণ বলা যায়, যা অশ্লীলতার ধারণাকে ধার করে না মূল্যবান পরিমাপক হিসেবে, যেরকম অপরাধ বিষয়ক আইনে বহু ধরনের উপাদান থাকে.....'

ডগলাস বলে, 'কেন্দ্রীয় এই আইনের আওতায় ডাক বিভাগের মাধ্যমে নিউ ইয়র্ক থেকে কিছু পাঠানোর কর্মকাণ্ড অপরাধ নয়, কিন্তু ক্যালিফোর্নিয়া থেকে সেই ডাক ছাড়িয়ে নেওয়া এবং তা বিক্রি করার কর্মকাণ্ড অপরাধ বলে বিবেচিত হবে—ঠিক কি না?'

'এটা কল্পনা করা সহজ', টাটেল বলে, 'আমরা জানার জন্য অনুমান করব, কিন্তু কল্পনার ওপর নির্ভর করে অপরাধের বিচার করলে এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি হবে যেখানে বিষয় প্রচার পাবে এবং অপরাধ সংঘটিত হতে থাকবে।'

প্রধান বিচারপতি বার্গার বলে, 'জনাব টাটেল, যদি আমরা ব্যাখ্যা করার ব্যাপারে সাহায্য করতে চাই এবং যদি ন্যায্যতা প্রদর্শন না করা হয় তাহলে প্রায়শ পরিবর্তনশীল অশ্লীলতার এই আইন দিয়ে কোনো মামলারই বিচার করা সম্ভব নয়। গত পনর বছরে আদালত অন্তত আলাদা আলাদা তিনটি সংজ্ঞার মুখোমুখি হয়েছে। এসব সংজ্ঞার পরিবর্তন তেমন নতুন কিছু নয়। ঠিক কিনা? রথ থেকে শুরু করে জ্যাকোবেল্লিস পর্যন্ত অনেকগুলি মামলা হয়েছে– এটাও কি একটা বিপ্লব নয়?'

টাটেল স্বীকার করে, 'এটা একটা ধারাবাহিক প্রচেষ্টা এবং নিয়ন্ত্রণযোগ্য মানসম্পন্নতাকে সূত্রবদ্ধ করার ক্ষেত্রে এটা একটা উদ্যোগও বটে।'

বিচারপতি বায়রন হোয়াইট জিজ্ঞাসা করে, 'জনাব টাটেল, আপনি আসলে বলতে চাইছেন মিলারের মামলার আগে আদালতের একটা তৃতীয় সূত্র ছিল এবং তা হল, বিতরণকৃত ও বিক্রিত উপকরণগুলিতে সামাজিক মূল্যবোধ পুনরুদ্ধারের বিষয়টি উপেক্ষিত হলেই তা অপরাধ বলে বিবেচিত হবে—তাই নয় কি? সে কারণে কোন মামলার ওপর নির্ভর করা যায়?'

'আমি মেমোয়েরস বনাম ম্যাসাচুসেটস মামলার ওপর নির্ভর করব।'

'কতগুলি ভোটের মাধ্যমে যেখানে এটা যাচাই হয়েছিল?'

'মাত্র তিন ভোটের মাধ্যমে।'

'খুব ভালো কথা। কোনো মামালায় এই ভোটারদের সংখ্যা পাঁচজন হয়েছিল?'

'মাফ করবেন', টাটেল তার ভুল সংশোধন করে বলে, 'আমরা মেমোয়েরস-এর মামলা নিয়ে আলোচনা করছিলাম।'

টাটেলের জবাবে বিচারপতি হোয়াইট মৃদু অসন্তুষ্ট হয়েছে বলে মনে হচ্ছিল। যদিও এটা সত্য ছিল যে ১৯৬০-এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে পাঁচজন বিচারক মেমোয়েরস-

এর মামলায় *ফ্যানি হিল* উপন্যাসের প্রকাশনা বৈধ বলে রায় দিয়েছিল। কিন্তু এটাও সত্য ছিল যে মাত্র তিনজন বিচারপতি এ ব্যাপারে একমত হয়েছিল। আট বছর পর বিচারপতি হোয়াইট (গ্রন্থের যে বিরেধিতা করেছিল) টাটেলকে মনে করিয়ে দিল মেমোয়েরস তার পক্ষে পাঁচজনের ভোট পায়নি।

'যে কারণে আমি এটা বলেছি তা হল, আমার মনে হয় সেখানে পাঁচজন ভোটার ছিল। তাদের ভেতরে আদালতের দুজন সদস্য, যারা দেখেছে, প্রকাশনাটি সাংবিধানিকভাবে সংরক্ষিত এবং আদালতের অন্য তিন সদস্য দেখেছে, যদি তাতে সামাজিক মূল্যবোধ পুনরুদ্ধারের বিষয়টি উপেক্ষিত হয় তা হলে সাংবিধানিকভাবে তা মোটেই সংরক্ষিত নয়...

টাটেলের দিকে তাকিয়ে হোয়াইট বলে, 'কিন্তু প্রকৃত ঘটনা হল আদালতের পাঁচজন সদস্য এই মামলায় একপক্ষে ভোট দেয়নি।' ফ্লেশম্যান মনে মনে ভাবে তার একটা চমৎকার সুযোগ আছে হ্যামলিনের পক্ষে হোয়াইটকে নিয়ে আসা, কিন্তু তারপরই ফ্লেশম্যান লক্ষ করল তার একমাত্র ভরসা হল বিচারপতি লুইস পাওয়েল, যে বসে আছে, একেবারে বামদিকে। আঙুল দিয়ে টোকা দিচ্ছে নিজের থুতনিতে। যাহোক টাটেলকে মেমোয়েরস-এর মামলা পুনরায় স্মরণ করিয়ে দেওয়ার ভেতর দিয়ে বিতর্ক তখনকার মতো শেষ হল।

কিছুক্ষণ পর বিচারপতি ব্রেনান বললেন, 'এই আলোচনা থেকে এটা বোঝা গেল যে মিলারের আইনই শেষ কথা নয়, বিশেষ করে এইসব বিপজ্জনক ক্ষেত্রে।'

'মিলার আমাদেরকে যা দিয়েছিল...'

ব্রেনান সঙ্গে সঙ্গে বলল, 'আমার প্রশ্ন সেটা নয়। আমার প্রশ্ন হচ্ছে আপনি কি মনে করেন এইসব বিপদজ্জনক ক্ষেত্রে মিলার অত্যাবশ্যকীয়ভাবে চূড়ান্ত কোনো সমাধান?'

টাটেল বলে, 'অবশ্যই মিলার কোনো চূড়ান্ত সমাধান নয়, কারণ এখানে আজ আমরা উপস্থিত হয়েছি কিছু সমস্যা নিয়ে। কিন্তু আমাদের সমস্যাগুলি মিলারের মামালার প্রয়োগকৃত আইনের সঙ্গে সম্পর্কিত। আমরা এখানে মিলারের মামলার অশ্লীলতার মানসম্পন্নতা নিয়ে কোনো প্রশ্ন করছি না। কিন্তু আমরা একটা বিষয়ে নিশ্চিত হওয়ার জন্য একটা উদ্যোগ নিয়েছি এবং তা হল মিলারের আগের মামলাগুলি ওই সংজ্ঞার আওতায় কীভাবে টিকে থাকত।'

টাটেল কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল কেউ কিছু কিছু বলে কিনা, কিন্তু যখন দেখল সবাই নীরব তখন সে আবার বলতে শুরু করল 'আমরা এখন আর স্থানীয় মানসম্পন্নতার কোনো সমালোচনায় বিশ্বাস করিনা, যা *মিলার বনাম ক্যালিফোর্নিয়া রাজ্য* মামলায় অপরিহার্যভাবে প্রয়োগ করা হয়েছিল এবং এগুলোর সবই কেন্দ্রীয় আদালতের মামলা। দেখা গেছে, মিলারের পর অসংখ্য মামলা পুনর্বিবেচনায় আনা হত মিলারের মামলার রায়ের আলোকে। এর প্রায় সবগুলোই কেন্দ্রীয় আদালতের মামলা এবং এই মামলায় জাতীয় মানসম্পন্নতা ব্যবহারের কারণে জুরিগণ অভিযুক্ত হয়েছিল। আমরা বিশ্বাস করি যে যদি জাতীয় মানসম্পন্নতা আইনকে অসাংবিধানিকভাবে উদ্ভট হিসেবে উপস্থাপন করে

তাহলে মিলারের আগে যারা অভিযুক্ত হয়েছিল তাদের প্রতি অবিচার করা হয়েছে...

টাটেল তার কণ্ঠস্বর একটু উঁচুতে তুলে উপসংহার টানে এভাবে, 'এবং আজ কারো কোনো প্রশ্ন আছে? বিবাদিপক্ষের আইনজীবী অবশ্য ভুলভাবে জাতীয় মানসম্পন্নতার আওতায় ভুলপথে চেষ্টা করে যাচ্ছে। আমরা সবাই বলছি যে এরকম হতেই পারে। তবে হ্যামলিনের উপকরণগুলি যে কোনো মানসম্পন্নতার আওতায় অশ্লীল এবং এমন কোনো জনগোষ্ঠীকে পাওয়া যাবে না, যাদের অশ্লীলতার মাত্রা অতিক্রম করেনি এই ব্রোশিয়্যুর। সবাইকে ধন্যবাদ।'

প্রধান বিচারপতি বার্গার ডানদিকে মুখ ফেরায় এবং বলে 'জনাব ফ্লেশম্যান।'

ফ্লেশম্যান শুরু করে, 'সম্মানিত প্রধান বিচারপতি, ব্রোশিয়্যুরটা অশ্লীল নয়। এমনকি মানসম্পন্নতার আওতায় এটা অশ্লীল বিবেচিত হবে না। অশ্লীল নয় স্থানীয় মানসম্পন্নতার আওতায়ও অথচ বলা হচ্ছে যে-কোনো মানসম্পন্নতার আওতায় এটা অশ্লীল। আমি আবার মনে করিয়ে দিতে চাই *ডিপথ্রট* নামের চলচ্চিত্রকে যে-কোনো মানসম্পন্নতার আওতায় অশ্লীল বলে বিবেচনা করা হয়েছিল এবং জুরিবর্গের কারণে তা এখন আর অশ্লীল নয়। এখন তা সারাদেশ জুড়ে প্রদর্শিত হচ্ছে।'

ফ্লেশম্যান বলে যেতে থাকে, 'এই মামলায় খেয়াল-খুশি মতো মন্তব্য করা হয়েছে, সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে অশ্লীলতাকে উদ্ভটভাবে এবং তা আইনত ত্রুটিপূর্ণ। কমস্টকের ব্যাবহৃত কিছু শব্দ দ্বারা বৈশিষ্ট্য দান করা হয়েছে অভিযোগের। এই শব্দগুলো হচ্ছে কামুক, কামোদ্দীপক, অশোভন, নোংরা ও কুৎসিত। বলা হচ্ছে হ্যামলিন এর অপরাধ হচ্ছে, জনগণের নৈতিকতার বিরুদ্ধে যাওয়া। অভিযোগের দিকে তাকান, কোনো নির্দিষ্ট অভিযোগ আছে কি? নেই। অশ্লীলতার বৈধ সংজ্ঞা কি যখন অভিযোগ উত্থাপিত হয়। বিচারপতি হোয়াইট পরামর্শ দিয়েছে যে, সামাজিক মূল্যবোধ পুনরুদ্ধারের বিষয়টি উপেক্ষিত হওয়ার ঘটনা এই অভিযোগের অংশ নয়। কারণ এটা সংজ্ঞার অংশ ছিল কি ছিল না তাতে কিছু যায় বা আসে না। এমনকি এটা জাতীয় না স্থানীয় মানসম্পন্ন তাতেও কোনো লাভ বা ক্ষতি নেই। আবার জাতীয় ও স্থানীয় মানসম্পন্নতা অথবা কোনো মানসম্পন্নতা ছাড়া কীভাবে যৌনবাসনা পরিমাপ করা যাবে। সুতরাং কোনো উদ্ভট শব্দ ব্যবহার না করে যথাযথ অভিযোগ যথাযথ ভাষায় উপস্থাপন করা উচিত। যেন আমরা অভিযোগটা সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারি।'

ফ্লেশম্যান বলে যেতে থাকে, 'এখন আমি অন্য বিষয়ের ওপর গুরুত্ব দিতে চাই। আমরা অভিযুক্ত হয়েছি মূলত ভাষার কারণে। বলা হচ্ছে ব্রোশিয়্যুর অশ্লীল, কারণ তা অধিকাংশ মানুষের যৌনবাসনা জাগিয়ে তোলার ক্ষেত্রে আবেদন সৃষ্টি করে। যদিও সানডিয়াগোতে জুরিরা বলেছিল, তারা বিষয়টিকে অভিযুক্ত করতে পারবে যদি তা অধিকাংশ জনগণের যৌনবাসনা জাগিয়ে তোলে অথবা পরিষ্কারভাবে সংজ্ঞায়িত করে যৌনকাঙ্ক্ষায় আচ্ছন্ন জনগোষ্ঠীকে। যখন আমরা উচ্চ আদালতে আপিল করি তখন আদালত বলে আমরা ঠিক করেছি যা দেশের গড় মানুষের উচিত পুরোপুরিভাবে পরিমাপ করা, কিন্তু এটা ছিল এমন এক ধরনের ভুল যা ক্ষতিকর নয়।'

ফ্লেশম্যান আরও বলে, 'অভিযোগের ভেতরে উৎসাহ কিংবা সহায়তা দানকারী

একটি শব্দও নেই। জুরিরা নির্দেশিত হয়েছিল সামান্যতম অপরাধের প্রমাণ পেলেই তাকে শাস্তি দিতে হবে। এ-ধরনের অন্য কোনো মামলার কথা আমার জানা নেই যেখানে একটা বিজ্ঞাপনকে যৌনমিলনে উৎসাহদানকারী উপকরণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।'

'গিনসবার্গের মামলার অবস্থাটা কী ছিল জনাব ফ্লেইশম্যান' প্রধান বিচারপতি বার্গার জিজ্ঞাসা করে, 'সেখানে কি কিছু একটা ছিল?'

ফ্লেশম্যান বলে, 'না, হে সম্মানিত বিচারপতি। আমি এ সম্পর্কে জানি। আদালত বইটি নিষিদ্ধ করেছিল অশ্লীলতার অভিযোগে, কারণ ব্রোশিয়্যুরে যে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছিল তা অশ্লীল বলে বিবেচিত হয়। কিন্তু গিনসবার্গ সেই বিজ্ঞাপনে যৌনমিলনের ব্যাপারে কোনো সহায়তা বা উৎসাহ প্রদান করেনি। আইনত এটা পরস্পরবিরোধী, কারণ ব্রোশিয়্যুরটা ডাকে পাঠানোই ছিল অপরাধ, শ্লীল বা অশ্লীল ছিল কিনা তা কোনো বিষয় নয়। সুতরাং উৎসাহদানকারী উপকরণ হিসেবে তা ঘোষণা করা ছাড়া আর কোনো পথ খোলা ছিল না।'

'জনাব ফ্লেশম্যান, নথিপত্রে কি দেখানো হয়েছে, কীভাবে ৫৫,০০০ লোকের ঠিকানার তালিকা বিন্যস্ত করা হয়েছিল?' বিচারপতি লুইস পাওয়েল এই প্রথম কথা বলল।

'সম্মানিত বিচারপতি, আপনাকে নিশ্চিত করে বলতে পারি মাত্র বারো জন ব্যক্তি অসন্তুষ্ট হয়েছিল এই ব্রোশিয়্যুর পেয়ে আর পঞ্চান্ন থেকে আটান্ন হাজার ব্রোশিয়্যুর ডাক বিভাগের মাধ্যমে পাঠনো হয়েছিল...'

'নথিতে কি দেখানো হয়েছে আটান্ন হাজার লোকের ভেতরে কেউ কি এই ব্রোশিয়্যুর পাঠানোর জন্য অনুরোধ করেছিল?'

'মহামান্য আদালত, এ প্রশ্নের উত্তরে নথিপত্র নীরব ভূমিকা পালন করছে।'

পাওয়েল আরও বলে যায়, 'নথিপত্রে কি এ তথ্য আছে যে অপ্রাপ্তবয়স্ক কোনো শিশুর হাতে এটা পড়েছিল?'

'নথিপত্রে দেখা যায় অপ্রাপ্ত বয়স্ক কারো হাতে এটা পৌছায়নি।' ফ্লেশম্যান জবাব দেয়। সে সুযোগ পেয়ে আরও যোগ করে যে, 'হ্যামলিনের অফিস জেনেছিল যে বারোজন ব্যক্তি এই ব্রোশিয়্যারের ব্যাপারে ডাক বিভাগে অভিযোগ করেছে। ফলে সঙ্গে সঙ্গে তালিকা থেকে তাদের নাম বাদ দেওয়া হয়।'

পাওয়েল কোমল কণ্ঠে বলে যেতে থাকে, 'আমার মনে হয় পঞ্চান্ন হাজার বাড়ির ঠিকানায় ব্রোশিয়্যুর সরবরাহ করা হয়েছিল। তার মধ্যে শিশুদের সংখ্যা কত ছিল তা বলা খুবই কঠিন।'

ফ্লেইশম্যান বলে, 'না মহামান্য বিচারপতি। আমি জানি সে তালিকায় এমন সব ব্যক্তিদের ঠিকানা একত্রিত করা হয়েছিল যারা অতীতে যৌন বিষয়ক উপকরণ ডাক বিভাগের মাধ্যমে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেছিল। এটাই ছিল একমাত্র তালিকা আগ্রহী ব্যক্তিদের কাছে ডাক বিভাগের মাধ্যমে যে-কেউ ইচ্ছা করলে যে কোনোকিছু পাঠাতে পারে। যদি কেউ বিড়ালের খাবার বিক্রি করতে চায় তাহলে তাকে তা সেইসব লোকদের কাছে পাঠাতে হবে যাদের বিড়াল আছে।'

বিচারপতি পাওয়েল মৃদু হাসল। ফ্লেইশম্যান বলতে থাকে, 'সুতরাং সত্য হল ব্রোশিয়্যরটা ডাকে পাঠানো হয়েছিল সেইসব প্রাপ্তবয়স্কের কাছে যারা ইঙ্গিত দিয়েছিল যে তারা এসব পেতে চায়। কিন্তু সেসব নথিপত্রে নেই এবং আমি আদালতকে ভুলপথে পরিচালিত করতে চাই না কিন্তু আমার মনে হয় সত্য জবাব দিতে পারবে তারাই যারা প্রকৃতঅর্থে বিজ্ঞাপনের পাঠক। আমরা শুধু জানি বারোজন মাত্র অভিযোগ করেছিল। এমনকি জানা গেছে রাজনৈতিক ব্রোশিয়্যর পেয়েও এসব পাঠক বিরক্ত বোধ করে।'

বিচারপতি পাওয়েলকে দেখে মনে হল ফ্লেশম্যানের উত্তরে সে সন্তুষ্ট। ফ্লেশম্যান আদালতকে ধন্যবাদ জানিয়ে তার বক্তব্য শেষ করল। বিচারকরা উঠে দাঁড়াল এবং দ্রুত অদৃশ্য হয়ে গেল। পর্যবেক্ষকরাও ধীরে ধীরে বিচারকক্ষ পরিত্যাগ করে যেতে লাগল।

হ্যামলিন এগিয়ে গিয়ে ফ্লেশম্যানের সঙ্গে করমর্দন করল। অভিনন্দন জানাল মামলা পরিচালনার কৌশলের জন্য। ফ্লেশম্যান হাসল কিন্তু তাকে অতিবিশ্বাসী না-হওয়ার জন্য সতর্ক করল। এখন পক্ষে-বিপক্ষে ভোটের সংখ্যা গণনা করে রায় ঘোষণা করা হবে। ভোটের ফলাফল ঘোষণা করা হবে দশ সপ্তাহের ভেতরে। ফ্লেশম্যান ভবিষ্যৎবাণী করে সম্ভবত সিদ্ধান্ত হবে পাঁচ ভোটের ভেতরে একদিকে চার ভোট অন্যদিকে এক ভোট।

ফ্লেশম্যান ১৯৭৪ সালের ২৪ জুন ওয়াশিংটন থেকে একটা বিরক্তিকর সংবাদ পায় হ্যামলিন ভোটে হেরে গেছে। তবে আদালতের নমনীয় চারজন বিচারপতি তার পক্ষে কথা বলে। এরা হল ডগলাস, মার্শাল, ব্রেনান ও স্টুয়ার্ট। কিন্তু বিচারপতি পাওয়েল নিক্সনের নিয়োগকৃত বিচারপতি হোয়াইটের সঙ্গে একত্রিত হয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠতা তৈরি করে। বিচারপতি রেনকুইস্ট তার লিখিত মতামত জানায়। হ্যামলিনের পক্ষে ফ্লেশম্যান যতগুলি আপত্তি উত্থাপন করেছিল সবগুলি সে খারিজ করে দেয়। সে ঘোষণা করে সরকারের সিদ্ধান্ত পর্যাপ্ত পরিমাণ সত্য, হ্যামলিং-এর বিরুদ্ধে আনা অভিযোগের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে। কমস্টকের ডাকবিভাগ সংক্রান্ত আইনে ব্যবহৃত 'লম্পট' 'কামোদ্দীপক' 'কুরুচিপূর্ণ' প্রভৃতি শব্দ মোটেই উদ্ভট নয়। ক্যালিফোর্নিয়ার বিচারকের কাছে এটা অসাংবিধানিক ভাবে অশ্লীল ছিল না এবং সেখানে সে ব্যবহার করেছিল জাতীয় মানসম্পন্নতা এবং স্থানীয় সাক্ষ্য-প্রমাণ বাতিল করেছিল সানডিয়াগোতে শুনানির সময়। হ্যামলিন অবশ্য বিশ্বাস করত তার ব্রোশিয়্যর আইনত অশ্লীল নয়। রেনকুইস্ট হ্যামলিন-এর অবস্থানকে সমর্থন জানিয়ে তুলে ধরে ১৮৯৬ সালের *রোজেন বনাম ইউনাইটেড স্টেট* মামলা। এই মামলায় নিউ ইয়র্কের এক প্রকাশক, নাম লিউ রোজেন, দাবি করে যে তার পত্রিকায় নগ্ননারীর যেসব ছবি ছাপা হয়েছে তা যে অশ্লীল তা সে জানে না। সুপ্রিম কোর্ট জানায় অশ্লীলতা সম্পর্কে তার জ্ঞান প্রাসঙ্গিক নয়। সুতরাং তাকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়, কারণ যে উপকরণ সে ডাকবিভাগের মাধ্যমে পাঠিয়েছিল সেই উপকরণের বিষয় সম্পর্কে সে পুরোপুরি সচেতন ছিল।

যখন *কারনাল নলেজ* চলচ্চিত্রটির যথার্থতা প্রতিপাদনের জন্য আদালতে উপস্থাপন করা হয় তখন রেনকুইস্ট মতামত দিয়েছিল, মাঝে মাঝে দু-একটা নগ্ন দৃশ্য আছে, কিন্তু একজনের একটিমাত্র নগ্নছবি কোনো উপকরণকে অশ্লীল করে তোলার জন্য যথেষ্ট নয়।

হ্যামলিনের ব্রোশিয়্যর সম্পর্কে সে বলে, 'এটা এক ধরনের উত্তেজক পর্ণোগ্রাফি কিন্তু সেই শ্রেণীভুক্ত যা অনুমতি পেতে পারে যেমন মিলার পেয়েছিল।' যাহোক তারপরও হ্যামলিন-এর শাস্তি ছিল নিশ্চিত এবং সেই সঙ্গে ৮৭ হাজার ডলার জরিমানা।

ওয়াশিংটনের সমস্ত সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় পাতায় হ্যামলিনের জন্য সহানুভূতি দেখানো হয় একমাত্র সিডিএল-এর *ন্যাশনাল ডিসেন্সি রিপোর্টার* ছাড়া। এই পত্রিকার প্রথম পাতায় ছাপা হয় বিচারপতি রেনকুইস্ট-এর ছবি। সঙ্গে ছাপা হয় তার বিচার কাজ সম্পর্কে অতিপ্রশংসা-সম্বলিত একটা প্রবন্ধ এবং এই প্রবন্ধের শিরোনাম হচ্ছে 'অশ্লীলতার মামলার ক্ষেত্রে সমস্ত পদ্ধতিই ব্যবহৃত হয়েছে।'

ফ্লেশম্যানের অনুরোধে কিছু আইনজীবী, লেখক, প্রকাশক এবং পত্রিকার সম্পাদক একত্রিত হয়ে সার্নডিয়াগোর বিচারকের কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করে চিঠি লেখে, যে বিচারক হ্যামলিনের বর্তমান ভাগ্য নির্ধারণ করবে। তার জরিমানা পরিশোধ করায় তার কারাদণ্ডের সময় এক বছর কমে আসে। এর বেশিকিছু আর সেই বিচারকের পক্ষে করা সম্ভব হয় না। টারমিনাল আইল্যান্ডের কারাগারে সে বন্দিজীবন যাপন করতে শুরু করে। কারাগারে থাকা অবস্থায় তাকে কিছু শর্তও দেওয়া হয়—সে কারও সঙ্গে কোনো ব্যবসায়িক যোগাযোগ রাখতে পারবে না। যোগাযোগ রাখতে পরবে না অশ্লীল প্রকাশনার সঙ্গে, এমনকি সে কোনো কিছু লিখতে পারবে না, সম্পাদনা করতে পারবে না, পারবে না ডাক বিভাগের মাধ্যমে ন্যূনতম অশ্লীল কোনোকিছু পাঠাতে।

হিউ হেফনার তার ব্যক্তিগত বিমানের গোল আকৃতির বিছানায় বসে আছে। এই ডিসি-৯ জেট বিমানটি নিয়মিত হেফনার ও তার কিছু যৌনসঙ্গীকে শিকাগোর ম্যানসন থেকে লস এঞ্জেলেসের ম্যানশনে আনা-নেওয়া করে। হেফনার এসময় একটা স্বপ্নের ভেতরে বসবাস করছে। সে হচ্ছে একটা স্বপ্নরাষ্ট্রের স্রষ্টা। সে এখন একটা বিশাল বাজেটের ঘরোয়া ছবি তৈরির কথা ক্রমাগত ভাবছে। একই সঙ্গে সে ছবির প্রযোজক, পরিচালক, কাহিনীকার, অভিনেতা-অভিনেত্রীর এজেন্ট ও সেট ডিজাইনার।

বয়োসন্ধিকালে শিকাগোর রকনি থিয়েটারের কথা হেফনারের মনে পড়ে যায়। চলচ্চিত্র হেফনারকে খুবই মুগ্ধ করত। কোনো ধরনের সমালোচনা ছাড়াই এসব ছবির কাহিনী তার ভালো লাগত। সে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে সিনেমা দেখে যেত এবং মনে মনে ভাবত কখনও যেন আলো না জ্বলে এবং কাহিনী যেন শেষ না হয়। তারপর তা শেষ হয়ে যেত এবং বাড়ি ফিরে আসার পরও সেই কাহিনী শেষ হত না। সে অনেকক্ষণ সেই সিনেমার কাহিনীর ভেতরে আচ্ছন্ন হয়ে থাকত, কিন্তু তার বাবা-মা তা বুঝতে পারত না। তার বাবা ছিল জার্মান। পেশায় হিসাবরক্ষক। মা ছিলেন ছিমছাম এক সুইডিশ রমণী। তার মা-ই প্রথম বুঝতে পারে যে তার মধ্যে একটা পলাতকের চরিত্র রয়েছে এবং এক মনোবিজ্ঞানীর কাছে নিয়ে তাকে পরীক্ষা করানোর পর সেই মনোবিজ্ঞানী জানায় হেফনার একজন প্রতিভাবান মানুষ, বয়সের অপরিক্বতার কারণে তা প্রকাশিত হচ্ছে না।

মনোবিজ্ঞানীর এই প্রশংসা তার মাকে চিন্তিত করে তুলতেও হেফনারের ভেতরে তার কোনো প্রতিক্রিয়া লক্ষ করা যায় না। অন্যদিকে সে তার যৌবনের কল্পনাগুলিকে পরিণত করত তীব্র আবেগে এবং ১৯৭০ সালের মাঝামাঝি সময়ে সে তার নিজের বিমানে বসে নিরুদ্বিগ্ন সময় কাটাচ্ছে অথবা বিলাসিতার ভেতরে জীবনযাপন করছে নিজের ম্যানশনে। পেছনের দিকে তাকালে সে দেখতে পায় আনন্দ ও সুখে ভরা অনেকগুলি বছর যার ভেতরে সে একঘেয়েমিজনিত ক্লান্তি থেকে মুক্তি পেয়েছে এবং প্রসারিত করেছে তার ফ্যান্টাসিকে কোটি কোটি ডলারের সাম্রাজ্যে।

তার ভাগ্যের প্রাথমিক উৎস অবশ্যই *প্লেবয়* পত্রিকা যা সে শুরু করেছিল ১৯৫৩ সালে মাত্র ৬০০ ডলার দিয়ে এবং এই অর্থ সে জোগাড় করেছিল তার বিয়ের আসবাবপত্র বন্ধক রেখে। তার পত্রিকার সাফল্যের ভেতর দিয়ে তার বিয়ের সম্পর্ক শেষ হয়ে যায় এবং শুরু হয় ধারাবাহিক বিয়ে নগ্নছবি ও মডেলদের সঙ্গে, যারা তার পত্রিকার জন্য পোজ দেয়। *প্লেবয়* পত্রিকার নগ্ননারীরা ছিল হেফানেরর নারী। প্রতিটি ফটোসেশনের পর সে তাদেরকে শুভেচ্ছা জানাত, দামি উপহার দিত এবং তাদের অনেককেই সে নিয়ে যেত নিজের বিছানায়। এমনকি *প্লেবয়ের* জন্য পোজ দেওয়া বন্ধ

করলে অন্য লোককে বিয়ে করে তারা নিজের মতো সংসার জীবন যাপন করত। তারপরও হেফনার তাদেরকে নিজের নারী হিসেবে বিবেচনা করত এবং পত্রিকার সঙ্গে জড়িয়ে থাকার কারণে তাদের ওপর অধিকার খাটাত।

শিকাগোতে ১৯৬০ সালে হেফনার প্রথম প্লেবয় ক্লাব উদ্বোধন করে এবং সারাদেশ থেকে অসংখ্য মডেল জোগাড় করা হয়। এদের অনেকেই এখানে আসে ৮৪টি কক্ষ সম্বলিত বিশাল প্রাসাদের ডরমেটরিতে বসবাসের জন্য। এই প্রাসাদ শিকাগোর গোল্ড কোস্ট লেকের কাছাকাছি অবস্থিত। এই প্রাসাদ যখন সে প্রথম দেখে তখন তার মনে পড়ে যায় রহস্য সিনেমায় দেখা সেইসব বিশাল বিশাল বাড়ির কথা। সেসব বাড়িতে লুকানো সুড়ঙ্গ থাকত, গোপন দরজা থাকত। এই বাড়ি কেনার পর সে আবিষ্কার কারে যে এখানে সুড়ঙ্গ ও গোপন পথ নেই। ফলে সে নিজে অর্থ ব্যয় করে এসব তৈরি করে। বুক শেলফ এবং দেয়াল এমনভাবে বসায় যে বোতাম টিপলেই তা সরে যাবে এবং আগের জায়গায় পুনস্থাপিত হবে। সে এই বিশাল বাড়ির ভেতরে একটা সিনেমার স্টুডিও এবং ভূট্টার খই তৈরির মেশিন বসায়। আরও তৈরি করে একটা 'স্টিম রুম' যেখানে অনায়াসে বাস্পস্নানের ব্যবস্থা আছে। হেফনার নিজে সাঁতার কাটে না, কিন্তু প্রাসাদের বেজমেন্টে তৈরি করে একটা সুইমিং পুল। চারদিক থেকে কাঁচের দেয়াল দিয়ে ঘেরা। এটাকে হেফনার বলত আন্ডারওয়াটার বার। প্রায় সময়ই দেখা যেত এখানে নগ্ন মডেলরা সাঁতার কাটছে।

হেফনারের বিশাল রান্নাঘর পরিচালনার জন্য কালো স্যুটপরা বেশ কয়েকজন স্টাফ ছিল। এরা শিফট হিসেবে কাজ করত। ফলে তার অতিথিরা দিনে ও রাতের যে-কোনো সময় নাশতা, দুপুরের খাবার ও রাতের খাবারের অর্ডার দিতে পারত।

নিজের পরিকল্পনা মতো সাজানোর কারণে হেফনার কদাচিৎ এই প্রাসাদ পরিত্যাগ করত। তার প্লেবয়-ভবনের প্রায় সব রুমেই ক্যামেরা ও সাউন্ড ইকুইপমেন্ট এমনভাবে বসানো হয়েছিল যে বিছানায় শুয়েই সে সবার সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করতে পারত। সে বোতাম টিপে তার ঘূর্ণায়মান বিছানাকে ইচ্ছেমতো ব্যবহার করত। এটা দোলানো যেত, কম্পন তোলা যেত, আবার হঠাৎ করেই ফায়ারপ্লেসের সামনে থামানো যেত অথবা টেলিভিশনের দিকে কিংবা প্রদর্শিত হতে থাকা সিনেমার পর্দার দিকে। তার বিছানার কাছেই থাকত টেলিফোন, স্টেরিও সেট এবং রেফ্রিজারেটর। তাতে ভর্তি থাকত শ্যাম্পেন ও তার পছন্দে পানীয় পেপসি কোলা। প্রায় এক ডজন বোতল প্রতিদিন এই ফ্রিজে ঢোকানো হত। তার আয়না-লাগানো বেডরুমেও একটা টেলিভিশন-ক্যামেরা রয়েছে, নারীদের সঙ্গে তার যৌনকর্মের আনন্দঘন মুহূর্তগুলি এই ক্যামেরাতে ধারণা করা হয়। কখনও কখনও সে তিন থেকে চারজন নারীর সঙ্গে এই বিছানায় যৌনকর্ম করত। এক রাতে এই ম্যানশনে আসা নতুন এক দম্পতি হেফনারের ফ্লাটের দরজা দিয়ে ঢুকে পড়ে এবং আবিষ্কার করে যে, সে বিছানায় নগ্ন হয়ে শুয়ে আছে। তাকে ঘিরে রয়েছে প্রায় আধাডজন নগ্ন মডেল এবং তারা তার শরীরে তেল মালিশ করছে। এই দম্পতি মনোযোগ দিয়ে তা দেখতে থাকে। তাদের চোখমুখ দেখে মনে হয় তারা এই দৃশ্য দেখে খুবই আনন্দ পাচ্ছে। মনে হচ্ছে এটা প্লেবয়-পত্রিকার কোনো ছবি, আজ রাতের বেলায় জীবন্ত হয়ে উঠেছে হঠাৎ করে।

প্রায় ছয় মিলিয়ন ডলার দিয়ে জেট বিমান কেনার পর হেফনার এর কেবিনগুলি পুনরায় নির্মাণ করে এবং যাবতীয় আরাম-আয়েশের ব্যাবস্থাও করা হয়। বিমানের আসন সংখ্যা ছিল ১১০টি। এই সংখ্যা কমিয়ে ৩৫টিতে নিয়ে আসা হয়। স্থাপন করা হয় বিছানা, লেখার টেবিল ও কনফারেন্স টেবিল। ষোল মিলিমিটারের দুটি প্রোজেক্টর বসানো হয়, সেইসঙ্গে নয়টি টেলিভিশন মনিটর, তিনটি স্কাইফোন, আটটি ট্র্যাক সম্বলিত স্টেরিও পদ্ধতি এবং প্রতিটি কেবিনের সামনে নাচার জন্য প্রশস্ত জায়গা। বিমানে যাত্রীদের তত্ত্বাবধানের কাজে নিয়োজিত নারীরা শরীরের সঙ্গে সেঁটে থাকা কালো পোশাক পরত এবং ছত্রিশ জন লোকের জন্য তৈরি করত তিন বেলার খাবার। বিমানের পেছনের অংশে ছিল হেফনারের শোবার ঘর। গোলাকৃতির একটা বিছানা, লেখার টেবিল, টেপরেকর্ডার, রঙিন ট্রান্সপারেন্সি পরীক্ষা করার জন্য 'লাইটবক্স' এবং এগুলো হল সেইসব ছবির ট্রান্সপারেন্সি যা ভবিষ্যতে *প্লেবয়* পত্রিকায় ছাপা হবে।

হেফনার ঘনঘন বিমানে করে শিকাগো থেকে লস এঞ্জেলেসে যেত, যেখানে তার কোম্পানি ১৯৬০ দশকের শেষদিকে টেলিভিশন এবং সিনেমাতে প্রচুর অর্থ বিনিয়োগ করেছিল এবং যেখানে ১৯৬৮ সালে হেফনার ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের আঠারো বছর বয়সী এক ছাত্রীকে দেখে মুগ্ধ হয়, যার সঙ্গে তার সম্প্রতি পরিচয় হয়েছে—নাম বারবারা ক্লেইন। তখন টেলিভিশনে তার কোম্পানির স্পন্সরশিপে একটা অনুষ্ঠান হয়। অনুষ্ঠানের নাম 'অন্ধকার হওয়ার পর প্লেবয়'। এটা ছিল একটা ভ্যারাইটি শো। হেফনার ছিল এখানে আমন্ত্রণকর্তা আর বারবারাকে ভাড়া করা হয়েছিল এক্সট্রা মডেল হিসেবে। দায়িত্বটা পালন করেছিল হেফনারের এক কর্মচারী এবং সে প্রথমদিনই টের পেয়েছিল বারবারার দৃষ্টি হেফনারের মনে আবেদন সৃষ্টি করেছে। বারবারা ক্লেইন-কে দেখলে মনে হত সে পাশের বাড়ির মেয়ে। অনেকদিনের চেনা। তার চোখ ছিল সবুজ, চুল ছিল সোনালি এবং গায়ের রঙ ছিল চমৎকার। তার নাকটা ছিল খুবই সুন্দর এবং তার পোশাক তার মাধুর্যময় বিকশিত শরীরকে আরও সুন্দর করে তুলত। ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার আগে বারবারা ছিল হাইস্কুলের চিয়ার লিডার (উল্লাস দলের নেতা) এবং তার নিজের শহর সাক্রামেন্টো-তে বসবাসের সময় সে 'মিস টীনএজ আমেরিকা' প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছিল। লস এঞ্জেলেসে আসার পর সে লেখাপড়ার ফাঁকে ফাঁকে টেলিভিশনে মডেল হিসেবে কাজ করেছে, বাণিজ্যিক অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছে এবং গ্রুম অ্যান্ড ক্লীন কোম্পানির জন্য পোজ দিয়েছে মৎস্যনারীর।

হেফনার তাকে প্রথম দেখেই বিস্মিত হয়। কারণ মিলড্রেড এর সঙ্গে তার চেহারার অদ্ভুত সাদৃশ্য রয়েছে। তার মনে পড়ে ১৯৪৪ সালে গ্রীষ্মকালে সে মিলড্রেড এর প্রেমে পড়েছিল। তখন সে সবেমাত্র স্টেইনমেজ হাইস্কুল থেকে স্নাতক শেষ করেছে। মিলড্রেড উইলিয়াম ছিল এমন একজন নারী যে তার স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষাকে পরিশুদ্ধ করে তুলেছিল এবং সে-ই ছিল তার বিশালতম বেদনা। তাদের বিয়ের বাগদানের পর সে স্বীকার করে, ক্ষুদ্র শহর ইলিনয়েসের যে স্কুলে সে শিক্ষকতা করত সেখানকার এক শিক্ষকের সঙ্গে তার প্রেমের সম্পর্ক রয়েছে। হেফনারের জন্য এটা ছিল একটা মারাত্মক আঘাত। তারপরও তারা অগ্রসর হয়েছিল। তাদের বিয়ে হয়েছিল ১৯৪৯ সালের জুন মাসে। দুটি

সন্তান জন্ম নেওয়ার পর কয়েক বছরের ভেতরে তারা দুজনেই স্বীকার করে যে তারা ভুল করেছে। বিচ্ছেদের পর মিলড্রেড একজন আইনজীবীকে বিয়ে করেছে যে তাকে থিতু হতে সাহায্য করেছে, আর ঠিক তখনই শুরু হয়েছে *প্লেবয়* পত্রিকার মডেলদের সঙ্গে হেফনারের রোমান্টিক বিয়ে।

বারবারার সঙ্গে বিভিন্ন কাজে বাইরে যাতায়াত করতে করতে হঠাৎ করেই হেফনার তার প্রতি অসম্ভব আগ্রহী হয়ে ওঠে। সে তার সঙ্গে আরও গভীর সম্পর্ক গড়ে তুলতে চায়। তখন তার বয়স মাত্র চল্লিশ, যদিও বারবারা তার বড়মেয়ে ক্রিস্টির চেয়ে খুব বেশি বড় নয় (ক্রিস্টি বর্তমানে তার মা ও সৎপিতার সঙ্গে শিকাগোতে বসবাস করে)। অন্যান্য যুবতীদের তুলনায় বারবারা ছিল খুবই আলাদা। বিশেষ করে হেফনার তার বিচ্ছেদের পর যত যুবতীকে দেখেছে অন্তত তাদের ভেতরে তো বটেই। বারবারা বুদ্ধিমতী, উৎসাহী, সৃষ্টিশীল, প্রাণবন্ত এবং সামাজিকভাবে সমতা রক্ষাকারী। সে হচ্ছে সাক্রামেন্টোর বিখ্যাত ইহুদি পরিবারের সন্তান। তার পিতা একজন চিকিৎসক। হেফনারের সম্পদ, তার অবস্থান ও তার মেয়েবন্ধুদের ব্যাপারে বারবারা মোটেও ভীত ছিল না। যখন তারা বাইরে ডেটিং করার পরিকল্পনা করে, তখন সে হেফনারকে পীড়াপীড়ি করে তাকে তার অ্যাপার্টমেন্ট থেকে তার লিমোজিনে করে না নিয়ে যেতে। সে চায় নিজের গাড়ি চালিয়ে নির্দিষ্ট রেস্তোরাঁ অথবা পার্টিতে যেতে যেখানে হেফনার তার জন্য অপেক্ষা করবে। সে হেফনারের সঙ্গে কোনো রুমে একা হওয়ার ঘটনাও এড়িয়ে যায়। সে তার চেয়েও অধিক বয়সী কোনো পুরুষের কাছে কৌমার্য হারাতে চায় না। পরিচয়ের শুরুতেই সে হেফনারকে বলেছে, 'তুমি চমৎকার মানুষ, কিন্তু চল্লিশ বছরের বেশি বয়সী কোনো পুরুষের সঙ্গে আগে আমি অন্তরঙ্গভাবে কখনও সময় কাটাইনি।'

বারবারার সঙ্গে দেখা হওয়ার প্রথম কয়েক মাস হেফনারের অস্থিরতায় কাটে, বিশেষ করে লস এঞ্জেলেসে থাকার সময়, কিন্তু তা তার আচরণে প্রকাশ পায় না। সে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে থাকে। অবশেষে হেফনার ও তার কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে সে লাসভেগাসে যেতে রাজি হয়। এ্যাসপেনে গিয়ে স্কী করারও পরিকল্পনা করেছে তারা যেখানে তার ভাই কেইথ এর একটা বিশাল বাড়ি আছে এবং তার সঙ্গে এরকমই ব্যবস্থা হয়েছে বারবারা একটা আলাদা শোবার ঘর পাবে। হলিউডের সংবাদপত্রে তাদের একত্রে ভ্রমণের খবর ছাপা হয়, যা তার পিতামাতাকে আহত করে। সংবাদপত্রগুলি হেফনারের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে যে যৌনাকাঙ্ক্ষা উদ্রেক করে এরকম যুবতীর সঙ্গে সে অন্তরঙ্গ সময় কাটাচ্ছে, কারণ সে বয়সী নারীদের ভয় পায়, কারণ বয়সী নারীরা যৌনমিলনের সময় অধিক প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক আচরণ করে থাকে। এই অভিযোগের উত্তরে হেফনার বলে, 'যুবতী নারীর চেয়ে বয়সীরা কখনই যৌনমিলনের ক্ষেত্রে অধিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা গড়ে তুলতে পারে না এবং তা অপরিহার্যও নয়।' হেফনার অবশ্য তার প্রেমের জীবনে কখনও কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতা অনুসন্ধান করেনি। সে একজন সাংবাদিককে বলেছিল, 'আমি একজন নারী হিউ হেফনারকে খুঁজছি না। আমার জন্য রোমান্টিক সম্পর্ক হচ্ছে সমস্যা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে মুক্তি পাওয়ার একটা উপায়, কাজের ভেতরে আমি যার মুখোমুখি হই। এটা হচ্ছে মনস্তত্ত্ব ও আবেগের একটা দ্বীপ যেখানে পা পিছলে যাওয়া খুবই স্বাভাবিক।'

হেফনারের সঙ্গে অধিক সময় কাটানোর ফলে বারবারা তার বহু প্রকাশক ও অন্যান্য বন্ধুদের সঙ্গে পরিচিত হয়ে ওঠে, বিশেষ করে যারা 'শো বিজনেস'-এর সাথে জড়িত। সে ক্রমান্বয়ে হেফনারের জগতে আয়েশ বোধ করতে থাকে এবং সে এখন ব্যক্তিগতভাবে হেফনারের আহ্বানে সাড়া দেয়। সে দ্রুত রসিকতা করতে পারত কিন্তু কখনও কাউকে অবজ্ঞা করত না। হেফনারের অর্থ ও সম্পদ তার ওপর কোনো প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি, তার পুরুষসুলভ চঞ্চলতা ও অভিযানপ্রিয়তা তাকে হেফনারের সঙ্গে তার বয়সের পার্থক্য ভুলে যেতে সাহায্য করেছিল। ১৯৬৯ সালে শিকাগো ম্যানসন পরিদর্শনের সময় বারবারা শুধু প্রস্তুতই ছিল না, সে হেফনারের গোলাকৃতির বিছানায় শুয়ে যৌনমিলনের মাধ্যমে সম্পর্ককে পূর্ণাঙ্গ করার ব্যাপারে ছিল অধিক আগ্রহী এবং সে *প্লেবয়* এর প্রচ্ছদের জন্য পোজ দিতেও রাজি হয়। এসব ছবি বারবি বেনটন নামে ছাপা হয় এবং তা সারাদেশের পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করে। বারবি বেনটন-এর প্রতি হেফনার খুবই আকর্ষণ অনুভব করে। সে বরতে গেলে একেবারে মুগ্ধ হয়। তার স্বাস্থ্যকর আবেদনে হেফনারের চোখ ধাঁধিয়ে যায়। পাশাপাশি বারবারাও মেয়েলিপনায় উৎফুল্ল হয়ে ওঠে, বিশেষ করে যখন হেফনার তাকে কোনো সুন্দর জায়গায় নিয়ে যায় অথবা কোনো সুন্দর জিনিস উপহার দেয়। বারবারা উদ্বুদ্ধ হতে থাকে হেফনারের ভেতরে যেন তার জীবনের সীমাহীন সম্ভাবনাকে আবিষ্কার করার এটা একটা উদ্যোগ। সাঁতার কাটার ব্যাপারে অক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও হেফনার তার বন্ধু ও বারবারার সঙ্গে আকাপালকোতে যেতে রাজি হয়। কিন্তু সে সাঁতার কাটে না। মোটরচালিত নৌকায় চড়ে সে ঘুড়ি ওড়ায়।

বারবি বেনটনের কারণে হেফনার তার অধিক সময় লস এঞ্জেলেসে কাটাতে থাকে যা সে আগে কখনও করেনি। ১৯৭০ সালে দেড় মিলিয়ন ডলারের বিনিময়ে সে গথিক স্থাপত্য রীতির একটা সামন্ত ভবন কেনে বিশাল এক এস্টেটসহ। সানসেট বুলেভারড-এর কাছাকাছি এই ম্যানসনের সর্বময় কর্ত্রী হবে বারবি বেনটন। তারা দুজনে মিলে আলোচনা করে কীভাবে তিরিশটা কক্ষকে সজ্জিত করবে। ভবনে জমিদারের যে কাছারি ছিল সেটাকে তারা 'প্লেবয় ম্যানশন ওয়েস্ট' নামকরণ করে। বহু মাস ধরে স্থপতি ও রাজমিস্ত্রিরা মিলে সবকিছুরই নতুন করে আকৃতি দেয় ভবন সংলগ্ন সাড়ে পাঁচ একর জমিসহ। ভবনের পেছনে নির্মাণ করা হয় পাহাড়, লন, লেক এবং জলপ্রপাত। লেকে অতিথিরা ইচ্ছা করলে নগ্ন হয়ে স্নান করতে পারবে। লনের ভেতরে তৈরি করা হয় কিছু কৃত্রিম গুহা। তার চারপাশে লাগানো হয় রেডউড ও পাইন গাছ। আর লনের ভেতরে ঘুরে বেড়ায় হেফনারের সংগৃহীত নতুন বন্যপ্রাণীরা—কাঠবিড়াল, বানর, খরগোশ, ভালুকজাতীয় এক ধরনের প্রাণী কিন্তু হিংস্র নয় এবং ময়ুর। জলাশয়ে ভেসে বেড়াতে থাকে পাতিহাঁস ও রাজহাস। গড়ে তোলা হয় পাখিদের আবাসস্থল। আনাগোনা শুরু হয় শকুন, দীর্ঘ লেজবিশিষ্ট আমেরিকান তোতা পাখি এবং ফ্লেমিংগো (এক ধরনের জলচর পাখি, যা মাঝে মাঝে গাছের ডালেও বসবাস করে)। আরো গড়ে তোলা হয় একটা গ্রিনহাউস। এটা মূলত একটা বাগান, যেখানে লাগানো হয় দুষ্পাপ্য ফল ও ফুলের গাছ। আতিথিদের জন্য নির্মাণ

করা হয় আসবাবপত্রসহ বিলাসবহুল কটেজ। তৈরি করা হয় গেম হাউস, যেখানে বিভিন্ন খেলাধুলার ব্যবস্থা থাকবে। আরও তৈরি করা হয় আয়নাযুক্ত সিলিংসহ ছোট ছোট ব্যক্তিগত বেডরুম, টেনিস কোর্ট এবং উন্মুক্ত একটা খাবার জায়গা, যেখানে লাঞ্চ ও ডিনার পরিবেশন করা যাবে।

এই এস্টেটের বাইরের যে-কোনো জায়গা থেকে ম্যানসনটা পরিষ্কার দেখা যেত। দেখা যেত উঁচু উঁচু গাছ। তার মাঝখানে দুর্গের মতো একটা অবকাঠামো। ছাদের ওপর একটা বিশাল টাওয়ার এবং তার ওপরে চিমনি বসানো— পনর শতকের ইংরেজ সামন্ত প্রভুদের শাসনামলের কথাই মনে করিয়ে দেয়। ম্যানসনের প্রধান প্রবেশপথে মার্বেল পাথরের একটা ঝর্ণা তৈরি করা হয়েছে। এই ঝর্ণার পানি বেরিয়ে আসছে একটা সিংহের মুখ দিয়ে যার পিঠের ওপর বসে আছে ডানাযুক্ত একটা নিষ্পাপ শিশু। ঝর্ণা পেরিয়ে গেলে ওক কাঠের একটা বিশাল দরজা। এই দরজা দিয়েই অতিথিরা প্রবেশ করে একটা হলরুমে, যার মেঝে মার্বেল পাথরে তৈরি। এই হলরুমের ডানদিকে একটা বিশাল ডাইনিং রুম। পালিশ-করা কাঠের টেবিলকে ঘিরে আছে নীল ভেলভেটের গদিমোড়া বারটি চেয়ার। বামদিকে বড়সড় একটা লিভিংরুম। সেখানে রয়েছে সোফাসেট, অনেকগুলি চেয়ার এবং একদিকে একটা পিয়ানো। এই ঘরের চেয়ারগুলি দখল হয়ে যায় সেইদিন, যেদিন এই রুমকে হেফনার সিনেমার স্টুডিওতে পরিণত করে। ম্যানশনের ভেতরে রয়েছে একটা মাস্টার বেডরুম। এটা ব্যবহার করে বারবি বেনটন, যখন সে হেফনারের সঙ্গে এখানে আসে।

লস এঞ্জেলেসের ম্যানশন শিকাগোর ম্যানসনের মতোই বিশাল ছিল। এখানে দিনে ও রাতে সবসময়ই রান্নাঘর চালু থাকত। কখন দিন হত বা রাত হত সে ব্যাপারে হেফনারের কোনো মাথাব্যাথা ছিল না। দ্রুত পার্টির আয়োজন করতে হলে সে দায়িত্ব পালন করত হেফনারের সেক্রেটারি। লস এঞ্জেলেসে তার আগমনকে সবসময়ই স্বাগত জানাত ম্যানসনের কর্মকর্তারা। ১৯৭১ সালে প্রথম তার ব্যক্তিগত পার্টি এখানে অনুষ্ঠিত হয়। ম্যানসনের বাইরে গড়ে তোলা পাহাড়ের পাদদেশের বিদ্যুতায়িত গেট খুলে দেওয়া হলে শুরু হয় রোলস রয়েস, জাগুয়ার, মার্সিডিজ বেঞ্চসহ অসংখ্য গাড়ির মিছিল। এসব গাড়িতে করে আসতে থাকে সিনেমার প্রযোজক, পরিচালক, চিত্রতারকা ও মডেলরা। হেফনার প্রত্যেককে স্বাগত জানায়।

ভালোবাসার নিদর্শন হিসেবে হেফনার বারবি বেন্টনকে গাড়ি, দামি অলঙ্কার ও চমৎকার পোশাক উপহার দিত। একবার সে এক ভাস্করকে দিয়ে নারীর স্তন তৈরি করিয়ে তাকে উপহার দেয়, যা ছিল হেফনারের কাছে বারবি'র প্রাণচঞ্চল স্পর্শকাতরতা ও তার পিনোন্নত দৃঢ় স্তনের প্রতীক। যখন হেফনার লস এঞ্জেলেসে থাকত না তখন সে বারবি-কে প্রতিদিন টেলিফোন করত বিমান থেকে, নয়তো তার লিমোজিন থেকে কিংবা শিকাগো ম্যানসনের বিছানা থেকে। সে বলত, সে তাকে ভালোবাসে, যা প্রকৃতই সত্য ছিল। কিন্তু বিচ্ছেদের সময় সে তা স্বীকার করেনি। তখন সে প্রায়ই শিকাগো ম্যানসনের বিছানা ভাগাভাগি করছে নতুন নতুন মডেলদের সঙ্গে, যারা অস্থায়ীভাবে শিকাগো ম্যানশনে বসবাস করছে প্লেবয় ক্লাবের ওয়েট্রেস হিসেবে প্রশিক্ষণ নেওয়ার

জন্য অথবা প্লেবয় ভবনের ফটো স্টুডিওতে যার ছবি তোলা হচ্ছে কিন্তু এখনও সে পরীক্ষায় উৎরাতে পারেনি।

হেফনারের বয়স তখন পঁয়তাল্লিশ এবং পত্রিকা প্রকাশের পর থেকে এ পর্যন্ত প্রায় কয়েকশত সুন্দরী নারীর সঙ্গে সে মিশেছে, উপভোগ করেছে নারীর সঙ্গ, উপভোগ করেছে নারীর যোনি এবং সম্ভবত সাম্প্রতিক বছরগুলিতে এই উপভোগের মাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে। গত কয়েক বছরে প্রতি মাসে হেফনার একজন নতুন নারীকে উপভোগ করেছে যা তার জন্য একটা অভিনব অভিজ্ঞতা তার সব সময়ই মনে হত সে এই প্রথম কোনো নারীকে ন্যাংটো করছে, নাংটো মেয়েমানুষ দেখছে এই প্রথম, উল্লাসের সঙ্গে পুনরায় আবিষ্কার করছে নারীর শরীর, শ্বাসরুদ্ধকর আনন্দের সঙ্গে খুলে ফেলছে নারীর প্যান্টি এবং সঙ্গে সঙ্গে মৃদু কম্পন তুলে বেরিয়ে পড়ছে মসৃণ চকচকে পাছা। সে ছিল এমন একজন যৌনাসক্ত ব্যক্তি যে সবসময় অতৃপ্ত থাকে।

হেফনার বিশ্বাস করত তার অতৃপ্ত যৌনাকাঙ্ক্ষাই তার যাবতীয় সৃষ্টিশীলতা ও ব্যবসায়িক সফলতার উৎস। সম্ভবত তার এই অতৃপ্তিই তাকে অন্য মানুষ থেকে আলাদা করেছে। বয়স হেফনারের ওপর তেমন কোনো প্রভাব ফেলেনি। চল্লিশেও সে সুখী ছিল,যেমন সুখী ছিল তিরিশে এবং কোনো সন্দেহ নেই যে তার পঞ্চাশেও সে অধিক পরিপূর্ণতার ভেতরে জীবনযাপন করবে। কারণ সে তার নিজের জন্য যে ব্যক্তিগত স্বর্গ তৈরি করেছিল, যেখানে ছিল অসংখ্য যুবতী নারীর ভালোবাসা এবং প্রচুর সম্পদ।

গ্রীষ্মকাল শুরু হয়েছে। ১৯৭১ সাল। হিউ হেফনার তখন শিকাগোতে, বারবি বেন্টনের কাছ থেকে কয়েকশত মাইল দূরে। এসময় সে টেক্সাসের সবুজ চোখের স্বর্ণকেশী ক্যারেন ক্রিস্টিকে দেখে মুগ্ধ হয়। ক্যারেনের ছিল বিশাল, দৃঢ় ও আকর্ষণীয় স্তন এবং তার কোঁকড়ানো সোনালি চুল কাঁধ ছড়িয়ে নেমে গেছে পিঠের মাঝ বরাবর। ক্যারেন আবিষ্কৃত হয় ডাল্লাসে মডেল সংগ্রহের সময়, এই সংগ্রহ কর্মকাণ্ড পরিচালনা করত হেফনারের একজন সহকারী, নাম জন দান্তে। সে প্রায়ই এক শহর থেকে অন্য শহরে ভ্রমণ করে বেড়াত এবং সাক্ষাৎকার গ্রহণ করতে সেইসব নারীর, যারা স্থানীয় পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেখে প্লেবয় ক্লাবে কাজ করার আগ্রহ নিয়ে এসেছে। উল্লেখ্য, সারাদেশে প্রায় ১৫টি প্লেবয় ক্লাব ছিল। ডাল্লাসের 'স্ট্যাটলার-হিলটন' হোটেলে ক্যারেনের সঙ্গে আরো জড়ো হয়েছে প্রায় দুইশত প্রার্থী, জন দান্তে ও *প্লেবয়ের* অন্যান্য প্রতিনিধির সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এবং বিকিনি পরে পোজ দিতে। নির্দিষ্ট সময়ে ক্যারেনকে দেওয়া হয় শিকাগো যাওয়ার বিমানের টিকিট এবং আমন্ত্রণ জানানো হয় ম্যানসন থেকে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করার পর মিয়ামির প্লেবয় ক্লাবে কাজ করার জন্য।

এভাবে তাকে গ্রহণ করার কারণে ক্যারেন খুবই উৎফুল্ল হয়। কারণ পূর্ব টেক্সাসের বাইরে সে কখনও যায়নি। সে তার যৌবনের অধিকাংশ সময় কাটিয়েছে অ্যাবিলেনের গ্রামীণ পরিবেশে এবং এমন একটা পরিবারে যারা ভালো সংবাদ পেতে অভ্যস্ত নয়। ক্যারেনের বয়স যখন তিন বছর তখন তার মা মারা যায় কিডনির অসুখে। তার বাবা আবার বিয়ে করে, কিন্তু সেই অসুখী সম্পর্কের সমাপ্তি ঘটে বিচ্ছেদের ভেতর দিয়ে। ক্যারেনের বয়স তখন নয় বছর এবং চার বছর পর তার বাবার মৃত্যু হয় শিকার করতে

গিয়ে এক দুর্ঘটনায়। তারপর ক্যারেন ও তার ছোটবোন লালিতপালিত হতে থাকে কখনো চাচার বাড়িতে কখনো মামার বাড়িতে অথবা পিতামহের বাড়িতে। ক্যারেন এতিম হিসেবে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে অনুদান পেত। সে সামান্য কিছু সঞ্চয় করেছিল স্কুলের পর কাজ করে এবং এ্যাবিলেনের কুপার স্কুল থেকে স্নাতক ডিগ্রি নেয়ার পর যে ক্যাবল প্রতিষ্ঠানে সে সার্বক্ষণিকভাবে সেক্রেটারির কাজ করত সেখানকার আয় থেকে। কিন্তু এই জমানো অর্থও যথেষ্ট ছিল না বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়া চালিয়ে যাওয়ার জন্য। ফলে দ্বিতীয় বর্ষে ওঠার কিছুদিনের ভেতরেই সে নর্থ টেক্সাস স্টেট ইউনিভারসিটি থেকে ঝরে পড়তে বাধ্য হয়।

যাহোক যখন তার বয়স উনিশ তখন সে স্থানীয় সংবাদপত্রে *প্লেবয়* পত্রিকার বিজ্ঞাপন দেখে এবং পরবর্তীতে এই সিদ্ধান্তে আসে যে একটা অফিসে সেক্রেটারি হিসেবে কাজ করে সে যে-অর্থ আয় করে ওয়েট্রেস-এর চাকরি করে সে তার চেয়ে অনেক বেশি অর্থ আয় করতে পারবে এবং কাজটাও অধিক আকর্ষণীয়। সে তার স্যুটকেসে কাপড়চোপড় গুছিয়ে নিয়ে ১৯৭১ সালের মে মাসে শিকাগো বিমানবন্দরে গিয়ে নামে। তারপর ট্যাক্সিতে করে গিয়ে উপস্থিত হয় হেফনারের নর্থ স্টেট পার্কওয়ের বাড়িতে। নিরাপত্তা রক্ষীরা তার পরিচয় যাচাই করার পর একজন পরিচালক তাকে পঞ্চম তলায় মার্বেল পাথরে নির্মিত একটা হলঘরে নিয়ে যায়। তারপর তাকে নিয়ে যাওয়া হয় 'বানিদের' ডরমিটরিতে। উল্লেখ্য, 'বানি' শব্দের অর্থ হচ্ছে 'খরগোশ।' হেফনার প্লেবয়ের জন্য সংগ্রহকৃত মডেলদেরকে আদর করে খরগোশ বলত। সে বলত 'প্লেবয় বানিস' অর্থাৎ প্লেবয়ের খরগোশগুলি।

দরজার কাছে পৌঁছেই ক্যারেন শুনতে পেল জল পড়ার শব্দ, সেইসঙ্গে উচ্চহাসি। আরও কানে এল হেয়ার ড্রায়ারের শব্দ এবং রেডিওতে বাজতে থাকা গান। হলের ভেতরে যখন সে দাঁড়িয়ে ছিল তখনই কয়েকজন নগ্ন যুবতীকে রুমের ভেতরে ঢুকতে ও বেরুতে দেখেছে। সম্ভবত তারা ক্লাবে যাবার প্রস্তুতি নিচ্ছে। ক্যারেন বিস্মিত এবং একই সঙ্গে বিব্রত বোধ করতে থাকে তাদের চূড়ান্ত আনুষ্ঠানিকতায়। সে রুমে প্রবেশ করার সময়ই অত্যন্ত সচেতন হয়ে যায়। নিজের জন্য নির্ধারিত ঘরে প্রবেশ করার সময় সে দেখতে পায় আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে এক নগ্ন স্বর্ণকেশী চুল আঁচড়াচ্ছে এবং কাছেই অন্য এক স্বর্ণকেশী নগ্ন অবস্থায় বসে নখ পরিষ্কার করছে নেইলপোলিশ লাগানোর জন্য। ক্যারেন নিজের পরিচয় দিল। অন্য দুজনও খুবই বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করল তার সাথে এবং অত্যন্ত ধৈর্যের সঙ্গে তার প্রতিটি প্রশ্নের জবাব দিল সেই কাজ প্রসঙ্গে যা সে কাল থেকে শুরু করবে। ক্যারেন বুঝতে পারল কথা বলতে বলতে তারা তার শরীর জরিপ করছে এবং প্রশংসা করছে শরীরের বিভিন্ন অংশের, যদিও তার শরীর পোশাকে ঢাকা। যাহোক ক্যারেন তার ব্লাউজ খুলে ফেলে, কিন্তু ব্রেশিয়ার খোলে না। নগ্ন নারীদের একজন মৃদু হেসে বলল, 'আমরা এখানে ওগুলি পরি না।' ক্যারেনও মৃদু হাসল কিন্তু ব্রেশিয়ার না-খুলেই সে তার স্যুটকেস খালি করতে শুরু করল। মেয়েগুলি কাজে চলে যাওয়ার পর ডরমিটরি খালি হয়ে গেলে সে তার কাপড় খুলে ফেলে এবং স্নানঘরে প্রবেশ করে।

স্নান করার পর নিজেকে পরিচ্ছন্ন মনে হয় ক্যারেনের। সে নতুন পোশাক পরে যা

সে ডাল্লাস থেকে কিনেছিল এবং তারপর সে ডারমিটরি থেকে বেরিয়ে পড়ে এবং ঘুরতে ঘুরতে ষাট ফুট লম্বা একটা লিভিংরুমের ভেতরে এসে উপস্থিত হয় যার মেঝে কাঠের এবং সিলিং বিশ ফুট উঁচু। এই বিশাল কক্ষের এককোনায় মার্বেল পাথরে তৈরি একটা ফায়ারপ্লেস, অন্যপ্রান্তে একটা স্তম্ভের ওপর খাড়া হয়ে আছে মধ্যযুগের একটা বিশাল বর্ম এবং এই দু'য়ের মাঝখানে রয়েছে অ্যান্টিক ও আধুনিক আসবাবপত্রের মিশ্রণ। একটা টেবিলে একদল যুবতী ও কয়েকজন বয়স্ক পুরুষ বসে কথাবার্তা বলছে। এদের ভেতরে হেফনার ছিল না, তবে ক্যারেন সেই লোকটিকে চিনতে পারে যার সঙ্গে তার ডাল্লাসে দেখা হয়েছিল। লোকটা হচ্ছে জন দান্তে। দান্তে তাকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে চেয়ার ছেড়ে উঠে এল তাকে অভ্যর্থনা জানাতে। দান্তের বয়স চল্লিশের বেশি হবে না। সে কথা বলে কোমল স্বরে। ক্যারেনের দিকে হাত বাড়িয়ে দেয় দান্তে এবং জিজ্ঞাসা করে সে কিছু খেতে অথবা পান করতে চায় কি না। দ্রুত সে দেখতে পেল দুজন পরিচারক তার দুপাশে দাঁড়িয়ে আছে। তার যে-কোনো অনুরোধ রক্ষা করতে তারা প্রস্তুত।

টেবিলে বসে থাকা অন্যান্যদের সঙ্গে দান্তে তাকে পরিচয় করিয়ে দেয়। কয়েক মুহূর্ত সবাই চুপচাপ থাকে। তারপর আবার তারা পরস্পরের সঙ্গে রসিকতা করতে শুরু করে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে। এমন সময় একজন আকর্ষণীয় রমণী তাদের দলে যোগ দেয়। তার বয়স প্রায় তিরিশ, দেহসৌষ্ঠব অপূর্ব, বড় বড় চোখ, আচার-আচরণে অভিজাত্য লক্ষণীয়। তার নাম ববি আর্নস্টেইন। পরবর্তীতে ক্যারেন জেনেছে মিস আর্নস্টেইন হচ্ছে হেফনারের প্রাইভেট সেক্রেটারি এবং বিশ্বস্ত। অন্যান্য দায়িত্বের ভেতরে সে হেফনারের অতিথিদের আপ্যায়নের দায়িত্বও পালন করে থাকে, প্লেবয় পত্রিকার সভা আয়োজন করে এবং ক্রিস্টমাস ও জন্মদিনের উপহার কেনে হেফনারের পিতা-মাতা ও সন্তানদের জন্য। কয়েক বছর আগে সে হেফনারের সঙ্গে প্রেমে জড়িয়ে পড়ে। এই সম্পর্ক একসময় গভীর ও বিশেষ বন্ধুত্বে পরিণত হয়। বর্তমানে হেফনারের মতোই সে প্রেমিক হিসেবে বিছানায় তার চেয়ে কমবয়সী পুরুষদেরকে আমন্ত্রণ জানায়। মিস আর্নস্টেইনের সঙ্গে ক্যারেনের পরিচয় হয়। ক্যারেন এতগুলি অপরিচিত মানুষের মাঝখানে বসে সামান্য অস্বস্তিবোধ করতে থাকে। তারপর দান্তে তাকে পুরো ম্যানসন ঘুরিয়ে দেখানোর প্রস্তাবে সে হাঁফ ছেড়ে বাঁচে।

পরবর্তী আধাঘণ্টা দান্তেকে অনুসরণ করে ক্যারেন একটা গোপন করিডোর দিয়ে। হেফনার এই ভবনের ইতিহাস দান্তেকে বলেছিল এবং সে তা ক্যারেনকে বলে যেতে থাকে। শিকাগোর এক শিল্পপতি প্রায় এক শতাব্দী আগে এই বিশাল ভবন নির্মাণ করেছিল। এই বাড়িতে তার আতিথ্য গ্রহণ করেছিল থিওডর রুজভেল্ট এবং এডমিরাল পিয়েরি। হেফনার ১৯৬০ সালে অর্ধ মিলিয়ন ডলার দিয়ে এটা কেনার আগে পর্যন্ত এটা খালি পড়েছিল, ধূলো জমেছিল অনেকগুলি বছর ধরে এবং এটা কেনার পর হেফনার আরও অর্ধমিলিয়ন ডলার ব্যয় করে এই ভবনকে আরও আধুনিক করে তোলে। যেমন সরুপথ, কুঞ্জবন, সুইমিং পুল, ব্যক্তিগত অ্যাপার্টমেন্ট এবং সেখানে যাবতীয় আরাম-আয়েশ ও সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা। তবে ঘরের আসবাবপত্রগুলি তার পছন্দের ডিজাইনে তৈরি করা হয়েছে। ক্যারেন হেফনারের অ্যাপাটমেন্ট দেখতে চাইলে প্রথমে সে কিছুটা

দ্বিধান্বিত হয় এবং ব্যাখ্যা করে সে আজ সকালেই লস এঞ্জেলেস থেকে শিকাগোতে এসে পৌঁছেছে এবং সম্ভবত সে ঘুমুচ্ছে। কিন্তু কয়েক মিনিটের ভেতরে দান্তে তার ঘর থেকে ঘুরে এসে বলে হেফনার জেগে আছে এবং সে তার সঙ্গে দেখা করতে আগ্রহী। দান্তে তাকে একটা সাদা কার্পেটে ঢাকা কক্ষের ভেতরে নিয়ে গেল যেখানে একটা গোলাকৃতির বিছানা পুরো ঘরের ওপর কর্তৃত্ব করছে এবং সেই বিছানার ওপর বসে হ্যামবার্গার খাচ্ছে হেফনার, চুমুক দিচ্ছে পেপসিকোলায় এবং মনোযোগ দিয়ে দেখছে প্লেবয়ের প্রুফ।

ক্যারেনকে দেখে অতিরঞ্জিত হাসিতে ভরে উঠল হেফনারের মুখমণ্ডল। সে প্রায় লাফিয়ে নামল বিছানা থেকে ক্যারেনকে অভ্যর্থনা জানাতে। পরবর্তী দশ মিনিট কথা বলল উল্লাসমুখর ভঙ্গিতে। জিজ্ঞাসা করল তার অতীত সম্পর্কে এবং আরও জিজ্ঞাসা করল ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কী। হেফনার ঘুরে ঘুরে ক্যারেনকে তার পুরো অ্যাপার্টমেন্ট দেখাতে লাগল। দেখাল সে তার বিলাসবহুল গ্রন্থাগার, বিশাল টাবসহ স্নানঘর, যেখানে অন্তত এক ডজন মানুষ একসঙ্গে স্নান করতে পারবে। আরও দেখাল বহু বোতাম যা টিপলে তার ঘূর্ণায়মান বিছানাটা মুহূর্তেই সচল হয়ে ওঠে। প্রায় ১৫,০০০ ডলার খরচ করে হেফনার এটা তৈরি করেছে। বিছানার কাছেই একটা টেলিভিশন ক্যামেরা রয়েছে। পাশের দেয়ালে লাগানো পর্দায় প্রায়ই হেফনারের যৌনমিলনের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড প্রদর্শিত হয় এবং তা হেফনারকে সবসময়ই উত্তেজিত করে তোলে, কিন্তু ক্যারেনকে সে তা বলল না, কৌশলে সে এসব সম্পর্কে কিছু বলার বিষয়টি এড়িয়ে যায়।

ক্যারেন চলে যাওয়ার আগে হেফনার জানায় আজ সন্ধ্যায় সে স্নুকার খেলবে অভিনেতা হিউ ও ব্রায়ান ও অন্যান্য কিছু অতিথির সঙ্গে। সে খুবই আনন্দিত হবে যদি ক্যারেন সেখানে উপস্থিত থাকে। ক্যারেন মাথা নেড়ে জবাব দেয়, সে থাকবে। ডরমিটরিতে ফিরে এসে বিশ্রাম নিতে নিতে সে বিস্মিত হয় হেফনারের উপস্থিতিতে সে কী পরিমাণ স্বস্তিবোধ করেছে। ক্যারেন তাকে এক বছর আগে কলেজ ডরমিটরিতে থাকার সময় জনি কারসনের এক টেলিভিশন শোতে দেখেছিল। তখন তার মনে হয়েছিল তার আচার-আচরণ কৃত্রিম এবং অনিচ্ছাকৃত। কিন্তু এখন সে দেখল, লোকটা মুক্তমনের মানুষ, বিনয়ী এবং খুবই আকর্ষণীয়। তার মধ্যে ক্যারেন বয়োসন্ধিকালের যত্নহীনতার লক্ষণও খুঁজে পায়। সে লক্ষ করে তার ঘরের মেঝেতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে ছেঁড়া কাগজপত্র ও পুরোনো পত্রিকা, জামাকাপড় এলোমেলোভাবে পড়ে আছে চেয়ার ও সোফার ওপর, ক্যালিফোর্নিয়া থেকে ফিরে আসার পর স্যুটকেসটা খোলা হয়েছে, কিন্তু তা খালি করে জিনিসপত্র গোছানো হয়নি। প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা এই বাড়িতে অসংখ্য চাকর-বাকর থাকার পরও ক্যারেন বুঝতে পারে লোকটার সেবাযত্ন প্রয়োজন।

স্নুকার খেলা শুরু হয়েছে। হেফনার এবং তার অতিথিরা খেলায় ব্যস্ত। ক্যারেন অবশ্য খুবই সচেতন যে সে এখন হেফনারের মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু। সে প্রায়ই তার দিকে তাকিয়ে হাসছে। ক্যারেনও তার হাসির উত্তর দেয়। হেফনার খেলতে খেলতে অন্যদের সঙ্গে বিভিন্ন রসিকতায় মেতে ওঠে। সে চায় সবাই তাকে লক্ষ করুক। ক্যারেন বেশ উপভোগ করে। আস্তে আস্তে সেখানে আরও অনেক আকর্ষণীয় নারী এসে জড়ো হয়। খেলা ও আড্ডা দুটোই চলতে থাকে।

মধ্যরাতের পর খাবার পরিবেশন করা হয় এবং হেফনারের অতিথিরা খেলতে খেলতেই খাওয়ার কাজ সারতে থাকে। খাওয়া শেষ হওয়ার পর অতিথিদের অনেকেই আন্ডারওয়াটার বারে চলে যায় মদ্যপান করতে, সাঁতার কাটতে এবং গল্পগুজব করতে। হেফনার কাছাকাছি অবস্থান করে ক্যারেনের অর্থাৎ সে একা হতে চায় ক্যারেনকে নিয়ে। শেষপর্যন্ত রাত একটার পর তারা একা হয় এবং তিন ঘণ্টা তারা সেখানে বসেছিল একত্রে একটা ছোট টেবিলকে ঘিরে, যার তলা দিয়ে নীল আলো ঘরের ভেতরে ছড়িয়ে পড়েছে। হেফনার খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে অনেক কিছুই জানতে চায় ক্যারেনের কাছে। জানতে চায় তার অতীত, তার স্কুলজীবন, বন্ধুবান্ধব, তার জীবন এবং তার পরিবারে সম্পর্কে। হেফনার ক্রমাগতই তাকে প্রশ্ন করে যায়, তবে এক্ষেত্রে সে সম্পাদকের তথাকথিত পেশাগত ভঙ্গিতে আবির্ভূত হয় না। সে অন্তরঙ্গভাবে সবকিছু জানতে চায়, শুনতে চায় তার কাছ থেকে সেইসব যা অন্য কেউ এত সময় নিয়ে শোনেনি এবং তাকে কোনোরকম বাধা না দিয়ে দীর্ঘ সময় ধরে সে তা শোনে, উৎসাহিত করে তাকে নিজের চিন্তা-ভাবনা ঠিকমতো গুছিয়ে নিতে। ক্যারেনও মনোযোগ দিয়ে শোনে হেফনারের অতীত, তার বিয়ে ও বিচ্ছেদের ঘটনা, সন্তানদের জন্য তার আকাঙ্ক্ষা এবং লস এঞ্জেলেসে বারবি বেন্টনের সঙ্গে তার সাম্প্রতিক প্রেমের ঘটনা। বারবি বেন্টন-কে চিনতে পারে ক্যারেন। জনি কারসন-এর শো-তে হেফনারের সঙ্গে তাকে দেখেছিল। ক্যারেনের মনে হয় হেফনার তার কৌমার্যব্রত নষ্ট করেছে বারবি বেন্টন অথবা অন্য কোনো নারীর সঙ্গে যৌনকর্ম করে।

তারপর প্রায় একবছর ক্যারেন দেখেছে তার বাড়িতে হেফনারের জীবনযাপন। নিজেকে ক্যারেন বিয়ের জন্য যোগ্য পাত্রী বলে মনে করত না। এর অর্থ এই নয় যে সে হীনমন্যতার ভুগত। হেফনার একজন বৃদ্ধ ও ব্যস্ত ব্যাবসায়ী। তারপরও সে তার যৌবনকে কি অদ্ভুতভাবে ধরে রেখেছে। ক্যারেন দেখত লোকটা কী পরিমাণ প্রানবন্ত ও কৌতুকপ্রিয়।

সময় পেরিয়ে যেতে থাকে। ক্যারেন সবসময় সচেতন থাকে নিজের আনন্দ ও হেফনার কী পছন্দ করে সে-সম্পর্কে। একদিন হেফনার তাকে আমন্ত্রণ জানায় তার অ্যাপার্টমেন্টে একটা ছবি দেখার। ক্যারেন রাজি হয়ে যায়। তারপর হেফনার তাকে তার সঙ্গে রাত কাটানোর প্রস্তাব দিলে সে সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে যায়।

প্রথমদিন যৌনমিলন উপভোগ করে তারা এতটাই আনন্দ অনুভব করে যে, দুজন একত্রে থাকে পরদিন ও তার পরের রাত পর্যন্ত। এভাবে যৌনমিলন উপভোগ করতে করতে তাদের পুরো সপ্তাহই পার হয়ে যায়। শুধু এই আনন্দে ছেদ পড়ে যখন হেফনারের ব্যবসা-সংক্রান্ত সভা থাকে কিংবা ক্যারেন প্লেবয় ক্লাবে যায় কয়েক ঘণ্টার জন্য প্রশিক্ষণ নিতে। কিন্তু একদিন কাজে যাবার জন্য সে পোশাক পরছে এমন সময় হেফনার বলে, সে যদি কাজটা ছেড়ে দেয় তাহলে রাতে দুজনে বেশি সময় একসঙ্গে কাটানো যাবে। সে ক্যারেনকে নিশ্চিত করে যে বেতন নিয়ে তাকে মোটেও চিন্তা করতে হবে না। সে তাকে আরও পরামর্শ দেয় *প্লেবয়* পত্রিকার মডেল হিসেবে সে অনেক বেশি অর্থ আয় করতে পারবে। ক্যারেন যখন প্লেবয়ের জন্য পোজ দিতে রাজি হয়, হেফনার

তখন তার ফটো সম্পাদককে নির্দেশ দেয় ক্যারেনের পরীক্ষামূলক ছবি তোলার ব্যাবস্থা করার জন্য এবং ছবি তোলার কয়েকদিন পর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় *প্লেবয়* পত্রিকায় ১৯৭১ সালের ডিসেম্বর সংখ্যার ভেতরের পাতায় ক্যারেনের ছবি ছাপা হবে। এই ছবির জন্য ক্যারেনকে ৫,০০০ ডলার পারিশ্রমিক দেওয়া হয়।

ক্যারেন হঠাৎ করেই হেফনারের প্রেমিকাতে পরিণত হওয়ায় ডরমেটরিতে বসবাসরত যুবতীরা বিস্মিত ও ঈর্ষান্বিত হয়ে ওঠে, কিন্তু তারা—এটা ভালো করেই উপলব্ধি করে যে হেফনার তার ব্যাপারে খুবই আগ্রহী। ফলে তারা ক্যারেনকে অপছন্দ করতে পারে না। বর্তমানে ক্যারেন লিমোজিনে চড়ে ঘুরে বেড়ায়, শিকাগোর দোকান থেকে পোশাক কেনে। টেক্সাস থেকে যখন সে এসেছিল তখন সে কেবলই একজন গ্রামের মেয়ে। সে এখন প্রায়ই খালিপায়ে শর্টস ও একটা টিশার্ট পরে পুরো ম্যানসনে ঘুরে বেড়ায়। সে তার দিন কাটায় টেলিভিশন দেখে। তার সবচেয়ে প্রিয় অনুষ্ঠান হল 'এ্যানাদর ওয়ার্ল্ড' যা সে দেখতে শুরু করেছে চৌদ্দ বছর বয়স থেকে যখন সে তার মাতামহীর সঙ্গে খামারবাড়িতে থাকত। কখনও বিকেলবেলা হেফনারের সঙ্গে তার বিছানায় সময় কাটানোর কারণে সে অনুষ্ঠানটা দেখতে পারত না, কিন্তু সে জানত তার সুবিধামতো সময়ে সে এটা দেখতে পারবে। কারণ হেফনার তার বাড়ির প্রকৌশলীকে নির্দেশ দিয়েছে এই অনুষ্ঠানের প্রতিটি পর্ব রেকর্ড করে রাখতে।

হেফনার যখন শিকাগোর উদ্দেশে লস এঞ্জেলেস পরিত্যাগ করে যেত, তখন ক্যারেন কোনো ধরনের বিরক্তি প্রকাশ করত না বারবির প্রতি। এভাবেই অনেকগুলি মাস কেটে যায় এবং ক্যারেনও আবেগজনিত কারণে হেফনারের সঙ্গে আরও গভীরভাবে জড়িয়ে পড়ে। সে ক্রমবর্ধমান নিঃসঙ্গতা অনুভব করতে শুরু করে এবং সে একা একা এই ভেবে বিস্মিত হয় যদি কোনোকিছু ঘটে, যদিও বারবি তার সম্পর্কে জানত। প্রতিদিন হেফনার তাকে টেলিফোন করত যখন ক্যালিফোর্নিয়া যেত এবং যে উপহার সে তাকে পাঠাত তাতেই ক্যারেন নিশ্চিত হত যে হেফনার তাকে ভালোবাসে। একত্রে বসবাসের প্রথম মাসে হেফনার তাকে একটা হীরার ঘড়ি উপহার দেয়, যাতে খোদাই করা হয়েছে, 'ভালোবাসার সঙ্গে'। ক্রিস্টমাস উপলক্ষে উপহার হিসেবে ১৯৭১ সালে দেয়, লম্বা সাদা একটা মিঙ্ক কোট, ১৯৭২ সালের মার্চ মাসে ক্যারেনের ২১তম জন্মদিনে উপহার দেয় টিফানি'র পাঁচ ক্যারেটের হীরার আংটি। সে ক্যারেনকে আরো উপহার দেয় একটা পান্নাখচিত আংটি, একটা সিলভার ফক্স জ্যাকেট, মাতিসের একটা পেন্টিং, একটা পারস্যের বিড়াল, প্লেবয়ের প্রচ্ছদের একটা ধাতব রিপ্রোডাকশন যেখানে তাকে চিত্রিত করা হয়েছে এবং ১৯৭২ সালের ক্রিস্টমাসে উপহার হিসেবে হেফনারের কাছ থেকে সে পায় সাদা রঙের একটা মার্ক ৫ লিনকন গাড়ি।

মডেলিং করে এবং প্লেবয় পত্রিকা থেকে যে-পরিমাণ অর্থ ক্যারেন আয় করত তা তার জন্য যথেষ্ট ছিল। সে একজন ভাস্করকে দিয়ে মিয়ামিতে অবস্থিত প্লেবয় প্লাজা হোটেলের একটা ক্ষুদ্রাকৃতির প্রতিমূর্তি তৈরি করায়। আরও তৈরি করায় একটা জুয়ার বোর্ড ও বোর্ডের চারপাশে বসে থাকা ছয়জনের প্রতিমূর্তি। এরা হল হেফনার, ক্যারেন, ববি আর্নস্টেইন, জন দান্তে এবং হেফনারের দুজন পুরোনো বন্ধু এবং ম্যানসনের

বাসিন্দা। এদের একজন হল *শিকাগো ট্রিবিউন* পত্রিকার চলচ্চিত্র সমালোচক জেনি সিসকেল এবং শিশুসাহিত্যিক ও কার্টুনিস্ট শেল সিলভার স্টেইন। ক্যারেন শিকাগোর একজন চিত্রকরকে দিয়েও হেফনারের একটা ত্রিমাত্রিক (থ্রি ডাইমেনশনাল) প্রতিকৃতি আঁকায়— একটা বিশাল তৈলচিত্র। ছবিতে দেখা যাচ্ছে হেফনার সিল্কের পোশাক পরে একটা চেয়ারে বসে আছে এবং পাইপে ধূমপান করছে। তার মাথার ওপর তৈরি হয়েছে একটা ধোঁয়ার মেঘ এবং সেই ধোঁয়ার মেঘের ভেতরে নগ্ন ক্যারেনের একটা ছোট্ট ছবি। উপহার হিসেবে যখন সে হেফনারকে ছবিটা দেয় তখন সে নিজের ছবিটা তাকে চিনিয়ে দেয়।

কিন্তু ১৯৭২ সাল ও ১৯৭৩ সালের পুরো সময়টাতে শিকাগোতে প্রতি সপ্তাহ শেষে তাদের পুনর্মিলনী হত। হেফনার তখনও ক্লান্ত হয়নি ক্যারেনের ব্যাপারে। বরং সে বিমান ভ্রমণে যেতে চায় কিনা তাও জিজ্ঞাসা করত। হেফনার তাকে অরল্যান্ডো ও ফ্লোরিডাতে নিয়ে গিয়েছিল, নিয়ে গিয়েছিল ডিজনিল্যান্ড দেখাতে। ক্যারিবিয়ান সমুদ্রতীরের রিসোর্টেও সে একবার ক্যারেনকে নিয়ে গিয়েছিল, সেখানে পত্রিকার বিতরণকারীদের এক সম্মেলনে তাকে সম্মানিত করা হয়েছিল। একবার গিয়েছিল তারা নিউ ইয়র্কে এবং ক্যারেন কিছু কেনাকাটার ইচ্ছা প্রকাশ করলে হেফনার তার হাতে মানিব্যাগটা তুলে দিয়ে একটা সভায় অংশগ্রহণ করতে চলে গিয়েছিল। কিন্তু ফিফথ এভিনিউ-এর দোকানগুলিতে ঢুকে ক্যারেন বিস্মিত হয়। সে লক্ষ করে যে, সে কেবলই বিভিন্ন জিনিসের দাম জিজ্ঞাসা করছে কিন্তু কেনার কোনো আগ্রহ অনুভব করছে না। ক্যারেন অবশ্য জানত কোথায় অর্থ ব্যয় হচ্ছে সে সম্পর্কে সে খুবই সচেতন এবং হেফনারের কাছ থেকে সে বাড়তি কোনো সুবিধা গ্রহণ করতে চাইত না অথবা এমন কোনোকিছু কিনে সে অর্থ অপচয় করত না, প্রকৃতঅর্থে সে জিনিসের প্রয়োজন তার নেই। সে মাত্র দুশো ডলার খরচ করে মানিব্যাগ হেফনারকে ফেরত দিয়েছিল।

হেফনার ও ক্যারেনের চরিত্রের ভেতরে সামান্য কিছু বিরোধ থাকলেও সাদৃশ্য ছিল অনেক বেশি। ফলে তাদের সম্পর্ক দিনে দিনে আরও গাঢ় হতে থাকে। একদিন তারা শিকাগোর ম্যানসনে বসে মনোপলি (এক ধরনের খেলা) খেলছিল। এমন সময় একজন খানসামা এসে বলল, লস এঞ্জেলেসে যাওয়ার জন্য হেফনারের বিমান প্রস্তুত। ক্যারেন তখন খালি পায়ে ছিল। সুতরাং সে দ্রুত হেফনারকে অনুসরণ করে দরজা দিয়ে বেরিয়ে যায় এবং তার সঙ্গে লিমোজিনে চড়ে চলে যায় বিমানবন্দরে। হেফনার এই বিমানে করে তার বন্ধু ও সহকর্মীদের নিয়ে লস এঞ্জেলেসে যাচ্ছিল। হঠাৎ সে অনুমতি দেওয়ায় ক্যারেন তার সঙ্গে যাচ্ছে। বিমানে চড়ার পর তারা একটা উৎসবমুখর লাঞ্চ উপভোগ করে। তারপর হেফনার নির্দেশ দেয় ক্যারেন একটা আলাদা লিমোজিনে চড়ে বেভারলি হিলের জুতোর দোকানে যাবে এবং তারপর ফিরে আসবে লস এঞ্জেলেস বিমানবন্দরে, যেখানে শিকাগো ফিরে আসার জন্য বিমানের একটা ফেরত-টিকিট তার জন্য অপেক্ষা করছে।

ক্যারেন কখনও কখনও শিকাগো থেকে বাণিজ্যিক বিমানে চড়ে লস এঞ্জেলেস বিমানবন্দরে উপস্থিত হত, তারপর হেফনারের সঙ্গে প্লেবয় কোম্পানির জেট বিমানে চড়ে ফিরে আসত আবার শিকাগোতে। তারা মূলত অধিক সময় একত্রে থাকার আনন্দ

উপলব্ধি করত। টাকা নয়, সময়কেই বেশি গুরুত্ব দিত হেফনার, এমনকি প্রেমের ক্ষেত্রেও। চল্লিশ পেরিয়ে যাওয়ার পর কোনো এক জন্মদিনে সে বলেছিল যখন তার ব্যক্তিগত ভাগ্য ১০০ মিলিয়ন ডলার অতিক্রম করে যাবে তখন অর্থকে জীবনের আর কোনো বিশেষ ঘটনা বলে মনে হবে না। কিন্তু সময়, সময়ের জন্য সে কোনো অর্থ ব্যয় করতে রাজি নয় যদি তা রোমান্টিক আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য হয়। একবার ক্যারেন টেক্সাসে তার আত্মীয় স্বজনদের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল। হেফনার তাকে একটা জেটবিমান ভাড়া করে দেয়। প্রায় দশ হাজার ডলারেরও বেশি খরচ হয় তাতে। বিমানের পাইলটের প্রতি নির্দেশ ছিল সে ক্যারেনকে ডাল্লাস বিমানবন্দরে নিয়ে যাবে এবং ডাল্লাস থেকে লস এঞ্জেলস বিমানবন্দরে ফিরে আসবে। পরে লস এঞ্জেলেস থেকে প্লেবয়ের ডিসি-৯ জেট বিমানে করে সে ফিরে আসবে শিকাগোতে।

প্লেবয় পত্রিকার প্রকাশনার বিশ বছর পূর্ণ হয় ১৯৭৩ সালে। এ সময় পত্রিকার সার্কুলেশন দাঁড়ায় মাসে ছয় মিলিয়ন, হেফনারও আনন্দের সঙ্গে তার সময়কে দুই ভাগে ভাগ করে ফেলে তার দুটি ম্যানসন এবং দুটি নারীর মাঝখানে। ছেচল্লিশ বছর বয়সে তার প্রচুর সময়, অর্থ, ক্ষমতা এবং প্রচুর সামর্থ্য নিজের জীবনের যাবতীয় ঘটনা নিয়ন্ত্রণ করার, শুধুমাত্র শেষ ভাগ্যটি ছাড়া।

বাইরের বিশাল পৃথিবীতে তখন মুদ্রাস্ফীতির ঢেউ এসে লেগেছে। আমেরিকার পরিবারগুলোর মাথায় তখন চেপে বসেছে করের বোঝা, যা খুবই অন্যায়, বিশেষ করে হেফনারের মতো মানুষদের জন্য। যদিও হেফনারের চেয়েও বিখ্যাত ও সম্পদশালী মানুষ সমাজে প্রচুর রয়েছে, লোকজন তাদের সম্পর্কে সচেতন নয়। তারা যখন টেলিভিশনে বক্তব্য রাখে তখন তারা সেইসব বিষয়ের প্রতি মোটেও দর্শকের মনোযোগ আকর্ষণ করে না, যা তারা উপভোগ করে থাকে।

নারী কর্মচারী ও প্লেবয়ের ভেতরের পাতার মডেলদের সঙ্গে হেফনারের মৃদু প্রেম ও শারীরিক সম্পর্ক বিকল্প জীবনযাপন রীতি হিসেবে বহুদিন থেকেই চালু আছে। বয়স হয়ে যাওয়ার পরও তার শরীর প্রতিদিনই চনমনে নারীদের সঙ্গ পেতে চাইত। এটা ছিল তার কাছে একটা চির আনন্দদায়ক বিষয়। সে প্রচুর সমৃদ্ধ খাবার খেত কিন্তু তার ওজন বাড়েনি। প্রচুর পরিমাণে পেপসি খেয়েও তার দাঁত নষ্ট হয়নি। হেফনার যখন অনেকগুলি সমস্যার মুখোমুখি হত তখন সে তার সহকর্মীদের বলত সে চাপের মধ্যে রয়েছে, কিংবা বলত তাকে একজন মনোচিকিৎসকের কাছে যেতে হবে।

এসময় উত্তেজক যৌনপত্রিকা *হাসলার* প্রকাশিত হয়। এর প্রতিষ্ঠাতা ছিল ল্যারি ফ্লিন্ট। সে বিশ্বাস করত *প্লেবয়* দ্রুত সেকেলে পত্রিকায় পরিণত হবে। জনপ্রিয় পত্রিকা *পেন্ট হাউস* এর সার্কুলেক্ষন তখন চার মিলিয়ন। কিন্তু হেফনার এসব নিয়ে মোটেও মাথা ঘামায়নি। সে জানত তার পত্রিকার মানসম্পন্নতার কাছাকাছি আসা কোনো পত্রিকার পক্ষেই সম্ভব নয়। সে তার সহকর্মীদেরকে পুনরায় স্মরণ করিয়ে দেয় যে, সে দেখতে চায়না যে পাশের বাড়ির মেয়েটি বেশ্যার মতো উরু ফাঁক করে পোজ দিচ্ছে।

হেফনারের কোম্পানি সফলতার সঙ্গে ব্যবসা চালিয়ে যেতে থাকে। সংবাদপত্রে তার সম্পর্কে সমালোচনার ভেতরেও সে ইতিবাচক ইঙ্গিত খুঁজে পায় প্লেবয় মুভিজ *দ্য*

ন্যাকেড এপ ম্যান ও রোমান পোলানস্কি অভিনীত *ম্যাকবেথ* তৈরি করতে গিয়ে কয়েক মিলিয়ন ডলার অপচয় করে। এই ছবি তৈরি করতে গিয়ে তার কোম্পানি যে মূল্যবান অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে হেফনার তার ওপর গুরুত্ব প্রদান করে এবং সে আরও জানায় *ম্যাকবেথ*কে 'ন্যাশনাল ফিল্ম রিভিউ বোর্ড' বছরের সেরা ছবি হিসেবে ঘোষণা করেছে। এছাড়া হোটেল ব্যবসাতেও কোম্পানি প্রচুর অর্থ বিনিয়োগ করে। যেমন মিয়ামি বিচ ও জ্যামাইকায়, লেক জেনেভায় এবং নিউ জার্সির উইসকনসিন ও গ্রেট পার্কে। তার এসব হোটেল তেমন লাভজনক ছিল না। হেফনার বলত সে উৎসাহ হারায়নি, সামনে ভালো দিন আসছে। এসব ছাড়াও সে তার কোম্পানিতে বই প্রকাশের জন্য একটা শাখা খোলে, পাশাপাশি খেলা হয় সংগীত প্রকাশনা শাখা এবং একই সঙ্গে শিকাগো ও নিউইয়র্কে চালু হয় মুভি থিয়েটার, লিমোজিন সার্ভিস, একটা মডেল এজেন্সি ও একটা সংস্থা যেখানে বিভিন্ন ধরনের ছোট ছোট কলকব্জা ও নগ্ন মডেলদের প্রতীক-সম্বলিত ধাতব প্লেট তৈরি করা হত সুভেনির হিসেবে ব্যাবহারের জন্য। শিকাগোতে তার প্লেবয় টাওয়ার হোটেলের ব্যবস্থাপনা ছিল ঢিলেঢালা, ফলে তা ক্রমাগত লোকসান দিচ্ছিল। ১৯৭২ সালে প্রকাশিত পত্রিকা *অউই* প্লেবয়ের চেয়েও অধিক প্রতিযোগিতা গড়ে তুলেছিল *পেন্টহাউসের* সঙ্গে, কয়েক মাসের মধ্যে হঠাৎ করে তার সার্কুলেশন বেড়ে দাঁড়ায় সাত মিলিয়নে। প্লেবয় হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে লাভজনক পুরুষদের পত্রিকা। এ সময় মূলত ইংল্যান্ডের তিনটি ক্যাসিনো থেকে আসত কয়েক মিলিয়ন ডলার। তারপরও মুদ্রাস্ফীতি ও নেতৃত্বের সংকটের কারণেই অর্থনীতিতে সামান্য মন্দাভাব লক্ষ করা যায়।

অফিসের চেয়ে বাড়িতে বসে কাজ করার ব্যাপারে হেফনার ছিল অধিক দক্ষ। বিষয়টা একটা সাক্ষাৎকারে প্রকাশিত হয়েছিল এবং সাক্ষাৎকারটি ছাপা হয়েছিল *প্লেবয়* পত্রিকায় 'মানুষ হচ্ছে একমাত্র বন্যপ্রাণী যে তার নিজের পরিবেশ নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম এবং আমি যা তৈরি করেছি তা হল একটা ব্যক্তিগত পৃথিবী, যা আমাকে অধিক সময় নষ্ট না করে আমাকে বেঁচে থাকার অনুমতি দেয়, যা আত্মস্থ করে মানুষের জীবনের এক বিশাল অংশ। যে লোকের এই শহরে চাকরি আছে এবং শহরতলিতে আছে থাকার মতো একটা বাড়ি, সে প্রতিদিন দুই থেকে তিন ঘণ্টা ব্যয় করে শুধুমাত্র তার বাড়ি থেকে কর্মস্থলে যাবার এবং কর্মস্থল থেকে বাড়িতে ফিরে আসার জন্য। তার অবশ্যই সময় ও সামর্থ্য থাকা দরকার কোনো কোলাহলমুখর রেস্তোরাঁয় লাঞ্চ খেতে যাওয়ার জন্য, যেখানে তাকে ব্যবসায়ীর মতো আচরণ করতে হবে। সে তার জীবনযাপন করছে সেই ধারণা অনুসারে যা নিশ্চিতভাবেই তার নয়—এটা হল একটা প্রাত্যহিক রুটিন যা তাকে করতে হবে।' হেফনার আরও বলেছিল, 'অধিকাংশ লোকের খুঁটিনাটি বিষয়গুলির ভেতরে রয়েছে তাদের স্বাস্থ্যবিধি যা নির্দেশিত হয় ঘড়ির মাধ্যমে। তারা প্রতিদিন নাস্তা, দুপুরের খাবার ও রাতের খাবার খায় সামাজিক প্রথা অনুযায়ী একটা নির্দিষ্ট সময়ে। তারা দিনের বেলায় কাজ করে এবং রাতে ঘুমায়। কিন্তু ম্যানসনের জীবন অন্যরকম যখন তুমি চাইবে তখনই দিন হবে। সাম্প্রতিক সমাজে একটা বিশাল হতাশার উৎস হচ্ছে মানুষ অনুভব করে যে সে ক্ষমতাহীন, তার চারপাশের পৃথিবীতে যা ঘটছে তার সঙ্গেই শুধু এটা সম্পর্কিত নয়, নিজের জীবনে কী ঘটছে তার প্রভাবও এখানে বিশাল। যাহোক আমি

এরকম হতাশা অনুভব করি না, কারণ আমি আমার নিজের জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করেছি।'

কিন্তু হঠাৎ করেই হেফনার ১৯৭৩ সালে গ্রীষ্মকালের শেষাশেষি জীবনের একটা নির্দিষ্ট অংশের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে, কারণ এই ঘটনার ভেতরে ছিল তার পছন্দের দুইজন নারী। এই সময় সে বাড়ির কর্মচারীদের সামনে এমন আচরণ করেছে যা নিয়ন্ত্রণহীন অবুঝ আতঙ্কের লক্ষণ ছাড়া আর কিছুই নয়। যে ঘটনা তাকে এই আচরণ করতে প্ররোচিত করেছিল তা হল *টাইম* পত্রিকার জুলাই সংখ্যায় প্রকাশিত একটা প্রতিবেদন। এই প্রতিবেদনের শিরোনাম ছিল, 'চামড়া ব্যাবসায় অভিযান'। এই প্রতিবেদনে আরো তুলে ধরা হয়েছিল *প্লেবয়* ও *পেন্টহাউস*-এর শত্রুতা। টাইম পত্রিকা এই প্রতিবেদনের সাথে হেফনারের দুটো ছবিও ছাপে। একটা ছবিতে দেখানো হয়েছে বারবি বেন্টনের কারণে সে অপ্রতিভ হয়ে পড়েছে এবং অন্য ছবিতে দেখানো হয়েছে শিকাগো ম্যানশনে ক্যারেনকে জড়িয়ে ধরে বসে আছে হেফনার। *টাইম* পত্রিকা লেখে 'হেফনার একটু দেরিতেই তার রোমান্টিক জীবনের আদর্শকে বিস্তৃত করেছেন। প্রাক্তন যৌনসঙ্গী বারবি বেনটন হচ্ছে তার দীর্ঘকালের সহচরী। সে বসবাস করে লস এঞ্জেলেসের ম্যানসনে, আর স্বর্ণকেশী ক্যারেন ক্রিস্টি হচ্ছে শিকাগো প্লেবয় ক্লাবের প্রাক্তন কর্মী, বসবাস করে শিকাগো ম্যানশনে। যে কোনোভাবে এই ব্যাবস্থাপনাই চলে আসছে দীর্ঘদিন ধরে।'

বারবি বেনটনের প্রসঙ্গ সংবাদপত্রের প্রতিবেদনে তুলে ধরার অর্থ হল হেফনার যে অন্য নারীতে আসক্ত তার ইঙ্গিত দেওয়া এবং হেফনার জেনেশুনেই ফটোগ্রাফারকে পোজ দিয়েছে ক্যারেনকে জড়িয়ে ধরে, যা বারবির কাছে ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ। ফলে বারবি বেনটন একটা টেলিফোনও না করে নিজের সুটকেস গুছিয়ে নিয়ে ম্যানসন ছেড়ে চলে যায়। হেফনার যখন বারবি'র চলে যাওয়া জানতে পারে তখন সে তাৎক্ষণিকভাবে পাইলটকে তলব করে তাকে ক্যালিফোর্নিয়া নিয়ে যাওয়ার জন্য। ক্যারেন তাতে খুবই কষ্ট পায়। সাম্প্রতিক মাসগুলিতে সে ধারণা করেছিল হেফনার তাকে বারবি'র চেয়েও বেশি ভালোবাসে। কারণ, হেফনার বেশির ভাগ সময় শিকাগোতে ক্যারনের সঙ্গে কাটাত।

ক্যারেনকে পুনরায় নিশ্চিত করে হেফনার তাকে চুম্বন করে এমনভাবে যেন সে-ই তার জীবনের প্রধান বিষয়, কিন্তু তা সত্ত্বেও সে অনুভব করে বারবিকে তার শান্ত করা উচিত এবং তাকে সেখানে গিয়েই তা করতে হবে। সুতরাং সে লস এঞ্জেলেসের উদ্দেশে শিকাগো ত্যাগ করে। ক্যারেন অবশ্য কারণটা বুঝতে পারে। হেফনারের জীবনে বারবি এসেছিল ক্যারেনের আগেই, তাই হেফনার তাকে বুঝিয়েছে বারবি তার সরাসরি ব্যাখ্যা দাবি করেছে। কিন্তু ক্যারেনের কাছে এটা স্বীকার করেনি যে, সে চায় বারবি ফিরে আসুক। হেফনারের দুজনকেই প্রয়োজন। সে দুজনের প্রতিই আলাদা আলাদা কারণে আকর্ষণ অনুভব করে। সে বারবি বেনটনের প্রশংসা করে তার প্রাণশক্তি ও প্রাণবন্ত উদ্যমের জন্য এবং আরো একটা ঘটনা হল, আর্থিকভাবে স্বাধীন ক্যালিফোর্নিয়ার এই মেয়েটাকে সে কখনও পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনি। সে নিজেকে সমাজে গায়িকা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। হেফনারের মনে হয়

মেয়েটাকে চ্যালেঞ্জ করার ক্ষমতা তার নেই এবং সবসময়ই সে একটা আকাঙ্ক্ষার বস্তু। বারবি গ্রাজুয়েশন সম্পন্ন করেছে হেফনারের মা, স্ত্রী ও কন্যার মতোই। তবে সে একেবারেই ভিন্ন চরিত্রের নারী—সাধারণ নারীদের মতো নয়, কিছুটা অস্বাভাবিক এবং তার আবেদনও এড়িয়ে যাওয়া কঠিন। এছাড়াও অন্য একটি কারণে সে হেফনারের কাছে গুরুত্বপূর্ণ, বিশেষ করে বেডরুমে—বারবি'র জুড়ি মেলা ভার। পাশাপাশি ক্যারেন ছিল কিছুটা লাজুক প্রকৃতির, কিন্তু বিছানায় সে ছিল বন্য এক নারী। হেফনার তার দীর্ঘজীবনে এমন কোনো নারীকে দেখেনি যে যৌনমিলনের সময় তার উষ্ণতা ও দক্ষতাকে অতিক্রম করে যেতে পারে। ক্যারেনের পোশাক খোলার দৃশ্যে হেফনার শিহরিত হত এবং ক্যারেন শিহরণ অনুভব করত যখন হেফনার তার সমস্ত শরীরে তেল মালিশ করে দিত। শরীর মর্দন ক্যারেনের খুবই পছন্দের একটা কর্মকাণ্ড। তার চামড়ার মসৃনতা ও চকচকে ভাব হেফনারকে ভয়ানক উত্তেজিত করে তুলত তার যোনি উপভোগ করার জন্য। বারবি প্রতি সন্ধ্যায় ক্লান্ত থাকত, কারণ সে একটা স্টুডিওতে রিহার্সল করতে যেত। তাছাড়া শরীরে তেল লাগানো সে পছন্দ করত না, বিশেষ করে পরদিন সকালে যদি তার অডিশন থাকত। ক্যারেনের পেশাগত উচ্চাকাঙ্ক্ষা খুব কম ছিল। ফলে দিনে তার প্রচুর সময় ছিল চুল শুকানোর। হেফনার ক্যারেনকে আরও পছন্দ করত, কারণ সে তার সঙ্গে বিভিন্ন খেলায় অংশ নিত, তার সঙ্গে যে-কোনো সময় যে-কোনো স্থানে বেড়াতে যেতে রাজি হত অথবা সেখানে সে ডাকত সেখানেই তার সঙ্গে মিলিত হতে সে চলে যেত। যখন হেফনার শুধু একজন মানুষের সঙ্গেই সময় কাটাতে চাইত তখন সে পছন্দ করত ক্যারেন ক্রিস্টিকে, কিন্তু অসংখ্য অতিথির ভেতরে সে চাইত বারবি তার সঙ্গে থাকুক। ক্যারেনের চেয়ে তার সামাজিক ভারসাম্য রক্ষা করার যোগ্যতা ছিল অনেক বেশি। আলাপ-আলোচনায়ও সে ছিল চমৎকার। ভালো বক্তৃতা দিতে পারত বারবি। টেলিভিশনে গায়িকা হিসেবে তাকে খুবই সাধারণ মনে হত, তবে ব্যক্তি হিসেবে সে ছিল খুবই বুদ্ধিমতী ও বিচক্ষণ।

বারবি-কে বিয়ে করার কোনো প্রস্তাব দেওয়ার ইচ্ছা হেফনারের নেই। তাকে বিয়ে করার কোনো চিন্তাও সে কখনও করেনি। সে চায় মেয়েটা তার ভবনে যদি না থাকতে চায় তাহলে অন্তত সে তার বাড়িতে গিয়ে বসবাস করুক। বাররি লস এঞ্জেলেসে টেলিফোনে জানায় সে হাওয়াই-এর এক হোটেলে আছে তার এক মেয়েবন্ধুর সঙ্গে। সে না-জানিয়ে চলে আসার জন্য ক্ষমা চায় এবং বলে *টাইম* পত্রিকার একটা প্রতিবেদন তার এত বছরের বোঝাবুঝি ও ভালোবাসাকে ধ্বংস করতে পারে না। টেলিফোনে সে কোনো উত্তেজনা প্রকাশ করে না। সে আরও জানায় হাওয়াইতে সে এক সপ্তাহ থাকবে।

এক সপ্তাহ পর লস এঞ্জেলেসে ফিরে এসে সে হেফনারের সঙ্গে মুখোমুখি কথা বলতে রাজি হয়। ফিরে আসার পর হেফনার দেখে সে তখনও বিমর্ষ এবং দূরবর্তী। বারবি জানায়, সে এখনও তাকে ভালোবাসে এবং সে আশা করে তাদের সম্পর্ক আবার আগের অবস্থায় ফিরে আসবে। সে ঘোষণা করে যে বেভারলি হিলে তার নিজের একটা অ্যাপার্টমেন্ট আছে, ইচ্ছা করলেই সে সেখানে গিয়ে সময় কাটাতে পারে, বিশেষ করে যখন ম্যানসনে অতিথিদের ভিড় বাড়ে, জুয়াখেলা চলে কিংবা মডেলরা জড়ো হয়।

সেদিন হেফনারের সঙ্গে যৌনমিলন সম্পন্ন করার পর বারবি বেনটন প্রতিজ্ঞা করে সে অন্য কোনো পুরুষের সঙ্গে শোবে না এবং হেফনারও প্রতিজ্ঞা করে সেও বিশ্বস্ততা অবলম্বন করবে। সেই থেকে হেফনার প্রতিদিন তার অ্যাপার্টমেন্টে ফুল পাঠাত। এসময় সে প্রতিদিন টেলিফোনে ক্যারেন ক্রিস্টির সাথে কথা বলত, যে অধীর আগ্রহে তার অপেক্ষায় ছিল, কিন্তু যখন সে শিকাগোতে ফিরে আসে তখন ক্যারেন অনেক বদলে গেছে। সে কথা বলছে কম, হেফনারের সঙ্গে ততো খোলামেলা আচরণ আর করছে না। কোনো কোনো সময় সে কথার জবাবও দিচ্ছে না।

ধীরে ধীরে বাড়ির পরিবেশ স্বাভাবিক হয়ে আসে। আবার সারারাত ধরে জুয়াখেলা চলতে থাকে। বানি-রা ক্রমাগত ডরমেটরি ও ক্লাবে ঢুকছে আর বেরুচ্ছে। প্লেবয়ের সম্পাদক নিয়মিত সভা করছে হেফনারের অ্যাপার্টমেন্টে এসে। কিন্তু একটা নতুন জিনিস লক্ষ করল সবাই এবং তা হল বাড়িতে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে। বেড়েছে নিরাপত্তা কর্মীর সংখ্যা। হেফনারের সেক্রেটারি ববি আর্নস্টেইনের মুখে দুশ্চিন্তার ছাপ লক্ষ করছে সবাই। এক সময় বাড়ির সবকিছুর ওপরই তার মার্জিত প্রভাব ছিল এবং সবাই তা মেনে নিত। কিন্তু বর্তমানে সে সমস্যায় আছে তার প্রেমের ঘটনা নিয়ে। তার প্রেমিক একজন সুদর্শন যুবক ও মাদকব্যবসায়ী, সে গোপনে চুপচাপ ববির নিচ তলার অ্যাপার্টমেন্টে আসে, যা এই ম্যানসনের পেছনের দিকে অবস্থিত।

এসময় হেফনারের সবচেয়ে বিশ্বস্ত বন্ধু জন দান্তে ঘোষণা করে সে পালিয়ে যাবে। বহু বছর ধরে সে এই ম্যানসনে আছে হেফনারের গুপ্তচর হিসেবে। কিন্তু এই চাকরির আর কোনো প্রয়োজন নেই তার। সে প্রায়ই এই চাকরি নিয়ে বিরক্ত বোধ করে। তাছাড়া তার বয়সও হয়েছে। ১৯৬৮ সালে সে হেফনারের কাছ থেকে চল্লিশ হাজার ডলার ঋণ নিয়েছিল এবং এই ঋণ দেওয়ার জন্য সে হেফনারের কাছে চিরদিনই কৃতজ্ঞ থাকবে। এই অর্থ দিয়ে সে জুয়ার ঋণ পরিশোধ করেছিল। হেফনারের এখানে যথেষ্ট আরাম-আয়েশের ভেতরে তার দিন কেটেছে। এখন সে হেফনারের স্বর্গ থেকে ছুটি চায়। দান্তে ১৯৭৩ সালের 'বানি অব দ্য ইয়ার' নির্বাচিত হয়েছে যে মডেলটি তাকে সঙ্গে নিয়ে একটা জিপে চড়ে নিউ মেক্সিকোর টাওসের দিকে যাত্রা করে।

এক সন্ধ্যায় ব্যবসায়িক সভা থেকে ফিরে এসে হেফনার আবিষ্কার করে যে ক্যারেন ক্রিস্টি ম্যানসনে নেই। বিকেলবেলা বাড়ির অতিথি ও নিরাপত্তারক্ষীরা তাকে একবার দেখেছিল। যাহোক বাড়ির সর্বত্র খোঁজ করেও তাকে পাওয়া গেল না। মধ্যরাতে হেফনার ক্যারনের জন্য উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে। হঠাৎ তার মনে পড়ে ক্যারেনের একজন বন্ধু আছে, ন্যান্সি হেইটনার। সে একজন প্লেবয় বানি। সম্ভবত সে তার অ্যাপার্টমেন্টে গিয়ে থাকতে পারে। হেফনার শিকাগোর বাইরে থাকলে সে ন্যান্সির কাছে মাঝে মাঝে সময় কাটাতে যায়। হেফনার দ্রুত গায়ে কোট চাপিয়ে মার্সিডিজ নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। সঙ্গে নিরাপত্তারক্ষী।

পুরোনো চারতলা একটা বাড়ির সামনে গিয়ে গাড়ি থামে। এখানেই কোনো একটা ফ্লাটে ন্যান্সি বসবাস করে। হেফনার ও তার নিরাপত্তারক্ষীরা অন্ধকারে দরজার দিকে এগোয়। তারপর দিয়াশলাই জেলে ন্যান্সির নাম ও ফ্ল্যাট নম্বর দেখার চেষ্টা করে। কিন্তু প্লাস্টিক নেমপ্লেটের ওপর তা এতটাই অস্পষ্ট যে পড়া যায় না। হেফনার দেখতে পায়

ছয়টি ফ্লাটের ছয়টি বোতম। সে সবগুলি বোতাম বারবার টিপতে থাকে। অবশেষে হেফনার প্রায় চিৎকার করে বলে, 'আমি হিউ হেফনার, ক্যারেন ক্রিস্টি কি এখানে আছে?' কিন্তু কেউ এসে দরজা খোলে না। হেফনার তখন দোতালায় উঠে যায় এবং প্রতিটি দরজায় কড়া নাড়ে এবং বারবার বলে, 'আমি হিউ হেফনার এবং আমি ক্যারেন ক্রিস্টিকে খুজছি।' কিন্তু কোনো সাড়া-শব্দ নেই। এবার হেফনার তৃতীয় তলার দরজায় শব্দ করার পর ভেতরে আলো জ্বলে। পায়ের শব্দ পাওয়া যায় এবং দরজা বন্ধ অবস্থায়ই একটা নারীর কণ্ঠ শুনতে পায়, 'কী চাও তুমি?'

'আমি হিউ হেফনার এবং...

'তুমি কি সত্যিই হিউ হেফনার?' সে আবার জানতে চায় কিন্তু দরজা খোলে না। এসময় একটা পুরুষকণ্ঠ শোনা যায়। সে জানতে চাইছে দরজায় কে। মহিলা উত্তর দেয়, 'বাইরে কোনো পাগল বলছে যে, সে হিউ হেফনার।' চারতলায় উঠে হেফনার ৪/এ নম্বরের ফ্লাটে কড়া নাড়ে। সঙ্গে সঙ্গে সে একটা কুকুরের ডাক শুনতে পায়। সেইসঙ্গে কানে আসে নারীকণ্ঠের ঘোষণা 'ক্যারেন এখানে নেই।' দরজা খুলে যায়। হেফনার দেখে কালো গাউন পরা স্বর্ণকেশী ন্যান্সি হেইটনার তার তিব্বতি কুকুরটাকে ধরে রেখেছে। হেফনার ও নিরপত্তাকর্মীরা ভেতরে প্রবেশ করে। ন্যান্সি আবার বলে, 'ক্যারেন এখানে আসেনি। তোমরা এখানে খুঁজে দেখতে পারো।' নিরাপত্তারক্ষীরা ন্যান্সির ঘর, বাথরুম, আলমারি, বিছানার তলা সবই পরীক্ষা করে দেখল। না কোথাও ক্যারেন নেই। হেফনারকে বিধ্বস্ত মনে হল। নিরাপত্তাকর্মীরা খোঁজাখুঁজি শেষ করলে ন্যান্সি দরজা পর্যন্ত হেফনারকে এগিয়ে দেয় এবং দুঃখ প্রকাশ করে।

ন্যান্সির বাড়ি থেকে বেরিয়ে হেফনার শিকাগো ম্যানসনের দিকে যেতে থাকে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই টেলিফোন বেজে ওঠে। এটা ক্যারেনের টেলিফোন। তার কণ্ঠস্বর শুনে বোঝা যায় সে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। সে একটা টেলিফোন বুথ থেকে কথা বলছে এবং সে ফিরে আসতে চায়। সে অবিশ্বস্ত হেফনারের কাছ থেকে পালিয়ে গিয়েছিল।

ক্যরেন ফিরে আসার পর দেখা গেল সে জিনস, কোট ও বুট পরে বেরিয়েছিল। বরফ পড়ে তার চুল ভিজে গেছে, মাসকারা ধুয়ে গেছে চোখের পানিতে। সে জানায়, দিনের শুরুতে ঘুম থেকে জেগেই শোনে পাশের ঘরে হেফনার টেলিফোনে বারবি বেনটনের সঙ্গে কথা বলছে। বারবার বলছে সে তাকে ভালোবাসে এবং সে আগামী সপ্তাহ শেষের ছুটিতে এ্যাসপেনে একত্রে সময় কাটানোর প্রোগ্রাম করেছে। আগের রাতেই ক্যারেন ন্যান্সিকে বলেছিল, হেফনার তাকে জানিয়েছে যে বারবি'র সঙ্গে তার সমস্ত সম্পর্ক শেষ হয়ে গেছে। বারবি তাকে আর আকর্ষণ করে না। ক্যারেন জানিয়েছিল হেফনার বারবিকে প্রত্যাখ্যান করেছে। কিন্তু ন্যান্সি ক্যারেনকে পরামর্শ দিয়েছে সুটকেস গুছিয়ে নিয়ে চিরদিনের জন্য শিকাগো ম্যানসন ছেড়ে যেতে।

ক্যারেনের মুখে হেফনারের কথা শুনে শুনে ন্যান্সি ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। সে সবসময়ই হেফনারের বিরুদ্ধে অভিযোগ করত তার স্বার্থপরতার বিষয়ে, যা ক্যারেনের জন্য ছিল খুবই বেদনাদায়ক। হেফনার যখন শহরের বাইরে থাকত তখন সে একাকিত্বে ভুগত, হতাশায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ত। সে কারণে সে মাঝে মাঝে ন্যান্সির সঙ্গে টেলিফোনে

রাতের বেলা কথা বলার একটা অভ্যেস গড়ে তুলেছিল। কাজ থেকে ফিরে ক্লান্ত অবস্থায় ঘুমুতে গেলেও ক্যারেন তাকে বিরক্ত করত। এমনকি যখন সে তার পুরুষবন্ধুর সঙ্গে যৌনমিলন উপভোগ করছে তখনও। ন্যান্সি তখন কানের সঙ্গে রিসিভার লাগিয়ে হ্যাঁ হুঁ করে যেত আর তার ছেলেবন্ধু উপভোগ করে যেত তার যোনি। কারণ, ক্যারেনকে সে উপেক্ষা করতে পারত না। তাছাড়া সে লক্ষ করেছে সম্প্রতি ক্যারেনের পনর পাউন্ড ওজন কমেছে, ঘুমের ওষুধ খেয়েও ভালো ঘুম হচ্ছে না। মোট কথা তারা দুজন দুজনকে খুবই ভালোবাসত। কারণ, ক্যারেনের মতো ন্যান্সিও এমন এক পরিবারে লালিতপালিত হয়েছে যেখানে জীবনসংগ্রাম খুবই কঠিন এবং সারাক্ষণ মৃত্যুর হাতছানি। সে প্লেবয়ের জন্য কাজ করতে এসেছিল এই আশায় যে এই পেশা তাকে কোনোভাবে সমাজের প্রভাবশালী লোকদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবে এবং তাদের সাহয্যে সে বিভিন্ন সামাজিক সুবিধা ভোগ করতে পারবে। যদিও তেমন উল্লেখযোগ্য কিছু তার জীবনে ঘটেনি, তবে কিছুটা লাভবান সে ইতিমধ্যেই হয়েছে। সেজন্য সে তার বন্ধুদের কাছে কৃতজ্ঞ, বিশেষ করে ক্যারেনের কাছে। প্লেবয় ক্লাবের ম্যানেজার জানত যে, ন্যান্সি হচ্ছে সেই নারীর খুবই ঘনিষ্ঠ, যে নারীর সঙ্গে হিউ হেফনারের শারীরিক সম্পর্ক রয়েছে। ন্যান্সি আজকাল হেফনারের সঙ্গে সরাসরি কথা বলত। কারণ সম্প্রতি হেফনার লস এঞ্জেলেস থেকে তাকে ফোন করতে শুরু করেছিল বিশেষ করে যখন সে শিকাগোর বাইরে থাকত এবং ক্যারেন অস্থির হয়ে থাকত তার সঙ্গ পাবার জন্য। সে ন্যান্সিকে বলত ক্যারেনকে তার তথ্য পৌঁছে দিতে, তারপর আবার ফোন করে ক্যারেনের প্রতিক্রিয়া জানতে চাইত। সে কখনও ন্যান্সিকে তাদের ঝগড়াঝাঁটির কথা জানাত না।

ন্যান্সি তখনও কোনো অভিযোগ করেনি। ক্যারেন বিশ্বাসীর ভূমিকা পালন করেও তোষামোদির শিকার হয়েছিল। সে ভালোভাবেই জানত ক্যারেন খুবই দ্বিধান্বিত ছিল নিজের পক্ষে যথাযথ আচরণ করার ব্যাপারে। দুর্ভাগ্যজনকভাবে ক্যারেন একজন বিবাহিত লোকের প্রেমে পড়েছিল যার সন্তানও আছে। সুতরাং এ কাজ করার কী ভিত্তি ছিল তা তারই ভালো জানা আছে। কিন্তু লোকটি তখন দুজন নারীর সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক চালিয়ে যাচ্ছে যা একসময় ধ্বংসাত্মক হয়ে উঠবে বলে ন্যান্সি বিশ্বাস করে। ন্যান্সি জানত, হেফনার সাধারণত ক্রিস্টমাস উদ্‌যাপন করত ক্যারেনের সঙ্গে শিকাগোতে, কিন্তু বারবি বেনটনের সঙ্গে উদ্‌যাপন করত নতুন বছরের পার্টি। তবে ন্যান্সি নিশ্চিত যে হেফনার যদি বারবি বেনটনের সঙ্গে না থাকে তাহলে সে অন্য কোনো যুবতীর সঙ্গে কাটাচ্ছে—সে সবসময় সেইসব চায় যা তার ছিল না। সে উপভোগ করে নারীর পেছনে ছুটে বেড়ানো এবং দু-ধরনের নারী তার পছন্দ। এক, স্বাস্থ্যবতী, সজীব 'ভালো মেয়ে, যে সব গুণাবলি আছে বারবি'র ভেতরে এবং দুই, বিশাল স্তনওয়ালী উত্তেজক 'খারাপ' মেয়ে, যার প্রতিনিধিত্ব করত ক্যারেন। ন্যান্সি জানত হেফনার ক্যারেনকে বিয়ে করবে না, যা পরবর্তীকালে আশা করেছিল ক্যারেন। এছাড়া হেফনার তাকে এমন কোনো আশ্বাসও দেয়নি যা তাকে নিরাপত্তা দিতে পারে। ন্যান্সির বাড়ি পরিদর্শন করে যাবার পর সে ধরে নেয় ক্যারেন থিয়েটার দেখতে গেছে কোনো কিছু না বলে। সে রাতে তার ঘুম আসে না এবং সে অনুভব করে,

হেফনারের বিছানায় যারা শুয়েছে তাদের কোনো ভবিষ্যৎ স্বপ্ন দেখা উচিত নয় হেফনারকে জড়িয়ে এবং ক্যারেন আজকাল প্রায়ই এসে তার কাছে কান্নাকাটি করে, তবে সম্প্রতি ন্যান্সির কাছে প্রতিজ্ঞা করেছে সে এই সম্পর্কের ইতি টানবে।

অন্য এক রাতে দুজন যুবতী কয়েক ঘণ্টা কথা বলার পর রাত দু'টোর সময় অ্যাপার্টমেন্ট থেকে বেরিয়ে কাছাকাছি 'ফোর টর্চেস' বারে যায় মদ্যপান করার জন্য। কিন্তু দুঘণ্টা পর যখন তারা অ্যাপার্টমেন্ট ভবনের কাছে আবার ফিরে আসে তখন দেখতে পায় হেফনারের গাড়ি সেখানে দাঁড়িয়ে আছে। তাদেরকে দেখা মাত্র হেফনার গাড়ি থেকে লাফিয়ে নামে এবং দুই বাহু প্রসারিত করে দৌড়ে আসে ক্যারেনের দিকে। তার দুই চোখে পানি। মুখের ভঙ্গি খুবই করুণ। হঠাৎ করেই ক্যরেন সামনে এগিয়ে গিয়ে দুহাতে তাকে জড়িয়ে ধরে আবেগজড়িত কণ্ঠে কথা বলতে শুরু করে। তখন ন্যান্সি ঘুরে দাঁড়ায় এবং হেফনার ক্যারেনকে লিমোজিনের খোলা দরজার দিকে নেতৃত্ব দিলে ন্যান্সি তার অ্যাপার্টমেন্টের সিঁড়ি বেয়ে উঠতে থাকে।

হেফনার ক্যারেনকে নিশ্চিত করে যে, সে সেদিন কথা বলছিল তার কন্যা ক্রিস্টি হেফনারের সঙ্গে। ক্যারেন বেশ কয়েকবার তার কন্যা ক্রিস্টিকে দেখেছে, বিশেষ করে যখন সে তার বন্ধুদের নিয়ে এখানে বেড়াতে এসেছে কলেজ ছুটির পর এবং সম্প্রতি সে খুবই বিমর্ষ হয়ে পড়ে যখন ক্রিস্টির একজন ছেলেবন্ধুর মুখে হেফনারের রক্ষিতাদের সম্পর্কে সে অপমানজনক মন্তব্য শুনে ফেলে। ক্যারেন অবশ্য জানে যে বারবি বেনটনের সঙ্গে হেফনারের কন্যার সম্পর্ক খুবই ভালো । প্রায়ই সে লস এঞ্জেলেসে যায়। বেভারলি হিলের শপিং কমপ্লেক্সে তাদের একসঙ্গে বহুদিন দেখা গেছে। এসব জানার পর ক্যারেন আরও নিরাপত্তাহীনতায় ভুগতে থাকে। কিন্তু হেফনার ক্যারেনকে ন্যূনতম কোনো ইঙ্গিত দেয়নি যে, নিজের নারী সম্পর্কে সে তার কন্যার দেওয়া সিদ্ধান্তে প্রভাবিত হবে। যাহোক, যখন হেফনার প্রস্তাব দেয় আকাপালকো-তে স্বল্পকালীন ছুটি কাটানোর তখন ক্যারেন উৎসাহিত বোধ করে, কারণ শিকাগোতে তখন খুবই শীত পড়েছে। সে চায় কয়েক দিন সূর্যালোকের নিচে শুয়ে থাকতে।

কয়েক মাসের গোলযোগ থেকে সাময়িক স্বস্তি পাওয়ার জন্য হেফনার ক্যারেনকে নিয়ে আকাপালকো যায়। সঙ্গে যায় হেফনারের সেইসব বন্ধুদের কয়েকজন, যাদেরকে ক্যারেন পছন্দ করে। হেফনার ক্যারেনকে খুব দামি উপহার দেয় এসময় এবং তা হল তার সময়। এ সময় কয়েক দিন ও কয়েক রাত আনন্দের ভেতরে কেটে যায় এবং ক্যারেন আশা করে এরকম আনন্দের ভেতরেই বাকি জীবন কেটে যাবে। কিন্তু এ উষ্ণ দিন ও শান্ত সন্ধ্যাগুলির আবেদন হেফনারের কাছে খুবই সামান্য। এক সপ্তাহ পর হেফনারের ব্যবসায়িক সমস্যা তার তাৎক্ষণিক মনোযোগ দাবি করায় ক্লান্তিহীন এই প্রকাশক তক্ষুনি যাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ে এবং ক্যারেনকে প্ররোচিত করে তার বন্ধুদের সঙ্গে সপ্তাহটা কাটিয়ে যেতে।

বিমানবন্দরে যাওয়ার পক্ষে গাড়ির পেছনের সিটে হেফনারর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে বসে আছে ক্যারেন এবং জানতে চাইছে কখন তারা আবার একত্রিত হবে। হেফনার একটা অস্পষ্ট জবাব দিলে সে ক্ষুব্ধ হয় এবং নির্দিষ্ট জবাব দেবার জন্য চাপাচাপি করে।

আসলে সে জানত ব্যবসায়িক প্রয়োজন তার কতদিনের এবং কখন আবার তাদের দেখা হবে। কিন্তু হেফনারকে তার মনে হচ্ছে অনেক দূরের মানুষ, সে কিছুই শুনতে পাচ্ছে না—যেন ইতিমধ্যেই সে বিমানে উড়ে বহুদূরে চলে গেছে, বহু মাইল দূরে, আয়ত্তের বাইরে। হেফনারের বাহু জড়িয়ে ধরে কোলাহলমুখর টার্মিনাল দিয়ে হেঁটে যেতে থাকে যেখানে প্লেবয়ের বিমান অপেক্ষা করছিল। সে বুঝতে পারে তার দুশ্চিন্তা বাড়ছে এবং সে হেফনারকে বিদায়চুম্বন দেওয়ার আগে আরও একবার সরাসরি উত্তর পাওয়ার চেষ্টা করল কিন্তু কোনো উত্তর পেল না। হেফনার তার চামড়ার অ্যাটাচি কেসটা বহন করে বিমানে গিয়ে উঠল।

রাতে ক্যারেনকে হোটেলে ফোন করে হেফনার জানায় তাকে ভয় পাইয়ে দেওয়ার জন্য সে দুঃখিত। সে প্রতিজ্ঞা করে সমস্যাটা মিটে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে তাকে জানাবে। পরদিন টেলিফোনে কথা বলার সময় ক্যারেন টেক্সাসে তার আত্মীয়-স্বজনদের দেখতে যাওয়ার ইচ্ছে প্রকাশ করলে হেফনার তাকে যাওয়ার জন্য উৎসাহিত করে, এমনকি সে প্রস্তাব দেয় প্লেবয়ের বিমানে করে ডাল্লাসে যাওয়ার জন্য। ফেরার সময় সেও তার সঙ্গে থাকবে। লস এঞ্জেলেস থেকে ডাল্লাস হয়ে শিকাগো—ভ্রমণটা খুবই চমৎকার হবে। হেফনার আরও বলে, সে আরও খুশি হবে ক্যারেনের চাচা, চাচি এবং অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন যারা তার সঙ্গে বিমানবন্দরে থাকবে তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে।

হেফনার সত্যি কথাই বলেছিল। সত্যি সত্যিই কালো রঙের ডিসি-৯ জেট বিমান ডাল্লাসের ফোর্ট ওয়ার্থ বিমানবন্দরে গিয়ে নামল। এরকম একটা অস্বাভাবিক বিমানকে ধীরে ধীরে নামতে দেখে কয়েক'শ মানুষ তা দেখার জন্য টার্মিনালের চারপাশে ভিড় করে। পর্যটক, পরিবহন এজেন্ট, পোর্টার, বিমানবন্দরের কর্মচারী, বাথরুম অ্যাটেনডেন্ট, লম্বা চুলওয়ালা গিটারবাদক প্রত্যেকেই হঠাৎ করে ঘুরে দাঁড়ায় এবং বিমানের বিশাল শরীরের দিকে তাকিয়ে থাকে।

বিমানের দরজা খুলে গেল। সিঁড়ির ওপরে এসে দাঁড়ান হেফনার। তার চুল ও সিল্কের শার্ট বাতাসে উড়ছে। তার মনে পড়ে গত তিরিশ বছর সে এই এলাকায় আসেনি। প্রথম সে এখানে এসেছিল ১৯৪৪ সালের গ্রীষ্মকালে। সেনাবাহিনী বহন করে আনা একটা ট্রেনে চড়ে এখানে এসেছিল সে। তখন তার বয়স আঠারো বছর। হাইস্কুল থেকে তখন সবেমাত্র গ্রাজুয়েশন সম্পন্ন করেছে। বর্তমানে সাতচল্লিশ বছর বয়সে সে এখানে এসেছে টেক্সাসের সবচেয়ে আকর্ষণীয়া স্বর্ণকেশীর আত্মীয়-স্বজনদেরকে সম্ভাষণ জানাতে, যাকে তার বিয়ে করার কোনো ইচ্ছা নেই। তাকে শুধু সে ডাল্লাস থেকে শিকাগো নিয়ে যাবে।

বিমান থেকে নেমে টার্মিনালের দিকে হাঁটতে থাকে হেফনার। নিরাপত্তারক্ষীরা একটু পেছন থেকে তাকে অনুসরণ করে। কিছুদূর এগিয়েই সে ক্যারেনকে দেখতে পায় সবার সামনে, চোখে পড়ে তার হাসি। সে একটা স্কার্ট ও টিশার্ট পরেছে। ক্যারেনও তাকে সম্ভাষণ জানায় এবং তার আত্মীয়-স্বজনদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয় যাদের সঙ্গে সে ঈগল মাউন্টেইন লেকের একটা কেবিনে বারোদিন কাটিয়েছিল। এদের ভেতরে ছিল তার চাচা ও চাচি, তার তিন চাচাতো ভাই, দুই সৎভাই, তার বিশবছর বয়সী বোন বনি,

তার কোলে এক বছরের একটা বাচ্চা এবং বনির স্বামী। সে একজন এয়ার ফোর্সের সার্জেন্ট। সে এখন ছুটিতে আছে। তার ঘাঁটি টোকিওতে।

ঠোঁট থেকে পাইপ খুলে নিয়ে হেফনার তাদের সঙ্গে হাত মেলায়, হাসে এবং তাদের সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বলে। এ সময় একজন ফটোগ্রাফার সেখানে উপস্থিত হয় এবং হেফনার তাদের সঙ্গে ছবি তুলতে রাজি হয়। এমন সময় হেফনারের বন্ধুরা গলায় সোনার মেডেল ও বুকখোলা শার্ট পরে, প্লেবয় বানিরা চামড়ার সঙ্গে সেঁটে থাকা উজ্জ্বল কালো পোশাক পরে এবং প্লেবয়ের ভেতরের পাতার হৃষ্টপুষ্ট এক মডেল একটা কুকুর নিয়ে রানওয়েতে নেমে এল এবং অস্থিরভাবে উপস্থিত জনতার দিকে তাকাতে লাগল। হেফনার ক্যারেনের আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে কথা শেষ করে তার হাত ধরে বিমানের দিকে হাঁটতে শুরু করে।

জনতা তখনও ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে। শুনছে ইঞ্জিনের শব্দ। তারপর দেখছে তার উড়ে যাওয়া এবং তারা ঠিক ততক্ষণ তাকিয়ে থাকে যতক্ষণ তা আকাশে একটা দূরবর্তী বস্তুতে পরিণত না হয়।

শিকাগো ম্যানসন থেকে চলে গিয়ে ক্যারেন ভেতরে ভেতরে আরও শক্তিশালী হয়ে ওঠে এবং বুঝতে পারে সে কী চায়। সে ম্যানসনের প্রাত্যহিক রুটিনের সাথে নিজেকে পুনরায় মানিয়ে নেয় অত্যন্ত ধীরগতিতে। জন দান্তের অনুপস্থিতিতে সে বন্ধুত্বের সহানুভূতি থেকে বঞ্চিত হয়। আগে যখন হেফনার বাইরে থাকত, তখন দান্তেই ছিল একমাত্র বন্ধু যাকে বিশ্বাস করে কোনোকিছু বলা যায়। হেফনার এখন ব্যবসায়িক সভা এবং তার সহকারী ববি আর্নেস্টেইনের ব্যক্তিগত সমস্যা নিয়ে ব্যস্ত। ক্যারেন ফিরে আসার কয়েকদিন আগে ববি আর্নস্টেইনকে ম্যানসনের বাইরে থেকে গ্রেফতার করা হয়। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছে, সে তার ছেলেবন্ধুর সঙ্গে চক্রান্ত করে আধাপাউন্ড কোকেন ফ্লোরিডা থেকে শিকাগোতে পাচার করেছে। যেদিন সে গ্রেফতার হয় সেদিন তার হাতব্যাগে বিভিন্নরকম ওষুধের সঙ্গে অল্প পরিমাণ কোকেন পাওয়া যায়। ববি আর্নস্টেইন ৪৫০০ ডলারের বিনিময়ে জামিন পায়। সারাদেশের সংবাদপত্রের প্রথম পাতায় ছবিসহ ছাপা হয় তার গ্রেফতারের খবর। হেফনারের ম্যানসনের কর্মচারী ও বন্ধুরা এখন মাদক পাচারের সন্দেহের তালিকায় রয়েছে এবং হেফনার তাদেরকে প্রশ্রয় দিচ্ছে। যদিও হেফনার সরাসরি ববি আর্নস্টেইনের আইনজীবীকে অর্থ প্রদান করছে। তার ধারণা ম্যানসনে মাদক খুব সামান্য পরিমাণই ব্যবহৃত হয়, অন্তত আমেরিকার বিভিন্ন ক্যাম্পাসের ডরমেটরিতে যে পরিমাণ মাদক ব্যবহৃত হয় তার চেয়ে।

মাদকবিষয়ক জটিলতা তখন হেফনারের বিরক্তির একমাত্র কারণ নয়। প্লেবয়ের বিরুদ্ধেও তখন অভিযোগ আনা হয়েছে। এজন্য দায়ী হল একজন কালো কর্মচারী, যে পার্সোনাল বিভাগে কাজ করত এবং তার পদোন্নতি স্থগিত করা হয়েছিল। যা হোক, নিক্সনের হোয়াইট হাউস কর্তৃক ব্যাপক তদন্তের পর প্লেবয়ের যাবতীয় প্রতিষ্ঠানের লোকসান সংক্রান্ত প্রতিবেদন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হতে থাকে। হেফনারের প্রতিষ্ঠান একটু যেন নড়বড়ে হয়ে যায় এবং ক্যারেন ক্রিস্টি যদি এসময় তার পক্ষে থাকত তাহলে

অনুভব করত যে হেফনারের পৃথিবীতে তার জন্য প্রকৃতই একটা জায়গা আছে। এসময় সে অনুভব করে হেফনারের কাছে থাকাটা একটা বোকামি। সে শুধুই তার নির্বুদ্ধিতার অংশ, তার প্রতিমূর্তির অবলম্বন। যদিও সে জানত এসবই হাস্যকর এবং নিজেকে তার তেইশ বছরেই বৃদ্ধ মনে হত। মনে হত সে একজন বদমেজাজি নারী, যে টেলিফোনে আড়ি পাতে, যখন সে একা থাকে তখন ইচ্ছা করলে অন্য পুরুষকে বিছানায় ডেকে আনতে পারে। প্লেবয়ের একজন মডেল তাকে বলেছে, ডাল্লাসে যাওয়ার আগের রাতে হেফনার অন্য এক নারীর সাথে ছিল এবং মেয়েটা হল প্লেবয়ের ভেতরের পাতার হৃষ্টপুষ্ট এক মডেল যে একটা কুকুর নিয়ে হেফনারের সঙ্গে ডাল্লাসের বিমানে উঠেছিল। ক্যারেন আর কোনো ঈর্ষা অনুভব করে না, কারণ সে জানে হেফনারের যৌন ব্যভিচার কখনও বন্ধ হবে না এবং তাকে সে যে কথা দিয়েছিল অন্য পুরুষের সাথে যৌন সম্পর্ক গড়ে না-তোলার এটাও সে মানবে না। ইতিমধ্যে ডাল্লাসে থাকাকালীন সে এক যুবকের সঙ্গে মেলামেশা করেছে গোপনে। ছেলেটিকে তার ভালোও লেগেছে। সে নিশ্চিত যে বাইরের পৃথিবীতে অনেক মানুষ আছে যাদের সঙ্গে সে সুখী যৌনমিলন উপভোগ করতে পারবে। সুতরাং বন্ধু ন্যান্সি হেইটনারের উৎসাহে ক্যারেন ক্রিস্টি শেষপর্যন্ত সিদ্ধান্ত নেয় সে তার জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে হেফনারকে কোনোকিছু না বলেই এই ম্যানসন পরিত্যাগ করবে।

নিরাপত্তারক্ষীরা খুব বেশি অবিবেচক নয়, কিন্তু সে এমন একটা পরিকল্পনা করতে চায় যেন কেউ তার চলে যাওয়ার উদ্দেশ্য বুঝতে না পারে এবং হেফনারকে জানানোর সুযোগ না পায়। দাসদাসীদের কাছে সে ব্যাখ্যা করে যে টেক্সাসে তার গরিব আত্মীয়-স্বজনদের কাছে সে তার পুরোনো কাপড়গুলো পাঠাতে চায় এবং সে তার জিনিসপত্র অল্প অল্প করে অনেকগুলো বাক্সে ভর্তি করে। এসবের মধ্যে রয়েছে তার ফারের পোশাক, তার গহনা ও বিশাল ওয়ার্ডারোব খালি করে নেওয়া যাবতীয় কাপড়চোপড় অন্তর্বাসসহ, যা হেফনার তাকে দিয়েছিল। দুই সপ্তাহ ধরে ত্রিশ বাক্সেরও বেশি জিনিসপত্র তার চাচীর ঠিকানায় পাঠানোর পর সে তার পুরোনো ও বিশ্বাসী এক মডেল বান্ধবীর কাছে নিজের সাদা লিনকন গাড়িটা হস্তান্তর করতে সক্ষম হয়। তারপর একদিন হেফনার যখন লস এঞ্জেলেসে তখন সে লিমোজিন নিয়ে রাস স্ট্রিটের এক বুটিকের দোকানে কেনাকাটা করতে যায়।

নিরাপত্তা কর্মীরা ও ড্রাইভার গাড়িতে অপেক্ষা করতে থাকে। ক্যারেন দোকানে ঢুকে মহিলা বিক্রেতার সহায়তায় দোকানের একটা গোপন পথ দিয়ে বেরিয়ে অন্য একটা রাস্তায় ওঠে এবং ট্যাক্সিক্যাব ভাড়া করে সেইদিকে যাত্রা করে যেখানে তার দুই মেয়েবন্ধু অপেক্ষা করছিল। এই দুই বন্ধুর একজন হচ্ছে ন্যান্সি হেইটনার। ডাল্লাস পর্যন্ত দীর্ঘযাত্রায় তারা তাকে সঙ্গ দেবে। কারণ ভ্রমণ হল যোলো ঘণ্টার। তারা জেগে থাকার জন্য ডেক্সিড্রিন ব্যবহার করে। শিকাগো থেকে বহু মাইল পেরিয়ে গিয়ে ক্যারেন অল্প সময়ের জন্য থামে এবং রাস্তার পাশের টেলিফোন থেকে ববি আর্নস্টেইনকে বিদায় জানায় এবং তাকে ব্যাখ্যা করে বোঝায় যে সে ম্যানসনে আর থাকবে না।

ববি আর্নস্টেইন লস এঞ্জেলেসে হেফনারের কাছে এই তথ্য পৌঁছে দেয়ার পর সে বিক্ষুব্ধ ও অসন্তুষ্ট হয় এবং পরবর্তী কয়েক সপ্তাহ ধরে সে বারবার ক্যারেনকে টেলিফোন

করে এবং চেষ্টা করে তাকে ফিরে আসার জন্য রাজি করাতে। কিন্তু ক্যারেন জানায়, সে বন্ধুত্বের সম্পর্কটা রাখতে চায়, মাঝে মাঝে লস এঞ্জেলেসে গিয়ে হেফনারের সঙ্গে দেখা করতে রাজি হয় এবং আরো জানায় সে কোনোদিনই শিকাগোতে ফিরবে না। ডাল্লাসে সে ছোট একটা অ্যাপার্টমেন্ট পেয়েছে। একটা স্থানীয় এজেন্সি তাকে মডেল হিসেবে কাজ করার জন্য ভাড়া করেছে। কমপিউটার ফার্মে চাকরিরত এক তরুণ নির্বাহীর সঙ্গে সে এখন ডেটিং করে, যার সঙ্গে তার আগে ডাল্লাসে দেখা হয়েছিল। সে হেফনারের দেয়া সাদা লিনকন গাড়িটাই শুধু ব্যবহার করত। তার দেয়া ফারের পোশাক ও দামি অলংকারগুলো সে ব্যবহার করত না। তার গলায় এখন শোভা পায় একটা সোনার চেইন যা তার নতুন প্রেমিক তাকে কিনে দিয়েছে।

১৯৭৪ সালের নভেম্বর মাস। কেন্দ্রীয় আদালত কক্ষে হেফনারের সেক্রেটারি ববি আর্নস্টেইন-এর বিচারের রায় হল। সে শিকাগোতে আধাপাউন্ড কোকেন বহন করার অপরাধে অভিযুক্ত হয়। তার পনর বছরের জেল হয়। তার যে ছেলেবন্ধুর সঙ্গে শলাপরামর্শ করে সে এই কাজ করেছে তার জেল হয়েছে তার চেয়ে পাঁচ বছর কম। যদিও কেন্দ্রীয় এজেন্ট জানত যে ববি'র ছেলেবন্ধু রন স্কার্ক যখন তার সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলে তখন সে সচেতন ছিল সে কোকেন পাচার হতে যাচ্ছে। এছাড়া সে তার ছেলেবন্ধুর সঙ্গে মিয়ামিতে গেছে যেখানে এই মাদক বিলিবণ্টন হয়েছিল। ববি'র আইনজীবী বলছে 'সে একাকী ভ্রমণে বেরিয়েছিল।' তারপর যুবক স্কার্ককে দেখে সে মুগ্ধ হয়, যে তার থেকে সাত বছরের ছোট। মাদকের কোনো বিষয়ের সঙ্গে তার মক্কেলের কোনো সম্পর্ক নেই।

ববি আর্নস্টেইনের শাস্তিটা ছিল 'সাময়িক' এবং সে এটা থেকে সহজেই রেহাই পেতে পারে যদি সে এই মামলার মাদক সেবনকারী ও বিতরণকারীদের বিরুদ্ধে সরকারি সাক্ষীতে পরিণত হয়। এটাই ছিল কেন্দ্রীয় এজেন্টদের পদ্ধতি। যে আইনে স্কার্ককে শাস্তি দেয়া হয়েছে একই আইনে যাবতীয় মাদক সেবনকারীকে শাস্তি দেয়া হয়ে থাকে। এছাড়া আরও অভিযুক্ত হয় ববি'র আইনজীবী। এই ভদ্রলোক ববিকে শাস্তি দেয়ার পরিবর্তে কার কাছ থেকে সে এটা পেয়েছিল সেই বিষয়ে গুরুত্ব দিয়েছে বেশি এবং একই সঙ্গে সে সন্দেহ করছে তার বস হিউ হেফনারকে।

বহু বছর ধরে শিকাগোর আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী কর্তৃপক্ষ এবং চার্চ গ্রুপের লোকেরা হেফনারের প্রয়োবাদ (সুখ বা প্রীতিই পরমার্থ) এবং তার ক্রমবর্ধমান সম্পদের কারণে অসন্তুষ্ট হয়েছে কিন্তু তাকে অপরাধী হিসেবে বন্দি করতে পারেনি। ১৯৬৩ সালে *প্লেবয়* পত্রিকায় জেনী ম্যানসফিল্ড-এর নগ্নছবি ছাপার পর তা অশ্লীল বলে বিবেচিত হয়। তার নামে গ্রেফতারি পরোয়ানাও পাঠানো হয়। অশ্লীল ছবি ছাপার দায়ে হেফনার অভিযুক্ত হয়েছে। যা হোক সে জামিনে মুক্তি পেয়েছিল এবং আদালত তখন তাকে আটকাতে পারেনি।

ববি আর্নস্টেইনের বিরুদ্ধে মাদক পাচারের মামলা। আর্নস্টেইন হচ্ছে হেফনারের খুব ঘনিষ্ঠ কর্মচারী। বহুবছর ধরে সে এখানে কাজ করছে। অশ্লীলতার সেই মামলার এগারো বছর পর আবার তার বিরুদ্ধে মাদকের অভিযোগ আনার চেষ্টা চলতে থাকে।

কারণ তার পত্রিকা এখন নিউজস্ট্যান্ডে প্রদর্শিত হয় সারা দেশজুড়ে। এমনকি রক্ষণশীল জনগোষ্ঠীর বসতির ভেতরে যেসব ওষুধের দোকান আছে সেখানেও। যা হোক, হিউ হেফনার একটি ফাউন্ডেশনে প্রতিষ্ঠা করেছিল যা মাদকের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন ধরে লবি করে আসছে এবং তার ফাউন্ডেশন থেকে মাদকবিরোধী প্রচারকাজে নিয়মিত অংশ নেয় রক গানের তারকাশিল্পী, জাজ শিল্পী এবং নব্যতান্ত্রিক যুবক রাজনীতিবিদরা। অবশ্য তদন্তকারীরা ভালো ভাবে খোঁজ-খবর করে দেখেছে হেফনার মাদক সেবন করে না, সম্ভবত অতিথিদের তৃপ্ত করার জন্য সে স্বল্প পরিমাণে মাদক যোগান দিয়ে থাকতে পারে।

ববি আর্নস্টেইনের মামলার রায় ঘোষণার একমাস পর ইলিনয়েসের আইনজীবী জেমস থম্পসন তাকে এবং তার আইনজীবীকে তার অফিসে ডেকে পাঠান এবং তাদেরকে জানান যে, সে খুব নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে জেনেছে যে সেখানে একটা চুক্তি ছিল এবং তাকে সতর্ক করা হয়েছিল জামিনে যখন সে মুক্ত থাকে তখন সে তার কোনো বন্ধু বা শত্রু কাউকেই বিশ্বাস করবে না। আর্নেস্টাইনের আইনজীবী ব্যাখ্যা করে এটা হল পুনরায় ভীত-সন্ত্রস্ত করে তোলার একটা উদ্যোগ। সে কারণেই তার চাকরিদাতাকে সন্দেহ করা হয়েছে। যদি এটাই সরকারের উদ্দেশ্য হয় তাহলে সরকার মোটেও সফল হবে না, কিন্তু হেফনারের বিশ্বস্ততা ও ভালোবাসার প্রতি ববি আর্নস্টেইনের কোনো সন্দেহ নেই। সে কারণে শিকাগো ম্যানসনে বসবাস করতে সে এক ধরনের অস্বস্তিতে ভুগছে, এমনকি যখন তার রুমে সাধারণ পানীয় এবং মধ্যরাতে স্ন্যাকস পরিবেশন করা হয় তখনও সে সতর্ক থাকে।

নিঃসঙ্গতা ও হতাশা ববি আর্নস্টেইনকে কুরে কুরে খেতে থাকে। নিজেকে তার অপরাধী মনে হয় যখন সে সংবাদপত্রে পড়ে সরকারের সম্প্রসারিত তদন্ত ব্যবস্থার মাধ্যমে হেফনারের বন্ধু, সহযোগী, কর্মচারী, মডেল এবং বহু খ্যাতিমান মানুষ, যারা শিকাগো ও লস এঞ্জেলেস ম্যানশনে আতিথ্য গ্রহণ করেছিল বিভিন্ন সময় তাদের ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে খোঁজ-খবর নেয়া হচ্ছে। তদন্তকারীরা তাদের ফাইল টেনে বের করে এ্যাডিয়েনি পোলক নামে এক মডেলের মামলা। যার মৃত্যু হয়েছিল ১৯৭৩ সালে। এখন সন্দেহ করা হচ্ছে অতিরিক্ত মাদক সেবনের কারণেই তার মৃত্যু হয়। হেফনার অবশ্য বলেছে এই নামের কোনো মডেলের সঙ্গে তার কখনও সাক্ষাৎ ঘটেনি এবং তার যখন মৃত্যু হয় তখন সে তার ছেলেবন্ধুর সঙ্গে বসবাস করত, যে নিয়মিত মাদক সেবনে অভ্যস্ত ছিল।

কয়েক ডজন লোককে হেফনার সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছিল। এদের ভেতরে একজন ছিল প্লেবয়ের প্রাক্তন সম্পাদক ব্রাডি। সম্প্রতি সে প্রকাশকদের এক জীবনীগ্রন্থ রচনা করেছে। তাকে জিজ্ঞাসা করা হয় হেফনারের যৌনজীবন এবং সে তার বেডরুমে কী ধরনের কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত থাকত সে সম্পর্কে। অন্যদেরকেও এক ধরনের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয়। তদন্তকারীদের উদ্যোগ দেখে মনে হয় তারা ববি আর্নস্টেইনের ষড়যন্ত্র-সংক্রান্ত মামলাটিকে যৌনতা ও মাদকদ্রব্য এবং ধর্মভ্রষ্টতা ও মৃত্যুর আবহাওয়ায় লালন করতে চায়। নিজের চরিত্রের ওপর কালিমা লেপন করা থেকে নিজেকে রক্ষা করার ব্যাপারে হেফনার কিছু করতে না পারলেও, তার সম্পদ রক্ষা করার ব্যাপারে সে

উদগ্রীব হয়ে ওঠে। তার বিশ্বাস মাদকব্যবসার সঙ্গে জড়িত এরকম অভিযোগ এনে তার অন্যান্য সম্পদ নষ্ট করার উদ্যোগ নিয়েছে যারা সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় ক্ষমতাবান। হেফনার তার নিরাপত্তারক্ষীদেরকে দুই ভবনেরই প্রতিটি ফাঁক-ফোকড় এবং ওষুধের ক্যাবিনেটগুলো পরীক্ষা করতে নির্দেশ দেয় । গেটে আরও কড়া পাহারার ব্যবস্থা করা হয় যেন মালপত্র সরবরাহকারীদেরকে ভালোভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়। এছাড়া ভবনের তত্ত্বাবধানকারীসহ বাইরের লোক যারা ভেতরে প্রবেশ করে তাদের ব্যাপারেও কাড়াকাড়ি ব্যবস্থা নেয়া হয়। তার প্রকৌশলীরা প্রতি পনর দিনে পরীক্ষা করে থাকে কেউ টেলিফোনে আড়ি পাতে কিনা এবং সর্বত্র ছোট ছোট মাইক্রোফোন বসানো হয় যেন গোপন কথাবার্তা সহজেই ধারণ করা সম্ভব হয়।

এসময় ববি আর্নস্টেইনের মেজাজ ক্রমাগতই খিটখিটে হয়ে উঠে এবং যখন তার আপিল স্থগিত রয়েছে তখন দুবার সে অতিমাত্রায় ঘুমের ওষুধ সেবন করে এবং চিকিৎসা নিতে হয়। যদিও হেফনার তাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে ক্যালিফোর্নিয়ার অফিসে গিয়ে কাজ করতে। ক্যারেন চলে যাওয়ার পর থেকে সে এখানে অধিকাংশ সময় কাটাচ্ছে এখন। ববি'র আইনজীবী জানায়, তার এখন লস এঞ্জেলেস-এর ভবনে একা বসবাস করা উচিত নয়। সে আরও সতর্ক করে যে সে মাদকদ্রব্যের ওপর নির্ভরশীল হয়ে উঠতে পারে। শিকাগোতে ববির এক ঘনিষ্ঠ মেয়েবন্ধু ছিল। নাম শার্লি হিলম্যান। একসময়, প্লেবয়ের কর্মকর্তা হিসেবে কাজ করেছে। সে পরামর্শ দেয় তার পরিবারের সঙ্গে লস এঞ্জেলেসে গিয়ে একত্রে কিছুদিন বসবাস করতে। কিন্তু ববি তাতে রাজি হয় না। সে এখন সবসময় তার মোটরগাড়িটার ওপর নির্ভরশীল হতে চায়। ১৯৬৩ সালে এক সড়ক দুর্ঘটনায় সে মারাত্মকভাবে আহত হয়েছিল। দুর্ঘটনাটা ঘটেছিল কেন্টাকিতে। সঙ্গে ছিল তার প্রেমিক টম লোনস। প্লেবয়ের নির্বাহী সম্পাদক ভিক্টর লোনসের ছোটভাই। রাস্তার পাশে একটা গাছে ধাক্কা খেয়ে এই দুর্ঘটনা ঘটে। দুজনেই গাড়ি থেকে ছিটকে পড়ে। ববির হাত ভেঙে যায় এবং শরীরের বিভিন্ন জায়গা আহত হয়। কিন্তু লোনস সঙ্গে সঙ্গে মারা যায়। তারপর থেকে ববি আর্নস্টেইন বহু মাস বিষণ্ন অবস্থায় দিন কাটিয়েছে। এই দুর্ঘটনার পর দিনে ও রাতে সে একা থাকতে ভয় পেত এবং তার প্রেমিকের মৃত্যুর জন্য বারবার সে নিজেকেই দায়ী করত।

তারপরও হেফনারের পরামর্শে ১৯৭৪ সালের শীতকালে ববি ক্যালিফোর্নিয়ার তার সঙ্গে যোগ দেয় এবং প্রতিজ্ঞা করে নতুন বছরের ছুটির পর দ্রুত সে অন্য কোথাও চলে যাবে। জানুয়ারির দ্বিতীয় সপ্তাহের শনিবার রাতে সে শার্লির নর্থ সাইড অ্যাপার্টমেন্ট-এ ডিনার করে। তারপর তাকে বেশ সাহসী মনে হয়। সে বলে তাকে যে জেলে পাঠানো হবে এ ব্যাপারটা সে জানে।

বেলা দেড়টার দিকে এক পুরুষবন্ধু তাকে গাড়ি চালিয়ে শিকাগো ম্যানসনে ফিরিয়ে নিয়ে যায়; যেখানে বিভিন্ন তথ্য পরীক্ষা করা হয় কিন্তু কিছুই পাওয়া যায় না। কয়েক পেগ মদ্যপানের পর, সে তার কসমেটিকসের বাক্স গুছিয়ে নিয়ে বেড়ানোর জন্য ম্যানসন থেকে বেরিয়ে যায়। নর্থ রাস স্ট্রিটের সাউথ ব্লক পেরিয়ে সে অনেক পুরোনো হোটেল মেরিল্যান্ডের রিভলভিং দরজা দিয়ে ঢুকে পড়ে। এই হোটেলের বেজমেন্টে একটা

নাইটক্লাব ছিল। এটা চালু করেছিল ১৯৫০-এর দশকে লেনিব্রুস। এখানে অতিথিদের সাথে সাথে হিউ হেফনারকেও আপ্যায়িত করা হত। হোটেল রেজিস্টারে সে তার নাম লেখে রবার্টা হিলম্যান। ববি আর্নস্টেইন লিফটে চড়ে সতেরো তলায় ওঠে এবং রুমে ঢোকার পর 'বিরক্ত করবেন না' প্লেটটি ঝুলিয়ে দেয় যেন কেউ দরজায় একটা টোকাও না দেয় এবং দরজা খুব ভালো করে বন্ধ করে। সে তার রুমের জানালা দিয়ে সাঁইত্রিশ তলা স্কাইস্ক্রেপার দেখতে পায়। রাত তিনটার কিছু আগে সে তিন জায়গায় তিনটে টেলিফোন করে। প্রথম টেলিফোন করে যে তাকে বাসায় পৌঁছে দিয়েছিল (কোনো উত্তর পাওয়া যায়নি), দ্বিতীয় টেলিফোন করে হেফনারের ম্যানসনে কোনো নতুন তথ্য আছে কি না, তা পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে (কোনো নতুন তথ্য ছিল না) এবং তৃতীয় টেলিফোন করে হিলম্যানের অ্যাপার্টমেন্টে। রিচার্ড হিলম্যান জবাব দেয় শার্লি ঘুমিয়ে আছে, তবে দরকার হলে তাকে জাগানো যেতে পারে। কিন্তু ববি বলে, 'তার প্রয়োজন নেই শুধু বললেই হবে আমি ফোন করেছিলাম।' ববি আর্নস্টেইনের কসমেটিকস-এর বাক্সে ছিল স্নায়ুর উত্তেজনা প্রশমনকারী ওষুধ ও শক্তিশালী ঘুমের বড়ি এবং সবগুলো ওষুধই অতিরিক্ত পরিমাণে সেবনের ফলে সে মারা যায়। সে তার শেষ বক্তব্য একটা এনভেলপে ভরে সযত্নে তার উপরে লেখে 'একটা বিরক্তিকর ব্যাখ্যা সম্বলিত চিঠি রয়েছে এটার ভেতরে...

পরদিন বিকেলে হোটেলের এক পরিচারিকা অনেক ডাকাডাকি করেও যখন তার কোনো সাড়া পায় না তখন হোটেলের ম্যানেজার নির্দেশ দেয় দরজা ভাঙার। আর্নস্টেইন তার বিছানার কোনায় সুন্দর পোশাক পরা অবস্থায় শুয়ে আছে, মৃত। সে তার চিঠি শুরু করেছে এভাবে 'আমি নিজেই এই কর্মকাণ্ড করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আমি নিজেকে সম্মত করিয়েছি যে একাজ আমাকে করতেই হবে এবং এই কাজের সঙ্গে আমার চাকরিদাতার কোনো সম্পর্ক নেই, সে আমার সাম্প্রতিক সমস্যায় উদারতা ও ধৈর্য প্রদর্শন করেছে।' সে আরও লেখে 'আমি কখনও নিষিদ্ধ মাদক পরিবহন ও বিতরণের ষড়যন্ত্রের সঙ্গে জড়িত ছিলাম না। হিউ হেফনারের ব্যক্তিগত জীবনাচরণ ও তার নৈতিকতা সম্পর্কে আমি যতটুকু ঘনিষ্ঠভাবে জানি, তাতে এ ধরনের কর্মকাণ্ডের সঙ্গে তার কোনো যোগাযোগ কোনো সময়ই ছিল না, যার কারণে তাকে এ-ধরনের দুর্নাম বহন করতে হবে।' চিঠির উপসংহারে সে আরও যোগ করে 'বাস্তবতার বিরুদ্ধে যে-কোনো ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণের মানসিকতা তার রয়েছে। তবে আমার নিজের সিদ্ধান্তই শেষ সিদ্ধান্ত এবং এই সিদ্ধান্ত আমাকে আয়েশ দিচ্ছে এবং এই সিদ্ধান্ত নিয়ে আমি আনন্দিত...। এখন শুধুই অনুভব করছি আমি সেই অনুশীলন করতে সক্ষম যার ওপর আমার নিয়ন্ত্রণ রয়েছে।'

ববি আর্নস্টেইনের আত্মহত্যার খবর শুনে হিউ হেফনার ক্রুদ্ধ হয় এবং শিকাগোর উদ্দেশে উড়াল দেয়। শিকাগো ম্যানশনের প্রধান কক্ষের ফায়ারপ্লেসের কাছে অনুষ্ঠিত জনাকীর্ণ সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য প্রদানকালে সে আক্রমণ করে আইনজীবীদের এবং ববি আর্নস্টেইনের জন্য শোক প্রকাশ করে। তার দুই চোখ লাল হয়ে আছে। দাড়ি কাটা হয়নি। তাকে বেশ বিপর্যস্ত মনে হয়। সে সংবাদ সম্মেলনের জন্য প্রস্তুতকৃত বিবৃতি পড়তে শুরু করে 'গত কয়েক সপ্তাহ ধরে মাদক সংক্রান্ত কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দুতে আমি

ছিলাম প্রধান বিষয়। আমাকে সন্দেহ করা হয়েছে বিভিন্নভাবে। সংশ্লিষ্ট মামলার সঙ্গে আমাকে সম্পৃক্ত করার চেষ্টাও হয়েছে। আরও চেষ্টা হয়েছে কোকেন-ষড়যন্ত্রের সঙ্গে সম্পৃক্ত করার পাশাপাশি শিকাগোর প্লেবয় বানি অ্যাডিয়েনি পোলাকের অতিরিক্ত মাদক সেবনের কারণে মৃত্যুর ঘটনার সঙ্গে। যদিও কোনো ঘটনার সঙ্গেই আমার কোনো ব্যক্তিগত যোগাযোগ ছিল না। এ ব্যাপারে কোনো ধরনের মন্তব্য করাও আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তবে আমার বারবারই মনে হচ্ছে আমার বিরুদ্ধে এখন যা করা হচ্ছে তা প্লেবয়ের সাফল্যের কারণে ঈর্ষাকাতর হয়ে—যৌক্তিক কোনো কারণ নেই।' সে আরও বলে, 'ববি আর্নস্টেইনের আত্মহত্যার পর আর কোনোভাবেই চুপ থাকা সম্ভব নয়। সে তার ব্যক্তিগত জীবনে যে ভুল করেছে তার জন্য এ-ধরনের শাস্তি মোটেও কারও কাম্য নয়। তাছাড়া প্লেবয় পত্রিকা ও আমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার কারণেই কোকেন-ষড়যন্ত্র মামলার প্রধান আসামি করা হয় তাকে। আর এটা বিশ্বাস করা কঠিন যে সে ষড়যন্ত্রমূলকভাবে আমার নাম প্রকাশ করে দিয়েছে। যা হোক শেষপর্যন্ত তার পনর বছর জেল হয়েছিল। আপিলের দীর্ঘকালীন চাপ এবং সরকারি উকিল ও তার এজেন্টদের ক্রমবর্ধমান হয়রানির কারণে সে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে এবং হত্যা করে নিজেকে।' সে আরও জানায়, 'আমি কখনও কোকেন গ্রহণ করিনি কিংবা অন্যকোনো মাদক। আমি এটা শপথ করেও বলতে পারি। আমাকে অভিযুক্ত করার কারণ হচ্ছে আমার ব্যবসায়িক সাফল্যকে ঈর্ষা করা ছাড়া আর কিছুই নয়।'

মামলার তদন্ত সম্পর্কে হেফনারের সমালোচনার সঙ্গে একমত হয় বহু সংবাদপত্রের সম্পাদক ও কলামিস্ট। কিছু সংবাদপত্রের সম্পাদক হেফনারের প্রতি তত সহানুভূতিশীল ছিল না। *শিকাগো ট্রিবিউনের* এক লেখক হেফনারকে অভিযুক্ত করে। সে ভাবে জোরেশোরে প্রচার চালিয়ে গেলেই একসময় পুলিশ তাকে গ্রেফতার করবে। ইউনাইটেড স্টেটস অ্যাটর্নির অফিস থেকে প্রদত্ত এক বিবৃতিতে জেমস আর থম্পসন গুরুত্ব দেয় যে, হেফনারসহ কেউই আইনের বাইরে নয়। হেফনারকে লক্ষবস্তুতে পরিণত করা হয়েছিল, কারণ সে প্লেবয়ের প্রকাশক।

ববি আর্নস্টেইনের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া শেষ হয়ে যাওয়ার পর হেফনারের সহযোগীরা বিভিন্ন ধরনের অনুসন্ধান চালিয়ে যেতে থাকে এবং এগার মাস পর বিচারবিভাগ জানায় যথেষ্ট পরিমাণ সাক্ষ্য প্রমাণের অভাবে মামলা খারিজ হয়ে গেছে। কিন্তু সংবাদমাধ্যম হেফনারের সংস্থার বিভিন্ন সমস্যাকে তুলে ধরতে শুরু করে। পত্রিকার প্রথম পাতায় প্রকাশিত হয় যে *প্লেবয়* বিজ্ঞাপনের প্রচুর অর্থ থেকে বঞ্চিত হয়েছে, কারণ মাদক কেলেঙ্কারির সঙ্গে প্লেবয়ের কর্মকর্তাদের সম্পৃক্ত থাকার খবর চারদিকে ছড়িয়ে পড়া। এছাড়া আরও প্রকাশিত হয় হেফনারের এই প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা খুবই ঢিলেঢালা, যে কারণে ন্যাশনাল ব্যাংক অব শিকাগো ৬.৫ মিলিয়ন ডলার থেকে প্লেবয়কে বঞ্চিত করে। এসময় ওয়াল স্ট্রিটের দুই প্রভাবশালী ব্যক্তি, যারা হেফনারের পরিচালকমণ্ডলীর সদস্য ছিল, তারা পদত্যাগ করে এবং প্লেবয়ের কর্পোরেট স্টক ১৯৭১ সালে ২৩.৫০ ডলার দরে প্রতিটি শেয়ার বাজারে বিক্রির জন্য ছাড়ে। উল্লেখ্য, ১৯৭৫ সালে এই শেয়ারের দর ২.২৫ ডলারে নেমে আসে। ইংল্যান্ডে প্লেবয় ক্যাসিনো, যা মূলত আরবের ধনী

তেলব্যবসায়ীদের পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত হত এবং এই ক্যাসিনোর আয় ছিল বছরে সাত মিলিয়ন ডলার। এই আয় দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এমনকি প্লেবয় পত্রিকার প্রচারসংখ্যা ছয় মিলিয়নের নিচে নেমে আসে। অবশ্য এখনও পর্যন্ত তা পৃথিবীর সবচেয়ে লাভজনক পুরুষদের পত্রিকা। সংবাদপত্র আরও তুলে ধরে হেফনারের শত্রু-প্রকাশকদের পত্রিকার সার্কুলেশন বেড়ে যাওয়ার খবর। যেমন পেন্টহাউস-এর মাসিক বিক্রি দাড়ায় ৪.৫ মিলিয়নে এবং ১৯৭৪ সালে প্রকাশিত ল্যারি ফ্লিন্ট-এর *হাসলার* এর প্রচারসংখ্যা ২ মিলিয়নে গিয়ে পৌঁছায় এবং এই পত্রিকাই ১৯৭৫ সালের আগস্ট মাসে ধারাবাহিকভাবে জ্যাকুলিন কেনেডি ওনাসিস-এর স্কারপিও দ্বীপে নগ্নাবস্থায় স্নান করার অসংখ্য ছবি ছাপে এবং তা পাঠককে তাক লাগিয়ে দেয়। ছবিগুলো তুলেছিল একজন ইতালীয় চিত্রগ্রাহক এবং সে ব্যবহার করেছিল টেলিস্কোপিক লেন্স। ছবিগুলো সে তুলেছিল একটা জেলেনৌকায় চড়ে।

ফ্লিন্ট মানুষ হিসেবে ছিল খুবই নিম্নমানের। সে পরিকল্পনা করছিল হেফনারের একটা ছবি ছাপার, যে ছবিতে হেফনারকে একটা যুবতী মেয়ের সঙ্গে যৌনমিলনরত অবস্থায় দেখা যাচ্ছে। ছবিটা সে শিকাগোতে রাখা হেফনারের ব্যক্তিগত ফাইল থেকে চুরি করেছিল। ফ্লিন্টের উদ্দেশ্য টের পেয়ে হেফনার প্লেবয়ের এক নির্বাহী ন্যাট লেরম্যান কে বলেন ছবিটা তার কাছ থেকে ফিরিয়ে আনতে। কারণ এটা সে চুরি করেছে। ছবিটা ছাপা খুবই অনুচিত হবে, কারণ যে নারীটি এই ছবির সঙ্গে জড়িত সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে সবচেয়ে বেশি। লেরম্যান কয়েকদিন পর ফ্লিন্টের সঙ্গে দেখা করে আসার পর হেফনারকে জানায় যে তার মনোভাব নেতিবাচক। তবে সে আরও জানায় ফ্লিন্টকে ম্যানসনে নিমন্ত্রণ জানিয়ে তাকে তোষামোদীর ফাঁদে ফেলা যেতে পারে। প্রস্তাবটা পছন্দ হয় হেফনারের। ল্যারিও আমন্ত্রণ গ্রহণ করে। ম্যানশন পরিদর্শনকালে সে তার অনুজ প্রকাশককে সম্মানিত অতিথিদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়। পুরো ম্যানসন ঘুরিয়ে দেখায়। প্রকাশনা জীবনের বিভিন্ন বাধা-বিপত্তির গল্প বলে। হেফনার সম্পর্কে কিছু ভুল ধারণা নিয়ে ফ্লিন্ট ম্যানশন পরিদর্শনে এসেছিল কিন্তু তার সঙ্গে সাক্ষাতের পর তা দ্রুত কেটে যায়। ল্যারি ফ্লিন্ট যাবার সময় নিজের জ্যাকেটের পকেটে হাত ঢুকিয়ে হেফনারের কাঙ্ক্ষিত সেই ছবিটা বের করে আনে এবং হেফনারের পকেটে ঢুকিয়ে দেয় এবং তাকে নিশ্চিত করে যে ছবিটার কোনো ডুপ্লিকেট কপি তৈরি করা হয়নি।

এই সময়ে শুধুমাত্র ন্যাট লেরম্যানই সফলভাবে হেফনারের পক্ষে কাজ করেছে এমন নয়। তখন আরও এক লোক ছিল, তার নাম ভিক্টর লোনস। সে ছিল লন্ডনে প্লেবয় ক্লাবের ভাইসরয়। তাকে তখন ডেকে পাঠানো হয় কিছু সমস্যা সমাধানের জন্য। বিশেষ করে প্লেবয়ের রিসোর্ট ও ক্লাবগুলোর আর্থিক সমস্যা। গত চার বছর ধরে শুধুমাত্র হোটেলগুলোই লোকসান করেছে ১০ মিলিয়ন ডলার, সেইসঙ্গে প্লেবয়ের ক্লাবগুলোও অলাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। এমনকি এসব ক্লাবের চলচ্চিত্র ও সংগীত বিভাগও। দেখা গেছে তুলনামূলকভাবে দুই বছর আগে এসব প্রতিষ্ঠানের আয় ছিল ১১.৩ মিলিয়ন ডলার এবং বর্তমানে তা কমে দাঁড়িয়েছে ১.১ মিলিয়ন ডলারে।

ভিক্টর লোনস ব্যক্তিগতভাবে সম্পদশালী মানুষ। শিকাগোতেই তার বসবাস। স্ত্রীর

সঙ্গে বিবাহ-বিচ্ছেদের পর সাম্প্রতিক বছরগুলোতে সে লন্ডনে বসবাস করছে। সাতচল্লিশ বছর বয়সী এই লোক কখনও কোনো অনুমোদন অথবা জনপ্রিয়তা অনুসন্ধান করেনি তার সহকর্মীদের কাছে। সে সাময়িকভাবে শিকাগোতে হেফনারের বিবাদ নিষ্পত্তিকারীতে পরিণত হয়েছিল।

শিকাগো ম্যানসনেও বিশাল পরিবর্তন আনা হয়। ৫০ জন গৃহ-কর্মকর্তা থেকে ছাঁটাই করে ১২ জনে নামিয়ে আনা হয়। শিকাগোর হোটেল ও স্থানীয় প্লেবয় ক্লাবগুলোর সার্ভিস স্টকও কমানো হয়। ভি.আই.পি পত্রিকা নেয়া বন্ধ করে দেয়া হয়। ফলে প্রায় আট লাখ ডলার খরচ বাঁচে বছরে। ব্যবসার সুবিধার জন্য শিকাগো, গ্রেট জর্জ ও নিউজার্সির হোটেলগুলো থেকে প্লেবয়ের নাম মুছে ফেলা হয়। জ্যামাইকার রিসোর্টের হোটেল অন্যের কাছে হস্তান্তর করা হয় হেফনারের অনুমোদন নিয়ে। বাল্টিমোর, নিউ অরলিনস, সানফ্রান্সিসকো, মন্ট্রিল ও আটলান্টার অলাভজনক ক্লাবগুলোও বন্ধ করে দেয়া হয়। বন্ধ করে দেয়া হয় কোম্পানির রেকর্ডিং ব্যবসাও। স্থগিত করা হয় প্লেবয় ফিল্ম প্রোডাকশনের যাবতীয় কাজ।

লোনস তার বাৎসরিক বেতন থেকে শতকরা ২৫ ভাগ অর্থ কম নেয়। তার বাৎসরিক বেতন ছিল ৩ লাখ ডলার। সেক্ষেত্রে সে নিতে থাকে ২ লাখ ৩০ হাজার ডলার। হেফনার বিশ্বাস করত প্রাচুর্যের নামে সে অনেক অর্থই খরচ করেছে কিন্তু সে খুবই আশ্চর্য হয় যখন সংবাদপত্রে দেখতে পায়, লোনস ঘোষণা করেছে যে শিকাগো ম্যানসন বিক্রি হবে, সেইসঙ্গে হেফনারের জেটবিমানটিও। হেফনার অবশ্য জনসমক্ষে এই খবরের সত্যতা অস্বীকার করে। কিন্তু শেষপর্যন্ত ডিসি-৯ এর মালিকানা বদলায় অর্থাৎ তা বিক্রি হয়ে যায় এবং তা কেনে ভেনিজুয়েলার সরকার।

কিন্তু নিউ ইয়র্ক ভ্রমণ ছিল হেফনারের জন্য একটা পরিতৃপ্তির উৎস। কারণ গত কয়েক বছরে এই প্রথম প্লেবয় গণমাধ্যমের আনুকূল্য লাভ করে। ফিফথ এভিনিউর উনষাটতম স্ট্রিটের প্লেবয় ক্লাবটি নতুন করে সাজানো হয়। উন্নত করা হয় বিনোদনের ব্যবস্থা। এই ক্লাবে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত হয় অসংখ্য সাংবাদিক ও ফটোগ্রাফার। তারা হাওয়ার্ড কোসেল থেকে শুরু করে ব্রুস লেনির মায়ের ছবিও তোলে। হেফনার সদা স্যুট ও বারবি বেনটন দীর্ঘ কালো গাউন পরে আবির্ভূত হয়। তারাই এই সম্মেলনের আমন্ত্রণকারী। তবে সবচেয়ে বেশি মনোযোগ আকর্ষণ করে হেফনারের পাশে দাঁড়ানো স্বর্ণকেশী এক যুবতী। সদা হাসিমুখ এই যুবতীর চোখদুটি কালো কিন্তু সতর্ক—সে হচ্ছে হেফনারের তেইশ বছর বয়স্কা কন্যা ক্রিস্টি হেফনার। আজ রাতে প্লেবয়ের কর্মকর্তা হিসেবে সে আত্মপ্রকাশ করবে—সেজন্যই এই সংবাদ সম্মেলন এবং পার্টির আয়োজন।

জুনিয়র কর্মকর্তা হিসেবে সংস্থায় ১৯৭৫ সালে যোগ দেয়ার পর ক্রিস্টি ব্রান্ডেইস বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি সাহিত্যে সম্মানসহ স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করে। প্লেবয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা দ্বিধান্বিত হয়ে পড়ে বসের কন্যার সঙ্গে কোনো বিশেষ ধরনের আচরণ করতে হবে কি না। যদিও অফিস ভবনের ভেতরে তা এড়িয়ে যাওয়া খুবই কঠিন, বিশেষ করে যখন তার পিতা জনসমক্ষে ঘোষণা করেছে যে একদিন সে এই

প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব নিতে পারে। কিন্তু ক্রিস্টি তার আচরণ ও কৌশল দিয়ে সবার মন জয় করে নেয় এবং অল্পদিনের ভেতরেই সে তার পিতার সহকর্মীদের সম্মান ও বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করে।

নিউ ইয়র্কে দেয়া প্রথম সাক্ষাৎকার থেকেই শুরু। তারপর প্রায়ই সারাদেশের বিভিন্ন শহরে সে আরও অনেক সাংবাদিকের মুখোমুখি হয় এবং সংবাদপত্রগুলোকে সমালোচনামূলক প্রতিবেদন প্রকাশের মনোভাবকে অন্যদিকে চালিত করে। সে পরামর্শ দেয় সমালোচনার পরিবর্তে ইচ্ছে করলে তার ব্যক্তিগত জীবনের কাহিনীও ছাপতে পারে। কসমোপলিটান পত্রিকা বলে, 'স্পষ্টতই খরগোশের মতো ক্ষিপ্র।' লেখিকা জুডি ক্লেমিজারড বর্ণনা করে এভাবে 'উল্লাস দলের দলনেতার ভেতরে স্বাস্থ্যকর ও মার্জিত একটা মুখচ্ছবি, যা যথাযথ নারী হওয়ার জন্য বেড়ে উঠেছে।' ক্রিস্টি অবশ্য এ-ধরনেরই একটা মেয়ে যা তার পিতার কাছে আবেদন সৃষ্টি করত এবং সে নিজেও তা স্বীকার করত। তারা পরস্পরের প্রতি এক ধরনের আকর্ষণ অনুভব করত পারস্পরিক বোঝাবুঝির ভেতরে যা ছিল অধিক রোমান্টিক ও অধিক অন্তরঙ্গ।

ক্রিস্টি তার শৈশবে বাবাকে দেখেছে একজন আগন্তুক হিসেবে। একজন রহস্যময় মানুষ এবং তার কিছু কুখ্যাতিও রয়েছে, যা তাকে একই সঙ্গে প্রলুব্ধ ও দ্বিধান্বিত করে তুলত। হেফনার যখন তার গৃহ পরিত্যাগ করে তখন ক্রিস্টির বয়স দুই বছর। ১৯৬০ সালে তার মা আবার বিয়ে করে। তখন আট বছরের ক্রিস্টি এবং পাঁচ বছর বয়সী ছোটভাই ডেভিড তার সৎপিতার নাম গ্রহণ করে। স্কুলে প্রবেশ করার পর ক্রিস্টি প্রায়ই হেফনারের ম্যানসনে যেত এবং বিস্মিত হত তার বিশাল আকৃতির খেলনা ও তার নারীদের দেখে। কলেজে প্রবেশ করার পর সে এবং তার পিতা দুজনেই সক্ষম হয় ব্যক্তিগত পদ্ধতিতে যোগাযোগ গড়ে তুলতে এবং পরস্পর তা স্বীকার করে এবং পরস্পর প্রশংসা করে পরস্পরের গুণাবলি যা তাদের দুজনের ভেতরেই আছে। হেফনারের মতোই ক্রিস্টিও দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে পারত, তার আইকিউ লেভেল ছিল খুবই উঁচুপর্যায়ের, উন্নাসিকতাও কিছু ছিল যা তাকে নেতৃত্ব দিত সফল উদ্যোগ নিতে এবং অঙ্গীকার ছিল নিজের প্রতি ও যৌনস্বাধীনতার প্রতি।

স্নাতক শেষবর্ষে পড়ার সময় সে এক পুরুষ ছাত্রের সঙ্গে একটা অ্যাপার্টমেন্টে বসবাস করতে থাকে। এই ছাত্রের সঙ্গে তার পরিচয় হয়েছিল বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে। ক্রিস্টির মা মোটেও খুশি হয়নি যখন এক ছুটির দিনে সেই যুবককে বাড়িতে নিয়ে আসে এবং তার সঙ্গে একই বিছানা ভাগাভাগি করে। ক্রিস্টির বন্ধুর সঙ্গে দেখা হওয়ার পর হেফনার তাদের সম্পর্ক অনুমোদন করে এবং বিশ্বাস করতে পছন্দ করে, সে তার কন্যার সুখী ব্যক্তিগত জীবন ও তার লেখাপড়ায় সাফল্যের অবদান রাখবে। এসময় সে তার পিতার নাম গ্রহণ করার ইচ্ছা প্রকাশ করে এবং হেফনার খুবই খুশি হয়।

ব্রান্ডেইস বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৭৪ সালে স্নাতক সম্পন্ন করার পর একবছর সে ফ্রিল্যান্স লেখক হিসেবে বস্টনে কাটায়। এসময় তার ছেলেবন্ধু জর্জ টাউন বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন পড়তে চলে যায়। তখন সে প্লেবয়-ভবনে পিতার বিশেষ সহকারী হিসেবে কাজ করার প্রস্তাব গ্রহণ করে। চাকরির প্রথম বছরে সে কোম্পানির পেপারমিল ছাপাখানা

পরিদর্শন করে। একই সঙ্গে পরিদর্শন করে ক্যাসিনো ও ক্লাবগুলো। উপস্থিত থাকে সংস্থার প্রতিটি ব্যবসায়িক সভায় এবং সংস্থার কাঠামোর সঙ্গে পরিচিত হয়ে ওঠে। ঘনিষ্ঠতা বাড়ে বিভিন্ন বিভাগ ও কর্মকর্তাদের সাথে। অফিসের সম্মেলন ও পার্টিগুলোতেও সে অংশগ্রহণ করে এবং তার পিতার মতো সেও অফিসের ভেতরে সহকর্মীদের যৌনকর্ম করার ব্যাপারে নিরুৎসাহিত করত না।

অফিসের এক লোকের সঙ্গে হঠাৎ করেই ক্রিস্টির একটা অস্থায়ী সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এ সম্পর্কের ব্যাপারে তার পিতার অনুমোদন ছিল। এই লোক ছিল কোম্পানির কর্পোরেট অফিসের একজন কর্মকর্তা। সত্যিকথা বলতে কি, হেফনার অধিক আস্থাশীল ছিল তার কন্যার ওপর। সে জানত ক্রিস্টি যে-কোনো অবস্থা সামাল দিতে সক্ষম। যা হোক লোকটার সঙ্গে যখন সম্পর্ক শেষ হয়ে যায় তখন হেফনার স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে। ক্রিস্টিও মোটামুটি খোলামেলা স্বভাবের ছিল। সে মোটেও দ্বিধা করত না তার পিতাকে বলতে তার যুবতী বান্ধবীদের নিয়ে সে কি ভাবে। মতামত প্রকাশের ক্ষেত্রে ক্রিস্টি কখনও রূঢ় ছিল না, বরং এক্ষেত্রে তার যে অপূর্ণতা রয়েছে সে সম্পর্কে সে সবসময়ই সচেতন থাকত। সে বিশ্বাস করত কোনো প্রেমিকাই হেফনারের জীবনে প্রকৃতঅর্থে গুরুত্বপূর্ণ নয়।

পিতার সঙ্গে পুনর্মিলনীর কারণে ক্রিস্টি খুবই খুশি। তারপরও সে তার মা মিলড্রেডকে প্রায় প্রতিদিনই টেলিফোন করত এবং তাকে দেখতে যেত সপ্তাহে একবার। এটা কোনো বাধ্যবাধকতা নয়। ভালোবাসার টানেই সে মাকে দেখতে যায়। যদিও সে জানে এটা না-করলেও চলে। কারণ মাকে তার অনেক দূরের মানুষ মনে হয়। তাছাড়া ১৯৭১ সালে দ্বিতীয় স্বামীর সঙ্গেও তার বিবাহবিচ্ছেদ ঘটেছে। সে জানে তার মা এখন তার চেয়ে বারো বছরের ছোট এক সুদর্শন হেয়ার ড্রেসার-এর গভীর প্রেমে তিন বছর ধরে ডুবে আছে এবং নিয়মিত যৌনমিলন উপভোগ করছে। ক্রিস্টিই তার বিচ্ছিন্ন পিতামাতার বন্ধুত্বের সম্পর্ককে আরও শক্তিশালী করার ব্যাপারে উদ্যোগ নিয়েছিল এবং সফলও হয়েছিল। ১৯৭০-এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে ক্রিস্টির পরামর্শ ও উদ্যোগে হেফনার পরিবারের জীবিত সদস্যদের একটা পুনর্মিলনী অনুষ্ঠিত হয়। একই ছাদের নিচে এসে জড়ো হয় তার পিতামাতা তাদের যুবক প্রেমিক ও যুবতী প্রেমিকাকে নিয়ে; তার চাচা আসে আসপেন থেকে; আসে তার কলেজ পড়ুয়া ভাই ডেভিড, সে একজন ফটোগ্রাফার এবং সে তার সৎপিতার নাম গ্রহণ করেছে এবং আসে ক্রিস্টির নিজের প্রেমিক। আরও আসে তার দাদা ও দাদি গ্রেস ও গ্লেন হেফনার, যাদের কাছে এই পুনর্মিলনী ছিল খুবই উপভোগ্য। গ্লেন হেফনার কথায় কথায় তার যৌনজীবনের সব কথাই বলে ফেলে, কিছুই গোপন করে না। তারা জানায়, তাদের পঞ্চাশ বছরের বিবাহিত জীবন নিয়ে তাদের কোনো আক্ষেপ নেই। গ্লেন হেফনার তার পুত্রের কোম্পানির শেয়ার কিনে কোটিপতিতে পরিণত হয়েছে এবং কয়েক বছর যাবৎ সে হেফনারের কোম্পানির অডিটে সাহায্য করে আসছে। সে দাবি করে, কোনোদিন প্লেবয়ে প্রকাশিত কোনো নগ্নছবি সে দেখেনি। সে উপভোগ করে *ফরচুন* এবং *বিজনেস উইক* পত্রিকা।

চাকরির তৃতীয় বছরে ক্রিস্টি হেফনার কোম্পানির সহ-সভাপতি পদে প্রমোশন পায় এবং এই ঘোষণায় কোম্পানির প্রত্যেকেই তাকে এমনভাবে স্বাগত জানায় যেন তারা কোনো উৎসবে যোগ দিতে এসেছে। এই ছাব্বিশ বছর বয়সে সে ৫০,০০০ ডলার বেতন পেতে শুরু করে। সংস্থার অধিকাংশ কর্মকর্তা মনে করত সে দ্রুত সংস্থার যাবতীয় সমস্যার সমাধান করতে পারবে। ক্রিস্টিও দ্রুত *প্লেবয়* পত্রিকার ভাবমূর্তির উন্নয়ন ঘটায় পাঠকের কাছে, বিশেষ করে মাদকের ঘটনা ও ববি আর্নস্টেইনের মৃত্যুর কারণে যার অবনতি ঘটেছিল।

কিন্তু সে সবচেয়ে সফল হয় গণমাধ্যমের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলা এবং বিজ্ঞাপনী সংস্থা, ব্যাংক ও বিনিয়োগকারীদের সঙ্গে যাবতীয় ব্যবসায়িক দায়িত্ব সম্পন্ন করতে। তার সময়েই প্লেবয়ে দেশের সম্মানিত লেখকদের লেখা ছাপা হতে থাকে। এদের মধ্যে ছিলেন জন শিভার, ইরউইন শ', আলেক্স হেইলি, ডেভিড হালবারস্টাম, সলবেল্লো ও আরও অনেকে। মোট কথা, প্লেবয় পত্রিকায় শেষপর্যন্ত সাহিত্যের সম্পদ পাওয়া যেতে শুরু করে। এছাড়া প্লেবয়ে সেই সময় থেকেই সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সাক্ষাৎকার ছাপা হতে থাকে। যেমন আমেরিকার ভবিষ্যৎ প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টার। সাক্ষাৎকার দিয়ে তিনি একবার এই পত্রিকার প্রধান শিরোনামে পরিণত হন এবং সারা পৃথিবীর তার স্বীকৃতিমূলক মন্তব্যের সাথে পরিচিত হয় 'যৌনক্ষুধা নিয়ে আমি বহু নারীর দিকে তাকাই। নিজের ভেতরে আমি অসংখ্যবার ব্যভিচার করি। ঈশ্বরও মাঝে মাঝে স্বীকার করেন যে আমি এসব করব এবং ঈশ্বর আমাকে এসবের জন্য ক্ষমা করে দেবেন।'

হেফনার নিজের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৯৭৬ সালে চিফ অপারেটিং অফিসার হিসেবে সংবাদপত্রের একজন নির্বাহী অফিসারকে ভাড়া করেন, নাম ডেরিক জে ডানিয়েল। এটা ছিল তার জন্য একটা বিচক্ষণ সিদ্ধান্ত। যদিও ভিক্টর লোনস যা করেছিল সেও তাই করল। তবে লোনস কর্মচারীদের তেমন ছাঁটাই না করেই কাজটা সম্পন্ন করেছিল। প্লেবয়ের সবচেয়ে বড় আয় আসত বিজ্ঞাপন থেকে এবং এটা নির্ভর করত মাসিক প্রচার সংখ্যার ওপর, যা ছিল পাঁচ মিলিয়নেরও ওপরে। বছরে প্রায় ৫০ মিলিয়ন ডলারেরও ওপরে এবং প্লেবয়ের নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বি পেন্টহাউজের আয়ের প্রায় দ্বিগুণ। সংস্থার অন্য পত্রিকা *ওওই*-এর প্রচার সংখ্যাও দিনে দিনে বাড়ছে। শুরু থেকেই পত্রিকাটি লাভ করছে। কিন্তু হোটেল ব্যবসা লোকসান দিয়েই চলেছে। ডানিয়েন দায়িত্ব গ্রহণের দুবছরের ভেতরে প্রায় শ'খানেক কর্মচারী ছাঁটাই হয় অথবা অবসর গ্রহণ করে। প্রতিষ্ঠানের কিছু কিছু বিভাগ বন্ধ করে দেয়া হয়। এসময় ডানিয়েলের নেতৃত্বে প্লেবয় এন্টারপ্রাইজ একটা বড় ধরনের আর্থিক ঝুঁকি নেয় উঁচুমাত্রায় লাভের জন্য। ডানিয়েল আটলান্টিক সিটিতে কয়েক মিলিয়ন ডলার খরচ করে একটা হোটেল ও ক্যাসিনো নির্মাণের ঘোষণা দেয়। উল্লেখ্য, নিউ জার্সির সংবিধানে সম্প্রতি জুয়া বৈধ করা হয়েছে। ইংল্যান্ডে প্লেবয় ক্লাবের জুয়ার সাফল্য ডানিয়েলকে ক্যাসিনো ব্যবসার প্রতি উৎসাহিত করে তোলে।

যেসব সিদ্ধান্তের জন্য ডানিয়েল তার কৃতিত্ব দাবি করতে পারে তার একটি হচ্ছে ক্রিস্টি হেফনারকে সংস্থার ভাইস-প্রেসিডেন্ট পদে বসানো এবং এই দায়িত্ব পালন করতে

করতেই ক্রিস্টি প্লেবয় ফাউন্ডেশনেরও দায়িত্ব পায়। একই সঙ্গে সে প্লেবয় এন্টারপ্রাইজের প্রচার উন্নয়ন বিভাগের কাজ পরিচালনা করে। এই শেষের কাজটি করতে গিয়ে বক্তৃতা তৈরি করা, টেলিভিশনের টকশো-তে অংশগ্রহণ এবং সারাদেশে ব্যাপক ভ্রমণের সঙ্গে সঙ্গে সাংবাদিকদেরকে সাক্ষাৎকার দেয়ার কাজে ক্রিস্টি জড়িয়ে পড়ে।

মহিলা সাংবাদিকরা তাকে প্রায়ই যে প্রশ্নটি করে তা হল একজন অতি উৎসাহী নারীবাদী হয়ে কীভাবে সে একরকম একটা সংস্থায় নিজেকে মানিয়ে চলে, যেখানে বিশ্বাস করা হয় নারী পুরুষ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং যারা নারীদেরকে ছোট করার ভেতরে দিয়েই সৌভাগ্য গড়েছে। ক্রিস্টি হেফনার তাদের এই ধারণাকে অস্বীকার করে এবং জানায় নারীকে যৌনাকাঙ্ক্ষার বস্তু হিসেবে চিহ্নিত করলেই নারীকে ছোট করে দেখা হয় না এবং সে ঘোষণা করে যে, যৌনতা হচ্ছে নারীর আত্মার অংশ, তার বুদ্ধিবৃত্তি ও স্বাধীনতার মতো। যখন সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীরা প্লেবয় পত্রিকা খুলে নগ্ননারীর ছবি দেখায়, যার আঙুল তার ক্লিটরিচের ওপর এবং জিজ্ঞাসা করে এটা কি নিজ স্বার্থে নারীকে ব্যবহার করা নয়? ক্রিস্টি জবাব দেয় 'আমি মনে করি না যে হস্তমৈথুন খারাপ কোনোকিছু। হস্তমৈথুনের মাধ্যমে নারী প্রথম তার শরীরের সঙ্গে পরিচিত হয়। সচেতন হয় তার আকাঙ্ক্ষা সম্পর্কে।'

প্লেবয় পত্রিকায় শৃঙ্খল-পরা কোনো নারী কিংবা চাবুক মারা হচ্ছে নারীকে এরকম ছবি না ছাপার ওপর গুরুত্ব দেয় ক্রিস্টি। সে লক্ষ করেছে উঁচুমানের ফ্যাশন পত্রিকা *ভোগ*-এ এ-ধরনের ছবি ছাপা হয়। সে এ সম্পর্কে বলে নারী আন্দোলনের ধারা অনুযায়ী যদি আপনি নারীবাদী হন তাহলে আপনি অনায়াসে জিনস ও বুটজুতা পরতে পারেন। হঠাৎ করেই নগ্নতা ও যৌনাকাঙ্ক্ষার প্রকাশ হল একটা সুযোগ গ্রহণ এবং এই আন্দোলনটা সামান্য যৌনতা বিরোধী, বলতে গেলে অনেকটা পুরুষ বিরোধীতার পক্ষপাতিত্ব করে। অথচ প্লেবয় পুরোপুরি বিষমকামীদের পত্রিকা এবং নারী ও পুরুষের যৌন সম্পর্ককে এই পত্রিকা উৎসাহিত করে। কিন্তু ক্রিস্টি নারীবাদ ও প্লেবয়ের ভেতরে কোন অসঙ্গতি বা বৈপরীত্য লক্ষ্য করে না। তার কাছে নারীবাদ জীবনের বহু ধরনের সুযোগের প্রতিনিধিত্ব করে এবং সে নারীদের উদ্দেশ্যে বলে, তাদের নগ্ন হয়ে ক্যামেরার সামনে আসা উচিত নয়। নীতিবাগীশ কিছু নারীবাদী আছে যারা এখন বিষয়টি নিয়ে সুপারিশ করতে শুরু করেছে এমনকি যাজকেরাও। ক্রিস্টি বলে যে, অধিকাংশ স্বাধীনতাকামী নারীরা অনুসন্ধান করে আত্মনির্ভরশীলতা। *নিউ ইয়র্ক টাইমস*-এর সাথে এক সাক্ষাৎকারে ক্রিস্টি জানায়, প্লেবয় পত্রিকা নারীদের ওপর কম গুরুত্ব দিয়ে থাকে। নারীদের বিভিন্ন জটিলতা নিয়ে মাথা ঘামানো এই পত্রিকার উদ্দেশ্য নয়, যা আমেরিকার নারীবিষয়ক পত্রিকাগুলো করে থাকে। কিন্তু তারা নারীদের যাবতীয় জটিলতাকে গুরুত্ব দেয় না, যতটা সাধারণ বিষয়কে উপস্থাপন করে। ক্রিস্টি আরও মনে করে যে, প্লেবয় পত্রিকার চেয়ে *ফ্যামিলি সার্কেল* পত্রিকায় আরও বেশি সুযোগ রয়েছে যেভাবে তারা নারীদের উপস্থাপন করে থাকে তার চেয়েও।

'প্লেবয়' পত্রিকা ১৯৭৮ সালের ডিসেম্বর মাসে তার প্রকাশনার ২৫ বছর উদ্‌যাপন করে। এ উপলক্ষ্যে পরবর্তী কয়েক সপ্তাহ ধরে শিকাগো, লস এঞ্জেলেস ও নিউ ইয়র্কে পার্টি ও ডিনারের আয়োজন করা হয়। আয়োজন করা হয় ডিসকো নাচ ও বিশাল ভোজ উৎসবের। আর এই সবকিছুরই আয়োজন করা হয় ক্রিস্টির তত্ত্বাবধানে, যে এখন হেফনারের জীবনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নারী। বারবি বেনটন এখনও হেফনারের বন্ধু। তার বয়স এখন ২৮ বছর। সে সিদ্ধান্ত নিয়েছে এখন বেভারলি হিলের অ্যাপার্টমেন্টে স্থায়ীভাবে বসবাস করবে এবং অন্য লোকদের সঙ্গে অন্তরঙ্গ সময় কাটাবে। ক্যারেন ক্রিস্টি টেক্সাসে ফিরে যাবার পর লস এঞ্জেলেসে গিয়ে হেফনারের সঙ্গে দেখা করে দুবার ১৯৭৬ ও ১৯৭৭ সালে। সম্প্রতি, সে বিয়ে করেছে। হেফনারের প্রাক্তন স্ত্রী মিলড্রেড গত কয়েক বছর ধরে সুইস-বংশোদ্ভূত হেয়ার ড্রেসার পিয়েরে রোরব্যাক এর সঙ্গে এক বিছানা ভাগাভাগি করছে। পিয়েরে তার থেকে বয়সে অনেক ছোট। তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছে, বিয়ে করবে। হেফনারের বয়স এখন বাহান্ন বছর। এখন সে বিয়ে করার জন্য যেসব মেয়ের মন জয় করার চেষ্টা করছে তারা হল তার নতুন প্রেমিকা সোনড্রা থিওডর, প্লেবয়ে কর্মরত ২৩ বছর বয়সী মিস জুলি, যে ছিল বারবি বেনটন ও ক্যারেন ক্রিস্টির সৌন্দর্য ও যৌবনের মিশ্রণে তৈরি স্বর্ণকেশী এবং আশপাশের অন্যান্য নারীদের যাদের বয়স নির্মমভাবে বেড়ে গেছে এবং বাস্তব জীবনে তারা অনেক বদলেও গেছে কিন্তু হেফনারের মনের ভেতরে তারা কখনও বদলাবে না।

প্লেবয়ের উৎসব উদ্‌যাপন উপলক্ষে ৪১০ পাতার পত্রিকা প্রকাশিত হয়। তাতে ছাপা হয় প্লেবয় পত্রিকার ইতিহাসে যতজন নগ্ন মডেলের ছবি ছাপা হয়েছিল, যারা মূলত পাঠকদের পছন্দের যৌনসঙ্গী অর্থাৎ নির্জনতার আনন্দ উপভোগ করার জন্য একেক জন পাঠক একেক জন নগ্ন মডেলকে পছন্দমতো বেছে নিয়ে আনন্দ উপভোগ করে তার নগ্নছবি ও বিভিন্ন ভঙ্গির সঙ্গে। হিউ হেফনার সম্পাদকীয়তে লেখেন 'পঁচিশ বছর আগে যখন আমি এই পত্রিকা প্রকাশ করতে শুরু করেছিলাম তখন আমার কোনো ধারণাই ছিল না যে একদিন এই পত্রিকা আমাদের সময়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, প্রভাবশালী ও বিতর্কিত প্রকাশনায় পরিণত হবে। পঞ্চাশ দশকের শুরুটা ছিল আইসেন হাওয়ার ও সিনেটর জোই ম্যাককার্থি'র প্রথাগত রীতি অনুসরণ ও দমননীতির যুগ—যার ফলাফল হচ্ছে বিষাদগ্রস্ততা এবং যুদ্ধ। কিন্তু এটা ছিল আমেরিকার পুনর্জাগরণের সময়— যখন মুক্ত সমাজে ব্যক্তির প্রয়োজনীয়তা, তার স্বাতন্ত্র্য, অধিকার ও সুযোগ-সুবিধার ওপর পুনরায় গুরুত্ব প্রদান করা হয়। এটা হল একটা সময় যখন প্রাচুর্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে যায় অবসর। আমি এমন একটা পত্রিকা প্রকাশ করতে চেয়েছিলাম যা আমেরিকার সামাজিক যৌনাচরণের ক্ষেত্রে যে পরিবর্তন হচ্ছে তাকে প্রভাবিত করার পাশাপাশি সমাজজীবনে তার প্রতিফলন ঘটানো— এটাই ছিল প্রথম, ও বিশিষ্টতম কৌতুক। আমাদের গোঁড়ামিপূর্ণ

সমাজব্যবস্থায় যে ঐতিহ্য লালিত হয়, তা যৌনতাবিরোধী এক আনন্দবিমুখ পরিবেশ গড়ে তোলে এবং এই দমনমূলক পরিবেশ কাটিয়ে ওঠার জন্য প্লেবয় সংকল্প করেছিল যৌনতার যথাযথ অবস্থাকে তুলে ধরতে।'

১৯৭১ সালের ১১ জানুয়ারি প্রকাশনা উৎসব শেষ হওয়ার আগে শতাধিক অতিথি নিউ ইয়র্ক সেন্ট্রাল পার্কের গ্রিন রেস্টুরেন্টে মিলিত হয়। *স্কয়ার* পত্রিকার এক প্রতিনিধি কিছু বলার জন্য উঠে দাঁড়ায় এবং হিউ হেফনারকে উপহার দেয় পাঁচ ডলার বিলের একটা রেপ্লিকা স্বীকৃতির নিদর্শন হিসেবে, যারা দুই দশক আগে তাকে মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল।

জাতীয় অধিকারের সর্বোচ্চ পর্যায় হিসেবে আমাদেরকে নারীর সতীত্ব কর্ষণ করতে হবে। কারণ এটাই হচ্ছে একমাত্র নিরাপদ নিশ্চয়তা যার মাধ্যমে আমরা সন্তানের পিতা হয়ে থাকি এবং যার প্রেরণা আমাদেরকে রক্ত ও মাংসের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য পরিশ্রম ও কাজ করতে শেখায়। এই নিশ্চয়তা ছাড়া নিশ্চিত পারিবারিক জীবনের সম্ভাবনা কোথাও নেই জাতির কল্যাণের জন্য এটা একটা অপরিহার্য ভিত্তি।

এগুলো পুরুষালি স্বার্থপরতা নয়, এগুলো হচ্ছে সেইসব কারণ, যে কারণে আইন এবং নৈতিকতা নারীর ওপর কঠোরতর দাবি জানায় বিবাহপূর্ব সতীত্ব ও বৈবাহিক জীবনে বিশ্বস্ততা রক্ষার জন্য। নারীকে স্বাধীনতা প্রদান করার অর্থ হল তার প্রতি অধিক গুরুত্ব প্রদান একজন পুরুষকে যে স্বাধীনতা দেয়া হয় তার চেয়ে।

ম্যাক্স গ্রুবার।
১৯২০ এর দশকের খ্যাতিমান জার্মানি যৌন পুষ্টিবিদ

নারী স্বাধীনতার ভেতরে বহু বিষয় রয়েছে কিন্তু আমার ব্যক্তিগত স্বাধীনতার ক্ষেত্রে দুটি প্রধান বিষয় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং তা হল, যৌনতা এবং অর্থনীতি। মোটকথা, এই দুটো বিষয়কে আলাদা করা যায় না এবং একই সঙ্গে নারীর যৌনাঙ্গের যৌনআবেদনময় মূল্যের চেয়ে তার অর্থনৈতিক মূল্য বেশি নয়। প্রেমিক বা স্বামীর জন্য নিজের যোনিকে যত্নের সঙ্গে রক্ষা করা, অর্থনৈতিক নিরাপত্তার বিনিময়ে তা ছিল তার জন্য আমার উপহার—যাকে 'অর্থবহ সম্পর্ক' অথবা 'বিয়ে' বলা যেতে পারে। আমার ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে যথাযথ যৌনসঙ্গী খুঁজে নেয়ার ওপর, আমার ভালোবাসা ও যৌনতার উপহার দিয়ে যাকে আমি দখল করব চিরদিনের জন্য।

যে সমাজে মানুষের যৌনচিন্তা রোমান্টিকতায় আচ্ছন্ন সেসব সমাজে নারী ও পুরুষের ভেতরে অর্থনৈতিক সমতা আসা সম্ভব নয়। আমাকে বাধ্য করা হয়েছিল আমার যোনি নিয়ে দর-কষাকষি করতে যে কোনো ধরনের আর্থিক নিরাপত্তার আশায়। এরকম অবস্থায় বিয়ে হচ্ছে এক ধরনের পতিতাবৃত্তি।

বেটি ডডসন।
১৯৭০-এর দশকের মার্কিন চিত্রকর ও নারীবাদী আন্দোলনের সদস্য।

স্বাধীন নারীতে পরিণত হওয়ার আগে বেটি ডডসন ছিল স্বামীর ওপর নির্ভরশীল এক গৃহবধূ। কিন্তু বর্তমানে সে তার দিন ও রাত্রিগুলো কাটায় স্যান্ডস্টোনে পরিদর্শক হিসেবে এবং নিজেকে সে বলে 'ফাল্লিক' নারী অর্থাৎ সেই নারী যে উত্তেজিত লিঙ্গ এবং খাড়া হয়ে ওঠা ক্লেচটোরিড ভালোবাসে। ডডসন বহুদিন আগে তার অভিধানে 'ফাল্লাস' শব্দের অর্থ আবিষ্কার করেছিল। অভিধানে বলা হয়েছিল, ফাল্লাস বলতে সমানভাবে নারীর উত্তেজিত ক্লিটোরিচ ও পুরুষের উত্তেজিত লিঙ্গ বোঝায়। ডডসন মনে করে পৃথিবীজুড়ে এই ধারণার জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারার সুযোগ রয়েছে। সে আরও মনে করে শতাব্দীর পর

শতাব্দী ধরে নারীর ক্লিটোরিচকে অবহেলা করাটা একদিকে যেমন পুরুষের আধিপত্য বিস্তার, অন্যদিকে তা হচ্ছে নারীর পরাজয়। ক্ষতিপূরণ হিসেবে আংশিক এবং তার উত্তেজক প্রকৃতির আবেদন হিসেবে আংশিকভাবে সে তা উপস্থাপনের চেষ্টা করেছে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে। চিত্রকর ও লেখক হিসেবে সে নিজেকে উৎসর্গ করেছে। সে তুলে ধরছে নারীর যৌনচিত্র সেই সমাজের কাছে, যে সমাজ সারাক্ষণই এই কর্মকাণ্ড ও ধারণার ওপর ছদ্মবেশ পরায়।

স্যান্ডস্টোন পরিদর্শনকালে সে তারই মতো নারীবাদীর সাক্ষাৎ পায় যারা উত্তেজিত লিঙ্গ ও ক্লিটোরিচ ভালোবাসে। সে তার আন্দোলনের পক্ষে কাজ করার জন্য তার নিউ ইয়র্কের অ্যাপার্টমেন্টে নারীদের জন্য সেমিনারের আয়োজন করে। সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক এই সেমিনারে অংশগ্রহণকারীরা কোনোরকম লজ্জা ছাড়াই নিজের ও অন্যের যৌনাঙ্গ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করতে উৎসাহিত হয়। অনেক নারী আয়না ব্যবহার করে নিজের যোনি পরীক্ষা করতে। তারপর এমনভাবে পা ছড়িয়ে বসে যেন অন্যেরাও তা পর্যবেক্ষণ করতে পারে। নারীরা খুবই বিস্মিত হয় যে তাদের যৌনাঙ্গের আকৃতি, বয়নবিন্যাস, প্যাটার্ন ও রঙের দিক থেকে অন্য নারীদের যৌনাঙ্গে তুলনায় কী পরিমাণ আলাদা। কোনো কোনো যোনির আকৃতি হার্টের মতো, কোনটা ঝিনুকের মতো, কোনটা মোরগের ঝুঁটির মতো অথবা আর্কিডের মতো এবং যখন যৌনকেশ ও যোনির ওপরের বাড়তি চামড়া সরানো হয় তখনই আত্মপ্রকাশ করে ক্লিটোরিচ। বহু নারী জীবনে এই প্রথম দেখছে তাদের উত্তেজনার কেন্দ্রবিন্দু এবং তারা বিস্মিত হয়েছে তাদের ক্লিটোরিচ আবিষ্কার করে যা একেক জনের একেক রকম—মুক্তার মতো থেকে শুরু করে বুলেটের মতো আকৃতি।

নারীরাও শিক্ষাগ্রহণ করে যে এই ক্লিটোরিচের অবস্থানও একেক নারীর একেক রকম। এটা নির্ভর করে মূলত যোনির আকৃতির ওপর, এমনকি যোনির বাইরের ও ভেতরের ঠোঁটের রঙ পর্যন্ত। কারো কারোটা ঘন বাদামি রঙের, কারো কারোটা গোলাপি। ডডসনের পরামর্শ হল নারীদের উচিত শুধু তাদের যোনি দেখা নয়, তা স্পর্শ করা, ঘ্রাণ নেয়া, এমনকি স্বাদ গ্রহণ করা নিজের যোনির অথবা বন্ধুদেরকে দিয়ে এসব করিয়ে তাদের কাছ থেকে জেনে নেয়া। এটা হল কৈশোরের দমননীতি এবং বাইবেলের সনাতন প্রথাকে অতিক্রম করা যা তাদের শরীরের এসব জায়গাকে খারাপ, অপরিচ্ছন্ন, নোংরা ও অভিশপ্ত বলে চিহ্নিত করেছে।

বেটি ডডসনের অ্যাপার্টমেন্টের দেয়ালে ঝোলানো রয়েছে নারীর বিভিন্ন যৌনাঙ্গের ড্রইং এবং সে তার গ্রুপের সদস্যদের নৈতিক উন্নতির জন্য দেয়ালে টাঙানো পর্দার ওপর মাঝে মাঝেই প্রদর্শন করে নগ্ননারীদের রঙিন স্লাইড, যারা বিষণ্ন নয়। এসব নগ্ন নারীরা প্রকাশ এবং প্রদর্শন সেই দৃষ্টিভঙ্গি, বেটি যাকে বলেছিল 'যোনির ইতিবাচকতা'। তার সেমিনারে অংশগ্রহণকারী অধিকাংশ নারীই ছিল তার মতো মধ্যবিত্ত, বিষমকামী অথবা মধ্য তিরিশ বা চল্লিশে পৌঁছানো ডিভোর্সি উভকামী অথবা এখনও বিয়ে টিকে আছে। এসব নারীরা যখন নারীবাদী আন্দোলনকে সমর্থন করে তখন তারা তাদের সক্রিয় বোনদের সঙ্গে অযৌন অথবা পুরুষবিরোধী প্রবণতাকে ভাগাভাগি করে না।

চিত্রকর হওয়ার পরও তার ছবি ও ড্রইংগুলোকে পর্নোগ্রাফি বলা হত। অল্পকিছু নারীবাদী তার মৃদু সমালোচনাও করে ছবিতে নারীর মর্যাদাহানি করার জন্য। কিন্তু ডডসন তার ছবির জন্য কখনও ক্ষমা প্রার্থনা করেনি। সে মন্তব্য করে যদি কোনো নারীর যৌনতা সম্পর্কে নেতিবাচক অভিজ্ঞতা থাকে, তাহলে সে যখনই কোনো যৌনবিষয়ক ছবির দিকে তাকাবে তখনই তার মনে হবে সে অপমানিত হচ্ছে।'

আকর্ষণীয়া ও প্রচুর প্রাণশক্তির অধিকারী এবং কালো চুলের ব্যায়ামপুষ্ট ছোটখাটো শরীরের বেটি ডডসন প্রায়ই নগ্ন হয়ে অতিথিদেরকে অভ্যর্থনা জানাতেন। ডসনের জন্ম ১৯২৯ সালে কানসাসে এবং সে লালিপালিত হয় বিয়ে এবং বিয়ে-পরবর্তী আনুগত্য সম্পর্কিত ধারণার ভেতর দিয়ে। বয়োসন্ধিকালে সে হস্তমৈথুন করতে শুরু করে তার অনাগত বিবাহ-উৎসবের প্রথম রাত্রির কথা কল্পনা করে। সে নিজেকে কল্পনা করত কনের বেশে চমৎকার পোশাক পরে আছে সে। বেডরুমের ভেতর একটা অস্পষ্ট ও আগন্তুক পুরুষ তার বিছানায় বসে আছে। যখন সে তার পুরো পোশাক খুলে তার নগ্ন শরীরের সৌন্দর্য সেই অচেনা পুরুষকে দেখায় তখন সঙ্গে সঙ্গে সে রাগমোচনের অভিজ্ঞতা লাভ করে।

হস্তমৈথুন করে নির্জনতার এই আনন্দ বয়োসন্ধিকাল থেকেই উপভোগ করতে থাকে ডডসন। হস্তমৈথুন না করে সে থাকতে পারে না, এমনকি তার সন্দেহ হয় হস্তমৈথুনের অভ্যাসের কারণেই তার যোনির ঠোঁটের আকার বিকৃত হয়ে গেছে। একদিন সে সত্যি সত্যি এ সিদ্ধান্তে পৌঁছাল যখন সে তার মায়ের কাছ থেকে একটা বড় হাত-আয়না ধার করে এবং নিজের শোবার ঘরের দরজা বন্ধ করে জানালার সামনে পা ছড়িয়ে বসে নিজের যোনি পরীক্ষা করে। বিস্ময় ও ভয়ের অনুভূতি নিয়ে সে বুঝতে পারে যে, যোনির ভেতরের ঠোঁট বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এই ক্ষুদ্র ভাঁজদুটি বাইরে বেরিয়ে এসে ঝুলছে। সুতরাং সে বুঝতে পারে যে হস্তমৈথুনের কারণে এ-ধরনের ক্ষতির শিকার হয়েছে। তাৎক্ষণিকভাবে সে প্রতিজ্ঞা করে সে আর হস্তমৈথুন করবে না। কিন্তু এই প্রতিজ্ঞা এক সপ্তাহের বেশি টেকে না। ফলে সে তার হস্তমৈথুনের কৌশলে কিছু পরিবর্তন আনে। দেখতে পায় তার বামদিকের যোনির ঠোঁট তার ডানদিকের ঠোঁটের চেয়ে ছোট। সুতরাং সে বামদিক থেকে যোনির ভেতরে আঙুল ঢোকানো বন্ধ করে এবং আশা করে তার যোনির বাম দিকের ঠোঁট অল্প কিছুদিনের ভেতরেই স্বাভাবিক আকার ধারণ করবে। কিন্তু অবস্থার কোনো পরিবর্তন হয় না। সে কানসাসে থাকাকালীন অবস্থায় সংবাদপত্রে আর্টিস্ট হিসেবে কাজ করত। হস্ত মৈথুনের সময় সে আবার যোনিতে ডানদিক থেকে আঙুল ঢোকাতে শুরু করে। ১৯৫০ সালে নিউ ইয়র্কে চলে আসার পর সে ন্যাশনাল অ্যাকাডেমিতে ভর্তি হয় চিত্রকলার ছাত্রী হিসেবে এবং পরবর্তীকালে কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে।

পাঁচ বছরের বিবাহিত জীবনে সে বিষমকামী যৌনমিলনে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে, এমনকি সে চিত্রকর হিসেবে তার পোশাকে অবহেলা করে স্বামীকে সন্তুষ্ট করার ও সার্বক্ষণিক গৃহবধূতে পরিণত হওয়ার জন্য। কিন্তু সে হস্তমৈথুনের অভ্যাস পরিত্যাগ করতে পারে না। এটাই ছিল তার আনন্দের একমাত্র উৎস। যা হোক ১৯৬৫ সালে বিবাহ-বিচ্ছেদের পর, ডডসন মূলত পরিপূর্ণ আনন্দ উপভোগ করতে সক্ষম হয় তার পুরুষ প্রেমিকদের

সঙ্গে যৌনমিলনে অংশগ্রহণ করে। ১৯৭৪ সালে *লিবারেটিং মাস্টারবেশন এ মেডিটেশন অব সেল্ফলাভ* শিরোনামের একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয় বেটি ডডসনের। এই গ্রন্থে একটি অধ্যায়ে তুলে ধরা হয়েছে কীভাবে সে তার যোনির ঠোঁট সংক্রান্ত দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত হয়েছিল ঃ

'বিবাহ বিচ্ছেদের পর যখন আমি পুনরায় প্রেম ও কামের জগতে প্রবেশ করলাম, তখন আমার দেখা হতে লাগল সুদর্শন আগন্তুকদের সঙ্গে। আমি তাদের সঙ্গে নৈশভোজে অংশগ্রহণ করতাম। মোমবাতির আলোয় ডিনার খেতে খেতে আমি উত্তেজিত হয়ে পড়তাম এবং তারপর সেই পুরুষের সঙ্গে সেইসব করতাম যা করতে আমার ভালো লাগত। আমি অন্য পুরুষের চোখে দেখতাম নিজেকে এবং আরও দেখতাম কীভাবে আমি যৌনকর্মের ভেতরে ধীরে ধীরে প্রবেশ করছি।

আমার একজন প্রেমিক জুটেছিল যে ছিল নারীর যৌনাঙ্গের যথাযথ মূল্যায়নকারী। আমরা প্রথমদিন মুখমৈথুন করেছিলাম (আমি যে কোনো কিছু করার জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকতাম) এবং রাগমোচনের প্রচুর আনন্দ পাওয়ার পর সে আমাকে বলল, তোমার যোনিটা চমৎকার। আমাকে একটু ভালো করে দেখতে দাও না।' আমি প্রায় আর্তনাদ করে উঠি না না... একটা ভয়ের অনুভূতি আমার ভেতরে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে এবং আমি তাকে বলি যে, যদি সে না দেখতে চায় তাহলেই আমি খুশি হব... সে জানতে চাইল কারণ কী, সব মেয়েই তার যোনি দেখাতে ভালোবাসে। আমি তখন তাকে আমার যোনির অদ্ভুত ঠোঁটের কথা বলি এবং আরও বলি বেড়ে যাওয়া চামড়াগুলো ঝুলছে। আরও জানাই দুর্ভাগ্যজনকভাবে বয়োসন্ধিকালে হস্তমৈথুনের ফলেই এমন হয়েছে। আমি জানি আমার যোনি দেখতে মোটেও সুন্দর নয়, সে কারণে আমি চাই না কেউ আমার যোনি দেখুক। যে বলল, 'তাই নাকি, তুমি কি জানো অধিকাংশ নারীর যোনি এরকম? এটা একেবারেই স্বাভাবিক এবং এ-ধরনের যোনি আমি খুবই পছন্দ করি।' বলেই সে আমার যোনিতে চুমু খায় এবং ঝুলন্ত ঠোঁটটা মুখে নিয়ে সামান্য চোষে। তারপর সে আলমারির কাছে যায় এবং নারীর যোনির ক্লোজআপ ছবি সম্বলিত পত্রিকা এনে ডডসনের সামনে মেলে ধরে। থারটি সেকেন্ড স্ট্রিটের পর্ণোগ্রাফির দোকান 'বিভার বুক' এর একটি বই (বিভার হচ্ছে একটা গালি, যা নারীর যোনিকে বোঝায় এবং 'প্লিট বিভার' শব্দদুটি ব্যবহার করা হয় যখন নারী তার যোনি ফাঁক করে ধরে)। ছবিগুলো দেখে প্রথমে আমি ধাক্কা খেয়েছি—কিন্তু আগ্রহ বেড়েছে। ঐসব মেয়েদের জন্য খুবই বেদনা অনুভব করলাম যারা শুধুমাত্র অর্থের জন্য আন্ডাওয়্যার, গার্টার বেল্ট, জালের তৈরি কালো মোজা প্রভৃতি পরে নিজেদের শরীরের স্পর্শকাতর গোপন অঙ্গগুলো দেখাচ্ছে। যা হোক তা সত্ত্বেও আমি ছবিগুলো ভালো করে দেখতে লাগলাম। বস্তুতপক্ষে ছবির মেয়েদের যোনি আর আমার যোনি দেখতে একইরকম। তখন আমরা দুজনেই একসঙ্গে অনেকগুলো পত্রিকা দেখলাম। আমার ধারণা ছিল না অন্য নারীর যোনি দেখতে কেমন। এসব ছবি দেখে আমি দারুণ স্বস্তি পেলাম। আমার বারবার মনে হতে লাগল যে আমার যোনির ঠোঁট বিকৃত নয়; নয় হাস্যকর কোনোকিছু অথবা কুৎসিত...আমার যোনির ঠোঁট স্বাভাবিক ছিল এবং আমার প্রেমিক বলেছিল প্রকৃতঅর্থেই আমার যোনি সুন্দর।

যৌন আস্থার দ্বারা উৎসাহিত হয়ে ডডসনের ছবি ক্রমাগত সংবেদনশীল হয়ে ওঠে এবং ১৯৬৮ সাল—যে বছর নগ্নতা বেশিমাত্রায় প্রকাশিত হয় *ভোগ* পত্রিকায়, অগ্রসরমান নাটকগুলোতে, চলচ্চিত্রে এবং পরস্পরবিরোধী সংস্কৃতির ভেতরেও। সে মেডিসন এভিনিউতে অবস্থিত উইকারসহ্যাম গ্যালারিতে এক প্রদর্শনীর আয়োজন করে। প্রায় দুই সপ্তাহ এই প্রদর্শনী চলে এবং আট হাজারেরও বেশি দর্শক, যারা বিমোহিত হয়ে এসব ছবি দেখে এবং লজ্জা মেশানো প্রশংসা করে যৌনক্ষুধার এরকম সাহসী চিত্রায়নের। ছবিতে নগ্ন শরীরগুলো পরস্পরকে স্পর্শ করছে, চুম্বন করছে এবং কোনো কোনো ছবিতে দেখা যাচ্ছে এরা যৌনমিলনে রত। এই প্রদর্শনী তাদের কাছে আবেদন সৃষ্টি করেছিল, যারা চিত্রকলার পৃষ্ঠপোষক, হিপ্পি (যারা সর্বজনীন প্রেম ও শান্তির সপক্ষে কথা বলে) ছেলেমেয়েদের পিতামাতা এবং সমাজের নমনীয় মানসিকতার ব্যক্তিরা। সে সমালোচকদের প্রশংসা কুড়িয়েছিল তার সৃজনীক্ষমতা ও নৈপুণ্যের জন্য। তার অসংখ্য ছবি কিনে নেয় তার সেইসব প্রশংসাকারীরা, যারা নগ্নছবি দেখতে মোটেও লজ্জা পায় না। একজন নৃতাত্ত্বিক তার কিছু ছবির রিপ্রোডাকশন কেনার জন্য তার সঙ্গে চুক্তি পর্যন্ত করে।

প্রদর্শনী যদিও চূড়ান্তভাবে সফল হয়নি, তবুও উইকারস্যহ্যাম গ্যালারিতে সে আবার একটা প্রদর্শনীর আয়োজন করে। এই দ্বিতীয় প্রদর্শনী ছিল তার হৃদয় ও আবেগের কাছাকাছি। শৈল্পিকভাবে এটা ছিল অধিক প্রাসঙ্গিক এবং আপোষহীন। এখানে নির্জনতার কোনো কর্মকাণ্ড নেই, নেই স্বাভাবিক পথ থেকে সরে আসার কোনো বিষয়। তিরিশটা ছবির ভেতরে রয়েছে কিছু ড্রইং এবং কিছু তেলরঙে আঁকা ছবি— সবই নগ্নশরীর। নিজে নিজে যৌনক্ষুধা মেটাচ্ছে, মুখমৈথুনে পুরুষের অংশগ্রহণ, একজন কালো পুরুষ নির্জনে তার উত্তেজিত লিঙ্গকে আদর করছে, ফর্সা দুই নারী খাড়া হয়ে ওঠা ক্লিটোরিচ আদর করছে একজন অন্যজনের ও একজন নারী একজন নগ্ন পুরুষের সঙ্গে বিছানায় গেছে যৌনমিলন উপভোগ করতে করতে শারীরিকভাবে কিন্তু মনের দিক থেকে নয়। কিছু কিছু মহিলা দর্শকের মুখের অভিব্যক্তি থেকে বোঝা যায় তারা আবেগমুক্ত; কাউকে মনে হয় যন্ত্রণাবিদ্ধ এবং কেউ ক্রোধে উন্মত্ত। তবে ডডসন সবকিছু পরিষ্কারভাবেই বলেছেন তার ছবির মাধ্যমে। বলতে গেলে অনেকটা নাটকীয়ভাবে। ওদিকে একটা নীরব যুদ্ধ চলছিল জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির ব্যবহার নিয়ে নারী ও পুরুষের ভেতরে এবং এই যুদ্ধ আমেরিকার বেডরুমগুলোতে বিশাল বিচ্ছিন্নতার জন্ম দিয়েছে। একমাত্র ডডসনই এটা মেনে নিতে রাজি ছিল না যে, এটা মৃত্যু, এটা নিশ্চিত করেছিল যে, সে ঘন ঘন যে মন্তব্য করছিল দর্শকদের মন্তব্যের জবাবে, তা করার কোনো প্রয়োজন ছিল না। তবে নারীরাও তার ছবি সম্পর্কে মন্তব্য করে খুবই ভদ্রোচিতভাবে। অনেক নারী ডডসনের কাছে স্বীকারোক্তি করেছে বিবাহিত জীবনে কদাচিৎ তারা রাগমোচনের অভিজ্ঞতা লাভ করেছে। তারা অবশ্য আরও স্বীকার করে যে তারা হস্ত মৈথুন করতে খুবই লজ্জা পায় অথবা তারা ভয় পায় হস্তমৈথুনকালে যদি ভাইব্রেটর ব্যবহার করে তাহলে তারা এতে আসক্ত হয়ে পড়তে পারে। কিছু কিছু পুরুষ মেয়েদের হস্তমৈথুনের ছবিগুলো পরীক্ষা করে দেখে। কিছু কিছু পুরুষ বৈরিভাবাপন্ন মন্তব্যও করে থাকে, বিশেষ করে তারা ডডসনের আঁকা ছয় ফুট দীর্ঘ

ছবিতে স্বর্ণকেশী এক নারীকে চিৎ হয়ে শুয়ে দুই চোখ বন্ধ করে ভাইব্রেটর দিয়ে নিজের যোনি মৈথুন করার দৃশ্য উপভোগের পর। এই ছবি দেখে এক লোক বলে, 'এটা যদি আমার মেয়েমানুষ হত তাহলে সে কখনও এসব করতে পারত না।'

এই প্রদর্শনী দেখে অনেকে নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করলেও ডডসন এবং তার নারীবাদী অনুসারীরা আগের চেয়ে এই ধারণা অনেক বেশি শক্ত করে আঁকড়ে ধরে যে, নারীরা হস্তমৈথুন করে এবং সমাজের মানুষ তা এখন আর খারাপ চোখে দেখে না, যদিও অপরাধবোধের একটা অনুশীলনও চলে এই অভ্যাসের সঙ্গে সঙ্গে। তবে নারীস্বাধীনতার জন্য প্রথম নারীদের উচিত তার শরীরকে চেনা। ডডসন তার বইতে লেখে, 'যদি প্রদর্শনী শুরু করার আগে আমার মনে কোনো সন্দেহ থাকত তাহলে আমি বিষয়টাকে অন্যভাবে দেখতাম। প্রদর্শনী চলাকালে দুই সপ্তাহ গ্যালারিতে কাটিয়ে একটা বিষয় আমার কাছে পরিষ্কার হয়েছে যে, দমনমূলক আচরণ সরাসরি হস্তমৈথুনের আকাঙ্ক্ষাকে প্ররোচিত করে। যৌনতৃপ্তি অনুসন্ধান হচ্ছে একটা মৌলিক উদ্যোগ এবং হস্তমৈথুন অবশ্যই আমাদের স্বাভাবিক যৌন কর্মকাণ্ড। এটা হল সেই পদ্ধতি যার ভেতর দিয়ে আমরা আমাদের যৌনাকাঙ্ক্ষাকে আবিষ্কার করি, যৌনাকাঙ্ক্ষায় সাড়া দেয়ার পদ্ধতি শিখে থাকি, আমরা ভালোবাসতে শিখি আমাদেরকে এবং মর্যাদা দিতে শিখি নিজেদেরকে। যখন কেউ হস্তমৈথুন করে সে তখন শেখে তার নিজের যৌনাকাঙ্ক্ষাকে ভালোবাসতে, যৌনতা উপভোগ করতে এবং রাগমোচনের অভিজ্ঞতা লাভ করতে। একই সঙ্গে সে দক্ষ হয়ে ওঠে, এমনকি সে এ সম্পর্কে অর্জন করে স্বাধীনতা। আমাদের সমাজ অস্বস্তিকর হয়ে ওঠে তখনই, যখন যৌনমিলনের ব্যাপারে দক্ষ ও স্বাধীন নারীর সংখ্যা বেড়ে যায়।'

বেটি ডডসন দাবি করে এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যখন একজন নারী তার বিয়ের সঙ্গে সঙ্গে তার ডাকনাম পরিত্যাগ করে। সে লেখে যা সে পরিত্যাগ করে তা হল তার প্রকৃত পরিচয়। যৌনতা সম্পর্কে নেতিবাচক পরিবেশের ভেতরে অধিকাংশ মধ্যবিত্ত নারী লালিতপালিত হয় এবং পরবর্তীকালে প্রায়ই তারা তাদের কন্যার ওপর সেই মানসিকতাই চাপিয়ে দেয়। ফলে অসম নীতি বিলুপ্ত হওয়ার পরিবর্তে স্থায়ী হয় এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ বিবাহিত নারী অস্বীকার করে যে, শক্তি, গর্ব এবং আনন্দের উৎস হিসেবে নারীশরীরকে পুনরুদ্ধার করা উচিত। বেটি ডডসনও পুরুষের ব্যাখ্যাকৃত শ্রদ্ধেয় হওয়ার মতো গুণাবলিকে নিশ্চিত করার জন্য নারীর ওপর সামাজিক চাপ বাড়ানোকে সমালোচনার দৃষ্টিতে দেখছে। এসব নারী সমাজের বিরুদ্ধ শক্তির মুখোমুখি হয়ে কেউ পতিতা আবার কেউ ভবঘুরেতে পরিণত হয়। দেখা যায় এদেরকে পৃষ্ঠপোষকতা করছে সেইসব পুরুষ যারা সমাজে নৈতিক প্রতারক হিসেবে পরিচিত। ফলশ্রুতিতে দেখা যায় এসব নারী যৌনবোধের ক্ষেত্রে অর্জন করে পঙ্গুত্ব আমাদের শ্রোণী (মেরুদণ্ডের নিচের অংশ ও নিতম্বের মধ্যকার অস্থিকাঠামো) তালাবদ্ধ। আমাদের কাঁধ জমে গেছে। আমাদের যৌনাকাঙ্ক্ষা আমাদের কাছেই ঘৃণ্য এবং ধারাবাহিক আরামহীনতার উৎস। আমাদের শরীরে মাংসপেশির সেই স্বাচ্ছন্দ্য নেই এবং প্রায়ই তাতে চর্বির আচ্ছাদন দেখতে পাই। এই পদ্ধতিতে এইসব অনিষ্টকর জিনিস যা আমরা সবশেষে গ্রহণ করেছি এবং আরও গ্রহণ করেছি নারীর যৌনতা সম্পর্কে পুরুষের দেয়া ব্যাখ্যা। আমরা প্রবলভাবে অথবা

চাপা ক্রোধের সাথে হস্তমৈথুনের ইচ্ছাকে দমন করেছি এবং প্রকাশ্যে প্রদর্শন করেছি নারীর স্বাস্থ্যকর যৌনতা। এই ক্ষেত্রে আমরা আমাদের ভিত্তিকে সুন্দর করতে পারি এবং পরিণত হতে পারি সামাজিক নৈতিকতার রক্ষকে...অর্থাৎ যৌনতাহীন মাতা এবং গৃহবধূ।

এভারগ্রিন রিভিউ, পত্রিকাকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে ডডসন ঘোষণা করে, 'যদি সমস্ত নারী একত্রে আমরা একটা ঐক্যবদ্ধ হ্যাঁ-তে পরিণত হই, তাহলে তা আমাদেরকে দেখাবে যে, পুরুষও আমাদের মতোই যৌনতা নিয়ে বিচলিত এবং সে কারণেই তারা এর মুখোমুখি হতে চায় না। নারী তার যৌনতা বিষয়ক ভীতি ও যা সে প্রকাশ করতে চায় না তার প্রতিনিধিত্ব করে, আর পুরুষ প্রকাশ করতে চায় যৌনতা সম্পর্কে সেইসব অনুভূতি যা যৌনতার ক্ষেত্রে ইতিবাচক। অসচেতনভাবে তারা আমাদের না-এর ওপর নির্ভর করে, অথবা দ্বিধাগ্রস্ত, ভীতিপূর্ণ অথবা নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকে।' যখন পুরুষ বিছানায় নারীকে তৃপ্ত করতে ব্যর্থ হয়, ডডসন লিখেছে, তারা তখন তাদের ব্যর্থতাকে পুনর্গঠন করে এই যুক্তি দিয়ে যে নারীটি কামশীতলা। অথচ লক্ষ করে দেখা গেছে এ-ধরনের আখ্যা পাওয়া নারী খুব সহজেই হস্তমৈথুনের মাধ্যমে তৃপ্ত হতে পারে। যদি কোনো নারী নিজেকে উত্তেজিত করে রাগমোচনের অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারে তাহলে বুঝতে হবে এই নারীর যৌনাকাঙ্ক্ষা স্বাস্থ্যকর।'

ডডসন ঘোষণা করে যে, 'কামশীতলা' শব্দটি পুরুষের তৈরি যা সে সেইসব নারীর ক্ষেত্রে ব্যবহার করে যারা সনাতন আসনে পাঁচ মিনিটের ভেতরে রাগমোচনের অভিজ্ঞতা লাভ করে না সেই মাত্রার উত্তেজনায় যা ঐ পুরুষ তার জন্য যথেষ্ট মনে করে। সুতরাং আমাদের সেই ধারণা পোষণ করা দরকার যার সাহায্যে আমরা শুধুমাত্র যৌনমিলনের মাধ্যমেই রাগমোচনের অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারি। সত্য হল যে স্বল্পসংখ্যক নারীই যৌনমিলনের মাধ্যমে রাগমোচনের অভিজ্ঞতা লাভ করে কোনোরকম বাড়তি উত্তেজনা ছাড়া। যৌনমিলনের ব্যাপারে স্বাধীন হতে হলে একজন নারীকে অবশ্যই স্বাধীন হতে হবে পছন্দের ব্যাপারে এবং গুরুত্ব দিতে হবে যৌন কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে পর্যাপ্ত জ্ঞান ছাড়াই, যখন সে এই বিষয়ের কেন্দ্রে অবস্থান করছে।'

বেটি ডডসনের অ্যাপার্টমেন্টের যৌন সমাবেশে প্রায়ই স্বামী ও পুরুষ বন্ধুদেরকে নিমন্ত্রণ জানানো হত এবং এখানে সংঘটিত কর্মকাণ্ডের ভেতরে ছিল যোগব্যায়াম থেকে শুরু করে দলীয় যৌনমিলন। এসব নারী ছিল যৌনমিলনের জন্য পুরোপুরি সক্ষম। ডডসনের ভাষায়, 'যৌনমিলন উপভোগের জন্য তারা ক্রমাগত দৌড়াচ্ছে।' ডডসনের নারীরা তার সেমিনারে অংশগ্রহণের মাধ্যমে উন্নতি করছে। তাদের আস্থা বাড়ছে এবং আরও বাড়ছে যৌন উদ্যোগ নেয়ার ব্যাপারে সক্ষমতা। তারা এখন তাদের পুরুষ সঙ্গীকে বলে, তারা কীভাবে পুরুষের স্পর্শ চায়, কী পরিমাণ চাপাচাপি করলে তারা তা উপভোগ করে, কোন আসন কার ভালো লাগে, পুরুষের মুখের সামনে যৌনি এনে পা ফাঁক করে দাঁড়াতে কে ভালোবাসে প্রভৃতি। তারা এখন ক্রমাগত আবিষ্কার করছে সেই পদ্ধতি যা পুরুষ পছন্দ করে। 'যোনির ইতিবাচকতাসুলভ' দৃষ্টিভঙ্গি যা সম্পর্কে ডডসনের বহু মেয়েবন্ধুর ধারণা হল, এই দৃষ্টিভঙ্গি তাদের যৌনজীবনের আনন্দ বৃদ্ধি করে না কিন্তু তাদের আত্ম-মূল্যায়নের উপলব্ধিকে বাড়িয়ে দেয়। এক নারীর ধারণা ছিল তার যৌনাঙ্গ

বিকৃত এবং কুৎসিত, ডডসন বহু বছর আগে যেরকম মনে করত। ডডসন তাকে পরদিন নিজের অফিসে এনে তাকে পূর্ণাঙ্গ বয়সী নারীর যোনির স্লাইড দেখায় এবং তাকে পুনরায় নিশ্চিত করে যে তার যোনি বিকৃতও নয় কুৎসিতও নয়, বরং খুবই আকর্ষণীয়। তখন সেই নারী দুশ্চিন্তামুক্ত হয়।

নিজের দলের নারীদের উন্নতিতে বেটি ডডসন সত্যিই গর্ব অনুভব করতে থাকে। সে মোটেও ঈর্ষা অনুভব করেনি একথা ভেবে যে এরাই ১৯৭০-এর দশকের আমেরিকান নারীদের প্রতিনিধি। এদের ভেতর থেকে আবার একটা বিরাট অংশ এখনও নারীর সমান অধিকারের বিরুদ্ধে কথা বলে এবং তাদের সন্দেহ হচ্ছে, যদি তা হয় তাহলে নারীরা বিয়ের প্রথাগত পদ্ধতির বাইরে গিয়ে বসবাস করতে পছন্দ করবে। যৌনাকাঙ্ক্ষার ক্ষেত্রে পুরুষ যেমন স্বতঃস্ফূর্ত, নারীরা তেমন নয়। ডডসনও তা স্বীকার করে, কিন্তু অসমনীতির ঐতিহাসিক অবস্থার কারণে সে পুনরায় তা অর্জন করেছে এবং যতদিন এই প্রথা না বদলাচ্ছে এবং যতক্ষণ অধিক সংখ্যক নারী এক রাতের জন্য যৌনসুখ উপভোগ করতে পারছে বৈবাহিক সম্পর্কের বাইরে এসে। সাধারণত অধিকাংশ নারীই স্বামী বা একজন প্রেমিকের ওপর নির্ভরশীল নিজের ওপর নির্ভরশীল হওয়ার পরিবর্তে; অর্থ, যৌনসুখ ও আবেগজনিত পরিপূর্ণতার প্রয়োজনে। বেটি ডডসন বলে, 'এই কর্মকাণ্ড জীবনের যে-কোনো অবস্থায় একজন নারীকে প্রচুর উৎসাহ যোগাবে। যখন কোনো নারী যৌনবৈচিত্র্য উপভোগ করে তখন তাকে মুখোমুখি হতে হয় তার সামর্থ্যের, একজন পুরুষের মতোই। অন্যভাবে বলা যায় অর্থবহ সম্পর্কের ক্ষেত্রে নারীদের যৌনবৈচিত্র্য উপভোগের জন্য নিষেধাজ্ঞা কম থাকা উচিত এবং আরও থাকা উচিত অধিক বিনোদন ও কৌতুক, পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও অভিজ্ঞতা অর্জনের ব্যবস্থা। ডডসন প্রায় একশত বছর আগের একটা দৃষ্টিভঙ্গিকে এখানে প্রতিফলিত করেছে এবং এই দৃষ্টিভঙ্গিকে উপস্থাপন করেছিল ওনিয়েডা জনগোষ্ঠীর নেতা জন হামফ্রে নোয়েজ। ডডসন বলে, 'শুধুমাত্র একজনকে ভালোবাসা ও তার সঙ্গে যৌনমিলন সম্পন্ন করা একটা সমাজবিরোধী কাজ।' সে আরও বলে, 'এটা সত্যিই একটা চমৎকার ধারণা। জীবনের ইতিবাচকতার জন্য সামাজিক যৌনতা প্রয়োজন, যৌনভিত্তিক অর্থনীতি, ক্ষমতা ও কেনাবেচার ক্ষেত্রে যৌনাকাঙ্ক্ষাকে নিপুণভাবে ব্যবহার করার পরিবর্তে।'

যা হোক তারপরও সমস্যা রয়ে যায়। আমেরিকার খুব অল্প জায়গাই আছে যেখানে একজন অভিযানপ্রিয় নারী অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে শিখতে পারে। আমেরিকায় প্রচুর ক্লাব রয়েছে যেখানে উন্মত্ত যৌনসুখ লাভ করা যায়, কিন্তু এগুলোতে মানুষের ভিড় খুবই বেশি। সাধারণত এসব ক্লাব শহরতলীতে অবস্থিত। ফলে প্রতিবেশীদের ক্রমাগত অভিযোগ ও ক্রমাগত পুলিশি হামলার কারণে অনেকেই এগুলো এড়িয়ে চলে। বস্তুতপক্ষে, বর্তমানে স্যান্ডস্টোনই হচ্ছে একমাত্র জায়গা যেখানে নারীর সাহায্যে বিনোদনমূলক যৌনতৃপ্তি খুব সহজেই লাভ করা যায় চমৎকার খোলামেলা পরিবেশে। বেটি ডডসন ক্যালিফোর্নিয়া ভ্রমণের সময় কাজ শেষ করে প্রথম স্যান্ডস্টোনে আসে এবং জায়গাটা আবিষ্কার করে খুবই আনন্দ পায় এবং এটা ছিল হুবহু সেইরকম, যেরকম তার বন্ধুরা বর্ণনা করেছিল। চমৎকার ভূমি ও ভূদৃশ্য। পাহাড়ের চূড়াগুলো সত্যিই দূরবর্তী ও

নিঃসঙ্গ এবং তার আমন্ত্রণকারী ও আমন্ত্রণকারিনী জন এবং বারবারা উইলিয়ামসন বিবাহিত দম্পতি, যারা-নারী ও পুরুষ উভয়েরই প্রতিনিধিত্ব করে থাকে। এটা ছিল দুটি মানুষের ইচ্ছাকৃত মিলন যাদের কাছে ব্যভিচার কোনো নিষিদ্ধ বিষয় নয় এবং যৌনমিলন নয় কোনো অপরিহার্যতা।

স্যান্ডস্টোনের সদস্যদের ভেতরে ডডসনের অনেক চেনামুখ ও শরীর ছিল যাদেরকে সে তার নিউ ইয়র্কের অ্যাপার্টমেন্টে দেখেছে এবং এদের ভেতরে তার অন্তরঙ্গ বন্ধু ও নারীবাদী বোনেরাও রয়েছে। আরও রয়েছে নৃতাত্ত্বিক শ্যালি বিনফোর্ড। তারপরও ডডসন স্যান্ডস্টোনে নতুন বন্ধু তৈরি করে। স্যান্ডস্টোনে একনাগাড়ে অনেকগুলো দিন ও রাত্রি কাটানোর সময় আকর্ষণীয় এক ব্যক্তির সঙ্গে তার দেখা হয়। ধূসর চুলের এক ইংরেজ ভদ্রলোক। প্রথম সে তাকে এক রাতে নিচতলার বলরুমে দেখতে পায়। সেসময় ডডসন নগ্ন হয়ে কার্পেটের ওপর শুয়েছিল এবং তার সঙ্গে ছিল দুজন নগ্ন পুরুষ এবং তারা তিনজনই পরস্পরকে ম্যাসেজ করছিল। সে খুবই আনন্দের মধ্যে ছিল তখন, কারণ দুই হাতে সে ম্যাসেজ করছিল দুই পুরুষের লিঙ্গ দুটি। এমন সময় সে লক্ষ করে রুমের অন্যপ্রান্তে বসে থাকা একটা লোক স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তাদের দিকে। লোকটাকে তার কিছুটা নির্লজ্জও মনে হল, কারণ লোকটি যে তাকে দেখছে এটা সে জেনে ফেলেছে এবং সে তাকিয়ে আছে লোকটার দিকে। তারপরও লোকটা চোখ সরাচ্ছে না। অবশেষে সে ইশারায় লোকটাকে ডাকে এবং তাদের সঙ্গে যোগ দিতে অনুরোধ জানায়। লোকটা নির্দ্বিধায় তাদের সঙ্গে যোগ দেয়। লোকটা এসে তার পাশে বসে এবং তার দিকে হাত বাড়িয়ে দেয় অভ্যর্থনা জানাতে এবং তারপর সে তার হাত ধরে টেনে এনে তা স্থাপন করে নিজের দুই পায়ের মাঝখানে অর্থাৎ যোনির উপর। লোকটা তার হাতের আঙুল ডডসনের যোনিতে ঢুকিয়ে দিয়ে নাড়াচাড়া করতে থাকে। এটাই ছিল ঐ ভদ্রলোক সম্পর্কে বেটি ডডসনের ভূমিকা, যে লোকটি পরবর্তীকালে সফল লেখক ও আমেরিকার যৌন পর্যবেক্ষক হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছিল। লোকটার নাম ডা ঃ অ্যালেক্স কমফোর্ট।

স্যান্ডস্টোন রিট্রিটে কোনো পরিদর্শক হঠাৎ করে এলে দেখতে পাবে বলরুমে উন্মত্ত নাচের দৃশ্য যার ভেতরে যৌনকামনা উদ্রেককারী অসংখ্য ভঙ্গি রয়েছে। মোট কথা পোলিশদের এ-ধরনের নাচের উদ্দেশ্যই হল নরনারীকে যৌনকামনায় উন্মত্ত করে তোলা। এ রকম নাচ চলাকালে কোনো কোনো নারী চায় পুরুষ তার যোনি কর্ষণ করুক এবং এটা হচ্ছে ড. শ্যালি বিনফোর্ডের জন্য সবচেয়ে সুখের একটা অভিজ্ঞতা। নৃতাত্ত্বিক বিনফোর্ড অভিজাত ও স্বচ্ছ দৃষ্টিসম্পন্ন একজন নারী। তিনি তিনবার বিয়ে করেছিলেন এবং তিনজনের সঙ্গেই তার বিচ্ছেদ ঘটেছে। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে নৃতত্ত্ব পড়ান এবং নিয়মিত স্যান্ডস্টোনে এসে ইচ্ছামতো যৌনতা উপভোগ করেন। একদিন বলরুমে সুদর্শন ও সংবেদনশীল এক চরিত্রাভিনেতার সঙ্গে শ্যালির পরিচয় হয়, নাম জেরেমি স্লেট, যে হলিউডের বহু ছবিতে অভিনয় করেছে এবং ১৯৭০ সালে সে স্যান্ডস্টোন আবিষ্কার করে, যখন সে লস এঞ্জেলেসে একজন নারী সাংবাদিকের সঙ্গে নিয়মিত মেলামেশা করত, যে সাংবাদিক উইলিয়ামসন সম্পর্কে সংবাদপত্রে একটা লেখা লিখেছিল।

ছয় ফুট লম্বা স্বর্ণকেশী এই অভিনেতার বয়স ছিল চল্লিশ। চোখ নীল এবং ব্যায়ামপুষ্ট মার্জিত শরীরের জেরেমি শ্লেট ছিল খুবই কৌতুকপ্রিয়। শ্লেট তার অভিনয় পেশা শুরু করেছিল ১৯৫৮ সালে নিউ ইয়র্কের এক মঞ্চে। সহায়ক অভিনেতা হিসেবে সে এই নাটকে অভিনয় করেছিল। নাটকটি ছিল টমাস উলফ-এর *লুক হোমওয়ার্ড, এঞ্জেল*। তার অভিনীত নাটক পুলিৎজার পুরস্কারও পেয়েছিল। ফলে সে খুব সহজেই হলিউডে নিজের অবস্থান তৈরি করে নেয়, যেখানে সে পরবর্তী দশকে কয়েক ডজন ছবিতে অভিনয় করে এবং অংশ নেয় অসংখ্য টেলিভিশন শো-তে।

এছাড়া সে অভিনয় করে সিবিএস-টেলিভিশন সিরিজ 'মালিবু রান'-এ, 'মেন ইন দ্য স্পেস' ছবিতে। সে অভিনয় করে রকেটের ক্যাপ্টেনের ভূমিকায়। অতিথি অভিনেতা হিসেবে অভিনয় করে *দ্য ডিফেন্ডার* এবং *ন্যাকেড সিটি* টেলিভিশন শো-তে। খুনি অপরাধীর ভূমিকায় শ্লেট অভিনয় করে 'ট্রু গ্রিট' ছবিতে। এই ছবিতে তার সঙ্গে ছিল জন ওয়েন। 'ডেভিলস ব্রিজ' দৃষ্টিতে অভিনয় করে এক কানাডীয় বিমানচালকের ভূমিকায়। বহু অ্যাকশন কমেডি ও ওয়েস্টার্ন ছবিতে জেরেমি অভিনয় করেছে। সে আরও অভিনয় করেছে বব হোপ ও এলভিস প্রেসলির সঙ্গে। ১৯৬৮ সালে দ্বিতীয় স্ত্রী অভিনেত্রী ট্যমি গ্রিমস-এর সঙ্গে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে। *হেল এঞ্জেলস* ছবিতে অভিনয়কালে মোটরসাইকেল চালাতে গিয়ে শ্লেট দুর্ঘটনায় পতিত হয় এবং আহত হয়। ভাঙা পা নিয়ে প্রায় আট মাস সে মারাত্মক কষ্ট ভোগ করে। সে বসবাস করে একটি আদর্শ নির্জন স্থানে– লরেল ক্যানিয়ন অ্যাপার্টমেন্টে। এখানে সে নিয়মিত যোগব্যায়াম করে, গাঁজা খায় এবং হস্তমৈথুন করে। পরিচালক ও প্রযোজকদের সাহায্য-সহযোগিতা ছাড়াই তার জীবন কাটাতে থাকে একা একা।

এটা ছিল তার জীবনের সেই সময় যখন সে দীর্ঘসময় বই পড়ে কাটিয়েছে। এসময় সে উইলহেম রেইস'র রচনাও পড়ে। তারপর এক সময় সে লরেল ক্যানিয়নের অ্যাপার্টমেন্ট পরিত্যাগের সিদ্ধান্ত নেয় এবং ভেনিস বিচের কাছাকাছি একটা অ্যাপার্টমেন্টে চলে আসে। এখানে যে জনগোষ্ঠী বসবাস করে তাদের ভেতরে অধিকাংশই শিল্পী ও হিপ্পি। সে তার পেশার প্রতি অমনযোগী হয়ে পড়ে, এমনকি হলিউড থেকে আসা কাগজপত্রও সে দেখত না, অভিনেতাদের বারেও সে যেত না, যেখানে সে একসময় ঘনঘন যাতায়াত করত। সে যোগ দেয় শান্তি আন্দোলনে (পিচ মুভমেন্ট)। মুখোমুখি হয় পরস্পরবিরোধী সংস্কৃতির এবং বিকল্প জীবনযাপন পদ্ধতির। যেসব যুবতীর সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে মেলামেশা করত তাদের ভেতরে একজন ছিল সাংবাদিক। সে তাকে স্যান্ডস্টোন এবং উইলিয়ামসন সম্পর্কে বলেছিল। শ্লেট তার প্রেমিকার সঙ্গে যেখানে যেতে রাজি হয়। ভাবে নারী ও পুরুষ একত্রে নগ্ন হয়ে চলাফেরা করাটা খুবই মজার হবে সন্দেহ নেই। গাড়ি চালিয়ে এখানে আসার পথে স্যান্ডস্টোনের দৃশ্য তাকে মোহিত করে। অনুজ্জ্বল আলোতে বলরুমে নগ্নশরীর দেখে সে খুবই উৎফুল্ল হয় এবং তার মেয়েবন্ধুর সঙ্গে যখন যৌনমিলনের উদ্যোগ নেয় তখন তার লিঙ্গ খাড়া না হয়ে নেতিয়ে থাকে।

শ্লেট স্যান্ডস্টোনে বার বার প্রত্যাবর্তনের ব্যাপারে মোটেও নিরুৎসাহিত বোধ করে না। কারণ সে অন্যের সামনে এবং বাইরের খোলা পরিবেশে নগ্ন হওয়াকে উপভোগ

করেছে এবং ক্রমান্বয়ে সে অন্যদের সঙ্গেও সখ্য গড়ে তোলে এবং তাদের সঙ্গে নগ্ন অবস্থায় সে স্বস্তিবোধ করে। সে খুবই আনন্দ অনুভব করে যখন স্যান্ডস্টোনের নারীরা তাকে যৌনমিলনের প্রস্তাব দেয়—বিশেষ করে ড. শ্যালি বিনফোর্ড। শ্যালিকে প্রথম দেখেই জেরেমি শ্লেট আকর্ষণ অনুভব করেছিল এবং উল্লসিত হয়েছিল পরবর্তীতে বলরুমে যৌনমিলনের সময়। বিনোদনমূলক যৌনমিলন ছিল প্রধানত তাদের কাছে যৌনমিলন উপভোগের একটা অজুহাত মাত্র, যা তারা তাদের অন্তরঙ্গতার গভীরতম আলিঙ্গনের ভেতরে আবিষ্কার করে। তারা দুজনেই মধ্যচল্লিশে পৌঁছেছে এবং তারা দুজনেই নিজের চেয়ে কমবয়সী সঙ্গীর সঙ্গে শুতে চায়। যৌনমিলনে রত হয় বুদ্ধিবৃত্তিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও জীবনের অনিশ্চয়তা থেকে পালাতে। সমসাময়িকদের মূল্যবোধ থেকে মোহমুক্তির পর সে দেখতে পায় তাদের পুরো প্রজন্মকে প্রতীকায়িত করছে বস্তুবাদ, বর্ণবাদ, পুলিশের কুকুর এবং নাপাম বোমা। তারা যারপরনাই আনন্দিত হয় একে অন্যকে আবিষ্কার করে। শ্যালি বিনফোর্ড লস এঞ্জেলেসে যুদ্ধবিরোধী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিল এবং সে অধিক সক্রিয়তা প্রদর্শন করে জেরেমি শ্লেটের চেয়ে। শ্লেটও তখন র‍্যালি ও মিছিলে অংশ নিতে থাকে। এসময় মিছিল চলাকালে আন্দোলনের সক্রিয় নেতা অ্যান্থোনি রুশো-কে পুলিশ গ্রেফতার করে। রুশো অবশ্য ধরা পড়ে পেন্টাগনের কাগজপত্র নিয়ে বিতর্ক চলাকালে। জেরেমি ও শ্যালি বিনফোর্ড টার্মিনাল আইল্যান্ডের কেন্দ্রীয় কারাগারে রুশোর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যায়, যা ছিল স্যান্ডস্টোন থেকে গাড়িতে এক ঘণ্টার পথ, যেখানে রুশোকে কারারুদ্ধ করার আগেই বিদায়-সংবর্ধনা দেয়া হয় এবং এ উপলক্ষে আয়োজন করা হয় এক উন্মত্ত মদ্যপান উৎসবের।

রুশো ধরা পড়ার পর জেরেমি এবং শ্যালি ভেনিস বিচের কাছাকাছি বসবাস করতে থাকে। শ্যালি ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানো বন্ধ করে দেয়। জেরেমিও অভিনয় করত না। তারা ইচ্ছেমতো দেশের সর্বত্র ঘুরে বেড়াতো এবং ১৯৭২ সালে তারা সানফ্রানসিস্কোর সমুদ্রতীরবর্তী এলাকায় থিতু হয় কয়েক মাসের জন্য। অর্থের প্রয়োজন মিটত তাদের নিজস্ব সঞ্চয় থেকে। জেরেমি অবশ্য কিছু রয়্যালিটি পেত তার গানের কথার জন্য। তার লেখা দুটো গান সেসময় খুবই জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। এর মধ্যে একটা হচ্ছে টেক্স রিটার্'র গাওয়া 'জাস্ট বেওন্ড দ্য মুন' এবং অন্য একটা গান যা সে যৌথভাবে লিখেছিল গ্লেন ক্যাম্পবেলের সঙ্গে। সে গানটি হচ্ছে 'হাও কাম এভরিটাইম আই ইচ, আই উইন্ড আপ স্ক্র্যাচিং ইউ।'

জেরেমি এবং শ্যালি ১৯৭২ সালের শেষদিকে সাময়িকভাবে ভারমন্টে বসবাস করতে যায়। সেখানে যাওয়ার পরবর্তী নয় মাস শ্যালি মুক্তচিন্তার প্রতিষ্ঠান গডার্ড কলেজে নৃতত্ত্বের একটা কোর্স পড়ায়। জেরেমি পরিচালনা করে পুরুষদের জন্য একটা সেমিনার। উদ্দেশ্য, পুরুষদের সচেতনতা বাড়ানো। সেমিনারে সে স্যান্ডস্টোনের যৌন মতবাদ তুলে ধরে, যেখানে নারী ও পুরুষ সমান অধিকার ভোগ করে থাকে। কেউ কারো ওপর অধিকার প্রয়োগ করে না। কারো ভেতরে কোনো অপরাধবোধ নেই এবং একজন অন্যজনের সঙ্গে যৌনমিলনের সুখানুভূতি ভাগাভাগি করে থাকে। পুরুষদের ভেতরে ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া লক্ষ করা যায়। তারা যা যা বলে এবং চায় নারী ও পুরুষের ক্ষেত্রে

যে অসম নীতি চালু আছে তার অবসান হওয়া প্রয়োজন, যা নারী ও পুরুষ উভয়কেই স্বাধীন হতে সাহায্য করবে। সপ্তাহ শেষের ছুটিতে জেরেমি এবং শ্যালি প্রায়ই নিউ ইংল্যান্ড অথবা নিউ ইয়র্কে বসবাসরত বিভিন্ন দম্পতিকে পরিদর্শন করত, বিশেষ করে যাদের সঙ্গে স্যান্ডস্টোনে পরিচয় হয়েছিল। তারা গেস্টহাউসে এসব দম্পতির সঙ্গে যৌনমিলন উপভোগ করত এবং ভাগাভাগি করত আনন্দ। জেরেমি ভাবে এটা একটা সময়ের ব্যাপার মাত্র যখন স্যান্ডস্টোনের বলরুমের অনুকরণে তৈরি হবে সাধারণ মানুষের জন্য বলরুম। কয়েক বছর পর সত্যিই ম্যানহাটনের 'প্লাটোস রিট্রিট' উন্মুক্ত করে দেওয়া হয় এবং একই ধরনের বিনোদনমূলক কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয় দম্পতিদের জন্য দেশের অন্যান্য শহরগুলোতে।

শ্যালি বিনফোর্ড ১৯৭৩ সালের শেষদিকে একটা বিশাল ক্যারাভান (মোটর চালিত বিশাল গাড়ি, যেখানে বসবাস করা যায়) কেনার পর তারা কানাডা হয়ে ক্যালিফোর্নিয়ায় ফিরে আসে। মাঝে কয়েকদিনের জন্য থামে মন্টানায় গ্লেসিয়ার ন্যাশনাল পার্কের কাছাকাছি জন ও বারবারা উইলিয়ামসনে সঙ্গে দেখা করার জন্য। কারণ সম্প্রতি তারা এখানে এসেছে একশো একরের একটা জমি দেখতে যেখানে 'হোয়াইট ফিশ' নামে একটা বসতি গড়ে উঠেছিল। উইলিয়ামসন সম্ভবত নতুন একটা স্যান্ডস্টোন গড়ে তোলার কথা ভাবছিল যা টোপাঙ্গা ক্যানিয়নের চেয়েও বিশাল। সাম্প্রতিক মাসগুলোতে স্যান্ডস্টোনের পাহাড়ের আশেপাশে অসংখ্য নতুন বাড়ি তৈরি হয়েছে। উইলিয়ামসনের ইচ্ছা দলীয় বিবাহপ্রথা চালু করার এবং একই সঙ্গে সে চেষ্টা করছে দম্পতিদের জন্য একটা ক্লাব খোলার যেখানে নতুন সদস্যদেরকে ক্রমাগত নির্দেশ দেয়া হবে এবং নিশ্চিত করা হবে খোলামেলা যৌনতা সম্পর্কে ভূমিকা প্রদান করার। অবশ্য জন ও বারবারা দুজনেরই আবেগ নিঃশেষিত হয়ে এসেছে। তারা এখন অন্য লোকদের অন্তরঙ্গতার দৃশ্য উপভোগ করতে চায়।

জন উইলিয়ামসন টোপাঙ্গা ক্যানিয়ন বিক্রি করে দেয়ার জন্য খরিদ্দার খুঁজতে থাকে। তার ইচ্ছা মন্টানার বিশাল এলাকায় স্যান্ডস্টোন প্রতিষ্ঠা করার। লস এঞ্জেলেসের জনগণ এই সম্পত্তি কেনার ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে ওঠে। কিন্তু দরদামে মেলে না। ফলে বেশকিছু দিন চলে যায় এবং অবশেষে ম্যারেজ কাউন্সেলর ও থেরাপিস্ট পল পেইজ এই সম্পত্তি কিনতে আগ্রহ দেখায়, যার সঞ্চিত অর্থের পরিমাণ অনেক, তাছাড়া সে ব্যাংক ঋণের সুবিধাও পাবে। তার ইচ্ছা সে স্যান্ডস্টোনে পুনরায় দম্পতিদের ক্লাব খুলবে। কিন্তু এ ব্যাপারে কোনো উদ্যোগ লক্ষ করা যায় না।

চৌত্রিশ বছর বয়সী পল পেইজ ছিল জন উইলিয়ামসনের আট বছরের ছোট। ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সে সমাজবিজ্ঞানে মাস্টার্স করেছে। লম্বায় সে ছয় ফুট। পরিপাটি ও ব্যায়ামপুষ্ট শরীর। মার্কিন নৌবাহিনীর প্রাক্তন সদস্য। তার চোখ নীল এবং চুল পরিপাটি করে আঁচড়ানো। সে কথা বলে আস্তে আস্তে। কণ্ঠস্বর সবসময়ই নিচু এবং তার আচরণ পেশাদার কাউন্সেলরের মতো। তা সত্ত্বেও সে সবাইকে বোঝায় যে, তার ভেতরে একটা টগবগে উত্তেজনা রয়েছে যা ক্লান্তিহীন প্রাণশক্তিতে ভরপুর এবং সেইসঙ্গে রয়েছে বিরোধ যা নিয়ন্ত্রণ করতে সে চেষ্টা করছে সামান্য কিছু অসুবিধাসহ।

সে প্রচুর পরিমাণে ধূমপান করে, কিন্তু কথা বলে স্পষ্ট উচ্চারণে। জন উইলিয়ামসনের সঙ্গে পেইজের চিন্তা ভাবনার মিল ছিল খুবই সামান্য। পেইজ ছিল এমন একজন মানুষ, সে জানত কীভাবে নির্দেশ দিতে হয়, নিয়ম-কানুন চালু করতে হয় এবং তুলে ধরতে হয় উন্নত ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি এবং সে কোনো কারণ দেখতে পায় না, কেনো এসব চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য স্যান্ডস্টোনের স্বপ্নরাজ্যের আদর্শের সঙ্গে মিলেমিশে এক হয়ে যাবে না।

স্যান্ডস্টোনের সদস্য ও পরিদর্শকরা ১৯৭২ সাল পর্যন্ত নিয়মিত আসা-যাওয়া করতে থাকে। পেইজও এই ভূমি কেনার আগে বহুবার এখানে আসে। ভবনগুলো ও আশপাশের জায়গাতে পরিচর্যার অভাব লক্ষ করা যায়। রাস্তাগুলোর প্রায় জায়গাই ভেঙে গেছে। এসব জায়গায় গাড়ির চাপ পড়লে তা লাফিয়ে ওঠে। ক্যারাভানটা শ্যালি বিনফোর্ড স্যান্ডস্টোনে এনে রেখেছে। উইলিয়ামসন এখন এই আশ্রমের আবাসিক গুরু। জনগণের কোলাহল থেকে সে আজকাল দূরে থাকে। প্রায়ই সে ডিনার খায় ক্যারাভানে বসে অথবা লিভিংরুমে আগুনের পাশে বসে বই পড়ে অথবা কারো সঙ্গে কোনো বিষয় নিয়ে আলোচনা করে। আজকাল যারা তার সঙ্গে প্রায়ই গভীর আলোচনায় মেতে ওঠে তাদের মধ্যে রয়েছে সাংবাদিক ও কলামিস্ট ম্যাক্স লার্নার, ডাঃ কমফোর্ট, ডাঃ রালফ ডি ইয়ানি। ডা. রালফ হচ্ছেন বেভারলি হিলের একজন মনোবিশ্লেষক ও মনোস্তত্ত্ববিদ যে দীর্ঘকাল ধরে স্যান্ডস্টোনে আসা-যাওয়া করে।

যদিও স্যান্ডস্টোন ১৯৭২ সালে পত্র-পত্রিকায় প্রচুর প্রচার পায়, কিন্তু তারপরও স্যান্ডস্টোনের ব্যবস্থাপনার অসংখ্য ত্রুটি রয়ে গেছে। এটা স্যান্ডস্টোনের সদস্যদের কারো অজানা ছিল না যে উইলিয়ামসন গত বছরগুলোতে প্রচুর পরিমাণ অর্থ লোকসান দিয়েছে। অবশ্য উইলিয়ামসনের নেতৃত্বই তার জন্য দায়ী। উইলিয়ামসনের সময় বার্ষিক সদস্যচাঁদা দ্বিগুণ করা হয় এবং উন্নয়নের কাজে মনোযোগ দেওয়া। অন্যান্য জিনিসের ভেতরে পেইজ নির্দেশ দেয় প্রধান ভবন নতুন করে রঙ করার এবং ভেতরটা পরিপাটি করে সাজিয়ে তোলার জন্য। আরও আদেশ দেয় রাস্তাগুলো পুনর্নির্মাণের। অতিথি ভবনের আকৃতি পরিবর্তনের। সে সংবাদপত্রে স্যান্ডস্টোনের বিজ্ঞাপন দিতে থাকে এবং নিজেকে টেলিভিশন সাক্ষাৎকার দেয়ার জন্য সহজলভ্য করে তোলে, উইলিয়ামসন যা এড়িয়ে যেত ক্যামেরা সম্পর্কে লাজুক হওয়ার কারণে। এসময় পেইজের উত্তেজক মেয়েবন্ধু থেরেসা ব্রিডলভ তার সঙ্গে স্যান্ডস্টোনে বসবাস করতে থাকে। পেইজ অতিথি ও সদস্যদেরকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানাত লিভিংরুমে, যারা ছিল স্যান্ডস্টোনের প্রাণ।

ইসালেন ইনসটিটিউট দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পেইজ স্যান্ডস্টোনের কর্মকর্তাদের ভেতরে কয়েকজন বিশেষজ্ঞ নিয়োগ দেয় পারিশ্রমিকের বিনিময়ে। তারা ম্যাসেজের মাধ্যমে নারী ও পুরুষ উভয়কেই আনন্দ দিতে সক্ষম। উল্লেখ্য, পেইজ অতীতে এই ইনসটিটিউটে যাতায়াত করত। যারা সদস্য নয় তারা ২৫০ ডলারের বিনিময়ে স্যান্ডস্টোনে সপ্তাহ শেষের পুরো ছুটিটা কাটাতে পারত। ভোগ করতে পারত এখানকার যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা। সপ্তাহ শেষের এক ছুটিতে অংশগ্রহণকারীদের ভেতরে এসে উপস্থিত হয় অভিনেতা এবং টেলিভিশন ব্যক্তিত্ব অরসন বিন এবং তার স্ত্রী ক্যারোলিন। তারা দুজনেই পেইজের বন্ধু হয়ে ওঠে এবং স্যান্ডস্টোনের সঙ্গে আরও সক্রিয়ভাবে

জড়িয়ে পড়ে। বিন একসময় রেইচের থেরাপি গ্রহণ করেছিল এবং সেই অভিজ্ঞতার কথা তার গ্রন্থ *মি অ্যান্ড দ্য অরগন*-এ বর্ণনা করা হয়েছে। বর্তমানে সে লস এঞ্জেলেসের ফ্রি প্রেস পত্রিকায় নিয়মিত কলাম লিখছে স্যান্ডস্টোনের ওপর।

স্যান্ডস্টোন সম্পর্কে ড্যান গ্রীনবার্গের লেখা প্রকাশিত হয় *প্লেবয়* পত্রিকায়, অওই পত্রিকায় লেখে হার্বাট গোল্ড এবং *পেন্টহাউস* এ লেখে রবার্ট ব্লেয়ার কাইজার। সর্বাধিক বিক্রিত দ্বিতীয় গ্রন্থ *মোর জয়*তে অ্যালেক্স কমফোর্ট স্যান্ডস্টোনের ওপর এক অধ্যায় রচনা করে। সে লেখে ক্যালিফোর্নিয়ার প্রাচুর্যপূর্ণ 'মুখোমুখি হওয়া' ও 'সংবেদনশীলতার' কেন্দ্র হিসেবে যেসব লোক সেখানে যায় তারা কখনও নিজেদেরকে খুঁজে পায় অথবা কখনও পায় না...[এবং] বিপুল পরিমাণ মানুষ সেই বাতাসের স্পর্শ পেয়েছে যা মনোসমীক্ষণ ও মৌখিক আচরণের ভেতরে বিদ্যমান অনুশীলনের প্রকৃত বস্তু। স্যান্ডস্টোনে যে কেউ অকপটে শুয়ে পড়তে পারে—অংশগ্রহণকারীরা তখন বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ করে 'সংবেদনশীলতা' এবং 'মুখোমুখি হওয়া' কী এবং এখান থেকে অনায়াসে সে শিখতে পারে। তারা তাদেরকে উপভোগ করে এবং পুনর্মূল্যায়ন করে লক্ষ এবং আত্ম-প্রতিমূর্তি। ফলশ্রুতিতে স্যান্ডস্টোনের সদস্যরা সেক্স কাউন্সেলিং-এর ব্যাপারে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত অবস্থায় আছে, এমনকি চার্চের নিযুক্ত ব্যক্তিসহ। জন এবং বারবারা উইলিয়ামসন শুরু থেকেই এই ব্যবস্থা করে রেখেছে। চার বছর ধরে টিকে থাকা এই প্রতিষ্ঠানের যোগাযোগ মাধ্যমে রয়েছে শক্তিশালী প্রভাব যা সময়ের সাক্ষ্য হয়ে থাকবে—এটা ছিল খুবই সরাসরি একটা কর্মকাণ্ড—একটা পরিকল্পিত অবকাঠামোর ভেতরে খোলাখুলিভাবে যৌনমিলনের মুখোমুখি হওয়া অনেকের জন্যই ছিল প্রথম ও একমাত্র অভিজ্ঞতা।

পল পেইজের অনুরোধে ডাঃ কমফোর্ট অনানুষ্ঠানিকভাবে স্যান্ডস্টোনের পরামর্শদাতায় পরিণত হয় এবং তার নাম তালিকাভুক্ত করা হয় স্যান্ডস্টোনের কর্মকর্তাদের তালিকা-সম্বলিত ব্রোশিয়্যুরে, যা একটা নির্দিষ্ট সময় পরপর ডাক মারফত বাইরে পাঠাতে হত এবং বিতরণ করা হত কোনো বিশেষ অনুষ্ঠানের সময়। ডাঃ কমফোর্ট ১৯৭৪ সালের জুন মাসে এক বক্তৃতা দেয়, যার শ্রোতাদেরকে ২৫ ডলার করে প্রদান করা হয় এই বক্তৃতা শোনার জন্য। প্রায় দুই শতেরও অধিক শ্রোতা কুয়াশাচ্ছন্ন রাস্তা দিয়ে গাড়ি চালিয়ে স্যান্ডস্টোনের কোলাহলমুখর বাড়িতে এসে উপস্থিত হয়। এদের ভেতরে শ্যালি বিনফোর্ড ও জেরেমি শ্লেটও রয়েছে। তারা তাদের ক্যারাভান পার্ক করেছে উঁচু একটা পাহাড়ের ওপর এবং এখন বসবাস করছে স্যান্ডস্টোনে। ডাঃ কমফোর্টের এই বক্তৃতা দেয়ার দিনটি ছিল মেঘাচ্ছন্ন, ফলে ঠাণ্ডার কারণে প্রত্যেক দর্শক বা শ্রোতার গায়ে প্রচুর গরম কাপড়। এই দৃশ্য স্যান্ডস্টোনে সচরাচর দেখা যায় না।

এই অনুষ্ঠানে ডাঃ আলেক্স কমফোর্ট বক্তৃতা দেয়ার পর আরও বক্তব্য রাখে স্ক্রু পত্রিকার প্রকাশক আল গোল্ডস্টেইন, *প্লেবয়* পত্রিকার সহযোগী প্রকাশক ন্যাট লেরম্যান এবং নিউ ইয়র্ক থেকে আসা এক লেখক নাম গে ট্যালেসি, যে ডাবলডে অ্যান্ড কোম্পানির জন্য আমেরিকার যৌনজীবনের ওপর একটা গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্যে গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছে।

কৃশকায় ও কালো চোখের তেতাল্লিশ বছর বয়সী গে ট্যালেসির বাদামি চুল সাদা হতে শুরু করেছে। এই ঘরে উপস্থিত লোকদের কাছে ট্যালেসি পুরোপুরি আগন্তুক নয়। অতীতে সে অনেকবার সান্ডস্টোন পরিদর্শন করেছে, এমনকি এই বলরুমও। সে যে গ্রন্থ রচনা করছে সে-সম্পর্কে ইতিমধ্যেই সংবাদপত্র ও পত্র-পত্রিকায় প্রচার চালানো হয়েছে। অধিকাংশ পত্র-পত্রিকাতেই ট্যালেসি সম্পর্কে লিখেছে যে, সে হচ্ছে একজন অংশগ্রহণকারী কিন্তু মূলত সে হচ্ছে উত্তেজনার জগতের একজন 'পর্যবেক্ষক'। সে ম্যাসেজ পার্লারের পৃষ্ঠপোষক। তার বিকেলগুলো কাটে অশ্লীল যৌনছবি দেখে। তার অন্তরঙ্গতা হচ্ছে সুইং ক্লাবের (যেখানে এক ব্যক্তি অনেক নারীর সঙ্গে যৌনমিলন সম্পন্ন করে) সদস্য ও সারাদেশের সেইসব মানুষের সঙ্গে যারা নিয়মিত দলীয় যৌনমিলনে অংশ নিয়ে থাকে। গে ট্যালেসি বিভিন্ন কৌশলে নিজের যৌনাকাঙ্ক্ষা তৃপ্ত করছিল এবং অবিশ্বস্ত হয়ে উঠছিল ক্রমাগত তার স্ত্রীর কাছে এবং সে এর ন্যায্যতা প্রতিপাদন করছিল যৌনবিষয়ক গবেষণার নাম দিয়ে। দীর্ঘসময় পার হয়ে গেছে ট্যালেসি এক লাইনও লিখতে পারেনি। সে এখনও জানে না কীভাবে সে বইটা শুরু করবে। কীভাবে একত্রিত করবে যাবতীয় উপাত্ত। যৌনতা সম্পর্কে সে কী বলবে বলে আশা করছে, যা এখনও বলা হয়নি। অথচ যৌনতার নামে কয়েক ডজন প্রকাশক বহুদিন ধরে অসংখ্য বই ও পত্র-পত্রিকা প্রকাশ করে আসছে, ম্যারেজ থেরাপিস্ট ও ম্যারেজ কাউন্সেলররা পরামর্শ দিয়ে চলেছে, বক্তব্য রাখছে সমাজবিষয়ক ঐতিহাসিকরা, বিখ্যাত ব্যক্তিরা মতামত দিচ্ছে টেলিভিশনের টকশো-তে।

বস্তুতপক্ষে ট্যালেসি পরবর্তীতে ঘন ঘন টকশো-তে অতিথি হিসেবে উপস্থিত হতে শুরু করে। কারণ যে প্রচার সে পেয়েছে তা ছিল অভূতপূর্ব। এক সাংবাদিক একদিন নিউ ইয়র্কের এক ম্যাসেজ পার্লারের ম্যানেজার হিসেবে তাকে আবিষ্কার করে এবং সঙ্গে সঙ্গে এই তথ্য সে কাগজে ছেপে দেয়। ট্যালেসি স্ট্যান্ডস্টোনে দেয়া বক্তৃতায় পরিষ্কার করে বলে যে সে একজন গবেষক ও লেখক। ব্যক্তিগত জীবনকে দূরে সরিয়ে রেখে সম্প্রতি সে তার জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ওপর কাজ করছে, এটা হচ্ছে এমন একটা কাহিনী যেখানে অন্তরঙ্গভাবে এই দশকের বহু মানুষ ও ঘটনার বর্ণনা দেয়া হয়েছে, যা আমেরিকার নৈতিকতাকে পুনরায় সংজ্ঞায়িত করার ব্যাপারে প্রভাবিত করেছিল।

বক্তৃতা দেয়ার আগে ট্যালেসি সম্পর্কে ভূমিকা প্রদান করে স্যান্ডস্টোনের কর্মকর্তা মার্টিন জিটার এবং সে ছিল সম্পূর্ণ নগ্ন। ট্যালেসি তার প্রস্তুতকৃত বক্তৃতা হাতে নিয়ে ডায়াসে গিয়ে ওঠে এবং বক্তব্য দিতে শুরু করে। সে বলে, 'এই জাতির উপলব্ধির ক্ষেত্র ক্রমান্বয়ে দখল করে নিচ্ছে এক নীরব বিপ্লব। প্রচলিত প্রথা থেকে তারা সরে যাচ্ছে। এমনকি মধ্যবিত্তশ্রেণী, যেখানে আমার গবেষণাকে কেন্দ্রীভূত করেছি এবং যৌনবিষয়ক অভিব্যক্তি সম্পর্কে মধ্যবিত্তশ্রেণীর সহ্যক্ষমতা ক্রমশই বাড়ছে যা বিভিন্ন চলচ্চিত্র ও বইতে লক্ষ করা যায়। এছাড়া দম্পতিদের ভেতরে গ্রহণযোগ্য দৃষ্টিভঙ্গিও লক্ষ্য করেছি। দেখা যাচ্ছে তারা বেডরুমের চারপাশের দেয়ালে এখন আয়না ব্যবহার করছে, ব্যবহার করছে মোমবাতি ও রঙিন আলো, বিছানার পাশে ভাইব্রেটর। অন্তর্বাস হিসেবে ব্যবহার করছে 'লিঙ্গারি'। তারা বেডরুমেই দেখছে যৌনমিলন সংক্রান্ত চলচ্চিত্র। এছাড়া তারা

আজকাল মুখমৈথুনও করে থাকে যা বহু রাজ্যের আইনে নিন্দা করা হয়। *দ্য জয় অব সেক্স* গ্রন্থের সাফল্যকে অশ্লীল লেবেল এঁটে দেয়া হয়েছে কয়েক বছর আগে। এছাড়া মধ্যবিত্ত শ্রেণী বর্তমানে যৌন উত্তেজক বিষয় বা দৃশ্যকে চিত্রায়িত করার ব্যাপারে ততটা খুঁতখুঁতে নয়।' কাছাকাছি বসে থাকা ডাঃ আলেক্স কমফোর্টের দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়ে ট্যালেসি। তারপর সে আবার বলতে শুরু করে, 'এই গ্রন্থের বোর্ড বাঁধাই কপি বিক্রি হয়েছে ৭ লাখ। আপনারা এই বইয়ের কপি দেখতে পাবেন প্রধান সড়কের পাশের দোকানগুলোতে এবং মধ্য আমেরিকার অসংখ্য রেস্টুরেন্টের কফি টেবিলে, যদিও এতে ছাপা হয়েছে নগ্ন দম্পতিদের সুবিধাজনক বিভিন্ন আসনে যৌনমিলনের দৃশ্য।'

ট্যালেসি বলে যেতে থাকে, 'আপনারা ডিনার পার্টিতে গেলে শুনতে পাবেন লোকজন তাদের ব্যক্তিগত জীবনের অন্তরঙ্গ বিষয় নিয়ে আলোচনা করছে যা ষাট দশকের মাঝামাঝি সময়ে সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্য ছিল না। সমকামীদের বারগুলো পুলিশের ধারাবাহিক টার্গেট নয়, যতক্ষণ পর্যন্ত সক্রিয় সমকামীরা সংঘবদ্ধ না হচ্ছে। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অধিকাংশ কলেজ পড়ুয়া ছাত্রছাত্রীর পিতামাতাই এটা মেনে নিয়েছে যে কলেজ ক্যাম্পাসের বাইরে এবং ডরমেটরিতে বিবাহ পূর্ব যৌনমিলন খুবই বিরল ঘটনা। আমার মনে হয় যদিও এটা প্রমাণ করা খুবই কঠিন যে, আমেরিকার প্রায় প্রত্যেক স্বামীই জানে যে, তাদের স্ত্রী কুমারী ছিল না যখন সে তাকে বিয়ে করেছে এবং তাদের স্ত্রীর অন্য কোনো পুরুষের সঙ্গে বিয়ের পরও সম্পর্ক রয়েছে। আমি বলছি না যে এ-বিষয় নিয়ে স্বামীদের কোনো মাথাব্যথা নেই।' ট্যালেসি মুহূর্তের জন্য থামে এবং নিজের লেখা বক্তৃতার দিকে তাকিয়ে আবার পড়তে শুরু করে 'আমি সাম্প্রতিককালের স্বামীদেরকে পরামর্শ দিতে চাই। তার পিতা ও পিতামহও এটা জানতেন এবং তারা তা মেনে নিয়েছিলেন। সুতরাং এতে আঘাত পাওয়ার কিছু নেই বা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ারও কোনো কারণ দেখি না। বরং নারীদেরকে গ্রহণ করতে হবে যৌনবোধসম্পন্ন জীবন্ত প্রাণ হিসেবে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায় স্বামীরা এসব জেনে ফেলার পর অবিশ্বস্ত স্ত্রীর সঙ্গে শুরু হয় শত্রুতা; যা অনেক সময় হিংসাত্মক ঘটনায় পর্যবসিত হয়।'

এই সমাবেশের ভেতরে অধিকাংশ দর্শক-শ্রোতা ছিল ট্যালেসির চেয়ে দশ অথবা বিশ বছরের ছোট। ট্যালেসি পারত পুনরাবৃত্তি করতে ১৯৩০ থেকে ১৯৪০ দশকের মাঝামাঝি সময়ের অনমনীয় নৈতিক আবহাওয়ার কথা, যা এখনও সেখানে বর্তমান, যেখানে সে জন্মেছিল এবং লালিত পালিত হয়েছিল। এটা ছিল নিউ জার্সির একটা ভিক্টোরীয় জনগোষ্ঠী, যেখানে ১৯৭০-এর দশকেও মদ বিক্রি নিষিদ্ধ ছিল। সে স্মরণ করতে পারে, কৈশোরে যাজকদের সতর্কবাণী। তারা বলত যারা অশ্লীল বই পড়বে এবং সেইসব চলচ্চিত্র দেখবে যা নিষিদ্ধ করা হয়েছে, স্বর্গ তাদেরকে কঠিন শাস্তি প্রদান করবে। স্কুলে পড়ার সময় নানরা তাকে ও তার সহপাঠীদেরকে উপদেশ দিত, যেন তারা রাতে শোবার সময় চিৎ হয়ে শুয়ে দুইহাত আড়াআড়িভাবে বুকের ওপর দিয়ে দুই কাঁধ শক্ত করে ধরে তারপর ঘুমায়। তারা আরও বলত এটা হল ঘুমানোর একটা পবিত্র ভঙ্গি এবং এভাবে শুলে হস্তমৈথুন করা সম্ভব নয়। ট্যালেসি যখন প্রথম হস্তমৈথুন করে তখন সে কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র এবং সে তার সহপাঠী মেয়েদেরকে কল্পনা করেই

উত্তেজিত হত বেশি, পুরুষদের পত্রিকায় মেয়েদের নগ্নছবি দেখার চেয়ে। আর এ ধরনের পত্রিকা কিনতে সে খুবই লজ্জা পেত।

১৯৫০ দশকের শেষদিকে এবং ১৯৬০ দশকের শুরুতে পুরুষদের পত্রিকা কাউন্টারের নিচ দিয়ে বিক্রি হত। উত্তেজক উপন্যাস মোটেও বেআইনি ছিল না। হলিউডের ছবিতে নগ্নতার আবির্ভাব ঘটেছে এবং এসব পরিবর্তন বড় বড় শহরে একমাত্র সাক্ষ্য ছিল না, যে শহরগুলোতে ট্যালেসি নিয়মিত ভ্রমণ করত সংবাদপত্রের রিপোর্টার ও ফ্রিল্যান্স লেখক হিসেবে। জন্মস্থানের মতো রক্ষণশীল শহরগুলোও ট্যালেসি নিয়মিত ভ্রমণ করত। সেখানে অবস্থার কোনো উন্নতি তখনও হয়নি। যা হোক, ১৯৭১ সালে যখন সে তার পরবর্তী বইয়ের বিষয় পরিকল্পনা করে তখন সে সিদ্ধান্ত নেয় আমেরিকার যে-বিষয়টি এখন সবচেয়ে কৌতূহলোদ্দীপক মনে হয় তা হল যৌনতার ব্যাপারে খোলামেলা দৃষ্টিভঙ্গি, যা সম্পূর্ণ নতুন। মানুষ এখন তা মেনে নিয়েছে এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষেরা সেন্সরশিপের ওপর খুবই বিরক্ত। ফলে বিস্তৃত হচ্ছে যৌনতা উপভোগকারীদের ক্ষেত্র এবং একই সঙ্গে তাদের স্বার্থ সংরক্ষণের চেষ্টাও চলছে।

সেন্সরশিপ সম্পর্কে জানা ও যৌনবিষয়ক আইন সম্পর্কে কিছু বইপত্র পড়ে ফেলার পর আদালত কক্ষে ট্যালেসি বহু মামলার শুনানি শুনেছে যা অশ্লীলতার সঙ্গে সম্পৃক্ত। এছাড়া সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছে *স্ক্রু* ও *প্লেবয়*-এর মতো পত্রিকার সম্পাদকদের। ট্যালেসি যৌনতার জগতে তার অভিযান শুরু করে ম্যাসেজ পার্লারে যাতায়াতের মাধ্যমে এবং নিয়মিত খদ্দেরে পরিণত হয়। সে প্রথম জানতে পারে যে তার এলাকাতেই একটা ম্যাসেজ পার্লার আছে। একরাতে স্ত্রীকে নিয়ে বাড়ি ফেরার সময় এই ম্যাসেজ পার্লারের সাইনবোর্ড তার নজরে পড়ে। ব্লুমিংডেল-এর কাছে লেক্সিংটন এভিনিউতে ট্যালেসির চোখে পড়ে লাল নিওন সাইনে লেখা 'লাইভ ন্যুড মডেলস'। সে খুবই অবাক হয় এ-ধরনের প্রতিষ্ঠান এত খোলামেলাভাবে ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে।

পরদিন দুপুরবেলা ট্যালেসি একা একা ঐ ভবনে গিয়ে ঢোকে। সে দেখতে পায় বাড়িটা পুরোনো। দেয়াল ও সিঁড়ি বিবর্ণ ও মলিন। একই অবস্থা সোফা, টেবিল এবং মেঝের বাতিগুলোর। মধ্যবয়সী এক লোক নীরবে অপেক্ষা করছে দাঁতের ডাক্তারের চেম্বারে অপেক্ষমাণ রোগীর মতো। মনে হচ্ছে সে সংবাদপত্রে মনোনিবেশ করতে পারছে না।

লম্বা চুলওয়ালা এক যুবক-ম্যানেজারকে জিজ্ঞাসা করে জানা গেল আধাঘণ্টা ম্যাসেজের জন্য আঠারো ডলার ব্যয় করতে হবে। সে অবশ্য আধাডজন নারীর ভেতর থেকে তার পছন্দমতো যুবতীকে বেছে নিতে পারে ম্যাসেজ করার জন্য, যাদের ছবির অ্যালবাম নিয়ে বসেছিল ম্যানেজার। ট্যালেসি চমৎকার দেখতে একটা যুবতী স্বর্ণকেশীকে পছন্দ করে, যার নাম হচ্ছে জুন। ছবিতে মেয়েটা সি বিচে একটা বিকিনি পরে পোজ দিয়েছে। ম্যাসেজকারী পছন্দের পরও তাকে বিশ মিনিট অপেক্ষা করতে হয়। ট্যালেসি অপেক্ষা করতে করতে *নিউজ উইক* পত্রিকায় চোখ বোলায় এবং খদ্দেরদের আসা-যাওয়া লক্ষ করতে থাকে। অধিকাংশই তার বয়সী অথবা তার চেয়ে বড় এবং প্রত্যেকেই স্যুট এবং টাই পরা। তার মনে হল এরা প্রায় প্রত্যেকেই ব্যবসায়ী এবং লাঞ্চ খেতে বেরিয়ে একটু আনন্দ উপভোগ করতে এখানে এসেছে।

ম্যানেজার ট্যালেসিকে ইশারায় ডাকল। ট্যালেসি উঠে দাঁড়াল এবং দেখতে পেল হলরুমের দিকে যাওয়ার রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে আছে এক স্বর্ণকেশী যার মুখে অনেকগুলো তিল। ছবিতে দেখা জুনের সঙ্গে মেয়েটির মুখমণ্ডলের মিল রয়েছে। যা হোক সেছিল খুবই আকর্ষণীয়া। একবার তার মনে হয় এই মেয়েটিই জুন, আবার মনে হয়—না, এটা অন্য মেয়ে। বৈঁচি ফলের মতো নীলচে কালো চোখ মেয়েটির। গোলাপি রঙের একটা ছোট স্কার্ট পরেছে। তার ওপরে একটা হলুদ টি-শার্ট এবং পায়ে স্যান্ডেল। মেয়েটা তাকে সঙ্গে করে নিচের হলরুমে নিয়ে যায়। তারপর নিয়ে যায় ৫ নম্বর কক্ষে। সে তার হাতে বহন করে একটা চাদর। তার কথায় দক্ষিণাঞ্চলের সুর পরিষ্কার বুঝতে পারে ট্যালেসি।

মেয়েটি বলে, সে আলাবামা থেকে এসেছে। এই প্রদেশেই ট্যালেসি কলেজে লেখাপড়া করেছে এবং এই অল্প সময়ের ভেতরেই সে আলাবামা সম্পর্কে অনেক কথা বলে। মেয়েটা অধৈর্য হয়ে পড়ে। কারণ এটা হচ্ছে ব্যবসার জন্য নির্ধারিত সময়। মেয়েটা আবার তাকে তা মনে করিয়ে দেয়। সময় গড়িয়ে যেতে থাকে এবং মেয়েটা ট্যালেসিকে পরামর্শ দেয় তার পোশাক খুলে ফেলতে এবং টেবিলের ওপর শুয়ে পড়তে, যেখানে সে ইতিমধ্যেই তার হাতের চাদরটা বিছিয়ে দিয়েছে। ট্যালেসি তার নির্দেশ পালন করার পর সে নিজে নগ্ন হতে শুরু করল। পোশাকের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল তার সুগঠিত শরীর যা দেখে ট্যালেসি খুবই উত্তেজনা অনুভব করল।

মেয়েটা এবার এগিয়ে এল টেবিলের কাছাকাছি এবং জিজ্ঞাসা করল, 'তেল না পাউডার?'

ট্যালেসি হঠাৎ করেই রুমের চারদিকে তাকাল এবং জিজ্ঞাসা করল, 'এখানে কি গোসলের ব্যবস্থা আছে?'

মেয়েটি জানাল, 'না।'

'তাহলে পাউডার দিয়েই ম্যাসেজ করো।'

মেয়েটা এবার জনসন বেবি পাউডারের একটা বোতলের দিকে হাত বাড়াল এবং দ্রুত ট্যালেসি অনুভব করল মেয়েটির হাতের আঙুলের স্পর্শ তার কাঁধে ও বুকে। তারপর মেয়েটির হাত নেমে এল তার পেটে এবং তারপর ঊরুতে। যখন সে ট্যালেসির শরীরের ওপর ঝুঁকে আসে তখন তার বাহু ও স্তন নড়াচড়া করতে থাকে। তার দুই হাত পাউডারে মাখামাখি। ট্যালেসি মেয়েটার পারফিউমের গন্ধও পায়। সে আরও অনুভব করে যুবতীর ঘেমে যাওয়া করতল। তার লিঙ্গ খাড়া হতে থাকে। মেয়েটাও কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে তার উত্তেজিত লিঙ্গের দিকে। ট্যালেসি চোখ বন্ধ করে শুনতে পায় পাশের রুমের খদ্দেরের দীর্ঘশ্বাস, লেক্সিংটন এভিনিউ এর গাড়ির শব্দ, রাস্তার কোলাহল, বাসের আসা-যাওয়া, এবং কাউন্টারে খদ্দেরের দর কষাকষি...

মেয়েটি এবার জিজ্ঞাসা করে, 'তুমি কি বিশেষ কোনোকিছু চাও?'

ট্যালেসি চোখ খোলে। দেখে মেয়েটি মনোযোগ দিয়ে তার লিঙ্গ দেখছে।

'আমি কি তোমার যোনি উপভোগ করতে পারি?'

ট্যালেসি জানতে চায়।

মেয়েটা মাথা নাড়ে।

'আমি এসময় কখনও তা করি না। আমি কেবলই হাত দিয়ে পুরুষের লিঙ্গকে চটকাচটকি করে সুখ দিই।' মেয়েটা বলে।

'কেবলই হাত দিয়ে নাড়াচাড়া?'

'হ্যাঁ, কেবলই হাতের কাজ।' মেয়েটা ব্যাখ্যা করে।

'ঠিক আছে, তাহলে হাতের কাজই করো।'

'তাহলে অতিরিক্ত পয়সা দিতে হবে।'

'অতিরিক্ত কত?'

'পনেরো ডলার।'

ট্যালেসি ভাবে এটা খুবই বেশি। কিন্তু এরকম উত্তেজিত অবস্থায় তার দর কষাকষি করতে ইচ্ছা হল না। সে মাথা নেড়ে সায় দিল এবং ঔৎসুক্যের সঙ্গে লক্ষ করল মেয়েটা পাউডার দিয়ে কীভাবে তার লিঙ্গে হস্তমৈথুন করছে। একসময় তার বীর্য বেরিয়ে যায়। মেয়েটা টয়লেট পেপার দিয়ে তার লিঙ্গ পরিষ্কার করে দেয়।

ম্যাসেজ নয় ট্যালেসি হস্তমৈথুনটা ভালোই উপভোগ করে। ফলে সে বারবার এখানে আসে এবং শুধু জুন নয়, অন্যান্য ম্যাসেজদানকারিনীর হাতের স্পর্শও সে নিয়েছে তার লিঙ্গে এবং সে এ-ব্যাপারে নিশ্চিত যে নিউ ইয়র্ক শহরে এরকম ম্যাসেজ পার্লারের সংখ্যা বর্তমানে অনেক।

নিয়মিত ভিত্তিতে ট্যালেসি ১৯৭২ সালে কয়েক ডজন ম্যাসেজ পার্লার পরিদর্শন করে। ফলে সে শুধু ম্যাসেজদানকারীদের সঙ্গেই পরিচিত হয় না, এর মালিক ও ম্যানেজারের সঙ্গেও তার ঘনিষ্ঠতা বাড়ে। এদের মধ্যে কয়েকজন ইংরেজিতে লেখাপড়া করেছে অথবা কলেজে পড়েছে সাংবাদিকতা। তারা ট্যালেসির কাজের ব্যাপারে জানত এবং বিভিন্নভাবে তাকে সাহায্য করত। কারণ তারা জানত যে ট্যালেসি ছিল একদিকে যেমন তাদের খদ্দের, তেমনি তাদের পৃষ্ঠপোষক। ফলে ট্যালেসি তাদেরকে রেস্টুরেন্টে খাওয়ার আমন্ত্রণ জানালে তারা সহজেই রাজি হত। তারা ট্যালেসির সঙ্গে নির্দ্বিধায় যাবতীয় বিষয় আলোচনা করত। রীতিমতো আনুষ্ঠানিকভাবে সাক্ষাৎকার দিত অনেকে এবং অনুমতি দিত তাদের নাম ব্যবহার করার জন্য তার প্রকাশিতব্য গ্রন্থে। এদের ভেতরে দুজন অবশেষে ট্যালেসিকে ম্যাসেজ পার্লারে বেতন ছাড়া ম্যানেজার হিসেবে কাজ করার অনুমতি দেয়।

ম্যাসেজ পার্লারের ম্যানেজার হিসেবে ট্যালেসির প্রথম চাকরি হল সেক্রেট লাইফ স্টুডিওতে। লেক্সিংটন এভিনিউ-এর কোনায় ১৩২ ইস্ট টুয়েন্টি সিক্সথ স্ট্রিটের চারতলায় অবস্থিত এই পার্লারে ১৯৭২ সালের গ্রীষ্ম ও বসন্তকালের অসংখ্য দুপুর কেটেছে ট্যালেসির ম্যানেজারের ডেস্কের পেছনে বসে। সে দুপুর থেকে সন্ধ্যা ছয়টা পর্যন্ত কাজ করত প্রতিদিন। ম্যানেজার হিসেবে তার দায়িত্ব ছিল টাকা পয়সার হিসাব রাখা, পরীক্ষা করা লিনেনের চাদরের সরবরাহ ঠিক আছে কিনা, অপেক্ষা করতে থাকা, খদ্দেরদের সঙ্গে কথাবার্তা বলা এবং ম্যাসেজ চলাকালীন বারবার ঘড়ির দিকে তাকিয়ে সময় সম্পর্কে সতর্ক থাকা

খরিদ্দার চলে যাবার পর ট্যালেসি ম্যাসেজদানকারিনীকে খদ্দের সম্পর্কে বিভিন্ন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করত। যেমন সে কী কী কথা বলেছে, সে তার ব্যক্তিগত জীবন ও ব্যবসা

সম্পর্কে কতটুকু প্রকাশ করেছে, তার হতাশার কথা বলেছে কিনা, প্রকাশ করেছে কিনা তার উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং ফ্যান্টাসিগুলো। ট্যালেসি দেখতে পায় ম্যাসেজদানকারীরা এসব তথ্য নথিবদ্ধ করতে শুরু করেছে। প্রতিটি খদ্দেরের সেইসব তথ্য রাখা হচ্ছে যা সে বন্ধ-দরজার পেছনে বলছে এবং প্রকাশ করছে ম্যাসেজ থেকে অতিরিক্ত আনন্দ পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা। ট্যালেসির উদ্দেশ্য হল সেইসব দৃশ্য ও কাহিনীকে সংঘবদ্ধ করা, যার ভেতরে বাস্তবজীবনের দুটি চরিত্র একটা ম্যাসেজ পার্লারের মাধ্যমে সম্পর্ক গড়ে তুলছে। একজন হিপ্পি যুবতী একজন রক্ষণশীল মধ্যবয়সী ব্যবসায়ীর যৌন উত্তেজনা মেটাচ্ছে। এখানে তার পুঁজি হচ্ছে ব্যবসায়ীর অসংযত প্রবৃত্তি। ফলে সে তাকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেছে এবং তাকে সাহায্য করছে লজ্জা ও অপরাধ থেকে মুক্ত করতে, যা সে বহন করে নিয়ে আসে নিজের সঙ্গে ম্যাসেজ পার্লারে।

ম্যানেজার হিসেবে শতাধিক পুরুষ খদ্দেরের সঙ্গে প্রতিদিন সাক্ষাৎ হয় ট্যালেসির। সে তাদের সঙ্গে রসিকতা করে এবং পরবর্তীতে তাদের সম্পর্কে নথিভুক্ত করা তথ্য খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে। তথ্য লেখক জানে যে তার সামান্য সমস্যা রয়েছে তাদের সঙ্গে নিজেকে শনাক্ত করার ক্ষেত্রে যারা কথা বলতে চায় না। তারে ম্যাসেজদানকারীদের লেখা তথ্য প্রমাণ করে যে তাদের পর্যবেক্ষণ ও বর্ণনা যথাযথ।

অধিকাংশ পুরুষের মতো ট্যালেসিও স্বীকার করে যে দীর্ঘস্থায়ী বিয়ে উত্তম এবং সে চায় তা টিকে থাকুক। এমনকি অন্য মেয়ের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে উঠলেও সে তার স্ত্রীকে পরিত্যাগ করতে চায় না, যদিও সে সেইসব মেয়েদের প্রশংসা করে এবং ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রাখে অসংখ্য মেয়ের সঙ্গে। পতিতাদের প্রতি সে কোনো আকর্ষণ অনুভব করে না, বিশেষ করে সেইসব পথবেশ্যাদের প্রতি যারা লেখাপড়া খুবই কম জানে, ড্রাগে আসক্ত এবং এদের ভেতরে খুব কম মেয়েই আছে যারা আকর্ষণীয়া। ম্যাসেজদানকারীদের ভেতরে ট্যালেসির পছন্দ হচ্ছে কলেজছাত্রীদের। এরা হল ভিন্ন ধরনের পতিতা। এদের অনেকেই অধিক অর্থ পেয়ে যৌনমিলন উপভোগ করতে রাজি হয়।

ট্যালেসির মতো বহু পুরুষই ম্যাসেজ পার্লারে নিয়মিত যাতায়াত করে, কিন্তু অনেকেই শুধুমাত্র হস্তমৈথুন পছন্দ করে না, যদিও তাদেরকে হস্তমৈথুন করে দেয় খুবই আবেদনময়ী ও উত্তেজক যুবতীরা। পুরুষ চায় এমন কাউকে দিয়ে হস্তমৈথুন করাতে যাকে সে চায় এবং তার সঙ্গে ন্যূনতম হলেও একটা যোগাযোগ তার আছে। এটা ভালোবাসা নয়, কিন্তু তা উপভোগ্য একটা কৌতুক হতে পারে। মাসের পর মাস চলে যায় এবং ট্যালেসি ম্যাসেজ দানকারীরদেরকে এক ধরনের লাইসেন্সবিহীন থেরাপিস্ট ভাবতে শুরু করে। অসংখ্য মানুষ প্রতিদিন মনস্তাত্ত্বিকদের প্রচুর অর্থ প্রদান করছে শুধু তাদের পরামর্শ শুনে, আর ম্যাসেজদানকারীদেরকে অর্থ প্রদান করছে পুরুষেরা শুধুমাত্র স্পর্শের বিনিময়ে।

পার্লারে ম্যাসেজ করাতে আসা পুরুষদের সঙ্গে কথা বলে এবং প্রতিদিনের নথিভুক্ত তথ্য পড়ে সে এ ব্যাপারে একমত হয়েছে যে ম্যাসেজদানকারীদের সঙ্গে তারা যে যৌন কর্মকাণ্ড করে থাকে তাতে তাদের স্ত্রীর সঙ্গে যৌনমিলনের আগ্রহ মোটেও নষ্ট হয় না। অধিকাংশ পুরুষ ট্যালেসিকে বলেছে যে বিকেলে যদি তারা ম্যাসেজ পার্লারে কিছুক্ষণ

সময় কাটায়, তাহলে রাতে স্ত্রীর সঙ্গে যৌনমিলনের আগ্রহ আরও বেড়ে যায়। ম্যাসেজদানকারীরা মূলত বয়স্কদের সক্রিয় করে তোলে যৌনউদ্যোগ গ্রহণের ব্যাপারে। ফলে তারা নিজেদেরকে অধিক সক্ষম ভাবে, বাড়িতে তারা পরিতৃপ্ত থাকে, স্ত্রীকে বিছানায় অধিক আনন্দ দিতে সক্ষম এবং দুশ্চিন্তামুক্ত হয়।

সেক্রেট লাইফ স্টুডিও-তে কাজ করার সময় ট্যালেসি পুরুষ খদ্দেরদের কথা শুনেছে এবং কথা বলেছে ম্যাসেজদানকারী যুবতীদের সঙ্গে মাসের পর মাস। ইস্ট ফিফটি-ফার্স্ট স্ট্রিটের মিডল আর্থ পার্লারে ম্যানেজার হিসেবে কাজ করার সময় ট্যালেসি একটা ব্যাপারে সচেতন হয়ে ওঠে এবং তা হল কখনও টেলিফোনে কোনো নারী কণ্ঠ জিজ্ঞাসা করে না যে, কোনো পুরুষ ম্যাসেজদানকারী কি আছে যে একজন নারীকে আনন্দ দিতে সক্ষম। এর অর্থ এই নয় যে নারীরা ম্যাসেজ পার্লার সম্পর্কে অবগত নয়। কারণ ম্যাসেজ পার্লারের বিজ্ঞাপন রয়েছে ট্যাক্সি ক্যাবের পেছনে, বিভিন্ন দেয়ালে সাঁটা পোস্টারে এবং *নিউ ইয়র্ক পোস্ট* ও *ভিলেজ ভয়েস*-এর মতো সংবাদপত্রের পাতায়। সেখানে ঘোষণা করা হচ্ছে নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্য যৌনতৃপ্তির নিশ্চয়তা। ট্যালেসি নিশ্চিত যে সারা নিউ ইয়র্ক জুড়ে অসংখ্য নারী রয়েছে যারা যৌনঅতৃপ্তির শিকার। এদের মধ্যে রয়েছে, বয়স্কা বিধবা, চিরকুমারী, স্বাধীন মধ্যবয়সী মহিলা নির্বাহী কর্মকর্তা, যারা মধ্যদুপুরে কোমল উত্তেজনাসহ ম্যাসেজ উপভোগ করতে পারে। আরও উপভোগ করতে পারে মুখমৈথুন কিংবা যৌনমিলন। সুতরাং নারীদের জন্য বিলাসবহুল হেলথ ক্লাব বা সেলুনের ব্যবস্থা করা যেতে পারে, যেখানে তারা অনায়াসে যৌনতৃপ্তি পেতে পারে। কিন্তু পার্লারের মালিক ও ম্যাসেজদানকারীরা ট্যালেসিকে জানিয়েছে যে, এ ধরনের কোনো বাজার মূলত নেই। ইস্ট সাইড হোটেলের ভেতরে এ-ধরনের ম্যাসেজ পার্লার চালু করা হয়েছিল এবং বিজ্ঞাপনের পেছনেও প্রচুর অর্থ ব্যয় করা হয়েছে, কিন্তু যুবক ম্যাসেজদানকারীদের কথা বলেও নারী খদ্দেরদের প্রলুব্ধ করা যায়নি। ফলে তা বাদ দিতে হয়েছে। নারীরা এরকম ব্যক্তিগত সেবা প্রদানের বিনিময়ে অর্থ ব্যয় করতে রাজি নয়। নারীরা পুরুষকে অর্থ প্রদান করবে তার চুলে শ্যাম্পু দিয়ে দেয়ার জন্য, পোশাকের ডিজাইন করে দেয়ার জন্য, মানসিকভাবে প্রশান্তি দেয়ার জন্য, পেটের চর্বি অনুশীলনের মাধ্যমে কমিয়ে দেয়ার জন্য; কিন্তু তারা পুরুষকে অর্থ দেবে না হস্তমৈথুন, যৌনমিলন কিংবা যোনি চুম্বন করা বা চেটে ও চুষে দেয়ার জন্য।

বয়স্কা বিত্তবতী মহিলার বেতনপুষ্ট পুরুষসঙ্গীর ভূমিকা ব্যাপকভাবে ভুল-বোঝাবুঝির শিকার। এ ব্যাপারে অভিজ্ঞ এক লোক ট্যালেসিকে জানায় এসব ক্ষেত্রে পুরুষের ভূমিকাটা প্রেমিকের নয়, বরং সহচর কিংবা পুত্রের। বিত্তবতী নারীদের এসব সহচরেরা অধিকাংশই সমকামী। এটা নারীরাও জানে এবং গোপনে এসব নারীরা তাদের সঙ্গী জোগাড় করতেও সাহায্য করে থাকে, বিশেষ করে এসব নারীর কোনো প্রেমিক যদি যৌনমিলনের পর সমকামী সম্পর্কের প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করে। কিছু নারী আছে যারা পুরুষের খাড়া হয়ে ওঠা লিঙ্গ দেখলে উত্তেজিত হয়ে ওঠে আর গড়পড়তা বিষমকামী নারীরা যৌনমিলন উপভোগ করে না যদি পুরুষটির সঙ্গে তার পূর্বপরিচয় না থাকে, অথবা তার প্রতি যদি কোনো আগ্রহ না জন্মায়। যদি এটা হয় শুধুই একটা রাগমোচনের

ঘটনা যা সে অনুসন্ধান করছে তাহলে সে বেডরুমের ভেতরেই একটা লিঙ্গসদৃশ্য ভাইব্রেটর দিয়ে হস্তমৈথুন করাকে পছন্দ করতে পারে। বিয়ে সংক্রান্ত ও বিয়ে পরবর্তী সমস্যায় পরামর্শ দেয় এরকম এক ব্যক্তি একবার ট্যালেসিকে বলেছিল, 'এটা খুবই স্বাভাবিক যে, কোনো নারী লিঙ্গসদৃশ কোনো যন্ত্র সাধারণত তার যোনিতে ঢোকাতে চায় না। কারণ জিনিসটা তার অচেনা। এছাড়াও অচেনা লোকের লিঙ্গ একজন নারীর কাছে একটি বিদেশী যন্ত্র ছাড়া আর কিছু নয়। এমনকি যন্ত্র না ভেবে লিঙ্গ ভাবলেও তা একটা অচেনা জিনিস তার কাছে এবং সে এটা তার যোনির ভেতরে নিতে চায় না। আর যদি জোর করে ঢোকানো হয় তাহলে সে মনে করে তাকে আক্রমণ করা হয়েছে। কিন্তু যদি তা অপরিচিত কারো লিঙ্গ না হয়, এটা যদি হয় তার পরিচিত কোনো ব্যক্তির শরীরের অংশ যাকে সে বিশ্বাস করে, আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে তার সঙ্গে একটা সম্পর্ক তৈরির, সেক্ষেত্রে সে এই লিঙ্গ যোনিতে ঢুকিয়ে নিতে পারে, তাকে আলিঙ্গন করতে পারে এবং গাইতে পারে যৌনমিলনের সময় লিঙ্গ ও যোনির যৌথ সংগীত।'

এই ব্যক্তি আরও জানায় এটা খুবই যুক্তিযুক্ত যে নারীরা কখনও পত্রিকায় পুরুষের নগ্নছবি দেখে কোনো প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে না। কিন্তু পুরুষ নারীর নগ্নছবি দেখে মুহূর্তেই উত্তেজনা অনুভব করতে থাকে। পরবর্তীতে বহু নারী সাক্ষাৎকার দানকালে ট্যালেসির কাছে স্বীকার করেছে, এটা খুবই বিরল ঘটনা যে অপরিচিত পুরুষের খাড়া হয়ে ওঠা লিঙ্গ দেখে একজন নারী হস্তমৈথুন করেছে, তা সেই নগ্নপুরুষ যত সুদর্শন বা স্বাস্থ্যবানই হোক না কেন। পুরুষদের জন্য অসংখ্য পত্রিকা যখন নিউজস্ট্যান্ডে স্তূপাকারে পড়ে থাকে, তখন মেয়েদের জন্য মাত্র একটা পত্রিকাই প্রকাশিত হয় এবং তার নাম *প্লে গার্ল*। নারী পাঠকদের জন্য সেখানে ছাপা হত পুরুষের নগ্নছবি। অন্য একটা পত্রিকা *ভিভা* প্রথম দিকে এ ধরনের ছবি ছেপে নারী পাঠকদের আগ্রহ বাড়ানোর চেষ্টা করেছিল কিন্তু জনপ্রিয়তা না পাওয়ায় একসময় এর প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যায়।

ট্যালেসি ১৯৭৩ সালে ইউরোপের প্রধান শহরগুলো ভ্রমণ করে। উদ্দেশ্য, এই মহাদেশের নারীদের অবস্থা জানা। আমেরিকান রক্ষণশীলদের দ্বারা সেখানকার নারীরা যেমন ক্ষতিগ্রস্ত, ইউরোপের নারীরাও কি তাই? সে ভেবেছিল এখানে ম্যাসেজ পার্লারে অর্থের বিনিময়ে যৌনতা সহজলভ্য এবং পত্রিকায় পুরুষের নগ্নছবি দেখতে নারীরা খুবই পছন্দ করে। কিন্তু সে আবিষ্কার করে যে এক্ষেত্রে আমেরিকার নারীদের সঙ্গে ইউরোপের নারীদের কোনো পার্থক্য নেই। লন্ডন, প্যারিস এবং সবচেয়ে নমনীয় শহর কোপেনহেগেনে ট্যালেসি এমন কোনো ম্যাসেজ পার্লার খুঁজে পায়নি, যার পৃষ্ঠপোষক হচ্ছে নারী। খুব অল্প সংখ্যক নারী লাইভ সেক্স শো কিংবা রগরগে যৌন চলচ্চিত্র উপভোগ করে এবং এসব নারীই মাঝেমধ্যে মেয়েদের পত্রিকায় পুরুষের নগ্নছবি দেখে। রাত্রি বেলায় ইউরোপীয় শহরের রাস্তাগুলোতে একই দৃশ্য দেখতে পায় যা সে দেখেছে নিউ ইয়র্কে নিঃসঙ্গ কোনো পুরুষ ম্যাসেজ পার্লারে একবার ঢুকছে একবার বেরুচ্ছে, দরজায় দাঁড়িয়ে পতিতাদের সঙ্গে দর-কষাকষি করছে, অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে টপলেস অথবা বটমলেস বারে নৃত্যরত নগ্ন নারীদের স্তন, যোনি ও নিতম্বের দিকে। পুরুষ চায় ক্লান্তিহীনভাবে নারীর নগ্নশরীর দেখে মুগ্ধ হতে। তারা নারীদেরকে প্রশংসা

করে নির্লিপ্ত ও নিরাসক্তভাবে, কেউ কেউ নারীকে তোষামোদও করে থাকে। নারীকে খুব কম মানুষই উপলব্ধি করতে পারে। পুরুষের প্রকৃতি এমনই যে লুকিয়ে হলেও নারীকে দেখবে, কিন্তু নারী হল তার শরীরের প্রদর্শনকারী। নারী যৌনসুখ বিক্রি করে, আর পুরুষ তা কেনে। কোনো সামাজিক সমাবেশে ককটেল পার্টিতে অফিসিয়াল কোনো ঘটনায় কিংবা রোমান্সের ক্ষেত্রে সর্বত্রই পুরুষ হল উদ্যোগ গ্রহণকারী, আর নারী হচ্ছে সবসময়ই বাধাদানকারী কিংবা সংযত প্রকৃতির। সম্প্রতি বিবাহবিচ্ছেদ ঘটেছে এরকম একজন ইউরোপীয় অভিনেত্রী ট্যালেসি-কে বলেছিল নারী এবং পুরুষ হচ্ছে প্রাকৃতিক শত্রু। নারী যখন বয়োসন্ধিকালে পৌছায় তখন সে প্রায়ই অসচেতনভাবে পুরুষকে উত্তেজিত করে তোলে—তারা আঁটোসাঁটো সোয়েটার পরে, ঠোঁট রঙ করে, পারফিউম দিয়ে শরীর সুরভিত করে, তারা তাদের পাছা দোলায় এবং যখন তারা পুরুষকে তাদের জন্য ক্ষুধার্ত করে তোলে তখন তারা হঠাৎ করে লাজুক হয়ে ওঠে। পুরুষ তা-ই চায় যা নারীর দেয়ার আছে। পুরুষের চরিত্রে মেনে নেয়ার প্রবণতা আছে, কিন্তু নারী প্রথমেই মেনে নেয় না। সে স্থগিতাবস্থায় রাখে একটা নির্দিষ্ট অবস্থায় না পৌঁছানো পর্যন্ত অথবা প্রতিশ্রুতি না-পাওয়া পর্যন্ত। নারী একজন ক্ষমতাহীন পুরুষকে সাময়িকভাবে শক্তি সম্পর্কিত জ্ঞানদান করতে পারে অথবা তাকে নিশ্চিত করতে পারে যে, সে যৌনমিলনে অক্ষম নয়। আর একজন পুরুষ নারীকে ব্যাখ্যা করে বোঝাতে পারে যে নারীর দুপায়ের মাঝখানে যে উষ্ণ অভ্যর্থনা পৃথিবীতে তার কোনো বিকল্প নেই, এটা হল সেই জন্মস্থান যেখানে মানুষ বারবার প্রত্যাবর্তন করতে চায়। চার্চ এবং আইন 'লিঙ্গকে সামাজিকীকরণ' করার চেষ্টা করে। চেষ্টা করে লিঙ্গের ব্যবহার সংরক্ষণ করার পাশাপাশি যথাযথ করতে—যেমন একগামী বিয়েব্যবস্থা মেনে চলা। বিয়ে হচ্ছে এমন একটি ব্যবস্থা যা লিঙ্গের ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে, অস্ত্র দিয়ে শত্রু নিয়ন্ত্রণের মতো। কিন্তু তা পুরুষের যৌনক্ষমতাকে পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম নয়। পুরুষের এই যৌনশক্তির কিছুটা ব্যয়িত হয় পর্ণোশিল্পের পেছনে, কিছু ব্যয়িত হয় পতিতালয়ে। যাজক, তথাকথিত নৈতিকতাবাদী ও পুরুষকে ঘৃণা করে এরকম কিছু নারীবাদী চায় সমাজ থেকে পর্ণোগ্রাফি ও পতিতালয় নিশ্চিহ্ন হোক। এই অভিনেত্রী আরও বলে, 'সমাজ থেকে এসব নিশ্চিহ্ন করার অর্থ হল পুরুষের শরীরের বিরুদ্ধে একটা যুদ্ধ ঘোষণা এবং তারা তাই করেছে—এভাবে অথবা অন্যভাবে মধ্যযুগ পর্যন্ত।'

ইউরোপ থেকে ফিরে আসার পর ট্যালেসি আমেরিকায় তার জরিপ চালিয়ে যেতে থাকে। সে তখন দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলও ভ্রমণ করে এবং সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে সাধারণ নারী ও পুরুষের। এছাড়া সে সাক্ষাৎকার নেয় স্থানীয় নেতা ও স্থানীয় বিখ্যাত ব্যক্তিদের। সে আলাপ করে একগামী দম্পতি এবং সেইসব নারী ও পুরুষের সঙ্গে যারা একাধিক সঙ্গীর সঙ্গে যৌনমিলন উপভোগ করে। এছাড়াও সে কথা বলে আইনজীবী, ডিফেন্স অ্যাটর্নি, তাত্ত্বিক ও ম্যারেজ কাউন্সেলরের সঙ্গে। সে অনেকগুলো সপ্তাহ কাটায় পশ্চিম ভার্জিনিয়া, কেন্টাকি, ইন্ডিয়ানা, ওহিও এবং তারপর বাইবেল বেল্ট-এর নিম্নাঞ্চলে। এখানে সে চার্চের প্রার্থনা ও শহরে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন সভায় অংশগ্রহণ করে। সে গোপনে প্রবেশ করেছে ককটেল বারগুলোতে। সে সীমান্ত এলাকার বাড়িগুলো পরিদর্শনের

পাশাপাশি ভ্রমণ করে বিভিন্ন খামার এলাকাগুলো। দিনের বেলায় সে চষে বেড়াত ব্যবসায়ের অঞ্চলগুলো, স্থানীয় ম্যাসেজ পারলার এবং যৌনবিষয়ক থিয়েটার হাউসগুলোতে। আর রাতের বেলায় সে বিভিন্ন হোটেল ও মোটেলের লবিতে বসে দেখত স্যুট ও টাই পরা ভদ্রলোকেরা রাস্তার পাশের নিউজস্ট্যান্ডে থেকে প্লেবয় অথবা পেন্টহাউস পত্রিকা কিনছে যার যার রুমে যাবার আগে।

সে আরও পর্যবেক্ষণ করত কমবয়সী দম্পতিদের। সন্তানসহ দম্পতিরা স্টেশন ওয়াগন চালিয়ে কেনাকাটা করতে যাচ্ছে। রোটারিয়ানরা উজ্জ্বল বর্ণশোভিত শার্ট পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে, মুখে তিলওয়ালা গ্রামের নারীরা বইয়ের দোকানে বই খুঁজছে, শহরতলির নারী ও পুরুষেরা টেনিস খেলছে, রবিবারে চার্চে গাইছে স্থানীয় লোকেরা প্রার্থনাসংগীত। এসব জায়গায় দীর্ঘক্ষণ কথাবার্তা বলত ট্যালেসি বিভিন্ন ধরনের লোকের সঙ্গে। তার উপলব্ধিতে আসে যে আমেরিকার মানুষের সাধারণ জীবন এবং প্রচলিত প্রথা বাইরে থেকে দেখা যায় ঠিকই আছে, কিন্তু ব্যক্তিগত জীবন ভেবে দেখার ও পুনরায় প্রশংসা করার মতো। ক্রমাগত এই ভ্রমণের ভেতর দিয়ে সে বারবার নিজেকে স্মরণ করিয়েছে যে সামাজিক ও প্রযুক্তিগত পরিবর্তন সত্ত্বেও তা যৌনবিপ্লবের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত—জন্মনিয়ন্ত্রণের পিল, গর্ভপাত এবং সেন্সরশিপের বিরুদ্ধে বৈধ নিয়ন্ত্রণ—এখনও কয়েক মিলিয়ন মার্কিনির প্রিয় গ্রন্থ হচ্ছে বাইবেল; যাদের বিয়ে এখনও ব্যভিচারহীন, যাদের কলেজপড়ুয়া কন্যা এখনও কুমারী। *রিডারস ডাইজেস্ট* পত্রিকা কোনো রকম প্রশ্নের মুখোমুখি না হয়েই আমেরিকায় সাফল্য অর্জন করেছে। সেখানে প্রকাশিত তথ্য থেকে জানা যায় বিবাহ বিচ্ছেদের হার সবচেয়ে বেশি, সুতরাং পুনঃবিবাহের হারও স্বাভাবিকভাবে বেশি ছিল।

কলেজ থেকে স্নাতক পাস করার আগে পর্যন্ত ট্যালেসি বিশ্বাস করত যে আমেরিকার মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সচেতনতার ক্ষেত্রে বিশাল পরিবর্তন এসেছে এবং ১৯৭০-এর দশকে বহুলোক আশাবাদ ব্যক্ত করেছিল ১৯৫০ দশকের অধিক রক্ষণশীলতার ভেতরে প্রত্যাবর্তনের। ট্যালেসি সন্দেহ করেছিল যে এটা সম্ভব নয়, কারণ তা অপরিহার্য করে তুলবে অবৈধ গর্ভপাত ও জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি। ব্যভিচারীরা কারারুদ্ধ হবে, সেন্সরশিপ মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে, তবে তা শুধুমাত্র *প্লেবয়ের* বিরুদ্ধে নয়। যত অশ্লীল পত্রিকা বাজারে আছে সবগুলোর বিরুদ্ধে সে কার্যকর ব্যবস্থা নেবে। ১৯৭৩ সালে মিলারের গ্রন্থের বিরুদ্ধে আদালতে শুনানি হয়। এই মামলার আসামি ছিল উইলিয়াম হ্যামলিন। সে এই গ্রন্থ বাজারে প্রকাশ করেছিল। এই মামলার অ্যাটর্নিদের সাক্ষাৎকারও ট্যালেসি গ্রহণ করে। সমসাময়িক কালে অধিকাংশ জুরিই বয়স্ক জুরিদের চেয়ে অধিক নমনীয়। একথা প্রায়ই বলা হয়ে থাকে। এমনকি রক্ষণশীল শহর ইউটিচাতে *স্ক্রু* পত্রিকার নিউ ইয়র্কের প্রকাশক অশ্লীলতার মামলায় জয়লাভ করে। পত্রিকার স্ট্যান্ডগুলোতে মিলারের মামলার এক বছর পর আবির্ভূত হয় *হাসলার* পত্রিকা যা অশ্লীলতার সীমানা ছাড়িয়ে যায় এবং দেশের বিভিন্ন অংশে আশ্চর্যজনকভাবে আকর্ষণীয় অভিনেত্রীরা যৌনচলচ্চিত্রে অভিনয় করতে রাজি হয়। পেনসিলভানিয়াতে ট্যালেসি এরকম একটা ছবি তৈরি হতে দেখেছে।

এসব ছবি তৈরির জন্য ভাড়া করা হত দূরবর্তী নির্জন অঞ্চলে অবস্থিত খামারবাড়ি অথবা পরিত্যক্ত কোনো ভূমি যেখানে বনভূমি ও পাহাড় রয়েছে। ট্যালেসি একবার একসপ্তাহ অভিনেতা-অভিনেত্রী ও কলাকুশলীদের সঙ্গে কাটিয়েছিল। এই দলের পরিচালকসহ কয়েকজন সদস্য *ডিপ থ্রট* ও *দ্য ডেভিল ইন মিস জোনস* ছবি তৈরির সঙ্গে জড়িত ছিল এবং ছবিদুটি তৈরি হয়েছিল পেনসিলভানিয়ায়। এসময় আরও একটি পর্ণো-চলচ্চিত্র তৈরি হয়েছিল, শিরোনাম *মেমোরিজ উইদিন মিস এগি*। এই ছবিটা *ডিপ থ্রট* ও *মিস জোনস*-এর চেয়ে ব্যবসায়িকভাবে ছিল কম লাভজনক। তবে এই ছবির সবচেয়ে বড় সফলতা ছিল এর কাহিনী, এর দলীয় যৌনমিলনের দৃশ্য, অসংখ্য লিঙ্গের বীর্যপাতের দৃশ্য ও নায়িকার আগ্রাসী যৌন আচরণ প্রভৃতি। ট্যালেসি সন্দেহ করে যে এগুলো হল সেইসব দৃশ্য যেখানে প্রাণবন্ত নারীরা পুরুষদেরকে তাদের বিছানায় আমন্ত্রণ জানায় এবং নির্লজ্জের মতো বিছানায় আবির্ভূত হয় যৌনকর্ম করতে, যা কিনা মধ্যবিত্ত পুরুষ খরিদ্দারদের ফ্যান্টাসিকে পূর্ণ করে তোলে। বড় বড় নগর ও ছোট ছোট শহরের সিনেমা হলগুলোতে তারা ঘন ঘন যাতায়াত করে। পর্ণোছবিতে আবির্ভূত হয় তারকার মর্যাদা প্রত্যাশী তরুণী অভিনেত্রীরা। বাস্তবজীবনের নারীদের মতো তারা নয়। তারা দ্রুত তাদের শরীরকে সহজলভ্য করে তোলে। কোনো পুরুষকেই তারা প্রত্যাখ্যান করে না। যৌনমিলনের জন্য মিলনপূর্ব আদর-সোহাগেরও খুব একটা প্রয়োজন হয় না তাদের। তারপরও তারা বহুবার রাগমোচন করে বলে মনে হয় এবং তারা পুরুষের কাছে কোনো ধরনের রোমান্টিক প্রতিশ্রুতি অনুসন্ধান করে না। এসব পর্ণোছবির নায়িকাদের ভেতরে সেসময় বিখ্যাত ছিল জর্জিনা স্পেলভিন, মেরিলিন চেম্বারস ও লিন্ডা লাভলেস। এসব নারী মূলত পুরুষদেরকে ব্যবহার করত নিজের আনন্দের জন্য। এমনকি প্রথম অভিনেতা নিস্তেজ হয়ে পড়লে দ্বিতীয় বা তৃতীয় অভিনেতা তখন তাদের চাহিদা পুরণ করত। সমালোচকরা প্রায়ই অভিযোগ করত যে পর্ণোছবি নারীদেরকে শোষণ করার পাশাপাশি হিংসাত্মক কর্মকাণ্ডকে মহিমান্বিত করে তুলছে। এসব দৃশ্য কোনোভাবেই মেনে নেয়া যায় না বলে ট্যালেসির ধারণা। এ ধরনের বহু ছবি সে টাইমস্কোয়ারে এবং সারাদেশের জরাজীর্ণ থিয়েটার হাউসে বহুবার দেখেছে।

যৌনতার সঙ্গে হিংসাত্মক কর্মকাণ্ড দর্শক দেখতে চায়। ফলে তা পর্ণোছবিতে সহজলভ্য ছিল। তবে এরকম যৌন চলচ্চিত্র দেখতে পাওয়া যায় যেখানে ধারাবাহিকভাবে অভিনেতারা লিঙ্গের উত্থান হারাচ্ছে এবং বারবার চেষ্টা করছে সেই নেতানো লিঙ্গ দিয়ে কোনোমতে যৌনমিলন সম্পন্ন করতে। তবে এসব ছবির দর্শক সবসময়ই কম। এসব ছবির বহু নারীকে ছবিতে পুরুষের মতো কর্তৃত্ব করতে দেখা যায়, যেমন হাই হিল পরা যৌনদেবী পুরুষকে চাবুক মারছে, তাদের লিঙ্গ চটকাচ্ছে, প্রস্রাব করছে উবু হয়ে বসা পুরুষের মুখে। ট্যালেসির ধারণা বহু পুরুষ পর্ণো-পত্রিকায় নারীর মূত্রত্যাগের ক্লোজ-আপ দৃশ্য দেখেছে যাকে অনায়াসে শিক্ষামূলক বলা যায়। কারণ ট্যালেসি জানে তার প্রজন্মের অধিকাংশ মানুষেরই কোনো ধারণা নেই যে একজন নারী তার শরীরের যে খোলা পথ দিয়ে মূত্রত্যাগ করে তা সেইপথ থেকে আলাদা, যা সে ব্যবহার করে যৌনমিলনের সময়।

পেনসিলভানিয়ায় চলচ্চিত্র নির্মাণকারী দলকে ট্যালেসি পরিত্যাগ করে যায়। সেখানে আর একদিন শুটিং চলবে, কারণ গতকাল এক অভিনেতা বীর্যপাত করতে ব্যর্থ হয়। ঐ দৃশ্য আজ আবার গ্রহণ করা হবে। ট্যালেসি শিকাগোতে গিয়ে পৌঁছায় এবং সেখানে দক্ষিণ ওয়াবাস এভিনিউতে অবস্থিত একটা ম্যাসেজ পার্লারের মালিক হ্যারোল্ড রুবিন-এর সঙ্গে তার পরিচয় ও বন্ধুত্ব গড়ে উঠে। একটু বেঁটে হলেও রুবিনের ব্যায়ামপুষ্ট শরীর, নীল চোখ এবং সুন্দর করে আঁচড়ানো সোনালি চুলে তাকে সুদক্ষ মনে হয়। ট্যালেসির সঙ্গে তার যখন প্রথম দেখা হয় তখন একজন পুলিশ তাকে হ্যারাস করার চেষ্টা করছিল। অশ্লীল বইপত্র বিক্রির জন্য তাকে অভিযুক্ত করার উদ্যোগ নেয় পুলিশ। রুবিন জানায় সে সম্প্রতি ১২০০ ডলার জরিমানা দিয়েছে অশ্লীল বই বিক্রির কারণে। এছাড়া তাকে আরো অভিযুক্ত করা হয়েছিল সিটি হলে যাওয়ার রাস্তার ওপর ঘোড়ার মল জড়ো করার জন্য। এটা হল শিকাগো শহরতলির ঘটনা যেখানে সে বসবাস করত। রুবিনের স্বর্ণকেশী সুন্দরী স্ত্রী ম্যাসেজ পালারের একজন মালিশওয়ালী। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থার সঙ্গে রুবিন বিতর্কে জড়িয়ে পড়ার কারণে সে ক্ষতিগ্রস্তও হয়েছে। ফলে রুবিনকে পরিত্যাগ করে তার স্ত্রী ফ্লোরিডায় গিয়ে বসবাস করেছে তাদের তিন বছর বয়সী ছেলেকে রুবিনের কাছে রেখে।

রুবিন তার ভবিষ্যতের অস্পষ্ট আকাঙ্ক্ষা সম্পর্কে ট্যালেসিকে বলেছিল। তার যৌবন ভুলভাবে ব্যয় হয়েছে এবং শিকাগোতে সে বহুরকম যাতনার ভেতরে জীবন কাটিয়েছে। সরকারি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সে বহুবার বিরোধে জড়িয়ে পড়েছে। তবে তার বিদ্রোহী ইমেজকে সে খুবই উপভোগ করে। তাকে দেখলে মনে হত সে সামাজিকভাবে খুবই রক্ষণশীল মানুষ। সে বসবাস করত বেরউইনে। প্রতি সপ্তাহে দুবার যেত তার মাতামহকে দেখতে এবং সে তার অ্যাপার্টমেন্টে বসবাস করত তার ছেলেকে নিয়ে। পুরোনো জিনিস সংগ্রহের প্রতি তার দারুণ ঝোঁক ছিল। এসব জিনিস সে সংরক্ষণ করত কাঁচের কেস অথবা পিতলের বাক্সে এবং নিয়মিত সে এগুলো পরিষ্কার করত এবং প্রয়োজনে কোনো কোনোটায় রঙ করত। তার ঘরের দেয়ালে সাঁটা আছে অনেক পুরোনো পোস্টার। তার লিভিংরুমের সোফা ও চেয়ারগুলো তার মাতামহের চেয়েও পুরানো। এডিসন উদ্ভাবিত ফনোগ্রাফে সে গান শোনে। সে তার কাঠের আইসবক্স নিয়ে গর্ব করে এবং একই সঙ্গে গর্ব করে প্রাচীন পুলভার চিউইংগাম মেশিন নিয়ে। তার বুকশেলফে চামড়ায় বাঁধাই করা অসংখ্য বই এবং তার ব্যক্তিগত আলমারিতে স্তূপ করা ১৯৫০-এর দশকের অসংখ্য নগ্নপত্রিকা, যার অধিকাংশগুলোতে সেই নারীর নগ্নছবি রয়েছে যে ছিল তার জীবনের যাবতীয় ফ্যান্টাসির কেন্দ্রবিন্দুতে এবং তার নাম হচ্ছে ডায়ানে ওয়েবার।

এই ম্যাসেজদানকারীকে রুবিন বিয়ে করেছিল, যে ছিল কৈশোরে তার আকাঙ্ক্ষার রানী। ১৯৬৯ সালে বিয়ের প্রথম বছরেই সে তাকে কুক কাউন্টির সংরক্ষিত বনাঞ্চলে নিয়ে যায় এবং বনের গভীরে প্রবেশ করার পর সে ডায়ানে-কে ন্যাংটা করে তার ছবি তোলে সেইসব ভঙ্গিতে যেসব ভঙ্গির ছবি তার বিভিন্ন পত্রিকায় ছাপা হয়েছে এবং এসব পত্রিকার সবগুলো রুবিনের কাছে খুব যত্নের সঙ্গে রাখা আছে। রুবিন কৈশোরে কীভাবে ডায়ানে ওয়েবার-এর ছবি দেখে রাতের বেলা নিজের বেডরুমে হস্তমৈথুন করত তাও সে

ট্যালেসিকে বলে। ট্যালেসি ডায়ানে ওয়েবারের সঙ্গে দেখা করার জন্য দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়াতে গিয়ে উপস্থিত হয়। তার ঠিকানা ও টেলিফোন নম্বর জোগাড় করে একজন ফটোগ্রাফারের কাছ থেকে, যে আগে ডায়ানে ওয়েবারের নগ্নছবি তুলেছিল। কিন্তু বার বার চিঠি লিখে ডায়ানের কাছ থেকে কোনো জবাব পাওয়া যায় না। তারপর তার স্বামীর সঙ্গে যোগাযোগ করলে সে ডায়ানে-কে বলে হলিউডের এক চলচ্চিত্র সম্পাদক তার একটা সাক্ষাৎকার নিতে চায়। অবশেষে ট্যালেসি তার মালিবু বিচের বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হয়।

ডায়ানে ওয়েবার যখন দরজা খোলে তখন তার মুখে কোনো হাসি ছিল না। ছোটখাটো এক নারী। নগ্ন পা, হৃষ্টপুষ্ট নধর শরীর। পরনে নীল জিনস এবং একটু বড় সাইজের চশমা। সে বক্তৃতার ঢঙে কথা শুরু করে ট্যালেসিকে কোনো ধরনের অভ্যর্থনা না জানিয়ে। তাকে খুঁজে বের করার জন্য সে মোটেও খুশি হয়নি এবং সে সাক্ষাৎকার দিতে রাজি হয়, কিন্তু খুবই সংক্ষিপ্ত। সে ট্যালেসিকে মনে করিয়ে দেয় যে, সে এখন একজন সাধারণ নাগরিক। তারপর তাকে বসার ঘরে নিয়ে যায় যেখান থেকে সি বিচ দেখা যায়। যা হোক, ডায়ানে জানায়, সে নগ্ন হয়ে মডেলিং করাটা বেশ উপভোগ করেছে। বর্তমানে সে নিজেকে নিয়োগ করেছে সার্বক্ষণিক নাচের প্রশিক্ষক হিসেবে। এটাই এখন তার পেশা। সে মেয়েদেরকে নাচ শেখায়। মাঝে মাঝে সে নিজেও নাচে তবে অবশ্যই তার ছাত্রীদের সঙ্গে এবং লস এঞ্জেলেসের বিভিন্ন জায়গায়।

ট্যালেসি কোনো কথা বলে না, ডায়ানাকে বাধাও দেয় না। সে মনোযোগ দিয়ে তার কথা শুনে যেতে থাকে। আর ডায়ানেকে মনে হয় বেশ আয়েশের সঙ্গে কথা বলে যাচ্ছে এবং ট্যালেসির উপস্থিতি তার ভালো লেগেছে। ডায়ানে এখনও আকর্ষণীয়া এবং সাক্ষাৎকার দিতে দিতে সে নিজের বুদ্ধিবৃত্তি সম্পর্কে আরও সচেতন হয়ে ওঠে। সে বিশ্বাস করে হ্যারোল্ড রুবিন এখানে উপস্থিত থাকলে সে অস্বস্তিবোধ করত। ডায়ানে অতীতে উত্তেজক ভঙ্গিতে ছবিতে উপস্থিত হয়েছে এবং তুলে ধরেছে নিজের সৌন্দর্য, উত্তেজিত করেছে পুরুষকে। সে পোশাক খুলে ক্যালিফোর্নিয়ার বালিয়াড়ির ওপর হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ার পর নিশ্চয়ই তার মনের ভেতরে যৌন উত্তেজনা সৃষ্টি করা ছাড়া অন্যকিছু আর কাজ করেনি এবং ট্যালেসি বাজি ধরে বলতে পারে যে, পুরুষ ফটোগ্রাফারও সেই একই বিষয় ভাবতে থাকে ছবিকে কতখানি উত্তেজক করে তুললে তা আবেদন সৃষ্টিতে সক্ষম হবে, বিশেষ করে যেসব ফটোগ্রাফার তার সঙ্গে কাজ করেছে। এসব ছবি সবসময়ই ছাপা হয়েছে পুরুষদের পত্রিকায় এবং পুরুষরা এসব ছবির সঙ্গে সঙ্গে প্রবেশ করে ফ্যান্টাসির জগতে। আবার বহু পুরুষ তার সেইসব ছবি পছন্দ করে যেখানে তার ভঙ্গিতে বন্যতা ফুটে উঠেছে। অনেক পুরুষ এসব ছবি সারাজীবন সংরক্ষণ করে বেডরুমের কোনো গোপন জায়গায়।

কিন্তু ডায়ানে তার মডেলিং পেশাকে বলেছে শিল্প। ট্যালেসি বলেছে এটা তার কাছে শিল্প হলেও তার ভক্তদের কাছে এটা কেবলই পর্ণোগ্রাফি—উত্তেজনার খোরাক, যা দেখামাত্র তাদের লিঙ্গ খাড়া হয়ে ওঠে। যা হোক, দ্বিতীয় সাক্ষাৎকারে সে অবশ্য তা স্বীকার করেছে। কারণ এই পর্ণোগ্রাফির মাধ্যমেই রুবিনের সঙ্গে তার পরিচয় ঘটেছে

এবং গত বিশ বছর যাবৎ সে তার বিবাহিতা স্ত্রী এবং তাদের উনিশ বছর বয়সী একটা ছেলে আছে, নাম জন ওয়েবার। সে সুদর্শন। এক সময়কার হিপ্পি। বর্তমানে সে মালিবুর দক্ষিণ-পূর্ব পাহাড়ি অঞ্চলে অবস্থিত একটা ন্যুডিস্ট কলোনিতে সার্বক্ষণিক চাকরি নিয়েছে। এই কলোনিকে বলা হত ইলিসিয়াম ফিল্ড। এর মালিক ছিল সেই চিত্রগ্রাহক যাকে ডায়ানে ওয়েবারের ছবির বিশেষজ্ঞ বলা হত। তার নাম এড ল্যাঞ্জ।

জন ওয়েবার কলোনিতেই বসবাস করত। কাজ করত এখানেই সার্বক্ষণিকভাবে। কিন্তু প্রতি সপ্তাহেই সে তার মায়ের কাছে মালিবুতে চলে আসত। এক বিকেলে ডায়ানে ওয়েবার নাচের ক্লাস থেকে ফিরে লিভিংরুমে গিয়ে আবিস্কার করে তার উনিশ বছরী যুবক পুত্র ন্যাংটা হয়ে লিভিংরুমের মেঝেতে শুয়ে দুই পা ফাঁক করে প্লেবয়-পত্রিকায় প্রকাশিত অভিনেত্রী উরসুলা অ্যানড্রেস এর ন্যাংটো ছবি দেখছে এবং হস্তমৈথুন করছে। ডায়ানে এই দৃশ্য দেখে মোটেও খুশি হয় না।

ক্যালিফোর্নিয়া ভ্রমণ শেষ করে ট্যালেসি এই প্রথম স্যান্ডস্টোন রিট্রিটে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। নিউ ইয়র্কের এক লেখক প্যাট্রিক ম্যাকগ্রাডি তাকে স্যান্ডস্টোন সম্পর্কে বলেছিল কয়েক বছর আগে। সে আরও বলেছিল খোলামেলা যৌন কর্মকাণ্ডের কথা, যা পরিচালনা করে জন এবং বারবারা উইলিয়ামসন তাদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি টোপাঙ্গা ক্যানিয়নে। লস এঞ্জেলেসে *ফ্রি প্রেস* পত্রিকায় স্যান্ডস্টোনের বিজ্ঞাপন দেখে সে টেলিফোনে কথা বলেছিল এবং ম্যানেজার তাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল কোনো এক বিকেলে গাড়ি নিয়ে চলে আসতে।

গাড়ি চালিয়ে বহু পথ অতিক্রম করে আসার পর অবশেষে ট্যালেসি প্রধান প্রবেশ পথের পাথরের স্তম্ভ চিহ্নিত করতে পারে এবং ভেতরে প্রবেশ করে পার্কিং প্লেসে গাড়ি রাখে। এই অনুমতিদায়ক স্বর্গে তার এই সংক্ষিপ্ত পরিদর্শন কয়দিন স্থায়ী হবে তা সে অনুমান করতে পারে না। ট্যালেসি জায়গাটা দেখে মুগ্ধ হয়। আরও মুগ্ধ হয় এখানকার নির্জনতা ও স্বাধীনতায়, এর স্বল্প আইন ও নিয়মকানুনে, এর বলরুম দেখে এবং আগ্রাসী নগ্ন নারীদের উপস্থিতিতে। তার প্রথমদিকের গবেষণা তাকে স্যান্ডস্টোনের জন্য পুরোপুরি প্রস্তুত করে তুলতে পারেনি, পারেনি ম্যাসেজ পার্লার, স্যুইং ক্লাব, লাইভ শো এবং যা সে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা ও সেক্সুয়াল গেজেটিয়ার পড়ে জেনেছিল তার কোনোকিছুই। ১৯৭০ দশকের শুরু থেকেই স্যান্ডস্টোন ছিল নিঃসন্দেহে আমেরিকার ১৫ একরের একটা সবচেয়ে স্বাধীন ভূমি। এটা ছিল তার জানা একমাত্র জায়গা যেখানে কোনো অসমনীতি চালু ছিল না; ছিল না অর্থ বা পুরস্কারের বিনিময়ে যৌনমিলন, প্রয়োজন ছিল না কোনো নিরাপত্তা রক্ষী অথবা পুলিশের, প্রয়োজন ছিল না বিকল্প উত্তেজনার জন্য কোনো ফ্যান্টাসির। প্রথম রাতেই ট্যালেসি স্যান্ডস্টোনে একটা দলীয় অভিজ্ঞতা অর্জন করে এবং তা হল বলরুমে একটা বিনোদনমূলক দৃশ্য। ডাঃ অ্যালেক্স কমফোর্ট এবং হলিউডের বিখ্যাত এক ব্যক্তিত্ব দুজনে কথোপকথনে ব্যস্ত। লোকটা বলছে যে তার মাথা সমাহিত হয়েছে এক স্কুলশিক্ষিকার দুই উরুর মাঝখানে। তারপরও ডাঃ কমফোর্ট তার সঙ্গে যৌনবিষয়ক রসিকতা চালিয়ে যেতে থাকে।

ট্যালেসি স্যান্ডস্টোনে নগ্ন অবস্থায় অধিক আরামদায়ক বোধ করতে থাকে, যদিও

সে উভকামী নয়। সে শিখেছে অন্য নগ্ন পুরুষের উপস্থিতিতে তাদের কাছাকাছি শুয়ে অথবা বসে থাকতে। সে আরও শিখেছে নগ্ন অবস্থায় অন্য পুরুষের সঙ্গে বন্ধুত্ব গড়ে তুলতে এবং অভ্যর্থনা জানানোর জন্য নগ্ন অবস্থায়ই তাদেরকে আলিঙ্গন করতে। কিন্তু স্যান্ডস্টোনের বহু বিষয় ট্যালেসির পছন্দ হয়নি অর্থাৎ সে পছন্দ করতে পারেনি, বিশেষ করে বিকেলবেলা যখন পুরো স্যান্ডস্টোনে মাত্র বিশজন লোক রয়েছে, যারা সার্বক্ষণিকভাবে এখানে বসবাস করে—জন উইলিয়ামসনের পরিবার ও আরও নয়টি পরিবার, তারা তখন ট্যালেসির সঙ্গে খুবই ঠাণ্ডা আচরণ করে। কারণ ট্যালেসি তার স্ত্রীকে নিয়ে এখানে আসেনি, যা এখানকার নিয়ম।

প্রায় একমাস স্যান্ডস্টোনে বসবাস করার পর ট্যালেসির মনে হল জন উইলিয়ামসন দিনে দিনে নিঃসঙ্গ এবং অবন্ধুসুলভ হয়ে পড়ছে। ট্যালেসি ভাবে তার কারণেও এমন হতে পারে। কারণ সে একটা গেস্টহাউজ দখল করে আছে অনির্ধারিত সময়ের জন্য এবং সে গোপনে জনের কাছে স্বীকার করছে স্ত্রীকে না নিয়ে এসে সে একটা ভুল করে ফেলেছে। ভুলের কারণে সে তো আর তাকে তাড়িয়ে দিতে পারে না। উইলিয়ামসনের মনে হয় ট্যালেসির ক্রমবর্ধমান দুশ্চিন্তা দূর করা প্রয়োজন।

এসময় ট্যালেসি ভাবে সে খামোখাই উইলিয়ামসনকে নিয়ে ভাবছে। সে যা মুখ ফুটে বলেনি তা নিয়ে চিন্তা করার কোনো প্রয়োজনই নেই। তবে লেখক ম্যাকগ্রাডি ট্যালেসিকে সতর্ক করেছিল যে, সে প্রায়ই বাইরের লোকদেরকে তার ওখানে কাজের ব্যবস্থা করে দেয়, বিশেষ করে যারা সেখানে অল্প কিছুদিন থাকতে চায় তার নগ্ন অনুসারীদের ভেতরে। কিন্তু ট্যালেসি স্যান্ডস্টোনে থেকে যায়। তার দিনগুলো কাটে নিরানন্দের ভেতরে এবং রাত্রিগুলো ভরে উঠে ক্লাব-সদস্যদের উল্লাসে এবং সে উপলব্ধি করে উইলিয়ামসনের নীরবতার প্রাত্যহিক স্পন্দন। প্রতিটি পরিবারের একাকিত্বের একটা বোধ আছে এবং তার মাধ্যমেই তারা অনুভব করেছিল আগন্তুকে পরিণত হওয়ার যে অবস্থা ট্যালেসি তার সঙ্গে অপরিচিত নয়। বস্তুতপক্ষে এটা ছিল সেই ভূমিকা, যার সাহায্যে তার ভিত্তিভূমি স্বাভাবিকভাবেই প্রস্তুত হয়েছিল। একজন ইতালীয়-আমেরিকান বংশোদ্ভূত প্যারিসবাসী উপস্থিত হয়েছে আইরিশ-আমেরিকান চার্চে, একজন সংখ্যালঘিষ্ঠ দলের ক্যাথলিক প্রভুত্ব বিস্তারকারী প্রোটেস্টান্টদের শহরে যেখানে তাদের বসতি, দক্ষিণের কলেজে একজন উত্তর থেকে আসা মানুষ, পঞ্চাশ বছরের একজন রক্ষণশীল যুবক যে অবশ্যই স্যুট ও টাই পরে, একজন তাড়িত মানুষ যার আহ্বান তাকে মানসিক ছদ্মবেশ পরায়; সে পরিণত হয় একজন সাংবাদিকে এবং সে লাইসেন্স পায় তার জন্মগত লজ্জাকে পাশ কাটিয়ে যেতে তার অনিয়ন্ত্রিত কৌতূহল মেটাতে এবং সেইসব লোকের জীবনকে আবিষ্কার করতে যাদের জীবন সে তার নিজের জীবনের চেয়েও অধিক কৌতূহলোদ্দীপক বলে বিবেচনা করে।

অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে নয়, সাংবাদিক হিসেবে সে সেইসব মানুষের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করত যারা পথভ্রষ্ট, সোজা পথে কিংবা সংকীর্ণ অলিগলিতে। ট্যালেসি তখন লক্ষ করেছে অনাকাঙ্ক্ষিত অসংখ্য মানুষ নিউ ইয়র্ক শহরে ঘোরাফেরা করছে, সেতু নির্মাণকারীরা শহরের প্রধান সড়কে ভ্রমণশীল, পাগলাটে স্বভাবের লোক বসে আছে *নিউ*

ইয়র্ক টাইমস-এর ডেস্কে, এখানে-সেখানে মাফিয়ার সদস্যরা, অবৈধ সাহিত্যের চোরাকারবারী, ম্যাসেজ পার্লারে কলেজ থেকে ঝরে পড়া সহপাঠিনী এবং বর্তমানে উইলিয়ামসন হল ভ্রান্ত কার্যকলাপের এক অগ্রপথিক। যা হোক, ট্যালেসি প্রস্তুত ছিল স্বীকার করতে যে সে তার প্রান্তসীমায় পৌঁছে গেছে। এসময় একদিন বিকেলবেলা তার গেস্ট হাউসের দরজা খুলে গেল এবং কোনোরকম শব্দ করা ছাড়াই হাসিমুখে ঘরে প্রবেশ করল উইলিয়ামসনের ন্যাংটা স্ত্রী বারবারা উইলিয়ামসন। কোমলভাবে হাত রাখল ট্যালেসির কাঁধে, তখন সে টাইপরাইটারের পেছনে বসে কাজ করছিল। বারবারা তার পিঠ ও ঘাড় ক্রমাগত ম্যাসেজ করতে থাকে কোনোরকম কথাবার্তা ছাড়াই এবং ট্যালেসির দিক থেকে কোনোরকম বাধা ছাড়াই বারাবারা তাকে বিছানায় নিয়ে যায় এবং তারা অগ্রসর হয় যৌনমিলনের দিকে।

এই প্রথম ট্যালেসি একজন নারীর সঙ্গে যৌনমিলনকালে আগ্রাসী আচরণের শিকার হয়। তার কোনো সন্দেহ নেই যে এই অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য তার শরীর সাড়া দিয়েছিল। যৌনমিলন সম্পন্ন করার পর বারবারা তার সঙ্গে খোলামেলাভাবে কথা বলতে শুরু করে। বলতে গেলে স্যান্ডস্টোনে আসার পর এই প্রথম। তার স্বামীর আচরণের জন্য সে কোনোরকম ক্ষমা প্রার্থনা ছাড়াই ব্যাখ্যা দিয়ে থাকে যে, অনেকগুলো ব্যবসা এখন আর লাভজনক বলে মনে হচ্ছে না এবং তার স্বামী এখন ক্রমাগত হতাশায় ভুগছে। আবার মন্টানায় নতুন করে বসতি স্থাপনের কথাও ভাবছে। কিন্তু সে আরও জানায়, তার স্বামী জন উইলিয়ামসন অন্যান্য স্বপ্নদর্শীদের মতোই অতিরঞ্জিত হতাশায় ভুগতে থাকা একজন মানুষ। বারবারা ১৯৭০ দশকের কথাও ট্যালেসিকে বলে। জনের প্রেমময়ী ওরালিয়া লীল চলে গেছে ডেভিড স্কুইন্ড-এর সঙ্গে এবং তারা বিয়ে করে বর্তমানে ওহিও'র ইলিরিয়া-তে বসবাস করছে। জন এখন তার বেডরুমে বসে থাকে অন্ডজ প্রাণীর মতো এবং নিঃস্ব মানুষের মতো বলে, স্যান্ডস্টোনে সে বড়জোর আর মাস দুয়েক আছে।

ট্যালেসি মনোযোগ দিয়ে শোনে বারবারার কথা। সে বলে যেতে থাকে কীভাবে স্যান্ডস্টোন গড়ে উঠেছিল। কীভাবে জন উইলিয়ামসনের সঙ্গে তৈরি হয়েছিল তার সম্পর্ক, তারপর বুল্লারার সঙ্গে বারবারার সম্পর্ক। বর্ণনা করে সপ্তাহ শেষের ছুটির সেই নাটকীয় রাতের কথা যে রাতে বেয়ার লেকে দুই দম্পতি দুটি আলাদা কেবিনে পরস্পরের স্ত্রীকে ভোগ করেছিল। জন ও জুডিথ বুল্লারো এক বছর হল স্যান্ডস্টোন ছেড়ে গেছে এবং তারা এখন একসঙ্গে বসবাস করে না। বারবারা বলে, উইলিয়ামসনের সঙ্গে এই দম্পতির সম্পর্ক এখনও বন্ধুত্বপূর্ণ। ট্যালেসি চাইলে তাদের সঙ্গে সে দেখা করার ব্যবস্থা করতে পারে।

এক সপ্তাহ পর এটা সম্ভব হয়েছিল এবং পরবর্তী দুবছরে বহুবার ট্যালেসি নিউ ইয়র্ক থেকে লস এঞ্জেলেসে যাতায়াত করেছে উডল্যান্ড হিলে বুল্লারোর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। সে তাদের আস্থা অর্জন করেছিল এবং তারা অনুমতি দিয়েছিল তাদের সম্পর্কে লেখার। বুল্লারো তার ডায়েরি ব্যবহারের অনুমতিও দেয় ট্যালেসিকে, যা সে তার সেইসব দিনগুলোতে লিখেছিল, যখন জন উইলিয়ামসনের দ্বারা জুডিথ প্রলুব্ধ হয়েছিল।

উল্লেখ্য, ট্যালেসির নিজের বিয়ে, ১৯৭৪ সাল পর্যন্ত টিকে ছিল। তার দুটি যুবতী কন্যাও রয়েছে। তারা তার প্রতি মোটেও সন্তুষ্ট নয়। কিন্তু এই গবেষণার কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে জানার জন্য সম্প্রতি *নিউইয়র্ক* পত্রিকার এক প্রতিবেদক তার সাক্ষাৎকার নিতে চায়। সে মূলত জানতে চায় এই কাজ করতে গিয়ে ট্যালেসি কী ধরনের চ্যালেঞ্জ বা সমস্যার মুখোমুখি হয়েছে। এই প্রতিবেদক ছিল ট্যালেসির বন্ধু, যাকে সে অনেকদিন ধরে চেনে। একজন সাংবাদিক হিসেবে সে চায় কাজের পদ্ধতি সম্পর্কে বেশি লিখতে ব্যক্তিগত বিষয়ের চেয়ে এবং ট্যালেসি আস্থার সঙ্গে অনুভব করে গোপন করার মতো সামান্য কিছু হলেও তার আছে, যা সে গোপন করতে পারে।

এক সন্ধ্যায় সেই প্রতিবেদকসহ ট্যালেসি বাড়ি ফিরে দেখে বাড়িতে কেউ নেই এবং ডাইনিং টেবিলের ওপর একটা এনভেলপ পড়ে আছে। এনভেলপটা খুলে পড়ে দেখে তার স্ত্রী বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে এবং কখন ফিরবে তা সে লেখে নাই। তার গোপনীয়তার অধিকার, যা সে তার অন্যান্য অধিকারের মতোই মূল্যবান মনে করত তা লজ্মিত হয়েছিল বলে সে ঘোষণা করেছিল। যা হোক সংবাদপত্রের সঙ্গে তার যে আলোচনা হয়েছে সে-ব্যাপারে তার স্ত্রীর কিছু করার ছিল না। তারপরও তার স্ত্রী তাকে সতর্ক করেছিল যে যৌনতার ব্যাপারে তার স্পষ্টবাদিতা সংবাদপত্রের পাঠকদেরকে সুড়সুড়ি দিলেও তাকে উপহাসের পাত্র করে তুলবে।

স্ত্রী চলে যাওয়ার কারণে মানসিকভাবে খুবই কষ্ট পায় ট্যালেসি কিন্তু তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা সাংবাদিককে সে তা বুঝতে দেয় না। প্রতিবেদক অবশ্য অপেক্ষা করছে তার সঙ্গে কোনো রেস্টুরেন্টে গিয়ে সাক্ষাৎকারটা শেষ করতে যা সে গত কয়েকদিন ধরে সম্পন্ন করার চেষ্টা করছে। ট্যালেসি চিঠিটা পকেটে রেখে দেয়। আবেগ দমন করে। তারপর পরবর্তী কয়েক ঘণ্টা রেস্টুরেন্টে ঐ প্রতিবেদকের সঙ্গে কথা বলে। সে আশা করে তার দুশ্চিন্তা ও দুঃখবোধ এতে কিছুটা কমে যাবে।

যেদিন সে চিঠিটা পায় সেদিন ছিল শুক্রবার এবং তার স্ত্রী সোমবার ফিরে আসে কোনো ধরনের ব্যাখ্যা ছাড়াই। সে নিজে থেকে বলে না কোথায় ছিল, আবার ট্যালেসি ভাবে তার এটা জিজ্ঞাসা করার কোনো অধিকার নেই। তাদের বিয়ে ১৯৭৪ সালের শীতকাল পর্যন্ত অনিশ্চয়তার ভেতর দিয়ে টিকে থাকে। বিয়ে শুধুমাত্র ভালোবাসার ওপর টিকে থাকে না, বরং সেইসব বিষয়ের ওপর অধিক নির্ভর করে, সারা বছর ধরে তারা যে অন্তর্দৃষ্টির উন্নয়ন ঘটিয়েছে একে অন্যের গোলকধাঁধার ভেতরে। এটা একটা বিশেষ অবস্থা, সবসময় যে-ভাষায় কথা বলি এটা সেই ভাষা নয়, এটা হল শ্রদ্ধা পরস্পরের কাজের প্রতি, ভালো ও মন্দ উভয় অভিজ্ঞতা ভাগাভাগির একটা ইতিহাস এবং একটি স্বীকৃতি যে তারা প্রকৃতই একে অন্যকে পছন্দ করে। বিয়ের সময় তখনই যখন ভালোবাসার চেয়ে 'পছন্দ' অধিক গুরুত্বপূর্ণ। যা হোক ট্যালেসির বিয়ে টিকেছিল এবং ১৯৭৪ সালের গ্রীষ্মকালে সে বাড়ি ফিরে আসে প্রতি বছরের মতো স্ত্রী ও সন্তানদের কাছে নিউজার্সির ওশান সিটিতে, যেখানে ভিক্টোরিয়ান বিচে তার নিজের বাড়ি এবং এই শহর হচ্ছে তার জন্মস্থান। এই শহরে তার পিতামাতাও বসবাস করে।

পত্রিকায় প্রকাশিত ট্যালেসির গবেষণা সম্পর্কে জনগণ নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া প্রকাশ

করে, যেমন তার স্ত্রী ভবিষ্যৎবাণী উচ্চারণ করেছিল। সে এই শহরে আসার আগেই একটা সাপ্তাহিক পত্রিকার সম্পাদকীয়ের বিষয়ে পরিণত হয়, যেখানে সে কাজ শুরু করেছিল ক্রীড়া প্রতিবেদক হিসেবে স্কুলে পড়ার সময়। এই সম্পাদকীয় ছিল বড় বড় শহরের দৈনিক ও জাতীয় পত্রিকাগুলোতে প্রকাশিত খোশগল্প কিংবা রটনার চেয়েও অধিকতর আকর্ষণীয় যা ট্যালেসির পিতামাতার মনে কষ্ট দিয়েছে, যারা এখনও এই শহরে বসবাস করে এবং যারা প্রায় অর্ধশতাব্দী ধরে এই শহরের নৈতিকতা রক্ষার কাজে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে। ট্যালেসি এই সম্পাদকীয় পড়ে প্রথমে বিরক্ত এবং একই সঙ্গে সচেতন হয়ে ওঠে, কারণ তার যে বই প্রকাশিত হতে যাচ্ছে তা তার পরিবারে ইতিমধ্যেই প্রভাব বিস্তার করেছে। সে সতর্কাবস্থায় লক্ষ করতে থাকে মানুষ তার সম্পর্কে কী ভাবছে। তবে সে বইটা শুরু করার একটা সুযোগ পেয়েছে। বইয়ের প্রথম অধ্যায় শেষ এবং মধ্যদুপুরে কাজের অবসরে সে শহরে ঘুরে বেড়াত, পরিদর্শন করত স্থানীয় পত্রিকার স্ট্যান্ডগুলো এবং মাঝে মাঝে দুএকটা পুরুষদের পত্রিকা কিনত এবং ধারাবাহিকভাবে সে উদ্ভাবনের চেষ্টা করত যৌনতা সম্পর্কে তার চারপাশের পরিবর্তনশীল সামাজিক রীতিনীতি—নিজের শহরে এবং আটলান্টিক সিটির কাছাকাছি আশ্রমগুলোতে এবং প্রাদেশিক খামার ও গ্রামগুলোর বিস্তৃত এলাকায়।

ট্যালেসি যেখানে বেড়ে উঠেছে সেখান থেকে বিশ মাইল দূরে এগ হারবার রিভার সংলগ্ন বনভূমির ভেতরে গোপনে গড়ে উঠেছিল ন্যুডিস্ট পার্ক। ট্যালেসি অবশ্য ছেলেবেলা থেকেই তা জানত, কিন্তু যুবক বয়সে সে এখানে ঢোকার সাহসই পায়নি। এই পার্ককে বলা হত *সানসাইন পার্ক* এবং এই পার্ক প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল ১৯৩০ এর দশকে। প্রতিষ্ঠা করেছিল গাট্টাগোট্টা প্রাণোচ্ছল কিন্তু বিতর্কিত এক মন্ত্রী, নাম ইলস্‌লে বুনি। তাকে আমেরিকার এই আন্দোলনের জনক বলে স্বীকৃতি দেয় নগ্নতাদের সমর্থক অল্পকিছু নির্লজ্জ অনুসারী। নিউ জার্সির অকল্যান্ডে অবস্থিত পন্ডস রিফর্ম চার্চের এক সময়ের যাজক রেভারেন্ড বুনি ১৯৩১ সালে নগ্নতাবাদকে আবিষ্কার করে জার্মানি ভ্রমণের ভেতর দিয়ে, যেখানে হিটলার নিষিদ্ধ না-করা পর্যন্ত তা চালু ছিল। সেখানে অনেকগুলো ব্যক্তিগত পার্ক ছিল যা প্রকৃতিবাদীরা ব্যবহার করত এবং তারা বিশ্বাস করত যে খোলা জায়গায় পোশাক খুলে ফেলার মধ্যে এক ধরনের স্বাধীনতা আছে এবং শরীর ও আত্মার জন্য তা স্বাস্থ্যকর। রেভারেন্ড বুনির প্রথম উদ্যোগ ছিল প্রকৃতিবাদীদের জন্য একটা বসতি গড়ে তোলা নর্থ জার্সির স্কুলেজ মাউন্টেনের কাছাকাছি, কিন্তু জমির মালিক তাকে উচ্ছেদ নোটিশ দিলে ঐ পরিকল্পনা ওখানেই শেষ হয়ে যায়। কিন্তু সে সফল হয়েছিল আশি একরের একটা বনভূমির মালিক হতে যা সে জার্মান-আমেরিকান এক পরিবারের কাছ থেকে অর্জন করেছিল। এই পরিবার বসবাস করত মেজ ল্যান্ডিং-এর এক বসতিতে। ১৯৩৫ সালে অনুসারীদের সহযোগিতায় বুনি লম্বা লম্বা ওক ও সিডার গাছ এবং পাইনগুচ্ছের ছায়ায় নদীর তীরে নির্মাণ করে একটা নির্জন আশ্রম, যাকে সে বলত সানসাইন পার্ক। সে বিশাল একটা ঘর তৈরি করে কাঠ দিয়ে, যেখানে সে বসবাস করত তার স্ত্রী ও সন্তানদের নিয়ে। এছাড়াও ছিল আরও কয়েকটি ছোট ছোট বাড়ি এবং কাঠের তৈরি কেবিন, একটি অডিটোরিয়াম এবং একটি স্কুল। সে ন্যুডিস্টদের জন্য একটা

পত্রিকাও প্রকাশ করত *সানসাইন ও হেলথ* নামে, যা নিয়মিত নিষিদ্ধ হত মেজ ল্যান্ডিং-এর স্থানীয় পোস্টমাস্টার দ্বারা। বুনি এই নিষিদ্ধকরণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করত নিয়মিত। সে তার সম্পাদকীয়তে দাবি করে 'যতক্ষণ পর্যন্ত আমেরিকার নৈতিকতাবাদী নেতারা শরীরের বাস্তবতাকে মেনে না নিচ্ছে এবং মানুষকে তার পুরো শারীরিক অবস্থার সঙ্গে যথাযথভাবে পরিচিত হওয়ার অনুমতি না দেয়া হচ্ছে ততক্ষণ শরীরের নিষিদ্ধ অংশের প্রতি কম বা বেশি হোক, আগ্রহ বাড়তেই থাকবে।'

শরীরের 'নিষিদ্ধ' অংশের প্রতি 'প্রবল আগ্রহ' ছিল ট্যালেসির বয়োসন্ধিকালে এবং তখন সে ওশান সিটিতে থাকে। সে প্রায়ই স্নায়ুর দুর্বলতায় ভুগত যখন সে তদন্ত করত যে *সানসাইন ও হেলথ* পত্রিকা সত্যি সত্যিই কাউন্টারের নিচ দিয়ে বিক্রি হচ্ছে কিনা। এসব পত্রিকার স্ট্যান্ডে সে *পুলিশ গেজেট* শিরোনামের হাস্যকর পত্রিকাও প্রদর্শিত হতে দেখেছে। এছাড়াও প্রচণ্ড আগ্রহ নিয়ে সে শুনেছে স্কুলে নবাগত ছাত্রের আলোচনা। সে বলছে কীভাবে চোরাপথে রাতের বেলায় পার্কে ঢোকা যায় এবং গাছে চড়ে লুকিয়ে থাকা যায় সকাল না হওয়া পর্যন্ত। তারপর পার্কে আগত নগ্ন নারীদের হৃষ্টপুষ্ট নধর শরীর দুইচোখ দিয়ে তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করার আনন্দ। একবার সে ফিলাডেলফিয়াতে বেসবল খেলতে গিয়েছিল এবং নদীর ধারের পথ তাকে পৌঁছে দিয়েছিল সানসাইন পার্কের পাথর নির্মিত প্রবেশপথে এবং তার চোখে পড়েছিল পার্কের বিশাল বিজ্ঞাপনসহ বিলবোর্ড। সে তাকিয়ে ছিল অস্পষ্ট গাছের ভেতর দিয়ে এবং অনুসন্ধান করেছিল নিষিদ্ধ দৃশ্য। সে শুনেছিল শহরের নৌকার মালিকেরা সপ্তাহ শেষের ছুটির দিনে এগ হারবার রিভারে নৌকা নিয়ে ভেসে যায় এবং কখনও কখনও অন্য তীরে নোঙর করে থাকে। তারা অপেক্ষা করে থাকে সেইসব বিস্ময়কর দৃশ্য দেখার জন্য, যার ভেতরে রয়েছে নগ্ন হয়ে মেয়েদের স্নান করা ও নগ্ন অবস্থায় হাত-পা ছড়িয়ে ছোট্ট বিচে শুয়ে থাকার দৃশ্য।

স্যান্ডস্টোনে কয়েকদিন কাটিয়ে গ্রীষ্মের সপ্তাহ শেষের এক ছুটিতে ওশান সিটিতে ফেরার পর ট্যালেসি গাড়ি চালিয়ে সানসাইন পার্কের দিকে যাত্রা করে। কাছাকাছি গিয়ে সে লক্ষ করে সেই সাদা রঙের বিলবোর্ডটি তখনও আছে যা সে ছেলেবেলায় দেখেছিল। সে প্রবেশপথের দিকে ঘুরল এবং ধুলোভর্তি রাস্তা ধরে এগোতে লাগল, যা তাকে নেতৃত্ব দিল ঘন গাছপালা ও ঝোপঝাড়ের ভেতর দিয়ে এগিয়ে যেতে এবং সবশেষে রাস্তাটা শেষ হল একটা কেবিনের প্রধান ফটকের পাশে নির্মিত দ্বার রক্ষকের বাড়ির সামনে গিয়ে, যেখানে একজন বয়স্ক লোক নগ্ন অবস্থায় একটা সাদাসিধে কাঠের ডেস্কের পেছনে রৌদ্রালোকে বসে আছে। লোকটা ট্যালেসিকে অভ্যর্থনা জানায়, তার হাতে একটা নিবন্ধন কার্ড ধরিয়ে দেয় পূরণ করার জন্য এবং সদস্যচাঁদা দাবি করে। ট্যালেসির প্রশ্নের জবাবে লোকটা বলে, না সে ইলসলে বুনি নয়। সে মারা গেছে ১৯৬৮ সালে। লোকটা আরও জানায়, সে বুনিকে এই পার্ক নির্মাণের ব্যাপারে সাহায্য করেছে। লোকটা হাত নেড়ে ইশারায় তাকে ভেতরে ঢুকতে বলে। ট্যালেসি একটা বালির রাস্তা ধরে নদীর দিকে এগোয়, যেখানে সে কয়েক ডজন বিভিন্ন বয়সী, আকৃতি ও রঙের মানুষ দেখতে পায়, যারা ধীরেসুস্থে হেঁটে বেড়াচ্ছে অথবা ন্যাংটো হয়ে শুয়ে আছে সূর্যালোকে অথবা ন্যাংটো অবস্থায়ই নদীতে সাঁতার কাটছে। সেখানে পিতামাতা বহন করছে তাদের শিশুকে, বৃদ্ধ

হেঁটে যাচ্ছে তার ঝুলে পড়া চামড়া নিয়ে, যুবতী নারীদের অনেকের শরীর খুবই উত্তেজক, পুরুষরা অনেকেই পেশিসমৃদ্ধ, কারো শরীর থলথলে, কারো শরীর দুর্বল। উঠতি বয়সী ছেলে ও মেয়েরা পাশাপাশি ন্যাংটো হয়ে শুয়ে আছে বিচের বালিতে বিছানো তোয়ালের ওপর অথবা নগ্ন অবস্থায়ই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলছে কোনোদিকে মনোযোগ না দিয়ে।

ট্যালেসি গাড়ি পার্ক করে নিজের পোশাক খুলে ফেলে, তারপর আস্তে আস্তে পানির দিকে হেঁটে যায়। চমৎকার একটা অনুভূতি তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। গরমে হাঁসফাঁস করতে থাকা জুলাই মাসের বিকেলে ছায়াচ্ছন্ন ভূমি ঠাণ্ডা মনে হয় তার পায়ের তলায় এবং সিডার রঙের পানিতে যখন সে নামে তখন তা তার কাছে উষ্ণ মনে হয়। সে পানির ভেতর দিয়ে হেঁটে একটা কাঠের মইয়ের কাছে পৌঁছায়, যা তাকে নেতৃত্ব দেয় একটা কাঠের স্তম্ভের ওপরে উঠে যেতে এবং সে তার ওপরে উঠে অন্যান্য নগ্ন নারী ও পুরুষের ভিড়ে মিশে যায়, যাদেরকে সে আগে কখনও দেখে নাই।

নদীতে ভাসমান অধিকাংশ নৌকার পশ্চাৎভাগ রঙকরা এবং তাতে লেখা রয়েছে 'ওশান সিটি, এনজে।' ডেকে বসে থাকা লোকেরা পরেছে বারমুডা শর্টস এবং সেইলিং ক্যাপ। কেউ কেউ পরেছে স্নানের পোশাক (বেদিং স্যুট), খড়ের তৈরি টুপি ও কালো রঙের চশমা এবং তাদের কারো হাতে বিয়ারের ক্যান, কারো হাতে চায়ের ফ্লাস্ক, কারো হাতে রেডিও এবং কেউ কেউ রুমাল নাড়িয়ে ইশারা করছে তীরের নগ্ন নারী ও পুরুষকে। কোনো কোনো নৌকা থেকে ভেসে আসছিল তীক্ষ্ণ শিস ও অভিবাদনের উল্লাস এবং কয়েক মিনিট এসব লক্ষ করার পর ট্যালেসি নৌকার ওপর উঠে যায়, নগ্ন নারী ও পুরুষ থেকে নিজেকে আলাদা করে এবং দেখতে পায় নৌকার বহু যাত্রীর হাতে টেলিস্কোপ অথবা বাইনোকুলার। তারা স্থির হয়ে তাদের নৌকার ওপর বসে আছে এবং সাঁতার কাটতে থাকা নারী ও পুরুষকে দেখছে পানির ভেতরে এবং বাঁকা চোখে দেখছে সূর্যকে। তারা ট্যালেসির দিকে এমনভাবে তাকাল যেন লজ্জা বলে কিছু নেই আর ট্যালেসি তাকাল পেছনের দিকে।

মোস্তফা মীর মূলত কবি। স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে যারা প্রথম কবিতা লিখতে শুরু করেন এবং সত্তর দশকে বাংলা কবিতাকে যারা এদশে জনপ্রিয় করে তোলেন মোস্তফা মীর তাদের অন্যতম। তাঁর জন্ম ১৯৫২ সালে, রাজবাড়ী জেলার বড়লক্ষীপুর গ্রামে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে তিনি মাষ্টার্স করেছেন ১৯৭৬ সালে। কর্মজীবনে একাধিকবার পেশা বদল করেছেন এবং একটি বেসরকারি সংস্থায় ১৮ বছর যুক্ত ছিলেন সম্পাদনা কর্মের সঙ্গে।

আজন্ম উদাসীন ও প্রচার বিমুখ এই কবির কাব্যগ্রন্থের সংখ্যা মাত্র পাঁচটি। পুরো আশির দশকে তিনি কোন লেখালিখিই করেননি। নব্বই দশকের শুরুতে এসে হঠাৎ করেই লেখেন উপন্যাস 'দানববংশ।' মৌলবাদীরা মামলা ঠুকলেও তা ধোপে টেকেনি। তবে গদ্যচর্চার এই ধারাবাহিকতায় লেখেন আরও তিনটি উপন্যাস, 'ঈশ্বরের ঘ্রান', 'কুকুরকুঞ্জ', এবং 'তোমাকে চাই'।

নব্বই দশকের মাঝামাঝি সময় থেকেই তিনি উপন্যাস রচনার পাশাপাশি অনুবাদ কর্মে হাত দেন এবং গদ্য ও পদ্য মিলে তাঁর অনুবাদ গ্রন্থের সংখ্যা প্রায় ত্রিশ এর অধিক। বর্তমানে অনুবাদ কমই তাঁর একমাত্র পেশা এবং তিনি উপন্যাস রচনায়ও মনোনিবেশ করেছেন। তবে প্রায় সময়ই তিনি অসুস্থ থাকেন। কারণ গত এগার বছর যাবৎ তিনি লিভারের অসুখে ভুগছেন। গত বছর প্রকাশিত হয়েছে তার গবেষণাধর্মী গ্রন্থ 'মিশরীয় পুরাণ'।

মোস্তফা মীরের সবচেয়ে আলোচিত গ্রন্থ হচ্ছে 'আদম ইতিহাসের প্রথম চরিত্র'।